লেভ তলস্তয়

পুনরুজ্জীবন

উপন্যাস

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ক্ষিতীশ রায়

সম্পাদনা: অরুণ সোম

চিত্রাঙ্কন: লেওনিদ পাস্তেরনাক

প্রথম সংস্করণ

Лев Толстой
ВОСКРЕСЕНИЕ
на языке бенгали

Lev Tolstoi
RESURRECTION
In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-000726-7

সূচী

সম্পাদকের নিবেদন

মহামনীষী তলস্তয়ের এই মহাগ্রন্থের অনুবাদ ও তার সম্পাদনা সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা আবশ্যক; নইলে কিছু ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থাকে।

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন, উপন্যাসটি ইংরেজি থেকে অনূদিত হলেও সম্পাদনাকালে মূল রুশ পাঠের সঙ্গে যতদূর সম্ভব সঙ্গতি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। 'যতদূর সম্ভব' বলার কারণ এই যে ভাষান্তর সম্ভব হলেও ভাষার তর্জমা সম্ভব নয়। অবশ্য তাই বলে তথাকথিত স্বচ্ছন্দ অনুবাদের তত্ত্বও মানা যায় না -- তাতে স্রেফ গল্পটাই বলা হয়। কিন্তু তলস্তয় নিছক গল্পকার ছিলেন না। তাছাড়া তলস্তয়ের কথা ছেড়ে দিলেও বাক্যবিন্যাস, প্রবাদ-প্রবচনমূলক প্রয়োগ, অব্যয়পদের ব্যবহার ইত্যাদি বহু বিষয়ে — মোট কথা, ভাষারীতির দিক থেকে অনেক সময় রুশ ভাষা বাংলার বেশ কাছাকাছি, অর্থাৎ ইংরেজির তুলনায় সহজে ভাষান্তরযোগ্য। সুতরাং কেবল ইংরেজি পাঠ অবলম্বন করলে মূলের অনেক কিছু হারাতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রুশ ভাষায় বাংলার মতোই 'যে' 'তো' এই অব্যয়গুলি আছে, যার ইংরেজি অনুবাদ Well বা ঐ গোছের কিছু — আমাদের ঠিক তৃপ্তি দেয় না। আরও একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত: বাংলায় যেমন সম্মানের তারতম্য ভেদে 'তুই', 'তুমি', 'আপনি' — সর্বনামের এই তিনটি বিভিন্ন রূপ ব্যবহৃত হয়, রুশ ভাষায়ও অনেকটা সেরকম ভেদ আছে। রুশ ভাষায় আছে দুটি রূপ: 'তুই'-'তুমি' ও 'আপনি'। কিন্তু আধুনিক ইংরেজিতে মাত্র একটি — 'you'। এই তথ্যটি এবং সেই সঙ্গে রুশদেশের প্রাচীন প্রথা সম্পর্কে জানা না থাকলে অনুবাদের সময় 'আপনি' 'তুমি' ভেদের ব্যাপারে গোলযোগ ঘটা

খুবই স্বাভাবিক। এই উপন্যাসে নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে চাষীদের কথোপকথন থেকে দেখা যাচ্ছে চাষী প্রজারা তাদের 'হুজুরকে' ক্ষেত্রবিশেষে 'তুমি' সম্বোধন করছে, অন্যদিকে নেখ্‌লিউদভ তার স্বাভাবিক ঔদার্যবশত বয়োজ্যেষ্ঠ চাষীকে 'আপনি' সম্বোধন করছে। রাশিয়ায় চাষীরা পদমর্যাদা নির্বিশেষে সবাইকে — এমন কি 'মহামান্য' জারকেও অনেক সময় 'তুমি' সম্বোধন করত। অনুবাদে মূলের এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

এই সর্বনামের ব্যবহারেই আবার রুশ থেকে অনুবাদের সময় কিছু কিছু অসুবিধারও সম্মুখীন হতে হয়। বাংলায় প্রথম পুরুষের সর্বনামে 'সে' এবং 'তিনি' এই দুটি ভেদ আছে, কিন্তু ইংরেজি বা রুশ কোন ভাষাতেই সে ভেদ নেই। অন্য দিকে ইংরেজি ও রুশ দুই ভাষাতেই প্রথম পুরুষের স্ত্রীবাচক ও পুরুষবাচক সর্বনাম আছে -- যা বাংলায় নেই। উপন্যাসে তলস্তয় অনেক সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে -- বিশেষত উপন্যাসের নায়িকা মাস্‌লভাকে কখনও বা গোটা একটি পরিচ্ছেদে শুধু সর্বনামে উল্লেখ করেছেন। মূলে যেখানে স্ত্রীবাচক প্রথম পুরুষের সর্বনামের সঙ্গে -- বিশেষত একই বাক্যে — পুরুষবাচক প্রথম পুরুষের সর্বনামে কারও উল্লেখ থাকে তখন অনুবাদে প্রথম পুরুষের সর্বনাম বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বলাই বাহুল্য, কেবল এসব ক্ষেত্রে নামপদ ব্যবহৃত হয়েছে।

বাঙ্গালী পাঠকবর্গের পক্ষে একটি দুর্বোধ্য, অনভ্যস্ত বস্তু হল রুশ ভাষায় ব্যক্তিনামের ব্যবহার। রুশ ভাষায় ব্যক্তিনাম তিনটি অংশে বিভক্ত: নাম, পিতৃনাম ও পদবী। মাঝখানের অংশ অর্থাৎ পিতৃনাম হল ব্যক্তির পিতৃপরিচায়ক। যেমন, নেখ্‌লিউদভের পুরো নাম: দ্‌মিত্রি ইভানোভিচ নেখ্‌লিউদভ — অর্থাৎ ইভানপুত্র দ্‌মিত্রি নেখ্‌লিউদভ। তেমনি ইয়েকাতেরিনা (ক্বচিৎ কাতেরিনা) মিখাইলভ্‌না মাস্‌লভা (স্মর্তব্য, আদালতে প্রধান বিচারপতির জেরা: 'তবে তো ধর্মপিতার নামেই নাম হয়ে থাকবে। কী সেই নাম?' উত্তরে মাস্‌লভা বলল, 'মিখাইলভ্‌না'।), অর্থাৎ মিখাইল দুহিতা ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভা। তেমনি নাতালিয়া ইভানভ্‌না রগোজিন্‌স্কায়া, ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ রগোজিন্‌স্কি, ভ্লাদিমির ইভানভিচ সিমন্‌সন ইত্যাদি।

পিতৃনাম পুরুষদের বেলায় সচরাচর —ওভিচ্ (উল্লেখ করতে গিয়ে দ্রুতোচ্চারণের ফলে অনেক সময় — ইচ্ — যেমন, ভাসিলি কার্লভিচ > ভাসিলি কার্লিচ্) এবং মহিলাদের বেলায় — ওভ্‌না প্রত্যয়ান্ত হয়। তেমনি

পদবী পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে —ওভ —ইন্/ —স্কি —ওভ্স্কি/ —ইন্স্কি। এবং —ওভা/ —ইনা/ —স্কায়া প্রত্যয়ান্ত।

এছাড়া আছে ডাকনাম। ডাকনাম সচরাচর হয় প্রথম নামের অপভ্রংশ (যেমন অনেক সময় বাংলায় দেখা যায়: কৃষ্ণ> কেষ্ট, কানু, কানাই। যেমন দ্মিত্রি> মিত্রি> মিতিয়া বা মিতেন্কা (শেষেরটি আদরার্থে); মিখাইল> মিশা, মারিয়া> মাশা, অথবা আদরার্থে বা ক্ষুদ্র বালিকা অর্থে মাশ্কা; ল্যুবা> ল্যুবোচ্কা। আদরার্থে, ক্ষুদ্রার্থে বা তুচ্ছার্থে —ইক্/ — ওচ্কা/ —এন্কা (পুরুষবাচক), — ওন্কা/ —ওচ্কা/ —এন্কা (স্ত্রীবাচক) প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। মারিয়া ও সোফিয়া ইভানভ্না ভগ্নীদ্বয় ইয়েকাতেরিনাকে ডাকতেন কাতিউশা বলে — 'কাতেন্কার মতো অতি আদুরে ডাকনাম ওটা নয়, আবার একেবারে অবজ্ঞাসূচক কাত্কাও নয়।' ইয়েকাতেরিনার ডাকনাম অবশ্য কাতিয়াও হয়। সে নামে তার উল্লেখ আছে উপন্যাসের শেষদিকে — সেখানে রাজবন্দীদের মহলে কাতিয়া নামে তার পরিচয়। পতিতালয়ে থাকাকালে এই কাতিউশাই আবার ল্যুব্কা বা ল্যুবাশা ডাকনামে (ল্যুবভ্ অর্থাৎ ভালোবাসা থেকে) পরিচিত হয় — যা থেকে অবজ্ঞার্থে হয়ে দাঁড়ায় ল্যুব্কা। এখানে উপন্যাসের আরও কয়েকটি চরিত্রের ডাকনাম ও সেগুলির ব্যুৎপত্তিও উল্লেখ করা যেতে পারে: নাতাশা < নাতালিয়া, আক্সিউৎকা (ক্ষুদ্রার্থে) < আক্সিনিয়া, তোলিয়া < আনাতোলি।

এছাড়া তৎকালীন অভিজাত সমাজের আদবকেতা অনুযায়ী ফরাশী বা বিদেশী ধাঁচের ডাকনামও আছে। প্রিন্সেস্ মারিয়া কর্চাগিনার ডাকনাম 'মাশা' না হয়ে হয়েছে 'মিসি', ইয়েলেনা ইভানভ্না 'লেনা' না হয়ে হয়েছেন 'এলেন'। বলাই বাহুল্য সব ডাকনামই ঘনিষ্ঠমহলে প্রচলিত।

অনেক সময় ঘনিষ্ঠ মহলে ডাকনামের সঙ্গে পদবী ধরেও উল্লেখ আছে। যেমন কাতিউশা মাস্লভা, মিশা তেলেগিন ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিক বা সম্ভ্রমার্থক সম্বোধনে সচরাচর মূল নাম ও পিতৃনাম ধরে উল্লেখ করা হয়। যেমন, পিওতর গেরাসিমভিচ, মিখাইল পেত্রোভিচ, মারিয়া ইভানভ্না, সোফিয়া ইভানভ্না, ইয়েলেনা ইভানভ্না ইত্যাদি। নাম ও পদবী ধরে (মার্কেল কন্দ্রাতিয়েভ, আনাতোলি ক্রিল্ৎসোভ, ভ্লাদিমির সিমন্সন ইত্যাদি) এবং শুধু পদবী ধরে উল্লেখ ও সম্বোধনও হতে পারে। কাতিউশাকে অনেক ক্ষেত্রে — বিশেষত আদালত দৃশ্যে — মাস্লভা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ছোট্ট মেয়ে মাশ্কার কাছে সে হল মিখাইলভ্না

মাসী (পিতৃনাম ধরে)। বিদেশী রীতি অনুযায়ী পোশাকী নাম বা পদবীর আগে 'মঁসিয়ে' 'মাদাময়জেল' 'মাদাম' প্রয়োগও দেখতে পাওয়া যায় (যেমন মঁসিয়ে কোলোসভ)। উপন্যাসে অরুশী নাম এবং পদবীও আছে। যেমন: উল্‌ফ, ব্রেভে। এরা রাশিয়াবাসী প্রবাসী লোকজন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অবস্থাবিশেষে একই ব্যক্তির নামের প্রয়োগে, বিশেষত ডাকনামে প্রকারভেদ ঘটতে পারে। অনুবাদে আমরা মূলের এই ধারা বজায় রেখেছি। অনভ্যস্ত পাঠক এবিষয়ে একটু সজাগ থাকলে আশা করি মূলের রস যৎকিঞ্চিৎ উপভোগ করতে পারবেন।

অতঃপর রুশ শব্দের বানান প্রসঙ্গে। মূল রুশ শব্দ বলতে বাংলা অনুবাদে যা রক্ষিত হয়েছে তা হল মূলত ব্যক্তি নাম ও স্থানের নাম। রুশ উচ্চারণের বিশ্বস্ত প্রতিবর্ণীকরণ বাংলায় চলে না। রুশ ভাষায় যেমন বাংলা ভাষার অনেক বর্ণ নেই তেমনি বাংলা ভাষায়ও রুশ ভাষার অনেক বর্ণ নেই। উদাহরণস্বরূপ, রুশ ভাষায় দুটি 'জ' আছে, কিন্তু তার কোনটিরই উচ্চারণ বাংলার বর্গীয় জ বা অন্তঃস্থ য-এর মতন নয়; অতএব বর্গীয় জ দিয়েই সে 'জ'-এর কাজ সারতে হয়। 'কাতিউশা' বা 'কাতিয়ার' 'ত'-এর যে উচ্চারণ তা বাংলার দন্ত্য উচ্চারণ নয় — 'ত'-এর তালব্য উচ্চারণ হলে যেমন হতে পারত অনেকটা সেই রকম। কোন কোন জায়গায় মূলের উচ্চারণ, বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য হস্‌চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন নেখ্‌লিউদভ, ইভানভ্‌না, মাত্‌ভেই ইত্যাদি) — ফলে পাঠ জায়গায় জায়গায় হয়ত হস্‌চিহ্ন কণ্টকিত হয়ে পড়েছে, একই শব্দে একাধিক হস্‌চিহ্ন (যেমন পাভ্‌লভ্‌না, আর্খান্‌গেল্‌স্ক) ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা নিরুপায়। এই ভাবে রুশ ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি অন্তত কিছুটা সুবিচার করা গেছে, আর সেটা কাম্যও। সে যাই হোক, ভাষাতত্ত্বের সমস্যা নিয়ে আলোচনার স্থান এটা নয় — আমরা দু-একটি বাস্তব সমস্যার উল্লেখ করলাম মাত্র।

লেখকের নামের বানান সম্পর্কেও আমাদের নিজস্ব বক্তব্য আছে। উচ্চারণ অনুযায়ী প্রতিবর্ণীকরণে তা দাঁড়াবে লিয়েভ তল্‌স্তোয়। কিন্তু নানা কারণে এ ক্ষেত্রে আপাতত প্রথার দাসত্বই আমাদের মেনে নিতে হল।

তৎকালীন রুশ অভিজাতমহলে ফরাসী ভাষার আধিপত্য ছিল, জার্মান ভাষারও প্রচলন ছিল। তাই তলস্তয়ের রচনায় মূল পাঠে কথোপকথনের মধ্যে ফরাসী ও জার্মান শব্দ, এমনকি বাক্যও রয়েছে। অনুবাদেও আমরা সেই রীতি অনুসরণ করেছি। বাংলা তর্জমা পাদটীকায় দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত রোমান হরফে যে দু-একটি ইংরেজী শব্দ এই অনুবাদে আছে সেগুলিও মূলের রীতি অনুসারী। উপন্যাসের শেষে টীকাটিপ্পনী অংশে উপন্যাসে উল্লিখিত বহু অপরিচিত প্রসঙ্গের সটীক পরিচয় আছে।

সর্বশেষে এই উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গে। উপন্যাসের নাম আক্ষরিক অর্থে 'পুনরুত্থান'ই হওয়া সঙ্গত। — খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের অনুষঙ্গও এখানে আছে বটে; কিন্তু তুলনামূলক বিচারে শ্রুতিমধুর বিধায় আমরা 'পুনরুজ্জীবন' নামটা রাখলাম। তাছাড়া এই উপন্যাসে নায়কের যে পুনরুজ্জীবন ঘটেছে তাতেই বা সন্দেহ কি!

অনুবাদটি পাঠকমহলে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বিবেচনা করব।

প্রথম পর্ব

তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কত বার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্যন্ত? — মথি, ১৮/২১।

যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমাকে বলিতেছি না, সাত বার পর্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্যন্ত। — মথি, ১৮/২২।

আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে কড়িকাঠ আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না? — মথি, ৭/৩।

তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ, সেই প্রথমে ইহাকে পাথর মারুক। — যোহন, ৮/৭।

শিষ্য গুরু হইতে বড় নয়, কিন্তু যে কেহ পরিপক্ক হয়, সে আপন গুরুর তুল্য হইবে। — লূক, ৬/৪০।

১

সামান্য এক ফালি জায়গা, সেখানে গাদাগাদি বসবাস করে হাজারো মানুষ; সবাই যেন বদ্ধপরিকর কী ভাবে বসবাসের জায়গাটুকু কদর্য করা যায়; রাশি রাশি পাথর দিয়ে বাঁধিয়েছে মাটি; নিড়িয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটা ঘাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার আগে; মুড়িয়ে দিয়েছে গাছের ডালপালা; তাড়িয়েছে যত পশুপাখি, কয়লার ধোঁয়া ও কেরোসিনের গন্ধে বাতাস হয়েছে ভারী — তবু বসন্ত বসন্ত হয়েই আসে এই শহরে। আবহাওয়ায় আতপ্ত সূর্যের উষ্ণতা, ঝিরঝিরে বাতাস স্নিগ্ধ, নিড়েনীর হাত থেকে বেঁচে গেছে যে-সব ঘাস, সেগুলো আবার যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সর্বত্র — শান বাঁধানো সড়কের ফাঁকে ফাঁকে, বুলেভারের চিলতে জমিতে। বার্চ্, পপ্লার ও বার্ড্চেরী গাছের রসে সুগন্ধ পাতাগুলি মঞ্জরিত; লাইম গাছের কুঁড়ি দেখে মনে হচ্ছে এখুনি যেন ফুল হয়ে ফুটবে; দাঁড়কাক, চড়ুই পাখি ও পায়রাগুলোর ডানায় যেন বসন্তের ছোঁওয়া লেগেছে, উড়ে উড়ে খড়কুটো জড়ো করে তারা সব বাসা বানাতে ব্যস্ত; বসন্তের উষ্ণ হাওয়ায় চাঙ্গা হয়ে উঠেছে মক্ষিকার দল, দেয়ালের গা ঘেঁসে উড়ে যেতে যেতে

তাদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সবাই যেন খুশি — তরুলতা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। খুশি নয় কেবল বুড়ো ধাড়ী পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা, এখনো তারা পরস্পরকে ঠকাতে ব্যস্ত, নিজেরা জ্বলে মরে আর অপরদের জ্বালিয়ে মারে। সূর্যের আলোয় স্নান করে বসন্ত এসেছে পবিত্র হয়ে, ভগবানের রাজ্যের সমস্ত শোভা যেন উজাড় করে এনেছে সকল লোককে খুশি করতে, প্রাণে শান্তি দিতে, মনের সঙ্গে মনের মিল ঘটাতে, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে বাঁধতে প্রেমের বন্ধনে। কিন্তু বসন্তের এই সৌন্দর্য মাধুরী বুড়োদের মন স্পর্শ করে না, তারা বসে বসে ভাবে কীভাবে কার ওপর এক হাত নেওয়া যায়, কাকে কেমন করে জব্দ করা যায়।

যেমন ধরুন, সরকারী কয়েদখানার জেলাদপ্তরে আজকের দিনের সব চেয়ে বড়ো খবর এই নয় যে মধুর বসন্ত এসেছে, সকল প্রাণীর মনে আনন্দ ও তৃপ্তি সঞ্চার করছে। আজকের এই পুণ্যপ্রভাতে জেল-দপ্তরের সবচেয়ে বড়ো খবর এই যে গতকাল শিলমোহর দেওয়া রেজিস্ট্রিকৃত একখানি এত্তেলা এসেছে। সেই হুকুমনামায় বলা হয়েছে যে আজ এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে সকাল নয়টার সময় তিনজন কয়েদীকে আদালতে হাজির করতে হবে। তিন কয়েদীর মধ্যে একজন পুরুষ ও অপর দুজন স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকদের একজন হল মামলার প্রধান আসামী — তাকে নিয়ে যেতে হবে আলাদা, যাতে পথে যেতে যেতে অন্যদের সঙ্গে কোনো কথা না বলতে পারে। সুতরাং আজ এপ্রিলের এই আটাশ তারিখে সকাল আটটায় কয়েদখানার কারারক্ষী প্রবেশ করলেন স্ত্রী-কয়েদীদের অংশে -- জেনানা ফাটকে। সংকীর্ণ করিডর অন্ধকার, মলমূত্রের গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়। কারারক্ষীর পিছু-কিছু চলেছে স্ত্রীবিভাগের প্রহরিণী একজন, তার কোঁকড়া চুলে পাক ধরেছে, মুখে ক্লেশের ছাপ, তার উর্দির হাতায় সোনালী সুতোর বিনুনী-করা ফিতে লাগানো, কোমরবন্ধের উপর নিচে নীল ফিতে সেলাই-করা।

ডিউটিরত কারারক্ষীর সঙ্গে কারাকক্ষের একটা দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সে জিজ্ঞেস করল, 'মাস্লভাকে চাই আপনার?'

কারাকক্ষের প্রকাণ্ড তালাটা খটাখট্ নাড়িয়ে কারারক্ষী তালা খুলতেই ভিতর থেকে এক ঝলক পূতি গন্ধ যেন বেরিয়ে এল — করিডরের দুর্গন্ধ কোথায় লাগে এর কাছে! কারারক্ষী হাঁক দিলেন, 'মাস্লভা, আদালতে হাজির হতে হবে।' গারদ বন্ধ হয়ে গেল।



বসন্ত

কারাপ্রাঙ্গণে ঢুকতে খোলামাঠের বিশুদ্ধ সঞ্জীবনী হাওয়া যেন সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছিল। কিন্তু করিডরের হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য রোগের জীবাণু, মলমূত্র আলকাতরা এবং গলিত পচিত নানা বস্তুর একটা ভারী গন্ধ। প্রথম ঢুকতে সে গন্ধটা যেন দপ্ করে এসে নাকে লাগে, সমস্ত মনটা বিষিয়ে দেয়। প্রহরিণীর নাকে এই গন্ধ সয়ে যাবার কথা, কারণ এই ওয়ার্ড-এ তার বেশি সময় কাটে, কিন্তু - এই মুহূর্তে বাইরে থেকে আসার ফলে গন্ধটা তাকে সুদ্ধ যেন কাবু করেছে, দারুণ একটা অবসাদে চোখ যেন তার বুজে আসছে।

কারাকক্ষের ভিতর থেকে মেয়ে-কয়েদীদের হট্টগোল শোনা গেল, তারা খালি পায়ে মেঝের উপর দ্রুত পায়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লেগেছে।

কারারক্ষী হাঁক ছাড়ল, 'দেরি কেন? জলদি বেরিয়ে এসো!'

দু-এক মিনিটের মধ্যে কারাকক্ষ থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল মাঝারী মাথার একটি তরুণী, বুকদুটো বেশ উন্নত। দ্রুতপায়ে এসে দাঁড়াল কারারক্ষীর সামনে। পরনে সাদা জ্যাকেট ও স্কার্ট, উপরে ধূসর রঙের ঢিলে কোট, পায়ে সুতির মোজা ও জেলখানার জুতো, একটা সাদা রুমালে মাথাটা জড়িয়ে নিয়েছে, কপালের উপর থেকে কয়েকটি চূর্ণ কুন্তল সন্তর্পণে বুরুশ করে তুলে দিয়েছে সেই ঘোমটার উপর। মেয়েটির মুখের রঙ ফ্যাকাশে সাদা - - অনেক দিন ঘরের মধ্যে বন্দী থাকলে যেমনটা হয়, এই রকম গায়ের রঙ দেখলে মনে পড়ে যায় গুদোমে রাখা গোল আলুর কলির রঙ। ছোট দুটি চেটালো হাত ও সুগঠিত ঘাড়খানা কোটের ঘের থেকে বেরিয়ে আছে বলে দেখা যাচ্ছে তাদের রঙও ফ্যাকাশে সাদা মতন। ওই ফ্যাকাশে সাদা রঙের মুখে চোখদুটো অদ্ভুত উজ্জ্বল কালো, একটি চোখ লক্ষ্মী টেরা। সামনে এসে দাঁড়াল সোজা হয়ে, বুকদুটো টান করে। মাথাটা ঈষৎ পিছন দিকে হেলিয়ে সোজা তাকাল কারারক্ষীর দিকে, ভাবখানা এমন যে এখন সে হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত।

কারারক্ষী দরজায় তালা দিতে যাবে এমন সময় শুকনো কঠোর চেহারার এক থুত্থুরে বুড়ি মুখ বাড়িয়ে মাস্‌লভাকে কী যেন বলতে এল, তার মুখের কোঁচকানো চামড়া ঝুলে পড়েছে, চুল যেন শণের নুড়ি। কারারক্ষী ততক্ষণে দরজার সঙ্গে বুড়ির মাথাটাও ঠেলে দিয়ে কুলুপ লাগিয়ে দিল। কারাকক্ষের ভিতর থেকে একটা হাসির হররা শোনা গেল, মাস্‌লভাও হাসিমুখে কবাটের ঘুলঘুলির সামনে এসে দাঁড়াল। বুড়ী ঘুলঘুলির ফুটোর কাছে তার মুখখানা রেখে খন্‌খনে গলায় বলল:

'দেখিস মাস্‌লভা, খবর্দার! জেরা যখন করবে ওরা, যা বলবি এক কথা বলবি। কথার যেন নড়চড় করিস না। যেমন জিগেস করবে তেমনি জবাব দিস -- বাড়তি কথা একটিও বলিস না যেন!'

'এখন এস্‌পার ওস্‌পার একটা কিছু হলেই হল, এর চাইতে খারাপ তো আর কিছু হবে না।'

'একটা বৈ দুটো কিছু আর হবে না -- এ তো জানা কথাই,' কারারক্ষী সবজান্তার মতো বলল, 'নাও, মাস্‌লভা, আর দেরি নয়, চলতে শুরু করো।'

ঘুলঘুলিতে বুড়ীর ঘোলাটে চোখ আর দেখা গেল না। মাস্‌লভা করিডরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। কারারক্ষী সামনে চলেছে, মাঝখানে মাস্‌লভা, প্রহরিণী পিছনে -- এই ভাবে ওরা করিডর পার হয়ে, কয়েকটা শানবাঁধানো সিঁড়ি অতিক্রম করে, পুরুষ-কয়েদীদের ওয়ার্ড-এর পাশ দিয়ে চলতে লাগল। এই ওয়ার্ড-এর কারাকক্ষ থেকে ভেসে এল হৈচৈ হট্টগোলের শব্দ। দুর্গন্ধে নিশ্বাস নেওয়া দায়, প্রত্যেকটা ঘুলঘুলিতে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে জোড়া জোড়া কৌতূহলী চোখ। ওয়ার্ড পার হয়ে ওরা ঢুকল অপিস ঘরে, সেখানে দু'জন শান্ত্রী প্রস্তুত, মাস্‌লভা আদালত যাবে তাদের পাহারায়। অপিসের কেরানীবাবু তামাকপাতার গন্ধওয়ালা একখণ্ড কাগজ একজন শান্ত্রীর হাতে দিয়ে, মাস্‌লভার প্রতি আঙুল দেখিয়ে বলল, 'একে নিয়ে যাও।'

শান্ত্রীটি নিজ্‌নি-নোভগরদ অঞ্চলের চাষীর ছেলে, লাল মুখখানা তার বসন্তের দাগে ভর্তি, কাগজখানা ভাঁজ করে কোটের হাতার ভেতরে গুঁজে, কয়েদীকে লক্ষ্য করে বন্ধুর দিকে চোখ টিপল। দ্বিতীয় প্রহরীটি একজন চোয়াড়ে চুভাশ। কয়েদীকে মাঝে রেখে এবার দু'জন প্রহরী কারা-প্রাঙ্গণ পার হয়ে, সদর প্রবেশ-পথ অতিক্রম করে, পড়ল গিয়ে শহরের শান-বাঁধানো রাস্তায়।

শহরের রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তার দু'ধারে ঘোড়গাড়ির কোচোয়ান, ফিরিওয়ালা, গেরস্ত বাড়ির ঝি-চাকর, মুটে মজুর ও সরকারী অপিসের কেরানীবৃন্দ -- সবাই কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখতে লাগল কয়েদীর দিকে। কেউ কেউ মাথা নাড়িয়ে নিজেদের মনেই বলতে লাগল, 'যারা আমাদের মতো ধর্মভীরু নয়, যারা পাপ কাজ করে, তাদের প্রতিফল ভুগতে হয় -- পাপের শাস্তি।' ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল থমকে দাঁড়ায়, বড়ো বড়ো ভয়ভরা চোখে তাকিয়ে দেখে চোরের দিকে। শান্ত্রী দু'জনকে দেখে তারা

মনে মনে ভরসা পায় মেয়ে-ডাকাতটা আর তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। গ্রামদেশের এক চাষী যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, কাঠকয়লা বেচে সে কিছু পয়সা পেয়েছে, শহরের দোকানে এক পাত্র চা খেয়ে সে বাড়ি ফিরছিল তৃপ্ত হয়ে। কয়েদীকে দেখে সে একটু দাঁড়িয়ে, বুকের সামনে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে তার হাতে একটি পাই-পয়সা দিল। কয়েদীর মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, সে আপন মনে কী-যেন বিড়বিড় করল।

কয়েদী বেশ বুঝতে পেরেছে সবাই তাকে লক্ষ্য করছে, এত সব লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বলে সে মনে মনে খুশি, মাথা না ফিরিয়ে সেও অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নজর করে দেখছিল তার কৌতূহলী দর্শকদের দিকে। বাইরের খোলা হাওয়ার ছোঁওয়া লেগেও তার যেন ভালো লাগছে। তবে রাস্তায় হাঁটাচলা সে অনেক দিন তো করে নি, জেলখানার জুতোজোড়াও শানবাঁধানো এবড়োখেবড়ো রাস্তায় চলার উপযোগী নয়। তাই তাকে হাঁটতে হচ্ছিল সাবধানে -- সন্তর্পণে, হালকা পায়ে ভর রেখে। রাস্তায় পড়ল একটি ময়দার আড়ত -- তার সামনে একঝাঁক পায়রা নির্ভয়ে বক্‌বক্‌বকম্‌ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চলতে চলতে কয়েদীর পায়ের ঠিক সামনেই পড়ল ধূসর-নীলরঙা একটি পায়রা, ডানার ঝাপট্‌ দিয়ে পায়রাটা উড়ে গেল ঠিক তার কানের পাশ দিয়ে। এক ঝলক হাওয়া এসে ওর গালে লাগতে কয়েদীর মুখে একটি হাসি ফুটে উঠল, পরক্ষণেই বুক থেকে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস নিজের বন্দীদশার কথা ভেবে।

২

কয়েদী মাস্‌লভার জীবনকথা নিতান্তই মামুলি।

বর্ষীয়সী-দু'জন চিরকুমারীর জমিদারিতে গোশালায় কাজ করত সেই গাঁয়ের বিধবার এক অবিবাহিত মেয়ে। অবিবাহিত হলে কী হয়, সেই মেয়ে প্রতি বছর একটি করে সন্তান বিয়োত। গ্রামদেশে যেমন হয়ে থাকে, প্রতিটি শিশুসন্তানকে গির্জাঘরে নিয়ে এসে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হত। এর পর মা আর তাদের দেখেও দেখত না, মনে করত গোশালার কাজে ব্যাঘাত জন্মাবার জন্য তারা আপদ বিশেষ। মায়েতাড়ানো এসব সন্তান

না খেতে পেয়ে মারা যেত। এই ভাবে পাঁচ-পাঁচটি সন্তান মারা গেল। তাদের সকলকেই যথারীতি দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল, পরে খেতে না পেয়ে তারা মারা যায়। ষষ্ঠ সন্তানটির জন্ম হল ভবঘুরে এক উড়নচড়ে বেদের ঔরসে। সেটি ছিল মেয়ে। তারও বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা ছিল না যদি বৃদ্ধা জমিদারনী একজনার নজরে না পড়ত। গোশালার দুধ থেকে গয়লানীরা যে-ননী তুলে পাঠিয়েছিল বাড়িতে তাতে গাই-গাই গন্ধ থাকায় জমিদারনী স্বয়ং গোশালা এসেছিলেন তাদের বকাঝকা করতে। সেখানে পা দিয়ে দেখলেন তরুণী গয়লানী একজন গোশালায় খড় গাদায় শুয়ে সদ্যোজাত শিশু-কন্যাকে মাই দিচ্ছে। ভারি সুন্দর স্বাস্থ্য নবজাত মেয়েটির — গড়নপেটন ও মুখাকৃতি বেশ ভালো। ননীতে দুর্গন্ধ থাকায় গয়লানীদের এক দফা ধমকধামক দিয়ে, প্রসূতিকে গোশালার খড়গাদায় শুতে দেবার জন্য আরেক দফা গালমন্দ করে জমিদারনী বাড়ি ফেরার জন্য পা বাড়িয়েছেন এমন সময় আবার নজর পড়ল শিশুটির প্রতি। ভারি মিষ্টি বাচ্চাটা। জমিদারনী বললেন তিনি মেয়েটির ধর্ম-মা হবেন। ধর্ম-মেয়ের প্রতি মমতাবশত প্রসূতির জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ ও দৈনিক কিছু দুধ বরাদ্দ করে দিলেন। তার ফলে এই ষষ্ঠ শিশুটি অকাল মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেল। বর্ষীয়সী দুই ভগ্নী পরস্পরের মধ্যে শিশুটিকে 'রক্ষামণি' নামে উল্লেখ করতে লাগলেন।

মেয়েটির যখন তিন বছর বয়স, রোগে ভুগে ভুগে তার মা মারা গেল। বুড়ী দিদিমা নাতনীকে বোঝা বলে মনে করবার আগেই, চিরকুমারী জমিদারনীদ্বয় রক্ষামণিকে নিজেদের কাছে এনে মানুষ করতে লাগলেন।

ছোট্ট মেয়েটার ডাগর দুটি কালো চোখ — একটি চোখ একটু যেন টেরা মতন, ভারি হাসিখুশি, ছটফটে, ভারি মিষ্টি দেখতে। রক্ষামণিকে নিয়ে দুই ভগ্নীর বেশ সময় কাটে।

ভগ্নীদের মধ্যে যেটি ছোট — সোফিয়া ইভানভ্না -- তাঁর হৃদয়টাই একটু যেন বেশি নরম, তিনিই ধর্মদীক্ষা দিয়েছিলেন রক্ষামণির। বড় মারিয়া ইভানভ্নার হৃদয় একটু যেন কঠিন। সোফিয়া ইভানভ্না মেয়েটিকে সুন্দর কাপড়জামায় সাজান গোজান, লেখাপড়া শেখান, যাতে বড়ো হয়ে লেডিদের মতো হতে পারে। মারিয়া ইভানভ্নার ইচ্ছা মেয়েটা কাজেকর্মে পটু হয়ে উঠুক, বড়ো হয়ে যেন ভালো পরিচারিকা হতে পারে। এই কারণে তিনি মেয়েটার ওপর কড়া মেজাজ দেখাতেন — কাজে ফাঁকি দিলে ওঁর হাতে

রেহাই নেই, চটে গেলে চড়চাপড়টা দিতে কসুর করেন না। দু'রকম বিপরীত প্রভাবের আওতায় মানুষ হবার ফলে রক্ষামণি না হল লেডি না পরিচারিকা। ভগ্নীদ্বয় ওকে ডাকতেন কাতিউশা বলে, কাতেন্‌কার মতো অতি আদুরে ডাক নাম ওটা নয়, আবার একেবারে অবজ্ঞাসূচক কাত্‌কাও নয়। কাতিউশা সেলাই ফোঁড়াই করত, ঘরবাড়ি সাফসুতরো রাখত, যে-সব ধাতুর পেটিকায় খ্রীষ্টীয় বিগ্রহ সব থাকত সেগুলি খড়ির গুঁড়ো দিয়ে মেজে ঘষে ঝকঝকে রাখত, কফিবীজ ভাজত, পিষত, কফি পরিবেশন করত, বাড়ির ভিতরকার আরো কিছু হালকা ধরনের কাজের ভার ছিল তার উপর। আবার কোনো কোনো দিন সন্ধেবেলা দুই ভগ্নীকে কোনো বই পড়ে শোনাতে হত।

একাধিক বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু সে বিয়ে করতে রাজি হয় নি। বিয়ে করতে চেয়েছিল চাষীমজুর শ্রেণীর লোক। সুখে স্বচ্ছন্দে আরামে থেকে তার অভ্যাস, বুঝেছিল খেটেখাওয়া স্বামীর ঘর গেরস্তালি করতে গেলে তাকেও খাটাখাটুনি করতে হবে, সে মজুরী তার পোষাবে না।

ষোলো বছর বয়স অবধি এই ভাবে তার দিন কাটছিল। নূতন উপসর্গ দেখা দিল ওই দু'জন বৃদ্ধা মহিলার ভাইপো যখন এল পিসিদের বাড়ি বেড়াতে। ভাইপোটি ধনী প্রিন্স্‌ তায় ইউনিভার্সিটির ছাত্র। হতভাগিনী কাতিউশা যে প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়েছিল সে-কথা নিজের কাছেও স্বীকার করতে সাহস হয় নি তার।

দু'বছর বাদে ভাইপো আবার এল পিসিদের বাড়ি। নিজের রেজিমেণ্ট-এ যোগ দেবার আগে, পথে পিসিদের বাড়িতে চার দিন সে কাটিয়ে গেল। চলে যাবার আগের রাতে কাতিউশাকে ভুলিয়েভালিয়ে সে তার কুমারীত্ব অপহরণ করল। বিদায় নেবার সময় তার হাতে গুঁজে দিয়ে গেল একশো রুব্‌ল-এর একখানা নোট। এই ঘটনার পাঁচ মাস বাদে কাতিউশার কোনো সন্দেহ রইল না যে সে সন্তানবতী।

পেটে সন্তান এসেছে জানার পর থেকে কাতিউশার সারা জীবনটাই যেন বিস্বাদ মনে হতে লাগল, কিছুই ভালো লাগে না, দিনরাত কেবল একটি মাত্র চিন্তা, কী করে লজ্জা লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মুনিব ভগ্নীদ্বয়ের ফাইফরমায়েশ খাটে যেন দায়সারা ভাবে, বাড়ির কাজেকর্মে আর মন নেই। একদিন তো একপ্রকার নিজের অজান্তেই তাঁদের মুখের উপর দু'কথা শুনিয়ে দিল। পরে অবশ্য তাঁদের কাছে গিয়ে মাপ চাইল আর বলল

ভগ্নীরা যদি ওকে কাজ ছেড়ে চলে যেতে বলেন ও অন্য কোথাও কাজ খংজে নেবে।

ভগ্নীরা এমনিতেই ওর আচরণে তিতোবিরক্ত ছিলেন সংতরাং আপদ বিদায় করতে পেরে খংশিই হলেন। কাতিউশা কাজ নিল ঘরগেরস্তালির দাসীরংপে স্থানীয় পংলিশ অফিসার-এর বাড়িতে। অফিসার-এর বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু প্রথম দিন থেকে কাতিউশার পিছনে এমন করে লাগল যে তিন মাসের বেশি নংতন জায়গায় টেকা গেল না। আড়ালে পেলেই উত্যক্ত করে লোকটা। একদিন ওর অত্যধিক বাড়াবাড়িতে কাতিউশা মরিয়া হয়ে শরীরের সমস্ত শক্তিতে তার বংকে এমন এক ধাক্কা মারল যে লোকটা ধপাস্ করে পড়ে গেল মেঝের উপর। উত্তেজনায় কাতিউশার মংখ থেকে গালিগালাজ বেরিয়ে এল -- 'আহাম্মক! বংড়ো বদমায়েশ...!' অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করে দেওয়া হল। অন্য কোথাও কাজ নেবার আর কোন মানেও হয় না -- প্রসবের সময় আসন্ন হয়ে এসেছে, অনন্যোপায় হয়ে কাতিউশাকে আশ্রয় নিতে হল গ্রামের এক বিধবা দাই-এর বাড়িতে। দাইটি আবার চোলাই মদও বিক্রি করে। প্রসবের ব্যাপারটা তো নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল, কিন্তু দাই গ্রামের এক স্ত্রীলোকের প্রসব করাতে গেলে তার কাছ থেকে ছোঁয়াচ লেগে কাতিউশার হল প্রচণ্ড সংতিকাজ্বর। সদ্যোজাত শিশং ছেলেটিকে তাই শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল অনাথ হাসপাতালে। যে বংড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে ফিরে এসে সে বলল যে হাসপাতালে ঢুকতে না ঢুকতে শিশং না কি মারা গেছে।

দাই-মায়ের আশ্রয়ে যখন কাতিউশা গেল তার হাতে ছিল একশো-সাতাশ রংব্‌ল — সাতাশ রংব্‌ল ওর নিজের রোজগার বাকি একশো দিয়েছিল ভগ্নীদ্বয়ের সেই যংবক ভাইপো যে না কি কাতিউশাকে ফুসলিয়ে তার কুমারীত্ব অপহরণ করে চলে গিয়েছিল। দাই-মায়ের আশ্রয় ছেড়ে কাতিউশা আবার যখন পথে দাঁড়াল, তখন ওর হাতে ছিল মোটে ছয় রংব্‌ল। টাকা কী করে রাখতে হয় বেচারা জানত না, আজেবাজে খরচ করত কিংবা কেউ চাইলে দিয়ে দিত। দং'মাস নিজের বাড়িতে রেখেছে, প্রসব করিয়েছে, খাইয়েছে, অসংখের সময় দেখাশংনো করেছে বলে দাই নিল চল্লিশ রংব্‌ল, অনাথ হাসপাতালে দিতে হল পঁচিশ রংব্‌ল। একটা দংগ্ধবতী গাই খরিদ করার জন্য দাই উপরন্তু ধার নিল চল্লিশ রংব্‌ল। কাপড়চোপড়, মিষ্টিমাসটা এবং মনিহারি দোকান থেকে এটাওটাসেটা কিনতে গিয়ে কাতিউশা খরচ

করল প্রায় বিশ রুবল। ফলে হল এই যে সেরে ওঠার পর কাতিউশাকে আবার একটা কাজ জুটিয়ে নিতে হল। এবার মুনিব হল বনবিভাগের এক ফরেস্টার। বিবাহিত হলে কী হয়, ঐ পুলিশ অফিসারের মতোই এই লোকটাও প্রথম দিন থেকেই কাতিউশার পিছনে লাগল, কিছুতেই তিষ্ঠাতে দেবে না। কাতিউশার ঘোরতর অপছন্দ লোকটাকে। কিন্তু এড়িয়ে যাবে কেমন করে?একে মুনিব তার, তায় বেশ ঝানু, বেজায় ধূর্ত, কাজের অছিলায় এদিক ওদিক পাঠাত, এটা সেটা দিত, আর সময় বুঝে তাকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলত। আঁচ পেয়ে একবার তাদের ধরে ফেলল ফরেস্টার-এর স্ত্রী — কাতিউশাকে দেখতে পেল স্বামীর সঙ্গে একটা ঘরের মধ্যে। রাগে অন্ধ হয়ে কাতিউশার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কিল চড় মারতে লাগল। কাতিউশাও ছাড়ার পাত্রী নয়, ফলে লড়াই করতে হল। ব্যস, বাড়ির গৃহিণী এবার দাসীকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি বের করে দিল এক কোপেক্ বেতন না দিয়ে। নিরুপায় কাতিউশা আশ্রয় নিল শহরে তার মাসির বাড়িতে। মেসো দপ্তরী, এককালে রোজগারপাতি ভালোই ছিল, কিন্তু এখন খুবই দুরবস্থা। সারাক্ষণ মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে, কাজে মন নেই, মক্কেল্‌রা আর আসে না, বাড়ির যা কিছু হাতে পড়ে বিক্রি করে মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়।

মাসির ছিল একটি লন্ড্রি — ছোট একটি কাপড় ধোলাই কারখানা। তার আয় থেকে ছেলেমেয়ে, হতভাগা স্বামী ও তার নিজের ভরণপোষণের খরচ কোনোক্রমে কুলিয়ে যেত। মাসি কাতিউশা মাস্‌লভাকে কাপড় ধোলাইয়ের কাজে লাগিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু অন্য ধোবানীদের হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও দুঃখদৈন্যের জীবন দেখে মাস্‌লভা দোনামনা করতে লাগল এবং কর্মসংস্থানের রেজিস্ট্রি অফিসে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিল। অফিস থেকে একটি পরিচারিকার কাজের সন্ধানও পাওয়া গেল — একজন মহিলা উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষারত তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে থাকেন, তাঁর বাড়িতে কাজ। বড় ছেলেটি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে, একজোড়া গোঁপও তার গজিয়েছে জাঁকালো মতো। মাস্‌লভা বাড়ির কাজে যোগ দেবার পর সে তার ইস্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিল, বাড়িতেই থাকে আর সারাক্ষণ মাস্‌লভার পিছন পিছন ঘোরে ও তাকে উত্যক্ত করে মারে। মায়ের বিচারে সবটুকু দোষ পড়ল মাস্‌লভার ঘাড়ে. তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করার নোটিস্‌ও জারি হয়ে গেল।

একটা মনের মতো কাজ পাবার জন্য শত চেষ্টা করেও যখন কিছুতে

কিছু হল না, মাস্‌লভা আবার একবার গেল সেই রেজিস্ট্রি অফিসে। সেইখানে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হল·· হাতকাটা ব্লাউজ গায়ে, গোলগাল দু'হাতের কবজিতে ব্রেস্‌লেট, হাতের প্রায় সবগুলো আঙুলেই আঙটি। মাস্‌লভার কাজ একটা না পেলেই নয় জানতে পেরে, স্ত্রীলোকটি নিজের ঠিকানা দিয়ে তাকে বলল সে একবার যেন তার বাড়িতে আসে। মাস্‌লভা গেল। স্ত্রীলোকটি খুবই সমাদরে তাকে স্বাগত করল, কেক্‌ আর মিষ্টি মদ দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করল, তারপর একটি চিঠি লিখে পরিচারিকার হাতে দিয়ে কার কাছে যেন পাঠিয়ে দিল। সন্ধেবেলা দীর্ঘদেহ এক ভদ্রলোক এলেন সেই ঘরে, পাকা চুল ঘাড় অবধি নেমেছে, সাদা ধবধবে দাড়ি। এসেই বসে পড়লেন মাস্‌লভার গা ঘেঁষে, মুখে এক গাল হাসি, চক্‌চকে চোখে তার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টামশকরা শুরু করে দিলেন। বাড়িওলী ভদ্রলোককে পাশের কামরায় ডেকে নিয়ে গেল, মাস্‌লভা শুনতে পেল ভদ্রলোককে সে বলছে, 'একেবারে তাজা মাল, সদ্য এসেছে গ্রামদেশ থেকে!' অতঃপর মাস্‌লভাকে ডেকে বলল যে ভদ্রলোকটি একজন লেখক এবং তাঁর অনেক টাকা, মাস্‌লভাকে যদি তাঁর পছন্দ হয় তো উনি দেবেন থোবেন ভালো, কিপটেমি করবেন না। দেখা গেল মাস্‌লভাকে ভদ্রলোকের ভালোই লেগেছে, পকেট থেকে পঁচিশ রুব্‌ল বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন ঘন ঘন আসবেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। পঁচিশ রুব্‌ল দু'দিনেই উড়ে গেল, কিছুটা মাসির হাতে দিল খরপোষের খরচ বাবদ, বাদ বাকি খরচ হল পোশাকে, টুপিতে ও রিবনে। কিছু দিন বাদে লেখক মাস্‌লভাকে ডেকে পাঠালেন। সে গেল। এবারও তার হাতে পঁচিশ রুব্‌ল দিয়ে বললেন যে তার জন্য তিনি একখানা আলাদা ঘর ভাড়া করেছেন।

লেখক মাস্‌লভার জন্য যে-ঘর ভাড়া করলেন, তার পাশেই থাকত কোন এক দোকানের কর্মচারী — বয়সে তরুণ এবং বেজায় হাসিখুশি। কিছুদিন বাদেই মাস্‌লভা তার প্রেমে পড়ল এবং লেখককে তার প্রণয়ের কথা জানিয়ে উঠে গেল নিজের এক ছোট বাসাবাড়িতে। দোকান কর্মচারী তার সঙ্গেই থাকত এবং বলত তাকে সে বিয়ে করবে। কিন্তু একদিন মাস্‌লভাকে না বলে কয়ে দোকানের কী একটা কাজে সেই যে নিজ্‌নি নোভগরদ চলে গেল — আর ফিরল না বাসায়। তার পর থেকে মাস্‌লভা একাই থাকে সেই বাড়িতে। ইচ্ছা ছিল একাই বসবাস করবে। কিন্তু পুলিশ এসে একদিন বলে গেল একা বসবাস করতে যদি চায় তা হলে অন্যান্য গনিকার মতো

ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়ে ওকে হলুদ-রঙা পরওয়ানা যোগাড় করতে হবে। এত শত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে মাস্‌লভা ফিরে গেল তার মাসির ওখানেই। বোনাঝির বেশবাস, জামাকাপড়, টুপি, ওড়না দেখে মাসি আর বলতে পারল না ধোলাই কাচাই ইস্ত্রি করার কথা, তার ধারণা হল কাতিউশা এক ধাপ ওপরে উঠে গেছে। মাস্‌লভাও ইস্তিরি ধোলাইয়ের কথা মনেও স্থান দিল না। যে-সব মেয়েরা এ কাজে নেমেছে, খুব খাটতে হয় তাদের, বেশির ভাগই রোগা পাতলা, কেউ কেউ বুকের দোষেও ভুগছে। তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দেখে সে সমবেদনা অনুভব করে। সামনের ঘরগুলোই ছিল ধোলাই ইস্তিরি করার জায়গা। শীতগ্রীষ্ম সবসময় জানলা খোলা, ঘর ভ্যাপ্‌সা গরম, কাপড় কাচা সাবানের গন্ধে বাতাস ভারী। ধোবী কারখানার মেয়েদের মতো তার অবস্থা হতে পারে -- এমন কথা ভাবতেও সে যেন শিউরে উঠত।

যখন এইরকম একটা ত্রিশঙ্কু অবস্থা -- কাজে উৎসাহ নেই অথচ এমন কোনো 'বাবু' জুটছে না যে তাকে আশ্রিতা রাখবে সেই সময় এক কুটনীর নজর পড়ল মাস্‌লভার ওপর।

অনেক কাল হলই মাস্‌লভা ধূমপান শুরু করেছিল, দোকানের সেই ছোকরাটি তাকে ছেড়ে চলে যাবার পর ক্রমেই সে পানাসক্ত হয়ে উঠল। মদ খেতে তার যে খুব ভালো লাগত এমন নয় কিন্তু মদের নেশায় সে তার দুঃখবেদনার কথা খানিকটা যেন ভুলে থাকতে পারত, বিধিনিষেধের বাঁধন যেন খানিকটা আলগা হয়ে যেত। অপ্রমত্ত অবস্থায় তার মনটা বিপদে ও আত্মগ্লানিতে ভরে থাকত, দু-চার গেলাস পেটে পড়লে তার আত্মপ্রত্যয় যেন চাঙা হয়ে উঠত, মনে হত সে এমন কিছু ফেলনা নয়। মদ ছাড়া তার বিষণ্ণ লাগত, লজ্জা করত।

কুটনী মাস্‌লভার মাসির জন্য নানারকম উপাদেয় খাবার এনে হাজির করত, মদও খাওয়াত মাস্‌লভাকে। দু-চার গেলাস তার পেটে পড়ার পর কুটনী তাকে লোভ দেখিয়ে বলত শহরের সবচেয়ে বড়ো কোন বাড়িতে মাস্‌লভাকে সে বসিয়ে দেবে — সেখানে রোজগার হবে ভালো, সুখসুবিধাও বিস্তর। মাস্‌লভার সামনে তখন দুটি মাত্র পথ খোলা: হয়, সে আবার পরিচারিকার কাজ নিতে পারে, সে কাজে পদে পদে লাঞ্ছনা অপমান, বাড়ির মরদেরা সারাক্ষণ তার পিছু লেগে প্রাণ অতিষ্ঠ করবে, লুকিয়ে চুরিয়ে কালেভদ্রে যৌনসঙ্গমের সুখ তার কপালে হয় তো জুটবে; নয়ত, সে যদি আইনসম্মত বেশ্যাবাড়িতে ঢুকতে পারে তাহলে নিয়মিত সঙ্গমের সুখ তো

জুটবেই উপরন্তু তার জন্য মোটা টাকাও পাবে মক্কেলদের কাছ থেকে। এই শেষোক্ত বিকল্পটাই তার মনে ধরল, মনে হল তাহলে তার কুমারীত্ব হরণকারী সেই প্রিন্স্, দোকানের সেই ছোকরা এবং আর যারা যারা তার ক্ষতি করেছে — তাদের সকলের উপর এক হাত নেওয়া যাবে। কুটনীর মুখে আরো একটি কথা শোনার পর সে নির্দ্বিধায় মনস্থির করে ফেলল। কুটনী তাকে বলেছিল বেশ্যাবাড়িতে যোগ দিলে সে নিজের পছন্দ মতো পোশাক-আশাক তৈরি করাতে পারত — ভেলভেট, সিল্ক, সাটিনের নানান রকম পোশাক — এমন কি বল নাচের কাঁধ-খোলা হাত-কাটা পোশাকও। মাস্‌লভা মনে মনে ভাবতে লাগল সে যেন উজ্জ্বল হলুদ রঙা একটি রেশমের পোশাক পরেছে, ধারগুলো তার কালো মখমলে মোড়া, বেঁটে হাতা, বুকের কাছটা অনেকখানি খোলা। কল্পনায় সেই পোশাকে নিজেকে একবার দেখে নেবার পর সে আর ইতস্তত না করে কুটনীর হাতে তার ছাড়পত্রটি সঁপে দিল। সেই দিনই সন্ধেবেলা কুটনী তাকে একটা গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে মাদাম কিতায়েভার কুখ্যাত পতিতালয়ে হাজির করল।

সে-দিন থেকে মাস্‌লভার পাপের জীবনের সূচনা হল মানুষের ও ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে — এ সেই অতি পুরাতন পাপের জীবন। হাজার হাজার স্ত্রীলোককে এই পাপের জীবন যাপন করতে হয়। জীবিকার্জনের এই উপায় সরকার কেবল যে বরদাস্ত করেন এমন নয়, প্রজাসাধারণের হিত সাধনে ব্যগ্র সরকার নারীদেহ নিয়ে এই বেসাতি মঞ্জুরও করে থাকেন। যেসব স্ত্রীলোক এই বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে তাদের এই পাপ-জীবনের পরিণতি হয় দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির যন্ত্রণায়, অকাল বার্ধক্যে কিংবা মৃত্যুতে।

সারা রাত ধরে ব্যাভিচারের পর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকতে হয় বিকেল অবধি — তিনটে থেকে চারটের মধ্যে নোংরা বিছানা থেকে কোনোপ্রকারে ক্লান্ত দেহটাকে যেন ঠেলে তুলতে হয়। তারপর বোতল বোতল সোডা ও কাপের পর কাপ কড়া কফি পান। শোবার জামা-কাপড়ের উপর একটা ড্রেসিং জ্যাকেট জড়িয়ে অতঃপর ক্লান্ত পায়ের পায়চারী, কখনো বা জানলার পর্দার পিছন থেকে অলস চোখে বাইরের পথ-চাওয়া অথবা ততোধিক আলস্যে পরস্পরের সঙ্গে অনর্থক কাজিয়া। তারপর দেহটাকে ঘসামাজা, হাতে, পায়ে মাথায় সুগন্ধি তেল মালিস করা, বেছে বেছে জামাকাপড় পরা এবং তাই নিয়ে বাড়িওলীর সঙ্গে কলহ কচকচি, আয়নায় মুখ দেখা, মুখে

চোখে ভুরুতে রঙ লাগানো, মসলাদার কিংবা মিষ্টি সব খাবার খাওয়া, তারপর ঝলমলে রেশমে দেহটাকে এমনভাবে ঢাকা যাতে বেশির ভাগই অনাবৃত থাকে, তার পর একে একে সুসজ্জিত আলো ঝলমল বৈঠকখানায় জড়ো হওয়া। তারপর বাবুরা সব আসে, নাচ গান শুরু হয়, যৌনসঙ্গম হয় যুবা বৃদ্ধ প্রৌঢ়দের সঙ্গে, ছেলে ছোকরা থাকে আবার থুত্থুরে বুড়োও থাকে, কেউ বিবাহিত কেউ বা অবিবাহিত, থাকে বেপারী দোকানী কেরানী, আর্মেনীয় ইহুদি তাতার, কেউ বা গরিব কেউ ধনাঢ্য, কেউ রুগ্ন কেউ স্বাস্থ্যবান মোদো মাতাল যেমন আসে তেমনি আসে নেশা করে না যারা, জঙ্গী জোয়ানেরা আসে, আসে অ-সামরিক লোকেরাও, স্বভাবে কেউ বা কর্কশ কেউ নরম, ইস্কুল কলেজের ছেলেবাবুরাও আসে। আসে সকল শ্রেণীর সকল বয়সের সকলরকম চরিত্রের মানুষ। চারিদিকে হট্টগোল ঠাট্টামশকরা, ঝগড়াঝাঁটি মারামারি, তামাক আর মদ, মদ আর তামাক এবং গান বাজনা। এই রকম চলতে থাকে সন্ধে থেকে রাতভোর না হওয়া পর্যন্ত, সকাল না হওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই, স্বস্তি নেই, তারপর ঘুমে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকা, ঠিক এই একরকম চলতে থাকে দিনের পর দিন, সারা সপ্তাহ জুড়ে। সপ্তাহ শেষে যেতে হয় থানায় — সেখানে সরকারী চাকুরে কিছু ডাক্তার এসে এইসব স্ত্রীলোকদের পরীক্ষা করে দেখে। কোনো কোনো ডাক্তার কর্তব্যপালনে নিষ্ঠাবান, কেউ কেউ আবার ফিচেল স্বভাবের লঘুচপল মানুষ। বিধাতা পুরুষ মানুষ জন্তু নির্বিশেষে স্ত্রীজাতির আত্মরক্ষার্থে — লজ্জা দিয়েছেন, কিন্তু এইসব পুলিশ ডাক্তারেরা লজ্জা আব্রুর ধার ধারে না। পরীক্ষা শেষ হলে পর গণিকাদের সকলকে লিখিত অনুমতি দিয়ে যেন বলা হয় আগামী সপ্তাহেও তারা তাদের মক্কেলদের নিয়ে আরো একটা সপ্তাহ পাপে লিপ্ত হতে পারবে। এইভাবে আরো একটা সপ্তাহ কেটে যায়, প্রতিটি রাতে একই রকম ঘটনা ঘটে থাকে — তা শীত হোক গ্রীষ্ম হোক, কাজের দিন হোক কিংবা ছুটির দিনই হোক।

এই ভাবে মাস্‌লভার গণিকা-জীবনের সাতটা বছর কেটে যায়। সেই সাত বছর সময়ের মধ্যে তাকে দু'বার বাসা বদল করতে হয়, একবার তাকে হাসপাতালেও ভরতি হতে হয়েছিল। তার গণিকাবৃত্তির সপ্তম বছরে এবং প্রথম অধঃপতনের আট বছর পরে যখন তার বয়স ছাব্বিশ বছর, সেই সময় একটি ঘটনা ঘটার ফলে তাকে কারাবন্দী হতে হয়। তারই জেরস্বরূপ এখন তাকে আদালতে যেতে হচ্ছে বিচারের জন্য। ইতিমধ্যে ছ'মাস তাকে চোর ডাকাত খুনীদের মধ্যে জেল-হাজতে পচতে হয়েছে।

৩

সেই দুজন শান্ত্রীর পাহারায় মাস্‌লভা যখন দীর্ঘ পথচলার ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আদালত-ভবনে গিয়ে পেঁৗছেছে, ঠিক সেই সময়ে তার আগেকার কর্ত্রীদের ভাইপোটি, প্রথম যার হাতে মাস্‌লভার শ্লীলতা নষ্ট হয়, সেই প্রিন্স্‌ দমিত্রি ইভানভিচ নেখ্‌লিউদভ তাঁর উচ্চ পালঙ্কে স্প্রিং-এর গদির উপর পালকের নরম বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভাঙছেন, পরনে তাঁর ধোপদুরস্ত চমৎকার ইস্ত্রি-করা রেশমের রাত-কাপড়। একটা সিগারেট ধরিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় তিনি তখন গতকাল কী-কী ঘটেছে এবং আজকের দিনে তাঁর কী কী করণীয় আছে সেই সব কথা চিন্তা করছেন।

নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ল গত কাল সন্ধেটা তাঁর কেটেছে ধনৈশ্বর্যে অভিজাত কর্‌চাগিনদের বাড়িতে, সকলের ধারণা প্রিন্স্‌ সে-বাড়ির মেয়েটির পাণি প্রার্থনা করবেন। সেই সব কথা মনে পড়ায় নিজের অজান্তেই যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি পোড়া সিগারেটটা ছাইদানে ফেলে রুপোর সিগারেট-কেস থেকে নতুন একটা সিগারেট ধরাবেন কি না ভাবলেন। কিন্তু সিগারেট আর ধরালেন না। এবার পালঙ্ক থেকে সাদা ও মসৃণ পা দুটি নামিয়ে গলিয়ে দিলেন চটি জোড়ায়, চওড়া কাঁধের উপর চাপিয়ে দিলেন রেশমের ড্রেসিং গাউন, তার পর ভারী ভারী দুটি পা ক্ষিপ্র চালিয়ে ঢুকলেন গিয়ে নানা-রকমের আরক, ওডিকোলন ও পমেটম্‌ ও সেণ্ট-এর কৃত্রিম গন্ধে সুরভিত তাঁর ড্রেসিং রুম-এ। প্রিন্স্‌-এর অনেকগুলি দাঁতই মেরামত করা, একটা বিশেষ দন্তমঞ্জন দিয়ে সেগুলি সযত্নে মাজাঘসা করার পর, সুগন্ধি জলে তিনি কুলকুচি করলেন। তারপর চারপাশ থেকে ধুয়ে নানা তোয়ালে দিয়ে মুছতে লাগলেন। অতঃপর সুগন্ধি সাবান দিয়ে দুটি হাত ধোবার সময় বিশেষ যত্নে লম্বা লম্বা নখগুলি বুরুশ দিয়ে পরিষ্কার করলেন, মার্বেলের চৌবাচ্চায় মুখ ও সুপুষ্ট ঘাড়খানা প্রক্ষালন করার পর ঢুকলেন স্নানের কক্ষে, সেখানে ধারাস্নানের জন্য ব্যবস্থা তৈরি। ধারাস্নানে পেশল পুষ্ট ধবধবে শরীরটা স্নিগ্ধ হবার পর একটি মোটা বড় তোয়ালে দিয়ে দেহ থেকে সমস্ত জল মুছে নিলেন। অতঃপর মিহি অন্তর্বাস ও উত্তম পালিশ করা চকচকে বুট জোড়া পরে বসলেন আয়নার সামনে, বুরুশ করতে লাগলেন হ্রস্ব কালো রঙের শমশ্রু ও কপালের উপর থেকে পাতলা-হয়ে-যাওয়া মাথার কোঁকড়া কালো চুল।

প্রিন্স্ যা-কিছু প্রসাধনসামগ্রী ও পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন -- তাঁর রেশমের অন্তর্বাস, পোশাক, জুতো, নেক্টাই, টাই-পিন গলা ও আস্তিনের বোতাম — সবই হল বাজারের সেরা সামগ্রী, সুরুচিসম্মত অনুগ্র রঙ, সহজ সরল কারিগরি, কাপড় যেমন টেকসই তেমনি চড়া তার দাম।

দশটি বিভিন্ন ডিজাইনের টাই ও টাই-পিন থেকে প্রথম যা হাতে উঠল, প্রিন্স্ তাই তুলে নিলেন। একটা সময় ছিল যখন নূতন নূতন ডিজাইনের টাই তাঁর চোখে ধরত, আজকাল ভালো-লাগা খারাপ-লাগাটা তেমন যেন গুরুত্বপূর্ণ নয়। চেয়ারের উপর বুরুশ করে রাখা যে-সব পরিচ্ছদ পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা ছিল, নেখ্লিউদভ সে-পোশাক পরে নিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, সুগন্ধে সুবাসিত হয়ে প্রিন্স্ তাঁর ডাইনিং রুমে ঢুকলেন। শরীরটা আজ যেন তেমন তাজা বোধ হচ্ছে না। খাবার ঘরের মেঝেটা এক আয়ত ক্ষেত্র, গতকাল তিনজন সেবক মিলে মেঝে ঘসেমেজে তকতাক ঝকঝকে করে রেখেছে। সিংহের থাবার মতো চারটি পায়ার উপর স্থাপিত খাবার টেবিল দেখতে খুবই জমকালো। খাবার টেবিলের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রকান্ড একটি সাইড্-বোর্ড। টেবিলের উপর হালকা, মাড় দেয়া ভারি সুন্দর একটি টেবিলক্লথ — মাঝখানে ছুঁচের কাজে ডিজাইন তুলে বেশ বড়ো আকারে প্রিন্সের নামের আদ্যাক্ষর। টেবিলক্লথের উপর রুপোর তৈরি কফি পাত্রে সুগন্ধ কফি, ঐ রকমই একটা চিনির পাত্রে চিনি, এক জাগ্-ভর্তি গরম নবনী, একটি ডালায় নানা রকমের রুটি টোস্ট ও বিস্কুট। প্রিন্সের প্লেটের পাশে সদ্য প্রকাশিত পত্রিকা Revue des deux Mondes*), সেদিন-কার কাগজ ও কতিপয় চিঠিপত্র।

নেখ্লিউদভ চিঠিগুলি খুলতে যাবেন এমন সময় করিডরের অভিমুখী দরজা খুলে পালতোলা নৌকার মতো ভেসে এলেন স্থূলকায় মধ্যবয়সী একজন স্ত্রীলোক --- পরনে তাঁর শোকসূচক কালো পোশাক, মাথার সিঁথির ক্রমবর্দ্ধমান টাকের উপর একটি লেস্-এর ঢাকনি। ইনি নেখ্লিউদভ-এর মায়ের ভূতপূর্ব প্রধান পরিচারিকা — আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্না। তাঁর কর্ত্রীঠাকরুন এই বাড়িতেই সদ্য সেদিন দেহরক্ষা করেছেন। এখন তিনি রয়েছেন ছেলের ঘরসংসারের তত্ত্বতদারকীর কাজে হাউস-কীপার রূপে।

*) চিহ্নিত স্থানগুলির জন্য টীকা-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

এক নাগাড়ে না হলেও আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্না দফায় দফায় প্রায় দশটা বছর নেখ্লিউদভের মায়ের সহচরী হয়ে দেশবিদেশ ঘুরে এসেছেন। তাই চেহারায় ও আচার-আচরণে লেডি-সুলভ হাবভাব তাঁর যেন সহজাত হয়ে গেছে। নেখ্লিউদভদের বাড়িতে তিনি আছেন ছোটবেলা থেকে, সুতরাং দ্মিত্রি ইভানভিচকে তিনি দেখে এসেছেন তার শিশু অবস্থা থেকে — সেই যখন সবাই তাকে ডাকত মিতেন্কা বলে।

'সুপ্রভাত, দ্মিত্রি ইভানভিচ!'

'নমস্কার, আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্না! নতুন কী খবর?' ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করলেন নেখ্লিউদভ।

'একটি চিঠি এসেছে প্রিন্সেস্-এর ওখান থেকে, মায়ের চিঠি না মেয়ের — সে আমি বলতে পারব না। ওদের দাসী অনেকক্ষণ হল চিঠিখানি নিয়ে এসেছে। এখনো আমার ঘরে অপেক্ষা করছে।' এই কথা বলে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে আগ্রাফিওনা চিঠিটি প্রিন্স্-এর হাতে দিলেন।

'আচ্ছা, দেখছি, এক সেকেন্ড!' আগ্রাফিওনা-র হাত থেকে চিঠিটি নিতে তাঁর মুখের হাসি-হাসি ভাব দেখে প্রিন্স্ ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন।

আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্নার হাসির অর্থ আর কিছু নয়, চিঠিটি নিশ্চয় এসে থাকবে মায়ের কাছ থেকে নয়, মেয়ের কাছ থেকে। আগ্রাফিওনার মনে হয় নেখ্লিউদভ প্রিন্সেস্ কর্চাগিনাকে বিয়ে করতে চলেছেন। আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্নার হাসিতে তাঁর সেই অনুমানটা প্রকাশ পাওয়ায় নেখ্লিউদভ অপ্রসন্ন হলেন।

'তা হলে আমি ও-বাড়ির দাসীকে বলছি জবাবটা নিয়ে যাবার জন্য সবুর করতে।' এই বলে টেবিলকাপড়ের উপর রুটি-গুঁড়ো ঝাড়বার বুরুশটা যথাস্থানে রেখে, আগ্রাফিনা পালতোলা নৌকার মতোই খাবার ঘরের দরজা দিয়ে ভেসে বেরিয়ে গেলেন।

নেখ্লিউদভ খাম থেকে সুবাসিত চিঠির কাগজখানি খুলে পড়তে শুরু করলেন।

চিঠিখানি ধূসর রঙের এক খণ্ড পুরু কাগজের উপর লেখা, কাগজের ধারগুলি অ-ছাঁটা। তির্যক লেখার ধরণ, অনেকটা ফাঁক ফাঁক রেখে লেখা। চিঠির বয়ানটা ছিল এইরকম:

'মহাশয়ের স্মৃতিশক্তিরূপে কাজ করার দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি বলে, অত্র পত্রে মহাশয়কে মনে করিয়ে দিতে চাই, যে-হেতু অদ্য এপ্রিলস্য অষ্টাবিংশতি দিবসে মহাশয়কে অন্যতম জুরি-রূপে আদালতে হাজিরা দিতে হবে, গতকাল মহাশয় যে তাঁর অভ্যস্ত স্মৃতিবিভ্রম বশত কথা দিয়েছিলেন চিত্র-নিকেতনে যাবার জন্য মহাশয় আমাদের ও কলসভকে সঙ্গ দান করবেন — সে পরিকল্পনা কোনো ক্রমেই বাস্তবায়িত করা চলবে না যদি না মহাশয় যথাসময়ে হাজির না থাকার জরিমানা স্বরূপ আদালতকে তিন শত রুবল দিতে প্রস্তুত থাকেন — যে টাকাটা, প্রসঙ্গত, একটি নূতন ঘোড়া কেনার জন্য মহাশয় পকেট থেকে বের করতে চান নি। গতকাল রাতে মহাশয় চলে যাবার ঠিক পরেই আদালতে হাজিরা দেবার কথাটা আমার মনে পড়ল। সে যাই হোক, মহাশয় যেন কথাটা ভুলে না যান।

প্রিন্সেস্ এম. কর্চাগিনা।'

অপর পৃষ্ঠায় পুনশ্চরূপে ফরাসীতে লেখা ছিল:

'মা আপনাকে জানাতে বলেছেন আজ রাতে খাবারের টেবিলে আপনার জন্য পাত পাতা থাকবে। আপনার যেমন সুবিধা তেমনি সময় করে আপনি যেন নিশ্চয় আসেন।

এম. কে.'

চিঠি পড়ার পর নেখ্লিউদভের মুখে একটা বেজার ভাব ফুটে উঠল। গত দু'মাস ধরে অদৃশ্য সুতোয় বোনা জালখানা একটু একটু করে জড়িয়ে প্রিন্সেস্ কর্চাগিনা যে তাকে ডাঙায় তোলার জন্য কায়দা-কৌশল প্রয়োগ করছেন, এ-চিঠি তারই অঙ্গবিশেষ। যে সব পুরুষের যৌবন পেরিয়ে গেছে অথচ নিতান্ত প্রেমে হাবুডুবু খায় নি সচরাচর তারা বিয়ের ফাঁস পরতে চায় না। নেখ্লিউদভের মনে সেই ইতস্তত ভাবটুকু একেবারে যে না ছিল এমন নয়। কিন্তু বিয়ে করতে মনস্থির করলেও চট করে বিয়ের প্রস্তাব করায় তার একটা বাধা ছিল। কারণটা অবশ্য এ নয় যে দশ বছর আগে কাতিউশাকে ফুসলিয়ে তার শ্লীলতা নষ্ট করে সে সরে পড়েছিল। ঘটনাটা সে একেবারেই

ভুলে গেছে, তা ছাড়া ব্যাপারটা এমনি সামান্য যে সেই কারণে বিয়ে না করার কোনো মানেই হয় না। আসল কারণটা অন্য — ঠিক এই সময়ই একজন বিবাহিত মহিলার সঙ্গে ওর পরকীয়া প্রেমের পালা চলেছিল। নেখ্লিউদভের ধারণা সে-পালা সাঙ্গ হয়ে গেছে, কিন্তু অপর পক্ষ ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নেখ্লিউদভ কেমন একটু সলজ্জ। যে-জেলায় নেখ্লিউদভ ভোট দেয় মহিলাটি সেই জেলার অভিজাত সভার আধিকারিকের পত্নী। নেখ্লিউদভের সলজ্জ সন্ত্রস্ত ভাব দেখে তাকে স্ব-বশে আনবার জন্য মহিলার কেমন যেন রোখ চেপে যায়। একটা অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করে তিনি নেখ্লিউদভকে যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ফেললেন। এ-অন্তরঙ্গতা নেখ্লিউদভের পক্ষে যতই আকর্ষণীয় হতে লাগল, ততই যেন অরুচিকর ঠেকতে লাগল। একবার সেই লোভের ফাঁদে পা দেবার পর থেকে নেখ্লিউদভের মনে হতে লাগল সে যেন অপরাধী, কিন্তু অপর পক্ষের স্বচ্ছন্দ সম্মতি ছাড়া ফাঁদ থেকে বেরোবার মতো সাহস তার কোথায়? এই পরিস্থিতিতে প্রিন্সেস্ করচাগিনাকে বিবাহ-প্রস্তাব দেবার ইচ্ছা থাকলেও নেখ্লিউদভের মনে হল আপাতত সেরকম প্রস্তাব দেওয়া তার পক্ষে সাধ্যাতীত।

টেবিলের উপর রাখা চিঠিগুলির মধ্যে একটি চিঠি ছিল মহিলার স্বামীর কাছ থেকে। পরিচিত হস্তাক্ষর ও ডাকমোহরের ছাপ দেখে নেখ্লিউদভের মুখখানা লাল হয়ে উঠল, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় তার প্রতিরোধ শক্তি সব সময় যেমন গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে এক্ষেত্রেও তাই হল।

কিন্তু এ তার নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা, কারণ নেখ্লিউদভের প্রধান জমিদারীগুলি যেই জেলার আওতায় পড়ে সেখানকারই অভিজাত সভার আধিকারিক, ঐ মহিলার স্বামী নেখ্লিউদভকে জানিয়েছেন যে মে-মাসের শেষ দিকে জেমস্তভো[১]-র সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন বসবে। সভায় জেলার স্কুল ও পথঘাট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্ক হবে। এই দুই বিষয়ে প্রতিক্রিয়াশীল দলের কিছু সদস্য অভিজাত সমাজের প্রস্তাবসমূহের প্রবল বিরুদ্ধতা করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই সে-অধিবেশনে donner un coup d'épaule*-এর জন্য নেখ্লিউদভের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

---

* সমর্থন করা (ফরাসী)।



নেখ্‌লিউদভের প্রভাত

অভিজাত সভার আধিকারিক স্বয়ং হলেন উদারপন্থী দলভুক্ত — জার তৃতীয় আলেক্সান্দারের রাজত্বকালে প্রতিক্রিয়ার একটা যে-জোয়ার এসেছিল, তাঁর সমমতাবলম্বী অন্য কিছু সদস্যের সঙ্গে তিনি তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। এই লড়াইয়ে তিনি এমনি মেতেছিলেন যে তার গৃহসংসারে একটা যে-ফাটল ধরেছিল সে-দিকে তাঁর কোনো খেয়ালই ছিল না।

এই ব্যক্তিটির সংস্পর্শে আসবার পর থেকে নেখ্‌লিউদভকে কত যে বিভীষিকার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে সে-সব কথা মনে করলেও তার গা শিউরে ওঠে। একদিন তো সে একপ্রকার ধরেই নিয়েছিল স্বামীটির কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। এবার নিশ্চয় অভিজাত সভার আধিকারিক তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবেন। মনে মনে সে ঠিক করেই রেখেছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধ যদি হয় সে পিস্তল ছুঁড়বে শূন্যে। তাছাড়া মহিলার সঙ্গে তার সেই ঘটনাটি? প্রণয়িনীটি সেদিন উন্মাদিনীর মতো ছুটে গিয়েছিলেন বাগানের দিকে — উদ্দেশ্য সেখানকার পুষ্করিণীর জলে ডুবে মরবেন। নেখ্‌লিউদভকেও ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটতে হয়েছিল তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে।

নেখ্‌লিউদভ নিজের মনেই বলল, 'যত দিন না মহিলার চিঠি পাচ্ছি ততদিন জেলার পথে পা বাড়াতে পারছি না, কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে পারছি না।' এই তো সপ্তাহখানেক আগে সে তাঁকে এক চরম পত্র লিখে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে এবং সে-অপরাধ স্খালনের জন্য সে যে যথাকর্তব্য করতে প্রস্তুত, সে কথাও জানিয়েছে। কিন্তু অতঃপর প্রণয়িণীর নিজস্ব মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে এবার তাদের অবৈধ প্রণয়ের লীলা সাঙ্গ না করলেই নয়। সে-চিঠির জবাব নেখ্‌লিউদভের এখনো হস্তগত হয় নি। জবাব না আসাটা একপ্রকার সুলক্ষণ বলেই ধরে নেওয়া যায় কারণ প্রণয়লীলা সাঙ্গ করার প্রস্তাবটা যদি মহিলার মনঃপূত না হত, তাহলে ইতিপূর্বে অনুরূপ পরিস্থিতিতে তিনি যেমন যেমন করেছেন নিশ্চয় সে-রকম করতেন — অর্থাৎ পত্রপাঠ হন্তদন্ত হয়ে জবাব পাঠাতেন কিংবা সশরীরে এসে উপস্থিত হতেন নেখ্‌লিউদভের বাসস্থানে। লোকমুখে নেখ্‌লিউদভ শুনেছে কোন একজন সামরিক অফিসার না কি মহিলার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। এই সংবাদে সে ঈর্ষা জনিত পীড়ায় কিঞ্চিৎ কষ্ট অনুভব করে থাকলেও, এবার যে সে মিথ্যাচারী জীবন থেকে উদ্ধার পাবে — সেই আশা যেন তাকে একটা মুক্তির স্বাদ এনে দিল।

পরের চিঠিটি এসেছে জমিদারীর নায়েবের কাছ থেকে। নায়েব লিখেছেন যে জমিদার মশাইয়ের একবার জমিদারীতে পদার্পণ করা বিশেষ প্রয়োজন। তা হলে তিনি লোকান্তরিতা মায়ের নাম খারিজ করে জমিদারী নিজ নামে লিখিয়ে নিতে তো পারবেনই, উপরন্তু নির্দেশ দিতে পারবেন অতঃপর সেরেস্তার কাজকর্ম কী নীতিতে চালনা করা যেতে পারে — মায়ের আমলের প্রজাবিলি শর্তই চালু থাকবে, না নায়েবের প্রস্তাব মতো খাসে। লোকান্তরিতা জমিদারনী মহোদয়ার জীবৎকালেও নায়েব প্রস্তাব করেছিলেন হাল-ঘোড়া বাড়িয়ে যেন সমস্ত জমিজমার বিলি ব্যবস্থা চাষ-আবাদ খাসে করা হয়। প্রিন্স্‌কেও তিনি বলেন যদি প্রজাস্বত্ব রহিত করে চাষ-আবাদ খাসে চালু করা যায় তাহলে সেরেস্তা থেকে আদায় হবে অনেক বেশি। সেই সঙ্গে তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করে জানিয়েছেন মাসের পহেলায় যে তিন হাজার রুব্‌ল আদায় পাঠাবার কথা ছিল সেটা কিঞ্চিৎ বিলম্বে আগামী ডাকে পাঠানো যাবে। বিলম্বের কারণ এই যে চাষী-প্রজাদের কাছ থেকে যথাসময়ে খাজনা আদায় করা যায় নি। আগেকার মতো তাদের উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করা শক্ত, কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ আদালত করে তবে আদায় পেতে হয়।

নায়েবের চিঠি পড়ে নেখ্‌লিউদভ যুগপৎ খুশি হল আবার বেজারও হল। সে যে এক বহুবিস্তৃত ভূ-সম্পত্তির মালিক হর্তাকর্তা বিধাতা — তা নিয়ে অবশ্য আত্মপ্রসাদ অনুভব করা যায়। কিন্তু নেখ্‌লিউদভ তার প্রথম যৌবনে আবার ছিল জমিদার-বিরোধী হার্বার্ট স্পেন্সরের উৎসাহী সমর্থক*)। যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, স্পেন্সরের 'সোশ্যাল স্ট্যাটিক্‌স' গ্রন্থটি তার মনে গভীর দাগ কাটে। নিজে জমিদার-তনয় হলে কি হয়, তরুণ বয়সের সারল্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে নেখ্‌লিউদভ বলেছিল যে জমি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে সে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধও রচনা করে শুধু তাই নয়, সে তার নিজের প্রত্যয় কার্যে পরিণত করতে গিয়ে নিজের সামান্য একখণ্ড জমিও, যেটা তার মার নয় — পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে সে নিজে পেয়েছিল, তার চাষী-প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিল। তার ঠিক দশ বছর বাদে মায়ের মৃত্যুর পর আবার সে ভূম্যধিকারী হয়েছে — বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক। এখন তাকে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে, দুটি বিকল্পের যে-কোনো একটা বেছে নিতে হবে: সে কি বাবার কাছ থেকে পাওয়া জমি যে-ভাবে প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিল মায়ের সম্পত্তিও সেই ভাবে বিলি বিতরণ করে দেবে? তা যদি

না করতে পারে তাহলে তাকে মনে মনে মেনে নিতে হবে স্পেন্সর-প্রণোদিত তার সেই তরুণ বয়সের আদর্শবাদ ভুল ও ভুয়ো।

প্রথম বিকল্পটা মেনে নেওয়া তার পক্ষে এখন শক্ত, কারণ এক জমিদারী ছাড়া তার এমন কোনো আয় নেই যা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা যেতে পারে। সরকারী চাকুরী তার আদৌ মনঃপূত নয়, তাছাড়া এমন কতগুলি শৌখিন অভ্যাস তার দাঁড়িয়ে গেছে যা এখন তার জীবনযাপনের অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। আর ও কাজ করতেই বা যাবে কেন? প্রথম যৌবনে যে-সব প্রেরণা তাকে উদ্‌বুদ্ধ করত, নব নব উদ্‌ভাবনী প্রচেষ্টার পথে চালনা করত, এখন সে-সব প্রেরণা ও সংকল্প নির্বাপিত প্রায়। দ্বিতীয় বিকল্প, অর্থাৎ জমিদারী-প্রথার বিলোপ-সাধনের-সপক্ষে স্পেন্সরের 'সোশ্যাল স্টাটিক্‌স' গ্রন্থের অকাট্য সব যুক্তি প্রমাণগুলি — পরবর্তী কালে যা না কি হেনরী জর্জের লেখায়*) সুদক্ষ বিচারের ভিত্তিতে সমর্থিত — ভুল বা ভুয়ো প্রতিপন্ন করতেও তার মন সায় দিচ্ছিল না।

নায়েবের চিঠি পড়ে নেখ্‌লিউদভের বেজার হবার এইটাই কারণ।

৪

কফি পান শেষ করে নেখ্‌লিউদভ গেল তার স্টাডিতে। সেখানে সমনটা একবার দেখে নিতে হবে, ঠিক কোন্ সময় জুরিদের আদালতে হাজিরা দেবার কথা, তা ছাড়া প্রিন্সেসের চিঠির জবাবও একটা লিখতে হবে। স্টাডি যাবার পথে পড়ল ওর স্টুডিয়ো, ঈজেলের উপর রক্ষিত নিজের আঁকা অসম্পূর্ণ একটি ছবির সামনে ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দেওয়ালেও ঝুলছে ওর আঁকা কয়েকটি বাস্তব দৃশ্যের ছবি। এই যে অসম্পূর্ণ ছবিটা, যেটা নিয়ে সে আজ দু'বছর মাথা খুঁড়ছে, নিজের আঁকা স্কেচগুলি আর পুরো স্টুডিয়োটাই দেখে দেখে ওর মনে হল ছবি-আঁকায় ও কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারছে না। কিছুকাল ধরেই ছবি-আঁকায় ওর অক্ষমতার কথাটা ঘুরে ফিরে ওর মনে হতে লেগেছে, মনে মনে নিজের সাফাই দিতে গিয়ে ভেবেছে সৌন্দর্যে ওর রুচিটা খুবই সূক্ষ্ম ও উচ্চ মানের বলে নিজের কৃতিত্বে ও সন্তুষ্ট নয়। সে যাই হোক, এই উপলব্ধিটা ছিল বড়ই অপ্রীতিকর।

আজ থেকে সাত বছর আগে চিত্রকলায় নিজের স্বভাবপটুতা আছে — এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নেখ্‌লিউদভ কেবল যে মিলিটারী সার্বিস ছেড়ে দিয়েছিল এমন নয়, কলা বিদ্যার উচ্চ শিখরে বসে তার মনে হয়েছিল জগতে আর যত প্রকার কাজ আছে কলাবিদ্যার কাছে সবই তুচ্ছ। এখন তার মনে হতে লাগল তার মতো চিত্রকরের পক্ষে এতটা উন্নাসিক হবার অধিকার ছিল না, সুতরাং স্টুডিয়ো-ঘরের সমস্ত কিছু এবং বিশেষ করে তার ঐশ্বর্য সমারোহ দেখে, তার সমস্ত মন যেন বিষিয়ে উঠল। বিষাদগ্রস্ত মন নিয়ে এবার সে প্রবেশ করল তার স্টাডিতে — কামরাটা দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে উচ্চতায় বেশ বড়ো, গৃহস্বামীর সুযোগসুবিধা ও আরামবিধানের জন্য সুষ্ঠু ও সুরুচিপূর্ণ আসবাবপত্রে সুসজ্জিত।

প্রকাণ্ড লেখবার টেবিলটার একদিকে একাধিক দেরাজওয়ালা একটি শেল্‌ফ্‌। 'জরুরী' — চিহ্নিত খোপ থেকে সঙ্গে সঙ্গে বের হল আদালতের সমন, জুরিরূপে তাকে হাজিরা দিতে হবে এগারোটায়। নেখ্‌লিউদভ এবার বসল প্রিন্সেসের চিঠির জবাব লিখতে — আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লিখল পারলে সে নিশ্চয় ডিনারে হাজির হবে। একটা খসড়া লিখে পর মুহূর্তেই সেটা কুটিকুটি ছিঁড়ে ফেলল — মনে হল চিঠির সুরটা একটু যেন বেশি অন্তরঙ্গ। আবার একটি খসড়া তৈরি হল — কিন্তু এটার সুর এমনি নিস্পৃহ যে এটা হয়তো প্রিন্সেসের বিরক্তি ঘটাতে পারে। সুতরাং এচিঠিটাও ছিঁড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে হল। এবার ইলেকট্রিক কলিং বেল্‌টা টিপতে প্রবেশ করল বেয়ারা — মুখে তার সদা বিষণ্ণ ভাব, লম্বা জুলফি, দাড়ি গোঁফ কামানো, জামাকাপড়ের উপর একটা ধূসর-রঙা এপ্রন পরা।

'একটা ফীটন্‌ গাড়ি আনতে বলো তো।'

'যে আজ্ঞে, হুজুর।'

'কর্‌চাগিন-বাড়ি থেকে যে-দাসী এসে বসে আছে, তাকে বলে দাও নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। চেষ্টা করব যেতে।'

'যে আজ্ঞে, হুজুর।'

নেখ্‌লিউদভ মনে মনে ভাবল, চিঠির জবাব না দেওয়াটা ঠিক সৌজন্য সম্মত নয়, কিন্তু তাতে কিছু আসে যাবে না, আজই তার সঙ্গে দেখা হবে। এবার সে এগোল ওভারকোটটা নিতে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখল ফীটন্‌ গাড়ি একেবারে দোরগোড়ায় হাজির, রবারের টায়ার-পরানো এগাড়িটা তার পরিচিত।

কোচোয়ান নেখ্‌লিউদভের দিকে সামান্য ঘুরে বলল, 'গতকাল যেই না আপনি প্রিন্স্‌ কর্‌চাগিনের বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন, আমি তো গাড়ি হাঁকিয়ে দরজার সামনে হাজির। দারোয়ান জানাল একটু আগে আপনি চলে গেছেন।'

নেখ্‌লিউদভ ভাবল কর্‌চাগিন-বাড়ির সঙ্গে ওর দহরম-মহরমের কথা ফীটন্‌ গাড়ির কোচোয়ানরা পর্যন্ত জানে। আবার তার মনে প্রশ্নের উদয় হল, প্রিন্সেস্‌ কর্‌চাগিনাকে বিয়ে করা তার পক্ষে উচিত হবে কি না। এই সময় তার মনে আরো যে-সব প্রশ্নের উদয় হল, সেগুলোর প্রায় কোনোটারই সুরাহা সে করতে পারল না।

বিবাহের সপক্ষে সাধারণ ভাবে একাধিক যুক্তির কথা তার মনে হল। বিবাহ করলে প্রথমত, ব্যভিচারের অবসান ঘটবে, গার্হস্থ্যজীবনের তৃপ্তি পাওয়া যাবে এবং নৈতিক দিক থেকে সৎ জীবন যাপন করা সম্ভব হবে, দ্বিতীয়ত এবং প্রধান কথাটা হল একক নিঃসঙ্গ জীবন বড়ই ফাঁকা — দাম্পত্যজীবন সন্তানসন্ততি তার জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে। অপর পক্ষে অন্যান্য প্রথম যৌবন পার-হয়ে-যাওয়া অবিবাহিত পুরুষদের মতো নেখ্‌লিউদভেরও আশঙ্কা বিবাহ করলে সে আর স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে না, তা ছাড়া আছে মনের অবচেতনে রহস্যময়ী নারী সম্পর্কে একটা অনির্দিষ্ট ভয় — নারী তো মায়াবিনী কুহকিনী!

বর্তমান ক্ষেত্রে সমস্যাটা হল একজন বিশেষ নারীকে বিবাহ করা নিয়ে, সে মেয়েটি হল মিসি। প্রিন্সেস্‌ কর্‌চাগিনার আসল নামটি মারিয়া হলেও, সেকালের ঐশ্বর্যবান অভিজাত সমাজের আদবকেতা অনুসারে তাকে ডাকা হয় মিসি নামে। মিসিকে বিয়ে করার সপক্ষে প্রধান যুক্তি হল এই যে সে সদ্বংশের মেয়ে, সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। আচারে-আচরণে, চলনে-বলনে, হাস্যে-পরিহাসে তার বংশমর্যাদাসূচক এমন একটি সহবৎ আছে যাকে নেখ্‌লিউদভ খুবই কদর করে। উপরন্তু আর যে-কোনো পুরুষের তুলনায় নেখ্‌লিউদভ সম্বন্ধে মিসির ধারণা খুবই উঁচু। এ-থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় নেখ্‌লিউদভকে সে বুঝতে পেরেছে, অন্যদের তুলনায় নেখ্‌লিউদভ যে-সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ — মিসির এই দৃঢ় প্রত্যয় থেকে নেখ্‌লিউদভও বুঝেছে মিসি বুদ্ধিমতী ও বিচারে নির্ভুল। মিসিকে বিবাহ করার বিরুদ্ধে বিশেষ করে বলা চলে — তার চেয়েও গুণবতী এবং সে কারণে নেখ্‌লিউদভের পক্ষে অধিকতর যোগ্য কন্যা খুঁজে পেতে পাওয়া যেত হয়তো; দ্বিতীয়ত, বয়সটা যখন তার সাতাশ পেরিয়ে গেছে, হয়তো

নেখ্‌লিউদভ তার প্রথম প্রেমের পাত্র নয়। এককালে মিসি আর কাউকে ভালোবেসে থাকতে পারে — সে কথা ভাবতেও নেখ্‌লিউদভের অহমিকায় আঘাত লাগে। একথা অবশ্য স্বীকার্য মিসি সেই সময়ে ভাবতেও পারে নি যে একদিন সে নেখ্‌লিউদভের সংস্পর্শে আসতে পারে, তবু কোনো দিন মিসি অপাত্রে প্রেম নিবেদন করে থাকতে পারে — এ কথাটা ভাবতেও মনটা কেমন যেন খচ্‌ করে ওঠে।

সুতরাং মিসিকে বিয়ে করার সপক্ষে যতগুলি বিপক্ষেও নেখ্‌লিউদভের ঠিক ততগুলিই যুক্তি ছিল; অন্ততপক্ষে মনের বাটখাড়ায় তাদের ওজন সমান তো বটেই। এ-সব কথা চিন্তা করতে গিয়ে নিজের ওপরে হাসি পেল নেখ্‌লিউদভের, মনে মনে সে বলল, 'আমি যেন সেই হিতোপদেশের গাধার মতো, কোন্‌ খড়ের গাদায় মুখ দেব ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছি না।'

নিজের মনেই বলে চলল, 'সে যাই হোক, অভিজাত সভার আধিকারিকের বৌ মারিয়া ভাসিলিয়েভ্‌নার কাছ থেকে যত দিন না চিঠি পাচ্ছি, যত দিন সেই প্রণয়ের ব্যাপার একেবারে চুকেবুকে না যাচ্ছে, ততদিন কিছুই করা যাবে না।' আপাতত তাকে যে স্থিরসিদ্ধান্তে আসতে হবে না, আসাটা নিতান্ত অন্যায় হবে — এই চিন্তায় সে যেন অনেকটা নিরুদ্বেগ হল।

রবার-টায়ার-লাগানো ফীটন্‌ গাড়িটা যখন নিঃশব্দে আদালতের সদর দেউরির সামনে টারম্যাক্‌ ফুটপাতে গিয়ে থামল, নেখ্‌লিউদভ আপন মনেই বলল, 'ওসব কথা পরে ভাবা যাবে। আপাতত এ-যাবত যেমন করে এসেছি তেমনি বিবেক্‌বান নাগরিকের মতো, আজকের এই মোকদ্দমায় সামাজিক কর্তব্য আমায় পালন করতে হবে। তেমনটাই তো করা উচিত। তা ছাড়া মাঝে মাঝে এই সব মোকদ্দমা বেশ চিত্তাকর্ষী হয়ে থাকে।' এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে দ্বারপালের পাশ কাটিয়ে নেখ্‌লিউদভ প্রবেশ করল আদালত-বাড়ির বার-বারান্দায়।

৫

আদালতের অন্তর্বর্তী প্রশস্ত করিডরগুলি ইতিমধ্যেই কর্মমুখর — পিয়াদারা দলে দলে ফিতে বাঁধা ফাইল বা চিঠিপত্র বহন করে এদিক ওদিক ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। নকিব, পেশ্‌কার, উকিল ও আইনজ্ঞের দলও এধার

ওধার আসাযাওয়া করছে। মোকদ্দমায় যারা ফরিয়াদী তথা হাজতবাসে যেতে হয় নি এমন সব বিবাদীরা দেওয়াল ঘেঁষে ধীর পায়ে হাঁটছে চিন্তাকুল মুখে, অথবা চুপচাপ ধৈর্য ধরে বসে আছে।

নেখ্লিউদভ একজন পিয়াদাকে জিজ্ঞেস করল: 'আচ্ছা, স্থানীয় আদালতটা কোন্ দিকে?'

'কোন্ আদালত — ফৌজদারী না দেওয়ানী?'

'আমি হলাম জুরিদের মধ্যে একজন।'

'ও তাই বলুন, ফৌজদারী আদালতে আপনাকে যেতে হবে। তা এই ডানদিক দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে বাঁ-দিকে মোড় নেবেন। সেখানে দ্বিতীয় দরজাটা হল ফৌজদারী আদালতের দরজা।'

নেখ্লিউদভ পিয়াদার নির্দেশমতো এগিয়ে গেল।

নির্দিষ্ট কামরার দরজার বাইরে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। একজন মাথায় যেমন লম্বা তেমনি চওড়া বহরে, দেখেই মনে হল সওদাগর শ্রেণীর লোক হবে, মুখখানা ভালো মানুষের মতো। আর মনে হল পেটে কিছু খাবারদাবার ও পানীয় পড়েছে — খোশমেজাজী হাসিখুশি মানুষ। দ্বিতীয় ব্যক্তিটির চেহারা দেখে মনে হল জাতে ইহুদি, পেশায় দোকান কর্মচারী। দু'জন যখন পশমের বাজারদর নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিল তখন নেখ্লিউদভ প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এটাই কি জুরিদের কামরা?'

'ঠিক বলেছেন মশাই, এটা জুরিদের কামরাই বটে। আপনি তাহলে আমাদেরই একজন?' নেখ্লিউদভের প্রতি নজর করে সওদাগর খুশিতে উপচে পড়ে একটু চোখ টিপে জিজ্ঞেস করল। নেখ্লিউদভের ইতিবাচক জবাব পেয়ে সওদাগর বলে চলল, 'তা বেশ বেশ, জুরি হিসাবে মশাইয়ের সঙ্গে বেশ একযোগে কাজ করা যাবে। অধমের নাম বাক্লাশোভ — দ্বিতীয় সওদাগর সংঘের সদস্য।' এই বলে সে তার থলথলে চেটানো হাতখানা বাড়িয়ে দিল অভ্যাগতের দিকে, 'হ্যাঁ মশাই, জুরির কাজটা যথাসাধ্য ভালোভাবেই করতে হবে। মশাইয়ের পরিচয়?'

নেখ্লিউদভ নিজের নাম বলে ওই দু'জনের পাশ কাটিয়ে জুরি-কামরার ভিতরে ঢুকল।

কামরায় জনা-দশেক বিচিত্র ধরনের মানুষ — চেহারায় আচরণে কারো সঙ্গে কারো যেন কোনো মিল নেই। দেখে মনে হল তারা সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে, কেউ কেউ চেয়ারে আসীন, কেউ কেউ আবার অস্থির ভাবে এদিক-

ওদিক পায়চারী করছে, পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে ও আলাপ-পরিচয় করছে। ইউনিফর্ম-পরিহিত একজন অবসরপ্রাপ্ত আর্মি কর্নেল আছে ওদের মধ্যে, কয়েকজন এসেছে ডবল ব্রেস্ট ফ্রক কোট পরে, কেউ কেউ মর্নিং কোট পরে, আর একজন তো এসেছে চাষীর পোশাকে।

একটা নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে আসার সংবাদে সকলের মুখে কেমন যেন একটা তৃপ্তির ভাব। অথচ অনেককে আসতে হয়েছে নিজেদের কাজকর্ম ছেড়ে। এদের কেউ কেউ তাই নিয়ে অভিযোগ অনুযোগও করছিল।

জুরিরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ জমাতে লাগল নানা প্রসঙ্গ তুলে — কেউ বলতে লাগল আবহাওয়ার কথা, যথাসময়ের আগেই বসন্ত সমাগমের কথা. কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য বা বাজারের খবর। ইতিমধ্যে তাদের কারো সঙ্গে কারোর হয় তো আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়ে থাকবে, কেউ কেউ আন্দাজেই ধরে নিল কে কী রকম লোক। নেখ্‌লিউদভের হাবভাব পোশাক-আশাক দেখে সকলেই উশখুশ করতে লাগল তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। স্পষ্ট বোঝা গেল এরকম একজন অভিজাতের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা তাদের ধারণায় গৌরব বিশেষ। নেখ্‌লিউদভও অবলীলায় পরিস্থিতিটা মেনে নিল — যেন অচেনা অজানা মানুষদের কাছ থেকে এ-সম্মান তার প্রাপ্য বিশেষ। গরিষ্ঠ-সংখ্যক লোকের চেয়ে সে কেন যে নিজেকে বড়ো বলে মনে করে — নেখ্‌লিউদভকে এ-প্রশ্ন করা হলে সে নিশ্চয় কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারত না, কারণ এ-যাবৎ সে যে-ধরনের জীবন যাপন করেছে, তার মধ্যে বিশেষ শ্লাঘা বোধ করার মতো কোনো তো কারণ ছিল না। সে যে ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান নির্ভুল উচ্চারণে অনর্গল বলতে পারে, তার ব্যক্তিগত জামাকাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ, টাই, আস্তিনের বোতাম প্রভৃতি সবই যে সবচেয়ে বড়ো বড়ো দোকান থেকে সর্বোচ্চ মূল্যে কেনা — এই অজুহাতে সে যে কোনমতেই নিজেকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করতে পারে না এটা সে নিজেও বোঝে। তৎসত্ত্বেও সে মনে করে আর পাঁচজনের তুলনায় সে যেন এক উচ্চতর জীব, কেউ যদি তাকে শ্রদ্ধা-সম্মান দেখায় সে মনে করে সেটা তার ন্যায্য প্রাপ্য, না দেখালে ক্ষুণ্ণ হয়। জুরি কামরাতেই তার প্রতি হতশ্রদ্ধ-জনিত মনঃক্ষোভের একটা কারণ ঘটল। জুরিদের মধ্যেই নেখ্‌লিউদভের পূর্ব-পরিচিত একজনকে দেখা গেল -- নাম পিওতর গেরাসিমোভিচ — এককালে লোকটা ছিল নেখ্‌লিউদভের দিদির ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক।

লোকটাকে এতই তুচ্ছ মনে করত যে তার পদবীটাও সে কোন কালে জানত না, এমন কি জানত না বলে তার খানিকটা গর্বও ছিল। এখন লোকটা বড়ো এক সরকারী স্কুলে মাস্টারী করে। লোকটার গায়ে-পড়া ভাব, তার আত্মতৃপ্ত হো-হো হাসি, মোটের ওপর তার ইতরতার জন্য চিরকালই নেখ্‌লিউদভের অসহ্য ঠেকত তাকে।

হো হো হাসিতে ফেটে পড়ে পিওতর গেরাসিমোভিচ প্রথম দর্শনেই নেখ্‌লিউদভকে সম্ভাষণ করতে গিয়ে বলে বসল, 'ও হো! মশাইও দেখছি ফাঁদে ধরা পড়ে গেছেন। কেটে বেরিয়ে যেতে পারলেন না বুঝি?'

নেখ্‌লিউদভের মুখটা কালো হয়ে গেল, গম্ভীর গলায় সে বলল, 'পালাতে যাব কেন? সেচেষ্টাও করি নি।'

'এরই নাম লোকহিতব্রত। জুরির আসনে বসে খিদেয় যখন পেট চোঁ চোঁ করবে অথবা চোখ ভরে ঢুলুনী আসবে, তখন দেখা যাবে লোকহিত কোথায় থাকে! তখন সুর পালটাতে হবে।'

নেখ্‌লিউদভ মনে মনে ভাবল, 'এই পুরুতের পো দেখছি এক্ষুনি আমার সঙ্গে তুই-তোকারি শুরু করে দেবে।' আর সে-জায়গায় তিষ্ঠানো নিরাপদ হবে না মনে করে নেখ্‌লিউদভ মুখখানা বেজার করে সরে পড়ল — এমন বিষণ্ণ তার মুখের ভাব যেন সে এইমাত্র সমস্ত আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে। দাড়িগোঁপ সযত্নে কামানো একজন দীর্ঘকায় ভদ্রলোক, চেহারাটা কেউ-কেটার মতো, বিশেষ উত্তেজিত হয়ে কী-যেন সব বলছিলেন — তাঁর চারদিকে একদল লোক ভিড় জমিয়েছে। নেখ্‌লিউদভও সেই দলে ভিড়ে গিয়ে শুনতে পেল ভদ্রলোক দেওয়ানী আদালতে চালু একটা মোকদ্দমার বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছেন, এমন ভাবে বলছেন যেন সমস্ত মামলাটা তাঁর নখাগ্রে। মোকদ্দমার বিচারকদের নাম গড়গড় করে তো বললেনই, উপরন্তু সবিস্তারে বলতে লাগলেন আসামী পক্ষের উকিলের কথা — দুঁদে উকিল বলে তাঁর নাকি খুব নামডাক আছে। চতুর উকিল মামলার বিষয়টা নিয়ে এখন এমন একটা প্যাঁচ খেলেছে যে মনে হচ্ছে ফরিয়াদী পক্ষের বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা তাঁর ন্যায্য পাওনা তো পাবেনই না, উলটে হয়তো গুনাগার দিতে হবে প্রতিপক্ষকে।

'এমন উকিল যে প্রতিভাবান, সেকথা মানতেই হবে।' এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্যের উপসংহার টানলেন।

শ্রোতারা তাঁর কথাগুলি গিলছিল সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে -- তাদের মধ্যে থেকে

কেউ কেউ বক্তার কথার মধ্যে দু-একটা কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু বক্তা তাদের সেই সুযোগ দিলে তো — তিনি যে সবজান্তা!

নেখ্‌লিউদভ আদালতে পৌঁছেছিল একটু দেরিতেই। তৎসত্ত্বেও তাকে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকতে হল। জুরিদের মধ্যে একজন তখন পর্যন্ত উপস্থিত হতে পারেন নি বলে সবাইকেই অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

৬

ফৌজদারী আদালতের প্রধান বিচারপতি যিনি তিনি কিন্তু বেশ একটু আগেভাগেই এসে পৌঁছেছেন। লম্বা চওড়া মানুষ, গালপাট্টা কাঁচাপাকা চুলের লম্বা জুলফি। বিবাহিত হলে কি হয় — চরিত্রটা তাঁর সুবিধের নয়। তাঁর স্ত্রীর চরিত্রও তেমনি। দু'জনের কেউ কারো পথের কাঁটা নয়। আজ সকালবেলাতেই তাঁর বাড়ির ভূতপূর্ব গৃহ-শিক্ষয়িত্রী একটি সুইস্ মেয়ের কাছ থেকে তাঁর নামে চিঠি এসেছে। মেয়েটি জানিয়েছে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে পিটার্সবুর্গের পথে সে কিছুক্ষণের জন্য উঠবে হোটেল 'ইতালিয়া'তে— বিকেল তিনটে থেকে ছ'টা অবধি সে অপেক্ষা করবে হোটেলে তাঁর দর্শনের আশায়। গত বছর গ্রীষ্মকালে বিচারপতি সপরিবার গিয়েছিলেন গ্রামাঞ্চলে ছুটি কাটাতে — সঙ্গে গিয়েছিল ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষিকা। সেই-সুযোগে সোনালী-চুল ক্লারা ভাসিলিয়েভ্‌নার সঙ্গে গৃহকর্তার প্রণয়লীলার সূত্রপাত। চিঠি পাবার পর থেকে প্রধান বিচারপতি মনে মনে স্থির করেছেন মোকদ্দমা যথাসত্বর সেরে বিকেল ছ'টার আগেই হোটেলে ক্লারার সঙ্গে মিলিত হবেন।

খাস কামরায় ঢুকে তিনি দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দিয়ে আলমারী থেকে একজোড়া ডাম্বেল বের করে ডাম্বেল ভাঁজতে শুরু করে দিলেন। দু'হাতে ডাম্বেল ধরে উপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে বিশ বার করে অঙ্গ সঞ্চালন করলেন এবং সর্বশেষে মাথার উপরে ডাম্বেলদুটো ধরে বৈঠক দিলেন তিন বার।

ডান হাতের কনুইটা মুড়ে বাইসেপ্‌স পেশীটা ফুলিয়ে একবার বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে অনুভব করলেন পেশী কতটা শক্ত। বাঁ হাতের অনামিকায় একটা সোনার আঙটি চক্ চক্ করে উঠল, নিজের মনেই বললেন, 'ঠান্ডা জলে স্নান ও ব্যায়ামের মতো উপকারী আর কিছুই হতে

পারে না। একেবারে মোক্ষম দাওয়াই!' এখনো তো একটা ব্যায়াম বাকি — ডাম্বেল ভাঁজার পর কার্পেটের উপর সটান শুয়ে দু'পা তুলে শূন্যে সাইকেল চালানো। দীর্ঘবৈঠকী মোকদ্দমায় বসবার আগে এই দুটি ব্যায়াম প্রধান বিচারপতি আবশ্যিক বলে বিবেচনা করে থাকেন। কিন্তু বাধা পড়ল — কে যেন খাস কামরার দরজা বাইরে থেকে টানাটানি করছে। তাড়াতাড়ি ডাম্বেল-দুটো আলমারীতে ঢুকিয়ে তিনি দরজা খুলে বললেন, 'অপেক্ষা করতে হল আপনাকে — আমি দুঃখিত।'

এজলাসে আর যে-দু'জন বিচারপতির বসবার কথা আগন্তুক তাদেরই একজন — চোখে সোনার চশমা, কাঁধদুটো ঘাড়ের দিকে তোলা, মুখখানা বেজার।

অসন্তোষের সুরে বললেন, 'মাত্ভেই নির্কিতিচ আবার অনুপস্থিত।'

প্রধান বিচারপতি তাঁর উর্দি পরতে পরতে বললেন, 'এখনো এসে পোঁছয় নি, বলুন। ও তো সব সময় একটু দেরি করেই আসে।'

আগন্তুক জজ বললেন রাগত স্বরে, 'অবাক লাগে ভাবতে যে এজন্যে তার বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই।' এবার চেয়ারে বসে একটি সিগারেট বের করলেন।

জজ ভদ্রলোক খুবই নিয়মনিষ্ঠ, আজ সকালেই বেহিসেবী স্ত্রীর সঙ্গে তার এক পত্তন বচসা হয়ে গেছে। তিনি তাঁর মাসবরাদ্দ টাকাটা মাস শেষ হবার আগেই খরচ করে বসে আছেন বলে আসছে মাসের দরুন আগাম কিছু টাকা চেয়েছিলেন। স্বামী রাজি না হওয়াতে উভয়ের মধ্যে বেশ একচোট কাজিয়া হয়ে গেছে. স্ত্রী তাঁকে শাসিয়ে বলে দিয়েছেন, তিনি যদি এই রকম ব্যবহার করেন তাহলে বাড়িতে ডিনার খাবার আশা যেন ত্যাগ করেন। বাড়িতে তাঁর জন্য ডিনার থাকবে না। বেশি কথা না বলে জজসায়েব পারিবারিক কলহের এই পটে কেটে পড়েছেন, মনে মনে তাঁর আশঙ্কা পাছে মুখের শাসানী পত্নী সত্যি কার্যে পরিণত করেন। তা তিনি করতেও পারেন — কোনটাই অপ্রত্যাশিত নয় তাঁর কাছ থেকে। প্রধান বিচারপতি তখন সোনালী সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারি করা তাঁর উর্দির কলারটার উপর ঝুলে-পড়া তাঁর কাঁচাপাকা জুলফির গোছা বিন্যাস করতে ব্যস্ত। টেবিলের উপর কনুইদুটোর মধ্যে অনেকখানি ফাঁক রেখে ধবধবে দুটো হাতের আঙুল দিয়ে জুলফি চুমরে নিচ্ছেন, মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল, স্বাস্থ্য যেমন ভালো মনমেজাজও তেমনি। টেবিলের অপর প্রান্তে বসে বেজার ভদ্রলোকটি মনে মনে গজরাতে লাগলেন, 'সচ্চরিত্র থেকে, নিয়মকানুন মেনে চলে জীবন যাপন করতে গিয়ে এই তো আমার দশা। অথচ দেখো

একবার এই মানুষটাকে — দিব্যি হাসিখুশি তৃপ্তিতে ভরপুর। যত ঝঞ্ঝাট সব আমার কপালে!'

প্রধান বিচারপতির সেক্রেটারি এই সময় কিছু কাগজপত্র নিয়ে ঢুকলেন।

একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রধান বিচারপতি সেক্রেটারিকে বললেন: 'অনেক ধন্যবাদ। আজ কোন্ মামলাটা আমরা প্রথম হাতে নেব?'

খানিকটা নিস্পৃহ গলায় সেক্রেটারি জবাব দিলেন, 'আমার তো মনে হয় সেই বিষ খাওয়ানোর মামলাটা প্রথম নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।'

প্রধান বিচারপতি মনে মনে একবার ভেবে নিলেন মামলাটা চারটে বাজবার কাছাকাছি নিষ্পত্তি করে দিয়ে উনি সেই হোটেলে চলে যেতে পারবেন, বললেন, 'বেশ তো, বিষ খাওয়ানোর মামলা -- তাই সই। আচ্ছা মাত্ভেই নিকিতিচ কি এসে পেঁছেছেন?'

'এখনো তাঁর দেখা নেই।'

'আর ব্রেভে?'

'উনি আদালতেই আছেন।' সেক্রেটারি জবাব দিলেন।

'তা হলে ব্রেভের সঙ্গে দেখা হলে ওকে একটু বলে দেবেন আমাদের প্রথম মামলা হবে সেই বিষ খাওয়ানোর মামলা।'

ব্রেভে হলেন সেই মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর অর্থাৎ সরকার পক্ষের উকিল।

করিডরে বেরোতে সেক্রেটারির সঙ্গে ব্রেভের দেখা হয়ে গেল। একটা পোর্টফোলিয়ো বগলদাবা করে, অন্যহাতের চেটোটা সামনের দিকে দোলাতে দোলাতে, জুতার ক্ষুরে কর্কশ সুর তুলে, ব্রেভে হন্তদন্ত হয়ে করিডর অতিক্রম করে নিজের দপ্তরের দিকে ছুটছিলেন।

সেক্রেটারি বললেন, 'মিখাইল পেত্রোভিচ জানতে চান আপনি প্রস্তুত আছেন কি না।'

'আমি তো সব সময়েই প্রস্তুত।' ব্রেভে জবাব দিলেন, 'প্রথম কোন্ মামলাটা ধরা হবে?'

'সেই বিষ খাওয়ানোর মামলা।'

'তা বেশ তো!' উকিল একথা বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে এটাকে 'বেশ' বলে মোটেই তারিফ করতে পারলেন না। গত কাল সারাটা রাত একটা হোটেলে কেটেছে খানাপিনা করে ও তাস পিটিয়ে। ব্রেভের জনৈক বন্ধু তার এক বন্ধুকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য হোটেলে এলাহী এক পার্টির আয়োজন করেছিলেন। ভোর দুটো অবধি ব্রেভে তাস পিটিয়েছেন

ও গেলাসে গেলাসে মদ্যপান করেছেন। তারপর সকলে মিলে গেছেন মেয়েদের কাছে — সেই একই বাড়িতে যেখানে ছয়মাস আগেও মাস্‌লভা থাকত। সুতরাং বিষ খাওয়ানো মামলার নথীপত্র দেখার মতো সময় করে উঠতে পারেন নি। সেক্রেটারি সে-ব্যাপারটা জেনেশুনেই প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে বিষ খাওয়ানো মামলাটাকে অগ্রাধিকার দেবার ব্যবস্থা করেছেন। সেক্রেটারি মানুষটি উদারপন্থী -- বরঞ্চ চিন্তাধারার দিক দিয়ে একটু চরমপন্থী ঘেঁষাই বলা চলে। অন্য অধিকাংশ রাশিয়াবাসী প্রবাসী জার্মানদের মতো ব্রেভেও হলেন রক্ষণশীল দলের লোক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে দস্তুরমতো গোঁড়া, এই কারণে সেক্রেটারি ব্রেভেকে দেখতে পারতেন না। তা ছাড়া ব্রেভের পদমর্যাদা নিয়ে মনে মনে তাঁর একটা ঈর্ষার ভাব যে ছিল না তা নয়।

'আচ্ছা, স্কোপেৎসদের ব্যাপারটার কী হবে?' সেক্রেটারি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি তো বলেই দিয়েছি সাক্ষী যদি জোটানো না যায়, আমি ওই মামলা চালাতে পারব না। আদালতেও আমি সেকথা বলতে পারি।'

'কী আশ্চর্য! সাক্ষী না পেলে মামলা চলবে না?'

'আমি চালাতে পারব না,' হাতখানা সজোরে নাড়িয়ে ব্রেভে তাঁর অসম্মতি স্পষ্ট করে একপ্রকার ছুটতে ছুটতে নিজের দপ্তরে ঢুকে পড়লেন।

নিতান্ত হেজিপেজি একজন সাক্ষীর অভাবে ব্রেভে যে মামলা চালাতে রাজি হচ্ছিলেন না, তার আসল কারণটা কিন্তু অন্যপ্রকার। পাবলিক প্রসিকিউটর রূপে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শহরের আদালতে শিক্ষিত জুরির সামনে মামলা যদি উপস্থাপিত করা হয়, তাহলে হয়তো আসামীরা খালাস পেয়ে যেতে পারে। তাই ব্রেভে প্রধান বিচারপতির যোগসাজসে চেষ্টায় আছেন যাতে আগামী সেসনে মামলাটা স্থানান্তর হয় মফস্বল শহরে। সেখানে অধিকাংশ জুরি অশিক্ষিত চাষাভুষো হবেন বলে আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ আদায় করা শক্ত হবে না।

করিডরে হৈচৈ হট্টগোল বেড়েই চলেছে। ভিড় জমেছে সবচেয়ে বেশি সেই দেওয়ানী আদলতের দোরগোড়ায় যেখানে জুরি-কামরার সেই সুদর্শন ভদ্রলোকের বর্ণিত মামলাটা তখনো চলছে।

আদালত কিছু সময়ের জন্য মোকদ্দমার বিরতি ঘোষণা করলে পর ফরিয়াদী সেই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। ইনিই হলেন সেই সম্পত্তির মালিক — যা না কি ওস্তাদ উকিলের মারপ্যাঁচের ফলে, প্রতিপক্ষের মক্কেল

ব্যবসাদারের প্রায় করতলগত হবার যোগাড় হয়েছে। অথচ জজ থেকে আরম্ভ করে উকিল আর সকলে — বিশেষ করে আসামী স্বয়ং — দিব্যি বুঝতে পারছেন দুঁদে উকিল মামলাটা সাজিয়েছেন স্রেফ ধাপ্পাবাজি ও মিথ্যার উপর। আপাতত মামলার অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছে তা থেকে মনে হয় বৃদ্ধার সম্পত্তিটুকু তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সঁপে দেওয়া হবে ওই অসাধু ব্যবসাদারের হাতে।

বৃদ্ধার চেহারাটা হৃষ্টপুষ্ট, পোশাক-আশাক ভালো, মাথার বনেট থেকে মস্ত মস্ত পশমের ফুল ঝুলছে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, মেদপুষ্ট ও খাটো দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে, তাঁর নিজের উকিলকে উদ্দেশ করে বার বার বলতে লাগলেন, 'এ-সবের অর্থ কি? দয়া করে একটা কিছু করুন! এ-ও কি সম্ভব?'

উকিলের মুখের ভাব দেখে মনে হল মক্কেল-মহিলার কথাগুলো তাঁর যেন কানেও প্রবেশ করছে না, তিনি যেন মহিলার বনেট থেকে ঝুলন্ত পশমের ফুলগুলো দেখতে দেখতে অন্য কী সব ভাবতে লেগেছেন।

বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা বেরোবার খানিকক্ষণ বাদেই বেরোলেন আসামী পক্ষের উকিল। চওড়া বুকখানা ঢাকা রয়েছে সুন্দর কলপ করা ও ইস্ত্রি করা ধবধবে সাদা কামিজে, কালো কুচকুচে ওয়েস্টকোটটা বেশ একটু নামানো। ইনি হলেন সেই ডাকসাইটে দুঁদে উকিল যিনি দশ হাজার রুবলের ফী পেয়ে, তাঁর ব্যবসাদার মক্কেলকে পাইয়ে দিচ্ছেন ওই বনেট-পরিহিত বৃদ্ধার যথাসর্বস্ব — যার অর্থমূল্য হবে এক লক্ষ রুবলেরও বেশি। নিজের কৃতিত্বগৌরবে তাঁর মুখখানা আত্মতৃপ্তিতে উদ্‌ভাসিত, খটাখট্ পা ফেলে তিনি দ্রুত এগিয়ে চলেছেন, দু'দিকে কাতার দেওয়া মুগ্ধ দৃষ্টি দর্শকদের উদ্দেশে তিনি যেন আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, 'স্তুতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন নেই।'

৭

ইতিমধ্যে মাত্‌ভেই নিকিতিচ এসে পড়েছেন। আদালতের নকিবও জুরি-কামরায় ঢুকেছে। নকিবের চেহারাটা রোগা পাতলা, ঘাড়খানা যেমন লম্বা তেমনি সরু, হাঁটাচলা করে পাশ ঘেঁষে, অধরোষ্ঠ কেমন যেন একপাশে সামনের দিকে বের করা। মানুষটা সজ্জন, এককালে বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছে,

কিন্তু এক নাগাড়ে বেশি দিন একই পদে বহাল থাকতে পারে না কারণ হঠাৎ হঠাৎ এক-এক দিন মদে চুর হয়ে থাকে। সদ্য মাস তিনেক হল ওর স্ত্রীর সুবাদে স্ত্রীর পৃষ্ঠপোষক জনৈকা কাউণ্টেসের কৃপায় ও এই আদালতে নাকিব-পদে সামিল হয়েছে। গত তিন মাস ধরে সে যে একই পদে বহাল আছে তাতে নাকিব বেজায় খুশি।

নাকের উপর পাঁশনেটা চাপিয়ে জুরি-কামরার চারিদিকে নজর করে নাকিব জিজ্ঞাসা করল: 'আচ্ছা, মশাইরা সকলে এখানে হাজির হয়েছেন তো?'

সেই হাসিখুশি সওদাগরটি জবাব দিল, 'আমার তো ধারণা সবাই আমরা হাজির আছি।'

নাকিব পকেট থেকে একটা তালিকা বের করে বলল, 'বেশ তো, দেখা যাক সকলেই হাজির কি না।' কখনো পাঁশনের উপর থেকে কখনো বা তলা থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাকিব তালিকা থেকে নামগুলি পড়তে শুরু করল।

'কাউন্সিলর অব স্টেট্ — আই. এম. নিকিফরোভ!'

'এই যে আমি।' বললেন আইন আদালতের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল সেই সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক।

'ইভান সেমিওনোভিচ ইভানোভ, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল!'

'এই যে।' বললেন অবসরপ্রাপ্ত জঙ্গী অফিসারের উর্দি-পরিহিত সেই রোগা লোকটি।

'দ্বিতীয় সওদাগরী গিল্ডের সদস্য পিওতর বাকলাশোভ!'

কৌতুকপ্রিয় সওদাগর এক গাল হেসে বলল, 'আছি, সবাই আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি।'

'রাজকীয়-রক্ষীবাহিনীর লেফ্‌ট্যানাণ্ট প্রিন্স্ দ্মিত্রি নেখ্‌লিউদভ?'

'আমি।' নেখ্‌লিউদভ জবাব দিল।

পাঁশনেব উপর-দিকে দৃষ্টি চালিয়ে নাকিব একটু ঝুঁকে পড়ে প্রিন্স্‌কে সানন্দ বিনয়ে অভিবাদন করল — ভাবখানা এমন যেন আর পাঁচ জন থেকে নেখ্‌লিউদভ স্বতন্ত্র।

'ক্যাপ্টেন ইউরি দ্মিত্রিয়েভিচ দান্‌চেন্‌কো!'

'গ্রিগোরি ইয়েফিমোভিচ কুলেশোভ, সদাগর!' ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কিছু নাম পড়ার পর দেখা গেল যাদের কাছে সমন গিয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে দু'জন বাদে আর সকলেই উপস্থিত।

নকিব এবার জুরি-কামরা ও আদালতের মাঝখানের দরজাটার দিকে হাত দেখিয়ে সবিনয়ে বলল, 'এবার তা হলে মশাইরা সব আদালতে প্রবেশ করুন।'

জুরিরা সবাই দরজার কাছে ভিড় করলেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রবেশ করার জন্য জায়গা করে দিলেন। করিডর অতিক্রম করে জুরিরা আদালতে তাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে একে একে বসলেন।

আদালতের কক্ষটা বেশ বড়ো, লম্বা। কক্ষের শেষ প্রান্তে একটি উঁচু-বেদী, তিনধাপ সিঁড়ি বেয়ে বেদীতে উঠতে হয়। বেদীর উপর একটি লম্বা টেবিল — সবুজ বনাতে ঢাকা। টেবিল ঢাকনার চার দিকে গাঢ় সবুজ রঙের ঝালর লাগানো। টেবিলের ও-পাশে তিনটি ওক্ কাঠের চেয়ার, পিঠের দিকটা বেশ উঁচু, কাঠের উপর ডিজাইন খোদাই-করা। বেদীর পিছনের দেওয়ালে ঝুলছে উজ্জ্বল তেল রঙে আঁকা সম্রাট বাহাদুরের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি — পরনে মিলিটারী উর্দি, কাঁধ থেকে কোমর অবধি নেমে এসেছে লাল রঙের চওড়া ফিতের মতো বস্ত্রখন্ড, সামনে পদক্ষেপ করার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন, কোষবদ্ধ তলোয়ারের বাঁটে আলগোছে একটা হাত দিয়ে। বেদীর দক্ষিণ দিকের কোনায় একটি খোলা আলমারী টাঙানো। সেখানে আছে কণ্টক মুকুট পরিহিত যীশু খ্রীষ্টের বিগ্রহ — সামনে বুকপ্রমাণ উঁচু একটি ঢালু টেবিল। সরকার পক্ষের উকিল অর্থাৎ পাবলিক প্রসিকিউটরের টেবিলটাও ওই টেবিলের ধারেকাছে, বেদীর অপর দিকে অর্থাৎ বাঁ দিকে সরকারী উকিলের একপ্রকার মুখোমুখি সেক্রেটারির বসবার জায়গা। ধারে কাছে ওক কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা বেষ্টনীর ঠিক পিছনেই আসামীর কাঠগড়া। বেদীর দক্ষিণ দিক জুরিদের বসবার জন্য সারি সারি চেয়ার — এগুলিরও পিঠের দিকটা উঁচু। বেদীর তিন ধাপ নিচে বাদী-বিবাদী পক্ষের উকিলদের জন্য টেবিল পাতা। আদালতের সামনের দিকের চেহারাটা এই রকম, পিছনের দিকটা একটা রেলিং দিয়ে আলাদা করা।

পিছনে দর্শকদের গ্যালারি — ধাপে ধাপে কয়েক সারি আসন বিন্যস্ত। আপাতত গ্যালারির প্রথম সারিতে চারটি স্ত্রীলোককে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মনে হয় ঝি-চাকরানী হবে কিংবা ফ্যাকটরীতে কাজ করে। আর বসে আছে দু'জন মজুর শ্রেণীর মানুষ। আদালত গৃহের পরিবেশ দেখে সকলেই যেন একটু সন্ত্রস্ত — পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে।

জুরিরা প্রবেশ করার অল্পক্ষণ পরে নকিব তার পাশঘেঁষা গতিভঙ্গিতে



বিচারালয়ের কারিডরে। বিখ্যাত উকিলের প্রস্থান

একেবারে বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে উপস্থিত দর্শকদের পিলে চমকে দেবার জন্যই যেন বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল:

'আদালত হাজির!'

সকলে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, জজেরা একে একে বেদীতে আরোহণ করে নিজ নিজ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। সর্বপ্রথম প্রবেশ করলেন গালপাট্টা কাঁচাপাকা চুলের জুলফিওয়ালা পেশল প্রধান বিচারপতি। তাঁকে অনুসরণ করে ঢুকলেন বেজারমুখো সেই দ্বিতীয় জজ — মুখখানা তাঁর আরো একটু যেন বিষণ্ন মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে আদালতের চাকরীর উমেদার, শ্যালকবাবুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তিনি জানিয়েছেন যে কিছুক্ষণ আগে তিনি ভগ্নীর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। ভগ্নী তাঁকে বলে দিয়েছেন আজ রাতে বাড়িতে জজসায়েবের নৈশভোজন হবে না।

শ্যালক দু'পাটি দন্ত বিকশিত করে হাসতে হাসতে বললেন, 'আজ রাতে তা হলে হোটেলে রেস্তোরাঁয় কোথাও গেলে হয়।'

তিক্তবিরক্ত জজসায়েব মুখখানা আরো একটু বেজার করে বললেন, 'এতে হাসির কী আছে?'

সর্বশেষে বেদীতে আরোহণ করলেন আদালতের তৃতীয় বিচারপতি মাতৃভেই নিকিতিচ যিনি সর্বদাই যথাসময়ের একটু পরে এসে হাজির হন। ভদ্রলোকের বদনমণ্ডল শমশ্রু শোভিত, গোল গোল দুটি চোখে মমতার আভাস। দীর্ঘ কাল ধরে তিনি একটি রোগে ভুগছেন — তাঁর উদরপ্রদেশে শ্লেষ্মা জমে। ডাক্তারের বিধান অনুসারে আজ সকালেই তিনি নূতন এক নিরাময় পদ্ধতি শুরু করেছেন। সেটাই তাঁর অন্যান্য দিনের চেয়ে আরও বিলম্বের কারণ। বেদীতে আরোহণ করার পূর্বমুহূর্তে তাঁর মুখে একটা ধ্যানস্থ ভাব ফুটে উঠল। বিচিত্র উপায়ে স্বকপোলকল্পিত সমস্যার সমাধান সন্ধান করা — তাঁর এক অভ্যাস-বিশেষ। আদালতে প্রবেশ করেই তিনি মনে মনে ঠিক করলেন দরজা থেকে তাঁর চেয়ার অবধি যেতে তিনি যত বার পদক্ষেপ করেন, তা যদি তিন দিয়ে ভাগ করা যায়, তা হলে নূতন পদ্ধতির চিকিৎসায় তাঁর শ্লেষ্মা-রোগ নিরাময় হবে। চলতে গিয়ে আসলে তাঁর পদক্ষেপের সংখ্যা দাঁড়াল ছাব্বিশ, কিন্তু চেয়ারে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বমুহূর্তে তিনি একটি ছোট পদক্ষেপ করে মোট পদক্ষেপের সংখ্যা দাঁড় করালেন সাতাশে।

সবুজ বনাতে মোড়া লম্বা টেবিলের ধারে উর্দি-পরিহিত তিনজন বিচারপতি বসেছেন, তাঁদের গলাবন্ধ কোটের উঁচু কলারে সোনালি সুতোর

এমব্রয়ডারি। সব কিছু মিলে আদালতের আবহাওয়াটা যেন বেশ সম্ভ্রম উদ্রেক করার মতো। নিজেদের জাঁকজমকে জজ তিনজন নিজেরাই যেন একটু অভিভূত। সেই ভাবটুকু ঢাকবার জন্য তাঁরা বিনীত ভাবে চোখ নামিয়ে ঝট্‌পট যে যাঁর আসনে বসে পড়লেন। সবুজ বনাতে মোড়া টেবিলের মাঝখানে তিনকোনা আকারের একটি ধাতুনির্মিত বস্তু, উপরে তার উড্ডীন ঈগল মূর্তি, দু'পাশে দুটি কাচের ফুলদানী — দেখতে অনেকটা রেস্তোরাঁয় টফিলজেঞ্জুস রাখার বড়ো বয়েমের মতো। প্রতি জন বিচারপতির সামনে দোয়াত দান, কলম, পরিষ্কার কিছু চমৎকার কাগজ এবং নূতন-বাড়া নানা আকারের বেশ কয়েকটা পেন্সিল।

জজদের পিছু পিছু প্রবেশ করলেন সরকার পক্ষের উকিল পাবলিক প্রসিকিউটর। এক হাতের বগলে তাঁর পোর্টফোলিয়ো, অপর হাতটা দ্রুত সঞ্চালন করতে করতে তিনিও হন্তদন্ত হয়ে বেদীর ডান দিকে জানালার ধারে তাঁর টেবিলের সামনে বসে পড়লেন। কালক্ষেপ না করে তিনি পোর্টফোলিয়ো খুলে মামলার নথীপত্র সবিশেষ মনোযোগে পড়তে শুরু করলেন যাতে মামলা চালু হবার আগে তিনি সকল বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে তৈরি থাকতে পারেন। সবেমাত্র হালে তিনি পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হয়েছেন, ইতিপূর্বে মাত্র চারটা মামলায় তাঁকে লড়তে হয়েছে। মনে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে চাকরীতে তিনি উন্নতি করবেন, তাই তাঁর একান্ত বাসনা বিরুদ্ধ পক্ষের আসামী যেন কোনোক্রমেই খালাস না পায়। বিষপ্রয়োগে খুন করার মামলাটার কাঠামোটুকু তাঁর মোটামুটি জানাই ছিল, মনে মনে তিনি স্থির করেই রেখেছিলেন সরকারের সপক্ষে আদালতের রায় আদায় করতে হলে কী ভাবে তাঁর বক্তব্য বিন্যাস করতে হবে। এখন কেবল পূর্বাপর কতকগুলি ঘটনা সম্বন্ধে তাঁকে স্থিরনিশ্চয় হতে হবে, সেই উদ্দেশ্যেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে নথীপত্র দেখা ও নোট নেওয়া।

বেদীর অপর প্রান্তে বাঁ দিকে বসেছেন আদালতের সেক্রেটারি তাঁর নিজস্ব আসনে। মামলা-সংক্রান্ত কাগজপত্র সব তিনি গুছিয়ে রেখেছেন। আপাতত হাতে অন্য কোনো কাজ না থাকায় তিনি গতকালের একখানা কাগজ খুলে, সেন্সর-কর্তৃক নিষিদ্ধ একটি প্রবন্ধ পাঠে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা তিনি এই প্রবন্ধের বিষয়টা শ্মশ্রুধারী জজসায়েবের সঙ্গে কোনো এক সুযোগে আলোচনা করেন। তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে তাঁদের উভয়ের রাজনীতিক মতামত অনেকটা এক রকম। তবু আলোচনা করার আগে প্রবন্ধটা আরো একবার পড়ে রাখা ভালো।

৮

কতকগুলি কাগজপত্র দেখবার পর প্রধান বিচারপতি নাকিব ও সেক্রেটারিকে কী সব যেন জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাঁদের কাছ থেকে হাঁ-সূচক জবাব পাবার পর আদেশ দিলেন আসামীদের হাজির করতে।

রেলিং দিয়ে ঘেরা আসামীদের কাঠগড়ার পিছন দিকের দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেওয়া হল, প্রবেশ করল দু'জন শান্ত্রী — মাথায় টুপি, হাতে নাঙা তলোয়ার। তাদের পিছন পিছন ঢুকল তিনজন আসামী — মাথায় লাল চুল, গালে মেছেতা একজন পুরুষ এবং দু'জন স্ত্রীলোক। পুরুষটির পরনে বেঢপ সাইজের একটি জেলখানার আলখাল্লা — শরীরের তুলনায় দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে বেশ বড়ো। পাছে তার হাতদুটো আলখাল্লার ঢিলে হাতার মধ্যে ঢাকা পড়ে, সেইজন্য লোকটি দু'হাতের বুড়ো আঙুলগুলো বের করে রেখেছে ও হাত রেখেছে পাঁজর ঘেঁষে। কাঠগড়ায় ঢুকে লোকটা প্রধান বিচারক বা দর্শকসাধারণ — কারও দিকেই না তাকিয়ে একদৃষ্টে নজর করল আসামীদের বসবার বেঞ্চিটার দিকে এবং বেশ খানিকটা ঘুরে গিয়ে সন্তর্পণে বসল বেঞ্চিটার এক প্রান্তে — আর আসামীদের বসবার জন্য অনেকটা জায়গা ফাঁকা রেখে। এবার একবার প্রধান বিচারপতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গালের মাংসপেশী আন্দোলন করে আপন মনে কী যেন সব বিড়বিড় বকে চলল। অতঃপর যে-স্ত্রীলোকটি এসে বসল তার পরনেও জেলখানার আলখাল্লা, মাথায় জড়ানো জেলখানার উড়নি। স্ত্রীলোকটি বয়স্কা, মুখের রঙ ফ্যাকাশে, চোখদুটো লাল, ভুরু নেই, চোখের পাতাও নেই। হাবভাব খুব শান্ত, কাঠগড়ায় ঢোকার মুখে আলখাল্লাটা একটা কিছুতে জড়িয়ে যেতে, ধীরভাবে সেটা মুক্ত করে এবার সে বেঞ্চিতে এসে বসল।

তৃতীয় আসামী ছিল মাস্‌লভা।

মাস্‌লভা প্রবেশ করা মাত্র আদালতে উপস্থিত প্রত্যেকটি পুরুষের নজর গিয়ে পড়ল তার উপর, সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওর তুষারশুভ্র মুখের দিকে, ওর উজ্জ্বল কালো চোখের দিকে, জেলখানার আলখাল্লার ভিতর থেকে ফুটে-ওঠা ওর পীনোন্নত বুকের দিকে। এমন কি যে-শান্ত্রীর সামনে দিয়ে মাস্‌লভাকে যেতে হল বেঞ্চিতে বসবার জন্য, সেই শান্ত্রীও আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত মাস্‌লভার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর কাজটা যেন অন্যায় হচ্ছে ভেবে, গা ঝাড়া দিয়ে, আচমকা মুখ ঘুরিয়ে চোখদুটো চালিয়ে দিল সামনের জানলার দিকে।

আসামীদের আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি হাত গুটিয়ে বসেছিলেন, এবার মাস্‌লভা বসলে পর তিনি একবার সেক্রেটারির দিকে তাকালেন।

তারপর রুটিনমাফিক আদালতের কাজ ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে লাগল। উপস্থিত জুরিদের সংখ্যা গণনা করে যখন ঘাটতি বেরোল, তখন কে আসেন নি কেন আসেন নি, অনুপস্থিত হবার জন্য কে কীরকম অজুহাত পাঠিয়েছেন, গরহাজির কার কাছ থেকে কত জরিমানা আদায় করতে হবে - এই সব প্রশ্ন আলোচনার পর স্থির হল রিজার্ভ জুরি নিযুক্ত করে ঘাটতি পূরণ করা হবে।

রিজার্ভ জুরি কয়েক জনের নাম আলাদা আলাদা টুকরো কাগজে লিখে সেক্রেটারি সেই টুকরো কাগজগুলি প্রধান বিচারপতির সামনে রেখে দিলেন। প্রধান বিচারপতি সেই সব কাগজ ভাঁজ করে ফেলে দিলেন তাঁর সামনের সেই কাচের বয়েমে। এবার তাঁর জমকালো উর্দির সোনালি সুতোর কাজ করা আস্তিন খানিকটা উপর দিকে গুটিয়ে দিলেন। তাঁর পেশল রোমশ কবজি লক্ষ্যগোচর হল। তিনি জাদুকরের মতো সেই বয়েমের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটির পর একটি সেই ভাঁজ করা কাগজ তুলে নিয়ে খুলে দু'জন রিজার্ভ জুরির নাম ঘোষণা করলেন। এবার প্রধান বিচারপতি আস্তিন নামালেন, আদালতের পুরোহিতকে অনুরোধ করলেন জুরিদের শপথবাক্য পাঠ করাতে।

যাজক পুরোহিতের বয়স হয়েছে, মুখের চামড়ার রঙ পাণ্ডুর-হলুদ, ফোলা ফোলা মুখ চোখ, বাদামী রঙের পুরাতন আলখাল্লাটা আগুল্‌ফলম্বিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাদুটো কেমন যেন শক্ত হয়ে গেছে, আজকাল চলতে নড়তে কষ্ট হয়। পুরোহিত অতি কষ্টে বেদীর সোপান অতিক্রম করে, যীশুখৃষ্টের বিগ্রহের নিচে রক্ষিত বুকপ্রমাণ উঁচু সেই টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আলখাল্লার বুকের কাছে একটি ছোট মেডেলে তাঁর পৃষ্ঠপোষক কোনো সন্তের মূর্তি উৎকীর্ণ। তারই নিচে ঝুলছে চেন দিয়ে বাঁধা একটি সোনার তৈরি ক্রুশ। ফোলা হাতে ক্রুশটা ধরে পুরোহিত জুরিদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনারা এখানে চলে আসুন।'

জুরিরা সবাই এসে ভিড় করল সেই টেবিলটার চারদিকে।

আজ ছেচল্লিশ বছর ধরে তিনি যাজক-পুরোহিত। আদালতে এই একই কাজ করে আসছেন। কিছু দিন আগে তাঁর যাজক-সংঘের প্রধান, আর্চ্‌ডিকন, পঞ্চাশ বছর ধরে যাজকবৃত্তি করার সুবাদে স্বর্ণজয়ন্তীর আয়োজন

করেছিলেন। সাধারণ ফৌজদারী-আদালতের এই পুরোহিত মশাইয়েরও মনোগত বাসনা আর তিন বছর বাদে তিনিও যেন তাঁর যাজকবৃত্তির পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্তির উৎসব করতে পারেন। সাধারণ ফৌজদারী প্রথা*) চালু হবার পর থেকেই উনি এখানে যাজকবৃত্তিতে বহাল আছেন, হাজারো লোক তাঁর মাধ্যমে শপথবাক্য উচ্চারণ করেছেন একথা তিনি সগৌরবে স্মরণ করে থাকেন। যদিও এ-কাজে তাঁর চুল পেকেছে, এই অথর্ব অবস্থাতেও তাঁর একান্ত আশা যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যেন চার্চ, রাষ্ট্র ও পরিবারের মঙ্গলে এ-কাজে ব্রতী থেকে, মৃত্যুকালে তাঁর পরিবারবর্গের যেন গৃহসম্পত্তি ছাড়াও ত্রিশ হাজার রুব্‌ল মূল্যের আমানতপত্র রেখে যেতে পারেন, যা থেকে চড়া হারে সুদের আদায়ও পাওয়া যাবে। ঘুণাক্ষরে তাঁর মনে উদয়ও হয় না যে তাঁর মতো ধর্মীয় মর্যাদার মানুষের পক্ষে, সুসমাচারে হাত রেখে শপথবাক্য উচ্চারণ করানো অশোভন, কারণ সুসমাচার একবাক্যে বলেন ঈশ্বরের নামে শপথ নেওয়া পাপ। অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা তো দূরের কথা, দিনগত অভ্যাস মতো এ-কাজ করতে তিনি পছন্দ করেন, কারণ এই কাজের সূত্রে বেশ কিছু ভালো লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ঘটে যায়। সেই যে বিখ্যাত দুঁদে উকিল যিনি বড় বড় ফুল-সম্বলিত বনেট মাথায় সেই বৃদ্ধার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ওই একটা কেস থেকেই দশ হাজার রুব্‌ল কামাই করলেন, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য কি চাটিখানি কথা! ওরকম একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হলে কার না মাথা সম্ভ্রমে নত হয়!

জুরিরা বেদীতে আরোহণ করলে পর যাজক তাঁর টেকো মাথাটা এক পাশে ঘুরিয়ে গলিয়ে নিলেন ঢিলে গাউনের তেলচিটে কোটরের মধ্যে। মাথায় যে-কটি পাতলা পাকা চুল অবশিষ্ট ছিল সেগুলি সযত্নে বিন্যাস করে এবার তিনি জুরিদের উদ্দেশ করে বললেন:

'এবার ডান হাতটা এই ভাবে তুলুন, তারপর তিনটি আঙুল এই ভাবে একত্র করুন,' কাঁপা কাঁপা গলায় এই সব কথা বলতে বলতে তিনি নিজেই দেখিয়ে দিলেন ডান হাত কী ভাবে তুলতে হবে, কী ভাবে বুড়ো আঙুলের সঙ্গে তর্জনী ও মধ্যমা এক টিপ নস্য নেবার ভঙ্গিতে একত্র করতে হবে, 'এবার সমস্বরে আমার কথার পুনরুক্তি করে বলুন 'সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ও তাঁহার পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্টের প্রাণদায়ী এই ক্রুশচিহ্নের নামে শপথগ্রহণ পূর্বক আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে এই কর্তব্য কর্মে...'' প্রত্যেকটি বাক্যাংশের মধ্যে থেমে থেমে যাজক শপথ বাক্য পড়িয়ে চললেন...। 'এই যে ডান হাতটা ঝুলিয়ে দিলেন কেন!' তরুণবয়স্ক একজন

জুরিকে এই কথা বলে পুনরায় শপথ বাক্যের খেই ধরে বলে চললেন, 'এই কর্তব্য কর্মে...'

হোমরাচোমরা চেহারার জুলফিধারী-ভদ্রলোক, কর্নেল, সওদাগর এবং আরও কেউ কেউ তাঁদের ডান হাত এবং ডান হাতের তিনটি আঙুল যাজকের কথামতো বেশ উঁচু করে ঠিকঠাক ভাবে ধরে রেখেছেন। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল এ কাজে তাঁরা বিশেষ তৃপ্তি পাচ্ছেন। অপর পক্ষে অন্যেরা যেন কাজ করছে অনিচ্ছায় যেমন তেমন করে। কেউ কেউ শপথবাক্য উচ্চারণ করছে জোরগলায় বেপরোয়া ভাবে — তাদের ভাবখানা এমন যে তারা যেন বলতে চায়, 'যে যা বলে বলুন, আমি কিন্তু মনে যা আসে বলে ফেলব, রাখব ঢাকব না।' কেউ কেউ বলল ধীরে ধীরে ফিসফিসিয়ে, তারপর যেন ভয় পেয়ে তড়বড় করতে লাগল যাজকের কথা ধরে ফেলার জন্য। কেউ কেউ তিনটে আঙুল আঁট করে শক্ত করে ধরে রাখল পাছে টিপের মধ্যেকার সেই অদৃশ্য বস্তুটা পড়ে যায়, কেউ কেউ আবার আঙুল নিয়ে খেলা করতে লাগল কখনো খুলে কখনো বন্ধ করে। বৃদ্ধ যাজক ছাড়া আর সকলেরই কেমন যেন একটা অস্বচ্ছন্দ ভাব — বৃদ্ধের মুখের ভাব এমন যেন তিনি ধর্মের খাতিরে ও রাষ্ট্রের খাতিরে খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন।

শপথবাক্য পাঠ করাবার পর প্রধান বিচারপতি জুরিদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন তাদের মধ্যে থেকে কাউকে প্রধান- নির্বাচন করেন। জুরিরা উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে ভিড় জমালেন জুরি-কক্ষে যাবার জন্য। সেখানে গিয়ে শুরুতে সবাই সিগারেট বার করে একযোগে নীরবে ধূমপান করতে লাগলেন। কে একজন অতঃপর সম্ভ্রান্তদর্শন সেই ভদ্রলোকটির নাম প্রস্তাব করলেন প্রধান রূপে, সর্বসম্মতভাবে সেই নামই গৃহীত হল। জুরিরা এবার সিগারেট নিবিয়ে ঘরের এককোণে ছাইদানীতে ফেলে দিয়ে, আবার আদালত-কক্ষে প্রবেশ করলেন। সম্ভ্রান্তদর্শন সেই ভদ্রলোকটি প্রধান বিচারপতিকে জানালেন তিনিই জুরিদের প্রধানরূপে নির্বাচিত হয়েছেন। আবার সবাই বসলেন সারি বাঁধা সেই সব উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে।

এই সমস্ত ব্যাপার চলল সুশৃঙ্খলায়, অনাবশ্যক বিলম্ব না করে এবং একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে। এই যে-সব ঘটনা যথাযথভাবে একটার পর একটা সুবিহিতভাবে ঘটে গেল, তাতে ঘটনার সঙ্গে জড়িত কুশীলবের দল যে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন তা তাদের মুখের ভাব দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল। ভাবখানা এমন যেন তাঁরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক

কর্তব্য পালন করে চলেছেন। নেখ্লিউদভের মুখেও সেইরকম একটা ভাব।

জুরিরা সকলে আসন গ্রহণ করার পর প্রধান বিচারপতি একটি বক্তৃতা সহযোগে বুঝিয়ে দিলেন তাঁদের অধিকার ও দায়দায়িত্ব ঠিক কী রকম। বক্তৃতা দেবার সময় তিনি অনবরত তাঁর ভঙ্গি বদল করে চলছিলেন; কখনো ডান হাতের কখনো বাঁ হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে, কখনো বা পিছন দিকে পিঠ ঠেসান দিয়ে, কখনো আবার চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে, একবার সামনের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখেন, একবার পেন্সিলটা, একবার কাগজকাটা ছুরিটা তুলে নেন।

সেই সঙ্গে বলে চলেন জুরিদের অধিকারের কথা — তাঁরা ইচ্ছা করলে প্রধান বিচারপতি মারফত আসামীদের জেরা করতে পারেন, যদৃচ্ছা কাগজ ও পেন্সিল ব্যবহার করতে পারেন, সাক্ষ্য হিশাবে যে-সমস্ত বস্তু উপস্থাপিত করা হবে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তাঁদের কর্তব্য হল অন্যায়ভাবে বিচার করা নয়, পরন্তু ন্যায়সংগত ভাবে সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে দেখা। তাঁদের উপর যে-দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তার অর্থ হল এই যে তাঁদের নিজেদের মধ্যে যে-সব আলাপ-আলোচনা হবে, সে-সব তাঁরা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করবেন না। মামলার ব্যাপারে তাঁরা যদি বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তা হলে আইন অনুসারে তাঁরা দণ্ডনীয় হতে পারেন।

সবাই প্রধান বিচারপতির বক্তব্য সশ্রদ্ধ মনোযোগে শুনল। সদাগর ভদ্রলোক যেখানে বসেছেন সে-জায়গাটা ব্র্যাণ্ডির গন্ধে ভুর্‌ভুর্‌ করছে — থেকে থেকে তাঁর হেঁচকি আসছে। অতি কষ্টে হেঁচ্‌কি দমন করে তিনি প্রধান বিচারপতির প্রত্যেকটি কথায় সায় দেবার ভঙ্গিতে ক্রমাগত মাথা নাড়াতে লাগলেন।

৯

বক্তৃতা শেষ করে প্রধান বিচারপতি আসামীদের কাঠগড়ার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন:

'সিমন কার্তিন্‌কিন, উঠে দাঁড়ান।'

সিমন ঝম্প দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ঘন ঘন ঠোঁট নেড়ে আপন মনে কী সব যেন বিড়বিড় করতে লাগল।

'আপনার নাম?'

সিমন যেন জবাব দেবার জন্য তৈরিই ছিল। ভাঙা ভাঙা গলায় তড়বড় করে জবাব দিল, 'সিমন পেত্রোভিচ কার্তিন্‌কিন।'

'কোন্ শ্রেণীর লোক আপনি?'

'কৃষক।'

'প্রদেশ, জেলা আর বিভাগ?'

'তুলা প্রদেশ, ক্রাপিভেন্‌স্কি জেলা, কুঁপিয়ানস্কি বিভাগ, গ্রাম বোর্কি।'

'বয়স?'

'তেত্রিশ। জন্ম আঠারো শো...'

'ধর্ম?'

'রাশিয়ান অর্থডক্স্।'

'বিবাহিত?'

'আজ্ঞে না, হুজুর।'

'পেশা?'

'হোটেল 'মোরিতানিয়াতে' জামাকাপড় তদারকীর চাকর ছিলাম।'

'এর আগে কখনো কি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে?'

'আজ্ঞে না হুজুর। এর আগে যে-রকম জীবন যাপন করতাম...'

'তা হলে আগে কখনো বিচার তদন্তাদি হয় নি?'

'ভগবানের দিব্যি হুজুর, কখনো হয় নি।'

'আপনার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ তার কপি পেয়েছেন কি?'

'আজ্ঞে, পেয়েছি।'

'এবার বসতে পারেন।'

এবার দ্বিতীয় আসামীকে তলব করার জন্য প্রধান বিচারপতি হাঁকলেন: 'ইয়েভ্‌ফিমিয়া ইভানভ্‌না বচ্‌কোভা!'

সিমন তখনো দাঁড়িয়ে আছে বচ্‌কোভার ঠিক সামনে।

'কার্তিন্‌কিন বসে পড়ুন!'

কার্তিন্‌কিন তখনো দাঁড়িয়ে।

'কার্তিনকিন বসে পড়ুন বলছি!'

নকিবের চোখদুটো অস্বাভাবিকভাবে বিস্ফারিত। মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে, চোখ বড়ো করে, নকিব দৌড়ে গেল কাঠগড়ায়; বিয়োগান্ত নাটকের

নায়কের মতো ফিস্‌ফিস্‌ করে কার্তিন্‌কিনের কানে কানে বলল, 'কী হল? বসতে বলা হল যে!' কার্তিন্‌কিন যেমন আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছিল ইতিপূর্বে, এবারে তেমনি আচমকা বসে পড়ে শরীরের চারদিকে আলখাল্লাটা জড়িয়ে নিয়ে, আবার আগেকার মতো ঠোঁট নাড়িয়ে বিড়বিড় করতে লাগল।

ক্লান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আসামীর দিকে দৃষ্টিপাত না করেই টেবিলের উপর রাখা কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে প্রধান বিচারপতি হাঁকলেন:

'আপনার নাম?'

প্রধান বিচারপতি তাঁর কাজে এমনই অভ্যস্ত যে কাজ যদি ত্বরান্বিত করতে হয় তা হলে দুটো কাজ একই সঙ্গে কারতে পারেন।

জানা গেল বচ্‌কোভার বয়স তেতাল্লিশ, নিবাস ছিল কলম্‌না শহরে। সে-ও হোটেল 'মোরিতানিয়ায়' কাজে বহাল ছিল।

'এর আগে আমি কখনো আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াই নি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের একটা কপি আমি পেয়েছি।' বচ্‌কোভা এমন ভাবে জবাব দিচ্ছিল যেন সে কারও পরোয়া করে না। গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছিল পারত যদি সে বলত, 'হ্যাঁ, নাম আমার ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভাই বটে। অভিযোগ-পত্র আমি যে পেয়েছি সে খবর আর পাঁচজনা যদি জানতে পায় তাতে আমার বয়েই গেল।'

শেষ প্রশ্নটির পর বলাকওয়ার কোনো অপেক্ষা না রেখেই বচ্‌কোভা বসে পড়ল।

নারী জাতি সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতির একটু যে দুর্বলতা আছে সেটা প্রকাশ পেল যখন তিনি বিশেষ সৌজন্য দেখিয়ে তৃতীয় আসামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম?' মাস্‌লভা তখনও বসেই আছে দেখে তিনি কণ্ঠস্বর একটু যেন মোলায়েম করে বললেন:

'উঠে দাঁড়াতে হবে যে।'

মাস্‌লভা কালবিলম্ব না করে উঠে দাঁড়াল উন্নত বুকখানা চিতিয়ে। কালো চোখের হাসিতে এমন একটা অদ্ভুত ভাব ফুটিয়ে তুলল যেন সে হাকিম সায়েবের হুকুমের বাঁদী।

'কী নাম?'

জবাব এল চট করে: 'ল্যুবোভ।'

চোখের উপর পাঁশ্‌নেটা চড়িয়ে জেরার সময় নেখ্‌লিউদভ আসামীদের

নিরীক্ষণ করছিল। মাস্‌লভার জবাবটা শুনে তার দিকে চোখ রেখে সে নিজের মনেই ভাবল:

'না, এ হতেই পারে না। কী করে হবে? ল্যুবোভ ! হতেই পারে না!'

প্রধান বিচারপতি যথারীতি তাঁর জেরা চালিয়ে যেতে চাইছিলেন। বাধা এলো চশমাধারী জজ সায়েবের কাছ থেকে। তিনি বাধা দিয়ে রাগতভাবে কী যেন বললেন প্রধান বিচারপতির কানে কানে। প্রধান বিচারপতি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়ে আবার আসামীর দিকে তাকিয়ে বললেন:

'কই, এই সব কাগজে তো আপনার ল্যুবোভ নাম দেখছি না।'

আসামী চুপ করে রইল।

'আপনার আসল নামটা কী জানতে চাই।'

রাগত জজ বললেন:

'দীক্ষার সময় কী নাম দেওয়া হয়েছিল?'

'আগে আমায় ডাকা হত কাতেরিনা বলে।'

নেখ্‌লিউদভ আপন মনে বলে চলল:

'না, এ হতেই পারে না।' মনে মনে বলল বটে, কিন্তু নেখ্‌লিউদভ ইতিমধ্যে নিশ্চিত বুঝে নিয়েছে এ-মেয়েটি সে ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। এ হল সেই মেয়েটি যে তার পিসিদের বাড়িতে কন্যারূপে প্রতিপালিত হলেও আসলে ছিল দাসী। ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল যখন, পিসিদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে এই মেয়েটির সঙ্গেই সে সত্যি সত্যি প্রেমে পড়েছিল। দু'বছর বাদে আবার যখন রেজিমেণ্টে যোগ দেবার পথে পিসিদের বাড়ি যায়, কামোন্মত্ত অবস্থায় এই মেয়েটিরই কুমারীত্ব হরণ করে একে ফেলে সে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর কখনো আবার সেই ঘটনার কথা তার মনে পড়ে নি। ইচ্ছে করেই সে মনে করতে চায় নি কারণ মনে করাটা বড় বেশি পীড়াদায়ক; তাতে বড় বেশি প্রকট হয়ে পড়ে তার স্বরূপ, প্রমাণিত হয় নিজের সততা নিয়ে যার এত অহঙ্কার, সে একটি মেয়ের সঙ্গে ব্যবহারে কেবল অশোভনতারই নয়, স্রেফ নীচতার পরিচয় দিয়েছে।

না, কোনো সন্দেহ নেই — এ মেয়ে নিশ্চয় সেই মেয়ে। প্রত্যেক মানুষের মুখাকৃতি আর সকলের মুখাকৃতি থেকে ভিন্ন — মুখাকৃতিতে ধরা পড়ে মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিশিষ্টতা — যা অদ্বিতীয়, একমাত্র তারই। হ্যাঁ, মুখটা দেখাচ্ছে একটু ফোলা-ফোলা, ত্বকের রঙে কেমন যেন অস্বাস্থ্যের পাণ্ডুরতা কিন্তু ব্যক্তিসত্তার সেই অদ্ভুত মাধুর্যটুকু এখনো স্পষ্ট দেখা যায় ওর ওষ্ঠপুটে, ওর লক্ষ্মীটেরা চোখের বাঁকা চাহনিতে, ওর মুখের সরল হাসিতে

এবং বিশেষত ওর সমস্ত শরীরের একটা তৎপর ভাবের মধ্যে --- সকলের মর্জিমাফিক কাজ করতে ও সর্বদা যেন প্রস্তুত।

প্রধান বিচারপতি আবার তাঁর গলার স্বর নরম করে বললেন:

'এই কথাটাই তো আগে বললে পারতেন। পিতার নাম?'

'আমি জারজ সন্তান।'

'তবে তো ধর্মপিতার নামেই নাম হয়ে থাকবে। কী সেই নাম?'

'মিখাইলভ্না।'

নেখ্লিউদভের শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে, আপন মনে সে তখন ভাবতে লেগেছে:

'কী অপরাধে মেয়েটিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে?'

প্রধান বিচারপতি তাঁর জেরা চালিয়ে যাচ্ছেন:

'আপনার পদবী — বংশ নাম?'

'আমার পদবী লেখা হয় আমার মায়ের পরিচয়ে -- মাস্লভা।'

'কোন্ শ্রেণীভুক্ত?'

'মেশ্চান্কা — আমরা শহরবাসী নিম্ন মধ্যবিত্ত।'

'ধর্ম -- অর্থডক্স?'

'অর্থডক্স।'

'পেশা? কী পেশা ছিল?'

মাস্লভা নিরুত্তর।

'কী কাজ করতেন?'

'একটা আলয়ে।'

চশমাধারী জজ এবারে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন:

'কী ধরনের আলয় সেটা?'

'সে তো আপনি নিজেও জানেন।'

জবাবটা নিয়ে মাস্লভা একটু হাসল, তারপর আদালত-কক্ষের চারিদিকে চট করে একটু তাকিয়ে নিয়ে আবার প্রধান বিচারপতির মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

জবাব দেবার পর কয়েদী যেভাবে হাসল ও আদালতের চারিদিকে চট করে চোখ বুলিয়ে নিল, তার কথার নিহিতার্থ ছিল এমনি ভীষণ অথচ বিষাদকরুণ, যে স্বয়ং প্রধান বিচারপতি অপ্রতিভ বোধ করলেন। কিছুক্ষণের জন্য আদালত যেন স্তব্ধ হয়ে রইল। মামলার মজা দেখবার জন্য যারা জমায়েত হয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে একজন হঠাৎ হেসে ওঠাতে নীরবতা

ভঙ্গ হল। দর্শকদের মধ্যে থেকেই কে-একজন হাসি থামাবার জন্য বলে উঠল, 'শ্-শ্-শ্!'

প্রধান বিচারপতি আবার জেরা করতে লাগলেন:

'আগে কখনো মামলার আসামী হয়েছেন কি?'

মাস্লভা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে বলল:

'না। এর আগে কখনো হই নি।'

'অভিযোগ-পত্র এক কপি পেয়েছেন কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'এবার বসতে পারেন।'

আসামী পিছন দিকে একটু হেলে ওর স্কার্ট-এর ঝুলে-পড়া অংশ এমন ভাবে তুলে নিল যেভাবে বড় ঘরের মেয়েরা তাদের গাউনের নিম্নাংশ তুলে নেয়। অতঃপর সে বেঞ্চের উপর বসল তার সাদা ধবধবে ছোট দুটি হাত বহিরাবরণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে। তখনো প্রধান বিচারপতির দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

অতঃপর সাক্ষীদের তলব করা হল একে একে। কাউকে আবার জেরা করার পর বিদায় করা হল। বিশেষজ্ঞরূপে যে ডাক্তারকে নির্বাচন করা হল, তাঁকে আদালতে হাজির থাকতে বলা হল।

এবার সেক্রেটারি উঠে দাঁড়িয়ে অভিযোগ-পত্র পড়তে শুরু করলেন। সেক্রেটারি স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়েন (যদিও র'তে ল'তে তিনি গুলিয়ে ফেলেন) আবার উচ্চ কণ্ঠেও পড়েন -- কিন্তু পড়েন এত তাড়াতাড়ি যে কথার সঙ্গে কথা মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়ে, একটা ক্লান্তিকর একঘেয়ে গুঞ্জনের মতো শুনতে হয়।

জজ সায়েবরা একবার তাঁদের চেয়ারের ডান দিকের হাতলে একবার বাঁ দিকের হাতলে কনুই ঠেকিয়ে তাঁদের দেহের ভার রাখেন, এক একবার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েন, আবার কখনো কখনো চেয়ারে যথারীতি হেলান দিয়ে বসেন। কখনো বা চোখ বুজে কখনো চোখ খুলে সেক্রেটারির অবিরাম ঘ্যান ঘ্যান গুঞ্জন শোনেন, পরস্পরের মধ্যে ফিস্ফিস্ কী-সব যেন কথা বলেন। শান্ত্রীদের মধ্যে একজন তো বহুকষ্টে একাধিক বার তার হাই দমন করল।

আসামী কার্তিন্কিনের বিড়বিড়ানী কিছুতেই আর থামে না। বচ্কোভা পিঠটা টান করে স্থির হয়ে বসে আছে, মাঝে মাঝে কেবল মাথা-ঢাকা উড়নিটার ভিতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে মাথাটা চুলকে নিচ্ছে।

মাস্‌লভাও বসে আছে সোজা হয়ে পাঠরত সেক্রেটারির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। এক-একটা জায়গায় পঠিত বিষয় শুনে একটু যেন চমকে উঠছে, মনে হচ্ছে কী-যেন একটা কিছু বলতে চায়। পরক্ষণেই লজ্জায় গাল-দুটো লাল হয়ে যাচ্ছে; একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলখাল্লার আস্তিনে হাতদুটো একটু নাড়াচাড়া করে এদিক ওদিক তাকায়, তারপর আবার পঠিত বিষয়ের প্রতি মনঃসংযোগ করে।

নেখ্‌লিউদভ যে-উঁচু চেয়ারে বসেছিল সেটা ছিল প্রথম সারিতেই শেষ প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় চেয়ার। পাঁশ্‌নে বিহীন চোখে নেখ্‌লিউদভ একদৃষ্টে দেখছিল মাস্‌লভাকে -- তার হৃদয়ে তখন চলছিল জটিল ভাবাবেগের পরস্পর সংঘাত-জনিত বেদনা।

১০

অভিযোগ-পত্রের বয়ানটা ছিল এই রকম:

'১৮৮... অব্দের ১৭ জানুয়ারি তারিখে, সাইবেরিয়ার কুরগান শহরের দ্বিতীয় গিল্ড্‌-এর সওদাগর, নাম ফেরাপন্ত ইয়েমেলিয়ানভিচ স্মেল্‌কোভ— হোটেল 'মোরিতানিয়ায়' আকস্মিকভাবে মারা যায়।

'চার নম্বর থানার স্থানীয় পুলিশ-ডাক্তার তাঁর সার্টিফিকেটে বলেন অত্যধিক মদ্যপানের ফলে হৃদ্‌যন্ত্র ফেটে গিয়ে মৃত্যু ঘটেছে। উক্ত স্মেল্‌কোভের দেহ কবরস্থ করা হয়।

'ঘটনার কিছুদিন পরে স্মেল্‌কভের বন্ধু এবং একই নগরের অধিবাসী সাইবেরীয় সওদাগর তিমোখিন পিটার্সবুর্গ থেকে এই শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। কী প্রকার ঘটনাসূত্রে স্মেল্‌কোভের মৃত্যু ঘটেছিল আনুপূর্বিক শোনবার পর তিমোখিন পুলিশকে জানান যে তাঁর সন্দেহ হয় যে স্মেল্‌কোভের কাছে যে টাকা-পয়সা ছিল তা অপহরণ করার জন্যই তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়ে থাকবে।

'একটা প্রাথমিক তদন্তের ফলে প্রমাণ হয় যে তিমোখিনের সন্দেহ অমূলক নয়। তদন্তে জানা যায়:

'১। মৃত্যু ঘটবার অব্যবহিত পূর্বে স্মেল্‌কোভ তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে ৩,৮০০ রুব্‌ল তুলেছিলেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির কাপড়চোপড় ও অন্যান্য

সামগ্রী তাল্লাশী করার পর প্রাপ্ত বস্তুর যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তা থেকে দেখা যায় নগদে মাত্র ৩১২ রুব্‌ল ১৬ কোপেক পাওয়া গিয়েছিল।

'২। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে সারাটা দিন ও সারাটা রাত স্মেল্‌কোভ কাটিয়েছিলেন গণিকা ল্যুব্‌কার (ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভা) সঙ্গে প্রথমে গণিকালয়ে এবং পরে হোটেল 'মোরিতানিয়ায়' নিজের কামরায়। স্মেল্‌কোভের অনুরোধক্রমে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভা গণিকালয় থেকে হোটেলের এই কামরায় গিয়েছিল টাকাপয়সা নিয়ে যেতে। স্মেল্‌কোভ স্বয়ং তাকে যে-চাবী দিয়েছিলেন সেই চাবী দিয়ে মাস্‌লভা হোটেলের চাকুরীরত ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভা ও সিমন কার্তিন্‌কিনের উপস্থিতিতে যে-পোর্টমাণ্টোর মধ্যে টাকাপয়সা ছিল তার তালা খোলে এবং পরে তালা বন্ধ করে। পোর্টমাণ্টো খোলা অবস্থায় যখন ছিল বচ্‌কোভা ও কার্তিন্‌কিনের সাক্ষ্যক্রমে জানা যায় যে তারা স্বচক্ষে দেখেছিল তাড়া তাড়া এক শো রুব্‌লের ব্যাঙ্ক নোট ছিল তার মধ্যে।

'৩। গণিকালয় থেকে হোটেল 'মোরিতানিয়াতে' যখন ফেরেন তখন স্মেল্‌কোভ সঙ্গে এনেছিলেন ল্যুব্‌কা নামের সেই গণিকাকে। কার্তিন্‌কিনের উপদেশক্রমে তারই দেওয়া সাদা গুঁড়োমতন একটা ওষুধ ল্যুব্‌কা এক গেলাস ব্রাণ্ডির সঙ্গে মিশিয়ে স্মেলকোভকে পান করতে দেয়।

'৪। পরের দিন সকালে ল্যুব্‌কা (ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভা) তার বাড়িওলীর (সাক্ষী কিতায়েভা — গণিকালয়ের মালিকানী) কাছে একটি হীরের আঙটি বিক্রি করে বলে যে তার মক্কেল স্মেল্‌কোভ তাকে ওই আঙটি উপহার দিয়েছেন।

'৫। হোটেল কামরার দাসী ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভা ১,৮০০ রুব্‌ল চলতি হিশাবে স্থানীয় ব্যাঙ্কে জমা দেয় — স্মেল্‌কোভের মৃত্যুর পরের দিন।

'স্মেল্‌কোভের দেহ ময়নাতদন্তে পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর পাকযন্ত্রস্থিত ভুক্তাবশেষের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে বিষের সন্ধান পাওয়া যায়। এরই ফলে সিদ্ধান্ত হয় যে শরীরে বিষক্রিয়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকবে।

'আসামী মাস্‌লভা, বচ্‌কোভা ও কার্তিন্‌কিন -- তিন জনেই বলেছে তারা নির্দোষ। মাস্‌লভা বলেছে যে-গণিকালয়ে সে 'কাজ' করে, সেখানে আসার পর সওদাগর স্মেল্‌কোভ সত্যিই তাকে হোটেল 'মোরিতানিয়াতে' পাঠিয়েছিলেন কিছু টাকা ওঁর জন্য নিয়ে আসতে। সওদাগরের দেওয়া চাবী দিয়ে তাঁর পোর্টমাণ্টোর তালা খুলে মক্কেলবাবুর কথা মতো মাস্‌লভা গোনাগুণতি চল্লিশ রুব্‌লই নিয়েছিল, তার এক কোপেকও বেশি নয়।

যাদের উপস্থিতিতে সে পোর্টমান্টোর তালা খোলে ও বন্ধ করে, সেই বচ্‌কোভা ও কার্তিন্‌কিন নিশ্চয় সাক্ষ্য দিতে পারবে যে সে যা বলেছে তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

'মাস্‌লভা তার বিবৃতিতে আরও বলে যে সে যখন দ্বিতীয় বার হোটেলে আসে তখন সিমন কার্তিনকিনের প্ররোচনায় এক ধরনের গুঁড়ো ওষুধ — তার ধারণা ছিল সেটা ঘুমের ওষুধ — এক গেলাস ব্রান্ডির সঙ্গে মিশিয়ে তার মক্কেলকে পান করতে দিয়েছিল এই আশায় যে স্মেল্‌কোভ তা হলে ঘুমিয়ে পড়বেন এবং তখন সে তাঁর হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবে। আর ওই আঙটিটা, স্মেল্‌কোভ তাকে মারধোর করলে পর সে যখন কান্নাকাটি করে শাসিয়েছিল মক্কেলকে ছেড়ে সে চলে যাবে, তখন স্মেল্‌কোভ নিজেই তাকে দিয়েছিলেন।

'জেরার উত্তরে আসামী ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভা বলে যে ঘাটতি টাকার বিষয়ে সে বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না, এমন কি সে স্মেল্‌কোভের কামরায় পা পর্যন্ত দেয় নি, সেখানে একা হাতে মাস্‌লভাই সব কাজ কারবার করে থাকবে এবং যদি কিছু চুরি হয়ে থাকে তবে ওই ল্যব্‌কাই চুরি করে থাকবে যখন সে সওদাগরের চাবী নিয়ে তার টাকা নিতে এসেছিল।'

অভিযোগ পত্রের এই অংশটুকু পাঠ করার সময় মাস্‌লভা চমকে উঠে কী যেন বলার জন্য মুখ খুলতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কিছু না বলে একবার শুধু একদৃষ্টে তাকিয়েছিল বচ্‌কোভার দিকে।

সেক্রেটারি অভিযোগ-পত্র পড়ে চললেন:

'বচ্‌কোভাকে যখন এক হাজার আট শো রুব্‌লের ব্যাঙ্ক রশিদ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় এতগুলো টাকা কী করে তার হাতে এসেছিল, সে জবাব দেয় ও টাকাটা ও নিজে এবং সিমন কার্তিন্‌কিন নিজেদের উপার্জন থেকে জমিয়েছিল গত বারো বছর ধরে। সিমনকে ও বিয়ে করবে।

'আসামী সিমন কার্তিন্‌কিনকে প্রথম যখন জেরা করা হয় সে স্বীকার করে যে মাস্‌লভা যখন গণিকালয় থেকে চাবী নিয়ে হাজির হয় তখন মাস্‌লভার প্ররোচনায় সে এবং বচ্‌কোভা টাকাটা চুরি করে এবং মাস্‌লভার সঙ্গে সমানভাবে ভাগবাঁটোয়ার করে নেয়।'

এ-জায়গাটা পড়ার সময় মাস্‌লভা আর একবার চমকে ওঠে, মুখ চোখ লাল করে সে উঠে দাঁড়ায় কী যেন বলবে বলে। নাকিব এসে তাকে থামালে সে আবার বসে পড়ে।

সেক্রেটারি পড়ে চললেন:

'শেষ পর্যন্ত কার্তিন্‌কিন স্বীকার করে যে স্মেল্‌কোভকে ঘুম পাড়াবার জন্য মাস্‌লভাকে গুঁড়ো ওষুধ সে নিজেই দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বার জেরার সময় সে সব অস্বীকার করে বলে যে টাকা চুরি ও গুঁড়ো ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারে তার কোনো হাত নেই, উপরন্তু অভিযোগ করে যে এ সমস্ত কাজই মাস্‌লভা একা হাতে করে থাকবে। ব্যাঙ্কে বচ্‌কোভা যে-টাকাটা জমা দিয়েছিল সে বিষয়ে বচ্‌কোভার উক্তির জের টেনে সে বলে যে গত বারো বছর ধরে হোটেল-বাসিন্দাদের কাছ থেকে তারা দু'জনে বখশিস হিশাবে যা-কিছু পেয়েছিল, ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়েছে সেই জমানো টাকা।'

অতঃপর অভিযোগ-পত্রে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আসামীদের পরস্পরের মুখোমুখি করে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তখন ফলাফল কী হয়েছে, অপরাপর সাক্ষীরা কে কী বলেছে, বিশেষজ্ঞরাই বা কে কী বলেছেন। অভিযোগ-পত্রের শেষ অংশটি ছিল এইরকম:

'উপরি-বর্ণিত ঘটনাবলীর জেরস্বরূপ বোর্কি গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক সিমন কার্তিন্‌কিন, মেশ্চান্‌কা (শহরবাসী নিম্ন মধ্যবিত্ত) শ্রেণীভুক্ত তেতাল্লিশ বৎসর বয়স্ক ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভা এবং সাতাশ বৎসর বয়স্ক ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভাকে. এই মর্মে অভিযুক্ত করা যাচ্ছে যে তারা যুগ্মভাবে উক্ত সওদাগর স্মেল্‌কোভের নিকট থেকে নগদ টাকা পয়সা এবং একটি হীরার আঙটি মিলে মোট আড়াই হাজার রুব্‌ল ১৭ জানুয়ারি ১৮৮... অব্দে অপহরণ করেছে এবং উক্ত সওদাগরের প্রাণ হরণের উদ্দেশ্যে ও নিজেদের অপরাধ ঢাকবার জন্য স্মেল্‌কোভের পানীয়ের মধ্যে বিষ মিশিয়ে তাঁর মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছে।

'ফৌজদারী আইনের ১৪৫৩ ধারায় এই প্রকার অপরাধের দরুন দণ্ডের বিধান আছে। সুতরাং ফৌজদারী আদালতের কার্যপ্রণালীর ২০১ ধারা মোতাবেক কৃষক সিমন কার্তিন্‌কিন, মেশ্চান্‌কা ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভা এবং মেশ্চান্‌কা কাতেরিনা মাস্‌লভাকে স্থানীয় আদালতে বিচারপতির এজলাসে জুরি সমক্ষে বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছে।'

সেক্রেটারি এই ভাবে তাঁর সুদীর্ঘ অভিযোগ-পত্র পেশ করার পর, পঠিত কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে রেখে নিজের আসন গ্রহণ করলেন এবং লম্বা চুলগুলি দু'হাতের আঙুল চালিয়ে পুনরায় সুবিন্যস্ত করে নিলেন। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল এবার বিচার শুরু হলে পর সমস্ত মামলাটার একটা সুবিচারসম্মত নিষ্পত্তি ঘটবে। ব্যতিক্রম ঘটল এক কেবল নেখ্‌লিউদভের বেলা, অন্যদের মতো সে স্বস্তির কারণ খুঁজে পেল না।



বিচারাধীন আসামীদল

বরঞ্চ গভীর আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে কেবলি ভাবতে লাগল — যে-মাস্‌লভাকে দশ বছর আগেও সে দেখেছে সহজ সরল সুন্দরী তরুণী রূপে, সে কি এইরকম পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে!

১১

অভিযোগ-পত্র পাঠ করা শেষ হয়ে যাবার পর প্রধান বিচারপতি অপর দু'জনের সঙ্গে পরামর্শ করে কার্তিন্‌কিনের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন মনে হল বলতে চাইছেন, 'এসো তো বাছাধন, সত্যি সত্যি কী ঘটেছিল, এবার সব ফাঁস করে দাও দেখি!'

বাঁ দিকে একটু ঝুঁকে বিচারপতি নাম ডাকলেন:

'কৃষক সিমন কার্তিনকিন!'

হাতদুটো দু'পাশে টান টান করে সিমন উঠে দাঁড়াল সমস্ত শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে। গালদুটো তখনো তার কাঁপছে, মুখে কোন কথা নেই।

'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে ১৮৮... সালের ১৭ জানুয়ারি তারিখে ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভা ও ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভার সঙ্গে যোগসাজসে সওদাগর স্মেল্‌কোভের পোর্টমান্টো থেকে টাকা চুরি করেছিলেন এবং কিছু আর্সেনিক গুঁড়ো সংগ্রহ করে ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভাকে প্ররোচিত করেছিলেন এক গেলাস ব্রাণ্ডির সঙ্গে সেই গুঁড়ো মিশিয়ে স্মেল্‌কোভকে পান করতে দিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটাতে। আপনি কি আপনার অপরাধ স্বীকার কবছেন?'

প্রশ্নটা শেষ করে প্রধান বিচারপতি এবার ডান দিয়ে ঝুঁকলেন।

'না না, সে কেমন করে হবে? হোটেলে যাঁরা আসেন আমরা তো তাঁদের সেবা করে থাকি, তা ছাড়া...'

'সে সব কথা বলতে হয় তো পরে বলবেন। এখন জবাব দিন আপনার অপরাধ স্বীকার করছেন কি না।'

'না হুজুর। আমি তো শুধু...'

'সে সব কথা পরে হবে। অপরাধ স্বীকার করছেন কি?' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করলেন।

'আমি তা করতে পারি না... কারণ...'

নকিব এক লাফে ছুটে গেল সিমন কার্তিন্‌কিনের দিকে এবং তার কানে কানে করুণ সুরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বারণ করল আগড়ম বাগড়ম বলতে।

প্রধান বিচারপতি যে হাতে কাগজটা ধরেছিলেন সে হাতটা একটু সরিয়ে কনুইটা এমন এক ভঙ্গিতে অন্যত্র রাখলেন যার অর্থ 'কার্তিন্‌কিনের ব্যাপারটা আপাতত এখানেই ইতি।' অতঃপর তিনি ফিরে তাকালেন ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভার দিকে।

'ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভা, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে ১৮৮... অব্দের ১৭ জানুয়ারি তারিখে হোটেল 'মোরিতানিয়ায়' সিমন কার্তিন্‌কিন ও ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভার সঙ্গে যোগসাজসে সওদাগর স্মেল্‌কোভের পোর্টমাণ্টো থেকে কিছু টাকা ও একটি আঙটি চুরি করেছিলেন এবং টাকাটা নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করার পর সওদাগর স্মেল্‌কোভকে বিষ খাইয়ে তাঁর মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছিলেন। আপনি কি আপনার অপরাধ স্বীকার করেন?'

আসামী জোর গলায় দৃঢ়ভাবে জবাব দিল:

'আমি কোনো অপরাধে অপরাধী নই। আমি ওই কামরার ধারে কাছেও যাই নি। এই মালটি যখন ওই ঘরে ঢোকে যা-কিছু করবার ও-ই সব করেছে।'

শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে প্রধান বিচারপতি আবার বললেন:

'ও সব কথা পরে হবে এখন। আপনি তা হলে অপরাধ স্বীকার করছেন না?'

'আমি টাকাও ছুঁই নি, মদও দিই নি খেতে। ও-ঘরে আমি পা পর্যন্ত দিই নি — দিতাম যদি, তা হলে লাথি মেরে ছুঁড়িটাকে ঘর থেকে বের করে দিতাম।'

'তা হলে আপনি অপরাধ স্বীকার করছেন না?'

'কখনো না।'

'তা বেশ।'

এবার তৃতীয় আসামীর দিকে ফিরে প্রধান বিচারপতি বলে যেতে লাগলেন:

'ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভা, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে গণিকালয় থেকে সওদাগর স্মেল্‌কোভের পোর্টমাণ্টোর চাবী নিয়ে, আপনি সেই পোর্টমাণ্টো থেকে কিছু টাকা ও একটি আঙটি চুরি করেছিলেন।'

প্রধান বিচারপতি এমন ভাবে কথাগুলো বলছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন কোনো বই থেকে মুখস্থ করা কিছু কথা আওড়ে চলেছেন। কথাগুলো বলতে বলতে বাঁ-দিকের জজসায়েবের দিকে কান পেতে তাঁর ফিসফিসানিও শুনছিলেন। পাশের জজ কানে কানে বলছিলেন যে সাক্ষ্য হিশাবে যে-সব জিনিস জমা পড়ার কথা, তার মধ্যে থেকে একটি কাচের বয়ামের সন্ধান না-কি পাওয়া যাচ্ছে না। প্রধান বিচারপতি তাঁর আগের কথার পুনরুক্তি করে বলে চললেন:

'সেই পোর্টম্যাণ্টো থেকে কিছু টাকা ও একটি আঙটি চুরি করেছিলেন এবং নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলেন। অতঃপর স্মেল্‌কোভের সঙ্গে হোটেল 'মোরিতানিয়ায়' ফিরে এসে তাকে পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খেতে দিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। আপনার অপরাধ স্বীকার করছেন কি?'

মাস্‌লভা গড়বড় করে বলল:

'আমি কোনো অপরাধ করি নি। আগে আমি যেমন বলেছি এখনো সেই কথাই বলি, আমি নিই নি — নিই নি — কোনো টাকা নিই নি! আঙটিটা ও আমায় নিজেই দিয়েছিল।'

প্রধান বিচারপতি জিজ্ঞাসা করলেন:

'তবে কি আপনি বলতে চান আড়াই হাজার রুব্‌ল আপনি চুরি করেন নি?'

'বলছি তো ও-টাকা থেকে আমি মাত্র চল্লিশ রুব্‌ল নিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, তবে কি আপনি স্বীকার করেন মদের সঙ্গে ওষুধের গুঁড়ো মিশিয়ে আপনি সওদাগর স্মেল্‌কোভকে খেতে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, তা আমি দিয়েছিলাম। কেবল, ওরা যেমন বলেছিল আমিও তেমনি বিশ্বাস করেছিলাম ওটা ঘুমের ওষুধ, খেলে কোনো অপকার হবে না। আমি কখনো ভাবি নি, কখনো চাই নি যে... ভগবান সাক্ষী, আমি ঘুণাক্ষরে চাই নি।'

'তা হলে সওদাগর স্মেল্‌কোভের কাছ থেকে টাকা ও আঙটি চুরি করার অপরাধ আপনি স্বীকার করেন না, কিন্তু একথা আপনি মানতে রাজি যে ওঁকে ওষুধের গুঁড়ো খেতে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, সে-কথা আমি মানতে রাজি, কিন্তু আমার ধারণা ছিল গুঁড়োটা ঘুমের ওষুধ। ওষুধটা আমি দিয়েছিলাম কেবল ঘুম পাড়াবার জন্য। এ থেকে খারাপ কিছু হয় সে আমি চাইও নি — ভাবিও নি।'

প্রধান বিচারপতির ভাবগতিক দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তাঁর জেরার ফলাফল দেখে তিনি খুশি হয়েছেন, বললেন:

'তা বেশ। এবার তা হলে বলুন কী করে সমস্ত ঘটনা ঘটল।'

দুটি হাত টেবিলের উপর রেখে প্রধান বিচারপতি তাঁর চেয়ারের পিছন দিকে হেলান দিয়ে বললেন:

'বলুন দেখি কী হয়েছিল। স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে সব কথা যদি কবুল করতে পারেন তাহলে আপনারই সুবিধে।'

মাস্‌লভা নীরবে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল প্রধান বিচারপতির মুখের দিকে।

'বলুন, কী করে সব ঘটল।'

মাস্‌লভা আবার তড়বড় করে বলে চলল:

'কী করে সব ঘটল? আমি হোটেলে এলে পর ওরা আমায় ওর কামরায় ঢুকিয়ে দিল। ও তখন কামরায়, — মদে একেবারে চুর হয়ে আছে।'

স্মেল্‌কোভকে 'ও' বলে উল্লেখ করতে গিয়ে মাস্‌লভার দুই চোখে একটা যেন আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল।

'আমি বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও বাধা দিল।'

মাস্‌লভা হঠাৎ থেমে গেল, মনে হল হয়তো কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে কিংবা নূতন কোনো কথা ওর মনে পড়েছে।

'আচ্ছা, তারপর?'

'তারপর আর কী! কিছুক্ষণ ওখানে থেকে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।'

সরকার পক্ষের উকিল — পাবলিক প্রসিকিউটর — এই সময় তাঁর চেয়ার ছেড়ে টেবিলের উপর একটা কনুই অদ্ভুত ভাবে ভর দিয়ে সামান্য উঠে দাঁড়ালেন।

প্রধান বিচারপতি জিজ্ঞাসা করলেন:

'আপনি কিছু কি জিজ্ঞাসাবাদ করতে ইচ্ছা করেন?'

তাঁর কাছ থেকে সম্মতিসূচক জবাব পেয়ে প্রধান বিচারপতি অঙ্গভঙ্গীতে তাঁকে প্রশ্ন করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

মাস্‌লভার প্রতি দৃক্‌পাত না করে সরকারী উকিল বললেন:

'আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আসামীর সঙ্গে কি সিমন কার্তিন্‌কিনের পূর্ব পরিচয় ছিল?'

প্রশ্ন করে সরকারী উকিল ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ভ্রূকুটি করলেন।

প্রধান বিচারপতি প্রশ্নটা পুনরুক্তি করে শোনালে পর মাস্‌লভা

ভীতসন্ত্রস্ত ভাবে পাবলিক প্রসিকিউটরের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'সিমনের সঙ্গে? ছিল।' মাস্‌লভা বলল।

'আমি এখন জানতে চাই আসামীর সঙ্গে কার্তিন্‌কিনের আলাপ-পরিচয়টা ছিল ঠিক কী রকম। প্রায়ই কি দু'জনের মধ্যে দেখাসাক্ষাত হত?'

'কিসের আলাপ-পরিচয়? ... মক্কেল-খদ্দের এলে ও আমায় ডেকে নিতে আসত। সেটাকে ঠিক আলাপ-পরিচয় থাকা বলে না।'

মাস্‌লভা জবাব দিচ্ছে আর উদ্‌বিগ্ন ভাবে তাকাচ্ছে প্রধান বিচারপতির মুখের দিক থেকে পাবলিক প্রসিকিউটরের মুখের দিকে। শেষ পর্যন্ত ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল প্রধান বিচারপতির মুখের উপর।

চোখদুটো অর্ধনিমীলিত করে, মুখের উপর একটা চতুর শয়তানী হাসি খেলিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটর প্রশ্ন করলেন:

'আমি জানতে চাই হোটেলে মক্কেল-খদ্দের কেউ এলে কার্তিন্‌কিন কেন কেবল মাস্‌লভাকেই ডেকে আনত, কেন গণিকালয়ের অপর কোনো মেয়েকে ডাকত না?'

ভীতিবিহ্বল ভাবে মাস্‌লভা আদালতের চারিদিকে একবার চেয়ে দেখল, মুহূর্তের জন্য নেখ্‌লিউদভের সঙ্গেও একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। মাস্‌লভা বলল:

'আমি জানি না। আমি কী করে জানব? ও নিশ্চয় ওর যাকে খুশি তাকেই ডাকত।'

নেখ্‌লিউদভ ভাবল:

'আচ্ছা, ও কি আমায় চিনতে পেরেছে?'

সশঙ্কিত হয়ে নিজেকে এই প্রশ্ন করতে গিয়ে নেখ্‌লিউদভ অনুভব করল তার চোখেমুখে রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে যাচ্ছে। কিন্তু পলকের দেখায় মাস্‌লভা ওকে যে আর পাঁচজন থেকে আলাদা করে চিনে নিয়েছে তা মনে হল না, কারণ পরক্ষণেই উদ্‌বেগ ভরা চোখে সে আবার তাকাল পাবলিক প্রসিকিউটরের মুখের দিকে।

'তা হলে দেখা যাচ্ছে কার্তিন্‌কিনের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে কি না — আসামী তা বলতে চাইছে না। তা বেশ, আর কোনো প্রশ্ন নেই আমার।'

এই বলে সরকারী উকিল তার ডান হাতের কনুইটা টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়ে কী সব যেন লিখতে শুরু করলেন। সত্যি কিছু যে লিখলেন তা নয়, কলমটা নিয়ে সামনের কাগজে যে-সব প্রশ্নের নোট লিখে রাখা ছিল সে

রকম একটি নোটের উপর দাগা বুলিয়ে দিলেন। আসলে উনি দেখেছেন অভিশংসক ও উকিলেরা একটা কোনো চতুর জেরা করার পর, তাঁদের কাগজে মন্তব্য টুকে রাখেন। প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে দিতে এ-সব নোট আখেরে বেশ কার্যকর হয়।

প্রধান বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে আসামীকে জেরা করা থেকে বিরত হলেন কারণ ইতিমধ্যে তিনি চশমাধারী জজের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নিলেন অতঃপর তিনি পূর্বে থেকে প্রস্তুত ও লিখিত প্রশ্নের ভিত্তিতে যদি জেরা করেন তা তাঁর মনঃপূত হবে কি না। তাঁর সম্মতি পেয়ে তিনি পুনরায় জেরা শুরু করলেন:

'আচ্ছা। তারপর কী হল?'

মাস্‌লভা এবার আরও সাহসে ভর করে কেবল প্রধান বিচারপতির দিকে সোজা তাকিয়ে জবাব দিল:

'বাড়ি ফিরে এসে বাড়ীওলীকে টাকাটা দিয়ে আমি শুতে গেলাম। সবে আমার ঘুম আসছে এমন সময় বার্থা নামে আমাদের বাড়ির একটি মেয়ে আমায় জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'ওঠো ওঠো, যাও তোমার সেই সওদাগর মক্কেল আবার এসে হাজির হয়েছে।' আমার ইচ্ছে ছিল না যেতে, কিন্তু বাড়ীওলী আমায় হুকুম করলেন যাবার জন্যে। তখন ও' -- 'ও' কথাটা সে উচ্চারণ করল সশঙ্ক ভাবে -- 'ও তখন দরাজ হাতে আমাদের মেয়েদের মদ খাওয়াতে করতে লেগেছে। আরো কিছু মদ আনাতে বলল, কিন্তু তখন ওর পকেটের টাকাপয়সা ফুরিয়ে গেছে। বাড়ীওলী মাদাম ওকে বিশ্বাস করে ধারে মদ দিতে চাইলেন না বলে ও আমাকে বলল হোটেলের কামরার কোথায় ওর টাকা আছে এবং কত টাকা আনতে হবে। তাই তো আমি গিয়েছিলাম।'

বাঁ দিকে যে জজসায়েব বসেছিলেন প্রধান বিচারপতি তাঁর কানে ফিস্‌-ফিস্‌ করে কী যেন বলছিলেন। মাস্‌লভার সব কথা তিনি শোনেন নি, কিন্তু সব যে তিনি শুনেছেন সেটা জানিয়ে দেবার জন্যই যেন মাস্‌লভার শেষ কটি কথার খেই ধরে তিনি বললেন:

'তাই আপনি গেলেন। বেশ, তারপর কী হল?'

'আমি গিয়ে ও যেমন যেমন বলেছিল তেমন তেমন করলাম। ওর কামরার মধ্যে গেলাম — একা যাই নি, আমার সঙ্গে যাবার জন্য সিমন কার্তিন্‌কিনকে আর একে ডেকে নিয়েছিলাম।'

'একে' বলার সময় বচ্‌কোভাকে দেখিয়ে দিল মাস্‌লভা।

'কথাটা ডাহা মিথ্যে। আমি ও ঘরে কখনো ঢুকি নি।' বচ্‌কোভা আরো কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু নকিব এসে ওকে থামাল।

'ওদের উপস্থিতিতে আমি চারখানা দশ রুব্‌লের নোট তুলে নিয়েছিলাম।' বচ্‌কোভার দিকে না তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে মাস্‌লভা বলল।

প্রসিকিউটর জিজ্ঞাসা করলেন:

'আচ্ছা, তা যেন হল। আসামী যখন চল্লিশ রুব্‌ল গুনে বের করল, তখন কি দেখেছিল পোর্টম্যাণ্টোতে কত টাকা ছিল?'

প্রসিকিউটর যখনই তার উদ্দেশে কোনো প্রশ্ন করছিলেন কী জানি কেন মাস্‌লভা কেমন যেন শিউরে উঠছিল। কেন এমন হচ্ছিল তা ও জানে না, তবে কেমন যেন বুঝতে পারছিল উকিল ওর ভালো চান না।

'আমি গুনে দেখি নি, কেবল দেখেছিলাম কতকগুলো একশো রুব্‌লের নোট।'

'ও! তা হলে আসামী এক শো রুব্‌লের কয়েকটি নোট দেখেছিল ঠিকই। ব্যস, আর কোন বক্তব্য নেই আমার।'

প্রধান বিচারপতি ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন:

'আচ্ছা, আপনি তখন টাকাটা নিয়ে ফিরে গেলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা। তারপর কী হল?'

'তারপর ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো হোটেলে।'

'আচ্ছা ওষুধের গুঁড়োটা কীভাবে আপনি ওকে খেতে দিলেন? মদের সঙ্গে মিশিয়ে?'

'কী ভাবে দিলাম? গুঁড়োটা মদের মধ্যে ঢেলে গেলাসটা দিলাম।'

'কেন দিলেন?'

মাস্‌লভা সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল:

'ও যে আমায় ছেড়ে দিতে চাইছিল না,' মুহূর্তেক চুপ করে থাকার পর মাস্‌লভা বলে চলল 'আর আমি যে তখন বেজায় ক্লান্ত। তাই আমি কামরার লাগায়ো করিডরে বেরিয়ে গিয়ে সিমনকে বললাম, 'ভারি ক্লান্ত আমি, ও যদি কেবল আমায় চলে যেতে দেয়।' সিমন বলল, 'আমরাও লোকটাকে নিয়ে তিতোবিরক্ত। আমরা ভাবছিলাম ওকে একটা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলে লোকটা ঘুমিয়ে পড়বে, তখন তুমিও বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।' তখন আমি সিমনকে বললাম, 'সে তো বেশ ভালো কথা।' আমি ভেবেছিলাম

ওটা ঘুমের ওষুধ, কোনো ক্ষতি করবে না। সিমন আমাকে পুরিয়াটা দিল। আমি ওর কামরায় ঢুকলাম। পার্টিশনের পিছনে ও তখন শুয়ে। আমার পায়ের শব্দ শুনেই ব্রান্ডি চাইল। টেবিলের উপর ছিল লিকিউর ব্রান্ডি এক বোতল। তা থেকে দু'গেলাস ব্রান্ডি ঢাললাম — একটা ওর জন্যে একটা আমার নিজের জন্যে। ওর গেলাসটাতে সেই গুঁড়ো ঢেলে দিয়ে ওকে দিয়েছিলাম। যদি জানতাম, কখনো কি দিতাম?'

প্রধান বিচারপতি বললেন:

'আচ্ছা। আঙটিটা আপনার হাতে এলো কেমন করে?'

'ও নিজের হাতে আমায় দিয়েছিল।'

'কখন দিয়েছিলেন?'

'সেই যখন আমরা হোটেল কামরায় ফিরে এলাম তখন। আমি চলে যেতে চাইছিলাম। ও তখন আমার মাথায় চাঁটি মেরে আমার মাথার চিরুনি ভেঙে দেয়। আমি রেগেমেগে চলে যাব বলাতে ও ওর আঙুল থেকে আঙটিটা খুলে আমায় দিল — যাতে আমি চলে না যাই।'

এই সময় পাবলিক প্রসিকিউটর পুনরায় ঈষৎ উঠি-উঠি ভাব দেখিয়ে, মুখের ভাব যথাসম্ভব সরল করে, প্রধান বিচারপতির অনুমতি চাইলেন আরও কয়েকটা প্রশ্ন করার জন্য। অনুমতি পাবার পর সোনালি সুতোর কাজ করা তাঁর কোটের কলারের মধ্যে থুত্‌নিটা গুঁজে দিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন:

'আসামী সওদাগর স্মেল্‌কোভের হোটেল কামরায় কতক্ষণ কাটিয়েছিল — আমি কেবল সেই কথাটাই জানতে চাই।'

মাস্‌লভা আবার যেন ভয় পেয়েছে মনে হল। আবার সে উদ্‌বিগ্ন চোখে একবার প্রসিকিউটরের মুখের দিকে তারপর প্রধান বিচারপতির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তড়বড় করে জবাব দিল:

'কতক্ষণ কাটিয়েছিলাম আমার মনে পড়ে না।'

'আচ্ছা, স্মেল্‌কোভকে ছেড়ে আসার পর আসামীর কি মনে পড়ে সে হোটেলের আর কোথাও গিয়েছিল কি না?'

মাস্‌লভা একটুক্ষণ ভেবে বলল:

'হ্যাঁ, ওই হোটেলের কামরার পাশের ঘরটা খালি ছিল — সেখানে আমি একটু গিয়েছিলাম।'

খানিকটা আদালতের আদবকেতা ভুলে গিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটর সোজাসুজি আসামীকে প্রশ্ন করলেন:

'বেশ, কেন গিয়েছিলেন ওই ঘরে?'

'গিয়েছিলাম একটু জিরিয়ে নিতে, যতক্ষণ না ফীটন্ একটা এসে পড়ে।'

'কার্তিন্‌কিন কি আসামীর সঙ্গে ওই ঘরে ছিল?'

'সেও এসেছিল।'

'কেন এসেছিল?'

'সওদাগরের সেই লিকিউর ব্রাণ্ডির খানিকটা তখনো অবশিষ্ট ছিল। আমরা দু'জনে সেটা শেষ করি।'

'দু'জনে মিলে শেষ করলেন? বহুৎ আচ্ছা! আচ্ছা কার্তিন্‌কিনের সঙ্গে আসামীর কি কিছু কথাবার্তা হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে তো কী বিষয়ে?'

মাস্‌লভার ভ্রূ-যুগল কুঁচকে গেল, মুখখানা লাল হয়ে উঠল, একটু তড়বড় করে বলল:

'কী বিষয়ে? কোনো বিষয় নিয়ে কথা হয় নি -- ব্যস্, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না। এখন আমায় নিয়ে আপনাদের যা করতে হয় করুন। আমি নিরপরাধ -- ব্যস, এইটুকুই আমি বলতে পারি।'

প্রসিকিউটর প্রধান বিচারপতিকে বললেন:

'আর আমার কোনো জিজ্ঞাস্য নেই।'

টেবিলে বসে কাঁধদুটো অস্বাভাবিক ভাবে উঁচু করে, নিজের বক্তৃতার জন্য দ্রুত নোট লিখে চললেন -- লিখলেন আসামী স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়েছে যে সে কার্তিন্‌কিনের সঙ্গে কিছুটা সময় খালি ঘরে কাটিয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটার পর হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করলেন:

'আপনার আর কিছু বক্তব্য নেই তা হলে?'

'আমার যা বলবার, সবই তো আমি বলেছি।'

এই কথা বলে মাস্‌লভা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে পড়ল।

প্রধান বিচারপতি নথীপত্রে কী-যেন একটা নোট লিখলেন। তারপর বাঁ পাশের জজ সায়েব তাঁর কানে কানে কী-যেন বলাতে তিনি ঘোষণা করলেন দশ মিনিট বিরতির পর আবার আদালত বসবে। দীর্ঘকায় শ্মশ্রুবান ও পরম কারুণিক দৃষ্টিসম্পন্ন জজ সায়েব তাঁর কানে কানে যে-কথাটা বলেছিলেন সেটা আর কিছু নয় — তাঁর পেট খারাপের একটু লক্ষণ প্রকাশ পাবার ফলে তিনি উদর প্রদেশে একটা মালিশের ব্যবস্থা করে কয়েক ফোঁটা ওষুধ সেবন করতে চান। এই কারণেই কিছুক্ষণের জন্য মামলাতে ছেদ পড়ল।

জজেরা আসন ত্যাগ করে চলে যাবার পর উকিলেরা, জুরিরা এবং সাক্ষীরাও উঠে দাঁড়াল। সকলের মুখেই একটা সন্তুষ্ট ভাব, সবাই ভাবছে

একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলার কিনারা হতে খুব বেশি দেরি হবে না। তারা সবাই এদিক ওদিক চলে ফিরে বেড়াতে লাগল।

নেখ্লিউদভ জুরি-কামরায় জানালার ধারে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

১২

হ্যাঁ, ঐ মেয়েটি কাতিউশাই বটে।

নেখ্লিউদভ ও কাতিউশার মধ্যে সম্পর্কটা ছিল এই রকম:

প্রথম যখন সে কাতিউশাকে দেখে, নেখ্লিউদভ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। একটা গ্রীষ্মের ছুটিতে সে তার পিসিদের বাড়ি এসেছিল রাশিয়াতে জমিজমা ভোগ দখলের শর্তাবলী নিয়ে একটি গবেষণাপত্র রচনা করতে। সচরাচর সে মস্কোর কাছাকাছি তার মায়ের বিরাট জমিদারী এস্টেটে মা ও দিদির সঙ্গে তার গ্রীষ্মাবকাশ কাটাত। কিন্তু সে-বছর তার দিদির বিবাহ হল এবং মা জল হাওয়া পরিবর্তনের জন্য বিদেশে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলে গেলেন। এদিকে নেখ্লিউদভের প্রবন্ধ রচনা করতে হবে, তাই সে মনস্থ করল গ্রীষ্মাবকাশটা কাটাবে পিসিদের ওখানে। পিসিদের এস্টেটটা বেশ নিরালা, শহর থেকে অনেক দূরে, বেশ শান্ত পরিবেশ, লেখাপড়ার কাজে মনঃসংযোগ করতে কোনো বাধা নেই। নেখ্লিউদভ পিসিদের ওয়ারিস, তাঁরা ভাইপোকে খুবই স্নেহ করেন, নেখ্লিউদভও পিসিদের ভালোবাসে, তাঁদের সেই বনেদি আমলের সহজ সরল জীবনযাত্রা তার খুবই পছন্দ।

পিসিদের এস্টেটে সেই গ্রীষ্মাবকাশ যাপন নেখ্লিউদভের পক্ষে পরম আনন্দের কারণ হয়েছিল। জীবনে সেই প্রথম বার অপর কারো নির্দেশের অপেক্ষা না রেখে সে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করেছিল মানব জীবন কত মধুর, কত তাৎপর্যময়। বুঝেছিল এই জীবনে তার জন্য যে-কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে তার গুরুত্ব কতখানি। বুঝেছিল নিজের তথা জগতের চরম উৎকর্ষ সাধন করতে হলে তাকে কী অবিচল নিষ্ঠায় ও প্রত্যয়ে সেই কর্তব্য সাধনে ব্রতী হতে হবে। সেই বছর ইউনিভার্সিটির ছাত্র থাকা কালেই তার হাতে এসেছিল স্পেন্সরের 'সোশ্যাল স্টাটিক্স' নামক গ্রন্থ। নিজে ভূম্যধিকারীর সন্তান বলে জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে স্পেন্সরের মতামত তাকে

গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। নেখ্‌লিউদভের পিতার ভূসম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু তার মা বিবাহের সময় যৌতুকরূপে পেয়েছিলেন পঁচিশ হাজার একরের এক বিরাট এস্টেট। সেই সময়টাতে নেখ্‌লিউদভ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল ব্যক্তিগত মালিকানায় বৃহৎ ভূসম্পত্তি রাখার মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা ও অবিচার প্রচ্ছন্ন আছে। বিবেকের দাবী মেটাবার জন্য স্বার্থ বিসর্জন দেওয়াটাকে সে তখন মনে করত মহৎ আদর্শের সিদ্ধিজনিত বিমল আনন্দ লাভের জন্য মানব হৃদয়ের আকুতি। সে স্থির করেছিল পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে সে যে ভূসম্পত্তি লাভ করেছিল, তা ব্যক্তিগত মালিকানায় না রেখে চাষী বর্গাদারদের মধ্যে বিতরণ করে দেবে। এই ভূমিস্বত্ত্ব আইনই ছিল তার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পিসিদের এস্টেটে অবস্থান কালে নেখ্‌লিউদভের দৈনিক জীবনযাত্রা চলে নিম্নলিখিত ভাবে। ভোর থাকতে সে উঠত — কোনো কোনো দিন রাত তিনটাতেও। সূর্য ওঠার অনেক আগে ভোরের কুয়াশায় সে চলে যেত দূরের পাহাড়ের পায়ের তলার নদীটিতে স্নান করতে। বাড়ি যখন ফিরত তখনও ঘাস আর ফুলের ওপর লেগে থাকত শিশির। কোনো কোনো দিন ভোরবেলা কফি পান করার পর একগাদা নজির-তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ ও কাগজপত্র নিয়ে বসত তার প্রবন্ধরচনার মালমশলা সংগ্রহ করতে। প্রায়ই কিন্তু লেখাপড়ার কাজ এক পাশে সরিয়ে রেখে আবার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত মাঠে মাঠে বনে বনে ঘুরে বেড়াবার জন্য। দুপুরে খেতে বসবার আগে বাগানে কোথাও ঘুমিয়ে নিত। খাবার সময় পিসিদের আনন্দ বিধান করত হাসিঠাট্টা গল্প গুজব করে। আহারাদির পর কোনো দিন বেরোত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে, কোনোদিন বা নৌকা বাইত নদীতে। সন্ধে হলে একটা বই নিয়ে পড়তে বসত অথবা পিসিদের সঙ্গে 'পেসেন্স্' খেলত। বেঁচে থাকার বিপুল আনন্দ তার চিত্তকে এতদূর অধিকার করে থাকত, এত উচ্ছ্বসিত করে তুলত যে অধিকাংশ দিনই রাতে, বিশেষত চাঁদনি রাতে তার ঘুম হত না। না ঘুমিয়ে অনেক সময় সে সারা রাত ধরে যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে বাগানময় ঘুরে ঘুরে বেড়াত রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত।

এই ভাবে পিসিদের সঙ্গে প্রথম মাসটা কেটে গেল বিমল আনন্দে ও শান্তিতে। হরিণীর মতো ক্ষিপ্রগতি পিসিদের পালিতা কন্যা অথচ পরিচারিকা কাতিউশার কালো হরিণ চোখের প্রতি তখনো তার নজর তেমন করে পড়ে নি। তখন নেখ্‌লিউদভের বয়স মাত্র উনিশ — এত দিন মায়ের পক্ষপুটে মানুষ হবার ফলে মনটা ছিল নিষ্পাপ নির্মল। স্বপ্নে যদি কোনো নারীকে

সে দেখত -- দেখত পরিণীতা স্ত্রী রূপে। তার তখনকার ধারণায়, যিনি স্ত্রী হবেন তাকেই কেবল বিবাহ করা যায় অন্য যেসব মেয়েদের বিবাহ করা যায় না তারা তার কাছে স্ত্রীলোক নয়, স্রেফ মানুষ।

সেই গ্রীষ্মের মরসুমে যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের দিন পিসিদের জনৈকা প্রতিবেশিনী আমন্ত্রিত হয়ে সপরিবারে এলেন পিসিদের বাড়িতে দিন যাপন করতে। পরিবার বলতে দুটি তরুণী কন্যা, স্কুলপড়ুয়া তাদের একটি ভাই, এবং তাদেরই এক অতিথি — একজন তরুণ আর্টিস্ট -- কৃষক পরিবারের ছেলে।

বিকেলে চা-পানের পর ছেলেমেয়েদের দল বাড়ির সামনের মাঠে জমায়েত হল খেলবে বলে। মাঠের ঘাস সদ্য কিছুদিন আগে কাটা হয়েছে। স্থির করল 'জুটি বদল, জুটি বদল' খেলবে, কাতিউশাকেও খেলায় নেওয়া হল। নেখ্‌লিউদভ দৌড় দিয়ে মেয়েদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকবার জুটি বদলে কাতিউশাকে ধরে ফেলাতে দু'জনে তারা জুটি হল। কাতিউশাকে দেখতে নেখ্‌লিউদভের বরাবরই ভালো লাগত, কিন্তু এ মেয়েটির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনা ওর মনে আদৌ উদয় হয় নি।

হাসিখুশি তরুণ আর্টিস্টটির দান এসেছে জুটিদের ধরবার। পাদুটো তার বাঁকা ও বেঁটে হলে কি হয়, খুবই শক্তপোক্ত -- কৃষকদের যেমন হয়। ছুটতেও পারে জোর। সে বলল:

'নাঃ এবারে আর এদের দু'জনকে ধরতে হচ্ছে না -- অবশ্যি যদি হোঁচট না খায়।'

কাতিউশা বলল:

'আপনি ধরতে পারবেন না -- মোটেই পারবেন না!'

ওরা 'এক দুই তিন' বলে হাত তালি দিল।

হাসিতে কুটিপাটি হয়ে আর্টিস্টের পিছন দিক থেকে কাতিউশা এক ছুটে গিয়ে নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে ঠাঁই বদল করে নিল, তারপর নেখ্‌লিউদভের প্রকাণ্ড হাতটা নিজের ছোট্ট কর্কশ হাত দিয়ে একটু টিপে, ছুটে চলে গেল নেখ্‌লিউদভের বাঁ দিকে। মাড় দিয়ে শক্ত ইস্ত্রি করা ওর ঘাগড়াটা খড়মড় করে উঠল।

নেখ্‌লিউদভও দ্রুত গতিতে আর্টিস্টের নাগালের বাইরে ডান দিকে ছুটতে লাগল। পিছন ফিরে দেখতে পেল আর্টিস্ট কাতিউশার পিছু ধাওয়া করেছে। কাতিউশাও দৌড়তে পারে ভালো, বলিষ্ঠ পাদুটির গতিবেগ বেশ।

গতিপথে পড়ল লাইলাকের একটা ঝাড়। কাতিউশা মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিত করল নেখ্লিউদভ যেন ঝোপের আড়ালে ওর কাছে ছুটে আসে। খেলার নিয়ম হল একবার যদি জুড়ি দু'জন হাতে হাত লাগাতে পারে, তা হলে বিপক্ষ খেলুড়ে ওদের জোট ভাঙাতে পারবে না। নেখ্লিউদভ কাতিউশার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ঝোপটার পিছন দিক লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল — বেচারা জানত না ঝোপটার কাছাকাছি একটা নালা ছিল — বিছুটি গাছে ভরতি। পা পিছলে নেখ্লিউদভ পড়বি তো পড় সেই বিছুটি গাছের উপরেই পড়ল, হাতে বিছুটি লেগে গেল; সেই সঙ্গে সন্ধেবেলায় যে শিশির পড়েছিল তাতে তার হাতও গেল ভিজে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল হাসতে হাসতে, সামলে উঠে ছুটে গেল একটা পরিষ্কার জায়গায়।

কাতিউশার রাঙা মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত, কালো চোখদুটো যেন নাচছে। সে যেন একপ্রকার উড়েই এলো জুড়ির হাতের সঙ্গে নিজের হাত মেলাতে।

বাঁ হাতে চুলের গোছ সামলাতে সামলাতে, দ্রুত নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মাথা তুলে নেখ্লিউদভের দিকে তাকিয়ে কাতিউশা হাসি-হাসি মুখ করে বলল:

'বিছুটি পাতা লেগেছে মনে হচ্ছে!'

কাতিউশার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে রেখে নেখ্লিউদভও হাসিমুখে বলল:

'নালা যে ছিল এখানে — বুঝতে পারি নি।'

কাতিউশা আরো একটু তার দিকে সরে এল। নেখ্লিউদভ বুঝতে পারল না কী করে যেন ওর নিজের মুখখানা নত হয়ে এল কাতিউশার মুখের দিকে। কাতিউশা সরে গেল না। নেখ্লিউদভ ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে ঠোঁটের উপর ঠোঁট রাখল।

কাতিউশা বলল:

'ও মাগো!'

ত্বরিত গতিতে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ও নেখ্লিউদভকে ফেলে পালাল। ফুল ঝরে পড়া সাদা লাইলাকের দুটি ডাল ভেঙে নিজের আরক্ত মুখের উপর বাতাস দিতে লাগল, তারপর গ্রীবাভঙ্গে একবার নেখ্লিউদভের দিকে পিছনে চেয়ে, দুই হাত চট্পট্ নিজের সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে, অন্য খেলুড়েদের সঙ্গে যোগ দিতে চলে গেল।

নিষ্পাপ তরুণ তরুণী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলে তাদের মধ্যে একটা

অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেদিনকার সেই জোটবাঁধা খেলাটার পর থেকে নেখ্‌লিউদভ কাতিউশার সম্পর্কটা দাঁড়াল ঠিক সেইরকম।

সূর্য উঠলে পর যেমন দশ দিক পুলকিত হয়ে ওঠে, যা দেখা যায় মনে হয় যেন এই প্রথম দেখলাম, সকল জিনিস থেকে তুচ্ছতার আবরণ ঘুচে গিয়ে সবই নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে দেখা দেয়, তেমনি তার ঘরে কাতিউশা যখন আবির্ভূত হত, এমন কি দূর থেকে যখন তার সাদা এপ্রন পরিহিত মূর্তিটুকু দেখা যেত, নেখ্‌লিউদভের চোখে সবকিছু যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সমস্ত জীবনটা যেন ভরে উঠত আনন্দে। কাতিউশার বেলাতেও এই রকমটিই ঘটত। কিন্তু কেবল কাতিউশার সশরীরে উপস্থিতি ও সান্নিধ্য থেকে নেখ্‌লিউদভের মনে এই রকম ভাবাবেগ ঘটত এমন নয়। নেখ্‌লিউদভের জগতে যে কাতিউশা আছে এবং কাতিউশার জগতে যে নেখ্‌লিউদভ আছে — সেই চিন্তাতেই উভয়ে যেন আনন্দে মশগুল হয়ে থাকত।

মা হয়তো কটুকাটব্য করে চিঠি লিখেছেন বলে মনটা বেজার, হয়তো প্রবন্ধ লেখার কাজটা সন্তোষজনক ভাবে এগোচ্ছে না বলে মনে একটা অসন্তোষ, অথবা তরুণ বয়সে যেমন মাঝে মাঝে অকারণে মনে ভার নেমে আসে -- তেমন একটা কিছু হয়েছে বলে মন খারাপ, একবার কাতিউশার কথা ভাবলেই কিংবা অনতিকাল পরে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে মনে হলেই, মুহূর্তে যেন মেঘ কেটে যেত।

বাড়িতে কাতিউশার অনেক কাজ, তারই মধ্যে ও একটুখানি সময় করে নিত বই পড়ার জন্য। নেখ্‌লিউদভ ওকে পড়তে দিয়েছিল দস্তয়েভ্‌স্কি ও তুর্গেনেভ যাদের লেখা বই সে নিজে সদ্য সেদিন প্রথম পড়েছে। কাতিউশার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তুর্গেনেভের 'নিরালা কোনাটুকু'। তাদের মধ্যে কথাবর্তা হত মাঝে-মাঝে — করিডরে বারান্দায় কিম্বা চাতালে আচমকা দেখা হয়ে গেলে। কখনো বা দেখা হত পিসিদের বৃদ্ধা পরিচারিকা মাত্রিয়োনা পাভ্‌লভ্‌নার ঘরে, বৃদ্ধার ঘরে নেখ্‌লিউদভ মাঝে মাঝে চা খেতে যায়। ওই কামরাতেই কাতিউশা থাকে। মত্রিয়োনা পাভ্‌লভ্‌নার উপস্থিতিতে কথাবার্তা জমত বেশ। যখন তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকত না আলাপ জমানো শক্ত হত। মুখে যে কথাটুকু হত তার চেয়ে ঢের বেশি গভীরতর অর্থের কথা হত চোখের ভাষায়। ওদের ওষ্ঠাধরে কুঞ্চন দেখা দিত, ওরা তখন কী এক অনির্দিষ্ট ভয়ে কথা থামিয়ে পরস্পরকে ছেড়ে পালাত।

পিসিদের বাড়িতে এই প্রথম অবকাশ যাপনের সময় নেখ্‌লিউদভ

কাতিউশার এই রকম আকর্ষণ বিকর্ষণের সম্পর্কটুকু বেশ কিছু দিন ধরে চলল। ব্যাপারটা পিসিদের চোখ এড়ায় নি, তাঁরা ভয় পেয়ে নেখ্‌লিউদভের মা প্রিন্সেস্‌ ইয়েলেনা ইভানভ্‌নাকে বিদেশে চিঠি লিখে এই ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন। বড় পিসি মারিয়া ইভানভ্‌নার আশংকা হল দ্‌মিত্রি হয়তো কাতিউশার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু তাঁর সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। নিজের অজান্তেই নেখ্‌লিউদভ কাতিউশার প্রেমে পড়েছিল --- নিষ্পাপ প্রথম যৌবনের এই ছিল তার বিশুদ্ধ প্রথম প্রেম --- সেই প্রেমের মধ্যেই নিহিত ছিল ওর নিজের ও কাতিউশার নিরাপত্তা, কাতিউশার দেহসম্ভোগ করার লিপ্সা তার মনে আদৌ ছিল না, সে চিন্তা মনে উদয় হলেও সে আতঙ্কে শিউরে উঠত। বরঞ্চ, কাব্যিক প্রকৃতির হলেও ছোট পিসি সোফিয়া ইভানভ্‌নার আশংকাটা ছিল অধিকতর বাস্তব ঘেঁষা। সোফিয়া ভেবেছিলেন দ্‌মিত্রির চরিত্রের মধ্যে একটা দৃঢ়তা আছে, সে যেরকম ভাবে সেই রকম কাজ করে, যে মেয়েকে সে ভালোবেসেছে তাকে যদি সে বিয়ে করতে চায় তা হলে মেয়ের কুলশীল জাতি বা শ্রেণী নিয়ে সে নিশ্চয় মাথা ঘামাতে চাইবে না।

নেখ্‌লিউদভ তখন যদি বুঝতে পারত সে কাতিউশার প্রেমে পড়েছে, কেউ যদি তখন তাকে বলত কাতিউশার মতো একটা মেয়ের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলা তার পক্ষে কিছুতেই উচিত হবে না, তাহলে সে হয়তো তার স্বভাবসিদ্ধ সোজাসুজি ভাষায় জবাব দিত যে-মেয়েকে সে ভালোবেসেছে সে যেই হোক না কেন তাকে বিয়ে না করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু পিসিরা কেউ কাতিউশার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে তাদের আশংকার কথা স্পষ্ট বলেন নি, পিসিদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময়েও সে বুঝতে পারে নি কাতিউশাকে সে ভালোবেসেছে।

সে ভেবেছিল পিসিদের বাড়ি বেড়াতে এসে সত্তার যে আনন্দে তার সমস্ত মন প্রাণ কানায় কানায় ভরে উঠেছিল, স্ফূর্তিতে ও মাধুর্যে ভরা এই মেয়েটি ছিল তারই যেন একটা প্রকাশ, তার সত্তার আনন্দে সহচরী ও সহভাগী। তবু বিদায় নেবার সময় যখন বাহির বারান্দায় দুই পিসির পিছনে কাতিউশা এসে দাঁড়াল, ওর লক্ষ্মীটেরা ভ্রমরকৃষ্ণ চোখ দিয়ে সাশ্রুনয়নে ওর দিকে তাকাল, নেখ্‌লিউদভের কেমন যেন মনে হল একটা কী যেন পরম রমণীয় মহামূল্য সম্পদ সে ফেলে যাচ্ছে যা এ-জীবনে আর কখনো সে ফিরে পাবে না। এই কথা ভেবে ওর মুখে একটা বিষাদের ভাব ফুটে উঠল।

গাড়িতে ওঠবার সময় সোফিয়া পিসির টুপির ওপর দিয়ে কাতিউশার দিকে তাকিয়ে দ্‌মিত্রি বলল:

'তবে আমি চলি কাতিউশা, বিদায়! সবকিছুর জন্যে তোমায় ধন্যবাদ।'

উদ্‌গত অশ্রুধারা কোনো প্রকারে সামলে রেখে, মিষ্টি গলায় একটু আদরের সুর মিশিয়ে কাতিউশা জবাব দিল:

'বিদায় দ্‌মিত্রি ইভানোভিচ, বিদায়।'

পর মুহূর্তে কাতিউশা এক ছুটে ঢুকে পড়ল হল্‌-ঘরে, সেখানে নিরিবিলিতে সে শান্তিতে কাঁদতে পারবে কিছুক্ষণ।

১৩

এইসব ঘটনার পর দু'জনার মধ্যে আর দেখা হয় নি — তিনটি বছর। আবার যখন দেখা, সদ্য নেখ্‌লিউদভ তখন জঙ্গীবাহিনীতে অফিসার পদে কমিশন পেয়েছে। রেজিমেণ্টে যোগ দেবার পথে সে ঠিক করল পিসিদের ওখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবে। তিন বছর আগে যে তরুণ ছেলেটি পিসিদের কাছে গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করতে এসেছিল, তার সঙ্গে আজকের নেখ্‌লিউদভের অনেক তফাত।

তখন সে ছিল স্বার্থবুদ্ধিহীন সৎ প্রকৃতির এক কিশোর — ভালো কাজে আত্মোৎসর্গ করতে সতত তৎপর। এখন সে ভ্রষ্টাচারী, অহংসর্বস্ব দুশ্চরিত্র যুবক, নিজের আমোদপ্রমোদ ছাড়া আর কিছু যেন জানে না। সেকালে তার মনে হত ভগবৎ-সৃষ্ট এই জগতটা অলৌকিক রহস্যে ভরা — সানন্দ উৎসাহে সেই সব রহস্যের সমাধান করাটাই তার জীবনের ব্রত। আজ তার মনের ধারণা জীবনের সবটুকু সে পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে, কোথাও কোনো রহস্য নেই, জীবন যাত্রার রকমফেরে জীবনকে উপভোগ করাটাই তার কাজ। তখন সে মনে করত নিসর্গ প্রকৃতির সংসর্গ কিংবা কবি-দার্শনিকদের মনন চিন্তনের শরিক হয়ে, তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করাটা তার আত্মোন্নতির পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আজ তার কাছে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় হল মানুষের হাতে-গড়া সব প্রতিষ্ঠান এবং তার নিজের শ্রেণী-সমাজ অথবা রেজিমেণ্টভুক্ত সতীর্থ বন্ধুবান্ধবের সংসর্গ। সে এক সময় ছিল যখন মেয়েরা তার কাছে ছিল

রহস্যময়ী রমণীয়। একটা মায়ার আবরণ ছিল বলেই যেন অজানা অচেনাকে তার মনে হত মধুর। এখন পরিবারভুক্ত মেয়েরা এবং বন্ধুবান্ধবের স্ত্রীরা ছাড়া আর সকল মেয়েই তার কাছে স্ত্রীলোক। ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার অভিজ্ঞতা তার হয়ে গেছে বলে এখন সে বেশ ভালো করেই জানে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের কোন্ প্রয়োজন মেটাতে পারে। তখন টাকাপয়সার তার প্রয়োজন ছিল না -- মা তাকে যে মাসোহারাটা দিতেন তার এক-তৃতীয়াংশও তার কাছে অতিরিক্ত মনে হত। অর্থের প্রয়োজন ছিল না বলেই পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে যে জমিদারী সম্পত্তি পেয়েছিল তা বিলিয়ে দিতে পেরেছিল প্রজাদের মধ্যে। কিন্তু এখন মায়ের কাছ থেকে পনেরো হাজার রুব্‌লের যে মাসোহারাটা পায় তাতে ওর সমস্ত খরচ চলে না বলে মায়ের সঙ্গে ইতিমধ্যে একটা বচসা হয়ে গেছে। তখন তার দেহের মধ্যে যে আত্মা বিরাজ করত তাকেই সে মনে করত তার অহং, আর আজ তার ধারণা নিজের সুস্থ সবল পাশবিক সত্তাটুকুই তার আমি।

এই ভয়ঙ্কর পরিবর্তনটা ঘটেছে যেদিন থেকে সে তার আত্মপ্রত্যয় খুইয়ে বিশ্বাস করতে লাগল অন্যদের। সম্পূর্ণ নিজের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে যীবনযাপন করাটা খুবই দুরূহ বলে তাকে এটা করতে হয়েছিল। নিজের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস যদি ন্যস্ত করা যায় তা হলে প্রতিটি প্রশ্ন, প্রতিটি সমস্যা নিরসন করতে হয় সেই ছোট আমিটার বিরুদ্ধে, পাশব প্রবৃত্তির তাড়নায় যে আমিটা সর্বদা সহজ চরিতার্থতার রাস্তা খোঁজে। কিন্তু পাঁচজনকে বিশ্বাস করলে ভালোমন্দ ভাবনাচিন্তার বালাই থাকে না, কারণ পূর্বগামীরা সেসব কথা আগেভাগে ভেবে রেখেছে -- আর তারা যা ভেবে রেখেছে তা সব সময়ই যাচ্ছে বড় আমির বিরুদ্ধে, ছোট আমির পক্ষে। শুধু তাই নয় নিজের জ্ঞানবিশ্বাস অনুসারে চলতে গিয়ে সে নিন্দিত উপহাসিত হয়েছে অথচ আর পাঁচজনার মত মেনে নিলে পর সমাজে তার স্থান হয়েছে পাঁচজনের একজন বলে।

ঈশ্বর, সত্য, ঐশ্বর্য, দারিদ্র্য -- এই সব গুরুতর তত্ত্বকথা নিয়ে নেখ্‌লিউদভ যখনই গভীরভাবে চিন্তা করেছে বা আলোচনা করতে চেয়েছে, তার আশেপাশের লোকেরা ভেবেছে এ-সব প্রসঙ্গ কেবল অবান্তর নয় অপিচ হাস্যকরও বটে। মা মাসী স্নেহের সঙ্গে একটু ঠাট্টা মিশিয়ে তাকে বলতেন notre cher philosophe*। অথচ সে যখন নাটক নভেল পড়ত, অশ্লীল

---

* আমাদের প্রিয় দার্শনিকটি (ফরাসী)।

গল্প গুজব করত, ফরাসী প্রেক্ষাগারে প্রমোদানুষ্ঠান দেখে এসে ভাঁড়দের নিকৃষ্ট রসিকতাগুলি মজা করে নিপুণ উচ্চারণে পুনরাবৃত্তি করত, তখন সবাই তাকে বাহবা দিত, উৎসাহ দিত। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বহর খাটো করার জন্য সে যখন পুরনো ওভারকোট গায়ে চাপাত, মদ্য পান করত না, সবাই ভাবত লোক দেখাবার জন্য ও যেন অদ্ভুত কিছু একটা করছে। অথচ ও যখন শিকার খেলতে গিয়ে প্রচুর টাকা ওড়াত কিংবা নিজের পড়ার ঘরটা আসবাবপত্রে সুসজ্জিত করে প্রচুর আরাম ও বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করত, সকলে ওর রুচির প্রশংসা করে ওকে উৎসাহ দেবার জন্য দামী দামী সব উপহার দিয়ে যেত। সে ভেবেছিল বিবাহ না করা পর্যন্ত যৌন সম্পর্কের দিক থেকে সে পূত ও সচ্চরিত্র থাকবে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য পালনের ফলে তার শরীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে বলে আত্মীয়স্বজন আশংকা প্রকাশ করতে লাগল, এমন কি ওর মা পর্যন্ত হতাশ না হয়ে বরঞ্চ মনে মনে খুশিই হলেন যখন জানতে পারলেন যে যৌন ব্যাপারে ছেলে তার পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে জনৈক বন্ধুর ফরাসী রক্ষিতাকে কবলিত করে। অপর পক্ষে পিসিদের ওখানে কাতিউশার সঙ্গে দ্মিত্রির ঘটনা এবং দ্মিত্রি যে তাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারে — সে কথা ভাবতেও তার মা শিউরে ওঠেন।

ঠিক একই ভাবে নেখ্লিউদভ সাবালক হবার পর যখন মনস্থির করল ব্যক্তিগত মালিকানায় ভূসম্পত্তি রাখা পাপ এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কাছ থেকে পাওয়া ছোট এস্টেট্টি বিতরণ করে দিল জমিদারীর কৃষকপ্রজাদের হাতে, তখনো তার মা ও পরিবারের আর সবাই তার এই কাজে আতঙ্কিত বোধ করেছিলেন। আর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন তো সুবিধা পেলেই এই ঘটনা নিয়ে নেখ্লিউদভের কানের কাছে সব সময় ভ্যানভ্যান করে বলত যে জমি হাতে পেয়ে কৃষক প্রজাদের হিতে বিপরীত হয়েছে। বড়লোক তো তারা হয় নি, বরঞ্চ আরো গরিব হয়েছে — গ্রামে তারা তিনটি শুঁড়িখানা পত্তন করেছে, চাষবাস মোটেই করে না। কিন্তু নেখ্লিউদভ যখন জার-এর গার্ড-বাহিনীতে যোগ দিয়ে, তারই মতো অভিজাত সমাজের জঙ্গী সাঙাতদের দলে ভিড়ে, নানা রকম ব্যভিচারে ও জুয়োখেলায় এমন মোটা একটা টাকা খরচ করে, যে সেই দেনা মেটাতে গিয়ে মা ইয়েলেনা ইভানভ্নার সঞ্চিত মূলধনেও টান পড়ে — তখন কিন্তু তিনি খুব বেশি মনোবেদনায় ভোগেন নি, বরঞ্চ ভেবেছেন এটাই স্বাভাবিক এবং তরুণ বয়সে ও অভিজাত মহলে মেলামেশার মধ্য দিয়ে এটা সঞ্চারিত হলে খুবই ভালো।

প্রথম দিকে নেখ্লিউদভ যুঝেছে, কিন্তু কাজটা ছিল বড়ই কঠিন, কেননা

আত্মবিশ্বাসের বশে যা-কিছু সে শ্রেয় বলে মনে করেছে তার সব কিছু মন্দ বলে মনে হয়েছে অন্যদের চোখে। পাপ বলে যেসব জিনিস সে এত কাল সযত্নে পরিহার করে এসেছে, সেগুলিই এদের কাছে শ্রেয় ও প্রেয়। অবশেষে তাকে হার স্বীকার করতে হয় অর্থাৎ নিজের মত ও বিশ্বাস বর্জন করে তাকে গ্রহণ করতে হয় আর পাঁচজনের মত ও বিশ্বাস। প্রথম প্রথম আত্মবিশ্বাস বিসর্জন দিতে খুবই তার কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু বেশি দিন সেই অসন্তোষ টেকে নি। সেই সময় সে ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস করে এবং অতি অল্প কালের মধ্যে তার অসন্তোষের ভাব কেটে যায়, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢেলে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

নেখ্লিউদভের স্বভাবটা ছিল আবেগপ্রবণ। বিবেকের দাবি অন্য হলেও তার চারদিকে যারা ছিল, তারা জীবনধারার যে আদর্শটুকু তুলে ধরেছিল তার সামনে, সে দ্বিধাদ্বিরুক্তি না রেখে বিবেকের কণ্ঠরোধ করে নিজেকে সেই ধারায় ভাসিয়ে দিল। এ রকম ঘটনার সূত্রপাত হয় সে পিটার্সবুর্গে চলে আসার পর, চরমে পেঁছায় যখন সে রাজকীয় গার্ড-বাহিনীতে যোগদান করে।

সচরাচর দেখা যায় ফৌজী জীবন মানুষকে অধঃপতনের পথে নিয়ে যায়। এ রকম জীবনে বিচারবুদ্ধি খাটাতে হয় না এবং সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার মতো কোনো কাজ করতে হয় না বলে, এ জীবন এক প্রকার নিষ্ক্রিয় আলস্যের জীবন। ফৌজী জীবন মানুষকে মানবিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে কেবল কতকগুলি প্রথাগত সংস্কারের দাসত্ব করতে শেখায়। ফৌজী মানুষ মনে করে তার নিজস্ব বাহিনী, তার সামরিক উর্দি ও পতাকার সম্মান রক্ষা করা ছাড়া তার আর কোনো কর্তব্য নেই। একদিকে সে তার অধস্তন ব্যক্তিদের দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তাবিধাতা, অপর দিকে সে আবার তার উপরওয়ালা অফিসারদের আজ্ঞাবহ দাসানুদাস।

সাধারণ ভাবে সামরিক চাকুরীতে জমকালো উর্দি ও পতাকার সম্মান, হিংসক আচরণ এমন কি নরহত্যার প্রশ্রয় দান — মানুষের নৈতিক অধোগতির কারণ ঘটায়। এই সমস্তের সঙ্গে যদি ধনসম্পদের আধিক্য এবং রাজপরিবারের সঙ্গে দহরম মহরম করার সুযোগ (জার-এর দেহরক্ষী বাহিনীতে কেবল সম্পন্ন অভিজাত পরিবারের ছেলেদেরই বাছাই করে নেওয়া হত) যুক্ত হয়, তা হলে চরিত্র বলতে আর কিছু থাকে না, প্রচণ্ড অহমিকায় মানুষ তখন স্বার্থসর্বস্ব হয়ে যায়। এই স্বার্থান্ধতার পাগলামী নেখ্লিউদভের সমস্ত সু-প্রবৃত্তি গ্রাস করে ফৌজে যোগ দিয়ে সে অন্যান্য সহচরদের মতো জীবন যাপন করার সঙ্গে সঙ্গে।

তখন তার কাজের মধ্যে কেবল যেন একটি মাত্র কাজ — অন্যদের হাতে তৈরি উত্তম কাটছাঁট বিশিষ্ট উর্দি যা না কি অন্যদের হাতে বুরুশ করে সাফসুতরা হয়েছে সেই উর্দি পরিধান; অন্যদের হাতে প্রস্তুত অন্যদের হাতে পরিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্র অন্যদের হাত থেকে গ্রহণ ও পরিধান এবং তার পর অন্যদের হাতে লালিত পালিত, অন্যদের দ্বারা শিক্ষিত, অন্যদের হাতের জাবনায় পুষ্ট সুদর্শন একটি ঘোড়ায় চেপে প্যারেডে যোগদান। সেখানে রক্ষিবাহিনীর অপরাপর সহচরদের মতো তাকেও অসি সঞ্চালন করতে হয়েছে, পিস্তল ছুঁড়তে হয়েছে। সদ্য যারা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে তাদের অস্ত্রব্যবহারের কায়দাকানুন শিক্ষা দিতে হয়েছে। তার কাজের মধ্যে এটাই একমাত্র কাজ, অথচ আভিজাত্য গৌরবে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সকল ব্যক্তি -- এমন কি স্বয়ং জার ও তাঁর পরিষদবর্গ — এ কাজ কেবল মঞ্জুর করেন এমন নয় একাজ করার জন্য তাকে সাধুবাদ ধন্যবাদও দিয়ে থাকেন।

এই প্যারেড ছাড়া আর যে কাজটিকে উত্তম জ্ঞানে গুরুত্ব দেওয়া হত, তা হল অফিসারদের ক্লাব কিংবা নামী সব রেস্তোরাঁয় উত্তম আহার্য ভক্ষণ বিশেষত সুরা পান। এজন্য তারা যে দেদার অর্থ ওড়াত কোন্ অদৃশ্য উৎস থেকে যে তা আসত সে ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাত না। উপরন্তু ছিল থিয়েটর, বলনাচ, মেয়েমানুষ। তারপর আবার সেই ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার ঘোরানো এবং মদ, তাস ও মেয়েমানুষের পিছনে গাদা গাদা পয়সা ওড়ানো।

এই ধরনের জীবনযাত্রা অন্যান্য লোকের তুলনায় সামরিক লোকদের পক্ষেই অধঃপতনের কারণ হয় বেশি। কেননা অসামরিক কোন লোককে যদি এরকম জীবন যাপন করতে হত, অন্তরে অন্তরে সে নিশ্চয় লজ্জায় গ্লানিতে অধোবদন হত। অপর পক্ষে সামরিক লোক কিন্তু মনে করে এমনটাই হওয়া উচিত, এমন জীবন যাপন করতে সে গৌরব অনুভব করে বিশেষত যুদ্ধবিগ্রহের সময় — যেমন ঘটেছিল নেখ্লিউদভের বেলায় — তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক পরেই*) সে বাহিনীতে সামিল হয়েছিল। সেই সময় ওর সঙ্গী সাথীদের দেখাদেখি ওরও ধারণা হয়েছিল:

'আমরা তো আসন্ন যুদ্ধে আমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে একটা বেপরোয়া ফুর্তির জীবন কেবল যে মার্জনীয় এমন নয়, বরঞ্চ বলব একান্ত বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয়। তাই তো আমরা এইরকম জীবন যাপন করি।'

নেখ্লিউদভের জীবনের এই পর্বে ওর চিন্তাজগতে এইরকম একটা বিভ্রান্তির উদয় হয়েছিল। কিছু কাল আগে পর্যন্ত যে-সব নৈতিক বিধি

নিষেধ দিয়ে নিজেকে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছিল, তা থেকে রেহাই পেয়ে তার আনন্দের অবধি ছিল না। এই রকম মনের অবস্থাটাকেই ইতিপূর্বে বলা হয়েছে প্রচণ্ড অহমিকা দ্বারা পুষ্ট স্বার্থসর্বস্বতার রোগ।

তিন বছর বাদে সে যখন দ্বিতীয় বার তার পিসিদের ওখানে বেড়াতে যায়, নেখ্‌লিউদভ তখন এই দুরন্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত।

১৪

নেখ্‌লিউদভ যখন পিসিদের ওখানে গেল সে সময় ওর রেজিমেণ্ট যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে লড়াই করছে। রেজিমেণ্টে যোগ দিতে গেলে তাকে যে-পথ ধরে যেতে হবে, সেই পথের খুব কাছেই পিসিদের বাড়ি। পিসিরা অনেক করে তাকে লিখেছেন, তা ছাড়া কাতিউশাকে আবার দেখার ওর ভারি ইচ্ছা। এই জন্যই পিসিদের এস্টেটে যাওয়া। হয়তো ওর অন্তরের অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তস্তলে ইতিমধ্যে কাতিউশা সম্বন্ধে পাপ চিন্তা প্রবেশ করে থাকবে, কারণ পাশব প্রবৃত্তিকে স্ববশে রাখা এখন তার নাগালের বাইরে। কিন্তু পাপ চিন্তা থেকে থাকে তো সে ওর মনের নিভৃতে। বাইরে এমন ভাব দেখাল যে মনে হল যেখানে একটা গ্রীষ্মাবকাশ ওর পরম আনন্দে কেটেছিল সে জায়গাটা আবার একবার দেখার জন্য ওর খুবই স্বাভাবিক আগ্রহ। কিছুটা মজার কিন্তু বড় প্রিয়, ভালোমানুষ পিসিদুজন ওর অজান্তেই যেন ভাইপোটিকে সদাসর্বদা আদর যত্নে স্নেহ ভালোবাসায় ঘিরে রাখেন, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। তাঁদের দেখা ত বটেই উপরন্তু তার ইচ্ছা ছিল মধুরস্বভাব কাতিউশাকেও একবার দেখে যায়, কারণ এই মেয়েটি সম্পর্কে তার সুখস্মৃতি এখনো উজ্জ্বল।

পিসিদের এস্টেটে সে যেদিন উপস্থিত হল, সে দিনটা ছিল গুড্ ফ্রাইডে-র পূর্ব দিন। এলো সে একেবারে জলকাদার ওপর দিয়ে। তখন অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে, ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছিল নেখ্‌লিউদভ, শীতও লাগছিল তার, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বেশ প্রফুল্ল ও উদ্দীপিত বোধ করছিল, যেমন তার চিরকাল হয়ে থাকে এই সময়টিতে। পিসিদের বাড়ির বিস্তীর্ণ উঠোনটা পুরনো আমলের চত্বরের মতো চারিদিকে নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সেই বহু

পরিচিত চত্বরটা বাড়ির ছাদের উপর থেকে গলে পড়া বরফে ঢাকা। চত্বরে গাড়ি চালিয়ে ঢুকতে ঢুকতে নেখ্‌লিউদভ মনে মনে বলল:

'মেয়েটা এখনো ওদের এখানে আছে কি?'

নেখ্‌লিউদভ ভেবেছিল ওর গাড়ির ঘণ্টাধ্বনি শুনে সবার আগে যে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে সে নিশ্চয় কাতিউশা। পাশের একটা দরজা খুলে বেরোল কিন্তু খালি পা দু'জন দাসী। পরনের স্কার্ট কোমরে টাক দিয়ে একটু উঁচুতে তোলা, হাতে বালতি ও ঘর মোছা ন্যাকড়া দেখে মনে হল একটু আগে তারা ভিতর বাড়ির মেঝে সাফ করছিল। কই, সদর দরজায়ও কাতিউশাকে দেখা গেল না! এপ্রন পরে গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল কেবল বাড়ির পুরাতন ভৃত্য তিখন। সম্ভবত সেও সাফসুতরার কাজে ব্যস্ত। বড় বসবার ঘরের সংলগ্ন ছোট উপকক্ষে দ্‌মিত্রিকে স্বাগত করলেন ছোট পিসি সোফিয়া ইভানভ্‌না মাথায় টুপি, পরনে রেশমের পোশাক।

ভাইপোকে চুম্বন করে সোফিয়া বললেন:

'আসতে যে পারলি খুব ভালো হল। মারিয়ার শরীরটা ভালো নেই। গির্জাঘরে গিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে। আমরা খ্রীষ্টের শেষ সান্ধ্যভোজের সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে গিয়েছিলাম।'

সোফিয়া ইভানোভ্‌নার হস্তচুম্বন করে নেখ্‌লিউদভ বলল:

'অভিনন্দন জানাই সোফিয়া পিসি। মাপ করো, তোমায় একেবারে ভিজিয়ে দিলাম।'

'এক্ষুনি চলে যা তোর ঘরে, একেবারে ভিজে জবুথবু হয়ে গেছিস। বাঃ গোঁপ গজিয়েছে দেখছি! কাতিউশা... ও কাতিউশা, কফি দিয়ে যাও ওকে... জলদি!'

ভিতর থেকে সেই পরিচিত মধুর কণ্ঠ ভেসে এল:

'এক্ষুনি দিয়ে আসছি কফি!'

মেঘের আড়াল থেকে সূর্যের মুখ দেখা গেলে মনটা যেমন খুশি হয় নেখ্‌লিউদভও তেমনি খুশি হল, মনে মনে বলল:

'তা হলে এখানেই আছে!'

নেখ্‌লিউদভ ভিজে পোশাক ছেড়ে অন্য পোশাক পরবার জন্য পা বাড়াল ওর আগেকার কামরার দিকে।

খুব ইচ্ছা হল তিখনকে জিজ্ঞাসা করে কাতিউশা কেমন আছে, কী করেছে, বিয়ে থা কি ও করবে না। আজ্ঞাবহ ভৃত্য হলে কি হয় তিখনের মেজাজটা একটু কড়া, কথা বলে কম। স্নানের ঘরে ঢোকার পর তিখন কিছুতে

অতিথিকে হাতমুখ ধোবার জল নিজের হাতে জগ্ থেকে ঢালতে দিল না। একমনে সে জল ঢেলে চলল। এমন অবস্থায় নেখ্লিউদভ কেমন যেন ইতস্তত করল কাতিউশার খোঁজখবর করতে। কেবল খোঁজ নিল তিখনের নাতির, সেই বুড়ো বেতো ঘোড়ার যাকে সবাই ডাকে 'ভাইয়ের ঘোড়া' বলে এবং পোলকান্ নামে বাড়ির কুকুরটার। জানা গেল সবাই বেঁচে আছে ও বহাল তবিয়তে আছে — এক কেবল পোলকান্ ছাড়া — গত বছর গ্রীষ্মের সময় ও পাগল হয়ে গিয়েছিল।

নেখ্লিউদভ ওর ভিজে জামাকাপড় ও অন্তর্বাস ছেড়ে ঠিক যখন শুকনো জামাকাপড় পরতে লেগেছে, ক্ষিপ্র পায়ের পদধ্বনি শোনা গেল, কে যেন টোকা দিল দরজায়। এই পদধ্বনি ও দরজায় টোকা দেবার বিশেষ ধরনটা নেখ্লিউদভের সুপরিচিত সে ছাড়া আর কেউ এমন চটপট হাঁটে না, অমন করে দরজায় টোকা দেয় না।

ভিজে গ্রেট কোটটা হাতের কাছেই ছিল, কাঁধে সেটা চাপিয়ে নেখ্লিউদভ দরজা খুলে দিয়ে বলল:

'ভেতরে আসুন!'

অনুমানটা ঠিক, কাতিউশাই বটে; ঠিক সেই আগেকার মতো, বরঞ্চ আরো একটু বেশি মিষ্টি হয়েছে দেখতে। সেই সামান্য লক্ষ্মী টেরা কাজল কালো দুটি সরল চোখের চাউনি দিয়ে আগেকার মতো খুশি খুশি ভাব করে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল। তিন বছর আগে বাড়ির কাজে যখন ব্যস্ত থাকত, তখন যেমন ফ্রকের উপর ধোপদুরস্ত এপ্রন পরত — এখনো তেমনি ধবধবে এপ্রন পরনে। পিসিরা কাতিউশার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন সদ্য মোড়ক থেকে খোলা এক খণ্ড সুগন্ধি সাবান এবং দুটি তোয়ালে — একটি তার মধ্যে খাঁটি রুশী ধরনে সূচীকর্মের নকশা করা, অন্যটি স্নানের পর গা-মোছার জন্য। আনকোরা নতুন সাবানের ওপর কি যেন ছাপমারা, তোয়ালে দুটিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর যে এ-সব বহন করে এল সে-ও ঠিক এই সব সামগ্রীর মতো টাটকা, পরিচ্ছন্ন, নির্দোষ ও মনোরম। নেখ্লিউদভকে দেখতে পাবার আনন্দ ওর চোখে মুখে যেন উপচে পড়ছে, উচ্ছ্বসিত আনন্দে কুঁচকে গেছে তার দৃঢ়তাব্যঞ্জক, মধুর, রক্তিম অধরপ্রান্ত — সেই তিন বছর আগেও যেমনটা হত।

গলা দিয়ে যেন স্বর বেরোতে চায় না, সমস্ত মুখটা লজ্জায় একটা গোলাপী আভা ধারণ করেছে। কোনো প্রকারে মুখ ফুটে সে বলল:

'কেমন আছেন দ্মিত্রি ইভানোভিচ?'

নেখ্‌লিউদভও লজ্জায় লাল হয়ে বলল:

'নমস্কার। কেমন আছো তুমি?.. কেমন আছেন?' বুঝতে পারছিল না সে 'আপনি' না 'তুমি' কী বলে সম্বোধন করবে তাকে।

'তা এক রকম আছি ভগবানের আশীর্বাদে। আপনার পিসিরা পাঠিয়েছেন আপনার ভালো-লাগা সেই গোলাপী সাবান।'

এই বলে কাতিউশা সাবানটা নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর আর তোয়ালে দুটো ঝুলিয়ে দিল একটা চেয়ারের হাতলে।

নবাগত যে একান্তই আত্মনির্ভর, সেই কথা কাতিউশাকে বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তিখন নেখ্‌লিউদভের খোলা ড্রেসিং-কেসটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল:

'এখানে সবকিছু আছে। কোনো জিনিসের ঘাটতি নেই।'

ড্রেসিং কেস ভরতি চুলের বুরুশ, চুল দুরস্ত করার লোশন, সুগন্ধি এসেন্সের শিশি এবং আরো কত কী। প্রত্যেকটি শিশিবোতল রুপোর ঢাকনা লাগানো।

আগেকার দিনের মতো মনে মনে হালকা ও কোমলভাব উপলব্ধি করে নেখ্‌লিউদভ কাতিউশাকে বলল:

'পিসিদের আমার হয়ে ধন্যবাদ! আঃ! কী ভালোই না লাগছে এখানে এসে!'

কাতিউশা জবাবে কিছু না বলে একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নেখ্‌লিউদভ এমনিতেই পিসিদের বিশেষ প্রিয়পাত্র, এবার ওঁরা ওকে একটু বেশি সমাদর করেই যেন স্বাগত করলেন। 'আহা, আমাদের দ্মিত্রি যাচ্ছে সম্মুখ সমরে, বেচারা সেখানে আহত হতে পারে, শত্রুর হাতে মারা যেতেও পারে।' এই সব চিন্তায় বৃদ্ধারা বিশেষ কাতর।

গোড়ায় নেখ্‌লিউদভ ভেবেছিল পিসিদের কাছে বড় জোর একটা দিন ও একটা রাত কাটাবে। কিন্তু কাতিউশার সঙ্গে দেখা হবার পর পিসিদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ও রাজি হয়ে গেল আরও দু'দিন বাদে যে ইস্টারের ছুটি, সেটা তাঁদের কাছেই কাটাতে। কথা ছিল ওদেস্‌সাতে ছুটি কাটাবে ওর বন্ধু শেন্‌বকের সঙ্গে। এখন তারবার্তা পাঠিয়ে তাকেই বলল পিসিদের বাড়িতে যেন তার সঙ্গে মিলিত হয়।

কাতিউশাকে দেখামাত্র নেখ্‌লিউদভের পূর্বানুরাগ যেন পুনর্জাগরিত হল। ওর সাদা এপ্‌রন নজরে পড়লে, ওর ক্ষিপ্র পদক্ষেপ শুনলে, ওর মুখের কথা কিংবা হাসি শুনলে, তিন বছর আগেও যেমন খুশিতে

নেখ্লিউদভের মনটা ভরে উঠত -- এবারও হল তাই। ওর কাজল কালো চোখদুটো দেখলেই ওর প্রতি কেমন একটা মমতা হয় --- বিশেষত চোখে যখন ওর হাসি ফুটে ওঠে। দু'জনের মধ্যে দেখা হলেই কাতিউশার মুখ লজ্জায় কেমন রাঙা হয়ে যায়। সেকথাটা মনে পড়লে ও নিজেও কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করে। তার মনে হয় সে নিশ্চয় কাতিউশার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু তিন বছর আগে যেমন প্রেমে পড়েছিল, এ-প্রেম সেই প্রেম নয়। সেই প্রেম ছিল এমন একটা রহস্যে ভরা যে নিজের কাছেও স্বীকার করতে বাধত যে সে প্রেমে পড়েছে। তখন মনে হত মানুষ জীবনে একটি বারই প্রেমে পড়তে পারে। কিন্তু এবারকার প্রেমে পড়া নিয়ে আগেকার সেই রহস্য বা লজ্জার ভাব আর নেই। এবার প্রেমে পড়ে ও বেশ খুশি। এবারকার প্রেমটা ঠিক যে কী রকম তা ও আবছাভাবে জানলেও নিজের কাছে স্বীকার করতে ওর বাধে --- প্রেম ওকে এবার কোন পথে নিয়ে যেতে পারে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুটো 'আমি' থাকে একটি তার 'বড় আমি', যে নিজের জন্য এমন সুখ কামনা করে যা অপর সকলের সুখের কারণ হয়; আর আছে তার 'ছোট আমি', যে স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের সুখ চায়, নিজেকে চরিতার্থ করার জন্য আর সকলের সুখ সে অনায়াসে বিসর্জন দিতে পারে। পিটার্সবুর্গ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবার পর নেখ্লিউদভের স্বার্থসর্বস্বতার রোগ চরমে পৌঁছায়, জঙ্গী জীবনের আত্মরতির আতিশয্যে এখন তার ছোট আমিটা প্রবল হয়ে বড় আমিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

কিন্তু এবার প্রথম দর্শনেই কাতিউশার প্রতি তার সেই তিন বছর আগেকার উপলব্ধি যখন উথলে উঠল, তার বড় আমিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নিজের স্বভাব প্রকাশ করতে লাগল। ঈস্টার পরবের আগের দুটো দিন নিজের অজানিতে ওর মধ্যে প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তি চলল।

অন্তরের গভীরে সে বুঝেছিল পিসিদের বাড়ি ছেড়ে ওর চলে যাওয়া উচিত — সত্যি ওখানে ছুটি কাটানোর কোনো মানে হয় না, বুঝেছিল থেকে যদি যায় তার ফল ভালো হবে না। কিন্তু তবু তার এত খুশি খুশি, এত ভালো লাগছিল যে মন তার আর বুঝ মানল না, সে স্থির করল থেকেই যাবে।

পরবের আগের দিন রাত্রে যাজক ও তাঁর সহকারী এলেন জমিদার বাড়িতে উপাসনা করার জন্যে। গির্জা থেকে জমিদার বাড়ির তিন মাইল

পথ তাঁদের না কি অতি কষ্টে আসতে হয়েছে তাঁরা বললেন। বরফ গলে গিয়ে রাস্তার খানা খন্দে কাদা জমেছে, সেই অবস্থায় মেঠোরাস্তার ওপর দিয়ে স্লেজ্ চালিয়ে আসাটা কি চাট্টিখানি কথা!

নেখ্লিউদভ পিসিদের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিল। বাড়ির চাকরবাকরেরাও উপস্থিত। নেখ্লিউদভের নজর কাতিউশার প্রতি নিবদ্ধ। কাতিউশা ছিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, উপাসনার জন্য ধূপদান মোমবাতি প্রভৃতি উপকরণ যাজকদের হাতের কাছে যোগান দেওয়া ছিল তার কাজ। উপাসনা যখন শেষ হল তখনো রাত দুপুর হয় নি। ঈস্টার হতে একটু দেরি থাকলেও নেখ্লিউদভ পিসিদের ও যাজকদের ঈস্টারচুম্বন দান করল। ওর একটু তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাবার ইচ্ছা, নিজের ঘরে এসে ঘুমোতে যাবার উদ্‌যোগ করছে এমন সময় করিডরে শুনতে পেল বুড়ী ঝি মাত্রিয়োনা পাভ্লোভ্নার গলা। পরবের জন্য বাড়িতে যে-সব কেক্ মিষ্টি বানানো হয়েছে কাতিউশা ও সে সেগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রসাদী করিয়ে আনার জন্য গির্জায় যাবার উদ্যোগ করছে। নেখ্লিউদভ মনে মনে ঠিক করল সে-ও যাবে।

গির্জায় যাবার মেঠোরাস্তাটা খানা খন্দে ভরা বলে ঘোড়াগাড়ি কিংবা স্লেজে চেপে যাওয়াটা অসম্ভব। পিসিদের বাড়িতে নেখ্লিউদভ তো বাড়ির ছেলে, সে নির্দ্বিধায় তিখনকে হুকুম করল 'ভাইয়ের ঘোড়া'টাকে যেন জিনরেকাব পরিয়ে হাজির করে। রাতের কাপড় না পরে নেখ্লিউদভ পরল তার জমকালো মিলিটারী পোশাক, সুগঠিত পাদুটো ঢুকিয়ে দিল আঁটোসাঁটো রাইডিং ব্রীচেসের মধ্যে দিয়ে, কাঁধে আলগোছে ফেলে রাখল গ্রেটকোট। এবার উঠল নাদাপেট মোটাসোটা বুড়ো বেতো ঘোড়াটার পিঠে। সারাটা রাস্তা অন্ধকার কাদা ও বরফ ভেঙে 'ভাইয়ের ঘোড়া' চিঁ হিহি করতে করতে গির্জাবাড়ির দেউরিতে নেখ্লিউদভকে পৌঁছে দিল।

১৫

খ্রীষ্টের শেষ নৈশভোজন পর্ব উদ্‌যাপন উপলক্ষে গ্রামের গির্জায় সেই রাতের সমবেত উপাসনার স্মৃতি বহুকাল নেখ্লিউদভের মনে উজ্জ্বল ছিল। অন্ধকার রাস্তায় ইতস্তুতবিক্ষিপ্ত সাদা বরফের চাপড়া। পথ

শেষ হল গির্জা সংলগ্ন কবরখানায়। সেখান থেকে দেখা গেল গির্জাবাড়ি প্রদীপ মালায় ঝলমল। সে পেঁছুবার আগেই উপাসনা শুরু হয়ে গেছে।

মারিয়া ইভানোভ্‌নার ভাইপোকে চিনতে পেরে কয়েকজন চাষী-প্রজা এগিয়ে এল। 'ভাইয়ের ঘোড়া' হঠাৎ এত আলোর সমারোহ দেখে কানদুটো খাড়া করেছে। কৃষকেরা লাগাম ধরে তাকে নিয়ে গেল গির্জাঘরের প্রবেশ পথে ঢাকা বারান্দায়। সে জায়গাটা শুকনো। এইখানে নেখ্‌লিউদভ ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলে পর কৃষকদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোড়াটাকে বাঁধার ভার নিল, কেউ কেউ ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল গির্জার অভ্যন্তরে। সেখানে বহু লোকের ভিড়।

গির্জাঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল পুরুষ চাষী-প্রজাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে ডান দিকে, বয়োজ্যেষ্ঠরা ও তরুণ বয়সীরা আলাদা আলাদা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের পরনে বাড়ির তাঁতে বোনা কাপড়ের ঢিলে কামিজ, পায়ে ছালবাকলের জুতো, হাঁটুর নিচে থেকে গোড়ালি পর্যন্ত চওড়া সাদা ফিতের পট্টি। তরুণেরা পরেছে আনকোরা নূতন পশমী কামিজ, কোমরে বেঁধেছে রঙচঙে কোমরবন্ধ, পায়ে হাঁটু অবধি চামড়ার বুটজুতো।

বাঁদিকের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েছে মাথায় লাল রেশমের বড় বড় রুমাল বেঁধে তরুণীর দল, লাল টুকটুকে লম্বা হাতের ব্লাউজের ওপর হ্রস্ব হাতকাটা কালো মখমলের জামা, নানারঙের ঘাগরা পরেছে -- সবুজ, নীল, লাল -- আর পায়ে পরেছে গোড়ালিতে নাল-বাঁধা চামড়ার বুট। পিছনের সারিতে অপেক্ষাকৃত সাদামাটা পোশাকে প্রৌঢ়া ও প্রবীণার দল; মাথায় তাদের সাদা রুমাল, গায়ে ছাইরঙা ঢিলে কামিজ, বাড়িতে বোনা কাপড় গাঢ় রঙে রঙ করে তাই দিয়ে ঘাগরা বানিয়ে পরেছে, পায়ে সাধারণ জুতো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসেছে রঙবেরঙের পোশাক পরে, মাথার চুল তেলচুকচুক করে সযত্ন বিন্যস্ত। তারা ওই দুই সারির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

পুরুষেরা বুকের কাছে ক্রুশচিহ্নের মুদ্রা এঁকে কিছুক্ষণ মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর মাথা তুলে একটা ঝাঁকানি দিয়ে নিজেদের বাবরী চুল ঠিক করে নিচ্ছিল। মেয়েদের দল, বিশেষত বৃদ্ধারা, তাদের নিষ্প্রভ চোখ মেলে মোমবাতির আলো দিয়ে ঘেরা একটি বিগ্রহের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তারপর বদ্ধাঙ্গুলি প্রথমে কপালের রুমালের উপর শক্ত করে চেপে ধরল, কপাল থেকে নাভিতে, নাভি থেকে কাঁধের দিকে আঙুল চালিয়ে

ক্রুশমুদ্রা এঁকে, মুখে বিড়বিড় কী যেন মন্ত্র আওড়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল অথবা মেঝের উপর নতজানু হল। বড়দের দেখাদেখি ছেলেমেয়ের দল যতক্ষণ বড়দের নজরবন্দী হয়ে আছে, ততক্ষণ সুগম্ভীর মুখ করে প্রার্থনায় যোগ দিচ্ছিল। গিল্টিকরা খোলা-দরজা আলমারীগুলোর তাকে রাখা বিগ্রহগুলি মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল, পেঁচালো সব মোমবাতি দানের মধ্যে, যতগুলি মোমবাতি রাখা ছিল সব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। গির্জার ছাদ থেকে যতগুলো ঝাড়লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেওয়া ছিল, সবগুলোতে বাতি জ্বলছে। সমবেত সংগীতের আসরে যে সব অ-পেশাদারী গাইয়ে ছিল, তারা একটির পর একটি খুশির সুরের গান গেয়ে চলল — বড়দের নিচু খাদের গলার গানের সুরে মিলে গেল ছোটদের সরু গলার কলধ্বনি।

নেখ্লিউদভ সামনের দিকে এগিয়ে গেল। মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল স্থানীয় সম্ভ্রান্ত সজ্জনেরা। তাদের মধ্যে ছিল জনৈক জমিদার ও তার স্ত্রী এবং নাবিকের স্যুট পরা তাদের ছেলে, গাঁয়ের কোতোয়াল, টেলিগ্রাফ কেরানী, হাঁটু অবধি উঁচু বুট পরা গাঁয়ের দোকানদার, বুকে মেডেল লাগানো একজন মোড়ল। বেদীর দক্ষিণ দিকে জমিদার-গিন্নীর ঠিক পিছনে ঈষৎনীল রক্তিমাভ পোশাক পরে দাঁড়িয়ে ছিল মাত্রিয়োনা পাভ্লভ্না, গায়ে একটা সাদা শাল জড়িয়ে। কাতিউশার পরনে ছিল সাদা রঙের পোশাক, কুচি দেয়া খাটো একটা জামা, কোমরে একটা নীল রঙা ফিতের বন্ধনী, কালো চুলে গিঁট দিয়ে বাঁধা একটি লাল রিবন।

গির্জার অভ্যন্তরে সব কিছু যেন উৎসব সজ্জায় সজ্জিত, চারিদিকে একটা প্রশান্ত গম্ভীর সুন্দর সমুজ্জ্বল আবহাওয়া। প্রধান পুরোহিত এসেছেন রুপোর জরির কাজ করা পরিসজ্জা ধারণ করে — মাঝে মাঝে তার সোনালী জরির বুটি তোলা ক্রুশচিহ্ন। যাজক, করণিক এববং দোহাররাও পরিধান করেছেন সোনালী রুপোলী উত্তরীয়। সমবেত সংগীতের বৈতালিক দলও এসেছে তেল চুকচুকে চুল সযত্নে প্রসাধন করে, যে যার সর্বোত্তম পোশাক পরে। তাদের কণ্ঠে ঈস্টার পর্বের দ্রুত তালমান সম্বলিত গানগুলি একটা নাচুনে ছন্দে সুমধুর হয়ে উঠল। প্রধান পুরোহিত তাঁর বাঁ হাতে ধরেছেন ফুলের মালা দিয়ে সজ্জিত বাতিদানে একটি বেশ মোটা প্রজ্জ্বলন্ত মোমবাতি, আর দক্ষিণ হাত উত্তোলন করে একের পর এক নতজানু ভক্তকে আশীর্বাদ করে ক্রমাগত বলে চললেন:

'খ্রীষ্ট উঠেছেন! খ্রীষ্ট উঠেছেন!'

গির্জার মধ্যে সব কিছু সুন্দর, তবু ওরই মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে

সাদা পোশাকে নীল রঙা কোমরবন্ধ পরা কাতিউশাকে, কালো চুলে যার লাল রিবন বাঁধা, যার কালো দুটি চোখ যেন গভীর পুলকে নাচছে।

নেখ্‌লিউদভ বেশ বুঝতে পারল তার দিকে নজর না করলেও কাতিউশা তাকে দেখতে পেয়েছে। কাতিউশার খুব কাছ দিয়ে বেদীর দিকে এগিয়ে যাবার সময় নেখ্‌লিউদভ এটা লক্ষ্য করেছিল এবং কাতিউশাকে বলবার মতো কিছু না থাকলেও, ওর পাশ দিয়ে যেতে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

'পিসি বলেছেন সমবেত উপাসনা সাঙ্গ হলে তিনি তাঁর উপবাস ভঙ্গ করবেন।'

নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হলেই কাতিউশার মধুর গণ্ডদেশে যেমন তরুণ রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে যায় এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। মুখখানি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও, কালো চোখে হাসি ফুটিয়ে সে তার সরল দৃষ্টি নিচ থেকে ওপরে বুলিয়ে নিবদ্ধ করল নেখ্‌লিউদভের মুখের দিকে। একটু হেসে বলল:

'সে আমি জানি।'

এই সময়ে গির্জাবাড়ির করণিক একটি তামার পাত্রে পবিত্র জল নিয়ে যাচ্ছিল সেই পথে। সম্ভ্রমভরে নেখ্‌লিউদভের জন্য অনেকখানি জায়গা ছেড়ে জনমণ্ডলীর মাঝখান দিয়ে চলতে গিয়ে করণিকের উত্তরীয় লাগল গিয়ে কাতিউশার গায়ে। কাতিউশাকে সে যে লক্ষ্যই করে নি এটা নেখ্‌লিউদভের কাছে আশ্চর্য মনে হল। লোকটা কি বুঝতে পারে নি যে এক কাতিউশা আছে বলে কেবল গির্জাবাড়ি কেন পৃথিবীর সব কিছু তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। আর সব কিছু উপেক্ষা করা যায় কিন্তু কাতিউশাকে উপেক্ষা করা চলে না, কারণ সে একাই তো সব কিছুর প্রাণকেন্দ্র। বিগ্রহের কুলুঙ্গীগুলোর সোনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কেবল ওরই জন্য, ওরই খাতিরে ঝাড়লণ্ঠন ও মোমবাতিদানগুলো আলোয় আলোকময়, ওকে শোনাবার জন্যই বৈতালিক দল সমবেতভাবে গাইছে:

'সমাধি শয়ন ছেড়ে প্রভু জাগরিত; পুলকিত দশ দিশি, সবে হরষিত।'

পৃথিবীতে ভালো যা-কিছু আছে — সব কিছু কেবল ওই কাতিউশার জন্য। নেখ্‌লিউদভের মনে হল কাতিউশা বুঝি সেকথা জানে। সে যখন সাদা পোশাক-পরিহিত ওর সেই তন্বী দেহের দিকে নজর করল, দেখল ওর উদ্‌ভাসিত মুখের উৎফুল্ল ভাব — নেখ্‌লিউদভের মনে হল ওদের দুজনের হৃদয়মনদেহ যেন একই সুরে বাঁধা।

মধ্য রাত্রি ও শেষ রাত্রির উপাসনার মধ্যে বিরতির সময় নেখ্‌লিউদভ

গির্জাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আশেপাশের লোকেরা সম্ভ্রমভরে ওর জন্য পথ করে দিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে চেনে, কেউ কেউ আবার পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিল বিশিষ্ট অতিথিটি কে।

প্রবেশদ্বারের কাছে এসে দাঁড়াতেই ভিক্ষুকের দল তাকে ঘিরে দাঁড়াল। মনিব্যাগে যা কিছু খুচরো টাকাপয়সা ছিল সবটুকু বিতরণ করে নেখ্লিউদভ সিঁড়ি দিয়ে নামল।

ভোর হয়েছে, কিন্তু সূর্যোদয় হতে এখনো বাকি। কবরস্থানে ইতস্তত সমাধির চারিদিকে লোকজন বসে আছে। কাতিউশা এখনো বেরোয় নি, নেখ্লিউদভ তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

গির্জাঘর থেকে তখনো পূজারীরা বেরিয়ে আসছে, পাথরের সিঁড়ির ওপর তাদের নাল-লাগানো বুটজুতোর শব্দ আসছে। বেরিয়ে আসার পর তারা গির্জার প্রাঙ্গনে ও কবরস্থানে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ছে।

পিসি মারিয়া ইভানোভ্নার ময়রা -- একেবারে থুত্থুরে বুড়ো, চলতে গেলে মাথা নড়ে। নেখ্লিউদভকে পথে থামিয়ে ফোকলা মুখে একটা ঈস্টার চুম্বন দিল। তার স্ত্রীটিও বুড়ী থুত্থুরী, মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। সে তার রেশমী রুমালের ভেতর থেকে হলুদ রঙ-করা একটি ডিম বের করে দিল নেখ্লিউদভের হাতে।

হাসিখুশি, পরনে নতুন কোট কোমরে চওড়া সবুজ রঙের বেল্ট এক পেশীবহুল তরুণ বয়স্ক চাষী-প্রজা এসে দাঁড়াল নেখ্লিউদভের সামনে। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল নিবিড় আলিঙ্গনে। চাষবাসের কাজ যারা করে তাদের গায়ে কেমন অদ্ভুত একটা সোঁদা গন্ধ থাকে -- একটা উগ্রমধুর গন্ধ। ওর কোঁকড়ানো দাড়ির স্পর্শ লেগে নেখ্লিউদভের গালটা সুড়সুড় করে উঠল। দৃঢ়, সজীব ঠোঁট দিয়ে সোজাসুজি নেখ্লিউদভের মুখচুম্বন করে চাষী-প্রজাটি চোখ নাচিয়ে হাসতে হাসতে বলল:

'খৃীষ্ট উঠেছেন!'

লোকটা যখন গাঢ় খয়েরী রঙ করা একটি ঈস্টার ডিম বের করে নেখ্লিউদভকে উপহার দিচ্ছিল, তখন মাত্রিয়োনা পাভ্লভ্নার ঈষৎ নীল রঙের পোশাকের পাশাপাশি দেখা গেল এক মাথা কালো চুলের উপর লাল রেশমের রিবন।

কাতিউশার সামনে দিয়ে লোকজন চলতে থাকলেও তাদের মাথা ডিঙিয়ে ওর দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ চলে গেল নেখ্লিউদভের দিকে। নেখ্লিউদভও দেখতে পেল কাতিউশার মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

মাত্রিয়োনা পাভ্লোভ্নার সঙ্গে গির্জাঘর থেকে বেরিয়ে কাতিউশা কিছুক্ষণ ঢাকা বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে ভিখিরিদের ভিক্ষা দিল। একজন ভিক্ষুক এসে দাঁড়াল ওর সামনে। নাক তার খসে গেছে, নাকের জায়গায় একটা কেবল রক্তবর্ণ মামড়ি মতন। রুমাল খুলে তাকে কিছু ভিক্ষা দিয়ে কাতিউশা এগিয়ে গেল তার কাছে — কাতিউশার মুখে বিরক্তি বা ঘৃণার চিহ্নমাত্র নেই, চোখদুটো আনন্দে উজ্জ্বল, দু'হাতে ভিক্ষুকের মুখখানা ধরে তার মুখচুম্বন করল তিন বার। মুখচুম্বন করার সময় তার চোখের দৃষ্টি চলে গেল নেখ্লিউদভের দিকে, নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে একবার যেন জিজ্ঞাসা করল নেখ্লিউদভকে: সে যা করছে তা ঠিক কিনা। জবাবে নেখ্লিউদভের চোখ তাকে বলল:

'হাঁ গো হাঁ প্রেয়সী, যা তুমি করছো সব ঠিক করছো; তুমি যে কাজই করছো সব সুন্দর হয়ে উঠছে। আমি তোমায় ভালোবাসি!'

ওরা বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছে নেখ্লিউদভ এগিয়ে গেল ওদের কাছে। কাতিউশাকে ঈস্টার চুম্বন দেবে সেকথা ওর মনে উদয় হয় নি, ওর ইচ্ছা কাতিউশার কাছাকাছি থাকা।

মাত্রিয়োনা পাভ্লভ্না মাথাটা একটু নত করে হাসিমুখে বলল:

'খ্রীষ্ট উঠেছেন!'

ওর কথার ভাবে মনে হল ও যেন বলতে চায় আজ এই পরবের দিনে সবাই সমান।

রুমালটা গোল করে মাত্রিয়োনা তার মুখখানা ভালো করে মুছে ঠোঁট বাড়িয়ে দিল নেখ্লিউদভের দিকে। নেখ্লিউদভও তাকে ঈস্টার চুম্বন দিয়ে বলল:

'উঠেছেন, তিনি উঠেছেন!'

কাতিউশার দিকে তাকাতে তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই সে এগিয়ে এল নেখ্লিউদভের দিকে, বলল:

'খ্রীষ্ট উঠেছেন, দ্মিত্রি ইভানভিচ!'

'উঠেছেন, তিনি উঠেছেন!'

তারপর তারা দু'জন পরস্পরকে চুম্বন করল — একবার না দু'বার। দ্বিতীয় চুম্বনের পর একটুখানি বিরতি, যেন তারা ভেবে নিল তিনবার চুমো খাওয়াটা ঠিক হবে কিনা। তারপর খাওয়াটাই দরকার স্থির করে আবার ওরা ঠোঁটে ঠোঁট মেলাল। দু'জনেই হাসল। এবার নেখ্লিউদভ হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল:

'আপনারা পুরোহিতের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাবেন না?'

'না দ্মিত্রি ইভানভিচ, এখানেই আমরা কিছুক্ষণ বসে থাকতে চাই।'

কাতিউশা এমনভাবে কথাগুলো বলল যেন সদ্য কোনো একটা আনন্দদায়ক কর্তব্য সারবার পর ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে ওর বুকদুটো স্ফীত হয়ে উঠল। ওর সেই লক্ষ্মীটেরা কাজল কালো সরল চোখে ও কিছুক্ষণ সোজা তাকিয়ে রইল নেখ্‌লিউদভের দিকে — ওর চোখের ভাবে ভক্তি ও প্রণয়ের সঙ্গে মিলল একটা কুমারীসুলভ পবিত্রতা।

পুরুষ ও নারীর প্রেমে পরম লগ্ন যখন আসে চেতন অচেতনে তফাত থাকে না, বুদ্ধি বিচারের বালাই থাকে না এমন কি কামগন্ধও থাকে না সেই প্রেমে। সেই ঈস্টারের রাতে নেখ্‌লিউদভের জীবনে এই পরম লগ্ন এসেছিল — সেই মুহূর্তে কাতিউশাকে সে যে চোখ ও যে মন দিয়ে দেখেছিল, তেমন সে তাকে আর কখনো দেখে নি। চেহারাটা এখনো যেন চোখের ওপর ভাসছে — সযত্ন বিন্যস্ত কুচকুচে কালো চুল, কুঁচি দেয়া সেই সাদা পোশাকটি যেন কুমারী তনুর সবটুকু সৌষ্ঠব স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, বুকের দুটি কোরক এখনো উদ্‌ভিন্ন হয় নি, গণ্ডদুটি লজ্জায় রক্তিম, উজ্জ্বল কালো দুটি চোখ স্নেহমমতায় স্নিগ্ধ। সব কিছু ছাপিয়ে কাতিউশার যে দুটি চরিত্র বৈশিষ্ট্য সেই মুহূর্তে নেখ্‌লিউদভের মনে গভীর দাগ কেটেছিল সে হল ওর কুমারী মনের শুচিস্নিগ্ধতা ও পবিত্র প্রেম। নেখ্‌লিউদভ বুঝেছিল কাতিউশার এই প্রেম কেবল তার মতো কোনো ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমিত ছিল না, এ প্রেম প্রসারিত ছিল বিশ্বসংসারের ব্যক্তিবস্তু ভালোমন্দ সুন্দর অসুন্দর নির্বিশেষে — এমন কি সেই বিকলাঙ্গ ভিখারীসুদ্ধ — সকলের প্রতি।

নেখ্‌লিউদভ স্বয়ং সেই রাতে এবং পরের দিন প্রাতঃকালে নিজের মনের মধ্যে এই বিশ্বপ্রেমের আস্বাদ পেয়েছিল বলেই, কাতিউশার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার প্রেমের নিহিতার্থটুকু বুঝতে পেরেছিল।

আহা! যদি এখানেই সব কিছুর সমাপ্তি ঘটত! ভোর রাতের সেই পরম লগ্ন অতিক্রম করে যাবার অভিসন্ধিটুকু যদি তার মনকে পেয়ে না বসত! জুরি-কামরার জানলার ধারে বসে সে ভাবতে লাগল:

'সেই বীভৎস ঘটনাটা ঘটেছিল এরও পরে, ঈস্টারের সেই রাতের পরে।'



রাতের উপাসনায়

১৬

গির্জা থেকে ফিরে আসার পর নেখ্‌লিউদভ পিসিদের সঙ্গে একত্র বসে ঈস্টার পরবের উপবাস ভঙ্গ করল। আহার্যের সঙ্গে ভোদ্‌কা ও মদ্য পানও করল বেশ, রেজিমেন্টে যোগ দেবার পর থেকে এ অভ্যাস ওর রপ্ত হয়েছে। নিজের কামরায় ঢুকে পোশাক-পরিচ্ছদ না বদল করে ও সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। ঘুম ভাঙল দরজায় টোকা শুনে। কাতিউশা টোকা দিচ্ছে সন্দেহ নেই। বিছানা ছেড়ে উঠে বসে চোখ রগড়াতে রগড়াতে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল:

'কাতিউশা বুঝি? এসো এসো!'

দরজা ফাঁক করে কাতিউশা বলল:

'টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।'

পরনে এখনো তার সেই সাদা পোশাক, কেবল মাথার চুলে সেই লাল রিবনটা নেই। নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে সে এমন ভাবে হাসল যেন তাকে খুব একটা ভালো খবর দিয়েছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নেখ্‌লিউদভ চিরুনিটা তুলে নিল চুল আঁচড়াবার জন্য, জবাব দিল:

'এখুনি আসছি আমি।'

কাতিউশা আরও মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইল, তা দেখে নেখ্‌লিউদভ চিরুনিটা ফেলে ওর দিকে এক পা এগোতে যাবে এমন সময় হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে কাতিউশা দ্রুত পায়ে দুটো ঘরের মাঝখানকার সরু কার্পেটটার ওপর দিয়ে চলে গেল।

নেখ্‌লিউদভ ভাবল:

'বাঃ আচ্ছা আহাম্মক তো আমি! ওকে ধরে রাখলেই তো হত!' এই ভেবে এক দৌড়ে ও কাতিউশাকে ধরে ফেলল। কেন যে কাতিউশাকে ধরে রাখার ইচ্ছা হয়েছিল তা ও নিজেও জানে না। ওর কেবল মনে হল কাতিউশা যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন কিছু একটা করা উচিত ছিল — এমন কিছু একটা কাজ যা সচরাচর করা হয়ে থাকে, কিন্তু অনবধানতায় তার সেটা করা হয় নি।

'কাতিউশা, একটু দাঁড়াও!'

কাতিউশা থমকে দাঁড়াল, ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল:

'কী চান আপনি?'

একটু ঢোক গিলে নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আরে না না, কিছু না। এই কেবল...'

এ-রকম অবস্থায় ওর রেজিমেন্টের বন্ধুরা কেমন আচরণ করত অনেক চেষ্টায় সেই কথা মনে করে ও কাতিউশার কোমর জড়িয়ে ধরল।

কাতিউশার মুখখানা লজ্জায় আরক্ত, চোখে জল। শক্ত হাতে নেখ্‌লিউদভের হাতের বেষ্টনী মুক্ত করে সে বলল:

'না না, দ্‌মিত্রি ইভানভিচ। অমন করবেন না।'

নেখ্‌লিউদভ হাত ছাড়িয়ে নিল। কেমন যেন একটু লজ্জিত হল, বিভ্রান্ত বোধ করল, এমন কি নিজের প্রতি কিঞ্চিৎ ঘৃণাও বোধ করল। এই লজ্জা ও বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে ওর ভালো আমিটা যে নিজের মুক্তি খুঁজছিল — এই বিশ্বাস যদি ও নিজের মনে দৃঢ় করতে পারত তা হলে ও হয়তো বেঁচে যেত। তা না করে ও ভাবল ওর ইতস্তত ভাবটা নিতান্তই বোকামি, ওর উচিত আর পাঁচজনের মতো ব্যবহার করা।

এই ভেবে নেখ্‌লিউদভ আবার পা চালিয়ে কাতিউশার সঙ্গ ধরল, জড়িয়ে ধরে ওর ঘাড়ে একটা চুম্বন দিল। লাইলাক ঝাড়ের পিছনে সেই যে প্রথম বার আবেগের মাথায় কোনো প্রকার চিন্তা না করেই নেখ্‌লিউদভ কাতিউশাকে চুম্বন করেছিল অথবা আজকের ভোর রাতে গির্জার কবরস্থানে ঈস্টার চুম্বন দান করেছিল এবারকার চুম্বনের সঙ্গে তাদের আকাশ পাতাল তফাত। এ-চুম্বন বীভৎস বলেই কাতিউশা আতঙ্কিত বোধ করেছিল।

একটা অমূল্য বস্তু ভেঙে যখন চুরমার হয়ে যায়, মেরামত করার কোনো উপায় থাকে না, হতাশ বেদনায় তখন মন যেমন কাতর হয় তেমনি সকাতরে শিউরে উঠে কাতিউশা বলল:

'এ আপনি কী করছেন?'

এই বলে সে ছুটে পালিয়ে গেল।

নেখ্‌লিউদভ ঢুকল ডাইনিং রুমে। টেবিলে খাবারদাবার। সামনে জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন পিসি দু'জন, তাঁদের পারিবারিক ডাক্তার এবং জনৈক প্রতিবেশিনী। এ-রকম সাজানো গোছানো টেবিলে বসে খানা খাওয়া তো প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপার। কিন্তু আজ নেখ্‌লিউদভের অন্তরে একটা যেন ঝড় বইছে। টেবিলে যে-সব কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা চলছিল তার বিন্দুবিসর্গ আজ যেন ওর মাথায় ঢুকছিল না, কেউ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে যেমন তেমন একটা জবাব দিচ্ছিল। ওর মন তখন ভরে আছে কাতিউশার চিন্তায়। ওর কেবলি মনে পড়ছে ডাইনিং রুমে আসবার পথে কাতিউশার পিছু পিছু ছুটে গিয়ে কী করে ওর ঘাড়ে সেই চুম্বনটা

দিয়েছিল। সেই চুম্বনের উন্মাদনা তখনো ওর কাটে নি। এটা ওটা পরিবেশনের জন্য কাতিউশাকে যখন ডাইনিং রুমে আসতে হল, ওর দিকে না তাকিয়েও নেখ্‌লিউদভ যেন ভর সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করল ওর উপস্থিতি, ওর সান্নিধ্য। অতি কষ্টে সে নিজের ঔৎসুক্য দমন করে রইল -- চেষ্টা করল কাতিউশার দিকে না তাকাতে।

আহারাদির পর কালবিলম্ব না করে নেখ্‌লিউদভ চলে গেল নিজের কামরায়, প্রচন্ড উত্তেজনায় সারা ঘরময় পায়চারী করতে লাগল, কান খাড়া করে রাখল কখন কাতিউশার পায়ের শব্দ শোনা যাবে তার অপেক্ষায়। ওর ভিতরকার পশুটা আজ যে কেবল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এমন নয়, আজ সেই পশুর অস্থির পদাঘাতে ওর সত্যকার আমি চূর্ণবিচূর্ণ। প্রথম সফরে ওর যে আমিটা এ-বাড়ি এসেছিল, আজকের ভোর রাতেও যাকে একবার দেখা গিয়েছিল, সে যেন এখন ওর প্রতি পদক্ষেপে দূরে সরে যাচ্ছে। আজ ওর মধ্যে জেগে উঠেছে দুর্বার পশু শক্তি।

সারা দিন ওর অপেক্ষায় থেকেও নেখ্‌লিউদভ কিছুতেই কাতিউশাকে একা পাকড়াও করতে পারল না। সম্ভবত কাতিউশাই ওকে এড়িয়ে চলছিল। সন্ধেবেলা অনন্যোপায় হয়ে কাতিউশাকে যেতে হয় ওর পাশের কামরায়। পিসিরা ডাক্তারকে রাতটা এ-বাড়িতেই কাটিয়ে যেতে বলেছেন বলে কাতিউশাকে বলা হয়েছে ওঁর শোবার জন্য বিছানা প্রস্তুত করতে। পাশের কামরায় নেখ্‌লিউদভ কাতিউশার পায়ের শব্দ শুনে, অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে, দম বন্ধ করে, ওর পিছু পিছু চোরের মতো ঢুকল ওই ঘরে।

কাতিউশা তখন বালিশে একটি পরিষ্কার ওয়ার পরাচ্ছে -- ওয়ারের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে বালিশের দুটো কোনা দু'হাতে ধরে। নেখ্‌লিউদভের দিকে মুখখানা ঘুরিয়ে সে একটু হাসল — এ-হাসি সেই গির্জাবাড়ির মতো আনন্দের হাসি নয়, হাসির মধ্যে একটা যেন করুণ ভীতসন্ত্রস্ত ভাব। এ-হাসির অর্থ আর কিছু নয়, নেখ্‌লিউদভকে সে যেন বলতে চাইল ওর কাজটা অন্যায় হচ্ছে। কাতিউশার দিকে এগিয়ে যাবার মুখে ও কিছুক্ষণের জন্য থেমে দাঁড়াল তখনো ওর মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে, কাতিউশার প্রতি ওর সত্যকার প্রেম ওকে যেন ক্ষীণ স্বরে সাবধান করে বলছে কাতিউশার দিকটা — ওর অনুভূতি, ওর ভবিষ্যৎ — ভেবে দেখতে। প্রবলতর আর একটি স্বর এই ক্ষীণ কণ্ঠকে ডুবিয়ে দিয়ে বলে চলল:

'এমন সুযোগ হেলায় হারিয়ো না, ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করে যদি খুশি হতে চাও তো এই বেলা!..'

একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে, নেখ্‌লিউদভ কাতিউশার দিকে এগিয়ে গেল। একটা পাশব প্রবৃত্তির দুর্দম তাড়না ওকে তখন যেন পেয়ে বসেছে।

কাতিউশাকে জড়িয়ে ধরে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল। আরও কিছু একটা করা দরকার — এই ভেবে নিজেও বসল তার পাশে।

করুণ স্বরে কাতিউশা মিনতি করে বলল:

'দোহাই আপনার দ্‌মিত্রি ইভানভিচ, আমায় ছেড়ে দিন। মাত্রিয়োনা পাভ্‌লভ্‌না আসছেন।'

এই বলে কাতিউশা নেখ্‌লিউদভের হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সত্যিই কে যেন দরজার কাছে এসে পড়েছে।

নেখ্‌লিউদভ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

'আজ রাতে তা হলে তোমার কাছে যাব। একা থাকবে তো?'

'কী ভাবছেন আপনি? না না কিছুতে আসবেন না!' কাতিউশা মুখে এই কথা বলল বটে, কিন্তু ওর ভীরু হৃদয়ের থর থর কম্পিত বিহ্বলতা বলল আর এক কথা।

হ্যাঁ, মাত্রিয়োনা পাভ্‌লভ্‌নাই এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। এখন সে হাতে একখানা কম্বল নিয়ে ঘরে ঢুকে, একটু যেন ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকাল। কাতিউশাকে রাগতভাবে বকাঝকা করতে লাগল, সে ভুল কম্বল এনেছে বলে।

নেখ্‌লিউদভ চুপচাপ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। লেশমাত্র লজ্জা ওর মনকে স্পর্শ করে নি। মাত্রিয়োনা পাভ্‌লভ্‌নার মুখ দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল মাত্রিয়োনা ওকে দোষী সব্যস্ত করেছে, বুঝেছিল ওর সিদ্ধান্তে কোনো ভুল নেই কারণ ও তো নিজেও জানে ও যা করতে চলেছে সেটা অন্যায়। কিন্তু এত দিন কাতিউশার প্রতি ওর মনে যে সত্যকার প্রেমের ভাব ছিল, আজ তার স্থান অধিকার করেছে অজ্ঞাতপূর্ব হীন জঘন্য একটা উগ্র পাশবিক উত্তেজনা। ওর হৃদয় আজ কঠিন অকরুণ। ও এখন স্পষ্ট জানে ওর পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে হলে ওকে কী করতে হবে, তাই এখন ওর একমাত্র চিন্তা কী উপায়ে সুযোগ-সুবিধা সন্ধান করে নিতে হবে।

সমস্ত সন্ধেটা নেখ্‌লিউদভ কাটাল পাগলের মতো — কখনো যায় পিসিদের ঘরে, কখনো ফিরে আসে নিজের কামরায়, আবার বেরিয়ে পড়ে বাড়ির সামনের ঢাকা বারান্দায়। ওর একমাত্র চিন্তা কী করে কাতিউশাকে

একা পাওয়া যায়, কিন্তু কাতিউশা সারা দিন ওকে যেন এড়িয়ে চলল। মাত্রিয়োনা পাভ্‌লোভ্‌নাও সর্বসময় ওকে রাখল কড়া নজরে।

১৭

এই ভাবে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি এল। ডাক্তার তাঁর কামরায় ঢুকে শয্যা নিলেন। পিসিরাও শয়নের উদ্‌যোগ করতে লাগলেন। নেখ্‌লিউদভ জানে এ-সময়টা মাত্রিয়োনা পাভ্‌লভ্‌না পিসিদের হাতের কাছে থাকে। পরিচারিকাদের ঘরে কাতিউশা এখন নিশ্চয় একা। নেখ্‌লিউদভ আবার ওর কামরা ছেড়ে বের হল বাড়ির সামনের বারান্দায়। বাইরের অন্ধকারে আবহাওয়াটার মধ্যে কেমন একটা ভ্যাপসা, গরম গরম ভাব, চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা। বসন্ত ঋতুর শুরুতে এই সাদা কুয়াশা এসে শীতশেষের বরফকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে যায়, গলিত তুষার নিচু মেঘের মতো কুয়াশায় পরিণত হয়। বারান্দা থেকে এক শো পা এগিয়ে গেলেই — সেই পাহাড়তলীর নদীটা। সেখান থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ এসে কানে বাজছে — বরফ গলে ফেটে পড়ছে তার শব্দ।

নেখ্‌লিউদভ বারান্দার সিঁড়ি থেকে নেমে গিয়ে কাচের মতো চকচকে বরফের ওপর জমা জলকাদা ডিঙিয়ে পরিচারিকার ঘরের জানলার দিকে এগিয়ে গেল। ওর বুকের ভিতরটা সজোরে ঢিবঢিব করতে লেগেছে, নিজের বুকের স্পন্দন ও যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছে। দম ধরে রাখতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস বেরোচ্ছে দমকে দমকে। পরিচারিকার ঘরে একটি ছোট্ট আলো জ্বলছে। কাতিউশা একা সামনের দিকে মুখ করে টেবিলের ধারে বসে আছে — মুখখানি চিন্তাভারগ্রস্ত। একটুও নড়াচড়া না করে নেখ্‌লিউদভ অনেকক্ষণ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল জানলার ধারে, কেউ ওকে দেখছে না এমত অবস্থায় কাতিউশা যে কী করে নেখ্‌লিউদভ দেখতে চায়। দু-এক মিনিট কাতিউশা চুপটি করে বসে রইল, তারপর চোখ তুলে একটু হেসে মাথাটা এমন ভাবে ঝাঁকাল যেন নিজেই নিজেকে তিরস্কার করছে। আবার ওর মুখের ভাব বদলে গেল, টেবিলের ওপর দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে আবার চিন্তাকুল মুখখানি নিচু করে সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

নেখ্‌লিউদভ তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কাতিউশার মুখের দিকে, কানে আসছে বুকের ঢিব্‌ঢিব্‌ শব্দ এবং পাহাড়ী নদীর বুক থেকে বরফ-ফাটা আর্তনাদ। সাদা কুয়াশার তলায় পাহাড়ে নদীটার মধ্যে মন্থরগতিতে অবিরাম কী যেন একটা কাজ চলেছে, কে যেন সেখানে কেঁদে ফেটে পড়ছে, আছড়ে পড়ে খান খান হয়ে যাচ্ছে, তারই মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে পরস্পরের গায়ে লেগে পাতলা বরফ ভাঙার টুংটাং শব্দ — ঠুন্‌কো কাচ ভাঙার শব্দের মতো।

নেখ্‌লিউদভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কাতিউশার চিন্তামগ্ন মুখের ওপর তার অন্তর্বেদনার দ্বন্দ্ব। একটা অনুকম্পার সঞ্চার হল ওর মনে। আশ্চর্য শোনাবে হয় তো, এই অনুকম্পাই যেন ইন্ধন জোগাল ওর সেই প্রচণ্ড কামলিপ্সার।

কামলালসা ওকে যেন সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে।

নেখ্‌লিউদভ জানলায় টোকা দিল। কাতিউশা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল, থরথর করে কেঁপে উঠল ওর দেহ, মুখে চোখে ফুটে উঠল একটা আতঙ্কের ভাব। লাফিয়ে উঠে এল জানলার কাছে, মুখ বাড়াল শার্সির দিকে। দুটি হাত ঠুলির মতো করে শার্সির ভিতর দিয়ে ও যখন উঁকি দিয়ে নেখ্‌লিউদভকে চিনতে পারল, ওর মুখের সেই আতঙ্কিত ভাব তখনো কাটে নি। ওর মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল, কাতিউশার এ-রকম গম্ভীর মুখ নেখ্‌লিউদভ এই প্রথম দেখল। নেখ্‌লিউদভের হাসির জবাবে ও একটু হাঁসল, কিন্তু সে-হাসি নিতান্তই বশ্যতাস্বীকারের হাসি, সে হাসিতে প্রাণ নেই, আছে শুধু ভয়। নেখ্‌লিউদভ হাত নাড়িয়ে ঈশারা করল যেন ও বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে আসে। কাতিউশা মাথা নাড়াল 'না' বলার ভঙ্গীতে, দাঁড়িয়ে রইল জানলার কাছে। এবার নেখ্‌লিউদভ মুখখানা শার্সির কাছে নিয়ে গিয়ে ভাবল ডাক দিয়ে বলবে যেন সে বাইরে আসে। ডাক দিতে যাবে এমন সময় কাতিউশা ঘুরে তাকাল দরজার দিকে, ঘরের ভিতরে কেউ নিশ্চয় ওকে ডাকছে। নেখ্‌লিউদভ জানলা থেকে সরে গেল। বাইরে কুয়াশা এত গাঢ় হয়ে নেমেছে যে বাড়ির হাতা থেকে পাঁচ পা এগিয়ে গেলেই জানলাগুলো আর দেখা যায় না। দেখা যায় কেবল একটা কালো পুঞ্জ, তার ভেতর থেকে দীপের লাল আলো জ্বলছে — দেখে মনে হচ্ছে যেন বিশাল, দানবীয়। নদী থেকে এখনো সেই অদ্ভুত ফোঁপানি আর সর্‌সর্‌ শব্দের সঙ্গে ভেসে আসছে ভাঙা কাচের টুংটাং — বরফ ভাঙার শব্দ। সাদা কুয়াশা

থেকে অদূরে একটি মোরগ ডেকে উঠল, কাছাকাছি আর একটি মোরগ সাড়া দিলে পর গ্রামের দূর দূরান্তে যত মোরগ ছিল সকলের সমবেত ডাকে একটা যেন ঐকতানের সৃষ্টি হল। নিশুতি রাতে আর সব কিছু ছিল নিস্তব্ধ -- কেবল পাহাড়ে নদী ছাড়া। সে রাতে মোরগ ডাকল এই দ্বিতীয়বার।

নেখ্‌লিউদভ বাড়ির চত্বরের পিছন দিকের কোনায় অস্থিরভাবে পায়চারী করল অনেকবার, দু-একবার ডোবাতেও পা পড়ল তার। তারপর আবার সে ফিরে এল পরিচারিকার ঘরের জানলার সামনে। তখনো আলো জ্বলছে আর সে একাই বসে আছে টেবিলের পাশে — কী যে করবে যেন ঠাহর করতে পারছে না। নেখ্‌লিউদভ জানলার ধারে পৌঁছুতেই সে মুখ তুলে একবার চাইল। নেখ্‌লিউদভ টোকা দিল শার্সিতে। কে টোকা দিচ্ছে নজর না করেই সে সঙ্গে সঙ্গে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে নেখ্‌লিউদভ শুনল বাহির বারান্দার দরজাটা খুট্‌ করে খুলে গেল। পাশের বারান্দার কাছে নেখ্‌লিউদভ দাঁড়িয়ে ছিল ওর অপেক্ষায়। কাতিউশা বাইরে আসতেই কোনো কথা না বলে ওকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করল, কাতিউশাও ওকে জড়িয়ে ধরল, মুখখানি মেলে দিল ওর দিকে, ওষ্ঠাধর গ্রহণ করল ওর ব্যাকুল চুম্বন। যে কোনাটায় ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে বরফ গলে গিয়ে জায়গাটা শুকিয়ে গেছে। অতৃপ্ত বাসনার বেদনায় ওর দেহমন যখন টনটন করছে, আবার একবার খুট্‌ করে বারান্দার দরজাটা খুলে গেল, মাত্রিয়োনা পাভ্‌লভ্‌নার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হাঁক এল:

'কাতিউশা!'

নেখ্‌লিউদভের বাহুবন্ধন থেকে ঝটিতি নিজেকে মুক্ত করে কাতিউশা ফিরে গেল পরিচারিকার ঘরে। খুট্‌ করে দরজার খিল্‌ বন্ধ হবার শব্দ এল, তারপর সব চুপচাপ। জানলার রক্তচক্ষু পলকে নিভে গেল, রইল কেবল কুয়াশার ধূসর অন্ধকার ও পাহাড়ে নদীর সেই আকুলি-ব্যাকুলি।

নেখ্‌লিউদভ তবু একবার গিয়ে দাঁড়াল জানলাটার সামনে। কেউ কোথাও নেই। টোকা দিল, সাড়া পেল না। সদর দরজাটা খুলে ও ভিতর বাড়িতে ঢুকে নিজের কামরায় প্রবেশ করল। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসছে না। উঠে পড়ল, খালি পায়ে প্যাসেজটা অতিক্রম করে পা টিপে টিপে চলতে লাগল কাতিউশার শোবার ঘরের দিকে। কাতিউশা শোয় মাত্রিয়োনা পাভ্‌লোভ্‌নার

পাশের কামরায়। পা টিপে যেতে যেতে নেখ্‌লিউদভ শ্‌নতে পেল মাত্রিয়োনা নাক ডেকে স্‌খে নিদ্রা দিচ্ছে। ওর দরজাটা পেরিয়ে যাবার উপক্রম করছে এমন সময় মাত্রিয়োনা খ্‌ক্‌ করে কাশল, পাশ ফিরে শ্‌তে যাচ্ছে -- খাটটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। নেখ্‌লিউদভ তো ভয়ে তটস্থ, দম বন্ধ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল প্রায় মিনিট পাঁচেক। আবার যখন সব নিস্তব্ধ হয়ে এল, আবার যখন নাকডাকার ছন্দটা ফিরে এল, নেখ্‌লিউদভ এক পা দ্‌' পা করে এগোতে লাগল খ্‌ব সন্তর্পণে যাতে কাঠের তক্তার মেঝেতে একটুও শব্দ না হয়। এবার দাঁড়াল কাতিউশার দরজার সামনে, কান পেতে শ্‌নতে চেষ্টা করল, কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই, হয়তো জেগেই আছে না হলে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। কিন্তু নেখ্‌লিউদভ যেই না ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাক দিয়েছে:

'কাতিউশা!' -- অমনি সে লাফিয়ে দরজার কাছে এসে যেন রাগত ভাবে ফিস্‌ফিস্‌ করে ওকে চলে যেতে বলল।

'এ কী করছেন আপনি? এটা কি উচিত? আপনার পিসিরা শ্‌নতে পাবেন!' ম্‌খে এসব কথা বলল বটে, কিন্তু কাতিউশার মন বলছিল, 'আমি তোমারই!'

আর নেখ্‌লিউদভও কেবল এটাই ব্‌ঝতে পারল।

আবার ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

'দরজাটা খোলো। মিনতি করে বলছি, লক্ষ্মীটি!'

ঝোঁকের মাথায় কী যে বলল সে ও নিজেও জানে না।

কাতিউশা কিছ্‌ক্ষণ একেবারে চুপ। তারপর ও শ্‌নতে পেল হাতের খস্‌খস্‌ শব্দ -- অন্ধকারে কাতিউশা ছিটকিনিটা হাতড়ে দেখছে। খ্‌ট্‌ করে খ্‌লে যেতে নেখ্‌লিউদভ ঢুকেই ওকে জড়িয়ে ধরল, ও যেমন অবস্থায় ছিল কেবল একটা মোটা সেমিজ গায়ে, খোলা হাত -- ঠিক তেমনি অবস্থায় ওকে দ্‌'হাতে তুলে বাইরে নিয়ে এল।

ফিস্‌ফিস্‌ করে কাতিউশা বলল:

'এ কী করছেন আপনি?'

ওর কথায় কান না দিয়ে নেখ্‌লিউদভ সোজা ওকে তুলে নিয়ে এল ওর নিজের ঘরে।

'না না, অমন করবেন না। কক্ষনো নয়। আমায় ছেড়ে দিন!'

কিন্তু ম্‌খে এ কথা বললেও নেখ্‌লিউদভের ব্‌কে সে ঘন সম্বদ্ধ হয়ে লেগে থাকল।

* * *

যখন ওকে ছেড়ে চলে গেল কাতিউশার সারাটা দেহ কাঁপছে, মুখ দিয়ে রা বেরোচ্ছে না। নেখ্‌লিউদভের কোনো কথার জবাব না দিয়ে ও চলে গেল।

নেখ্‌লিউদভ আবার একবার দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল সদ্য যে ঘটনাটা ঘটে গেল তার অর্থটা কী।

রাতের অন্ধকারটা তখন ফিকে হয়ে আসছে। পাহাড়ের পায়ের তলার সেই নদী থেকে এখনো সেই বরফ ফাটা আর্তনাদ, সেই আছড়ে পড়ে খান্ খান্ হওয়ার প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে পাতলা বরফের আস্তর ভেঙে যাবার টুংটাং শব্দ, এখন আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। আগের শব্দের সঙ্গে এসে মিলেছে কলধ্বনি। কুয়াশাটা ক্রমেই নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে আকাশে ভেসে উঠেছে অস্তগামী চাঁদ। তার পাণ্ডুর আলোকে পাহাড়, জনবসতি, গাছপালা, অরণ্য সব কিছু দেখাচ্ছে প্রেতলোকের মতো -- অন্ধকার, ভূতুড়ে!

নেখ্‌লিউদভ নিজেকে জিজ্ঞাসা করল:

'কিছুক্ষণ আগে সদ্য যা ঘটে গেল, তার অর্থটা ঠিক কী? এ ঘটনা আমার অদৃষ্টে কী বহন করে আনছে --- পরম আনন্দ না চরম দুর্ভাগ্য?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নিজের মনেই জবাব দিল:

'এ-রকম তো হামেশাই ঘটে থাকে। সকলেই এই রকম করে।'

মনকে এইভাবে বুঝ দিয়ে ও নিজের ঘরে ঘুমোতে চলে গেল।

১৮

পরের দিন পিসিদের বাড়িতে নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে যুক্ত হল শেন্‌বক — দীপ্তিমান, হাসিখুশি, দুমিত্রির পরমবন্ধু এই যুবকটির মার্জিত রুচি, সৌজন্য এবং আমুদে ও দিলখোলা স্বাভাবে পিসিদুজন তো মুগ্ধ।

শেন্‌বকের দরাজ হৃদয়ের প্রমাণ পেয়ে পিসিরা যেমন খুশি হলেন, তেমনি একটু বিভ্রান্তও বোধ করলেন তার আতিশয্য দেখে। বাড়ির গেট্-এ

কয়েকজন অন্ধ ভিখিরি এসে দাঁড়িয়েছিল — তাদের শেন্‌বক এক র‍ুব্‌ল দিল, বাড়ির ঝি-চাকরদের বকশিস দিল পনেরো র‍ুব্‌ল, সোফিয়া ইভানভ্‌নার পোষা কুকুরটার পায়ে যখন চোট লেগে রক্ত পড়তে লাগল, শেন্‌বক এক ম‍ুহ‍ূর্তও ইতস্তত না করে তার হাতে সেলাই কেমব্রিক র‍ুমালটা (সোফিয়া ইভানভ্‌না জানেন ওরকম চমৎকার র‍ুমাল এক ডজন কিনতে অন্তত পক্ষে পনেরো র‍ুব্‌ল দিতে হয়ে থাকবে) কুটিকুটি করে ছিঁড়ে কুকুরের পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। বৃদ্ধারা এরকম উড়নচণ্ডী মান‍ুষ জীবনে দেখেন নি। তাঁরা তো জানেন না বাজারে শেন্‌বকের ধারের অঙ্ক দ‍ু'লাখ র‍ুব্‌ল যার একটি কোপেকও সে কোনো কালে শোধ হবার নয়, স‍ুতরাং সামান্য পঁচিশটা র‍ুব্‌ল তার এদিক ওদিক হলে কী আর আসে যায়।

একটা দিনই শেন্‌বক বাড়িতে ছিল। পরের দিন রাতেই সে চলে গেল নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে। ঈস্টারের ছ‍ুটি তাদের একেবারে ফুরিয়ে গেছে স‍ুতরাং রেজিমেণ্টে সামিল না হলেই নয়।

পিসিদের বাড়িতে এই শেষ একটা দিন নেখ্‌লিউভের অদ্ভুত কাটল। গত রাত্রের স্মৃতি তখনো তার মনে স্পষ্ট। দ‍ুটি ভাবনায় ওর মন তখন উথালপাথাল। একবার ভাবছে গত রাত্রে পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চরম উত্তেজনার কথা — অভীষ্ট সিদ্ধির কথা — যদিচ ইন্দ্রিয়স‍ুখ ওর নিজের আশান‍ুর‍ূপ হয় নি, কিছ‍ুটা অতৃপ্তি থেকে গিয়েছিল আবার ভাবছে কাজটা ঠিক হয় নি, একটা অন্যায় হয়ে গেছে, ভুলটাকে শোধরাতে হবে, তবে কাতিউশার খাতিরে নয়, নিজের আত্মসম্মানের খাতিরে।

ঘটনাবলীর এই পর্বে নেখ্‌লিউদভের আত্মকেন্দ্রিকতা চরমে উঠেছিল. সে কেবল ভাবছিল নিজের কথা। তার তখন একমাত্র ভাবনা কাতিউশাকে নিয়ে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল তা যদি লোকজানাজানি হয় তবে কি লোকে তাকে বেশি দ‍ুষবে, কিংবা একেবারে ধর্তব্যের মধ্যে জ্ঞান করবে না। কাতিউশার তখন মনের অবস্থা কী, ভবিষ্যতে তার কী ঘটতে পারে — এ নিয়ে নেখ্‌লিউদভের বিন্দ‍ুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না।

নেখ্‌লিউদভ ব‍ুঝেছিল কাতিউশার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা যে কী রকম শেন্‌বক তা আঁচ করে থাকবে। এতে তার অহমিকা তৃপ্তি লাভ করেছিল।

কাতিউশাকে দেখার পর শেন্‌বক তার বন্ধ‍ুকে বলল:

'তাই ত বলি হঠাৎ পিসিদের প্রতি তোমার দরদ কেন এমন উথলে উঠল যে প্রায় একটা হপ্তা তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে দিলে! বলা বাহ‍ুল্য এতে আমি আশ্চর্য হই নি। আমি হলেও তাই করতাম। ভারি মিষ্টি মেয়েটা।'

আরো একটা চিন্তার উদয় হয়েছিল নেখ্‌লিউদভের মনে। কাতিউশার সঙ্গে তার প্রণয়লীলা ভালো করে জমবার আগেই অপূর্ণ অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে ওকে যে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে — এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। অপর পক্ষে নিতান্ত বাধ্য এই বিচ্ছেদ বরণ করে নেবার একটা সুবিধাও আছে। এর ফলে যে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখা খুবই শক্ত হত হঠাৎ তার ছেদ টানা বেশ সহজ হল। তারপর ওর মনে হল কাতিউশাকে ওর কিছু টাকাপয়সা দেওয়া উচিত। টাকাপয়সা কাতিউশার প্রয়োজন হতে পারে বলে নয়, আসল কারণটা এই যে লোকে এক্ষেত্রে সর্বদা তাই করে থাকে। কাতিউশাকে সম্ভোগ করার পর সে যদি তাকে শুল্ক না দেয় সেটা অসৎ আচরণ হবে। সমাজে কাতিউশা এবং ওর নিজের স্থানের তুলনায় নেখ্‌লিউদভ যে টাকাটা ওকে দিল, ভাবল তার অঙ্কটা নেহাৎ কম হয় নি।

চলে যাবার দিন ডিনার সেরে নেখ্‌লিউদভ পাশের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল কাতিউশার অপেক্ষায়। ওকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাতিউশা লাল হয়ে উঠল, পরিচারিকার ঘরের খোলা দরজার দিকে চোখের ইশারা করে ও নেখ্‌লিউদভের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছিল। নেখ্‌লিউদভ বাধা দিয়ে পকেট থেকে একশো রুব্‌লের নোটসুদ্ধ একটা খাম দলামোচড়ানো অবস্থায় ওর হাতে গুঁজে দিতে চাইল, বলল:

'আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই। এই যে এটা, আমি...'

কাতিউশা বুঝতে পারল ও কি বলতে চাইছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে, মাথা নেড়ে ওর হাতটা সরিয়ে দিল।

'না না, এটা তোমাকে নিতেই হবে।'

বিড়বিড় করে নেখ্‌লিউদভ এই কথা বলল এবং জোর করে কাতিউশার জামার ভেতরে বুকের কাছে খামটা গুঁজে দিয়েই ছুটে চলে গেল নিজের কামরায়, সেখানে চোখ পাকিয়ে এমন ভাবে গোঙাতে লাগল যেন একটা ব্যথা পেয়েছে। বেশ কিছুটা সময় যন্ত্রণা কাতরের মতো কামরার মধ্যে অস্থিরভাবে ও পায়চারী করল, এমন কি লাফঝাঁপও দিল; ঘটনাটা মনে পড়তে সশব্দে হা হুতাশ করে উঠল -- যেন শরীরে কোন যন্ত্রণা হয়েছে। তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে চলল:

'এ ছাড়া কী-ই বা আমি করতে পারতাম? এ-রকমটা তো আকছার ঘটে থাকে সকলের ক্ষেত্রে। ওই তো গৃহশিক্ষিকাকে নিয়ে শেন্‌বকের কী ঘটেছিল -- সেদিন আমায় বলছিল। গ্রিশা কাকার বেলাতেই বা কী ঘটেছিল। আর আমার বাবাও তো সেই যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলেন কোন

এক চাষীর মেয়ের পেটে জারজ ছেলের জন্ম দিয়েছিলেন, তার নাম মিতেন্‌কা, সে তো এখনো বেঁচে। সবাই যদি এইরকমই করে থাকে, তার মানে এটাই উচিত।'

এই সব কথা ভেবে সে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সান্ত্বনা সে কিছুতেই পাচ্ছিল না। কাতিউশার স্মৃতি তার বিবেককে দংশন করছিল।

একেবারে অন্তরের অন্তস্তলে সে বেশ বুঝতে পারছিল যে-কাজটা সে করেছে সেটা খুবই হীন ও জঘন্য, নিতান্ত হৃদয়হীন কাপুরুষ না হলে এমন কাজ কেউ করতে পারে না। এমন একটা দূষণীয় কাজ করার পর সে অপর কাউকে দূষতে তো পারবেই না, অন্য লোকের চোখের দিকে সোজা তাকাতেও ওর বাধবে। এত দিন তার আত্মাভিমান ছিল যে সে একজন চমৎকার উদারহৃদয় মানুষ, অতঃপর নিজের সম্বন্ধে তার এই উচ্চ ধারণা টিকিয়ে রাখবে কেমন করে? অথচ বেপরোয়া হাসিখুশি জীবন যাপন করে যেতে হলে এটুকু আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। এ সমস্যার একটাই সমাধান -- এ সম্বন্ধে না ভাবা।

নেখ্‌লিউদভ তা-ই করল।

রেজিমেণ্টের নূতন জীবনে প্রবেশ, নূতন পরিবেশে নূতন নূতন বন্ধুলাভ — এ ব্যাপারে তার সহায়ক হল। যতদিন যেতে লাগল ততই সে স্মৃতি ম্লান হতে লাগল, তারপর ঘটনাটা সম্পূর্ণ মুছে গেল তার মন থেকে।

একবার — কেবল একবার — কাতিউশার কথা ভেবে ওর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল, সেই যখন যুদ্ধ শেষ হবার পর পিসিদের বাড়ি ও গিয়েছিল মেয়েটার দেখা পাবে বলে। পিসিরা জানালেন কাতিউশা আর ও বাড়িতে নেই, নেখ্‌লিউদভ সেই শেষবার যখন এসেছিল তার কিছু কাল পরেই কাতিউশা চলে যায়। তারপর কোথায় গিয়ে নাকি সন্তান প্রসব করে। তারপর একেবারে উচ্ছন্নে যায়। কবে সন্তান প্রসব করেছিল শুনে নেখ্‌লিউদভের একবার মনে হয়েছিল হলেও হতে পারে ওর সন্তান, নাও হতে পারে অবশ্য। পিসিরা তো কাতিউশাকেই দুষলেন; বললেন, 'মায়েরই তো মেয়ে — স্বভাবচরিত্রও ওই নষ্ট মাটার মতো।' পিসিদের এই মতামত শুনে নেখ্‌লিউদভ মনে মনে খুশিই হল, ওর যে দোষ নেই সে কথাটাই যেন প্রমাণিত হল। প্রথম প্রথম ও অবশ্য ভেবেছিল কাতিউশা ও তার সন্তানকে খুঁজে বের করবে। কিন্তু কাতিউশার কথা ভাবলেই মনের

গভীরে ও এমন একটা সংকোচ ও বেদনা অনুভব করত যে খুঁজে বের করার মতো তোড়জোড় ও আর করতে পারে নি। উলটে আরও বেশি করে ভুলে গেল নিজের অপরাধ, মন থেকে মুছে ফেলল ঘটনাটা।

কিন্তু আজ অদ্ভুত ঘটনাচক্রে নেখ্‌লিউদভের মনে সব কথা যেন ভেসে আসছে। আজ সে বুঝতে পারছে গত দশ বছর ধরে নির্বিকার হয়ে একটা পাপের কলঙ্ক সে যে মনের মধ্যে পুষে আসছে, তার পিছনে আছে একটা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর কাপুরুষতা। সত্যটা সে বুঝতে পারছে কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারছে না। এখন তার মনে একমাত্র আশঙ্কা আজ হয়তো সব কথা ফাঁস হয়ে যাবে, হয়তো কাতিউশা নিজে কিংবা কাতিউশার উকিল সেই সমস্ত পুরাতন প্রসঙ্গ তুলে আদালতে সকলের সামনে তাকে অপদস্থ করবে।

১৯

আদালত-কক্ষ ছেড়ে নেখ্‌লিউদভ যখন জুরি-কামরায় গেল এই সব চিন্তাই তার মন অধিকার করে ছিল। জানলার ধারে বসে সে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে শুনছিল অন্য জুরিদের আলাপ।

দেখা গেল সদাপ্রফুল্ল সওদাগর ভদ্রলোকের স্মেল্‌কোভের কাল কাটানোর কায়দা ঘোরতর পছন্দ, বললেন:

'হ্যাঁ, খাসা কারবার বটে! একেই বলে সত্যিকার সাইবেরীয় কায়দা! ছুঁড়ি বলতে গেলে এমনটিই বেছে নিতে হয়।'

জুরিদের প্রধান বলছিলেন যে ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস বিশেষজ্ঞ তাঁর বক্তব্যের উপসংহার টেনে যা বলবেন সে-সব কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। পিওতর গেরাসিমোভিচ সেই ইহুদি করণিকের সঙ্গে কী যেন সব ঠাট্টাতামাশা করছিলেন, কী নিয়ে যেন তারা হো হো করে হেসে উঠলেন। নেখ্‌লিউদভকে যা কিছু প্রশ্ন করা হল, জবাব দিল দু-একটা কথায়, ওর ইচ্ছা ওকে কেউ যেন না ঘাঁটায়।

পাশ-ঘেঁষে চলা সেই নাকিব যখন হাঁক দিয়ে জুরিদের সবাইকে আদালতে হাজির হতে বলল, নেখ্‌লিউদভের কেমন যেন ভয় হল যে সে নিজে বিচারে বসবে না, তারই বিচার হবে। মনের গভীরে ওর মনে হচ্ছিল ও এমন একজন দুর্বৃত্ত যে কারো মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে ওর

সংকুচিত বোধ করা উচিত। কিন্তু মানুষ এমন অভ্যাসের দাস যে জুরিদের জন্য নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে ও যখন পা দিল ওর মুখখানা প্রশান্ত, প্রধানের পাশের চেয়ারে বসে ও একটি পায়ের ওপর অন্য পাটি চাপিয়ে দিল এবং নিজের পাঁশনেটা নিয়ে ইতস্তত নাড়াচাড়া করতে লাগল।

কয়েদীদেরও বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবার তাদের ফিরিয়ে আনা হল।

এবার আদালতে কয়েকটি নূতন মুখ দেখা গেল — তারা সবাই এসেছে সাক্ষী দিতে। নেখ্‌লিউদভ লক্ষ্য করল কাঠগড়ার জালিটার ঠিক সামনে বসে আছে এক স্থূলকায় স্ত্রীলোক, মাস্‌লভা তার প্রতি বদ্ধদৃষ্টি — যেন চোখ ফেরাতে পারছে না। রেশমে মখমলে তৈরি জমকালো তার পোশাক-আশাক, মাথায় একটা বেশ উঁচু ধরনের টুপি তাতে আবার রেশমের চওড়া ফিতে বাঁধা, কনুই অবধি নগ্ন হাত থেকে ঝুলছে জালে বোনা একটি সুদৃশ্য থলি। নেখ্‌লিউদভ পরে জানতে পারে যে স্ত্রীলোকটি মাস্‌লভা যে গণিকালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারই বাড়ীওলী।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়া শুরু হল। গোড়ায় জিজ্ঞাসা করা হল তাদের নাম, ধর্ম ইত্যাদি। তারপর প্রশ্ন উঠল সাক্ষীদের ভগবানের নামে বাইবেল স্পর্শ করে শপথ নেবার পর সাক্ষ্য নেওয়া হবে কিনা। সেই বৃদ্ধ পুরোহিত অতি কষ্টে তাঁর পা টেনে টেনে আবার এসে উপস্থিত হলেন। আবার তিনি তাঁর বুকের সামনে ঝোলানো সোনার ক্রুশে হাত দিয়ে সাক্ষীদের এবং বিশেষজ্ঞকে দিয়ে শপথবাক্য পুনরাবৃত্তি করালেন। আগেকার মতো ঠিক সেই শান্ত নিশ্চিত ভাব — যেন যে কাজটা করালেন সেটা জরুরী ও দরকারী কাজ।

সাক্ষীদের শপথবাক্য উচ্চারণ করাবার পর সবাইকে আদালতের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল — এক কেবল স্থূলকায় সেই বাড়ীওলী ছাড়া। তার নাম কিতায়েভা। জিজ্ঞাসা করা হল তাকে সে মামলার ঘটনাবলী সম্বন্ধে কিছু জানে কি না। কিতায়েভা হাঁ সূচক ভাবে প্রত্যেক প্রশ্নের পর তার মাথা নাড়াল, সঙ্গে সঙ্গে উঁচু টুপিটাও দুলে দুলে উঠল বার বার, মুখে তার একটা কৃত্রিম হাসি লেগেই আছে। জার্মান উচ্চারণে রাশিয়ান বললে কী হয়, বেশ বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে প্রত্যেকটি প্রশ্নের পুরোপুরি জবাব দিল। ওর জবানী ছিল এইরকম:

প্রথমে তার কাছে এসে হাজির হল হোটেলের পরিচারক সিমন। সিমনকে সে ভালো করেই চেনে। সিমন এসে বলল একজন ধনী সাইবেরীয়

সওদাগরের জন্য গণিকালয় থেকে একটি মেয়েমানুষ নিয়ে যাবার জন্য তাকে হুকুম করা হয়েছে। বাড়ীওলী পাঠাল ল্যুবাশাকে। কিছুক্ষণ পরে ল্যুবাশা ফিরে এল তার সেই সাইবেরীয় সওদাগরকে সঙ্গে নিয়ে।

'সওদাগর ততক্ষণে নেশায় টং হয়ে আছে,' এই বলে বাড়ীওলী একটু হাসল। 'এ-বাড়ি এসে নিজে তো পান করেই চলল, মেয়েদেরও ভাগ দিতে লাগল। পকেটে যা রেস্ত ছিল ফুরিয়ে যেতে ওই ল্যুবাশাকেই পাঠিয়ে দিলেন ওঁর হোটেল কামরা থেকে টাকা আনার জন্য। মেয়েটার ওপর ওর বিশেষ টান হয়েছিল কিনা,' তাই এই বলে বাড়ীওলী একবার আসামীর দিকে তাকাল।

নেখ্‌লিউদভের মনে হল এই কথা শুনে মাস্‌লভা একটু যেন হাসল। এই দেখে নেখ্‌লিউদভের মনটা তেতো হয়ে গেল নিদারুণ বিরক্তিতে। ঘৃণার সঙ্গে মমতা মিশে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগল ওর মনে।

মাস্‌লভার উকিলরূপে আদালত যাকে নিযুক্ত করেছে ওকালতীতে সে একটা জজীয়তি পদের প্রার্থী। জেরা করতে গিয়ে সে খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে মুখচোখ লাল করে জিজ্ঞাসা করল:

'আচ্ছা, মাস্‌লভা সম্বন্ধে আপনার কেমন ধারণা?'

কিতায়েভা জবাব দিল:

'খুপ্‌ বালো। লেকাপড়া জানা মেয়ে, সহবৎ জানে। বালো পরিবারে মানুষ হয়েছে। ফরাসী পড়তে পারে। মদ কেতে গিয়ে মাজে মাজে মাত্রা ছাড়িয়ে যেত কিন্তুক বেসামাল হত না, মাতাটা ঠিক রাখত। খুপ্‌ বালো মেয়ে।'

কাতিউশা একবার তাকাল বাড়িওলীর দিকে, তারপর সোজা ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল জুরীদের দিকে -- একেবারে নেখ্‌লিউদভের মুখের উপর। ওর মুখখানা কেমন যেন গম্ভীর কেমন যেন কঠোর হয়ে উঠল। ওর সেই কঠোর দৃষ্টির একটি চোখ একটু টেরিয়ে গেল। দুটো অদ্ভুত চোখ কিছুক্ষণের জন্য একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নেখ্‌লিউদভের দিকে। আতঙ্কিত বোধ করলেও নেখ্‌লিউদভ কাতিউশার সেই স্থির দৃষ্টি থেকে নিজের চোখ কিছুতেই সরিয়ে নিতে পারল না — অক্ষি গোলকের সাদা অংশটুকু কী উজ্জ্বল সাদা, তারই মধ্যে দুটি চোখ আরও যেন কাজল কালো!

নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ে গেল সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা: কুয়াশা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে — পায়ের তলার সেই নদী থেকে শোনা যাচ্ছে বরফ-ফাটা আর্তনাদ, অস্তগামী চাঁদের পাণ্ডুর আলোয় পাহাড়,

জনবসতি, গাছপালা, অরণ্য সব কিছু দেখাচ্ছিল যেন প্রেতলোকের মতো অন্ধকার, ভুতুড়ে! কাতিউশার কালো চোখের দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের বিভীষিকা আবার যেন সে প্রত্যক্ষ করল।

ও ভাবল কাতিউশা নিশ্চয় ওকে চিনতে পেরেছে, ও যেন গুটিসুটি মেরে ওর চেয়ারে একটু সরে বসল — যেন এখুনি ওর ওপর কেউ আঘাত হানবে। কাতিউশা কিন্তু ওকে চিনতে পারে নি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার একবার তাকাল প্রধান বিচারপতির দিকে। নেখ্লিউদভও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল:

'আহা, যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই ভালো।'

ওর এখনকার অনুভূতির মধ্যে ঘৃণা, অনুকম্পা ও বিরক্তি যেন সম-পরিমাণে বিমিশ্রিত। একবার পাখিশিকারে গিয়ে ওর ঠিক এই রকম মনের ভাব হয়েছিল। একটা আহত পাখিকে যুগপৎ বিরক্তি ও করুণার বশে বাধ্য হয়ে গলা টিপে মারতে হয়েছিল। আহত পাখিটা শিকারের থলের মধ্যে ছটফট করছে — বিরক্তি হয় আবার মায়াও হয় অথচ ঝটপট পাখিটাকে শেষ করে দিয়ে ঘটনাটা মুছে ফেলতে হয় মন থেকে।

সাক্ষীদের জেরা শুনতে শুনতে এই রকম একটা বিমিশ্র উপলব্ধি নেখ্লিউদভের মনে জাগছিল।

২০

নেখ্লিউদভকে জ্বালাতন করার জন্যই যেন মামলা গড়িয়ে চলল দীর্ঘায়িত ভাবে। প্রত্যেকটি সাক্ষীকে আলাদা আলাদা ভাবে জেরা করার পর সর্ব শেষে বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য নেওয়া হল। পাবলিক প্রসিকিউটর এবং অপর দু'জন উকিল তাঁদের পেশাগত ভারিক্কি চালে একটার পর একটা আজেবাজে প্রশ্ন করে চললেন। অতঃপর প্রধান বিচারপতি জুরিদের উদ্দেশে বললেন তাঁরা যেন সাক্ষ্যপ্রমাণরূপে উপস্থাপিত বস্তুসামগ্রী পরীক্ষা করে দেখেন। এই সব জিনিসের মধ্যে ছিল একটা বড়ো সাইজের সোনার আঙটি মাঝখানে গোলাপকুঁড়ির আকারে হীরের টুকরো বসানো, দেখেই মনে হল এ-আঙটি পরা হত পুরুষ্টু তর্জনীতে। আর ছিল একটি টেস্ট-টিউব, তার

মধ্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ-করা বিষ। প্রত্যেকটি বস্তুসামগ্রী শিল-করা ও লেবেল-লাগানো।

জুরিরা এই সব বস্তুসামগ্রী পরীক্ষা করতে যাবেন এমন সময় পাবলিক প্রসিকিউটর উঠে দাঁড়িয়ে আবেদন জানালেন যে পরীক্ষা করার আগে লাশ-সম্বন্ধে ময়না-তদন্তের ডাক্তার যে-রিপোর্ট দিয়েছেন আদালত যেন সেই রিপোর্ট একবার শোনেন।

প্রধান বিচারপতি মামলাটা যথাসত্বর হেস্তনেস্ত করতে চান, তা হলে তিনি তাঁর সেই সুইস্ প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। তিনি বেশ জানতেন এই রিপোর্ট শোনাটা নিতান্তই ক্লান্তিকর হবে এবং তার ফলে হয়তো ডিনারের সময়টা পেরিয়ে যাবে। তিনি এটাও জানতেন পাবলিক প্রসিকিউটর তাঁর এক্তিয়ার মতো রিপোর্ট পড়াটা দাবী করতে পারেন বলেই সেই মর্মে আবেদন করলেন। অনন্যোপায় প্রধান বিচারপতি তাঁর সেই আবেদন বাধ্য হয়ে মঞ্জুর করলেন।

আদালতের সেক্রেটারি তাঁর পোর্টফোলিও থেকে ডাক্তারের রিপোর্টটা বের করে পড়তে শুরু করলেন। একঘেয়ে গলার স্বর, আধো আধো উচ্চারণ, র-তে ল-তে কোনো তফাত নেই।

'লাশ বাইরে থেকে পরীক্ষা করে জানা গেছে:

১। ফেরাপন্ত্ স্মেল্‌কোভ মাথায় ছিল ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি উঁচু।

(সওদাগর চমকে উঠে ফিসফিস করে নেখ্‌লিউদভের কানে কানে বললেন, 'দশাসই বলতে হবে কিন্তু।')

২। চেহারাদৃষ্টে মনে হয় বয়স ছিল চল্লিশের কাছাকাছি।

৩। দেহটাকে দেখে স্ফীত বলে মনে হয়েছিল।

৪। ত্বকের বর্ণ ছিল সর্বত্র ঈষৎ সবুজ — মাঝে মাঝে কালো দাগ।

৫। বিভিন্ন আকারের ফোস্‌কা ছিল দেহে। কয়েকটা জায়গায় বড় বড় ফোস্‌কা শুকিয়ে যাবার ফলে চামড়া উঠে যাবার মতন।

৬। চুলের রঙ গাঢ় বাদামী। বেশ ঘন চুল। চুলে হাত দিতে খুলি থেকে খসে খসে আসছিল।

৭। চক্ষু-কোটর থেকে চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসার মতো — চোখের মণি নিষ্প্রভ।

৮। নাসারন্ধ্র থেকে, দুটো কান ও মুখ থেকে গাঁজলা বেরোচ্ছিল। মুখের হাঁ অর্ধেকটা খোলা।

৯। বুক ও মুখমন্ডল স্ফীত থাকায় গর্দান একপ্রকার দেখাই যাচ্ছিল না।'

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ভাবে চার পৃষ্ঠায় সাতাশটি অনুচ্ছেদ জুড়ে শহরে এসে মজালুটনেওয়ালা দৈত্যপ্রমাণ সওদাগরের গলিত পচিত ফুলেফেঁপে ঢোল শব দেহের খুঁটিনাটি নিয়ে নিখুঁত বর্ণনা। নেখ্লিউদভের মনে লোকটা-সম্পর্কে একটা অকারণ জুগুপ্সা ইতিপূর্বেই জেগেছিল। এখন ওর লাশের বিস্তারিত বর্ণনা শুনে ঘৃণাটা যেন দৃঢ়ীভূত হল। কাতিউশার গণিকালয়ে জীবনযাত্রা, অক্ষিকোটর থেকে ঠিকরে পড়া দুটো চোখ, নাসারন্ধ্র থেকে গাঁজলা নিঃসরণ এইসব ছবি একটার পর একটা যেন ওর মনের পটে ভেসে উঠল, এবং সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল কাতিউশার প্রতি ওর নিজের আচরণের কথা। এ-সব ঘটনা যেন একই পংক্তিভুক্ত ও একত্র যুক্ত। নেখ্লিউদভের মন ডুবে গেল এই সব চিন্তায়।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট শেষ হতে প্রধান বিচারপতি অবশেষে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা তুললেন — তাঁর ধারণা ছিল এখানেই ওটার ইতি। কিন্তু সেক্রেটারি পরক্ষণেই শুরু করলেন দেহের অভ্যন্তরীণ তদন্তের রিপোর্ট।

প্রধান বিচারপতি আবার মাথা নামালেন, হাতের তেলোর উপর মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজলেন। নেখ্লিউদভের পাশে বসা সওদাগরও যেন আর চোখ খুলে রাখতে পারছে না, থেকে থেকে দুলতে লাগল এদিকে ওদিকে। মামলার আসামীরা ও সেপাই-শান্ত্রীরা বসে রইল স্তব্ধ ভাবে। 'লাশের অভ্যন্তর ভাগ পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে:

১। খুলির হাড় থেকে মাথার ত্বক সহজেই ছাড়ানো গেল। সেখানে চাপ-বাঁধা রক্ত ছিল না।

২। সচরাচর যতটা পুরু হয় খুলির হাড় ততটাই পুরু ছিল। হাড়ে কোনো জখম ছিল না।

৩। মস্তিষ্কের ঝিল্লীর রঙ ছিল ধূসর --- তার উপর ছিল দুটি চার ইঞ্চি পরিমাণ দাগ।' — এবং ইত্যাদি ইত্যাদি, এর পর আরো তেরোটি অনুচ্ছেদ জুড়ে ছিল দেহাভ্যন্তর পরীক্ষার বিশদ বিবরণ।

অতঃপর রিপোর্টের নিম্নভাগে ছিল ডাক্তারের সহকারীদের স্বাক্ষর ও স্বয়ং ডাক্তারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। ডাক্তার বলেছেন পাকস্থলীতে যে-সব পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে এবং অল্পাধিক পরিমাণে যে-সব পরিবর্তন মূত্রগ্রন্থি ও অন্ত্রেও দেখা গেছে এবং উপরোক্ত ময়না-তদন্তের রিপোর্টে যে-সব বিবরণ বিশদ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, মদের

সঙ্গে যে বিষ পাকস্থলীতে প্রবেশ করেছিল, সেই বিষক্রিয়ার ফলে স্মেল্‌কোভের মৃত্যু ঘটে থাকা খুবই সম্ভব। পাকস্থলীর অবস্থা থেকে বলা শক্ত কোন্‌ বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, তবে এটা ধরে নেওয়া দরকার যে সেই বিষ নিশ্চয় মদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে থাকবে — কারণ স্মেল্‌কোভের পাকস্থলীতে মদের পরিমাণ ছিল প্রচুর। সদ্য ঘুম থেকে উঠে সওদাগর ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'লোকটা ছিল মদ গিলতে ওস্তাদ!'

রিপোর্টটা পড়তে লাগল ঝাড়া এক ঘণ্টা। কিন্তু তাতেও যেন পাবলিক প্রসিকিউটরের তৃপ্তি নেই। রিপোর্ট পড়া শেষ হলে পর প্রধান বিচারপতি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন:

'আচ্ছা, শরীরের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষার রিপোর্টটা সম্ভবত না পড়লেও চলবে?'

প্রধান বিচারপতির দিকে না তাকিয়েই প্রসিকিউটর গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন:

'আমি চাই সেটাও যেন পড়া হয়।'

এই কথাটা বলতে গিয়ে চেয়ার থেকে একটু উঠলেন এবং তাঁর আচরণর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন যে পদাধিকার বলে তিনি চাইতে পারেন যেন রিপোর্ট পড়া হয় এবং তিনি তাঁর দাবি ছাড়বেন না। প্রধান বিচারপতি যদি আপত্তি তোলেন তা হলে আপীলের দরজা খোলা থাকবে।

সহকারী জজদের মধ্যে যাঁর বেশ বড়ো দাড়ি, যাঁর করুণাস্নিগ্ধ দুটি চোখের নিচেকার চামড়া ঝুলে পড়েছে থলের মতো, যিনি শ্লেষ্মারোগে ভুগছেন — ভেতরে ভেতরে বড়ই অবসাদ অনুভব করছিলেন। তিনি প্রধান বিচারপতিকে বললেন:

'এত সব পড়ার কি দরকার? এতে কেবল মামলাটা টেনে লম্বা করা হবে। এই সব নুতন কেতার সাক্ষ্যপ্রমাণ নুতন ঝাড়ুর মতো, যতটা না সাফ করে তার তুলনায় সময় নেয় অনেক বেশি।'

সোনার চশমা-পরা জজ ভদ্রলোক কিছু বললেন না, বিষণ্ণ মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছেন কোনো কিছু থেকে ভালো ফল পাবার আশা দুরাশা — না পাবেন স্ত্রীর কাছ থেকে না দৈনন্দিন জীবন যাত্রা থেকে।

এবার রিপোর্ট পড়া শুরু হল।

সেক্রেটারি পড়তে শুরু করলেন স্পষ্ট উচ্চারণে, স্বর একটু চড়িয়ে দিলেন, যাতে আদালতের তন্দ্রালু ভাবটা কেটে যায়:

'১৮৮... অব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে মেডিকেল বিভাগের নির্দেশ অনুসারে, এসিস্টেন্ট মেডিকেল ইনস্পেক্টরের উপস্থিতিতে আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী আমার এই ৬৩৮ নং কেসের সম্পর্কিত অভ্যন্তরস্থ নিম্নলিখিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করার পর দেখি:

১। ডান দিকের ফুসফুস এবং হৃদয়যন্ত্র (একটি ৬-পাউন্ড কাচের বয়ামে রক্ষিত)

২। পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ বস্তু (একটি ৬-পাউন্ড কাচের বয়ামে রক্ষিত)

৩। পাকস্থলী (একটি ৬-পাউন্ড কাচের বয়ামে রক্ষিত)

৪। যকৃৎ, প্লীহা ও মূত্রগ্রন্থিদ্বয় (একটি ৩-পাউন্ড কাচের বয়ামে রক্ষিত)

৫। অন্ত্রাদি (একটি ৬-পাউন্ড মাটির বয়ামে রক্ষিত)'

এই রিপোর্ট পাঠের শুরুতে প্রধান বিচারপতি একজন সহকারী জজের দিকে ঝুঁকে পড়ে কানে কানে কথা বলার পর অন্য জনের দিকে ফিরে কী-যেন বললেন। তারপর উভয়ের সম্মতি লাভের পর এখানেই রিপোর্ট পাঠে বাধা দিয়ে ঘোষণা করলেন:

'আদালত মনে করেন এই রিপোর্ট পাঠ করার কোনো প্রয়োজন নেই।'

সেক্রেটারি পড়া বন্ধ করে কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে দিলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর রেগেমেগে কী-যেন সব লিখলেন তাঁর টেবিলে রাখা কাগজে।

প্রধান বিচারপতি এবার ঘোষণা করলেন:

'জুরি মহোদয়েরা এবার সাক্ষ্যপ্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত বস্তুসামগ্রী পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

জুরিদের প্রধান এবং আরো কেউ কেউ তাঁদের চেয়ার ছেড়ে টেবিলের উপর রক্ষিত জিনিসগুলি দেখতে লাগলেন। নিজেদের হাত নিয়ে কী করবেন যেন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা পর পর দেখতে লাগলেন সেই আঙটি, কাচের সব আধার এবং টেস্ট-টিউব। সওদাগর ভদ্রলোক সাইবেরিয়ার সেই অতিকায় সওদাগর সম্বন্ধে মনে মনে একটা ধারণা স্থির করে রেখেছেন। তিনি সেই হীরে বসানো আঙটিটা একবার নিজের একটা আঙুলে ধারণ করেও দেখলেন। আঙটিটা খুলে টেবিলে যথাস্থানে ফেরৎ রাখতে গিয়ে নিচু গলায় বললেন:

'হ্যাঁ, একটা আঙুলের মতো আঙুল বটে — আঙুল তো না, একটা আস্ত শশা।'

২১

সাক্ষ্যপ্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত যাবতীয় সামগ্রী জুরিদের দ্বারা পরীক্ষিত হবার পর প্রধান বিচারপতি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন তদন্ত শেষ হয়েছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেহাই পাবার আশায় বিরতি না দিয়ে প্রসিকিউটরকে তাঁর বক্তৃতা শুরু করতে বললেন। তিনি মনে করেছিলেন ভদ্রলোক হাজার হোক মানুষ তো, সুতরাং অন্যান্য ভদ্রলোকদের মতো নিশ্চয় ধূমপান করতে চাইবেন, ডিনার খেতে চাইবেন — অর্থাৎ অন্যদের প্রতি কৃপা করে বক্তব্যটা একটু হ্রস্ব করতে চাইবেন। কিন্তু প্রসিকিউটর কারো প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার পাত্র নন — নিজের প্রতিও মায়াদয়া দেখালেন না, অন্যদের প্রতিও নয়। আসলে লোকটার ঘটে বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম, তাছাড়া দুর্ভাগ্য বলতে হবে স্কুল থেকে বেরোবার সময় পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে সে একটা সোনার পদক পেয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে রোমান ল অধ্যয়ন করার সময় 'সার্ভিট্যুড'*) নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার লাভ করেছিল। এই সব কারণে তার আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রত্যয় ছিল প্রায় পর্বতপ্রমাণ (মহিলা মহলে তার জনপ্রিয়তা এর আরও সহায়ক হয়), ফলত নির্বুদ্ধিতাও ছিল আকাশচুম্বী।

প্রধান বিচারপতি তাঁকে বক্তৃতা করতে বলার পর তিনি তাঁর চেয়ার থেকে ধীরমন্থর গতিতে উঠে দাঁড়ালেন — যাতে সোনালি জরির কাজ-করা জমকালো উর্দিতে তাঁর সুঠাম দেহের সবটুকু সৌষ্ঠব সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। সামনের টেবিলের উপর দুটি হাত রেখে মাথা ঈষৎ হেলিয়ে তিনি আদালত-কক্ষের চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিলেন — তাকালেন না কেবল কয়েদীদের দিকে। তারপর শুরু করলেন। রিপোর্টগুলি যখন পড়া হচ্ছিল তিনি তখন তাঁর বক্তৃতার খসড়া তৈরি করে থাকবেন।

'জুরিবর্গের ভদ্র মহোদয়গণ! আপনাদের সামনে আজ যে-মামলা উপস্থাপিত হয়েছে তা, আমায় যদি অনুগ্রহ করে অনুমতি দেন, আমি বলব খুবই বিশিষ্ট ধরনের অপরাধের মামলা।'

ভদ্রলোকটির বদ্ধমূল ধারণা পাবলিক প্রসিকিউটরের বক্তৃতার একটা সামাজিক গুরুত্ব থাকা উচিত সব সময়, যেমন থাকে নামী উকিলদের প্রদত্ত সব প্রখ্যাত বক্তৃতার। অবশ্য শ্রোতৃবর্গের মধ্যে আছে মাত্র তিনটি স্ত্রীলোক — একজন মেয়ে-দরজি, রাঁধুনী একজন ও সিমনের বোন এবং এক কোচোয়ান। তাতে কি আসে যায়। আইনজগতের খ্যাতনামারাও এই

ভাবেই শুরু করেছিলেন তাঁদের কর্মজীবন। প্রসিকিউটরের কর্মনীতিটাই হল তাঁর পেশাগত জীবনের উচ্চতম শিখরে পৌঁছুবার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা। তাঁর ধারণা সেখানে পৌঁছুতে হলে তাঁকে অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যের গভীরে প্রবেশ করতে হবে এবং সমাজদেহের ক্ষত উদ্‌ঘাটন করতে হবে। প্রসিকিউটর বলে চললেন: 'আজ আপনাদের সামনে কী দেখছেন, জুরিবর্গের ভদ্রমহোদয়গণ! আমাকে যদি বলতে বলেন, আমি বলব আপনারা দেখছেন এমন একটি অপরাধের চেহারা, যার মধ্যে বর্তমান শতাব্দীর শেষ পাদের সকল বৈশিষ্ট্য প্রকট। বর্তমান সমাজের গলিত পচিত দূষিত আবহাওয়ার একটি অতি বেদনাদায়ক কলঙ্কের প্রকাশ দেখা যাবে এই অপরাধের বিকৃত বীভৎস কদর্য চেহারায়।'

পাবলিক প্রসিকিউটর অনেকক্ষণ ধরে টানা বক্তৃতা করে গেলেন, চেষ্টা করলেন গালভরা যে-সব শব্দসম্ভার পূর্ব থেকে সযত্নে বেছে রেখেছিলেন তার একটিও যেন বাদ না যায়। অনর্গল বলে গেলেন একটুও না থেমে, ঝাড়া সোয়া ঘণ্টা ধরে অজস্র শব্দের স্রোত যেন বয়ে গেল। হ্যাঁ, একটি বার কেবল থেমেছিলেন মুখের লালা গিলবার জন্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে এই ধীরগতির ক্ষতিপূরণ করলেন আরও বেশি বাকচাতুর্য দিয়ে। স্বরগ্রাম কখনো নিচু করে জুরিবর্গের প্রতি লক্ষ্য রেখে মিহি সুরে যেন মিনতি নিবেদন করলেন — একবার এ-পায়ে দাঁড়িয়ে একবার ও-পায়ে। কখনো আবার নিজের নোটবুক দেখে এমন সুরে কথা বললেন যেন কাজের কথা ছাড়া তিনি আর কিছু বলেন না। এক-একবার শ্রোতাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে জুরিদের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে কথা বলে চললেন মনে হল যেন উচ্চ স্বরে তিরস্কার করছেন। আদালতে যারা ছিল তাদের সকলের দিকেই কোনো-না-কোনো সময় চোখ বুলিয়ে নিলেন -- এক কেবল কয়েদীদের ছাড়া; যদিচ তিনজন আসামী সমানে প্রসিকিউটরের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। প্রসিকিউটর যে-মহলে বিচরণ করেন সেই মহলে প্রচলিত চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণার একটাকেও বাদ দিলেন না, যেনতেন প্রকারেণ ঢুকিয়ে দিলেন তাঁর বক্তৃতার মধ্যে। তাঁর সময়ে, কেবল তাঁর সময়ে কেন, বর্তমানেও — মনে করা হত এই সব চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণার মধ্যে বিজ্ঞানের চরম বিকাশ ঘটেছে। এই সব প্রসঙ্গের মধ্যে ছিল বংশানুক্রমিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সহজাত অপরাধপ্রবণতা, লোম্ব্রোশো ও তার্দ-এর মতামত, বিবর্তনবাদ ও জীবনসংগ্রাম, সম্মোহনবিদ্যা ও চৈতন্যোদয়, শার্কো*) ও অবক্ষয়।

প্রসিকিউটর যে ভাবে বর্ণনা করলেন তা থেকে মনে হল সওদাগর স্মেল্‌কোভ ছিলেন সাদামাটা নিষ্পাপ নির্দোষ বলীয়ান রাশিয়ান চরিত্রের প্রতীক স্বরূপ। কলুষিত-চরিত্র কতিপয় ব্যক্তির কবলে পড়ে, মানুষের প্রতি আস্থা সম্পন্ন দরাজ দিল এই সাইবেরীয় বেঘোরে তাঁর প্রাণ হারিয়েছেন। পুরুষানুক্রমিক দাস-প্রথার বিষময় ফল হল সিমন কার্তিন্‌কিন — হীনমতি, জড়বুদ্ধি, অজ্ঞান মানুষ, নীতি ও ধর্মের বালাই সে রাখে না। ইয়েভ্‌ফিমিয়া তারই রক্ষিতা, বংশানুক্রমিক পাপের শিকার এই স্ত্রীলোকটির মধ্যে অধঃপতনের সমস্ত চিহ্ন স্পষ্ট। এই জঘন্য কারবারের কলকাঠি নাড়িয়েছে যে, সামাজিক অবক্ষয়ের হীনতম প্রকাশ যার মধ্যে মূর্ত, সে-স্ত্রীলোকটি আর কেউ নয় — এই মাস্‌লভা।

আসামী মাস্‌লভার দিকে না তাকিয়ে প্রসিকিউটর বলে চললেন:

'আদালত কিছুক্ষণ আগে এর বাড়িওলীর মুখে শুনেছেন এ-স্ত্রীলোকটি কেবল যে শিক্ষালাভ করেছে এমন নয়, এ কেবল লিখতে পড়তে পারে এমন নয়, ফরাসী ভাষাও জানে। পিতৃপরিচয়হীন এই স্ত্রীলোকটি তার রক্তের মধ্যেই পাপের বীজ বহন করছে। মানুষ হয়েছিল আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত পরিবারে, সৎ ভাবে জীবিকা অর্জন করা এর পক্ষে কঠিন হত না, কিন্তু কামলিপ্সা এর মধ্যে এমনি প্রবল ছিল যে উপকারিকাদের পরিহার করে সে তার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য গণিকালয়ে সামিল হয়েছিল। কেবল যে শিক্ষাদীক্ষায় অন্যান্য গণিকাদের সঙ্গে তার পার্থক্য ছিল এমন নয়, প্রধান পার্থক্যটা যে কী ছিল সে তো জুরিবৃন্দের মহোদয়বৃন্দ খোদ বাড়িওলীর মুখে শুনেছেন। শার্কো ও তাঁর সহ-বিজ্ঞানিবৃন্দ সাম্প্রতিক গবেষণার পর যে শক্তির নাম দিয়েছেন সম্মোহিনী শক্তি, বাড়িওলীর সাক্ষ্য থেকে জানা গেল এই স্ত্রীলোকটির সেই রহস্যপূর্ণ শক্তি ছিল এবং সে তা প্রয়োগ করত তার খদ্দের বাবুদের উপর। এই ভাবেই সে মোহবিস্তার করেছিল সহৃদয় সাদ্‌কো*) আমাদের এই ধনাঢ্য সাইবেরীয় সওদাগরের মনে; এই ভাবেই তাঁর আস্থা অর্জন করে প্রথম তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করেছিল ও তৎপরে নৃশংস ভাবে তাঁকে হত্যা করেছিল।'

প্রধান বিচারপতি গোমরামুখো জজের দিকে একটু হেলে হাসতে হাসতে ফিসফিসিয়ে বললেন:

'রিপোর্টের কী ছিরি!'

গোমরামুখো জজও বললেন:

'নিরেট আহাম্মক।'

এদিকে পাবলিক প্রসিকিউটর তো তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে যাচ্ছেন। বেশ কায়দা করে ক্ষীণ কটিদেশ হেলিয়ে দুলিয়ে বললেন:

'জুরিবৃন্দের ভদ্রমহোদয়গণ, এই লোকগুলোর অদৃষ্ট নির্ভর করছে আপনাদের হাতে। কেবল তাই নয়, সমাজের ভবিষ্যতও কিছু পরিমাণে নির্ভর করছে আপনারা কী রায় দেন তার উপর। এই অপরাধের সবটুকু তাৎপর্য অনুধাবন করে দেখুন, মাস্‌লভার মতো বিকৃতমনস্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে কী নিদারুণ বিপদের সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসতে পারে সমাজের উপর — একবার ভালো করে ভেবে দেখুন। সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করুন সমাজকে, যে-সব সহজ সরল মানুষ সমাজ-দেহের মেরুদণ্ড স্বরূপ তাদের বিনষ্ট হতে দেবেন না।'

জুরিবৃন্দের কাছ থেকে প্রত্যাশিত রায়ের গুরুত্ব যে কতখানি, সেই চিন্তায় নিজের বক্তৃতায় নিজেই পরম অভিভূত হয়ে প্রসিকিউটর যেন ধীরে ধীরে তাঁর দেহখানি চেয়ারের উপর এলিয়ে দিলেন।

বাগ্মিতার ফুলঝুরি থেকে মুক্ত করে দেখতে গেলে প্রসিকিউটরের মোদ্দা বক্তব্যটুকু দাঁড়াত এই যে সওদাগরের বিশ্বাস অর্জন করার পর মাস্‌লভা তাঁকে সম্মোহিত করে, তারপর তাঁর চাবিটি হাতিয়ে হোটেলের আবাস-কক্ষে গিয়েছিল স্বয়ং সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করতে। কিন্তু সিমন ও ইয়েভ্‌ফিমিয়ার কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যাবার ফলে ওদের সঙ্গে একটা বখরা করতে হয় বাধ্য হয়ে। তারপর এই অপরাধের সাক্ষ্যপ্রমাণ মুছে ফেলার জন্য সওদাগরকে হোটেলে ফিরিয়ে আনে ও বিষপ্রয়োগে তাকে হত্যা করে।

প্রসিকিউটরের বক্তৃতা শেষ হয়ে যাবার পর উকিলদের বেঞ্চ থেকে একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। পরনে দ্বিধাবিভক্ত পুচ্ছওয়ালা কালো কোট, বুকের কাছটা ঢাকা আছে অর্ধবৃত্তাকার, মাড় দিয়ে শক্ত ইস্ত্রি করা সাদা ধবধবে শার্ট দিয়ে। ইনি কার্তিন্‌কিন ও বচ্‌কোভার পক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা দিলেন। ওরা তিন শো রুব্‌ল ফী দিয়ে ওদের হয়ে ওকালতী করার জন্য এই উকিলকে নিযুক্ত করেছে। ইনি বললেন যত দোষ সবটুকু মাস্‌লভার -- এ'র মক্কেল দু'জন সম্পূর্ণ নির্দোষ।

মাস্‌লভা যে তার জবানীতে বলেছিল যে সে যখন টাকাটা বের করেছিল বচ্‌কোভা ও কার্তিন্‌কিন উপস্থিত ছিল, উকিল বললেন সে-কথা স্রেফ মিথ্যা কথা। তা ছাড়া মাস্‌লভা যখন বিষপ্রয়োগে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত, তার সাক্ষ্য কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

দ্'জন খেটে খাওয়া সৎ লোক যদি হোটেল বাসিন্দাদের কাছ থেকে কখন কখন দিনে তিন থেকে পাঁচ র্ব্ল বকশিস পায়, তাহলে এতকাল হোটেলে কাজ করার পর আড়াই হাজার র্ব্ল অতি সহজেই তারা জমিয়ে থাকতে পারে। ওই মাস্লভাই একা হাতে সওদাগরের টাকাগ্লো চুরি করে — হয়তো টাকাটা কাউকে দিয়ে থাকবে কিংবা হারিয়েও থাকতে পারে, যেহেতু তখন মাস্লভা প্রকৃতিস্থ ছিল না। বিষপ্রয়োগও করেছিল একা হাতে মাস্লভা।

এই সব কারণ দর্শিয়ে উকিল জ্রিবৃন্দের কাছে প্রার্থনা জানালেন যেন টাকাচুরির অপরাধ থেকে কার্তিন্কিন ও বচ্কোভাকে ম্ক্তি দেওয়া হয়। কোনো কারণে তাঁরা যদি চুরির অভিযোগ থেকে ওদের না-ও ম্ক্তি দিতে পারেন, এটা মেনে নেওয়া হোক যে বিষপ্রয়োগে তাদের কোন অংশ নেই, অভিসন্ধিপ্রস্ত বিষপ্রয়োগে ত নয়ই।

উকিল তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে গিয়ে প্রসিকিউটরকে খোঁচা দিয়ে বললেন, বংশগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্নরাবর্তন বিষয়ে প্রসিকিউটর মহাশয়ের ব্যাখ্যা যদিচ চমৎকার, যদিও তিনি এবিষয়ে নানা বৈজ্ঞানিক য্ক্তির অবতারণা করেছেন, বচ্কোভা-সম্বন্ধে সেই সব তথ্য নিতান্তই অবান্তর, কারণ বচ্কোভার পিতৃমাতৃ পরিচয় অজ্ঞাত।

প্রসিকিউটর রাগত ভাবে কী-যেন সব তাঁর নোটখাতায় লিখলেন এবং তাচ্ছিল্যপ্র্ণ বিস্ময়ের ভান করে কাঁধ ঝাঁকালেন।

অতঃপর ভয়ে সংকোচে একটু কেমন যেন ইতস্তত করে মাস্লভার পক্ষ সমর্থন করার জন্য তার উকিল বক্তৃতা দিতে উঠলেন। টাকাচুরির ব্যাপারে মাস্লভারও যে হাত ছিল সে কথা মেনে নিলেও, তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বার বার বললেন যে স্মেল্কোভকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার অভিসন্ধি তাঁর মক্কেলের আদৌ ছিল না। পানীয়ের সঙ্গে গ্ঁড়ো ওষ্ধটা সে মিশিয়ে দিয়েছিল কেবল তাকে ঘ্ম পাড়াবার জন্য। অতঃপর এই উকিলেরও কিঞ্চিৎ বাগ্মিতা করার সাধ হল: তিনি চেষ্টা করলেন মাস্লভা কী ভাবে পাপ ও ব্যভিচারের জীবনে প্রবৃত্ত হল তার একটা কাল্পনিক ছবি দিতে। বললেন মাস্লভার অধঃপতনের ম্লে ছিল যে-দ্শ্চরিত্র প্র্ষ মান্ষটি তাকে কোনো শাস্তি ভোগ করতে হয় নি, তার পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়েছে বেচারা মাস্লভাকে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উকিলের এই অভিযান এমনি ক্লান্তিকর বিফলতায় পর্যবসিত হল যে সকলের পক্ষে তা নিদার্ণ অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল। তিনি যখন একটু ঢোক গিলে অস্পষ্ট

ভাবে পুরুষ জাতির হৃদয়হীনতা ও অবলা স্ত্রীজাতির অসহায় অবস্থা বিষয়ে আরো কী যেন বলতে চাইলেন, তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়েই যেন প্রধান বিচারপতি বাধা দিয়ে বললেন উকিল যদি তাঁর বক্তব্য মামলার প্রকৃত ঘটনার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন তাহলে আদালতের পক্ষে সুবিধা হয়।

তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার পর প্রসিকিউটর আবার একবার দাঁড়ালেন জবাব দিতে। বংশগতি সম্পর্কে নিজের বক্তব্যের সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বললেন, বচ্‌কোভার পিতৃমাতৃ পরিচয় অজ্ঞাত হলেও তা-দ্বারা বংশানুক্রমিকতার নীতির সত্যতা অসিদ্ধ বলে প্রমাণিত হয় না। বংশ পরম্পরাক্রমে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদির পুনরাবৃত্তি যে ঘটে, বিজ্ঞান সে-সত্য এমনি দৃঢ় ভাবে সপ্রমাণ করেছে যে বংশানুক্রমের মধ্যে আজ আমরা যেমন অপরাধের উৎস সন্ধান করে পেতে পারি, তেমনি অপরাধের প্রকৃতি বিচার করে বলতে পারি অপরাধীর বংশানুক্রম কেমন। আর মাস্‌লভার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে এই যে বলা হয়েছে কোনো একজন অনির্দিষ্ট ও কাল্পনিক (কাল্পনিক কথাটার উপর বেশ একটু জোর দিয়ে) অসচ্চরিত্র লম্পট তাকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য প্রলুব্ধ করে থাকবে — এই উক্তির বিরুদ্ধে তিনি আদালতে উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এইটুকুই বলতে পারেন যে অপরদের দ্বারা প্রলুব্ধ হওয়া দূরে থাক, যারাই মাস্‌লভার ফাঁদে পা দিয়েছে তারাই হয়েছে এই কুহকিনীর শিকার। এই বলে প্রসিকিউটর যেন বিজয়দর্পে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন।

অতঃপর আত্মপক্ষ সমর্থনে আসামীদের কিছু বলবার অনুমতি দেওয়া হল।

ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভা তার আগের কথা পুনরাবৃত্তি করে বলল যে সে এই মামলার ঘটনাবলী সম্বন্ধে কিছুই জানে না, এই সব ঘটনায় তার কোনো হাত নেই, আবার দৃঢ়তার সঙ্গে বলল মাস্‌লভাই সব কিছুর জন্য দায়ী। সিমন কার্তিন্‌কিন একাধিক বার বলল:

'সবই আপনাদের হাতে, কিন্তু আমার কোন অপরাধ নেই, এটা ঘোরতর অন্যায়।'

মাস্‌লভা আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি কথাও বলল না। প্রধান বিচারপতি যখন বললেন তার সেই অধিকার আছে, সে কেবল একবার তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইল। তারপর আদালত-কক্ষের চতুর্দিকে তাকাল শিকারীর পাল্লায় পড়া অসহায় জন্তুর মতো। পরক্ষণেই মাথাটা নামিয়ে হাপুস নয়নে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

নেখ্‌লিউদভের দিক থেকে হঠাৎ কী যেন একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে, ওর পাশে-বসা সওদাগর জিজ্ঞাসা করলেন:

'কী ব্যাপার?'

আসলে সে-শব্দটা ছিল নেখ্‌লিউদভের জোর করে ঠেকিয়ে রাখা একটা কাতরতার শব্দ। সে তখনও ঠিক বুঝতে পারছিল না নিজের বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব। নেখ্‌লিউদভ ভাবল ওর ওই জোর করে ঠেকিয়ে রাখা কান্না আর উপচে-আসা চোখের জলের হেতু নিছক ওর স্নায়ুর দুর্বলতা। চোখের জল লুকোবার জন্য নেখ্‌লিউদভ পাঁশনেটা পরে নিল আর রুমালটা বের করে একবার নাক ঝাড়ল।

আদালতের সবাই যদি জেনে ফেলে তার আচরণ তা হলে কী পরিমাণ লাঞ্ছনা-অপমান ওকে সইতে হবে — সেই ভয়টাই তখন ওকে পেয়ে বসেছে, ওর অন্তরের সমস্ত অনুভূতি ছাপিয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রথম পর্বে এই ভয়ের ভাবটাই ছিল সব চেয়ে প্রবল।

২২

আসামীদের জবানী সর্বশেষ শোনা হয়ে যাবার পর বিচারক তিনজন মিলে স্থির করলেন কী ভাবে প্রশ্নগুলি জুরিবৃন্দের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে। এটা ঠিক করতে কিছুটা সময় গেল। প্রশ্নের বয়ান স্থিরীকৃত হবার পর প্রধান বিচারপতি সমগ্র মামলার সারমর্ম সংক্ষেপে পর্যালোচনা করতে শুরু করলেন।

আসল মামলার প্রসঙ্গে আসবার আগে প্রধান বিচারপতি জুরিদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ঘরোয়া ভাবে অন্তরঙ্গ সুরে বুঝিয়ে বললেন পরস্ব অপহরণ করা মানেই চুরি, তালাচাবী দিয়ে বন্ধ-করা কোনো জায়গা থেকে চুরি করা মানে স্রেফ তালাচাবী-বন্ধ জায়গা থেকে চুরি, তেমনি তালাচাবী বন্ধ না-করা কোনো জায়গা থেকে চুরি করা মানে এমন জায়গা থেকে চুরি করা যা নাকি তালাচাবী-বন্ধ ছিল না। এই চুরিতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি বেশ কয়েকবার বিশেষ করে তাকালেন নেখ্‌লিউদভের দিকে — ভাবখানা এমন যেন নেখ্‌লিউদভ এই সব গূঢ় তত্ত্বগুলি স্বয়ং যদি সম্যক বুঝে নেন তাহলে তিনি জুরিবৃন্দের অপর সবাইকে বুঝিয়ে

বলতে পারবেন। জুরিরা এই সব তত্ত্ব সম্যক অনুধাবন করে থাকবেন বলে মনে হবার পর, প্রধান বিচারপতি আরো একটি তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করলেন — বললেন, খুন মানে নরহত্যা অর্থাৎ এমন একটি কাজ করা যার ফলে কোনো ব্যক্তি প্রাণ হারায়, সুতরাং বিষ-প্রয়োগে হত্যা করাও একপ্রকার খুন করা। যখন তাঁর মনে হল এই দ্বিতীয় সত্যটাও জুরিবৃন্দ সম্যক প্রনিধান করেছেন তখন তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে চুরি ও খুন যদি একই সময়ে সম্পাদিত হয়ে থাকে তা হলে এ-দুটি সংযুক্ত অপরাধের সংজ্ঞা হয় খুন সহ চুরি।

প্রধান বিচারপতি স্বয়ং যদিচ মামলাটা যথাসত্বর শেষ করে দিতে আগ্রহী, যদিচ তিনি জানতেন যে তাঁর সেই সুইস প্রণয়িনী তাঁর জন্য প্রতীক্ষারত — তবু তাঁর পেশাগত অভ্যাস এমনি প্রবল যে একবার কথা বলতে শুরু করে তিনি ছেদ টানতে পারলেন না। জুরিদের তিনি খুবভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে তাঁরা যদি কোনো আসামীকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেন, তা হলে সে আসামীকে দোষী বলে রায় দেবার অধিকার তাঁদের আছে। তেমনি নির্দোষ সাব্যস্ত করলে কোনো আসামীকে জুরিরা নির্দোষ বলেও রায় দিতে পারেন। যদি জুরিরা মনে করেন কোনো আসামী একটি অপরাধে অপরাধী কিন্তু অন্যটিতে নির্দোষ তা হলে সেই অপরাধের জন্য তাকে দোষী বলে রায় দিয়ে বলতে পারেন অন্য অপরাধে সে নির্দোষ। দোষী-নির্দোষ স্থির করার এই যে অধিকার আইন তাঁদের দিয়েছে, জুরিরা সে অধিকার এবং সে-দায়িত্ব যেন সুবিচার-পূর্বক পালন করেন। প্রধান বিচারপতি আরও বলতে চেয়েছিলেন যে যদি তাঁরা কোনো প্রশ্নের হাঁ-সূচক জবাব দেন তার অর্থ হবে এই যে সে প্রশ্নের সকল প্রসঙ্গ তাঁরা মেনে নিয়েছেন। প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত এক কিংবা একাধিক প্রসঙ্গ নিয়ে যদি তাঁদের অন্য মত থাকে তা হলে জবাব দেবার সময় সেটা খোলাসা করা উচিত। এ-প্রসঙ্গটা তুলতে ইচ্ছা করেছিলেন বটে, কিন্তু তুলতে পারলেন না কারণ ঘড়িতে যখন দেখলেন তিনটে বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি, প্রধান বিচারপতি স্থির করলেন তড়িঘড়ি সমগ্র মামলার সংক্ষিপ্তসার বলে দেবেন।

'এই মামলার ঘটনাবলী এই রকম...'

এই বলে তিনি শুরু করলেন। যেসব কথা উকিলদের কাছ থেকে, প্রসিকিউটরের কাছ থেকে ও সাক্ষীদের কাছ থেকে একাধিক বার শোনা হয়ে গেছে, সেই সব কথারই তিনি পুনরুক্তি করে চললেন।

প্রধান বিচারপতি বলে চললেন। তাঁর পাশে বসা সহকারী দু'জন জজ গভীর মনোযোগে তাঁর বক্তব্য শুনে গেলেন বটে, কিন্তু ঘন ঘন তাঁরা তাকাচ্ছিলেন ঘড়ির দিকে। তাঁদের মনে হচ্ছিল প্রধান বিচারপতির বক্তৃতা দস্তুরমতো ভালো — যেমনটা হওয়া উচিত — যদিচ একটু লম্বা। পাবলিক প্রসিকিউটর, উকিলেরা এবং আদালতে উপস্থিত আর সকলেরও এই একই মত।

সংক্ষিপ্তসার শেষ হবার পর মনে হয়েছিল হয়তো প্রধান বিচারপতির আর কিছু বক্তব্য নেই। কিন্তু প্রধান বিচারপতি তাঁর বক্তৃতা দেবার অধিকার পরিহার করতে নারাজ — নিজের গুরুগম্ভীর গলার স্বরে তিনি নিজেই এত মুগ্ধ যে তিনি মনে করলেন জুরিবৃন্দকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তার গুরুত্ববিষয়ে আরও দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। সুতরাং তিনি বলে চললেন যে জুরিবৃন্দ তাঁদের অধিকার খাটাবেন সযত্নে সাবধানে, তাঁরা যেন তাঁদের উপর প্রদত্ত অধিকারের অপপ্রয়োগ না করেন, যেন মনে রাখেন তাঁরা ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করে ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই সমাজের বিবেকবুদ্ধি, জুরি-কামরায় তাঁদের নিজেদের মধ্যে যেসব আলাপ আলোচনা বা তর্কবিতর্ক হবে সে সব আর পাঁচজনাকে বলা নীতি-বিগর্হিত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যতক্ষণ প্রধান বিচারপতির বক্তৃতা চলল মাস্‌লভা তাঁর মুখ থেকে যেন চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না, তার ভয় হচ্ছিল পাছে অনবধানে একটা কথাও তার কান ফসকে বেরিয়ে যায়। এ-অবস্থায় মাস্‌লভার সঙ্গে চোখাচোখি হবার কোনো আশঙ্কা না থাকায় নেখ্‌লিউদভ সারাক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেক বছর ধরে যে প্রিয় মুখ আমরা দেখি নি, আবার যদি সে-মুখ আমরা দেখতে পাই, সর্বপ্রথম নজরে পড়ে বিচ্ছেদ-পর্বে সে-মুখাকৃতিতে বাইরে থেকে যেসব অদলবদল ঘটেছে। তারপর আরো একটু অভিনিবেশে নজর করলে পুরাতন মুখাকৃতির আদল যেন ঘুরেফিরে আসে। তখন কালের পরিবর্তন যেন ধুয়ে মুছে যায় এবং আমাদের মনের চোখের উপর ভেসে আসে একজন এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তার ভাবমূর্তিটুকু। নেখ্‌লিউদভের ভেতরে ভেতরেও যেন ঠিক তাই ঘটছিল।

হোক না দেহখানা জেলখানার আলখাল্লায় আবৃত, তনু দেহ আজ যদিচ পূর্ণতা প্রাপ্ত, বুকদুটো স্ফীতি লাভ করেছে, চোয়াল আগের তুলনায় ভারী, ললাটে দু-চারটে রেখা দেখা যাচ্ছে, চোখদুটো ফোলা ফোলা — তবু এই মাস্‌লভা নিশ্চয় সেই কাতিউশা, যে সেই ঈস্টারের রাতে নিষ্পাপ দুটি

চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়েছিল। কাতিউশার সেই দৃষ্টিতে ছিল ভালোবাসা, ছিল আনন্দ, ছিল প্রাণের উচ্ছ্বাস।

নেখ্লিউদভ ভাবছিল:

'কী আশ্চর্য যোগাযোগ! এতকাল এই দশ বছরের মধ্যে তো ওকে আমি কোথাও দেখি নি, অথচ, আজকের এই মামলায় জুরিবৃন্দের একজন হয়ে আমি এই আদালতে বসেছি বলেই কিনা ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এখানে — আসামীর কাঠগড়ায়। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে! আহা, ওরা যদি আর একটু তাড়াতাড়ি এগোতে পারত!'

নেখ্লিউদভের মনে একটা অনুতাপের ভাব আসছিল না যে এমন নয়, সে চাইছিল ওই ভাবটাকে দমন করতে। মনে মনে সে ভাবতে চেষ্টা করল এটা নিতান্তই এক প্রক্ষিপ্ত ঘটনা এবং ওর অভ্যস্ত জীবনধারাকে প্রভাবিত না করেই পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। ওর মনে হচ্ছিল ও যেন এক কুকুরছানা, মনিব ওর ঘাড়ে ধরে নাকমুখ ঘষে দিচ্ছেন ওরই নোংরা করা জায়গায়। কুকুরছানা কেঁউ কেঁউ করে, ঘাড় সরিয়ে পালিয়ে যেতে চায় দুষ্কর্মস্থল থেকে অনেক দূরে। কিন্তু নির্মম প্রভু তাকে পালাতে দিলে তো!

নেখলিউদভ ওর কৃতকর্মের ঘৃণ্য বীভৎসতাটুকু উপলব্ধি করেছিল, বুঝতেও পেরেছিল প্রভু ওর ঘাড় ধরেছেন শক্ত হাতে। কিন্তু ওর কাজের পুরো তাৎপর্যটুকু বুঝতে তখনো ওর বাকি ছিল এবং প্রভুকেও স্বীকার করতে সে নারাজ। তার সামনে যে পড়ে আছে তারই দুষ্কৃতির ফল — এটা সে জানতে চায় নি। কিন্তু প্রভুর অদৃশ্য অকরুণ হাত তার ঘাড় চেপে ধরে আছে এবং তা থেকে সে যে কিছুতেই রেহাই পাবে না তার পূর্বাভাস সে ইতিমধ্যে পেয়ে থাকবে। তখনো তার সাহস অটুট, জুরিবৃন্দের প্রথম সারিতে তখনো সে বসে আছে তার অভ্যস্ত প্রশান্ত ভঙ্গীতে, একটি পায়ের উপর আলগোছে অন্য পা-টা তুলে, তখনো পাঁশনেটা নিয়ে খেলা করছে তার আঙুল। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ওর অনুতাপ হচ্ছিল কেবল সেই কাতিউশার ব্যাপার নিয়ে নয়, পরন্তু নিজের চরিত্রের সমস্ত দোষগুলির কথা ভেবে, নিজের নিষ্কর্মা জীবনের যথেচ্ছাচার, কাপুরুষোচিত আচরণ, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, নীচতা ও নিষ্ঠুরতার বিষয় স্মরণ করে। আর সেই ভয়ঙ্কর বিস্মৃতির যবনিকা — যা কী জানি কেমন করে পুরো বারো বছর ধরে, সারাক্ষণ ঝুলছিল তার জীবনযাত্রার উপর, আজ যেন একটু একটু করে অপসারিত হতে লাগল, আবরণ ভেদ করে সে যেন ঝলকে দেখতে পেল অন্তরালে কত পাপ কত কলঙ্ক পুঞ্জীভূত।

২৩

শেষ পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির লম্বা বক্তৃতা শেষ হল, সুঠাম ভঙ্গীতে তিনি হাত বাড়িয়ে একখানা কাগজ তুলে নিলেন, তাতে লেখা কী কী প্রশ্নের জবাব দিতে হবে জুরিবৃন্দকে। জুরিদের প্রধান এগিয়ে এসে কাগজখানা নিলেন। জুরিরা একে একে উঠে দাঁড়ালেন মুখে একটা সংকোচের ভাব নিয়ে, হাতদুটো নিয়ে কী করা যায় যেন তাঁরা ভেবে পাচ্ছেন না। কিন্তু আদালত-কক্ষ ছেড়ে নিজেদের কক্ষে যেতে পেরে সবাই তাঁরা মনে মনে খুশি। জুরি-কামরার দরজাটা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একজন শান্ত্রী এসে দাঁড়াল, তার অসিটা কোষমুক্ত করে কাঁধের উপর রেখে দরজার সামনে কড়া পাহারায় দাঁড়িয়ে রইল। জজ তিনজন আসন ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন, আসামীদেরও নিয়ে যাওয়া হল আদালত-কক্ষের বাইরে।

জুরি-কামরায় ঢুকে ঠিক আগের বারের মতো জুরিরা প্রথমেই সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিলেন। আদালতে বসে থাকতে সবাই তাঁরা কেমন যেন অল্পবিস্তর অস্বস্তি বোধ করছিলেন, যেন জুরি সেজে বসাটার মধ্যে একটু অস্বাভাবিকতা আছে, ফাঁকি আছে। জুরি-কামরায় ঢুকে কিছুক্ষণ ধূমপান করার পর তাঁদের সেই অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাবটা কেটে গেল। এতক্ষণে তাঁরা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সোৎসাহে আলাপ জুড়ে দিলেন।

সহৃদয় সওদাগর বললেন:

'মেয়েটার কোনো দোষ নেই — কী করে যেন জড়িয়ে পড়েছে। আমরা নিশ্চয় বলব ওর প্রতি একটু মায়াদয়া দেখাতে।'

প্রধান বললেন:

'এটাই তো আমাদের বিচারবিবেচনা করে দেখতে হবে। কার কী ব্যক্তিগত ধারণা তা দিয়ে চালিত হলে চলবে না।'

কর্নেল বললেন:

'প্রধান বিচারপতির সংক্ষিপ্ত সার কিন্তু উৎকৃষ্ট হয়েছিল।'

'উৎকৃষ্টই বটে! আমি তো ঘুমে প্রায় ঢুলে পড়েছিলাম!'

ইহুদিবংশ-সম্ভূত করণিকটি বললেন:

'মোদ্দা কথাটা এই যে মাস্‌লভার সঙ্গে যদি যোগসাজস না থাকত, হোটেলের চাকরবাকর কিছুতেই টাকাপয়সার খোঁজ পেত না।'

জুরিদের একজন প্রশ্ন করলেন:

'তাহলে আপনি কি মনে করেন মাস্‌লভাই টাকাটা চুরি করে থাকবে?'

সহৃদয় সওদাগর একটু গলা চড়িয়ে বললেন:

'কিছুতে সেকথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। সব কিছুর জন্য দায়ী ওই লাল-চোখো কুচ্ছিত বুড়ীটা।'

কর্নেল বললেন:

'কেউই কম যায় না! এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ!'

'কিন্তু বুড়ীটা তো বলল ওই ঘরের মধ্যে সে আদৌ যায় নি।'

'তা হলে ওর কথাটাই আপনি বেশি বিশ্বাস করুন। আমি হলে জীবনেও বিশ্বাস করতাম না ও-মাগীর কথা।'

করণিক ভদ্রলোক বললেন:

'আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাস দিয়ে তো প্রশ্নের সদুত্তর মিলবে না।'

কর্নেল বললেন:

'চাবী কিন্তু ছিল ওই মেয়েটার হাতে।'

সওদাগর উত্তেজিত হয়ে বললেন:

'ছিল তো ছিল, তাতে কী এসে যায়?'

'আঙটিটাও ছিল।'

সওদাগর চেঁচিয়ে উঠলেন:

'আহা, সে কথা কি সে নিজের থেকেই বলে নি? শুনেছেন তো বেজায় বদ্‌মেজাজ ছিল লোকটার, মদও গিলেছিল প্রচুর, মদের ঝোঁকে ধাক্কা মেরেছিল মেয়েটিকে। তারপর, বোঝাই যাচ্ছে, করুণা হল। লোকটা তখন বলল, 'রাগ কোরো না, নাও এই আঙটিটা।' ওরা কি বলছিল শোনেন নি — লোকটা লম্বায় ছিল ছ'ফুট পাঁচ। আমার তো মনে হয় ওজন ছিল কমসে কম সাড়ে তিন মণ।'

পিওতর গেরাসিমোভিচ বাধা দিয়ে বললেন:

'আহা, ওটা তো কোনো কাজের কথা নয়। প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এই যে সমস্ত ব্যাপারটা কি ওরই কারসাজি — এ-ব্যাপারে উসকানি দিয়েছিল কি ওই মেয়েটা না হোটেলের চাকর?'

'চাকরবাকরের পক্ষে একা হাতে কিছু করা সম্ভব ছিল না, চাবি ছিল মেয়েটির হাতে।'

এই রকম আগড়ম বাগড়ম চলল বেশ কিছু সময় ধরে।

অতঃপর প্রধান বললেন:

'মাপ করবেন মশাইরা, টেবিলে নিজ নিজ জায়গায় বসে সমস্ত ব্যাপারটা একবার আলোচনা করে দেখলে হয় না? আসুন, বসুন।'

এই বলে প্রধান নিজের চেয়ারে বসলেন।

করণিক বলে চললেন:

'এ-সব মেয়েমানুষ না করতে পারে হেন কাজ নেই।'

মুখ্য অপরাধী মাস্‌লভা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না — তাঁর নিজস্ব এই অভিমতের সমর্থনে করণিক বলে চললেন কেমন করে কিছুদিন আগে এক গণিকার কারসাজিতে প্রকাশ্য রাজপথে তাঁর জনৈক বন্ধুর ঘড়ি খোয়া গিয়েছিল।

এই কাহিনীর জের টেনে কর্নেল রুপোর একটি সামোভার চুরি বিষয়ে আরো এক চিত্তাকর্ষী গল্পের অবতারণা করলেন।

টেবিলের উপর পেন্সিল ঠুকে প্রধান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন:

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা এবার প্রশ্নগুলি অবধান করুন।'

এবার সকলে নীরব।

প্রধান বিচারপতি প্রশ্নগুলি বিন্যাস করেছিলেন নিম্নলিখিত রূপে:

১। ক্রাপিভেন্‌স্কি জেলার বোর্কি গ্রামের অধিবাসী তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক সিমন পেত্রোভিচ কার্তিন্‌কিন — সে কি ১৮৮... অব্দের ১৭ জানুয়ারী তারিখে ... শহরে কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে যোগসাজসে সওদাগর স্মেল্‌কোভের অর্থ অপহরণের জন্য তার প্রাণ নাশের উদ্দেশ্যে তাকে বিষ-মিশ্রিত ব্রাণ্ডি পান করতে দিয়ে তার মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছিল এবং নগদে তার কাছ থেকে দু'হাজার পাঁচশো রুব্‌ল ও একটি হীরার আঙটি আত্মসাৎ করেছিল? সিমন পেত্রোভিচ কার্তিন্‌কিন কি উপরোক্ত অপরাধে অপরাধী?

২। তেতাল্লিশ বৎসর বয়স্কা মেশ্চান্‌কা সম্প্রদায়ভুক্ত ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভা কি উপরোক্ত অপরাধে অপরাধী?

৩। মেশ্চান্‌কা সম্প্রদায়ভুক্ত সাতাশ বৎসর বয়স্কা ইয়েকাতেরিনা মিখাইলভ্‌না মাস্‌লভা কি উক্ত প্রথম প্রশ্নে বর্ণিত অপরাধে অপরাধী?

৪। আসামী ইয়েভফিমিয়া বচ্‌কোভা যদি প্রথম প্রশ্নে বর্ণিত অপরাধে অপরাধী না হয়, সে কি ১৮৮... অব্দের ১৭ জানুয়ারি তারিখে ...শহরে হোটেল 'মোরিতানিয়ায়' চাকুরীরত থাকা কালে উক্ত হোটেল-নিবাসী সওদাগর স্মেল্‌কোভের কামরায় স্থিত তার তালাবন্ধ পোর্টম্যাণ্টো থেকে দু'হাজার পাঁচ শো রুব্‌ল চুরি করেছিল এবং এই চুরি করার উদ্দেশ্যে একটি চাবী সংগ্রহ

করেছিল ও সেই চাবী তালায় লাগিয়েছিল? ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভা কি উপরোক্ত অপরাধে অপরাধী?

প্রধান প্রথম প্রশ্নটি পাঠ করার পর বললেন:

'এই প্রশ্নের উত্তরে কী বলতে চান বলুন, ভদ্রমহোদয়গণ!'

এই প্রশ্নের উত্তর তাড়াহুড়া মিলে গেল। সবাই একমত হয়ে বলতে চাইলেন 'অপরাধী' — এই বিশ্বাসে যে বিষপ্রয়োগ ও চুরি উভয় ব্যাপারের সঙ্গে কার্তিন্‌কিন যুক্ত ছিল। কেবল একজন মাত্র অন্য মত প্রকাশ করলেন — ইনি একজন বৃদ্ধ — এক সমিতিবদ্ধ শ্রমিক সংস্থার শরিক। ইনি কার্তিন্‌কিনকে বেকসুর খালাস করার স্বপক্ষে ক্রমাগত মত দিয়ে চললেন।

জুরিদের প্রধান ভাবলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি, তিনি আরম্ভ করলেন তাঁকে বুঝিয়ে দিতে যে সকল ঘটনা কার্তিন্‌কিন ও বচ্‌কোভার অপরাধের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। বৃদ্ধ জবাব দিলেন তিনি সব কথা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন, তৎসত্ত্বেও তিনি মনে করেন যে অনুকম্পা দেখানো ভালো হবে। তিনি তাঁর মতে অটল রইলেন ও বললেন:

'আমরা নিজেরা কেউ তো সাধুসন্ত নই।'

বচ্‌কোভা-সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব এল বহু বিতর্ক ও চেঁচামেচির পর — জবাবে বলা হল, 'নিরপরাধ', কারণ বিষপ্রয়োগে বচ্‌কোভার কোনো হাত ছিল কিনা সে-বিষয়ে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ মেলে নি। বচ্‌কোভার উকিল এ-কথাটার উপর খুবই জোর দিয়েছিলেন।

সওদাগরের খুবই আগ্রহ যাতে মাস্‌লভা বেকসুর খালাস হয়, সেই কারণে সে কেবলি বলে চলল বচ্‌কোভা সকল নষ্টের গোড়া, প্ররোচনা দিতে সেই ছিল অগ্রণী। জুরিদের আরো অনেকেরই অনুরূপ ধারণা, কিন্তু তাদের প্রধান আইনের হাতা থেকে একটা পা-ও বেরোতে চান না বলে জোরগলায় বললেন বিষপ্রয়োগের ব্যাপারে বচ্‌কোভার কোনো যোগসাজস ছিল — এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বেশ কিছুক্ষণ বিতর্কের পর প্রধানের মতটাই গৃহীত হল।

বচ্‌কোভা সম্পর্কিত চতুর্থ প্রশ্নের জবাবে বলা হল: 'দোষী।' কিন্তু সেই সমিতি সদস্যের নির্বন্ধে সুপারিশ করা হল বচ্‌কোভার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে যেন রায় দেওয়া হয়।

মাস্‌লভা সম্পর্কিত তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে বাদানুবাদ পেঁছিল গিয়ে প্রায় ঝগড়ার পর্যায়ে। প্রধান দৃঢ়ভাবে বললেন যে তাঁর মতে বিষপ্রয়োগ ও চুরি এই দুই অভিযোগেই মাস্‌লভা দোষী — সওদাগর কিছুতেই সে কথা মেনে নেবেন না। কর্নেল, করণিক এবং সেই বৃদ্ধ সমিতি সদস্য সওদাগরের পক্ষ নিলেন, অন্যেরা কে কোন্‌ পক্ষ নেবেন সে-সম্বন্ধে অনিশ্চিত। প্রধানের মতটাই অল্পে অল্পে যেন প্রাধান্য বিস্তার করতে লাগল। জুরিবৃন্দ সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আর পাঁচজনের মতে মত দিয়ে সত্বর যদি একটা সিদ্ধান্তে পেঁছনো যায় তো সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

বিচারের তদন্তে যা ঘটেছে এবং ইতিপূর্বে মাস্‌লভাকে সে যতটুকু জেনেছে তার ভিত্তিতে বিচার করে নেখ্‌লিউদভের নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল চুরি ও বিষপ্রয়োগ উভয় ব্যাপারেই মাস্‌লভা নির্দোষ, নিঃসন্দেহে ভেবেছিল অপর সকল জুরিই ওই সিদ্ধান্তে পেঁছবেন। সওদাগর একে তর্কবিতর্কে আনাড়ি, তদুপরি বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে সে মাস্‌লভার পক্ষ সমর্থন করছিল তার প্রতি শারীরিক আকর্ষণ বশত — এটা তিনি লুকোচ্ছিলেন না। একমাত্র এরই ভিত্তিতে সওদাগরকে প্রধান প্রচণ্ড বাধা দিয়ে চলেছেন এবং অন্য জুরিরা অবসন্ন হয়ে নেহাৎ রেহাই পাবার জন্য মাস্‌লভাকে দোষী সাব্যস্ত করতে চাইছে -- পরিস্থিতিটা যখন এই রকম, নেখ্‌লিউদভের ভারি ইচ্ছা হল নিজের মতামতটা পেশ করে। কিন্তু মাস্‌লভার পক্ষে কিছু বলতে ওর ভয় হল -- তার মনে হল মাস্‌লভার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা এখনই জানাজানি হয়ে যাবে। তবু ওর কেমন যেন মনে হল এভাবে ব্যাপারটাকে গড়াতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওর মুখ চোখ ক্ষণে আরক্ত ক্ষণে পাণ্ডুর — ও স্থির করল ওর বক্তব্য বলবে। কিন্তু নেখ্‌লিউদভ মুখ খোলার আগে, তারই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যেন বলতে উঠলেন পিওতর গেরাসিমোভিচ। এযাবৎ তিনি চুপচাপ ছিলেন, কিন্তু প্রধানের হামবড়া আচরণে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর আপত্তি তুলে বললেন:

'আমায় দু'কথা বলতে দিন। আপনি বলছেন মাস্‌লভার কাছে চাবি ছিল বলে সেটাই প্রমাণ যে সে চুরি করেছে। কিন্তু সে চলে যাবার পর হোটেলের চাকরবাকর তো অতি সহজেই নকল চাবি দিয়ে পোর্টম্যাণ্টো খুলে থাকতে পারে — কেমন কি না?'

সওদাগর সায় দিয়ে বললেন:

'অবশ্য, অবশ্য।'

'মাস্‌লভা টাকাটা নিতে পারে না কারণ তার যে রকম অবস্থা, টাকা নিয়ে কী করবে সে তা জানেই না।'

সওদাগর ফোড়ন দিয়ে বললেন:

'আমিও তো ওই কথাই বলতে চাইছি।'

'খুব সম্ভব চাবি নিয়ে মাস্‌লভার হোটেলে এসে পোর্টম্যান্টো খোলার ব্যাপার নজর করে — চাকরবাকরদের মাথায় চুরি করার চিন্তাটা খেলে থাকবে। মাস্‌লভা চলে যেতেই তারা সে সুযোগ নিয়ে থাকবে এবং পরে তার উপরেই সমস্ত দোষ চাপিয়ে থাকবে।'

পিওতর গেরাসিমোভিচ এমন বিরক্তির সুরে তাঁর কথাগুলো বললেন যে প্রধানও দস্তুরমত বিরক্ত হয়ে নেহাৎ যেন গোঁ ধরে উলটো কথা বলতে শুরু করলেন। তবে পিওতর গেরাসিমোভিচের বক্তব্যে একটা দৃঢ়বিশ্বাসের জোর থাকায়, গরিষ্ঠ-সংখ্যক জুরি তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে স্থির করলেন মাস্‌লভার ক্ষেত্রে চুরির অপরাধ খাটে না এবং আঙটিটা তাকে দেওয়া হয়েছিল। বিষপ্রয়োগে মাস্‌লভার হাত থাকার প্রশ্নটা যখন এল, তার প্রবল সমর্থক সেই সওদাগর ভদ্রলোক সোজাসুজি বলে দিলেন যে-হেতু মাস্‌লভার মনে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার কোনো কারণই থাকতে পারে না — ওই অভিযোগ থেকে মুক্তি তাকে দিতে হবে। প্রধান বললেন মুক্তি দেবার কোনো প্রসঙ্গ উঠতে পারে না কারণ নিজেই সে স্বীকার করেছে যে ব্রান্ডির সঙ্গে ওষুধের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিল।

সওদাগর বললেন:

'দিয়েছিল এই ভেবে যে সে-গুঁড়োটা আফিমের গুঁড়ো।'

কর্নেলের স্বভাবটাই হল প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ঘুরে বেড়ানো। তিনি বললেন:

'আফিম-প্রয়োগ করেও প্রাণ নাশ হতে পারে।'

এই বলে তিনি গল্প ফাঁদলেন কী করে তাঁর শ্যালকের স্ত্রী মাত্রাধিক আফিম সেবন করে যাবার দাখিল হয়েছিলেন — যেতেনও যদি না হাতের কাছে ডাক্তার পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা হত। কর্নেলের গল্প বলার ধরনটা বেশ চিত্তাকর্ষী, প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে যখন গল্প ফাঁদেন কেউ সাহস করে না বাধা দিতে। কেবল করণিক ভদ্রলোক কর্নেলের দেখাদেখি মাঝপথে ফোড়ন কাটতে চেয়েছিলেন:

'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, কারো কারো আফিম এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে এক সঙ্গে চল্লিশ ফোঁটা পর্যন্ত সেবন করতে পারে। আমার এক আত্মীয়...।'

কিন্তু কর্নেল করণিকের কাছে হার মানবার পাত্র নন — তিনি নির্বিবাদে বলে চললেন আফিমের মাত্রা বাড়িয়ে দেবার ফলে তাঁর সেই শ্যালকের স্ত্রীর কী রকম দশা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে জুরিদের মধ্যে একজন বললেন:

'এদিকে যে পাঁচটা বাজে — মশাইদের সেদিকে খেয়াল আছে কি?'

প্রধান জিজ্ঞাসা করলেন:

'আচ্ছা ভদ্রমহোদয়গণ, তাহলে কী বলা যায় বলুন? বলব মাস্‌লভা দোষী বটে কিন্তু টাকাচুরির ইচ্ছা তার ছিল না, পরস্ব অপহরণ সে করে নি? তা হলে চলবে?'

পিওতর গেরাসিমোভিচ বিতর্কে জয় লাভের আনন্দে প্রধানের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন।

সওদাগর বললেন:

'কিন্তু করুণাপরবশ হবার কথাটা সুপারিশ করতে হবে।'

সবাই সে কথা মেনে নিলেন, কেবল সমিতির সদস্য সেই বৃদ্ধটি বললেন:

'বলা উচিত নিরপরাধ।'

প্রধান বিশদ করে বললেন:

'আহা, হরদরে তো তা-ই হল — টাকাচুরির অভিসন্ধি তার ছিল না... পরস্ব অপহরণ সে করে নি। অতএব নিরপরাধ -- এ তো স্বতঃসিদ্ধ।'

সওদাগরের মুখে হাসি ফুটল, তিনি বললেন:

'বেশ বেশ, ওতেই হবে। আর বলা হোক ওর প্রতি যেন করুণা করা হয়।'

সবাই তখন এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তর্কে বিতর্কে সকলের মাথা এমন ঝিমঝিম করছে, তালে গোলে কারো মনেও হল না যে সেই সঙ্গে বলা উচিত ওষুধের গুঁড়ো দেবার অপরাধ মাস্‌লভা করে থাকলেও প্রাণ হরণ সে করতে চায় নি।

উত্তেজনার মাথায় নেখ্‌লিউদভেরও তখন সেটা মনে হয় নি। সুতরাং সর্বস্বীকৃত জবানীতে প্রশ্নগুলির উত্তর আদালতে দাখিল করার জন্য লেখা হয়ে গেল।

রাব্‌লে একজন উকিলের কথা বলেছেন — মামলা চালাবার সময় সে-উকিল ভূরি-ভূরি আইনের দোহাই পাড়লেন, দন্তস্ফুট করা যায় না এমন শক্ত লাতিনে লেখা প্রায় বিশ পাতা রোমান আইনের বয়ান পড়ে শোনালেন — কিন্তু এত সব করার পর প্রস্তাব করলেন যাদের মধ্যে মোকদ্দমা চলছে তারা

ঘ্ণটি ফেলনুক - -যদি বেজোড় সংখ্যা হয় তাহলে প্রতিবাদীর জয় আর জোড় সংখ্যা হলে বাদীর।

এ-ক্ষেত্রেও ব্যাপার অনেকটা সেইরকম দাঁড়াল। সকলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন এমন তো হল না, সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে যথাসত্বর রেহাই পাবার জন্য সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা বড় ফাঁক যে রয়ে গেল সেটা তখন কারো নজরে পড়ে নি। তার কারণ একাধিক: প্রধান বিচারপতি যখন সমস্ত মামলার ব্যাপারটা সারসংক্ষেপে বললেন, অনবধানে ভুলে গিয়েছিলেন একটা কথা বলতে যা তিনি সর্বদাই বলে থাকেন — যদিচ এক্ষেত্রে সে কথাটা বলা উচিত ছিল। তাঁর বলা উচিত ছিল আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেও বলা যায়: 'দোষী, কিন্তু প্রাণনাশের অভিপ্রায় ছিল না।' দ্বিতীয়ত, কর্নেল তাঁর শ্যালকের স্ত্রীর কাহিনী বড় বেশি রকমের দীর্ঘায়িত করে সকলের মেজাজ খারাপ করে দিয়েছিলেন। তৃতীয়ত নেখ্‌লিউদভও এমনি বিচলিত ছিলেন যে তিনি লক্ষ্যই করেন নি যে 'প্রাণনাশের অভিপ্রায় ছিল না' — কথাটুকু বাদ পড়ে গিয়েছিল; তিনি ভেবেছিলেন 'টাকাচুরির ইচ্ছা তার ছিল না' কথাটাতেই দোষ ক্ষালন হয়ে যাচ্ছে। চতুর্থত, ঠিক যে-সময়টাতে প্রশ্নোত্তর পড়া হচ্ছিল পিওতর গেরাসি-মোভিচ কিছুক্ষণের জন্য জুরি-কামরার বাইরে গিয়েছিলেন বলে তিনিও কিছু বলতে পারেন নি। আর প্রধান কারণ এই যে সবাই তখন এতই অবসন্ন, সকলেই ভাবলেন সর্বাদিসম্মত একটা প্রস্তাব হলে যদি সব চুকে বুকে যায় তা হলে পাঁচজনের মতে মত দেওয়াটাই সমীচীন।

জুরিবৃন্দ ঘণ্টাধ্বনি করে সংকেত দিলেন। মুক্ত অসি হাতে যে শান্ত্রীটি দরজার বাইরে প্রহরারত ছিল সে তার অসিটি কোষভুক্ত করে এক পাশে সরে গেল। জজ তিন জন আসনস্থ হলেন। জুরিবৃন্দ একে একে এসে নিজ নিজ জায়গায় বসলেন।

মুখখানা গম্ভীর করে প্রশ্নোত্তর লেখা কাগজটি জুরিদের প্রধান প্রধান বিচারপতির হাতে দিলেন। কাগজখানা পড়ে তিনি দুটি হাত প্রসারিত করলেন আশ্চর্য হবার ভঙ্গিতে এবং সহকারী দু'জন বিচারকের সঙ্গে পরামর্শে রত হলেন, প্রধান বিচারপতির আশ্চর্য হবার কারণ এই যে জুরিরা বলেছেন 'টাকাচুরির ইচ্ছা তার ছিল না', অথচ বলেন নি 'প্রাণনাশের অভিপ্রায় তার ছিল না'। জুরিদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে মাস্‌লভা চুরি কিংবা পরস্বাপহরণ করতে চায় নি তত্রাচ আপাতদৃশ্য কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও একটা লোককে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে।

বাঁদিকের সহকারী জজের কানে কানে প্রধান বিচারপতি বললেন:

'দেখেছেন জুরিদের কাণ্ডটা! কী অদ্ভুত সিদ্ধান্ত। এর পরিণাম তো সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ড! অথচ মেয়েটার কোনো দোষ নেই।'

গম্ভীরবদন জজ বললেন:

'দোষ নেই বলছেন কী?'

'দোষ নেই তো বটেই। আমার তো মনে হয় এ-ক্ষেত্রে ৮১৮ ধারা প্রয়োগ করা উচিত।' (৮১৮ ধারা বলে আদালত যদি মনে করেন জুরিবৃন্দের সিদ্ধান্ত ভুল তা হলে তা নাকচ করতে পারেন।)

'আপনার কী মনে হয়?' দয়ালু-দেখতে জজ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন প্রধান বিচারপতি।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিলেন না। ওঁর সামনে একটা কাগজ ছিল, সেই কাগজের এক পাশে একটা সংখ্যা। তিনি মনে মনে সংখ্যাগুলি যোগ করে দেখলেন যোগসংখ্যা তিন দিয়ে বিভাজ্য নয়। তিনি ঠিক করেছিলেন তিন দিয়ে যদি বিভাজ্য হয় তা হলে প্রধান বিচারপতির মতে মত দেবেন। যদিও দেখা গেল তিন দিয়ে ভাগ করা গেল না তবু স্বভাবদয়ালু জজ ওই মতটাই মেনে নিয়ে বললেন:

'আমারও মনে হয় তাই করা ঠিক হবে।'

প্রধান বিচারপতি এবার গম্ভীরবদন সহকর্মীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন:

'আর আপনি? আপনি কী মনে করেন?'

গম্ভীরবদন দৃঢ় কণ্ঠে বললেন:

'৮১৮ ধারা প্রয়োগ করা কোনো মতেই উচিত হবে না। এমনিতেই কাগজগুলো বলছে জুরিরা অপরাধীদের বেকসুর খালাস করে দিয়ে চলেছেন। জজেরাও যদি তাই করেন কাগজগুলো বলবে কি? আমি কিছুতেই ৮১৮ ধারা প্রয়োগের পক্ষে মত দিতে রাজি নই।'

প্রধান বিচারপতি একবার তাঁর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন:

'খুবই দুঃখের কথা, আপনার মত নেই। কিন্তু কী আর করা যায় এ ক্ষেত্রে?'

অতঃপর তিনি প্রশ্নোত্তরের কাগজখানা পড়ার জন্য জুরিদের প্রধানের হাতে দিলেন।

এবার সবাই উঠে দাঁড়ালে পর প্রধান একবার বাঁ পায়ে একবার ডান পায়ে ভর দিয়ে, একবার কেশে গলা পরিষ্কার করার পর প্রশ্নোত্তর পড়ে

গেলেন। আদালতের সবাই — সেক্রেটারি, উকিলবৃন্দ, এমন কি পাবলিক প্রসিকিউটরও — খুবই আশ্চর্য হলেন বলে মনে হল।

একমাত্র আসামীরাই বসে ছিল নির্বিকার মুখে — মনে হল প্রশ্নোত্তরের অর্থ তারা ধরতেও পারে নি। সবাই আসন গ্রহণ করার পর প্রধান বিচারপতি প্রসিকিউটরকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে আসামীদের কার কী রকম শাস্তি হওয়া উচিত।

প্রসিকিউটর আশা করেন নি মাস্‌লভাকে দোষী সাব্যস্ত করাতে পারবেন। তিনি ভাবলেন এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যের একমাত্র কারণ হল তাঁর বাকপটুতা। তিনি কিছুক্ষণ ফৌজদারি আইনের বই ঘাঁটার পর উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন:

'আমি তো বলব সিমন কার্তিন্‌কিনের বেলা প্রয়োগ করা হোক ১৪৫২ ধারা এবং ১৪৫৩ ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদ, ইয়েভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কোভার ক্ষেত্রে ১৬৫৯ ধারা প্রযোজ্য এবং ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভার ক্ষেত্রে ১৪৫৪ ধারা।'

প্রসিকিউটর যা বললেন তা হল ফৌজদারি বিধানে তৎ তৎ ধারায় চরম শাস্তি।

প্রধান বিচারপতি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন:

'কী রায় দেওয়া হবে বিচারের জন্য আদালতের কাজ কিছুক্ষণ মুলতবী রইবে।'

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সবাই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। জুরিদের অনেকের মুখ দেখে মনে হল একটা কর্তব্যকর্ম সন্তোষজনক ভাবে সমাধা করতে পেরে তাঁরা বেশ খুশি। তাঁদের কেউ কেউ আদালতের বাইরে বেরোলেন, কেউ আবার জুরিদের জায়গাতেই ঘোরাফেরা করতে লাগলেন।

নেখ্‌লিউদভকে কী যেন বলছিলেন জুরিদের প্রধান, এমন সময় সেখানে প্রবেশ করলেন পিওতর গেরাসিমোভিচ। কোনোপ্রকার ভূমিকা না করেই তিনি বললেন:

'জানেন মশাইরা আমরা সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে এমনি তালগোল পাকিয়েছি যে আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হওয়া উচিত। বেচারা মেয়েটিকে আমরা তো সশ্রম কারাদণ্ডে পাঠাবার যোগাড় করেছি।'

নেখ্‌লিউদভ চেঁচিয়ে উঠলেন:

'কী বলছেন আপনি?'

অন্যসময় হলে নেখ্‌লিউদভ এই স্কুলমাস্টারের গায়ে-পড়া ভাবটা বরদাস্ত করত না। পিওতর গেরাসিমোভিচ বলে চললেন:

'কী কাণ্ড দেখুন তো — আমাদের জবাবে আমরা লিখিই নি যে মেয়েটি দোষী কিন্তু প্রাণনাশের অভিপ্রায় তার ছিল না। এই মাত্র সেক্রেটারি আমায় জানালেন পাবলিক প্রসিকিউটর তাকে পনেরো বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করাতে চাইবেন।'

জুরিদের প্রধান বললেন:

'যেমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জবাব তো তেমনই লেখা হয়েছিল।'

পিওতর গেরাসিমোভিচ এ-কথার বিরুদ্ধতা করে বললেন:

'টাকা যখন সে নেয় নি—তাই থেকেই তো বেশ বোঝা যায় খুন করার কোনো অভিপ্রায় তার থাকতে পারে না।'

স্বপক্ষ সমর্থনে জুরিদের প্রধান বললেন:

'জুরি-কামরা ছেড়ে যাবার আগে আমি তো উত্তরটা আগাগোড়া পড়ে শুনিয়েছিলাম, কেউ তো তখন আপত্তি তোলেন নি।'

'ঠিক সেই সময়টাতে আমি জুরি-কামরার বাইরে গিয়েছিলাম,' এই কথা বলে পিওতর গেরাসিমোভিচ নেখ্লিউদভকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কিন্তু আপনার নজর এড়িয়ে গেল কী করে?'

নেখ্লিউদভ বললেন:

'আমি কি আর ভেবেছি...।'

'ভেবে দেখেন নি?'

'কিন্তু এখনো তো আমরা জবাবের ত্রুটি শোধরাতে পারি।'

'না, সে আর হয় না, সব খতম হয়ে গেছে।'

নেখ্লিউদভ একবার আসামীদের কাঠগড়ার দিকে তাকালেন। যে-তিন জনের নিয়তি নির্ধারিত হতে চলেছে তারা তখনো গরাদের পিছনে বসে আছে, শান্ত্রীদের চোখের সামনে। মাস্লভার মুখে একটা মৃদু হাসি খেলছে। নেখ্লিউদভের মাথায় খেলল একটা পাপ চিন্তা। এতক্ষণ ধরে সে এক প্রকার ধরেই নিয়েছিল মাস্লভা খালাস হয়ে এই শহরেই থাকবে। তাই যদি থাকে তা হলে তার সঙ্গে কী প্রকার ব্যবহার করতে হবে সেটা নিয়ে তখনো সে মনস্থির করতে পারে নি। তার সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করা খুবই একটা শক্ত সমস্যা হবে। কিন্তু ওর যদি সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ড হয় তা হলে তো ওর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কোনো প্রসঙ্গই হতে পারে না। তা হলে শিকারীর থলের মধ্যে আহত পাখিটা আর ছটফট করবে না, আর জানান দিতে চাইবে না যে এখনো তার অস্তিত্ব আছে।

২৪

পিওতর গেরাসিমোভিচের অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হল। প্রধান বিচারপতি আলোচনা অন্তে হাতে একটা কাগজ নিয়ে তাঁর খাস কামরা থেকে বেরিয়ে আদালতে আসীন হয়ে নিম্নলিখিত রায় পড়লেন:

'অদ্য ১৮৮... অব্দের ২৮ এপ্রিল তারিখে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের অনুশাসনক্রমে, জুরিবৃন্দের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফৌজদারি আদালতের কার্যবিধি মোতাবেক ৭৭১ ধারার তিন নং অনুচ্ছেদ এবং ৭৭৬ ও ৭৭৭ ধারার তিন নং অনুচ্ছেদ অনুসারে এই ফৌজদারি আদালত এক্ষণে রায় দিতেছেন যে কৃষক শ্রেণীভুক্ত তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক সিমন কার্তিন্‌কিন এবং শহরবাসী নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত সাতাশ বৎসর বয়স্ক ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভা তাহাদের তাবৎ সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে এবং সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া নির্বাসনে প্রেরিত হইবে, কার্তিন্‌কিনের কারাদণ্ডের মেয়াদ আট বৎসর ও মাস্‌লভার চার বৎসর এবং ইহাদের ক্ষেত্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৮ ধারা মোতাবেক ফলাফল প্রযোজ্য হইবে। তেতাল্লিশ বৎসর বয়স্ক শহরবাসী নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত বচ্‌কোভা তাহার ব্যক্তিগত ও স্বোপার্জিত সকল সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া তিন বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং ইহার ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইনের ৪৯ ধারা মোতাবেক ফলাফল প্রযোজ্য হইবে। মামলার দরুন যাহা কিছু অর্থব্যয় হইয়াছে তিনজন আসামী তাহা সমান হারে বহন করিবে। উক্ত ব্যয় বহন করিবার মতো সংগতি যদি ইহাদের না থাকে তাহা হইলে ট্রেজারী হইতে এই খরচের জের টানা হইবে। সাক্ষ্যরূপে যে-সকল বস্তু আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল সেগুলি নীলামে বিক্রয় করা হইবে, আঙটি প্রত্যর্পণ করা হইবে এবং কাচের পাত্রগুলি ভাঙিয়া ফেলা হইবে।'

কার্তিন্‌কিন একই রকম টানটান হয়ে তার হাতদুটি পাঁজরের পাশ ঘেঁষে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল, মুখে কী যেন বিড়বিড় করে বলতে লাগল। বচ্‌কোভার মুখের ভাবে বা আচরণে কোনো বিকার নেই। রায় শোনবার পর মাস্‌লভার মুখচোখ আরক্ত হয়ে উঠল, হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল:

'আমি দোষী নই, দোষী নই!'

আর এই চীৎকারের প্রতিধ্বনি শোনা গেল সমস্ত আদালত-কক্ষ জুড়ে:

'অধর্ম হবে, অন্যায় হবে। আমি নিরপরাধ। আমি কক্ষনো চাই নি, কক্ষনো ভাবি নি! আমি যা বলছি সত্যি — সত্যি কথা বলছি!'

এই কথা বলতে বলতে বেঞ্চ-এর উপর লুটিয়ে পড়ে, চোখের জলে ভেসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কার্তিন্‌কিন ও বচ্‌কোভা কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও মাস্‌লভাকে বেঞ্চ-এর উপর বসে কাঁদতে দেখে একজন শান্ত্রী ওর আলখাল্লার আস্তিনে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করল বেরিয়ে যাবার জন্য।

কিছুক্ষণ আগে নেখ্‌লিউদভের মনে যে-সব পাপচিন্তার উদয় হয়েছিল সেগুলি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সে আপন মনে বলে চলল:

'এই ভাবে ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব — কিছুতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না।'

মাস্‌লভার পিছনে পিছনে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নেখ্‌লিউদভ করিডরে চলে গেল। কী জানি কেন, ওর খুব ইচ্ছা হল আরো একবার মাস্‌লভাকে দেখে। দরজার কাছে ততক্ষণে বেশ ভিড় জমে গেছে — উকিলেরা ও জুরিবৃন্দ একটা কর্তব্য সমাধা করার সন্তোষ নিয়ে বেরোবার উদ্‌যোগ করছেন। সুতরাং কয়েক সেকেন্ডের জন্য নেখ্‌লিউদভকে অপেক্ষা করতে হল, করিডরে পা দিল যখন ততক্ষণে মাস্‌লভা অনেকটা এগিয়ে গেছে। আশেপাশের লোকজনের কৌতূহলী দৃষ্টি উপেক্ষা করে নেখ্‌লিউদভ হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে মাস্‌লভাকে ধরে ফেলল এবং তাকে অতিক্রম করে একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে কান্নাটা থেমেছে, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠছে কেবল, আর রুমালের খুঁট দিয়ে আরক্ত মুখখানা মুছছে। নেখ্‌লিউদভের সামনে দিয়ে মাস্‌লভা এগিয়ে গেল তার দিকে নজর না করে। নেখ্‌লিউদভ তখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ফিরে গেল প্রধান বিচারপতির সন্ধানে।

প্রধান বিচারপতি ততক্ষণে একটা হালকা ধূসর রঙের ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন, একজন সেবক তাঁর রুপোর বাঁধানো যষ্টিটা তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছে।

নেখ্‌লিউদভ প্রধান বিচারপতির সামনে দাঁড়িয়ে বলল:

'স্যার, এই মাত্র যে মামলাটা শেষ হল তার সম্পর্কে আপনার সঙ্গে দু-চারটে কথা কি বলতে পারি? আমি ছিলাম জুরিদের একজন।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, প্রিন্স্‌ নেখ্‌লিউদভ, খুব খুশি হয়েই শুনব আপনার কথা। আপনার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার সাক্ষাত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

নেখ্লিউদভের করমর্দন করতে গিয়ে প্রধান বিচারপতির মনে পড়ল ওঁদের প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল একটা সান্ধ্য পার্টিতে। সেখানে প্রধান বিচারপতি এমন ফূর্তিতে নেচেছিলেন যে তরুণেরা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠে নি। ঘটনাটা মনে পড়ে যেতে বেশ খুশি হলেন তিনি, বললেন:

'বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্য?'

একটা চিন্তাকুল বিষণ্ণ ভাব নিয়ে নেখ্লিউদভ বলল:

'মাস্লভা সম্পর্কে জুরিদের জবাবে একটা ভুল হয়ে গেছে। সে বিষপ্রয়োগের অপরাধে দোষী না হলেও তাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।'

বাইরের প্রবেশ পথের দিকে পা বাড়িয়ে চলতে চলতে প্রধান বিচারপতি বললেন:

'যদিচ মনে হয়েছিল আপনাদের জবাবে কিছু অসংগতি ছিল, আদালত তো আপনাদের জবাবের ভিত্তিতেই দণ্ডাদেশ জারী করেছেন।'

তখন তাঁর মনে পড়ে গেল জুরিদের কাছে একটা কথা বিশদ করতে গিয়েও অনবধানে ও তাড়াহুড়োয় তিনি তা করতে পারেন নি। কথাটা হল এই যে আসামীকে 'দোষী' বলে যদি রায় দেওয়া হয় তার অর্থ দাঁড়ায় ইচ্ছাকৃত নরহত্যার জন্য দোষী -- যদি না সেই সঙ্গে বলা হয় 'প্রাণনাশের অভিপ্রায় আসামীর ছিল না।'

'হ্যাঁ, আপনি তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু ভুলটা কি শোধরানো যায় না?'

'একটা আপীল দায়ের করার মতো যুক্তি সব সময়েই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আপনাকে উকিলের পরামর্শ নিতে হবে।'

এই বলে প্রধান বিচারপতি এক দিকে ঈষৎ কাত করে টুপিটা মাথায় পরে সামনের দরজা অভিমুখে চলতে লাগলেন।

'কিন্তু এ তো সাংঘাতিক।'

প্রধান বিচারপতির ভাবগতিক থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে পারলে তিনি ভদ্র-মধুর আচরণে নেখ্লিউদভকে খুশি করতে ইচ্ছুক। তিনি বললেন:

'মাস্লভার কাছে খোলা ছিল মাত্র দুটি বিকল্প রাস্তা।' এই বলে তিনি তাঁর লম্বা জুলফিটা ওভারকোটের কলারের উপরে গুছিয়ে নিলেন এবং তারপর নেখ্লিউদভের কনুইয়ের নিচে আলগোছে নিজের একটা হাত রেখে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন:

'আপনিও বেরোচ্ছেন তো?'

নেখ্‌লিউদভ চট্‌ করে নিজের ওভারকোটটা চাপিয়ে প্রধান বিচারপতির পিছু পিছু যেতে যেতে বলল:

'হ্যাঁ, আমিও বেরোচ্ছি।'

বাইরে ঝলমলে রোদ্দুর, কেমন একটা খুশি খুশি ভাব আবহাওয়ায়, শানবাঁধানো রাস্তা ঘোড়গাড়ির চাকার শব্দে মুখর। এত হৈচৈ চারদিকে যে ওঁদের দুজনকে গলা চড়িয়ে কথা বলতে হল। প্রধান বিচারপতি জের টেনে উঁচু গলায় বললেন:

'পরিস্থিতিটা একটু অদ্ভুত গোছের দাঁড়াল, ওই যে বললাম এই মাস্‌লভার সামনে খোলা ছিল দুটি বিকল্প রাস্তা — এক, প্রায় খালাস পেয়ে কিছুদিনের জন্য জেল খাটা — তার এতদিন হাজতে কাটানো, এমন কি গ্রেপ্তার হওয়ার সময়টাও এর মধ্যে ধরা হত। আর দ্বিতীয় রাস্তাটা সোজা সাইবেরিয়ার বস্তু। এ দুই বিকল্পের মাঝামাঝি আর কিছু নেই। আপনারা যদি কেবল 'প্রাণনাশ করার অভিপ্রায় তার ছিল না' কথাটুকু জুড়ে দিতেন তা হলে মেয়েটা খালাস পেয়ে যেত।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'ঠিক বলেছেন, ও-কথাগুলো যোগ না করা আমার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।'

'কথাটা ত সেখানেই।'

এই বলে প্রধান বিচারপতি একটু হেসে পকেট-ঘড়িটা দেখলেন। ওঁর ক্লারা সাক্ষাতের জন্য যে-সময়টা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তার মেয়াদ শেষ হতে এখনো পয়ঁতাল্লিশ মিনিট বাকি।

'এখন আপনার যদি ইচ্ছা হয় উকিলদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। আপীল করার মতো একটা যুক্তি খুঁজে বের করতে হবে — সেটা সহজেই পাওয়া যাবে।'

অতঃপর একজন ঘোড়াগাড়ির কোচোয়ানের উদ্দেশে হাঁক ছেড়ে বললেন:

'দ্‌ভোরিয়ান্‌স্কায়া যেতে হবে। ত্রিশ কোপেক। তার চেয়ে বেশি কখনো দিই না।'

'ঠিক আছে মান্যবর জজসায়েব, আসুন।'

'নমস্কার তাহলে, আমি যদি কোনো কাজে লাগতে পারি বলবেন। ঠিকানা দ্‌ভোরিয়ান্‌স্কায়া স্ট্রীটের দ্‌ভোর্‌নিকভ ভবন। মনে রাখা খুব সহজ।'

তারপর গদগদ ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে অভিবাদন করে প্রধান বিচারপতি ঘোড়াগাড়ি চড়ে চলে গেলেন।

২৫

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা বলে এবং খোলা হাওয়ার স্পর্শ লেগে নেখ্‌লিউদভের মনটা যেন খানিকটা হালকা হল। এখন তার মনে হল সারাটা সকাল অনভ্যস্ত পরিবেশে কাটাবার ফলে ওর চিন্তা-ভাবনা ও অস্বস্তি একটু যেন অতিরঞ্জিত হয়ে থাকবে। আপন মনেই ভাবতে লাগল:

'খুবই অদ্ভুত ও আশ্চর্য যোগাযোগ বটে! আমার পক্ষে উচিত হবে আমার সর্ব শক্তি প্রয়োগে তার দুর্ভাগ্যের বোঝা হালকা করা, এবং তা করতে হবে কালবিলম্ব না করেই। হ্যাঁ, এখুনি একবার আদালত-ভবনে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে ফানারিন বা মিকিশিন কোথায় থাকেন।'

এই দু'জন নামী উকিলের নাম নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ে গেল। আদালত-ভবনে ফিরে এসে ওভারকোটটা জিম্মা দিয়ে ও তরতর করে উঠে গেল দোতলায়। একেবারে প্রথম করিডরেই দেখা হয়ে গেল স্বয়ং ফানারিনের সঙ্গে। তাঁকে থামিয়ে নেখ্‌লিউদভ বলল একটা কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যই ও যাচ্ছিল। ফানারিন নেখ্‌লিউদভকে নামে ও চেহারায় চেনেন, তিনি বললেন কাজে লাগতে পারলে তিনি খুব খুশিই হবেন। বললেন:

'যদিও আমি আজ বেজায় ক্লান্ত — আপনার কাজটার কথা বলতে খুব যদি সময় না লাগে, তবে এখুনি বলতে পারেন। এদিকে একবার আসবেন?'

এই বলে ফানারিন তাকে একটা ঘরে নিয়ে বসালেন — হয়তো কোনো জজের কামরা। উভয়েই টেবিলের পাশে বসলেন।

'আচ্ছা, বলুন কী ব্যাপার?'

'গোড়াতেই বলে রাখি কাজটা একান্ত গোপন রাখতে হবে, আমি যে এর সঙ্গে যুক্ত আছি এ আমি লোকগোচর করতে চাই না।'

'সে কথা আর বলতে! কী কথা, বলুন।'

'আজ আমি ছিলাম জুরিবৃন্দের একজন, একজন নিরপরাধ স্ত্রীলোককে

আমরা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়েছি। এজন্য আমার ভারি খারাপ লাগছে।'

এই কটি কথা বলতেও ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠল, কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করল — নেখ্‌লিউদভ নিজেও অবাক নিজের আচরণে। ফানারিন চকিতে একবার নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে পুনরায় মাথা নিচু করে শুনতে লাগলেন। বললেন:

'সুতরাং কী করতে ইচ্ছা করেন?'

'একজন নিরপরাধ স্ত্রীলোককে দোষী বলে শাস্তি দেওয়া অন্যায় বলে আমি চাই উচ্চতর আদালতে একটা আপীল করা হোক।'

'অর্থাৎ বলতে চান সেনেটে।' ফানারিন তাকে সংশোধন করে দিলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার একান্ত ইচ্ছা মামলাটা আপনি আপনার হাতে নেন।'

এ-আলোচনার সবচেয়ে কঠিন প্রসঙ্গটুকু এই ফাঁকে অবতারণা করে নেখ্‌লিউদভ বলল:

'এই কাজে ফী খরচখরচাবাবদ যা লাগে — সব আমি দেব।'

এ-সব ব্যাপারে নেখ্‌লিউদভের আনাড়িপনা দেখে ফানারিন একটু অনুকম্পা-মিশ্রিত হাসি হেসে বললেন:

'আচ্ছা, সে-সব পরে দেখা যাবে 'খন। এখন প্রশ্ন, আসল মামলাটা কী?'

নেখ্‌লিউদভ যা যা ঘটেছে সব কথা বলল।

'বেশ তো। আমি কাল থেকে কাজ শুরু করে দেব, মামলার কাগজপত্র সব দেখে নেব। তাহলে পরশু দিন, না বরং বিষ্যুৎবার সন্ধ্যা ছয়টায় চলে আসুন আমার কাছে, আমি আপনাকে বলতে পারব মামলা আমি হাতে নিতে পারব কি না। তাহলে এখন ওঠা যাক, কী বলেন? আমায় এখানে কয়েকটা খোঁজ খবর নিতে হবে।'

নেখ্‌লিউদভ ফানারিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মাস্‌লভার পক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পেরে নেখ্‌লিউদভের মন বেশ একটু শান্ত হল। এবার সে বের হল রাস্তায়। আবহাওয়া চমৎকার, বুক ভরে বসন্তের হাওয়া নিল একটা লম্বা নিঃশ্বাসে। মন খুশি হয়ে উঠল। চারিদিক থেকে ঘোড়া-গাড়ির কোচোয়নরা ওকে ডাকাডাকি করতে লাগল, কিন্তু ও ঠিক করল পায়ে হেঁটেই যাবে। হঠাৎ কেমন করে যেন কাতিউশা ও তার প্রতি ওর নিজের অসদাচরণের স্মৃতি এবং যত রাজ্যের চিন্তা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ওর মাথার ভেতরে ঘুরতে লাগল। একটা গভীর বিষাদে ছেয়ে গেল ওর মন, সব

যেন কালোয় কালো হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। ও নিজের মনে ভাবল:

'নাঃ, এ-সব কথা পরে ভাবা যাবে। আপাতত এসব ভারি চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলা দরকার।'

মনে পড়ে গেল কর্চাগিনদের বাড়িতে ডিনারে নিমন্ত্রণের কথা, ঘড়িটা বের করে একবার দেখল। নাঃ যথাসময়ে পেঁছবার মতো হাতে এখনো কিছুটা সময় আছে। একটা ঘোড়ায় টানা ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি শুনে ও ছুটে গিয়ে তাতে চাপল। ট্রামটা চত্বরের কাছাকাছি এলে পর ট্রাম থেকে নেমে নেখ্লিউদভ ভালো দেখে একটা ঘোড়া-গাড়ি ভাড়া করল ও দশ মিনিটের মধ্যেই কর্চাগিনদের প্রকাণ্ড বাড়িটার সামনে গিয়ে নামল।

২৬

কর্চাগিনদের প্রকাণ্ড বাড়ির ওককাঠের দরজার কবজাগুলো বিলেত থেকে আমদানী করে লাগানো, একটুও শব্দ না করে দরজা খুলে দিয়ে বাড়ির হৃষ্টপুষ্ট দ্বারপাল বিগলিতস্বরে বলল:

'অনুগ্রহ করে প্রবেশ করুন, মান্যবর। ওঁরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ডিনার শুরু হয়ে গেছে, একমাত্র আপনাকেই ঢুকতে দেবার হুকুম আছে।'

দ্বারপাল সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘণ্টা বাজাল।

নেখ্লিউদভ ওভারকোটটা খুলে দ্বারপালের হাতে জিম্মে করার ফাঁকে জিজ্ঞাসা করল:

'বাইরের কেউ এসেছেন না কি?'

'পরিবারের লোক ছাড়া রয়েছেন কেবল মঁসিয়ে কোলোসভ ও মিখাইল সের্গেয়েভিচ।'

সিঁড়ির মাথা থেকে বেশ সুপুরুষ এক খানসামা, পরনে তার পাখির পুচ্ছের মতো দ্বিধাবিভক্ত কোট, হাতে ধবধবে সাদা দস্তানা, নিচের দিকে তাকিয়ে বলল:

'অনুগ্রহ করে উঠে আসুন মান্যবর, ওঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

নেখ্লিউদভ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওর সুপরিচিত সুসজ্জিত বল্রুম অতিক্রম করে ডাইনিং রুমে ঢুকল। বাড়ির কর্ত্রী সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্না

তাঁর খাসকামরার বাইরে পা দেন না, এক তিনি ছাড়া কর্‌চাগিন পরিবারের সবাই ডাইনিং টেবিলের চার দিকে বসে আছেন। টেবিলের এক মাথায় বসেছেন বৃদ্ধ কর্‌চাগিন স্বয়ং — তাঁর বাঁ দিকে বসেছেন বাড়ির ডাক্তার আর ডান দিকে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন ইভান ইভানোভিচ কোলোসভ। ইনি কর্‌চাগিনের বন্ধু ও রাজনীতিতে উদারপন্থী, এক কালে ছিলেন প্রদেশের কুলীন সভার আধিকারিক, বর্তমানে কোনো ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য। বাঁ দিকে ডাক্তারের পাশে বসেছেন মিস্‌ রেডের; মিসির চার বছরের ছোট বোন বসেছে তাঁর পাশে — মিস্‌ রেডের তারই গৃহশিক্ষিকা। ডান ধারে, ওদের ঠিক উলটো দিকে বসেছে মিসির ভাই ও কর্‌চাগিনদের একমাত্র পুত্র-সন্তান পেতিয়া — পাবলিক স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। পেতিয়ার এখন পরীক্ষা চলছে বলে কর্‌চাগিনরা এখনো তাঁদের শহরের বাড়িতেই রয়ে গেছেন। পেতিয়ার পাশে বসেছে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র — তার কাছেই পেতিয়া পরীক্ষার পড়া বুঝে নেয়। ছাত্রটির পাশে আছে মিসির পিসতুতো ভাই — মিখাইল সের্গেয়েভিচ তেলেগিন — সবাই তাকে ডাক নামে 'মিশা' বলেই জানে। মিশার উলটো দিকে বসেছেন চল্লিশ বৎসর বয়স্কা চিরকুমারী কাতেরিনা আলেক্সেয়েভ্‌না, ইনি স্লাভোফিল্‌[*]। টেবিলের অপর প্রান্তে বসে আছে মিসি স্বয়ং — পাশে তার একটা খালি পাত।

বৃদ্ধ কর্‌চাগিন তাঁর নকল দাঁত দিয়ে তখন সাবধানে খাবার চিবোচ্ছেন। তার চোখদুটো লাল, চোখের পাতা নজরে পড়ে না। চোখ তুলে কর্‌চাগিন নেখ্‌লিউদভকে বললেন:

'বাঃ, বেশ হয়েছে। বসে পড়ুন, বসে পড়ুন। আমাদের এখন সবে মাছের পর্ব চলছে।'

মুখ-ভরা খাবার চিবোতে চিবোতেই, মোটাসোটা রাশভারী বাট্‌লারকে চোখের ঈশারায় মিসির পাশের খালি জায়গাটা দেখিয়ে গৃহকর্তা বললেন:

'স্তেপান!'

বুড়ো কর্‌চাগিনকে নেখ্‌লিউদভ ভালো ভাবেই চেনে, একাধিকবার আহাররত অবস্থায় তাকে দেখেওছে ডিনার টেবিলে। আজ কিন্তু ভূরিভোজ-তৃপ্ত এই ভূতপূর্ব সেনাপতিকে দেখে ওর কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব এল তার পরিপুষ্ট দেহটার প্রতি — লাল মুখ, পুরু ঠোঁটের চকাস চকাস শব্দ, বুক জুড়ে একটা ন্যাপ্‌কিন ওয়েস্টকোটের মধ্যে গোঁজা, তার ওপর দেখা যাচ্ছে মেদপুষ্ট একটা ঘাড়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর হঠাৎ

মনে পড়ে গেল সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকা-কালে এই ব্যক্তিটির নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার নানা কাহিনী। সেই সময়, ভগবানই জানেন কী জন্য — ধনী ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন বলে এবং পরের কোন তোয়াক্কা তাঁকে রাখতে হত না বলে -- কশাঘাত তো সামান্য কথা, কারণে অকারণে কোন লোককে ফাঁসিকাঠে লটকে দিতেও এঁর বাধত না।

সাইড-বোর্ডের ওপরটা একাধিক রুপোর ফুলদানীতে সুসজ্জিত। একটা দেরাজ খুলে স্তেপান বড় একটি সুপের হাতা বের করে বলল:

'এখুনি ব্যবস্থা করছি, মান্যবর।'

স্তেপান মাথাটা একটু হেলিয়ে সেই জুলফিধারী সুদর্শন খানসামাকে ইঙ্গিত করতেই সে মিসির পাশে শূন্য জায়গাটাতে ছুরি কাঁটা চামচ বিন্যাস করে দিল, সুপ-প্লেটের ওপর রাখল কড়া কলপ লাগানো পরিপাটি ভাঁজ-করা ন্যাপ্‌কিন -- তাতে পারিবারিক প্রতীক-চিহ্ন উৎকীর্ণ হয়েছে সুদক্ষ ছুঁচের কাজে।

নেখ্‌লিউদভ টেবিলের চারিদিক ঘুরে সকলের সঙ্গে করমর্দন করল, ওকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল -- এক কেবল বৃদ্ধ কর্‌চাগিন ও মহিলারা ছাড়া। এই যে টেবিলের চার দিকে ঘুরে সকলের সঙ্গে, এমন কি অধিকাংশ লোকজন, যাদের সঙ্গে ওর কখনো বাক্য বিনিময় হয় না, তাদের সঙ্গেও, করমর্দন করার প্রথাটা ওর কাছে এখন হাস্যকর ও বিশেষ করে অপ্রীতিকর মনে হল। বিলম্বে আসার দরুন মার্জনা ভিক্ষা করে নেখ্‌লিউদভ টেবিলের শেষপ্রান্তে মিসি ও কাতেরিনা আলেক্সেয়েভ্‌নার মাঝখানের খালি জায়গাটায় বসতে যাবে, এমন সময় বৃদ্ধ কর্‌চাগিন নাছোড়বান্দার মতো বললেন ভোদ্‌কা পান করতে যদি নেহাৎই না চায়, নেখ্‌লিউদভ নিশ্চয় যেন সাইড-টেবিল থেকে যৎসামান্য আনুষঙ্গিক খাবার খেতে আপত্তি না করে। সেখানে ছিল চিংড়ি মাছ, মাছের ডিম, নোন্‌তা হেরিং মাছ ও নানা রকম চীজ। খেতে আরম্ভ করার আগে পর্যন্ত নেখ্‌লিউদভ বুঝতেও পারে নি সে কত ক্ষুধার্ত। রুটি ও চীজ দিয়ে শুরু করে সে আর থামতে পারল না, গোগ্রাসে খেতে লাগল।

প্রগতিবিরোধী একটি কাগজ সে সময় জুরিপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছিল, বিদ্রূপাত্মক ভাবে কাগজে ভাষা পুনরুক্তি করে কোলোসভ নেখ্‌লিউদভকে জিজ্ঞাসা করলেন:

'তবে কি আজ আপনারা সভ্যসমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছেন? দোষীদের খালাস করে নির্দোষদের প্রতি শাস্তিবিধান করেছেন?'

হাসতে হাসতে প্রিন্স্ কর্চাগিন কোলোসভের কথার পুনরুক্তি করে বলে চললেন:

'ভিত্তিমূলে আঘাত... ভিত্তিমূলে আঘাত।'

তাঁর এই উদারপন্থী বন্ধু ও সহচরের জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তায় প্রিন্সের আস্থা গভীর।

অবিনয়ের অপরাধ ঘটতে পারে জেনেশুনেও কোলোসভের প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না নেখ্লিউদভ। নেখ্লিউদভকে ইতিমধ্যে সুপ পরিবেশন করা হয়েছিল, ধূমায়িত সুপের পাশে আসন গ্রহণ করে সে আগের মতোই খাবার চিবিয়ে চলল।

মিসি একটু হেসে বলল:

'আহা, দাও-না ওকে একটু খেতে।'

সর্বনামটা প্রয়োগ করল এমন ভাবে যাতে সবাই বুঝতে পারে নেখ্লিউদভের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কত অন্তরঙ্গ।

কোলোসভ তার গলার স্বর চড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে কাগজে প্রকাশিত জুরিপ্রথাবিরোধী প্রবন্ধের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন। তাঁর কথায় সায় দিলেন মিসির পিসতুতো দাদা মিখাইল সের্গেয়েভিচ, এমন কি ওই কাগজের অপর একটি প্রবন্ধের বিষয় উল্লেখ করলেন এই প্রসঙ্গে।

মিসির পোশাক-পরিচ্ছদে লোকদেখানো চটকদারী নেই, যদিচ সর্বদাই উত্তম রুচিসম্মত তার সাজসজ্জা— পাঁচজনের মতো নয়, আর সবার তুলনায় বিশিষ্ট।

নেখ্লিউদভ তার গ্রাসের বস্তু চিবিয়ে গলাধঃকরণ করার পর মিসি বলল:

'আপনাকে দেখে খুব শ্রান্তক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত বলে মনে হচ্ছে।'

নেখ্লিউদভ বলল:

'না, তেমন কিছু নয়। আর আপনারা কী করলেন আজ? ছবি দেখতে গিয়েছিলেন নাকি?'

'না, সেটা মুলতবী রাখতে হল। আমরা সালামাতভদের ওখানে লন্ টেনিস্ খেলতে গিয়েছিলাম। মিস্টার ক্রুক্স্ সত্যিই একজন ভালো টেনিস্-খেলোয়াড়।'

আজ নেখ্লিউদভ এ-বাড়িতে এসেছিল তার চিন্তার স্রোত অন্য খাতে বইয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। এ-বাড়ির সুরুচিসম্মত বিলাসসজ্জা ওর বেশ ভালোই লাগত, তদুপরি এখানকার আবহাওয়ায় প্রচ্ছন্নভাবে ছিল ওকে খুশি করার ও খাতির করার একটা ভাব। আশ্চর্যের বিষয় আজ

কিন্তু এ-বাড়ির সব কিছু ওর মনে জুগুপ্সার সৃষ্টি করছে। একেবারে সমস্ত কিছু — সেই দ্বারপাল থেকে শুরু করে, দোতলায় ওঠার চওড়া সিঁড়ি, ফুলদানীতে ফুলের শোভা, সেই সুদর্শন খানসামা, ডিনারটেবিলের পরিসজ্জা, এমন কি মিসিকে পর্যন্ত -- আজ কেমন যেন অসুন্দর ও কৃত্রিম বলে মনে হচ্ছে। কোলোসভের আত্মতৃপ্ত উদার-নীতির কচকচানি আজ মনে হচ্ছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর। বৃদ্ধ কর্চাগিনের বৃষস্কন্ধ ইন্দ্রিয়পরায়ণ চেহারাখানা আজ মনে হচ্ছে কদাকার। স্লাভোফিল্ কাতেরিনা আলেক্সেয়েভ্নার মুখে অনর্গল ফরাসী বুকনী আজ অসহ্য ঠেকছে। গৃহশিক্ষিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটির মুখে অনুগত বশ্যতার ভাবখানাও দস্তুরমতো অপ্রীতিকর। কিন্তু সবচেয়ে নেখ্লিউদভের খারাপ লেগেছে মিসি যখন ওকে উল্লেখ করেছে 'ও' বলে। বেশ কিছু দিন হয় মিসি-সম্পর্কে ওর ধারণাটার মধ্যে একটা দোটানা দেখা যাচ্ছে — কখনো ও যেন মিসিকে দেখে চাঁদের আলোয়, তখন মিসির সব কিছু সুন্দর মনে হয় — মনে হয় মিসি সতেজ ও সরস, মিসির বুদ্ধি আছে কিন্তু ছলাকলা নেই। আবার কখনো যেন দেখে সূর্যের প্রখর আলোয় — তখন কে যেন ওর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকে মিসির ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি কত স্পষ্ট। আজ নেখ্লিউদভ মিসিকে যেন দেখল দিনের অকরুণ আলোতে — মিসির বলিচিহ্নিত মুখের প্রত্যেকটি রেখা আজ যেন সুস্পষ্ট, দেখল কী ভাবে ওর চুল কুঞ্চিত করা হয়েছে, হাতের কনুইদুটো খোঁচা খোঁচা উপরন্তু বুড়ো আঙুলের নখ ঠিক যেন ওর বাবার নখের মতো চওড়া।

কোলোসভ বললেন:

'টেনিস্ ভারি একঘেয়ে খেলা। আমরা যখন ছোট ছিলাম ডান্ডাগুলি খেলতাম -- সে-খেলার মজা অনেক বেশি।'

'না না, টেনিস্ আপনি কখনো খেলে দেখেন নি,' মিসি আপত্তি করল, 'টেনিস্ ভী-ষ-ণ মজার খেলা।'

মিসির মুখে ভী-ষ-ণ কথাটার ওপর অতিমাত্রায় জোর দেওয়াটা নেখ্লিউদভের কাছে বেশ একটু কৃত্রিম শোনাল।

তারপর একটা আলোচনার সূত্রপাত হল। মিখাইল সের্গেয়েভিচ, কাতেরিনা আলেক্সেয়েভ্না আর সকলে সে আলোচনায় যোগ দিলেন। কেবল সেই গৃহশিক্ষিকা, ইউনিভার্সিটির সেই ছাত্রটি এবং ছেলেমেয়েরা চুপ করে রইল, তাদের একঘেয়ে লাগছিল বলে মনে হল।

বৃদ্ধ কর্চাগিন জোরে হাসতে হাসতে বললেন:

'এ সব বিতর্কের কি কখনো শেষ আছে!'

অতঃপর ওয়েস্ট-কোটের ভিতর থেকে ন্যাপ্‌কিনটা টেনে বের করলেন, খুব একটা শব্দ করে নিজের চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে (খানসামা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের মাথাটা ধরে সরিয়ে নিল) উঠে দাঁড়ালেন টেবিল থেকে।

ওঁর দেখাদেখি সবাই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং ওঁর পিছু পিছু আর একটা টেবিল ঘিরে দাঁড়াল — টেবিলের মধ্যে বিরাট একটা থুক্‌-দানী ও তার চার দিকে সুগন্ধ গরম জল। সেই জল দিয়ে কুলকুচি করার পর আবার চলতে লাগল আলোচনা, যা কারও কাছেই আকর্ষণীয় নয়।

বিতর্ক করতে গিয়ে মিসি বলেছিল যে খেলার মধ্যে দিয়ে মানুষের আসল চরিত্র যেমন ধরা পড়ে, তেমন আর কিছু থেকে ধরা পড়ে না। মিসি কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিল নেখ্‌লিউদভের মুখে কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক বিরক্তির ভাব। এটার কারণ খুঁজে বের করবে মনে করে, মিসি খেলাধুলো সম্বন্ধে ওর উক্তির সমর্থন চাইল নেখ্‌লিউদভের কাছ থেকে, বলল:

'কথাটা ঠিক নয় কি?'

নেখ্‌লিউদভ জবাব দিল:

'আমি ঠিক বলতে পারব না, এ-বিষয় নিয়ে আমি কখনো ভেবে দেখি নি।'

মিসি এবার জিজ্ঞাসা করল:

'একবার মা'র কাছে যাবেন না?'

'ও হ্যাঁ, তা যাব বৈ কি।'

নেখ্‌লিউদভ এমন ভাবে কথাগুলো বলল যে বুঝতে বাকি রইল না তার আদৌ গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করার আগ্রহ নেই। একটা সিগারেট বের করে ধরাল।

মিসির মুখে একটা নীরব প্রশ্নের আভাস দেখে নেখ্‌লিউদভ একটু লজ্জা পেল, ভাবল পরের বাড়ি বয়ে এসে সকলের মন বিগড়ে দেবার কোনো মানে হয় না। অমায়িক আচরণে নিজের ত্রুটি শুধরে নেবার উদ্দেশ্যে মিসিকে বলল যে প্রিন্সেস্‌ যদি অনুমতি দেন তবে পরম আনন্দে তাঁর সাক্ষাতে যাবেন।

'সে আর বলতে — মামণি খুবই খুশি হবেন। ধূমপান আপনি ওখানেও করতে পারেন। ইভান ইভানোভিচও এখন মায়ের কাছে আছেন।'

গৃহকর্ত্রী প্রিন্সেস্‌ সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্‌না সারাটা দিন শুয়ে বসে কাটান। প্রায় আট বছর হয়ে গেল বাড়িতে যখনই অতিথি সমাগম হয়,

লেস ও রিবনে সুসজ্জিত হয়ে, গৃহকর্ত্রী মখমলে মোড়া কুশন বালিশ পাশবালিশের মধ্যে গা এলিয়ে শুয়ে থাকেন। পুরু গদি আঁটা নিচু পালঙ্কখানা লাক্ষা দিয়ে উত্তমরূপে পালিশ করা, কাঠের ওপর সোনালী কাজের অলংকরণ, মাঝে মাঝে হাতির দাঁত ও ব্রোঞ্জ দিয়ে মিনে-করা। আর এদিকে ওদিকে ফুলের ছড়াছড়ি। প্রিন্সেস্ খাস-কামরা ছেড়ে বাইরে পা দেন না। দেখা দেন কেবল 'অন্তরঙ্গ বন্ধুদের' কাছে — এমন সব লোকদের কাছে যাঁরা তাঁর মতে আর পাঁচজনের মতো নয় — যাঁরা বিশিষ্ট।

নেখ্লিউদভ ছিল এই সব বন্ধুদের অন্যতম — প্রিন্সেস্ মনে করেন সে বুদ্ধিসুদ্ধি রাখে, তা ছাড়া তার মা ছিলেন পরিবারের নিকট বন্ধু। উপরন্তু নেখ্লিউদভের সঙ্গে মিসির বিবাহ হওয়াটা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

প্রিন্সেসের খাস-কামরায় যেতে হয় বড় বৈঠকখানা ও ছোট বৈঠকখানা পার হয়ে। মিসি সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বড় বৈঠকখানার একটি ছোট সোনালী রঙের চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়াল, মুখে একটা যেন দৃঢ় সংকল্পের ভাব।

মিসির একান্ত ইচ্ছা সে বিয়ে করে। পাত্রহিসাবে নেখ্লিউদভ একপ্রকার পালটা ঘরের, তাছাড়া ওকে মিসির বেশ পছন্দ, তাই মিসি মনে মনে ঠিকই করে রেখেছে নেখ্লিউভকে ওর চাই — ওকে নেখ্লিউদভ চায় কি না সে-প্রশ্ন যেন অবান্তর। মানসিক রোগগ্রস্ত লোকেদের মধ্যে কখনো কখনো দেখা যায় নিজেদের অভীষ্ট সাধনে জেদ বেড়ে গেলে নিজেদের অজান্তেই তারা নানারকম ছলাকলার আশ্রয় নেয় -- মিসিরও ব্যবহারটা সেই রকম। মিসি স্থির করল বিবাহসম্বন্ধে নেখ্লিউদভের ঠিক অভিপ্রায়টা যে কী তা ওকে জানতেই হবে।

নেখ্লিউদভের দিকে চোখ রেখে মিসি জিজ্ঞাসা করল:

'মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে আমায় বলবেন না?'

আদালতে যে-সব ঘটনা ঘটেছে মনে পড়ায় নেখ্লিউদভ ভ্রূকুঞ্চিত করল, তার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। ইচ্ছা হল সত্য কথাটা বলতে:

'সত্যিই একটা ঘটনা ঘটেছে — এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না, আমার পক্ষে ঘটনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'কী সে ঘটনা? আমায় বলতে পারেন না?'

'এখন নয়। দোহাই, এখন জানতে চাইবেন না। ঘটনাটা পুরোপুরি বুঝবার মতো সময় এখনো আমি পাই নি।'

এই বলে নেখ্লিউদভের মুখখানা আরো একটু আরক্ত হল যেন।

মিসির মুখের একটি পেশী যেন দপ্দপ্ করে উঠল। চেয়ারখানা পিছনে হটিয়ে রেখে মিসি বলল:

'বেশ, তা হলে আমায় বলতে চান না?'

নেখ্লিউদভ জবাব দিল:

'না, বলতে পারি না।'

নেখ্লিউদভের মনে হল কথাগুলো মিসির উদ্দেশে বলা হলেও যেন এ-কথাটা নিজের কাছেই নিজের জবাবদিহি — ওর জীবনে গুরুতর একটা কিছু যে ঘটেছে — সেই সত্য স্বীকার করে নেওয়া।

'বেশ, এবার আসুন তা হলে।'

মিসি মাথাটা এমন ভাবে নাড়াল যেন আজেবাজে চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলতে চায়। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল — এত দ্রুত হাঁটে না সচরাচর।

নেখ্লিউদভের মনে হল মিসি এমন ভাবে ঠোঁটদুটো চেপেছে যে মনে হচ্ছে উদ্‌গত অশ্রু ও দমন করতে চায়। মিসিকে আঘাত দিয়েছে মনে করে ওর লজ্জা হল, মনে মনে দুঃখও হল, কিন্তু ও ঠিকই বুঝেছিল বিন্দুমাত্র দুর্বলতা ও যদি দেখায় — তো সর্বনাশ হয়ে যাবে, মিসির সঙ্গে ওর গাঁটছড়া বাঁধা পড়ে যাবে। আজকের দিনে সে-সম্ভাবনার কথা ভাবতেও ওর গা শিউরে উঠছে। নীরবে মিসির পিছু পিছু নেখ্লিউদভ প্রবেশ করল প্রিন্সেসের খাস-কামরায়।

২৭

মিসির মামণি প্রিন্সেস্ সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্না ইতিমধ্যে নানা উপাচার-সম্বলিত সুপুষ্টিকর ডিনার সেরে নিয়েছেন। ভোজন-ব্যাপারটা এমনি গদ্যজাতীয় যে তিনি এটা সর্বদা সারেন লোকচক্ষুর অগোচরে। পালঙ্কের পাশে একটি ছোট টেবিলে তাঁর কফিপানের সাজসরঞ্জাম সযত্ন-রক্ষিত। আপাতত তিনি সরুলম্বা সিগারেট একটা ধরিয়ে ধূমপান করছেন। প্রিন্সেস্ দীর্ঘাঙ্গী ও রোগা, চুল কালো, বড়ো দুটি চোখও কালো, লম্বা দাঁত — ভাবভঙ্গী এমন যেন এখনো তিনি তরুণী।

তাঁর সঙ্গে পারিবারিক ডাক্তারের মাখামাখি নিয়ে বাইরে কিছু কিছু

গুজব রটনা হচ্ছে। নেখ্‌লিউদভ এর আগে কথাটা ভুলেই গিয়েছিল, কিন্তু এখন তার মনে পড়ে গেল। শুধু তাই নয়, খাস-কামরায় ঢুকেই যখন তার নজরে পড়ল ডাক্তার—প্রিন্সেসের পালঙ্কের পাশে বসে আছেন, তেলচুক্‌চুকে দাড়ি চিবুকের কাছে দু'ভাগে ভাগ করা — তখন ওর মনটা নিদারুণ বিরক্তিতে ভরে উঠল।

কফি-টেবিলের পাশে একটি নরম গদি-আঁটা নিচুগোছের ইজি-চেয়ারে বসে আছেন কোলোসভ — চামচ দিয়ে কফি নাড়াচ্ছেন। টেবিলের ওপরেই রাখা আছে সুরার পাত্র।

মিসি নেখ্‌লিউদভকে নিয়ে ঢুকল বটে; কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল, নেখ্‌লিউদভ ও কোলোসভের দিকে তাকিয়ে বলে গেল:

'মামণি যখন অতিষ্ঠ হয়ে আপনাদের তাড়িয়ে দেবেন, তখন একবার আমার কাছে ঘুরে যেতে পারেন।' এমন ভাবে কথাগুলো সে বলল যেন কিছুই হয় নি, হাসিখুশি মুখ করে পুরু কার্পেটের ওপর নিঃশব্দ পদসঞ্চার করে বেরিয়ে গেল।

প্রিন্সেসের দাঁতের পাটি কৃত্রিম — এক কালে তাঁর লম্বা সুবিন্যস্ত যে দন্তপংক্তি ছিল তারই নিপুণ অনুকরণ। সেই কৃত্রিম দাঁতের দন্তুর হাসিটি যথাসম্ভব সহজ ও স্বাভাবিক করে তিনি নেখ্‌লিউদভকে সম্বর্ধনা করে বললেন:

'কেমন আছেন প্রিয় বন্ধু? আসুন, বসুন. কথা বলুন আমার সঙ্গে। শুনলাম কিছুক্ষণ আগে আদালত থেকে ফিরেছেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে।'

অতঃপর ফরাসীতে বললেন:

'আমার মনে হয় হৃদয়বান লোকেদের পক্ষে আদালতে যাওয়াটা শাস্তিবিশেষ।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'হ্যাঁ, খুব ঠিক কথা বলেছেন। অনেক সময় মনে হয় নিজেই যেন... মনে হয় কারো এমন অধিকার থাকতে পারে না যে সে অন্যকে বিচার করে।'

প্রিন্সেস্‌ বললেন:

'Comme c'est vrai!'*

এমন ভাবে কথাটা বললেন মনে হল যেন সদ্য নেখ্‌লিউদভের মুখ থেকে শুনে এই খাঁটি সত্য তিনি আবিষ্কার করেছেন। প্রিন্সেসের সঙ্গে যাঁরা কথাবার্তা বলেন তাঁদের সন্তোষ বিধানে এরকম চাটুকারিতায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

* খাঁটি সত্যি কথা! (ফরাসী)

'তারপর, আপনার ছবি-আঁকা কেমন এগোচ্ছে? খুব ইচ্ছে হয় দেখতে — এ ভাবে শয্যাগত হয়ে যদি আমায় পড়ে না থাকতে হত, কবে আপনার ওখানে যেতাম!'

নেখ্লিউদভ কাঠ কাঠ গলায় জবাব দিল:

'ছবি-আঁকা আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।'

প্রিন্সেসের এই মিথ্যা তোষামোদবাক্য আজ যেন নেখ্লিউদভের অসহ্য মনে হল, যেমন অসহ্য মনে হল বয়স ভাঁড়িয়ে ওঁর এই খুকী সাজা! আজ যেন সৌজন্য রক্ষা করে চলাটা তার খুব কঠিন মনে হতে লাগল।

'আহা, ছেড়ে দিয়েছেন! খুবই পরিতাপের কথা।'

তারপর কোলোসভের দিকে ফিরে প্রিন্সেস্ বলে চললেন:

'জানেন, ওঁর ছবি-আঁকার হাত যে দস্তুরমতো ভালো, সে-কথা আমি স্বয়ং রেপিনের মুখে শুনেছি।'

নেখ্লিউদভ ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবতে লাগল:

'মিথ্যে কথা বলতে দেখি এই মহিলার কোনো লজ্জাশরমের বালাই নেই।'

প্রিন্সেস্ও বুঝে নিলেন আজ নেখ্লিউদভের মেজাজটা এমনি খারাপ যে ওর কাছ থেকে বাক্-বৈদগ্ধ্য বা বাক-চাতুরীর আশা করা বৃথা। তখন তিনি কোলোসভের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন নূতন নাটক সম্পর্কে তাঁর অভিমত কী -- এমন ভাবে প্রশ্নটা করলেন যেন কোলোসভ যা বলবেন সেটাই হবে ওই নাটক বিষয়ে চরম কথা। নাট্যকার ও নাটকের অনেক দোষত্রুটি দেখিয়ে কোলোসভ এবার অভিনয়-কলা সম্বন্ধেও নানা কথা বলতে শুরু করলেন। প্রিন্সেস্ নাটকের পক্ষ নিয়ে দু-চার কথা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন কোলোসভের যুক্তি বিচারের সারবত্তা -- কোনো কোনো যুক্তি সম্পূর্ণ মেনে নিলেন আবার কোনো কোনো যুক্তির আলোকে নিজের মতামত অদলবদল করে নিলেন। নেখ্লিউদভ ওঁদের দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁদের কথাবার্তা শুনছে বলে মনে হলেও, আসলে দেখেও দেখছিল না, শুনেও শুনছিল না।

নেখ্লিউদভ একবার শুনছিল সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্নার বক্তব্য একবার কোলোসভের -- লক্ষ্য করল দু'জনের কেউ-ই নাটক সম্বন্ধে অথবা পরস্পরের সম্বন্ধে কৌতূহলী নন। পেটভরে খাওয়াদাওয়ার পর কণ্ঠনালী ও জিহ্বা চালনা করার একটা নিতান্ত দৈহিক তাগিদ চরিতার্থ করার জন্য তাদের এই আলাপ আলোচনা। তাছাড়া কোলোসভ তো কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত — ভোদ্কা, মদ ও সুরা তো কিছু কম পান করেন নি। তবে তাঁর নেশা ও চাষাভুষোদের

নেশার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, চাষাভুষোরা কালেভদ্রে পান করে বলে একটুখানি পেটে পড়লেই বেসামাল হয়ে পড়ে, কোলোসভের নেশাটা নিত্য মদ্যপানে অভ্যস্ত পাকা পাঁড়ের নেশা। অঙ্গসঞ্চালনে বেসামাল হয়ে পড়েন নি, নিতান্ত আজেবাজে কিছু যে বকছেন তেমনও নয়; কিন্তু সব কিছু মিলে তাঁকে ঠিক প্রকৃতিস্থ বলা চলে না বরঞ্চ বলা যেতে পারে উত্তেজিত ও অহংসর্বস্ব। দু'জনের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলছে নেখ্‌লিউদভ লক্ষ্য করল কেমন যেন চিন্তিত মুখে প্রিন্সেস্ একটা জানলার দিকে বার বার নজর করছেন। ওই জানলাটা দিয়ে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকু বিপজ্জনক ভাবে প্রায় তাঁর বলিরেখান্বিত মুখের উপর পড়বার উপক্রম করছে।

কোলোসভের কোনো একটি কথায় সায় দিতে গিয়ে প্রিন্সেস্ বললেন:

'এটা যা বলেছেন খুব খাঁটি কথা।'

কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে পালঙ্কের পাশে রাখা একটি ইলেকট্রিক ঘণ্টার উপর আঙুল দিয়ে টিপলেন।

ডাক্তার উঠে পড়লেন এবং নেহাৎ বাড়ির লোকের মতো কাউকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেলেন। প্রিন্সেস্ কথাবার্তা বলতে বলতে তাকিয়ে রইলেন চলমান ডাক্তারের দিকে।

ঘণ্টা শুনে প্রবেশ করল সেই সুদর্শন খানসামা. প্রিন্সেস্ তাকে বললেন:

'প্লিজ ফিলিপ, জানলার পর্দাগুলো টেনে দাও।'

প্রিন্সেস্ বলে চললেন:

'না না, আপনি যা-ই বলুন না কেন, ওঁর মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয়বাদ আছে নিশ্চয়, রহস্য না থাকলে কাব্য হয় না।'

প্রিন্সেস্ কথা বলছেন যখন তখন রাগত কালো একটি চোখ বিঁধিয়ে লক্ষ্য করছে খানসামার গতিবিধি। সে তখন পর্দা টানায় ব্যস্ত।

'অতীন্দ্রিয়বাদ যদি কাব্য-বিবর্জিত হয় তা হলে সেটা নিতান্তই কুসংস্কার। এদিকে আবার অতীন্দ্রিয়বাদ-বর্জিত কাব্য হল নেহাতই গদ্য।'

প্রিন্সেস্ তাঁর বক্তব্যের খেই ঠিকই ধরে আছেন, যদিচ ওঁর মুখে দেখা যাচ্ছে একটা ম্লান হাসি। ওঁর কালো চোখদুটি যেন এখনো অনুসরণ করছে পর্দা-অপসারণরত সুদর্শন খানসামার গতিবিধি।

'না না, ফিলিপ, ও-পর্দাটা নয়, বড় জানলার পর্দাটা।' কাতর ভাবে বলে উঠলেন প্রিন্সেস্ — ভাবখানা এমন, এসব হুকুম যে তাঁকে নেহাতই করতে হয়, সেজন্য নিজের প্রতি তাঁর মায়া হয়। দামী পাথরবসানো তাঁর হাতের আঙটিগুলো ঝলমল করে উঠল, প্রিন্সেস্ সেই লম্বা সুগন্ধ সিগারেটখানা

তাঁর ঠোঁটে ঠেকালেন, নিজেকে যেন প্রবোধ দেবার জন্য।

বয়োরস্ক বৃষস্কন্ধ সুদর্শন ফিলিপ মাথাটা একটু নোয়াল মার্জনা ভিক্ষার ভঙ্গিতে, তারপর বুক ফুলিয়ে পেশল পাদুটো হালকা ভাবে কার্পেটের ওপর ফেলে ফেলে নিঃশব্দ আজ্ঞাবহের মতো অপর জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে প্রিন্সেসের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে পর্দাটা টেনে দিল যাতে দুঃসাহসিক আলোক রশ্মি একটিও না পড়ে তাঁর মুখের ওপর। তাতেও মালিকানীর সন্তুষ্টি-বিধান হল না, প্রিন্সেসকে পুনরায় অতীন্দ্রিয়বাদ প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে নির্বোধ নফরের নিষ্ঠুর হাতে নিগৃহীত শহীদের সুরে বলতে হল ফিলিপ কোথায় কী ভুলচুক করেছে।

নিমেষের জন্য ফিলিপের চোখদুটো যেন ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল, মনে মনে যেন বলল: 'চুলোয় যাক বুড়ীটা! ও যে কী চায় তার ঠিকঠিকানা নেই।' সমস্ত ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করে নেখ্‌লিউদভের অনুমান হল ফিলিপ ভিতরে ভিতরে গজরাতে শুরু করেছে। কিন্তু তাহলে কি হয়, নিমিষেই আবার মুখচোখের অধীর বিরক্তির ভাবটা মুছে ফেলে, শক্তিমান রূপবান ফিলিপ জীর্ণশীর্ণ ভণ্ড সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্‌নার হুকুম শান্ত ভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেল।

গদি-আঁটা নিচু আরাম কেদারায় গাখানা এলিয়ে দিয়ে, নিদ্রালু চোখে প্রিন্সেসের দিকে তাকিয়ে কোলোসভ বললেন:

'ডারউইনের শিক্ষার মধ্যে অনেকখানি সত্য -- সে তো অবশ্য-স্বীকার্য, কিন্তু আমার মনে হয় কোথাও কোথাও তিনি সত্যের সীমা লঙ্ঘন করে গেছেন। সে আমি বলবই।'

নেখ্‌লিউদভ যে এতক্ষণ আলাপ-আলোচনায় যোগ না দিয়ে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে -- এটা প্রিন্সেসের বিরক্তিকর ঠেকল। তাই তিনি ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন:

'আচ্ছা বংশানুক্রম বিষয়ে আপনি কী বলেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন?'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'বংশানুক্রম? না, আমি মানি না।'

আসলে দু'জনের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলছে, তখন নেখ্‌লিউদভ কেন যেন কল্পনায় অতি অদ্ভুত সব বিদ্‌ঘুটে ছবি দেখতে ব্যস্ত। বিবস্ত্র অবস্থায় সে দেখল বলবান রূপবান আর্টিস্টের মডেলের মতো সুঠাম ফিলিপকে। পরমুহূর্তে যেন দেখতে পেল কোলোসভের নগ্নমূর্তি — তরমুজের মতো মোটা পেট, মাথাভরা টাক, পেশীবিহীন দুটো হাত ঝুলে আছে নোড়ার

মতো। রেশম ও মখমলের অঙ্গবাস খসিয়ে দিয়ে আবছা ভাবে দেখতে যেন পেল সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্‌নার নগ্ন কাঁধটা। এই শেষোক্ত ছবিটা এমনি বীভৎস যে সেটা মন থেকে মুছে ফেলার জন্য সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় প্রিন্সেস্ চোখের নজরে তাকে খুঁটিয়ে দেখে বললেন:

'কিন্তু মিসি যে আপনার অপেক্ষা করছে। যান ওর কাছে, শুমান্-রচিত একটি নতুন সংগীত মিসি বাজিয়ে আপনাকে শোনাতে চায়। খুবই চমৎকার রচনা।'

নেখ্‌লিউদভ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্‌নার আঙটি-পরা হাতখানা প্রায় স্বচ্ছ, ভিতরের হাড়গুলো যেন দেখা যায়। প্রিন্সেসের করমর্দন করে বিদায় নেবার মুহূর্তে নেখ্‌লিউদভ মনে মনে ভাবল:

'কী কারণে জানি না, মহিলা কিন্তু স্রেফ মিথ্যে কথা বললেন -- মিসি আমায় কিছু বাজিয়ে শোনাতে চায় এটা মোটেই সত্যি নয়।'

বসবার ঘরে দেখা দিলেন কাতেরিনা আলেক্সেয়েভ্‌না। সাক্ষাত হতেই অভ্যাস অনুযায়ী ফরাসীতে আলাপ শুরু করলেন:

'দেখা যাচ্ছে জুরির কাজ করতে গিয়ে আপনার মন খারাপ হয়েছে।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'ঠিকই বলেছেন। মাপ করবেন আজ আমার মনমেজাজ একটু খারাপ। এরকম মন নিয়ে আর সকলের ক্লান্তির কারণ হওয়া আমার সাজে না।'

'মনমেজাজ খারাপ হল কেন?'

মাথার টুপিটা খুঁজে বের করতে করতে নেখ্‌লিউদভ বলল:

'সে-প্রসঙ্গটা নাই তুললাম।'

'মনে নেই সর্বদা আমাদের সবাইকে কেমন বলতেন -- সদা সত্য কথা কহিবে। কত নির্মম সত্য আপনার মুখে শুনেছি। তবে আজ কেন মুখ খুলতে চাইছেন না?'

সেই মুহূর্তে মিসিকে ঘরে ঢুকতে দেখে কাতেরিনা তার দিকে ফিরে বললেন:

'মনে নেই মিসি?'

নেখ্‌লিউদভ গম্ভীর ভাবে বলল:

'সে-সব কথা তো বলেছিলাম খেলার ছলে। সত্য কথা বলার খেলায় সত্য কথা বলা সহজ। কিন্তু খেলা ছেড়ে আমরা যখন কাজের কথায় আসি, মনে হয় আমরা এমন সব খারাপ কাজ করেছি... আমরা না বলে বলা উচিত

আমি নিজে এমন সব খারাপ কাজ করেছি... যে অন্তত পক্ষে আমি তো সত্য কথাটা বলতে পারি না।'

'আহা, 'আমরা' ছেড়ে 'আমি'-তে চলে আসার কি দরকার? বলেই ফেলুন না আসল কাজে কেন আমরা এত খারাপ?'

কাতেরিনা এমন ভাবে কথাগুলো বললেন যেন কথা নিয়ে খেলা করছেন, যেন দেখেও দেখছেন না নেখ্‌লিউদভ আজ অত্যন্ত গম্ভীর।

মিসি বলল:

'মনমেজাজ খারাপ বলে স্বীকার করার মতো খারাপ কাজ আর কিছু হতে পারে না। আমি তো কখনো বলি না আমার মনমেজাজ খারাপ, তাই সব সময় আমার মনমেজাজ ভালো থাকে। এখন বলুন, আসবেন কি আমাদের সঙ্গে? আমরা চেষ্টা করব আপনার mauvaise humeur-* এর মেঘটা উড়িয়ে দিতে।'

নিখ্‌লিউদভের মনে হল এ যেন ঘোড়ার মুখে লাগাম পরিয়ে, তার পিঠে সাজসজ্জা চাপানোর পূর্ব মুহূর্তে তাকে কিঞ্চিৎ আদর দিয়ে মন ভেজানোর চেষ্টা। আজ কিন্তু তার গাড়ি টানতে ঘোরতর অনিচ্ছা। নেখ্‌লিউদভ মাপ চেয়ে বলল আজ বাড়িতে তার কাজ আছে বলে তার তখুনি না গেলেই নয়। বিদায় নেবার সময় মিসি তার হাতের মধ্যে একটু বেশি সময় নিজের হাতটা রেখে বলল:

'মনে রাখবেন আপনার কাছে যা-কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপনার বন্ধুদের কাছেও তাই। আগামী কাল আসছেন কি?'

নেখ্‌লিউদভ কেমন যেন লজ্জিত বোধ করল — লজ্জাটা নিজের কথা ভেবে না মিসির কথা ভেবে ঠিক ঠাহর করতে পারল না। মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল, বিদায় নেবার আগে বলে গেল:

'হয়তো কাল আর আসা হয়ে উঠবে না।'

নেখ্‌লিউদভ চলে যেতে কাতেরিনা আলেক্সেয়েভ্‌না বললেন:

'ব্যাপারখানা কী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। Comme cela m'intrigue** আমি ঠিকই খুঁজে বার করব কারণটা। মনে হচ্ছে নিশ্চয় কোন affaire d'amour-propre: il est très susceptible, notre cher*** মিতিয়া।'

* খারাপ মেজাজ (ফরাসী)

** আমার কী কৌতূহলই না হচ্ছে! (ফরাসী)

*** এমন কোনো ব্যাপার ঘটেছে, যাতে আত্মাভিমানে লেগেছে। আমাদের মিতিয়া-বেচারী বড় অভিমানী (ফরাসী)।

'Plutôt une affaire d'amour sale'* — মিসি এ-কথাটা বলতে গিয়েও বলল না। বলতে বলতে থেমে গেল, সামনের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যেন ওর চোখের দীপ্তি নিভে গেছে। ওর সন্দেহের বিষয়টা কাতেরিনাকেও বলতে মন সরল না — কেবল বলল:

'আমাদের সকলেরই সুদিন কুদিন দুটোই আসে।'

মনে মনে মিসি ভাবতে লাগল:

'নেখ্লিউদভও প্রতারণা করবে — তাও কি সম্ভব? এত সব ঘটনার পর তা-ই যদি করে, খুবই অন্যায় করবে।'

কেউ যদি মিসিকে জিজ্ঞাসা করত, 'এত সব ঘটনার পর' কথাটার ঠিক অর্থ কী, মিসি নিজেও হয়তো স্পষ্ট কিছু বলতে পারত না।

মিসি মনে মনে জানত নেখ্লিউদভ কেবল যে ওর মনে আশার সঞ্চার করেছিল এমন নয়, এক প্রকার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। স্পষ্ট ভাবে কথা-বার্তা কিছু হয় নি দুজনের মধ্যে—কেবল চোখের চাওয়া, মুখের হাসি, কিছু ইঙ্গিত, কিছু আভাস। তৎসত্ত্বেও মিসির মনে হয়েছিল নেখ্লিউদভ একান্ত ভাবে তার নিজস্ব — এখন যদি তাকে হারাতে হয় মিসির পক্ষে দুঃসহ হবে।

২৮

'ছি-ছি, কী লজ্জা, কী ঘেন্না, কী জঘন্য কেলেঙ্কারী!'

নিজের মনে এই কটি কথা বলতে বলতে নেখ্লিউদভ বহু পরিচিত রাস্তাগুলো পেরিয়ে বাড়ি ফিরল। মিসির সঙ্গে কথা বলার সময়ে যে-বিষাদের ভাব ওর সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করেছিল, সে-বিষাদ ও যেন কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না। ও বুঝতে পারছিল যে বাইরে থেকে কেবল ওপর ওপর যদি দেখা যায় ওর কোনো দোষ নেই, কারণ এ পর্যন্ত মিসিকে এমন কিছু কখনো বলে নি যা থেকে ও নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মনে করতে পারে। কিন্তু বাইরের দেখায় যা-ই হোক না কেন, আসলে তো মিসির সঙ্গে ও নিজেকে বেঁধেছিল, মিসির মনে প্রত্যাশা জাগিয়েছিল। সে যাই হোক আজ

---

* নিষিদ্ধ প্রেমের ব্যাপার হওয়াটাই বেশি সম্ভব (ফরাসী)।

ওর সমস্ত সত্তা দিয়ে ও বুঝতে পারছে মিসিকে ও কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না।

'কী লজ্জা, কী ঘেন্না, কী জঘন্য কেলেঙ্কারী,' এই কথাগুলো যেন সমানে ওর কানের কাছে বাজছে। এ লজ্জা, এ কেলেঙ্কারী কেবল মিসির সঙ্গে ওর সম্পর্কের মধ্যে যেন আবদ্ধ নয় — ওর সমস্ত জীবন, ওর সব কিছু জুড়ে। 'সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে আছে এই লজ্জা, এই কেলেঙ্কারী!' নিজের মনে এই কথা বলতে বলতে ও নিজের বাড়ির ঢাকা বারান্দায় পা দিল।

বাড়ির বেয়ারা কর্নেই সদর দরজা খুলে দিয়ে প্রভুর পিছুপিছু ঢুকল ডাইনিং রুমে — সেখানে টেবিল পাতা রয়েছে নেখ্লিউদভের রাতের আহার ও চা-পানের জন্য। কর্নেইকে বলে দিল:

'আমি আজ রাতে কিছু খাব না, তুমি যেতে পারো।'

'আচ্ছা, হুজুর যেমন বলেন।'

কর্নেই এই কথা বলল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং রুম থেকে না বেরিয়ে, রাতের আহারের তাবৎ আয়োজন সরিয়ে দিয়ে টেবিল সাফসুতরো করতে লেগে গেল। কর্নেইকে কার্যরত অবস্থায় দেখে নেখ্লিউদভ খুবই বিরক্ত। ওর ইচ্ছা এখন ও কিছুক্ষণ একা একা থাকে। কিন্তু একা থাকার কি জো আছে! কেউ না কেউ ওর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়েই যেন ওকে একা থাকতে দেবে না। কর্নেই রাতের আহারের সব সরঞ্জাম নিয়ে যেতে, ওর ইচ্ছা হল সামোভার থেকে এক পাত্র গরম চা খায়। কিন্তু বাইরে আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্নার পায়ের শব্দ শুনে ও ধাঁ করে ঢুকে পড়ল পাশের বসবার ঘরে, আর ঢুকেই দরজা টেনে দিল যাতে আগ্রাফিওনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাত না হয়। এই ঘরেই তিন মাস আগে ওর মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন — ঘরে দুটি পোর্ট্রেট-ছবি, একটি মায়ের অন্যটি বাবার। দুটি ছবির মাথায় শেড্-লাগানো বিজলী বাতি থেকে আলো এসে পড়ছে মায়ের ও বাবার মুখের ওপর। মায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত কয়েকটি দিন আগে মায়ের সঙ্গে ওর নিজের সম্পর্কের কথা ওর মনে পড়ল। এই সম্বন্ধটা তার কাছে অস্বাভাবিক ও বিরক্তিকর বলে মনে হল। ব্যাপারটা জঘন্য, লজ্জাকর। ওর মনে পড়ল মা'র অসুখের শেষ কয়েকটা দিন ও কেবলি তাঁর মৃত্যুকামনা করত। নিজের কাছে সাফাই দিতে গিয়ে ও বলত বটে মায়ের কথা ভেবেই, মা তাঁর জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান সেই কথা ভেবেই, ও চাইত সত্বর মায়ের মৃত্যু হোক। আসলে কিন্তু মায়ের মৃত্যুকামনা ছিল ওর নিজেরই মনোগত ইচ্ছা,

মায়ের জ্বালা যন্ত্রণা ওকে যেন আর চোখে দেখতে না হয় — মনে মনে সে এটাই চাইছিল।

মায়ের বিষয়ে একটা কোনো সুখস্মৃতি মনে জাগাবার জন্য ও গিয়ে দাঁড়াল তাঁর পোর্ট্রেট-এর সামনে। এ-ছবি এঁকেছেন একজন প্রখ্যাত চিত্রকর পাঁচ হাজার রুবল দক্ষিণা নিয়ে। ছবিতে মায়ের পরিধানে নিচু গলা একটি কালো মখমলের পোশাক, দেখা যাচ্ছে স্তনযুগল আঁকতে গিয়ে চিত্রকর সবিশেষ যত্ন নিয়েছেন, স্তনদ্বয়ের মধ্যে সামান্য ফাঁকটুকুও দেখিয়েছেন, আর দেখিয়েছেন চোখ ঝলসে দেবার মতো সুন্দর ও সুগঠিত কাঁধ ও গ্রীবা। খুবই লজ্জাজনক ও জঘন্য বলে মনে হল ছবিটা, প্রায় নগ্নবসনা সুন্দরীর আকারে মায়ের এই রূপের মধ্যে ন্যক্কারজনক ও ধর্মবিরুদ্ধ কী যেন একটা ছিল। ব্যাপারটা আরও ন্যক্কারজনক এই কারণে যে, ঠিক এই ঘরেই তিনমাস আগে রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন এই মহিলা — জীর্ণশীর্ণ শুষ্কপ্রায় মমী রূপে। সেদিন এই রুগীর ঘরের একটা বদ গন্ধে সারা বাড়ি পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকত, কিছুতে সে দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পাবার জো ছিল না। গন্ধটা এখনো যেন নাকে লেগে আছে। সেই সঙ্গে ওর মনে পড়ল মৃত্যুর কয়েকটা দিন আগে মা তাঁর অস্থিচর্মসার বিবর্ণ হাতের মুঠোর মধ্যে নেখ্‌লিউদভের একখানা হাত ধরে স্থিরদৃষ্টিতে তার চোখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন:

'মিতিয়া, আমার যা কিছু করণীয় ছিল তা যদি করে যেতে না পেরে থাকি, রাগ করিস নে আমার ওপর।' মায়ের নিষ্প্রভ দুটি চোখে জল যেন উপচে পড়েছিল।

নেখ্‌লিউদভ নিজের মনেই বলল:

'কী জঘন্য!'

বলতে বলতে আবার একবার তাকাল অর্ধনগ্ন স্ত্রীলোকটির ছবির দিকে. সুগঠিত কাঁধ ও হাতদুটি যেন মর্মর প্রস্তরে রচিত, মুখে বিজয়িনীর হাসি। ছবিতে অর্ধ-উদ্‌ঘাটিত স্তনযুগল দেখে ওর মনে পড়ে গেল কয়েক দিন আগে প্রায় এমনি অনাবৃতবক্ষ আরেকজন তরুণী ওর নজরে পড়েছিল। তরুণীটি আর কেউ নয়, মিসি। একটা বল্‌-নাচে যাবার জন্য মিসি তখন প্রস্তুত। কী একটা ছুতো করে মিসি নেখ্‌লিউদভকে এনে হাজির করেছিল ওঁর নিজের ঘরে — ইচ্ছাটা এই যে ও যেন বল্‌-নাচের পোশাকে মিসিকে দেখে। সুগঠিত কাঁধ আর দুটি বাহুলতার কথা এখন মনে করতেও ওর গা যেন রী রী করে উঠল।



প্রিন্সেস্ সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্না ও খানসামা ফিলিপ

আর ওর এই যে স্থূলরুচি বাবাটা — সে তো একটা জন্তুবিশেষ, এককালে কী সব যে করেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই, কী নিষ্ঠুর অত্যাচারীই না ছিল! মা-টি তো ছিল সন্দেহজনক চরিত্রের bel esprit*। এ সমস্ত কথা ভাবতেও ওর ঘেন্না হয়, লজ্জা করে। ছি-ছি, কী ঘেন্না, কী লজ্জা, কী অসহ্য কেলেঙ্কারী!

ও ভাবতে লাগল:

'না না এ চলতে দেওয়া যায় না, মুক্তি আমায় পেতেই হবে। করচাগিনদের কাছ থেকে, মারিয়া ভাসিলিয়েভ্নার কবল থেকে, মায়ের ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে, সকল প্রকার মিথ্যা বন্ধন থেকে ছাড়া পেতে হবে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচব যদি মুক্তি পাই। চলে যাব বিদেশে, রোমে, আবার শুরু করব ছবি আঁকা!'

মনে পড়ে গেল ছবি আঁকায় নিজের পটুতা সম্বন্ধে ও নিজেই সন্দিহান। মনে মনে বলল:

'নাই বা আঁকতে গেলাম ছবি। বুক ভরে মুক্তির নিশ্বাস নিতে তো পারব। চলে যাব সব কিছু পিছনে ফেলে — প্রথমে যাব কনস্তান্তিনোপল এবং তার পর রোমে। কেবল তার আগে এই জুরি-ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে যেতে হবে উকিলের সাহায্যে।'

হঠাৎ ওর মনের চোখের সামনে একটা ছবি খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠল: কাঠগড়ার আসামী একজন, একটি কালো চোখ যার একটুখানি টেরা, সে-বেচারী কী করুণ ভাবে আর্তনাদ করে উঠল রায় দেবার পর যখন আসামীদের বলা হল তাদের শেষ বক্তব্য বলতে। তাড়াতাড়ি ছাইদানিতে জ্বলন্ত সিগারেটের অবশিষ্টাংশ টিপে সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা ধরাল আর অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যে। কাতিউশার সঙ্গে ওর যা-কিছু ঘটনা ঘটেছে একটার পর একটা মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল কাতিউশার সঙ্গে তার শেষ বারের সাক্ষাৎকার, সেই সময় তার নিজের সেই পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়না, ইন্দ্রিয়লিপ্সা চরিতার্থ হওয়ার পর সেই মোহভঙ্গ — এই সব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ঈস্টার উপাসনার রাত্রে কাতিউশার সেই সাদা পোশাক ও নীল কোমরবন্ধ।

'সেই ঈস্টারের রাতে সত্যি সত্যি ওকে ভালোবেসেছিলাম। আমার

* রসিকাবিশেষ (ফরাসী)।

সেই ভালোবাসার মধ্যে মলিনতা ছিল না। ওর প্রতি একটা পবিত্র প্রেমের ভাব আগেও অনুভব করেছিলাম সেই প্রথম যে বার পিসিদের বাড়ি গিয়ে আমার পরীক্ষা পাশের জন্য প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত ছিলাম।'

তখন ও নিজে কেমন ছিল মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল ওর মনটা তখনো ছিল তাজা, তরুণ ও প্রাণের আনন্দে উচ্ছল। পুরনো সেই দিনের কথা মনে পড়তে মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

সেদিনকার সে আর আজকের সে — এদের মধ্যে দুস্তর তফাত। গির্জা-বাড়ির সেই ঈস্টার রাতের কাতিউশা ও সাইবেরীয় সওদাগরের সঙ্গে মদ্যপানের হৈহুল্লোড় রত বেশ্যা — যার বিচার আজই সকালে তারা করেছে — তাদের দু'জনের মধ্যে যে ব্যবধান, হয়তো সেকাল একালের নেখ্লিউদভের মধ্যে তফাতটা ঠিক ততখানি — অথবা হয়তো তার চেয়েও বেশি। সেদিন সে ছিল বন্ধনহীন নির্ভয় তরুণ, তার সামনে খোলা ছিল অজস্র সম্ভাবনা; আর আজ সে শত পাকে জড়িয়ে পড়েছে অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য, মূল্যহীন একটা অতি তুচ্ছ অস্তিত্বের জালে। তা থেকে কী করে যে মুক্তি পাবে — তা সে জানে না, হয়তো জানতেও চায় না। একদা ও গর্ব অনুভব করত নিজেকে সোজা পথের পথিক বলতে — সত্যিই ছিল সৎ ও অকপট এবং সর্বদা সত্য কথা বলত। আর আজ সে মিথ্যার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, এ মিথ্যা সোজাসুজি মিথ্যার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর কারণ ওর আশেপাশে যারা থাকে তারা এই মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নেয়। মিথ্যার এই পঙ্ককুণ্ড থেকে কখনো যে উদ্ধার পাবে তেমন ওর ভরসা নেই। তা ছাড়া পাঁকে সে মাখামাখি হয়ে আছে, পাঁকে তার অভ্যাস হয়ে গেছে, পাঁকের মধ্যে থেকে সে আরামও পাচ্ছে।

মারিয়া ভাসিলিয়েভ্না ও তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কটা কি এমন ভাবে ছেদন করা যায় যে মারিয়ার স্বামী ও তার সন্তানসন্ততির দিকে ও চোখ তুলে তাকাতে পারে? কোন রকম মিথ্যাচার না করে মিসির সঙ্গে সম্পর্কের জট খুলে কি ও বেরোতে পারবে? মালিকানা স্বত্বে জমি রাখা অন্যায় জেনেও কী করে ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মায়ের জমি জমা ভোগ করতে থাকবে? কাতিউশার প্রতি পাপকর্মের প্রতিবিধান করবে কী উপায়ে? ব্যাপারটা এ ভাবে ফেলে রাখা তো ঠিক হবে না। 'যে মেয়েকে একদা আমি ভালোবেসেছি তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাব কী করে? সশ্রম কারাদণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য উকিলকে টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই কি চলবে? সশ্রম কারাদণ্ডের রায় দেওয়াটাই তো মস্ত একটা ভুল — টাকা দিয়ে কি পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করা যায়, যেমন আমি ভেবেছিলাম সেই রাতে পিসিদের ওখানে ওর হাতে টাকা দিয়ে?'

ওর স্পষ্ট মনে পড়ল দুটো ঘরের মাঝখান দিয়ে কাতিউশা যখন যাচ্ছিল, তখন ওকে থামিয়ে কী ভাবে টাকা গুঁজে দিয়ে ও পালিয়ে গিয়েছিল। তখন ওর মনটা লজ্জা, ভয় ও সংকোচে ভরে গিয়েছিল। আবার যেন তেমনি হল, আবার ওর মুখ দিয়ে বেরোল:

'ওঃ এই টাকা! কী জঘন্য! নিতান্ত ইতর দুর্বৃত্ত প্রতারক না হলে এমন কাজ কি কেউ করে? আমি, আমিই হলাম সেই পাজী বদমায়েশ ঠক্‌বাজ!'

গলা চড়িয়ে সে বলল:

'আমি কি সত্যিই ইতর ও দুর্বৃত্ত?' পায়চারি করতে করতে সে থমকে দাঁড়াল। 'আমি ছাড়া আর কে হবে?' নিজেই উত্তর দিল। নিজের প্রতি দোষারোপ করে নেখ্‌লিউদভ বলে চলল:

'আর কেবল কি এটাই? মারিয়া ভাসিলিয়েভ্‌না ও তার স্বামীর প্রতিই বা আমি কিরকম আচরণ করেছি? সেও কি হীন জঘন্য নয়? আর বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে আমার যেসব ভড়ং? আমার মতে যে টাকা বে-আইনে লব্ধ সেই সব টাকা মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি বলে দু'হাতে খরচ করি নি আমি? তাছাড়া আমার এই ঘৃণ্য নিষ্কর্মা জীবন? সব চেয়ে নিকৃষ্ট হল কাতিউশাকে নিয়ে আমি যা করেছি। আমি সত্যিই ইতর, সত্যিই দুর্বৃত্ত! ওরা (লোকে) যে ভাবে আমার বিচার করতে চায় করুক — ওদের আমি প্রতারণা করতে পারি কিন্তু নিজেকে তো ফাঁকি দিতে পারি না।'

হঠাৎ এক ঝলকে ও পরিষ্কার বুঝতে পারল সম্প্রতি এবং বিশেষ করে আজ, সকলের প্রতি ও যে বিরূপতা অনুভব করেছে — প্রিন্স্‌, সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্‌না, কর্‌নেই ও মিসির প্রতি — এ হল একপ্রকার আত্মগ্লানি সঞ্জাত। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, নিজের কাছে নিজের এই হীনমন্যতা স্বীকারে বেদনা পেলেও সে বেদনার মধ্যে একটা কেমন যেন আনন্দ আছে, শান্তি আছে।

নেখ্‌লিউদভ নিজে যাকে 'আত্মশুদ্ধি' বলে, একাধিক বার জীবনে তা লাভের চেষ্টা করেছে সে। এই 'আত্মশুদ্ধি' বলতে ওর ধারণা এই যে মানুষের অন্তর-জীবনের ধারা যখন মন্থর হয়ে গিয়ে তাতে নানারকম জঞ্জাল জমা হতে থাকে, অবশেষে অন্তর-জীবনের প্রবাহ যখন একেবারে থেমে যায়, তখনই সময় আসে সমস্ত আবর্জনা ঝেঁটিয়ে দূর করার।

আত্মশুদ্ধির পর যখনই ওর পুনর্জাগরণ ঘটেছে নেখ্‌লিউদভ নিজেকে পরিচালনা করার জন্য নিয়মতন্ত্র রচনা করেছে; ভেবেছে চিরকাল সেই সব নিয়ম অনুসরণ করে চলবে। দিনলিপি লিখতে শুরু করেছে, শুরু করেছে নতুন জীবন, যে জীবন সে আর পরিত্যাগ করবে না বলেই ঠিক করেছে - যাকে বলে 'turning a new leaf' — তাই করবে বলে সে মনে মনে ভেবেছে। কিন্তু প্রত্যেক বার পরাজিত হয়েছে পৃথিবীর নানা প্রলোভনে এবং একপ্রকার নিজের অজান্তেই ওর অধঃপতন ঘটেছে — প্রায়ই আগের বারের চেয়ে আরও গভীরে।

বেশ কয়েকবার ওর জীবনে এই ধরনের আত্মশুদ্ধি ও পুনর্জাগরণ ঘটেছে। প্রথম ঘটেছিল যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে ও প্রথম বার পিসিদের বাড়ি বেড়াতে যায়; সেই বার জেগেছিল যেন উচ্ছল প্রাণের আনন্দ এবং সে আনন্দের রেশ টিকে ছিল বেশ কিছু কাল। দ্বিতীয়বার জাগরণ ঘটেছিল যখন অসামরিক বিভাগের কাজ ছেড়ে, যুদ্ধের সময় দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে ও যোগ দিয়েছিল সামরিক বাহিনীতে। কিন্তু এখানে ওর অন্তর-জীবনের স্বচ্ছ ধারা পঙ্কিল আবর্জনায় রুদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগে নি। পরবর্তী জাগরণ এসেছিল যখন সেনাবাহিনী ছেড়ে দিয়ে বিদেশ যায় চিত্রকলা সাধনায় ব্রতী হতে।

তারপর থেকে এখন পর্যন্ত একটা দীর্ঘ সময় কেটে গেছে আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে। এই কারণে তার মনের মালিন্য এর আগে আর কখনও এত দূরে পৌঁছুতে পারে নি, তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে বিবেকবুদ্ধির ব্যবধান আর কখনও এতটা বাড়তে পারে নি — আজ তাই এই দুস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করে ও আতঙ্কিত।

বাস্তব জীবনে বিবেকের নির্দেশ থেকে ও যে এখন অনেক দূরে সরে গেছে, আপাদমস্তক ও যে এখন পঙ্কিলতার মধ্যে নিমজ্জিত, এখন কি আর ওর পক্ষে শুদ্ধ হওয়া সম্ভব? ওর মধ্যে যে কু-জন ক্রমাগত ওকে পাপের পথে প্রলুব্ধ করে — সে ওর কানে কানে বলল:

'এর আগেও তো কত বার চেষ্টা করেছ নিখুঁত হতে, আত্মোন্নতি সাধন করতে। ফল কি পেয়েছ কিছু? কিছু না, কিছু না। পুনরায় চেষ্টা করে কী লাভ? কেবল তুমিই কেন? সবাই এক ছাঁচে গড়া। জীবনটাই এই রকম!'

কিন্তু আজ নেখ্‌লিউদভের অন্তরে জেগে উঠেছে মুক্তিপ্রদ সেই বিশুদ্ধ সত্তা যিনি সত্যস্বরূপ, যিনি শাশ্বত ও সকল শক্তির আধার, আজ তাঁকে আশ্রয় করা ছাড়া ওর গত্যন্তর নেই। আজ ও যা হয়েছে এবং কাল ও যা

হতে চায় — এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান যত দুস্তরই হোক না কেন, ওর নবজাগ্রত সত্তার কাছে কোনো কিছু অনতিক্রমনীয় নয়।

গভীর প্রত্যয়ের সুরে নেখ্‌লিউদভ বলে উঠল:

'মিথ্যার জাল আমায় শত পাকে জড়িয়েছে, সেই জাল ছিঁড়ে আমি বেরুবই বেরুব — তা সে যে মূল্যেই হোক না কেন। সবাইকে ডেকে ডেকে যা সত্য তাই বলব, সত্য আচরণ করব। মিসিকে বলব সত্য কথা, বলব আমি ব্যভিচারী, অসৎ-চরিত্র লম্পট, সুতরাং মিথ্যা তাকে স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলাম, তাকে আমি বিয়ে করতে পারি না। মারিয়া ভাসিলিয়েভ্‌নাকে আমি বলব... নাঃ তাকে বলে কী হবে, বলব তার স্বামীকে যে আমি ইতর দুর্বৃত্ত বলে এত দিন ধরে তাঁকে প্রতারণা করে এসেছি। মায়ের কাছ থেকে ধনসম্পত্তি যা-কিছু পেয়েছি, এখন তার ব্যবস্থা করব যাতে ধনসম্পত্তি সম্পর্কিত আমার সত্য বিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারি। আর কাতিউশা। তাকে বলব আমি অত্যন্ত নীচমনা, অন্যায় করেছি তার প্রতি, যাতে ওর বাকি জীবনটা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ভালো ভাবে কাটে সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। হ্যাঁ নিশ্চয়, সোজা গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।... হ্যাঁ, মাপ চাইব বৈ কি, ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন মাপ চায়...।'

তারপর একটু থেমে বলল:

'দরকার যদি হয় ওকে আমি বিয়েও করতে পারি।'

আবার একবার থামল, তারপর বালক বয়সে যেমন করত তেমনি বুকের কাছে হাতদুটি জোড় করে, চোখ উপরে তুলে কার উদ্দেশে যেন বলতে লাগল:

'প্রভু, সহায় হও আমার। শিক্ষা দাও আমাকে। আমার অন্তরে প্রবেশ করো। আমার সব কলুষ ও মলিনতা ধুয়ে আমায় শুদ্ধ করো।'

এই যে তার প্রার্থনা, এ প্রার্থনা ভগবানের কাছে, ভগবান তার সহায় হবেন, ভগবান তার অন্তরে প্রবেশ করে তাকে পবিত্র করবেন -- প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ হয়ে গেছে, ওর চৈতন্যের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন তার জাগরণ ঘটেছে। ওর মনে হল ও এখন ভগবানের সঙ্গে একাত্ম, সেই মুক্তস্বরূপ, পূর্ণস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ যেন ওর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, শুধু তাই নয় — সত্য ও ন্যায়ের শক্তিতে ওকে শক্তিমান করে তুলছেন। ওর মনে হল পৃথিবীতে যেন কোনো বৃহৎ বা মহৎ কাজ নেই যা ও করতে না পারে।

আত্মগত হয়ে যখন নেখ্‌লিউদভ এইসব কথা বলছিল বা চিন্তা করছিল, ওর দু'চোখ বয়ে অঝোরে জল পড়ছিল। এই চোখের জল একদিকে যেমন ভালো অন্য দিকে তেমনি মন্দও বটে। ভালো এই কারণে যে বহুকাল নিদ্রায় নিমগ্ন থাকার পর ওর মধ্যেকার বিশুদ্ধ সত্তা জেগে ওঠার পর এ হল আনন্দাশ্রু। মন্দ এই কারণে যে সে কান্না ছিল আত্ম অনুকম্পা বশত, নিজের কোমল হৃদয়ের প্রতি মায়া পরবশ হয়ে।

নেখ্‌লিউদভের গরম লাগছিল। সে সামনের জানলার দিকে এগিয়ে এসে সেটা খুলে দিল। এই জানলার মুখটা বাগানের দিকে। চাঁদনি রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ, একটা স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। বাইরের রাস্তায় একটা ঘোড়াগাড়ির ঘর্ঘর থেমে যাবার পর সব চুপচাপ শান্ত। একটা লম্বা পপলার গাছের ছায়া এসে পড়েছে জানলার ঠিক উলটো দিকের নুড়ি বিছানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফুটপাতের ওপর। পপলারের উলঙ্গ ডালপালা এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে এসে বিচিত্র নকশার সৃষ্টি করেছে — তারই ছায়া এসে পড়েছে ফুটপাতের পরিষ্কার নুড়িগুলোর উপর। বাঁহাতি একটা চালাঘরের মাথা চাঁদের আলোয় দেখাচ্ছে ফট্‌ফটে সাদা, তার সামনের দিকে বাগানের দেওয়ালের কালো ছায়াটা দেখা যাচ্ছে পরস্পর জড়িয়ে থাকা গাছের জালের ফাঁকে ফাঁকে। নেখ্‌লিউদভ অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল চালাঘরের মাথাটার দিকে, চাঁদের আলোয় স্নাত বাগানটার দিকে, পপলার ছায়ার দিকে। বুক ভরে নিল তাজা প্রাণবন্ত হাওয়া। হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি উজার করে দিয়ে সে বলে উঠল:

'কী মধুর, কী আনন্দ প্রভু!'

২৯

মাস্‌লভা তার কারাকক্ষে যখন ফিরে এল তখন সন্ধে ছয়টা। এত দিনের অনভ্যাসের পর, আজ তাকে পাথরে বাঁধানো সড়কে যেতে আসতে প্রায় দশ মাইল হাঁটতে হয়েছে। ফিরে এল যখন খুবই ক্লান্ত, পায়ে ফোসকা পড়েছে। অপ্রত্যাশিত কঠিন দণ্ডাদেশে সে খুবই মুষড়ে পড়েছে, খিদেও তার পেয়েছে বেজায়।

মামলা চলাকালে প্রথম বার বিরতির সময় শান্ত্রীরা যখন তার সামনেই বসে বসে রুটি ও সেদ্ধ ডিম খাচ্ছিল, তখন ওর জিভে জল আসাতে ও বুঝেছিল খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড, কিন্তু শান্ত্রীদের কাছে চেয়ে খাওয়া ওর কাছে অপমানজনক মনে হল। এর পর আরও ঘণ্টা তিনেক কেটে যেতে খিদে ওর মরে গেল, কেবল একটু যেন দুর্বল মনে হল নিজেকে। ঠিক ওই সময়ে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো ওর ওপর সেই দণ্ডাদেশের প্রচণ্ড আঘাত এসে লাগল। প্রথমে ওর মনে হয়েছিল ও হয়তো ভুল শুনেছে: নিজের কানকে সে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারছিল না, সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরূপে সে নিজেকে কল্পনা করতে পারছিল না। কিন্তু যখন দেখল জজ ও জুরিবৃন্দ একটা কর্তব্যকর্ম সম্পাদিত করে নির্বিকার মুখে বসে আছেন, প্রধান বিচারপতির রায় তাঁরা এমন ভাবে শুনলেন যেন এই দণ্ডাদেশ বহাল করাটাই প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক, ও তখন রাগে ফেটে পড়ল, তারস্বরে সমস্ত আদালতকে শুনিয়ে বলল যে ও নির্দোষ। দেখা গেল ওর এই চিৎকারটাকেও আদালত যেন স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত বলে মেনে নিল, ভাবে গতিকে বুঝিয়ে দিল চেঁচামেচি করে দণ্ডাদেশ মকুব করানো যাবে না। তখন অনন্যোপায় হয়ে ও হুতাশ চোখে কাঁদতে কাঁদতে ভাবতে লাগল ওকে তা হলে ওই আশ্চর্য নিষ্ঠুর অবিচার মেনে নিতে হবে। বিশেষ করে ওর আশ্চর্য ঠেকল এই যে যারা তার ওপর এই কঠিন দণ্ডাদেশ জারী করেছে তারা বৃদ্ধ নয়, সেইরকম যুবাপুরুষেরা যারা সব সময় ওকে নজর করত প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে। তাদেরই একজন -- পাবলিক প্রসিকিউটর, যাকে মাস্‌লভা অন্য মেজাজেও দেখেছে। মামলা চালু হবার আগে কিংবা বিরতির সময় ও যখনি গিয়ে বসেছে আসামীদের কামরায়, এই সব যুবাপুরুষেরা যেন অন্য কোন কাজে যাবার অছিলায় একমাত্র তাকেই একবার দেখার উদ্দেশ্যে খোলা দরজার পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছে অথবা সরাসরি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর এখন কী জানি কোন্ অজ্ঞাত কারণে এই সব লোকেরাই তার ওপর সশ্রম কারাবাসের দণ্ড জারী করল, যদিচ ওর বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে, ও সে সব দোষে দোষী নয়। কান্না থামলে ও আসামীদের ঘরে বসে রইল স্তম্ভিত হয়ে, কখন ওকে কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হবে সেই প্রতীক্ষায়, তখন ওর মনে কেবল একটি মাত্র বাসনা — একটা সিগারেট ধরানো। এই রকম যখন ওর মনের ভাব, ওই আসামীদের ঘরেই দণ্ডাদেশের পর আনা হল বচ্‌কোভা ও কার্তিন্‌কিনকে। বচ্‌কোভা ঘরে ঢুকেই মারমূর্তি, মাস্‌লভাকে ডাকতে লাগল সাইবেরিয়ার কয়েদী বলে:

'কিছু কি লাভ হয়েছে তোর? নিজের সাফাই দিতে গিয়েছিলি তো, পারলি দিতে? বজ্জাত মাগী! বেশ হয়েছে, হক্ পাওনা পেয়েছিস। সাইবেরিয়া গিয়ে তোর সাধের বাহার যাবে ঘুচে, দেখবি 'খন!'

মাস্‌লভা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, হাতদুটো আস্তিনে ঢুকিয়ে, মাথাটা হেঁট করে ও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নোংরা মেঝেটার দিকে। বচ্‌কোভাকে কেবল বলল:

'আমি তো দিক্ করি না আপনাকে। তবে আপনি কেন আসেন আমায় দিক্ করতে। ... আমি কি দিক্ করি কখনো?'

একাধিক বার এই প্রশ্নটা করে আবার সে চুপ করে বসে রইল। বচ্‌কোভা ও কার্তিন্‌কিনকে নিয়ে যাবার পর আদালতের একজন সেবক ওর হাতে তিনটি রুব্‌ল দিল। কেবল তখনই মাস্‌লভার মধ্যে খানিকটা চাঞ্চল্য দেখা দিল।

সেবকটি ওর হাতে টাকাটা দিয়ে বলল:

'তুমিই কি মাস্‌লভা? এই নাও, একজন মহিলা তোমায় দিয়েছেন।'

'মহিলা — কোন্ মহিলা?'

'বলছি, নাও অত কথা বলার সাধ নেই বাপু তোমাদের মতন মানুষের সঙ্গে।'

টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে বাড়িওলী, কিতায়েভা। আদালত-কক্ষ থেকে বেরোবার সময় সে নকিবের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিল মাস্‌লভার জন্য কিছু টাকাপয়সা দিয়ে যেতে পারে কি না। নকিব বলেছিলেন তার কোনো বাধা নেই। তখন কিতায়েভা সুপুষ্ট ধবধবে তার ডান হাত থেকে তিন বোতামওয়ালা সোয়েড্‌চামড়ার দস্তানাটা খুলে, তার রেশমের ঘাগরাটার পিছন দিকের একটা ভাঁজ থেকে বের করল একটি চমৎকার মনিব্যাগ। সেই মনিব্যাগ থেকে বের হল এক তাড়া কুপন, এগুলি গণিকালয় থেকে আমানত করা টাকার সুদ। দু'রুব্‌ল ও পঞ্চাশ কোপেকের একটা কুপনের সঙ্গে যোগ করল দুটি বিশ কোপেকের মুদ্রা ও আর একটি দশ কোপেকের। এই সমস্ত সে জিম্মা করে দিল নকিবের হাতে, নকিবও বাড়িওলীর সাক্ষাতেই এই তিন রুব্‌ল একজন সেবকের হাতে দিয়ে বলে দিলেন যেন মাস্‌লভাকে দেওয়া হয়।

কারোলিনা কিতায়েভা সেবককে বলল:

'দয়া করে ঠিক ঠিক দিবেন কিন্তুক।'

কিতায়েভার সন্দিগ্ধ ভাব দেখে সেবকটি বিরক্ত হয়েছিল, তাই মাস্‌লভার প্রশ্নের উত্তরে সে ঝাঁঝিয়ে উঠল।

মাস্‌লভা টাকা পেয়ে বেশ খুশি কারণ এই মুহূর্তে ওর যেটা সব চেয়ে বেশি দরকার এবার সেটা কিনতে পারবে। নিজের মনে সে বলল:

'আহা, একটা সিগারেটে যদি লম্বা একটা টান লাগাতে পারতাম!'

ওর সমস্ত মনটা তখন ধূমপানে নিবদ্ধ — এমন আকুল ওর আকাঙ্ক্ষা যে খোলা দরজা দিয়ে সিগারেটের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসতে ও যেন সমস্ত নাক দিয়ে তার আঘ্রাণটুকু গিলে খেতে লাগল। কিন্তু তার প্রতীক্ষার যেন শেষ নেই। সেক্রেটারির উচিত ছিল মাস্‌লভাকে কারাগারে ফিরিয়ে নেবার অর্ডার দেওয়া, কিন্তু তখন তিনি একজন উকিলের সঙ্গে সেই সেন্সর কর্তৃক নিষিদ্ধ প্রবন্ধটা নিয়ে এমন বিতর্কে মত্ত যে আসামীদের কথা তাঁর মনেও নেই।

নানা বয়সী কয়েকজন লোক এল মামলা শেষ হয়ে যাবার পর ওকে দেখতে। নিজেদের মধ্যে ওরা ফিস্‌ফিস্‌ করে কী যেন সব বলাবলি করতে লাগল। মাস্‌লভা ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না।

অবশেষে বেলা যখন প্রায় পাঁচটা বাজে ওকে কারাগারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অর্ডার এল। যে-দুজন শান্ত্রীর পাহারায় ও কারাগার থেকে আদালতে এসেছিল সেই নিজ্নি নোভ্‌গোরদের লোক ও চুভাশ্‌টি পিছনের একটা দরজা দিয়ে ওকে নিয়ে চলল। আদালতের দেউড়ি তখনো পার হয় নি, মাস্‌লভা শান্ত্রী দুজনের হাতে বিশ কোপেকের মুদ্রাটি দিয়ে বলল ওরা যদি ওর জন্য ছোট দুটি পাউরুটি ও কিছু সিগারেট কিনে দেয়। চুভাশ্‌টি হাসতে লাগল ওর অনুরোধ শুনে, বলল:

'আচ্ছা বেশ, দাও পয়সা, এনে দেব।'

মানুষটা ঠিকই এনে দিল রুটি আর সিগারেট এবং বিশ কোপেক থেকে যা বাঁচল, ঠিকঠাক ফেরৎ দিল।

কিন্তু রাস্তা চলতে ধূমপান করার হুকুম নেই। কী আর করা যায়, সিগারেটের আকাঙ্ক্ষাটা দমন করে তাকে এগিয়ে যেতে হল কয়েদখানার দিকে। মাস্‌লভা যখন জেলখানার গেট্‌-এর কাছে পেঁছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে রেল-যোগে প্রেরিত একশো জন কয়েদীকে জেলে সামিল করার জন্য এনে ফেলা হয়েছে।

কয়েদীদের মধ্যে হরেক রকমের লোক — কারো দাড়ি আছে, কারো দাড়িগোঁপ কামানো, কেউ বৃদ্ধ, কেউ ছোকরা, কারো কারো মাথার চুল

কামানো, কেউ রুশ কেউ বা বিদেশী — সবার পায়ে বেড়ী বাজছে। জেলখানার প্রবেশ-কক্ষ জুড়ে প্রচুর হট্টগোল, ধুলো ও উগ্র ঘামের গন্ধ। মাস্‌লভার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সবাই ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল, কারও কারও চোখমুখের ভাব পালটে গেল — লালসার দৃষ্টিতে তারা ওর পাশ ঘেঁষে যেতে যেতে গায়ে ধাক্কা লাগানোর চেষ্টা করল। একজন কয়েদী বলল:

'বেড়ে ছুঁড়িটা, মাইরি!'

আর একজন বলল ওর দিকে চোখ মেরে:

'নমস্কার, মিস্‌!'

ময়লা রঙের একজন কয়েদী, গোঁপ ছাড়া যার সবকিছু মায় ঘাড় পর্যন্ত কামানো, বেড়ীখানা বাজাতে বাজাতে মাস্‌লভার পিছু পিছু এসে, বেড়ীতে পা আটকে পড়ল গিয়ে ওর গায়ে। জড়িয়ে ধরল।

মাস্‌লভা লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে লোকটার চোখজোড়া চকচক করে উঠল, দাঁত বের করে চেঁচিয়ে সে বলল:

'সাঙাতকে চিনতে পারলে না, নাও নাও, আর ফুটানি করতে হবে না।'

সহকারী ইন্‌স্পেক্টর পিছন দিক থেকে এসে ঘটনাটা নজর করে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'বদমাইশ! কী শুরু করেছিস এখানে?'

কয়েদীটা কুঁচকে মুচকে এক লাফে নিজেদের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালে পর, সহকারী ইন্‌স্পেক্টর মাস্‌লভার দিকে ফিরে বললেন:

'এখানে তোমার কী দরকার?'

আদালত-বাড়ি থেকে জেলখানায় তাকে ফেরৎ আনা হয়েছে — মাস্‌লভা এই কথাটুকু বলতে গিয়েও বলল না। ও তখন এত ক্লান্ত যে মুখ খুলতে ইচ্ছা হল না।

টুপিতে আঙুল ঠেকিয়ে একটা সেলাম করে শান্ত্রীদের মধ্যে থেকে একজন জবাব দিল:

'এই মাত্র আদালত থেকে একে ফেরৎ এনেছি, স্যার।'

'তবে জিম্মে করে দাও চীফ ওয়ার্ডার-এর হাতে। এসব কী অসভ্যতা!'

'জী হুজুর।'

সহকারী ইন্‌স্পেক্টর চেঁচিয়ে ডাকলেন:

'সকলোভ, একে পুরে ফেলো হাজতে।'

প্রধান কারারক্ষী হন্তদন্ত হয়ে এলেন, রাগত ভাবে একটা ধাক্কা লাগালেন মাস্‌লভার কাঁধে, মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন জেনানা ফাটকের

করিডরে তাঁর পিছু পিছু যেতে। সেখানে তাকে খানাতল্লাস করা হল। মাস্‌লভা সিগারেটের প্যাকেটটা ইতিমধ্যে পাঁউরুটির ঠোঙায় লুকিয়ে ফেলেছে বলে, তার কাছে নিষিদ্ধ কিছু না থাকায় সোজা তাকে নিয়ে যাওয়া হল তার সেই পুরাতন কারাকক্ষে যেখান থেকে আজ সকালেই ও বেরিয়েছিল।

৩০

মাস্‌লভা যে জেনানা ফাটকে হাজত বাসে ছিল সেটা ছিল একটা লম্বা হল্‌-ঘরের মতো — দৈর্ঘ্যে একুশ ফুট এবং প্রস্থে ষোলো। ঘরে দুটি জানালা এবং মাঝখানে একখানা ভাঙা রং চটা প্রকাণ্ড আগুনের চুল্লী। মেঝের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকে থাকে বসানো শোবার জন্য কাঠের তক্তা। মাঝখানে, দরজার মুখোমুখি একটি কালো রঙের আইকন, সামনে একটি মোমবাতি বসানো, নীচ থেকে ঝুলছে ধুলোবালি মাখা একটি পুষ্পস্তবকের ডাল, রোদ হাওয়া না লাগলেও এ ফুল বেঁচে থাকে। দরজা থেকে ঢুকে বাঁ দিকে, দরজার আড়ালে মেঝের একটা জায়গা কালো হয়ে গেছে, সেখানে রয়েছে মলমূত্রের একটি পূতিগন্ধময় টব। এইমাত্র ইন্‌স্পেক্‌শন হয়ে গেছে, সুতরাং রাতের জন্য এখন ফাটক বন্ধ।

ফাটকে আছে পনেরোটি প্রাণী - বারোজন স্ত্রীলোক আর তিনটি শিশু।

তখনো ঘরের মধ্যে আলো আসছে বেশ। হাজতের দুজন স্ত্রীলোক কেবল শুয়ে আছে নিজ নিজ কাঠের পাটাতনের উপর: তাদের একজন চুরির দায়ে ধৃত যক্ষ্মারোগী, অপর জন জড়বুদ্ধি, পাসপোর্ট না থাকায় ধরা পড়েছে — পরনের আলখাল্লায় তার মাথা পর্যন্ত ঢাকা — অধিকাংশ সময় ঘুমিয়েই কাটায়। যক্ষ্মারোগী শুয়ে আছে বটে, কিন্তু চোখদুটি বিস্ফারিত, আলখাল্লাটা পাট করে রেখেছে মাথার নিচে আর প্রাণপণে চেষ্টা করছে না কাশতে — কাশলে পাছে গলার মধ্যেকার শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসে।

বাদবাকি স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের তক্তার ওপর বসে বসে সেলাই করছে, কেউ কেউ আবার জানালার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে দেখছে

নিচে পরিবেষ্টিত উঠোনে নবাগত কয়েদীদের দিকে। তাদের কারোই মাথায় টুপি নেই, পরনে কেবল মোটা কাপড়ের সেমিজ। যে তিনজন সেলাই করছিল তাদের মধ্যে একজন হল সেই খনখনে বুড়ী যে না কি আজ সকালেই আদালতে যাবার আগে মাস্‌লভার সঙ্গে কথা বলেছিল। বুড়ীর নাম করাব্‌লিওভা, মাথায় লম্বা, গতরখানা শক্ত, কঠোর মুখের ভাব, সারাক্ষণ ভ্রূ যেন কুঁচকেই আছে, থুৎনিটা নরম থলথলে, দুভাকে নেমেছে, একবেণী করা লালচে চুল কানের কাছে একটু সাদা হয়ে এসেছে, গালের ওপর একটা চুলওয়ালা জরুল। স্বামীকে কুড়ুলের কোপে মেরে ফেলার দরুন ওকে সাইবেরিয়া পাঠানো হচ্ছে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে — স্বামীটা ওর আগের পক্ষের মেয়ের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে চেয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ ওকেই দায়িত্ব দিয়েছে জেনানা ফাটকের তদারকি করতে, সে-ই চোরাই মদ বিক্রি করে জেলখানার মধ্যে। সে চশমা চোখে তার কাজে-পোক্ত বড় বড় হাতের তিনটি আঙুলে চাষীঘরের মেয়েদের কায়দায় ছুঁচের ছুঁচালো ডগাটা নিজের দিকে বাড়িয়ে ধরে সেলাইয়ের ফোঁড় দিয়ে যাচ্ছিল। বুড়ীর পাশে বসা স্ত্রীলোকটি একটা মোটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ সেলাই করতে ব্যস্ত। এর স্বামী রেল গুমটি ঘরের পাহারাদার। স্বামীর অনুপস্থিতিতে বদলি দেবার সময় ট্রেন যখন গুমটি ঘর পেরিয়ে যাচ্ছে সে সময় ও লাল নীল পতাকা হাতে বেরিয়ে আসে নি যথাযথ সংকেত দিতে, ফলে একটা ট্রেন-দুর্ঘটনা হয়, সেই অপরাধে এখন ওকে তিন মাস কয়েদ থাকার দণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ স্ত্রীলোকটি বেঁটেখাটো, নাকটা খ্যাঁদা, চোখদুটো কুৎকুতে কালো, মনটা নরম, কথা বলে সারাক্ষণ। সীবনরতাদের মধ্যে তৃতীয়টি হল ফেদোসিয়া — বন্ধুদের মহলে ফেনিচ্‌কা নামে পরিচিতা — নিতান্তই তরুণী, দুধে আলতায় রঙ, ভারি মিষ্টি দেখতে, নীল চোখদুটি শিশুর চোখের মতো সরল ও উজ্জ্বল, দীঘল সোনালী চুল বিনুনী করে মাথার ওপর ঘিরে গোল করে বাঁধা। ওর কারাবাসের কারণ এই যে ও স্বামীকে বিষ খাওয়াতে গিয়েছিল। ওর যখন ষোলো বছর বয়স তখন ওকে বিয়ে দেওয়া হয়, বিয়ের অব্যবহিত পরেই ও স্বামীকে বিষ খাওয়াতে চেয়েছিল। কিন্তু যে আট মাস ফেদোসিয়া জামিনে খালাস ছিল সেই সময়ের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে কেবল যে মিটমাট করে নেয় এমন নয় স্বামীকে রীতিমত ভালোবাসতে শুরু করে। যখন আদালতে মোকদ্দমা শুরু হল তখন দুজনের মধ্যে গভীর প্রণয়। স্বামী, শ্বশুর এবং বিশেষত শাশুড়ী — যিনি জামিনে খালাস থাকা কালে ফেদোসিয়াকে নিজের

মেয়ের মতো করে ভালোবাসতে শুরু করেছিলেন — এঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা, করেছিলেন ওকে খালাস করে নিতে, কিন্তু আদালত রায় দেন সাইবেরিয়ায় ওকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতেই হবে। মেয়েটির মনে খুবই দয়ামায়া, ভারি আমুদে, সারাক্ষণ হাসে --- ওর শোবার তক্তাটা ছিল ঠিক মাস্‌লভার তক্তার পাশে, মাস্‌লভাকে ওর এতই পছন্দ যে প্রায় ঝিয়ের মতো ওর দেখাশোনা পরিচর্যা করে থাকে। আরো দু'জন স্ত্রীলোক নিজের নিজের বিছানার ওপর চুপচাপ বসে ছিল। তাদের মধ্যে একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। পাণ্ডুর বর্ণ, রোগাপানা মুখ — অথচ মনে হয় এককালে খুবই সুন্দরী ছিল, বসে বসে নিজের শিশুটিকে মাই দিচ্ছে বুকদুটি যেমন সাদা তেমনি শীর্ণ। ওর অপরাধটা হল এই যে ওর ভাইপোকে যখন বে-আইনী ভাবে জোর করে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যখন গাঁয়ের লোক জড়ো হয়ে পুলিশের হাত থেকে বালকটিকে উদ্ধার করে, সেই সময় জনতার পুরোভাগে ছুটে এসে পিসি সেই ঘোড়ার লাগাম ধরে বলেছিল যেতে দেবে না ভাইপোকে। অপর যে স্ত্রীলোকটি বিনা কাজে বসে ছিল সে এক ক্যুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ বুড়ি, চুলগুলো তার শণের নুড়ির মতো, মুখখানা দয়ামায়া মাখানো, আগাগোড়া বলিরেখায় ভর্তি। তার বিছানার তক্তাটা ছিল ঠিক চুল্লীর কাছে। একটি চার বছরের হৃষ্টপুষ্ট হাসিখুশি ছেলে, পরনে তার খাটো একখানা শার্ট, মাথার চুল কদমছাঁটা, একবার বুড়ির সামনে ছুটে আসছে একবার ছুটে পালাচ্ছে চোরপুলিশ খেলার ছলে, সামনে যখনি আসছে খিলখিল হেসে বলছে:

'আমায় ধরতে পারে না!'

বুড়ি ও তার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা প্রতিবেশীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছিল। বুড়ি তার নিজের কয়েদ থাকাটা বেশ খুশি হয়েই মেনে নিয়েছে, ওর উদ্‌বেগ ছেলেকে নিয়ে। ওর সব চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ হল ওর বুড়োটা, ধোয়াপাখলার কেউ তো নেই, না জানি কাপড়চোপড় কী সাংঘাতিক তেলচিটে নোংরা হয়ে থাকবে ইতিমধ্যে। বাড়ির বৌটাও আবার চলে গেছে কিনা।

এই সাত জন ছাড়া ফাটকের আর চার জন স্ত্রীলোক অন্য খোলা জানালাটার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে নিচে পরিবেষ্টিত উঠোনের দিকে। জেলখানার দেউড়িতে মাস্‌লভা যে কয়েদীর দল দেখেছিল, তারা উঠোন পেরিয়ে চলেছে। জেনানা ফাটকের ওই চারটি ছুঁড়ি কয়েদীদের

উদ্দেশ করে কী যেন ঈঙ্গিত ইশারা করছে ও আকথা কুকথা বলে চেঁচাচ্ছে। এদের একজন বহরে মস্ত, ওজনে ভারি, শরীরটা থলথলে, লাল চুল, গায়ের রঙ হলুদ মতো, মুখে হাতে, বোতামহীন কলার থেকে বেরিয়ে আসা সুপুষ্ট ঘাড়টাতে অজস্র ফোঁটা ফোঁটা দাগ। গলাখানা চড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে কী সব অশ্লীল কথা সে বলতে লাগল। এ জেল খাটছে চুরি করার অপরাধে। ওর পাশে যে-স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে ছিল আকারে যেন দশ বছরের খুকী, রঙটা কালোর দিকে, কেমন যেন জবুথবু গোছের, কোমর অবধি বেশ লম্বাটে গড়ন অথচ পাদুটো বেঁটেখাটো, মেছেতাপড়া লাল মুখখানা, দুটো চোখের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান, যতই চেষ্টা করুক পুরু দুটো ঠোঁট কিছুতেই ওর মুলোর মতো দাঁত ঢাকতে পারে না। উঠোনের ব্যাপার দেখতে দেখতে এ মেয়েটা হঠাৎ হঠাৎ চিল চিৎকার করে উঠছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে চুরি করার অপরাধে এখন জেল হাজতে। সাজতে গুজতে খুব ভালোবাসে বলে সবাই ওকে ডাকে হরোশাভ্‌কা (সুন্দরী) বলে। ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে যে স্ত্রীলোকটি সে গর্ভবতী, বিশাল তার পেটটা, দীনহীন দেখতে, রোগা, শিরা-ওঠা চেহারা, পরনে একটি অতি নোংরা ধুসর রঙের সেমিজ, চুরি করা জিনিস লুকিয়ে রাখার অপরাধে ওর বিচার হবে। এর মুখে রা নেই বটে কিন্তু ভাবগতিক দেখে বোঝা যাচ্ছে যে অন্যদের ঠাট্টা মশকরা হৈ হুল্লোড়ে ওর বেশ সায় আছে। এই দলটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে মোটা মতন এক চাষী স্ত্রীলোক ভালোমানুষ-ভালোমানুষ মুখে ফোলা ফোলা দুটি চোখ। যে খোকাটা বুড়ীর সঙ্গে চোরপুলিশ খেলছে তারই মা, একটি সাত বছরের মেয়েও আছে। ছেলেমেয়ের তদারকি করবার মতো আর কেউ নেই বলে তারা জেলখানাতেই আছে মায়ের সঙ্গে। চোরাই মদ বিক্রি করার অপরাধে ওর সাজা হয়েছে। জানালায় হৈ-হুল্লোড় করা দল থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ও একটা মোজা বুনছিল, অন্যদের ঠাট্টা মশকরাও শুনছিল বটে কিন্তু মাথা নাড়ছিল অপছন্দের ভঙ্গীতে, কখনো ভ্রূকুঞ্চিত করছিল কখনো আবার চোখ বন্ধ করছিল। ওর সেই সাতবছরের মেয়েটা কিন্তু হাঁ করে গিলছিল দু'পক্ষের মধ্যে ঠাট্টা মশকরা গালিগালাজের লড়াই, নিজের মনে অস্ফুট স্বরে সেই সব কথা যেন মুখস্থ করছিল পুনরুক্তি করে। এলো করা হালকা হলুদরঙা চুল, চোখদুটো নীল পরনে খাটো একটা সেমিজ সাতবছরের মেয়েটা সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেই লাল চুলো স্ত্রীলোকটার ঘাগরা ধরে। দ্বাদশ স্ত্রীলোকটির কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই —

মাথায় বেশ খানিকটা লম্বা, মুখের ভাব ও চালচলন সম্ভ্রান্ত ঘরের মতো। সাধারণ ধর্মযাজকের মেয়ে, জারজ শিশুসন্তানকে কুয়োর জলে ডুবিয়ে মারার ফলে জেল হাজতে এসেছে। খালি পায়ে ফাটকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি ক্রমাগত পায়চারী করে ঘুরছে, দেওয়ালে মাথাটা ঠুকে যাবার উপক্রম হতেই আচম্কা ঘুরে পুনরায় পায়চারী করছে, পরনে একটা নোংরা সেমিজ মাত্র, ঘন সোনালী চুলের বিনুনী কখন যে খুলে গিয়ে মাথার চারি দিকে অবিন্যস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ওর সে খেয়ালেই নেই।

৩১

ফাটকের দরজার শেকল ও তালা ঝন্ঝন্ করে খুলে যাবার পর মাস্লভা যখন ভিতরে ঢুকল, সবাই তাকাল তার দিকে। ধর্মযাজকের মেয়েটিও পদচারণা থামিয়ে ভ্রূদুটি কপালে তুলে এক লহমা কোনো কথা না বলে ওর দিকে তাকিয়েই ফের শুরু করল পায়চারী ফাটকের এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়াল অবধি।

করাব্লিওভা বাদামী চটের মধ্যে ছুঁচটা ঢুকিয়ে চশমার ওপর দিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মাস্লভার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল:

'হা ভগবান, ফিরে এলি? এদিকে আমি তো নিশ্চিত ছিলাম তোকে ওঁরা বেকসুর খালাস করে দেবে? ঠুকে দিয়েছে বুঝি?'

করাব্লিওভার গলাটা ফেঁসফেঁসে ও মোটা, পুরুষালি গলার মতো অনেকটা। চশমাটা খুলে সেলাইয়ের সব সরঞ্জাম তক্তা-বিছানার একপাশে গুছিয়ে রেখে দিল। রেল গুমটি ঘরের পাহারাদারের বৌটি টেনে টেনে কথা বলে। সে বলল:

'এদিকে খুড়িতে আমাতে কত বলাবলি করলাম — ওকে হয়তো টালবাহানা না করে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেবে। সেই রকমও হয় বলে শুনেছি। অনেকে না কি এক গাদা টাকাও পেয়ে যায়। সবই অদেষ্ট। এখন দেখো কী ঘটে গেল! যা আঁচ করেছিলাম ঠিক হল না। কী আর করা যায় বোন, ভাবলাম এক ভগবান বিধান করলেন আর!'

মাস্লভার দিকে শিশুর মতো হালকা-নীল চোখদুটি তুলে, ফেদোসিয়া সস্নেহ উদ্বেগে এমন ভাবে তাকাল যে মনে হল এখুনি ও কান্নায় ফেটে পড়বে। জিজ্ঞেস করল:

'এ-ও কি সম্ভব? ওঁরা কি তোমায় দোষী সাব্যস্ত করে রায় দিয়েছেন?'

মাস্‌লভা কোনো জবাব না দিয়ে শেষ প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় স্থানে ওর নিজের যে তক্তা-বিছানা ছিল, সেইখানে চলে গেল ও করাব্‌লিওভার পাশে গিয়ে বসল।

ফেদোসিয়া উঠে দাঁড়িয়ে মাস্‌লভার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল: 'খাওয়াদাওয়া কিছু হয় নি বোধ হয় তোমার?'

মাস্‌লভা কোনো জবাব না দিয়ে পাউরুটির রোলগুলো তক্তা-বিছানার ওপর রাখল ও তারপর ধূলিধূসর আলখাল্লা ও কালো কোঁকড়া চুল ঢাকার বড় রুমালটা খুলে ফেলল।

যে বুড়ীটি এতক্ষণ সেই ছোট ছেলেটার সঙ্গে চোরপুলিশ খেলছিল সে এবার উঠে এসে দাঁড়াল মাস্‌লভার সামনে, মাথাটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে জিভের ডগাটা দাঁতের পিছনে ঠেকিয়ে গভীর অনুকম্পার সুরে শব্দ করল, 'চুক্‌ চুক্‌ চুক্‌!'

ছেলেটাও বুড়ীর সঙ্গে এল ও বড় হাঁ করে তাকিয়ে রইল মাস্‌লভার আনা রুটির রোলের দিকে। আজ সারা দিনের সব ঘটনার পর ফাটকে ফিরে এসে এই সব সহানুভূতি ভরা মুখ দেখে মাস্‌লভার ঠোঁটদুটি কেঁপে উঠল — প্রায় কান্না আসার উপক্রম। অনেকক্ষণ ধরে কান্নাটা চেপে রেখেছিল, কিন্তু সেই বুড়ী এসে যখন চুক্‌ চুক্‌ চুক্‌ শব্দে তার অনুকম্পা জানাল এবং ছেলেটা রুটি থেকে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, ওর কান্না আর বাধা মানল না — ওর সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল, হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

করাব্‌লিওভা বলে উঠল:

'কত করে তখন বলেছিলাম ভালো একজন উকিল দেবার জন্য জোর করবি। কী রায় দিল ওরা? নির্বাসন?'

মাস্‌লভা জবাব দিতে পারল না। সেই রুটির ঠোঙা থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল। প্যাকেটের ওপর কোনো সুন্দরীর ছবি — গোলাপী তার গায়ের রঙ, চুল চুড়ো করে বাঁধা আর বুকের উর্ধ্বাংশ তেকোনো ছাঁটে নগ্ন হয়ে আছে। প্যাকেটটা দিল করাব্‌লিওভার হাতে — করাব্‌লিওভা ছবিটার দিকে তাকিয়ে অসম্মতির ভঙ্গিতে এমন ভাবে মাথাখানা নাড়াল যেন বলতে চায় পয়সাই যদি মাস্‌লভা খরচ করতে চায় তবে সিগারেট কিনে বাজে খরচ করা কেন? তৎসত্ত্বেও সে একটা সিগারেট বের করে নিয়ে বাতির আলোয় সেটা ধরিয়ে নিল ও নিজে টান দিয়ে মাস্‌লভার



দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তির পর মাস্‌লভার কারাকক্ষে প্রত্যাবর্তন

হাতে তুলে দিল। মাস্‌লভার কান্না তখনো থামে নি, সেই অবস্থাতেই সে লম্বা লম্বা টান দিয়ে তামাকের ধোঁয়া গলাধঃকরণ করতে লাগল।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল:

'সশ্রম কারাদণ্ড।'

করাবুলিওভা দাঁতে দাঁত চেপে বলল:

'চুলোয় যাক্ পোড়ারমুখোগুলো, রক্তচোষার দল! ভগবানে ভয় নেই — মিছিমিছি মেয়েটাকে শাস্তি দিলে গো!'

জানালার গরাদে ধরে যেসব স্ত্রীলোক তখনো দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক এই সময় তাদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ল। বাকি তিনজনের কর্কশ ও ফেঁসফেঁসে গলার হাসির মধ্যে মিশে গেল সেই ছোট মেয়েটির খিলখিল হাসি। নিচের উঠোনে কোনো কয়েদী এমন কিছু কাণ্ড করেছে — যা দেখে এদের এই অশ্লীল আমোদ।

লাল চুলো মোটা স্ত্রীলোকটির থলথলে দেহখানা হাসির গমকে কাঁপতে লাগল, গরাদে ধরে কী-যেন সব আকথা কুকথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, সঙ্গিনীদের দিকে ফিরে বলল:

'দেখেছিস, যে কুকুরটা ক্ষুর দিয়ে সারা অঙ্গ চেঁচেছে, কী কাণ্ড করতে লেগেছে এখন?'

করাবুলিওভা তিক্তবিরক্ত হয়ে মাথা নাড়িয়ে বলল:

'মোটা চামড়া আর কাকে বলে! হাসিতে অমন ফেটে পড়ার কী আছে?'

তার পর মাস্‌লভাকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করল:

'কত বছরের মেয়াদ?'

'চার।'

মাস্‌লভার চোখের জল ঝরতে লাগল দরদর ধারায়, জ্বলন্ত সিগারেট ভিজে গেল। বিরক্ত হয়ে ভিজে সিগারেটটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়ে আরো একটা বের করল প্যাকেট থেকে।

রেলের পাহারাদারের বৌটি সিগারেট খায় না, সে কিন্তু ভিজে সিগারেটটা তুলে নিয়ে টেনেটুনে সোজা করতে করতে অনবরত কথা বলে চলল:

'লক্ষ্মীটি, আর কাঁদে না। তবে তো কথাটা মিছে নয় — সত্য গেছে জাহান্নমে। এখন ওরা হাতে মাথা কাটতে শুরু করেছে, যা খুশি তাই করছে। খুড়ি বলছিল তুমি ছাড়া পাবে নিশ্চয়, আমি বললাম, না খুড়ি. আমার মন বলছে ওরা নিশ্চয় এক হাত নেবে। তাই তো হল শেষ পর্যন্ত।'

এই ভাবে অনর্গল কথা বলে চলল পাহারাদারের বৌ, মনে হল নিজের গলা শুনতে ওর ভালো লাগে।

নিচের উঠোনে কয়েদীদের দেখে এতক্ষণ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে যারা মজা দেখছিল, কয়েদীরা চলে গেলে পর তারা এখন একে একে জড়ো হল মাস্লভার সামনে। সবার আগে এল চোরাই মদ চালানে অভিযুক্ত সেই ফোলা ফোলা চোখ, দুটি সন্তানের জননী চাষী মেয়েটি। মাস্লভার পাশে বসে ক্ষিপ্রহাতে মোজা বুনতে বুনতে জিজ্ঞাসা করল:

'এত কঠোর দণ্ড দিল কেন?'

করাব্লিওভা জবাব দিল:

'কেন দিল? রেস্ত নেই বলে। টাকা থাকলে এমন একজন উকিল লাগানো যেত যে না কি হাকিমদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়ে ওকে নির্ঘাৎ বেকসুর খালাস করে বের করে আনতে পারত। ওই যে একজন — কী জানি নামটা — দুঁদে উকিল আছেন, মুখভরতি যার দাড়ি গোঁপ, নাকখানা ইয়া লম্বা, সে তো এমন ভাবে টেনে তুলে বের করে দিতে পারে যে গায়ে তোমার একটা আঁচড়ও লাগবে না। আহা, সে উকিলকে যদি পাওয়া যেত!'

সুন্দরী হরোশাভ্কা এক গাল হেসে ওদের সামনে বসে বলল:

'সেই উকিলের কথা বলছো, খুড়ি? সে তো হাজার রুব্লের কমে তোমার গায়ে থুতু ফেলতেও আসবে না!'

ঘরে আগুন লাগাবার অপরাধে দণ্ডিত বুড়ীটা বাধা দিয়ে বলল:

'দেখা যাচ্ছে, এই কপাল নিয়েই তুমি জন্মেছো। একবার দেখো ভেবে বৌটাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার ছেলেটাকে পচিয়ে মারছে জেলে পুরে। আর এই বুড়ো বয়সে আমার দশাটা তো দেখতেই পাচ্ছ।'

এবার নিয়ে বুড়ী যে কত বার তার দুঃখদুর্দশার কাহিনী শোনাল তার হিশেব দেওয়া শক্ত। ওর শেষ কথাটা হল এই:

'আমাদের মতো পোড়া কপাল যাদের তাদের কাছে কেবল দুটো রাস্তা খোলা -- হয় লাঠি ভর দিয়ে ভিক্ষে করতে বেরোও, নয় তো জেলে পচে মরো। একেবারে ঢালা নেমন্তন্ন!'

চোরাই মদের কারবারী সেই চাষী মেয়েটা তার মোজা বোনা স্থগিত রেখে সাত বছরের মেয়ের মাথার দিকে এক নজর দেখে তাকে নিজের দুটি হাঁটুর মাঝখানে টেনে নিয়ে ক্ষিপ্রহাতে উকুন বাছতে বাছতে বলল:

'ওদের ধারাই ওই। আমায় বলে কি না 'কেন মদ বিক্রি করো?' কেন করি? না যদি করি কী দেব ছেলেমেয়ের মুখে?'

এই সব কথা শুনে মাস্‌লভার ইচ্ছা হল একটু মদ খাবার। জামার আস্তিনে চোখের জল মুছে ফেলল, ফুঁপিয়ে কান্নার বেগটা তখন অনেকটা কমেছে। করাব্‌লিওভাকে বলল:

'একটু মদ পেলে বেশ হত।'

করাব্‌লিওভা বলল:

'বেশ তো, ফেলো কড়ি।'

৩২

মাস্‌লভা টাকাটাও লুকিয়ে রেখেছিল রুটির ঠোঙায়, এবার কুপনটা বের করে দিল করাব্‌লিওভার হাতে। করাব্‌লিওভা পড়তে জানে না। সবজান্তা হরোশাভ্‌কা কুপনটা দেখে বলে দিল ওটার দাম দু'রুব্‌ল পঞ্চাশ কোপেক। করাব্‌লিওভা সে কথা মেনে নিয়ে থাকে থাকে পাতা তক্তাবিছানা বেয়ে উঠল গিয়ে বায়ুচলাচলের ঘুলঘুলিটার সামনে -- সেইটাই হল মদের ভাঁড় লুকিয়ে রাখার জায়গা। করাব্‌লিওভাকে আনতে দেখে অন্য সব স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ তক্তা-বিছানার দিকে সরে গেল। মাস্‌লভা তার আলখাল্লা ও মাথার রুমালের ধুলো ঝেড়ে নিজের তক্তা-বিছানায় চড়ে বসল ও একটা রুটির রোল খেতে শুরু করল।

ফেদোসিয়া তার নিজের তক্তা-বিছানায় একটা টিনের টী পট্‌ ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে রেখেছিল, টী পট্‌টা নামিয়ে বলল:

'তোমার ভাগের চাটা আমি রেখে দিয়েছিলাম। এতক্ষণে জুড়িয়ে গেছে বোধ হয়।'

চা-টা সত্যিই জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চায়ের থেকে টিনের গন্ধই বেশি। তবু সেই ঠাণ্ডা চা-টাই মাস্‌লভা তার মগে ঢেলে খেতে লাগল শুকনো রুটি চিবানোর সঙ্গে সঙ্গে।

ছেলেটা তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাস্‌লভার রুটি চিবানো দেখছে। মাস্‌লভা রুটি থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে তার হাতে দিয়ে বলল:

'ফিনাশ্‌কা, এই নাও।'

ইতিমধ্যে করাব্‌লিওভা মদের ভাঁড় ও একটা মগ তুলে দিয়েছে মাস্‌লভার হাতে। মদ থেকে মাস্‌লভা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিল করাব্‌লিওভা ও হরোশাভ্‌কাকে। জেনানা ফাটকে এই তিন জন হল অভিজাত, কারণ এদের হাতে কিছু পয়সা আছে এবং তা থেকে ওরা কিছু কিছু ভাগ দেয় অপর পাঁচজনকে।

মদ পেটে পড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে মাস্‌লভা চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং বেশ ফুর্তি করে বলতে লাগল আদালতে কী কী ঘটেছে। পাবলিক প্রসিকিউটরের ধরনধারণ, বক্তৃতা দেবার কায়দা — সব নকল করে দেখাল। আর যেটা বলল সে হল আদালতে ও আসামীদের কামরায় কী ভাবে লোকেরা ওকে দেখবার জন্যে ভিড় করে ছিল — সেটাই যেন আজকের দিনে ওর সব চেয়ে মনে রাখবার মতো অভিজ্ঞতা।

'জানো, শান্ত্রীদের একজন তো সোজা বলে ফেলল, 'সবাই তোমাকে দেখতে চায়।' একজন হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে বলল অমুক কাগজটা কোথায় কিম্বা আর কিছু। আমি তো দেখেই বুঝলাম কাগজটাগজ সব বাজে কথা, এসেছে চোখ দিয়ে আমায় গিলতে। নাটুকেপনা আর কাকে বলে!'

এই বলে মাস্‌লভা হতবুদ্ধি হয়ে মাথাটা একটু নাড়ল।

রেল গুমটি পাহারাদারের স্ত্রী কথার খেই ধরে বলল:

'তা যা বলেছিস ভাই!'

পরক্ষণেই আবার সুর করে বলল:

'মিছরির ডেলা দেখে মাছিগুলো যেমন করে। আর সব কিছু ওদের না পেলেও চলে, কিন্তু 'ওটি' ছাড়া ওদের চলে না, 'ওটি'-র জন্যে ওরা 'রোটি' পর্যন্ত ছেড়ে দিতে পারে।'

মাস্‌লভা মাঝ পথে ওকে বাধা দিয়ে বলল:

'এখানে ফিরিয়ে যখন আনল তখনো কি ছাই রেহাই আছে? জেলখানার দেউড়িতে পা দিয়েছি, হুড়মুড় করে এক রেলগাড়ি ভরতি কয়েদী এসে হাজির। যা জ্বালাতন করল আমায় -- কী করে যে রক্ষা পাই ভেবে আমি মরি। ভাগ্যিস ইন্‌স্পেক্টরের এসিস্ট্যাণ্ট্‌ এসে ওদের তাড়িয়ে দিলেন। একজন তো ছিল একেবারে নাছোড়বান্দা।'

হরোশাভ্‌কা জিজ্ঞেস করল:

'লোকটা দেখতে কেমন বলো তো?'

'ময়লা মতন, ইয়া লম্বা গোঁপ!'

'বুঝেছি, নিশ্চয় ওই লোকটা।'

'কে ও ?'

'ওই তো শেচগ্‌লোভ — এইমাত্র উঠোন পেরিয়ে গেল।'

'শেচগ্‌লোভটা কে?'

'একবার শোনো কথাটা! শেচগ্‌লোভ কে জানে না! শেচগ্‌লোভ দু-দুই বার সাইবেরিয়া থেকে পালিয়েছিল। ওদের হাতে ফের ধরা পড়লে কী হবে, আবার নির্ঘাত পালাবে। স্বয়ং ওয়ার্ডারেরা ওকে ভয় করে চলে।'

হরোশাভ্‌কা কী করে যেন পুরুষ-কয়েদীদের সঙ্গে চিরকুট চালাচালি করত, তাই জেলখানার তাবৎ খবর সে পেত। খুব একটা প্রত্যয়ের সুরে বলল:

'ও পালাবে ঠিক — দেখে রেখো!'

করাব্‌লিওভা মাস্‌লভার দিকে ফিরে বলল:

'পালিয়ে যদি যায়ও, আমাদের তো আর সঙ্গে নেবে না। নাও মাস্‌লভা, এবার বলো দেখি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার বিষয়ে উকিল কী বললেন। আপীল করতে হয় তো এই বেলা...'

মাস্‌লভা জবাবে বলল যে আপীল করা সম্বন্ধে ও কিছুই জানে না।

সেই লাল চুলো স্ত্রীলোকটি মেছেতা ধরা দু'হাত ঘন লাল চুলের জটের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নখ দিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে সুরাপানে ব্যস্ত অভিজাতদের কাছে এসে হাজির হয়ে বলল:

'আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলছি, কাতেরিনা। সর্বপ্রথম তোমায় কাগজে কলমে লিখে দিতে হবে আদালতের রায়ে তুমি সন্তুষ্ট নও, তারপর তোমায় নোটিশ দিয়ে এড্‌ভোকেট-জেনারেলকে জানাতে হবে।'

করাব্‌লিওভা হেঁড়ে গলায় খ্যাঁক্‌ করে উঠল:

'এখানে কী দরকার তোমার? গন্ধ পেয়েছো বুঝি। যাও যাও, এখানে তোমায় বক্‌বক্‌ করতে হবে না। কী করতে হবে না হবে — সে আমরা বেশ জানি। সে নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না বুঝেছো?'

'তোমার সঙ্গে তো কথা কইছি নে, তুমি নাক গলাতে এলে কেন?'

'মদ খাবার সাধ হয়েছে বুঝি? তাই না গুটিগুটি এসেছ।'

মাস্‌লভা নিজের বলতে যা-কিছু আছে, সব সময় সকলকে তার ভাগ দেয়। করাব্‌লিওভাকে বলল:

'তা দাও না ওকে একটু!'

'ওকে আমি এমন দেওয়া দেব না...'

লালচুলো নড়েচড়ে করাব্‌লিওভার দিকে এগিয়ে এসে বলল:

'একবার দ্যাখ্‌ই না চেষ্টা করে! তোকে কি আমি ভয় করি নাকি?'

'জেল ঘুঘু!'

'আহা, কার কাছ থেকেই না শুনছি!'

'খানকী!'

'কী বললি, আমি খানকী? খুনী বদমাইস!' চিৎকার করে লালচুলো এগিয়ে এল।

করাব্‌লিওভাও প্রচণ্ড রাগে চেঁচিয়ে উঠল:

'খবর্দার, আর এক পা-ও নয়।'

কিন্তু লালচুলো আরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। করাব্‌লিওভা ওর মেদবহুল খোলা বুকে ঠেলা মারল। লালচুলো যেন এইটারই অপেক্ষায় ছিল। ধাঁ করে এক হাতে ধরল করাব্‌লিওভার চুলের মুঠি আর অন্য হাতটা তুলল চড় মারার উদ্দেশ্যে। করাব্‌লিওভা উদ্যত হাতটা ধরে ফেলতে মাস্‌লভা ও হরোশাভ্‌কা এগিয়ে এসে লালচুলোর দুটো হাত ধরে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু চুলের মুঠিটা সেই যে এক হাতে আঁকড়ে ধরে ছিল সেটা আর ছাড়ে না। মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিয়েই জড়িয়ে নিল নিজের হাতের মুঠির চারদিকে। একদিকে নেমে পড়েছে, তৎসত্ত্বেও এক হাতে লালচুলোর ওপর দুমদাম কিল ঘুসি মেরে চলল, লালচুলোর হাতে দাঁত বসাবার চেষ্টা করতে লাগল। বাদ বাকি মেয়েরা ওদের দু'জনকে ঘিরে আর্তনাদ করতে করতে চেষ্টা করে চলল মারামারি বন্ধ করতে। এমন কি যক্ষ্মারোগীটিও তার তক্তা-বিছানা ছেড়ে উঠে এল, খুক্‌খুক্‌ করে কাশতে কাশতে দেখতে লাগল লড়াই। শিশুরা পরস্পরের গা ঘেঁষে বসে তারস্বরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। চেঁচামেচি হট্টগোল শুনে জেনানা ওয়ার্ডার একজন কারাপালকে সঙ্গে নিয়ে এসে পড়ল। ওরা এসে লড়াইরত দুটি স্ত্রীলোককে আলাদা করল। করাব্‌লিওভা তার পাকা চুলের বিনুনি খুলে ফেলল, মাথা থেকে ছেঁড়া চুল ঝাড়তে লাগল, লালচুলো তার হলুদ-রঙা মাইদুটো ঢাকবার জন্য ছেঁড়া সেমিজটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। চীৎকার করে উভয়ে উভয়ের নামে কত কি অভিযোগ করল।

জেনানা ওয়ার্ডার বলল:

'থাক থাক, আমার জানা আছে। এসবের মূলে আছে ওই মদ। দাঁড়াও না, কালই আমি ইন্‌স্পেক্টর সায়েবকে বলে দেব। তিনি দেখাবেন মজাটা। ভক্‌ভক্‌ গন্ধ আসছে নাকে, সব কিছু সরিয়ে ফেল, নইলে ভালো হবে না

কিন্তু, তোমাদের ঝগড়া কাজিয়া মেটাবার সময় নেই বাপু। যে যার নিজের নিজের জায়গায় চলে যাও, একটি কথাও নয়।'

কিন্তু অত চটপট কি চুপচাপ হওয়া যায়? অনেকক্ষণ ধরে মেয়েদের মধ্যে বচসা বিতর্ক হল ঝগড়াটা শুরু হল কার দোষে সেই প্রশ্ন নিয়ে। অবশেষে জেনানা ওয়ার্ডার ও কারাপাল ফাটক ছেড়ে চলে যাবার পর সবাই যেন কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে নিজ নিজ বিছানায় চলে গেল। কেবল বুড়ীটা শুতে না গিয়ে কুলুঙ্গীর সেই বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট ভাবে প্রার্থনা করতে লাগল।

লালচুলোর তক্তা-বিছানাটা একেবারে অন্য প্রান্তে। হঠাৎ সে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ কটুকাটব্য করতে করতে ফেঁসফেঁসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল:

'দুই জেল ঘুঘুর জোট হয়েছে বটে!'

করাবুলিওভা সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর গালি বর্ষণ করে শাসাল:

'আবার? সাধ মেটে নি এখনো?'

দু'জনেই চুপ।

কিন্তু লালচুলো ফের শুরু করল:

'সবাই যদি আমায় ধরে না ফেলত, তোর ওই পোড়া চোখদুটো উপড়ে ফেলতাম না আমি?'

লালচুলো যেমন যেমন বলে চলল তেমন তেমন জবাব এল করাবুলিওভার কাছ থেকে।

তারপর আরেকটু বেশি সময়ের বিরতি ও পুনরায় গালিগালাজ। শেষ পর্যন্ত বিরতি দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে হতে এক সময় সব শান্ত হয়ে গেল।

আর সকলে শুয়ে পড়েছে, কারো কারো নাসিকা গর্জন শোনা যাচ্ছে। শোয় নি কেবল সেই বুড়ী, তখনো সে বার বার নতজানু হয়ে কুলুঙ্গীর বিগ্রহের কাছে আবেদন-নিবেদন পেশ করছে। আর শোয় নি ধর্মযাজকের মেয়েটি। ওয়ার্ডার বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার শয্যাত্যাগ করে আবার এ-মোড় ও-মোড় করে ঘরময় পায়চারী করতে লেগেছে।

মাস্‌লভা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল — এখন সে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী, সে যে দাগী আসামী সেকথা তাকে দু-দুই বার মনে করিয়ে দিয়েছে একবার বচ্‌কোভা, দ্বিতীয়বার ওই লালচুলো। এ-কথাটা ও যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। করাবুলিওভা ওর দিকে পিঠ করে শুয়ে ছিল, এবারে সে পাশ ফিরল।

খুব নিচু গলায় মাস্লভা বলল:

'কে জানত এ-রকমটা হবে? কত লোক কত কিছু অন্যায় করেও পার পেয়ে যায়, আর আমাকে কিনা কিছু না করেও কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে!'

করাব্লিওভা ওকে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল:

'অত ভেবে কী হবে বোন, সাইবেরিয়াতে কি মানুষ জন বেঁচে থাকে না? তুমিই বা ওখানে গিয়ে অথৈ জলে পড়তে যাবে কেন?'

'জলে পড়ব না ঠিকই, কিন্তু দুঃখ ত হয়ই। এই কিনা আমার ভাগ্যে ছিল! এতদিন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়েছি...'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে করাব্লিওভা বলল:

'ভগবানের বিধান মানতেই হয়, তার বিরুদ্ধে কে যেতে পারে বল?'

'জানি দিদি! তবু বড় কঠিন।'

কিছুক্ষণ ওরা দু'জনেই চুপচাপ। ও প্রান্ত থেকে একটা কেমন যেন অদ্ভুত শব্দের প্রতি মাস্লভার মনোযোগ আকর্ষণ করে করাব্লিওভা ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

'মুখরা চিজটার কাণ্ড শুনতে পাচ্ছ?'

লালচুলো তার বিছানার মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কিছুক্ষণ আগে গালিগালাজ ও মার খেয়েছে খুব, মদের জন্যে প্রাণ কাঁদলে কি হবে, এক ফোঁটা ঢালতে পারে নি গলায়। কেবল এই কারণেই যে সে কাঁদছে এমন নয় —, ওর মনে পড়ছে সারাটা জীবন ধরে লোকে ওকে কেবল গালাগাল দিয়েছে, ঠাট্টা মশকরা করেছে, অপমান করেছে, মারধোর করেছে। নিজেকে প্রবোধ দেবার জন্য ও মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলল ওর প্রথম প্রেমের স্মৃতি — কারখানার মজুর ফেদ্কা মলোদিওন্কোভকে ও কী ভালোই না বাসত! কিন্তু সে ভালোবাসার কী প্রতিদান পেল শেষ পর্যন্ত? এই মলোদিওন্কোভই একদিন পানোন্মত্ত অবস্থায় মজা করার উদ্দেশ্যে ওর শরীরের সব চেয়ে স্পর্শপ্রবণ জায়গায় এসিড্ ঢেলে দিয়েছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যখন ও ছটফট করছিল, তখন তা দেখে বন্ধুদের সঙ্গে লোকটা হো-হো করে হেসেছিল। এই সব পুরাতন কথা মনে পড়ায় একটা গভীর আত্ম-অনুকম্পায় ওর মন যেন ভরে উঠল, কেউ ওর কান্না শুনতে পাচ্ছে না মনে করে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল, নাক টানতে হল বার বার, চোখের নোনতা জল মুখে গিলতে হল ক্রমাগত।

মাস্লভা বলল:

'ওর জন্যে আমার ভারি মায়া হয়।'

করাবলিওভা বলল:

'দুঃখ হয় নিশ্চয়, কিন্তু অমন গায়ে পড়ে না এলেই ত পারে!'

৩৩

পরদিন সকালবেলা নেখ্‌লিউদভ যখন ঘুম থেকে উঠল ওর মনে হল ওর জীবনে একটা কিছু ঘটেছে। ঘটনাটা মনে পড়বার আগেই ও যেন বুঝতে পারল যা ঘটেছে ওর পক্ষে তা গুরুত্বপূর্ণ ও মঙ্গলকর। আপন মনেই বলল:

'কতিউশা : সেই মামলা!'

হ্যাঁ, এখন আর মিথ্যার আশ্রয় নয়, পুরো সত্যটা প্রকাশ করতে হবে।

এক একটা সময় আসে যখন একাধিক ঘটনা যুগপৎ ঘটে। আশ্চর্য বলতে হবে, সেইদিনই ওর হাতে চিঠি এল মারিয়া ভাসিলিয়েভ্‌নার কাছ থেকে। বহু-প্রত্যাশিত এই চিঠিখানা ঠিক সেই মুহূর্তে ওর হাতে আসার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। চিঠিতে প্রণয়িনী তাকে প্রণয় পাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়ে বলেছেন নেখ্‌লিউদভ যেন ঈপ্সিত বিবাহবন্ধনে সুখী হয়।

নেখ্‌লিউদভ ঠোঁট বাঁকিয়ে মনে মনে বলল:

'বিবাহবন্ধন! ও-সব থেকে আমি এখন অনেক দূরে!'

গত কাল মনে মনে কী সংকল্প করেছিল নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ল - ঠিক করেছিল মারিয়া ভাসিলিয়েভ্‌নার স্বামীকে ওর অবৈধ প্রণয় বিষয়ে সব কথা খোলাসা করে বলবে, তাঁর তুষ্টিবিধানের জন্য সে সমস্ত কিছু করতে প্রস্তুত। আজ মনে হল গত কাল যত সহজে সমস্ত ব্যাপারটার সমাধান হয়ে যাবে ব'লে ভেবেছিল, ততটা সহজ হয়তো হবে না। তাছাড়া মানুষটা যে-ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাকে জানিয়ে মিছে অসুখী করা কেন? হ্যাঁ, ভদ্রলোক স্বয়ং যদি এসে সব কথা জানতে চান, জানানো যেতে পারে, কিন্তু গায়ে পড়ে জানাবার কোনো মানে হয় না, প্রয়োজনও নেই।

মিসিকেও সব কথা বলাটা আজ তেমন যেন সহজ হবে বলে মনে হল

না, মিসির অসন্তোষ উদ্রেক না করে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করাটাই তো কঠিন। জাগতিক বহু ব্যাপারে তো অনেক কথা উহ্য রেখে চলতে হয়। তবে একটি ব্যাপারে ও স্থির সংকল্প, মিসিদের বাড়িতে ওর আর যাওয়া চলবে না এবং কেউ যদি এ ব্যাপারে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও সত্যি কথাটা বলবে।

কিন্তু কাতিউশার ব্যাপারে কোনো কিছু রাখা ঢাকা চলবে না।

'আমি চলে যাব জেলখানায়, সব কথা ওকে বলে ওর মার্জনা চাইব। হ্যাঁ, তেমন যদি প্রয়োজন হয়... যদি দেখি সেটা করা দরকার, তা হলে আমি ওকে বিয়ে করব।'

নৈতিক ভিত্তিতে ও যে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে কাতিউশাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত — এই চিন্তাটা মনে উদয় হতে পুনরায় নিজের প্রতি ওর মনটা কেমন যেন নরম হয়ে উঠল।

দিনকৃত্য সম্পাদনে আজ ওর যেমন উৎসাহ দেখা গেল তেমনটা বহু কাল দেখা যায় নি। প্রাতরাশের পর আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না যখন ওর স্টাডিতে প্রবেশ করল ও যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলল তেমনটা আগে কখনো বলতে পারে নি, সোজা বলে দিল এ-বাড়িতে ওর আর প্রয়োজন নেই সুতরাং বাড়ির তদারকি কাজে আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌নাকেও ওর দরকার নেই। এত দিন পর্যন্ত একটা সমঝোতা উহ্য ছিল এই যে এত বড় বাড়িঘর লোক লস্কর প্রচুর অর্থব্যয়ে ও যে রেখে চলেছে, তার নিহিত কারণ ও বিবাহ করবে বলে মনস্থ করেছে। সুতরাং বাড়িঘর তুলে দেবার সিদ্ধান্তের বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে বলে আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না একটু বিস্মিত ভাবে ওর দিকে তাকাল। নেখ্‌লিউদভ বলল:

'এত দিন ধরে আপনি আমার জন্য যা-কিছু করেছেন, সে জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না, কিন্তু এই প্রকাণ্ড বাড়ি ও এত সব লোকজন আর আমার দরকার হবে না। যদি আমায় সাহায্য করতে চান, তা হলে মায়ের জীবৎকালে মা যখন হাওয়া বদলের জন্য বাইরে যেতেন, তখন যেমন জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে তুলে রাখতেন দয়া করে তেমনি করুন। তারপর নাতাশা যখন আসবে, যা করবার সে করবে।'

নাতাশা নেখ্‌লিউদভের দিদি।

আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না মাথাটা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল:

'তুলে রাখতে যাব কেন? দরকার হবে যে।'

ওর মাথা-ঝাঁকানির অর্থটুকু বুঝতে পেরে নেখ্‌লিউদভ বলল:

'না, না, আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না, নিশ্চিত জেনে রাখবেন এ-সবের আর দরকার হবে না। হ্যাঁ, দয়া করে কর্‌নেইকেও বলে দেবেন ওকে আমি দু'মাসের মাইনে দিয়ে দেব, ওকে আর আমার দরকার হবে না।'

আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না বলল:

'অনর্থক এ-সব আপনি করছেন দ্‌মিত্রি ইভানোভিচ। না হয় আপনি বিদেশই যাচ্ছেন, কিন্তু ফিরে এসে তো বসবাসের একটা জায়গার দরকার হবে।'

'আপনি ভুল বুঝেছেন আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না, বিদেশে আমি যাচ্ছি না, কোথাও যদি যেতে হয় সেটা হবে একেবারে অন্য জায়গা।'

কথাটা বলেই নেখ্‌লিউদভের মুখখানা লাল হয়ে উঠল, ও ভাবল আগ্রাফিওনাকে বলা দরকার, চেপে রাখার কোন মানে হয় না — সবাইকেই বলা দরকার। নেখ্‌লিউদভ বলল:

'গতকাল একটা ভারি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না, ঘটনাটা আমার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার পিসি মারিয়া ইভানভ্‌নার বাড়িতে কাতিউশা বলে যে মেয়েটি ছিল, তাকে আপনার মনে আছে?'

'মনে আছে বৈকি। আমি তো তাকে সেলাই ফোঁড়াই শিখিয়েছিলাম।'

'গত কাল আদালতে এই কাতিউশার বিচার হল। আমি ছিলাম জুরিদের একজন।'

'হা ভগবান! কী দুঃখের কথা। কী ছিল ওর বিরুদ্ধে মামলা?'

'খুন। এ-সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী।'

বৃদ্ধার চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল, কাতিউশা ও নেখ্‌লিউদভ ব্যাপারটা ওর জানা ছিল। মুখে বলল:

'এ কী বলছেন আপনি? আপনি দায়ী হতে যাবেন কেন?'

'হ্যাঁ, আমিই সব কিছুর কারণ। এই জন্যেই আমায় সব কিছু ব্যবস্থা পালটাতে হয়েছে।'

মুখের হাসি চেপে আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না বলল:

'কিন্তু সে জন্য আপনার বেলা সব অদলবদল করতে হবে কেন?'

'করতে হবে এই জন্য যে আমি যদি ওর এই পথে নামার কারণ হয়ে থাকি, এখন সর্ব শক্তিতে ওকে আমার সাহায্য করতেই হবে।'

'সে আপনার মর্জি, আপনি খুব একটা যে দোষ করেছেন আমার তো তা মনে হয় না। এ-রকমটা সকলেই করে থাকে। তারপর বুদ্ধিবিচার

খাটিয়ে কাজ করলে সব কিছুর সুরাহা হয়ে যায়। কী ঘটেছিল না ঘটেছিল লোকের তখন মনেও থাকে না।'

বেশ গম্ভীর ভাবে, একটু যেন কঠোর স্বরেই আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্না বলে চলল:

'দোষটা আপনার নিজের ঘাড়ে টেনে নেবার কোন মানেই হয় না। আমি তো আগেই শুনেছি কাতিউশা অধঃপাতে গেছে। সে দোষটা তাহলে কার?'

'আমার। সেই জন্যেই তো আমি ভুল শোধরাতে চাই।'

'কিন্তু এ ভুল শোধরানো কঠিন।'

'সে আমি দেখব'খন। তবে আপনি যদি আপনার নিজের কথা ভাবেন, তা হলে বলি মা যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন...'

'নিজের কথা আমি মোটেই ভাবছি না। আপনার স্বর্গীয়া মা আমার প্রতি এত দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন যে তার চেয়ে বেশি কিছু আমি চাই না। লিজান্‌কা (তার বিবাহিতা বোনঝি) আমাকে তার কাছে থাকবার জন্য বলছে। এখানে যদি আমার আর দরকার না থাকে আমি ওর ওখানে গিয়ে থাকব। কেবল বলি কি, ব্যাপারটাকে বৃথাই আপনি অত্যধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। এমনটা তো প্রত্যেকের জীবনেই আকছার ঘটে থাকে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। যাই হোক, বিশেষ করে বলছি, আপনি যেন জিনিসপত্র গোছগাছ করে তুলে রাখার ব্যাপারে ও বাড়ি ভাড়া দেবার ব্যাপারে আমায় সাহায্য করেন। আমার ওপর রাগ করবেন না। এ পর্যন্ত আপনি আমার জন্য যা-কিছু করেছেন সে জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে।'

খুব আশ্চর্য বলতে হবে নেখ্‌লিউদভের যখন নিজেকেই নিজের কাছে খারাপ ও অপ্রীতিকর মনে হল, তখন থেকে অন্যদের প্রতি বিরক্তির ভাবও যেন তার উবে গেল — একটা সহৃদয় শ্রদ্ধার ভাব জাগল কেবল আগ্রাফিওনার প্রতি নয়, পরন্তু কর্‌নেইর প্রতিও।

পারলে সে নিশ্চয় করনেইর কাছেও নিজের দোষ স্বীকার করত। কিন্তু কর্‌নেই মানুষটা প্রভুভক্তিতে এমনি গদগদ যে তার কাছে যেতে ঠিক যেন ভরসা পেল না।

সেই একই রাস্তা ধরে কালকের সেই একই ঘোড়া-গাড়ি চেপে আদালতে যাবার পথে নেখ্‌লিউদভ ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল গত কালের সঙ্গে আজকের কতই না তফাত! — আজ যেন ও একেবারে অন্য মানুষ।

মিসির সঙ্গে বিবাহ ব্যাপারটা কালকের দিন পর্যন্ত ছিল নিতান্ত সাম্ভাব্যের কোঠায়, আজ মনে হল এ-বিবাহ অসম্ভব। গতকাল অবধি মনে হয়েছিল মিসিকে বধূরূপে নির্বাচন করাটা একেবারে ওর নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে, ওকে বিবাহ করে মিসি যে অসুখী হতে পারে এমন সন্দেহ মাত্র ওর মনে স্থান পায় নি। আর আজ মিসিকে বিবাহ করা দূরের কথা, মনে হল মিসির অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আসাটাও ওর পক্ষে অসাধ্য।

'মিসি যদি কেবল জানত আমি কেমন লোক তা হলে সে নিশ্চয় তার ত্রিসীমানার মধ্যে আমায় ঢুকতে দিত না। অথচ আমিই কিনা ওই ভদ্রলোকটির সঙ্গে সামান্য একটু ফষ্টিনষ্টি করার জন্যে বিরক্ত হয়েছিলাম মিসির ওপর। নাঃ, মিমি যদি আমায় তার কাছে ঘেঁষতেও দেয় তা থেকে সুখ পাওয়া দূরের কথা শান্তিও পাব না আমি। সারাক্ষণ মনে খচ খচ করে বাজবে, আরেক জন রয়েছে কারাগারে বন্দী হয়ে এবং আজ হোক কাল হোক তাকে নির্বাসনে যেতে হতে পারে সাইবেরিয়ায়। আমি যাকে নষ্ট করেছি সে যখন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য সাইবেরিয়ার পথে চলেছে, আমি তখন কিনা আমার নব বধূর পাশে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন গ্রহণ করছি, অথবা অভিজাত পাড়ায় যুগলে বেড়াতে যাচ্ছি, হয়তো বা অভিজাত সভার সেই আধিকারিককে — যাকে প্রতারণা করেছি লজ্জাকর ভাবে — সাহায্য করছি কোনো এক সভায় স্থানীয় স্কুল পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত সপক্ষ বিপক্ষ ভোট গণনায়। তার পরই হয়তো আবার লুকিয়ে চুরিয়ে আধিকারিকের স্ত্রীর সঙ্গে জঘন্য প্রণয় প্রতিদানে লিপ্ত হয়েছি। হয় তো অনধিকার চর্চায় সময় নষ্ট করার জন্য আবার আমার সেই ছবি আঁকার কাজে হাত লাগিয়েছি — এক প্রকার জেনেশুনেই যে এ-কাজ আমার কখনো শেষ হবার নয়। কাল এ সব কিছুই সম্ভবপর ছিল, কিন্তু আজ আর নয়।'

নিজের মধ্যে এই যে পরিবর্তন ঘটেছে সেজন্য মনে মনে আনন্দ প্রকাশ করে, আপন মনেই বলে চলল:

'আজ আমার প্রথম কাজটাই হবে সেই উকিলকে পাকড়াও করা ও সে কী স্থির করেছে জেনে নেওয়া। তারপর? তারপর আমি যাব তার সাক্ষাতকারে কাল যাকে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে — আমার নিজের সব কথা খুলে বলতে হবে তাকে।'

নেখ্লিউদভ যেন তার মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেল কাতিউশার সঙ্গে তার সাক্ষাতকার, সে কাতিউশার কাছে অকপটে স্বীকার করছে তার প্রতি

ওর অন্যায়ের কথা, কাতিউশাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য সে যথাসাধ্য করবে এবং কাতিউশাকে বিবাহ করবে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ওর মন ছেয়ে গেল পরম একটা উল্লাসে, ওর চোখে জল এল।

৩৪

আদালতে এসে করিডরে নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে গতকালের সেই নকিবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নেখ্‌লিউদভ তাকে জিজ্ঞেস করল দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের কোথায় রাখা হয় এবং তাদের কারো সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কার কাছে আবেদন করতে হয়। নকিব জানাল দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামী রাখা হয় বিভিন্ন জেলে এবং পাকাপাকি ভাবে দণ্ডাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি দিতে পারেন এড্‌ভোকেট-জেনারেল। নকিব বলল:

'শুনানী শেষ হবার পর আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাব। এড্‌ভোকেট-জেনারেল এখন পর্যন্ত এসে পেঁাছান নি। শুনানীর পরে তাঁর খোঁজ করা যাবে। আপাতত চলে আসুন অনুগ্রহ করে, এখুনি আদালত বসবে।'

আজ নকিবকে তার এই সৌজন্যের জন্য কেমন যেন বেচারা বেচারা ঠেকল নেখ্‌লিউদভের কাছে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেখ্‌লিউদভ জুরি-কামরায় প্রবেশ করল।

যখন নেখ্‌লিউদভ ঢুকছে অন্য জুরিরা তখন কামরা ছেড়ে পা বাড়িয়েছেন আদালতের দিকে। আজকেও সেই সওদাগর ভদ্রলোক বেশ পানাহার করে এসেছেন, গত কালের মতোই খোশমেজাজ, নেখ্‌লিউদভকে অভ্যর্থনা করলেন যেন কত দিনের বন্ধু। আজ পিওত্‌র গেরাসিমোভিচের উচ্চ হাসি ও গায়ে-পড়া গোছ ভাব দেখে নেখ্‌লিউদভ যেন ততটা বিরক্ত বোধ করল না।

গত কালের আসামী একজনের সঙ্গে তার কী প্রকার সম্পর্ক ছিল নেখ্‌লিউদভ সে কথাটা সব জুরিদের জানাতে পারলে খুশি হত। মনে মনে ভাবল:

'ঠিক হত কাল যদি মামলা চলবার সময় আমি উঠে দাঁড়িয়ে সর্বসমক্ষে আমার অপরাধ স্বীকার করতাম।'

কিন্তু অন্যান্য জুরিবৃন্দের সঙ্গে আদালত-কক্ষে ঢুকে পূর্ব দিনের পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি দেখে নেখ্লিউদভ অনুভব করল যদিও এটা করা দরকার ছিল তবু গতকালও এই গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ ভঙ্গ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেদিনের মতোই সেই ঘোষণা: 'আদালত আসছেন', এবারেও উঁচু কলার আঁটা সেই তিন বিচারক, সেই নীরবতা, আবার সেই উঁচু পিঠওয়ালা এক সারি চেয়ারে জুরিবৃন্দকে বসানো, শান্ত্রী, পোর্ট্রেট, ধর্মযাজক।

মামলার প্রস্তুতি পর্বটা আগের দিনেরই পুনরাবৃত্তি — কেবল আজ বাদ গেল জুরিদের দিয়ে শপথবাক্য পাঠ করানো ও জুরিদের কর্তব্য বিষয়ে প্রধান বিচারপতির বক্তৃতা।

আজকের মামলার বিষয়টা হল চালাঘরের তালা ভেঙে চুরি। উন্মুক্ত তরবারি-হাতে দু'জন শান্ত্রীর প্রহরাধীন আসামীকে দেখা গেল। রোগা পাতলা বিশ বছর বয়সের একটি ছোকরা, বুকখানা সংকীর্ণ, পান্ডুর রক্তলেশহীন মুখ, পরনে ধূসর রঙের আলখাল্লা। আসামীর কাঠগড়ায় একাই বসে আছে, আদালতে যারা ঢুকছে তাদের লক্ষ্য করছে গোঁজ করা মাথাটা একটুখানি তুলে। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে একজন সাঙাতকে নিয়ে একটা চালাঘরের তালা ভেঙে ও কয়েকটা পুরনো পাপোশ চুরি করেছে, সর্বসাকুল্যে যার দাম হবে তিন রুবল সাতষট্টি কোপেক। অভিযোগ পত্রে বলা হয়েছে সাঙাতের কাঁধে পুরনো পাপোশগুলি চাপিয়ে সে যখন যাচ্ছিল একজন পুলিশ ওদের থামায়। চুরির ব্যাপারটা ওরা দু'জনে তদন্তে স্বীকার করে, ওদের লক্ আপে রাখা হয়। ছেলেটার সাঙাতটি ফিটার মিস্ত্রী। সে জেল হাজতেই মারা যায় বলে কেবল এই ছোকরার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সাক্ষ্য বস্তু রূপে টেবিলের উপর রক্ষিত হয়েছে সেই বমাল অর্থাৎ কতিপয় পুরাতন পাপোশ।

মামলা চলতে লাগল ঠিক গত কালকের মতোই — সাক্ষ্য প্রমাণের ঘটা, সাক্ষীদের শপথ গ্রহণ, জেরা, বিশেষজ্ঞের মতামত। মামলার প্রধান সাক্ষী সেই পুলিশম্যান্কে প্রধান বিচারপতি, প্রসিকিউটর অথবা উকিল যখন প্রশ্ন করলেন, সে প্রত্যেকটি প্রশ্নের নিষ্প্রাণ কাটা কাটা জবাব দিয়ে গেল: 'যেমন বলছেন', 'বলতে পারব না' — ফের 'যা বলেছেন...' কঠোর পুলিশী নিয়মানুবর্তিতার চাপে পড়ে যদিচ তার আচরণ হতবুদ্ধির মতো এবং

জবাবও যান্ত্রিক, তবু বেশ বোঝা যাচ্ছিল ছোকরার জন্য তার মায়া হচ্ছিল, আসামীকে গ্রেফতার করা বিষয়েও বেশি কিছু বলতে চায় না।

অপর প্রধান সাক্ষী ছিল পুরাতন পাপোশের মালিক — খিটখিটে মেজাজের বৃদ্ধ বাড়িওলা। ওকে যখন জিজ্ঞেস করা হল পাপোশগুলো ওরই কি না, খুবই যেন অনিচ্ছায় সেগুলো ওরই সম্পত্তি বলে সনাক্ত করল। পাবলিক প্রসিকিউটর জিজ্ঞাসা করলেন সেগুলো দিয়ে ও কী করতে চায়, খুবই কাজে লাগে কিনা তার এই প্রশ্নে লোকটা ক্ষেপে গিয়ে জবাব দিল:

'চুলোয় যাক পাপোশগুলো, আমার আদৌ কোন কাজে লাগে না। যদি জানতাম ওগুলো নিয়ে এত হ্যাঙ্গাম হবে, আমি কি ছাই বেরোতাম পাপোশের খোঁজে? বরঞ্চ দু'দশ রুবল গচ্চা দিতাম ছোঁড়াদুটোকে। তাহলে এখানে এসে হেনতেন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নাজেহাল হতেও হত না। এই আদালতে আসতেই তো ঘোড়া-গাড়ির ভাড়া গুনতে হয়েছে পাঁচ রুবল। শরীরস্বাস্থ্যও ভালো নয় — হার্নিয়া ও বাতে ভুগছি।'

এই তো গেল সাক্ষীদের সওয়াল জবাব।

আসামী বোকার মতো চারিদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল — খাঁচায় বন্দী নিরীহ প্রাণীর মতো। হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে থেমে কী করে সব কিছু ঘটেছিল বলল।

বোঝাই যাচ্ছিল মামলাটা পরিষ্কার কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটর আজও কালকের মতোই বিশেষ ভঙ্গীতে কাঁধদুটো ঈষৎ তুলে এমন সব সূক্ষ্ম প্রশ্ন করতে লাগলেন, মনে হল অতি ধূর্ত কোনো চোর বদমাইশকে জব্দ করতে চান।

প্রসিকিউটর তাঁর বক্তৃতায় প্রমাণ করলেন চুরিটা যেহেতু একটা বসত বাড়িতে তালা ভেঙে হয়েছে সেই হেতু ছোকরাকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া উচিত।

কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত আসামী পক্ষের উকিল তাঁর বিতর্কে বললেন চুরিটা বসত বাড়িতে হয় নি। সুতরাং চুরির অপরাধ অস্বীকার না করেও বলা যায় প্রসিকিউটর যে আসামীকে বিপজ্জনক সমাজবিরোধী বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন সেটা পুরোপুরি ঠিক নয়।

আগের দিনের মতো প্রধান বিচারপতি নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের ভূমিকা নিয়ে জুরিদের সমক্ষে সমস্ত ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিলেন — যদিচ ইতিমধ্যে জুরিরা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ সব কথাই জেনে থাকবেন। না জানার কোন

উপায়ও ছিল না। আবার আগের দিনের মতো কিছুক্ষণের জন্য আদালতের কাজ স্থগিত রাখা হল, আবার সেই ধূমপান, আবার নকিবের কণ্ঠস্বর 'আদালত আসছেন', আবার আসামীকে হুমকি দেখিয়ে নগ্ন তরবার হাতে শান্ত্রীদের প্রহরা, ঢুলতে ঢুলতে তাদের ঘুমিয়ে-না-পড়ার চেষ্টা।

মামলার বিবরণ থেকে জানা গেল ছোকরাকে তার বাপ একটা তামাক পাতার ফ্যাক্টরিতে কাজে ভর্তি করে দিয়েছিল। সেখানে সে এক নাগাড়ে পাঁচ বছর কাজ করার পর এই বছরে শ্রমিকদের সঙ্গে ফ্যাক্টরির মালিকের গোলমাল হওয়ার পর মালিক তাকে বরখাস্ত করে। চাকরী হারানোর পর বেকার অবস্থায় ছোকরা তখন শহরময় টহল দিয়ে বেড়াত, শেষ সম্বল যেটুকু ছিল তাও ওড়াতে থাকে মদ খেয়ে। শুঁড়িখানাতেই সাঙাতের সঙ্গে ওর আলাপসালাপ — সে-ও তার চাকরী খুইয়েছে কিছু কাল আগে, কাজ করত ফিটার মিস্ত্রীর, পাঁড় মাতাল। এক রাতে দুই বন্ধুতে মদে চুর হয়ে একটা ঘরের তালা ভেঙে হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে সরে পড়ছিল। পুলিশের হাতে ধরা পড়বার পর নিজেদের অপরাধ অকপটে স্বীকার করে। ওদের জেলে পোরা হল। ফিটার মিস্ত্রীটি আদালতের বিচারের আগেই মারা যায়। এখন একা ছোকরার বিরুদ্ধে মামলা চলছে, বলা হয়েছে সে না কি বিপজ্জনক সমাজবিরোধী এবং তার হাত থেকে সমাজকে বাঁচানো দরকার।

এ-সব তর্কবিতর্ক শুনতে শুনতে নেখ্লিউদভ চিন্তা করতে লাগল:

'এ-ছোকরা তেমনি বিপজ্জনক, যেমন বিপজ্জনক বলে চিত্রিত হয়েছিল গত কালের দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত একজন আসামী। এরা বিপজ্জনক, আর আমরা? আর আমরা কি বিপজ্জনক নই? আমি নিজে তো একজন দুশ্চরিত্র, লম্পট প্রতারক, সকলেই আমরা অল্পবিস্তর তাই, অথচ আমাকে, যারা আমার স্বরূপে জানে, আমাকে ঘৃণা করা দূরে থাক, সমীহই করে। এই আদালতকক্ষে যত লোক জমায়েত হয়েছে তাদের মধ্যে সত্যিই যদি এই ছোকরা সমাজের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়, তবে সুস্থ বুদ্ধিতে চালিত হয়ে একে নিয়ে কী করা উচিত ছিল, যখন সে ধরা পড়ল?

'স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে দুষ্কৃতকারী রূপে এ-ছোকরা একেবারেই অনন্যসাধারণ নয়, সবাই বুঝতে পারছে এ খুবই সাধারণ ছেলে এবং নিতান্ত ঘটনাচক্রে এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যার ফলে এ ধরনের লোকজনের জন্ম হয়। সুতরাং নিতান্ত সাধারণ ছেলেরা যে-সব ঘটনার প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই সব ঘটনার রদবদল করতে হবে — এটাই ত স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে।

'কিন্তু তা না করে আমরা করছি কী? এ-রকম হাজার হাজার ছেলে আছে

যারা এখনো আমাদের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে, একথা বেশ ভালো করে জেনেও আকস্মিক ভাবে এই একটি ছেলে ধরা পড়েছে বলে আমরা সবাই যেন হুমড়ি খেয়ে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এখন একে আমরা জেলে পুরব — এমন পরিস্থিতির মধ্যে তাকে ঠেলে দেব যে কুঁড়েমি করে সময় কাটাবে নয়তো ওরই মতো দুর্বলমনস্ক অধঃপতিত কয়েদীদের সঙ্গে আজেবাজে অস্বাস্থ্যকর কাজে লিপ্ত হবে। তারপর ওকে আমরা নষ্ট অথবা দূষিত অপবাদ দিয়ে সরকারী খরচে মস্কো জেলা থেকে ইর্কুত্স্ক্ জেলায় পাঠিয়ে দেব, আরো দূষিত সংসর্গে অধঃপতনের চরমে পৌঁছতে।

'যে-সব পারিস্থিতিতে এ ধরনের লোকজনের উদ্ভব, সেগুলো দূর করা তো নয়ই বরঞ্চ আমরা অধঃপতনের প্রতিষ্ঠানগুলি সযত্নে পোষণ করি। এই সব প্রতিষ্ঠান হল কারখানা, ফ্যাক্টরি, দোকান পাট, পানশালা, শুঁড়িখানা ও গণিকালয়। এই সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা ত দূরের কথা, আমরা এদের পৃষ্ঠপোষকতা করি, উৎসাহ দিই, নিয়ন্ত্রণ করি এমন ভাবে যেন এগুলি সমাজব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ।

'এই ভাবে আমরা কেবল একটি নয় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ এমনি লোকের জন্ম দিই। তারপর এদের একটিকে আমরা ধরি, তখন মনে মনে ভাবি কী একটা মহৎ কাজই না করলাম আমরা — আমরা নিজেদের বাঁচালাম, আমাদের কাছ থেকে আর কিছু দাবি করার নেই। তারপর মস্কো জেলার ত্রিসীমানা থেকে সরিয়ে তাকে যখন ইর্কুত্স্ক্ জেলায় চালান করে দিই তখন ভাবি কর্তব্যকর্মে আমরা কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটতে দিই নি।'

উকিল, প্রসিকিউটর এবং প্রধান বিচারপতির বক্তৃতাদি শুনে ও তাঁদের আত্মতৃপ্ত বাচনভঙ্গী দেখে, কর্নেলের পাশে বসে থাকতে থাকতে নেখ্লিউদভ সমস্ত কিছু যেন অদ্ভুত পরিষ্কার বুঝতে পারল। প্রকাণ্ড আদালত-কক্ষ, এই পোর্ট্রেটগুলো, এই বাতি, গদি আঁটা চেয়ার, হরেকরকম উর্দি, এই পুরু দেওয়াল, জানালা — দেখতে দেখতে মনে পড়ে যায় কী বিশাল এই দালান, এ-আদালত যে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ আরো কত বিরাটই না সেটা। আর কেবল তো এ শহরে নয়, সারা রাশিয়া জুড়ে এই রকম কত শত প্রতিষ্ঠান — কত তাদের লোক লস্কর, পিওন, দারোয়ান, কেরানী। সবাই তারা মাস গেলে মাইনে পাচ্ছে — এমন এক প্রহসনে অভিনয় করার জন্য যা থেকে কারো বিন্দুমাত্র লাভ হচ্ছে না। নেখ্লিউদভ মনে মনে ভাবতে লাগল:

'এই লোক দেখানো ভড়ং-এর জন্যে মানুষের কী প্রচণ্ড প্রচেষ্টাই না অযথা অপব্যয় করা হচ্ছে! এই বিরাট প্রচেষ্টা ও বিপুল অর্থব্যয়ের এক-

শতাংশও যদি খরচ করা হত এইসব হতভাগাদের মঙ্গলের জন্য — এই তাদের জন্য, যাদের আমরা সমাজের আবর্জনা বলে জ্ঞান করি, যে সব হাতপাওয়ালা জীব আছে কেবল আমাদের মতো লোকের সুখস্বাস্তি ও আরাম বিধানের জন্য!'

নেখ্লিউদভ বেশ কিছুক্ষণ ছোকরার ভীত সন্ত্রস্ত রুগ্ন মুখটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল:

'দারিদ্র্যের দরুন বাপ যখন ছেলেটাকে শহরে পাঠাতে বাধ্য হল তখন কেউ যদি অনুকম্পা ভরে ওর একটা সংস্থান করে দিতেন... এমন কি শহরে চলে আসার পর ফ্যাক্টরিতে টানা বারো ঘণ্টা গাধা খাটুনীর পর যখন বয়োজ্যেষ্ঠ সাঙাতদের প্ররোচনায় ছেলেটা শুঁড়িখানায় যেতে শুরু করল, তখনো কেউ যদি ওকে একবার বলত, 'না ভানিয়া, যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না,' তা হলে হয়তো ও যেত না, পাপের পথে পা বাড়াত না, কোন দুষ্কর্ম করত না।

'নাঃ, ফ্যাক্টরির বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের ফাই ফরমায়েস খাটার জন্য ভীত সন্ত্রস্ত পশুর মতো ও যখন এই শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত তখন কোনো অনুকম্পায়ী মানুষ উকুনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কদম-ছাঁটা চুল এই গাঁয়ের ছেলেটির প্রতি নজর করেন নি। উলটে বরঞ্চ শহরে বাস করতে আসার পর থেকে ফ্যাক্টরির ধাড়ীদের কাছ থেকে এবং ওর সমবয়সী সাঙাতদের কাছ থেকে ও যা কিছু শুনেছে, যা কিছু দেখেছে তা থেকে এই শিক্ষা পেয়েছে — যে-লোক ঠক্‌বাজি করে, ঢক্‌ঢক্ মদ গেলে, কথায় কথায় বাপান্ত শাপান্ত করে, প্রতিপক্ষকে কষে ধোলাই দেয়, লাম্পট্য করে — সে-লোকটাই বাহাদুর।

'যখন ছেলেটা অসুস্থ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে, মদ খেয়ে, ব্যভিচার করে যখন ওর শরীরস্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায়, দিশাহারা লক্ষ্যহারা ভাবে ও যখন শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং বুদ্ধিভ্রংশবশত কোন একটা চালাঘরে ঢুকে পড়ে এমন কয়েকটা ছেঁড়া পুরাতন পাপোশ তুলে নেয় যা না কি কস্মিন কালেও কারো কাজে লাগবে না... তখন আমরা কতিপয় রীতিমতো ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তি এই আদালত-কক্ষে বসে কোথায় চিন্তা করে দেখব কী করে ছোকরার বর্তমান দুরবস্থার কারণগুলি উচ্ছেদ করা যায়, তা না করে ভাবছি ওকে শাস্তি দিলে সব কিছু শুধরে যাবে।

'সাংঘাতিক! বলা যায় না এক্ষেত্রে কোনটা বেশি কার্যকর হয়েছে — নির্মমতা না নির্বুদ্ধিতা। দুটোরই চরম প্রকাশ এই আমার চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।'

নেখ্‌লিউদভ এই সব চিন্তাতেই ডুবে রইল — আদালতে যে-সব কথাবার্তা চলছিল সেদিকে কর্ণপাতও করল না। যে-সত্য তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হল তা দেখে ও নিজেই আতঙ্কে শিউরে উঠল। এ-সব সত্য আগে ও কেন নজর করে দেখতে পারে নি এবং এখনো এসব কেন অপরের চোখে পড়ছে না — এ কথা ভেবে ও খুবই আশ্চর্য বোধ করল।

৩৫

আদালতের কাজের প্রথম বিরতি হওয়ামাত্র নেখ্‌লিউদভ তার আসন ত্যাগ করে বাইরের করিডরে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক করল আর আদালতে ও ফিরবে না, ওকে নিয়ে ওরা যা-খুশি করুক। বিচারের নামে যে-ভয়ঙ্কর ও জঘন্য নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ দেখা যায় তাতে আর ওর পক্ষে যোগদান সম্ভব নয়।

এড্‌ভোকেট-জেনারেলের দফতরটা কোথায় জেনে নিয়ে ও সোজা চলল তাঁর খোঁজে। পিওন ওকে ঢুকতে দিতে চায় নি, বলেছিল এড্‌ভোকেট-জেনারেল কাজে ব্যস্ত আছেন। নেখ্‌লিউদভ পিওনের কথায় কান না দিয়ে সোজা চলে গেল দরজার কাছে। সেখানে একজন আমলার দেখা পেয়ে অনুরোধ করল সে জুরিবৃন্দের একজন এবং একটা বিশেষ জরুরী কাজে কথা বলতে চায়।

একে প্রিন্স্‌ খেতাব — সুবেশধারীও বটে — আমলা কোনো দ্বিধা না করে সাক্ষাতকারীর নাম ঘোষণা করতে এড্‌ভোকেট-জেনারেল নেখ্‌লিউদভকে প্রবেশ করতে বললেন। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে করমর্দন করলেন, মুখে একটা বিরক্তির ভাব — স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে নাছোড়বান্দা হয়ে নেখ্‌লিউদভ যে ভাবে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছেন তাতে তিনি প্রসন্ন নন। কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন:

'কী চান আপনি?'

'আমি হলাম জুরিদের একজন, আমার নাম নেখ্‌লিউদভ, জেলখানার কয়েদী মাস্‌লভার সঙ্গে আমার দেখা করা নিতান্তই দরকার।'

নেখ্‌লিউদভ এক নিশ্বাসে দৃঢ়স্বরে কথাগুলো বলল, বলার সময় ওর মুখচোখ লাল হয়ে উঠল, মনে মনে ভাবল এই একটি পদক্ষেপের প্রভাব গভীর ভাবে পড়বে ওর বাকি জীবনের উপর।

এড্‌ভোকেট-জেনারেল মানুষটি বেঁটে খাটো, গায়ের রঙ ময়লা, মাথাভর্তি ধূসর চুল খাটো করে ছাঁটা, উজ্জ্বল চোখদুটো তার দ্রুত চলাফেরা করে, নিচের চোয়ালটা বের করা, সেখানে কায়দা করে ছাঁটা ঘন দাড়ি। শান্ত কণ্ঠে বললেন:

'মাস্‌লভা? ও হ্যাঁ জানি ত বটেই — বিষপ্রয়োগে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত। কিন্তু কেন তার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

পরক্ষণেই প্রশ্নটা একটু নরম করার চেষ্টায় যোগ করলেন:

'কেন আপনি দেখা করতে চান — সে কথা না জেনে তো আমি আপনাকে অনুমতি দিতে পারি না।'

মুখচোখ লাল করে নেখ্‌লিউদভ বলল:

'একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণে অনুমতিটা পাওয়া আমার বিশেষ দরকার।'

এড্‌ভোকেট-জেনারেল একবার চোখ তুলে বিশেষ মনোযোগে নেখ্‌লিউদভের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'আচ্ছা? তার মামলার শুনানী হয়ে গেছে, নাকি এখনও হয় নি?'

'কাল ওর বিচার হয়ে গেছে। অন্যায় ভাবে ওর প্রতি শাস্তিবিধান হয়েছে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড। ও নির্দোষ।'

'আচ্ছা? সবে কালকেই যদি ওর দণ্ডবিধান হয়ে থাকে', মাস্‌লভা যে নির্দোষ নেখ্‌লিউদভের সেই উক্তি এক প্রকার উপেক্ষা করেই এড্‌ভোকেট-জেনারেল বলে চললেন, 'তা হলে সে তো এখনো অর্থাৎ চরম দণ্ডাদেশ জারি না করা পর্যন্ত, থাকবে প্রাথমিক হাজত-বাসে। ওখানে বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কয়েকটি দিন নির্দিষ্ট থাকে। আমি বলি কি আপনি সেখানে গিয়ে খোঁজ করুন।'

নেখ্‌লিউদভের নিচের চোয়ালটা কাঁপতে লাগল, ওর মনে হল চূড়ান্ত ক্ষণটা নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। বলল:

'কিন্তু ওর সঙ্গে আমার যথাসত্বর সাক্ষাত করাটা জরুরী।'

ভ্রূদুটো একটু তুলে খানিকটা অধৈর্য ভাবে এড্‌ভোকেট-জেনারেল জিজ্ঞাসা করলেন:

'কেন এত জরুরী?'

'কারণ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাকে যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, তার জন্য আমিই দোষী।'

নেখ্‌লিউদভের গলাটা কেঁপে উঠল, ওর মনে হল ও যেটা বলছে তা বলার কোনো দরকার ছিল না।

এড্‌ভোকেট-জেনারেল জিজ্ঞাসা করলেন:

'তা কেমন করে হয়?'

'কেননা আমিই ওকে প্রতারণা করেছিলাম বলে সে আজ এই অবস্থায় এসে পেণীছেছে। আমি যদি তাকে নষ্ট না করতাম তাহলে এমন অভিযোগে সে অভিযুক্ত হত না।'

'সে যাই হোক, আমি কিন্তু এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না এ-সমস্তের সঙ্গে সাক্ষাতকারের কি সম্বন্ধ।'

'সম্বন্ধটা এই যে আমি তার অনুসরণ করতে চাই... তাকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

কথাগুলো নেখ্‌লিউদভের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, আর অন্যান্যবারের মতো এবারেও একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে জল এল।

'আচ্ছা? বটে! এ-রকমটা বড় একটা দেখা যায় না। আচ্ছা, আপনি না ক্রাস্নোপেস্‌র্ক আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদের জনৈক সদস্য? সেই রকম যেন শুনেছি।'

নেখ্‌লিউদভ এখন এই রকম একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর এড্‌ভোকেট-জেনারেলের হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল নেখ্‌লিউদভের নাম তিনি এর আগে শুনে থাকবেন।

নেখ্‌লিউদভ একটু যেন রাগত ভাবে বলল:

'মাপ করবেন, কিন্তু আমার এই অনুরোধের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।'

মুখে ঈষৎ একটা হাসির আভাস ফুটিয়ে, একটুও অপ্রতিভ না হয়ে এড্‌ভোকেট-জেনারেল বললেন:

'না না, তা কেন থাকবে? আমার কেবল মনে হল আপনি যে-ইচ্ছাটা প্রকাশ করলেন সেরকম সচরাচর কেউ তো করে না -- খুবই অসাধারণ...।'

'আচ্ছা, তা হলে অনুমতি-পত্রটা কি পেতে পারি!'

'অনুমতি-পত্র? নিশ্চয়, আমি এখুনি একটা অর্ডার লিখে দিচ্ছি। আপনি একটু ধৈর্য ধরে বসুন।'

এড্‌ভোকেট-জেনারেল তাঁর টেবিবলের সামনে বসে লিখতে শুরু করলেন, বললেন:

'একটু বসুন অনুগ্রহ করে।'

নেখ্‌লিউদভ দাঁড়িয়েই রইল।

প্রবেশ করার অনুমতি-পত্র লিখে সেটা নেখ্‌লিউদভের হাতে দেবার পর এড্‌ভোকেট-জেনারেল কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

'আমার আরো একটা বক্তব্য আছে, আমি কিন্তু আর সেসনে যোগ দিতে পারব না।'

'আপনি নিশ্চয় জানেন, যোগ দিতে যদি না চান আদালতের সামনে সংগত কোনো কারণ পেশ করতে হবে।'

'আমার যোগ না দিতে চাওয়ার কারণ এই যে আমি মনে করি প্রত্যেকটা বিচারের ব্যাপার কেবল অনাবশ্যকই নয় নীতি-বিগর্হিতও বটে।'

এড্‌ভোকেট-জেনারেলের মুখে তখনো একটা মৃদু হাসির আভাস। তাঁর ভাব দেখে মনে হল এই ধরনের কথাবার্তা তিনি আগেও বহু শুনেছেন এবং শুনে কৌতুক অনুভব করেছেন। মুখে বললেন:

'আচ্ছা, বেশ তো। কিন্তু বুঝতেই তো পারেন এড্‌ভোকেট-জেনারেলের পদে যখন আছি, এ-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি না। সুতরাং আমি বলি কি আপনি আদালতের কাছে একটা দরখাস্ত করে দিন। তাঁরা বিচার করে দেখবেন আপনার মতামত সংগত কিম্বা অসংগত। যদি অসংগত মনে করেন একটা জরিমানা করতে পারেন। তাই বলি, আদালতের কাছেই দরখাস্ত করুন।'

নেখ্‌লিউদভ রাগত ভাবে বলল:

'আমার যা বলবার বলে দিয়েছি। আর কোথাও আমি যেতে রাজি নই।'

'তা হলে নমস্কার।'

এড্‌ভোকেট-জেনারেল মাথা কিঞ্চিৎ নামিয়ে বিদায়-সম্বর্ধনা জানালেন। মুখের ভাব দেখে মনে হল এই অদ্ভুত দর্শনার্থীকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলে যেন স্বস্তি পান।

নেখ্‌লিউদভও বেরোল, সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলেন বিচারকদের একজন। জিজ্ঞাসা করলেন:

'কে এই লোকটা, যে আপনার কাছে এসেছিল?'

'নেখ্‌লিউদভ। মনে নেই সেই যে লোকটা ক্রাস্নোপের্স্কি জেলা সদরে, আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলত! একবার ভেবে দেখুন মজাটা! এসেছিল জুরির কাজে। আসামীদের মধ্যে কোনো একটি স্ত্রীলোক না বালিকাকে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। লোকটা বলে কি তাকে সে প্রতারণা করেছিল তাই এখন তাকে বিবাহ করতে চায়।'

'আরে না না, তাও কি হয়?'

'তাই তো বলল সে আমাকে। ওর উত্তেজনাটা একবার যদি দেখতেন!'

'আজকালকার ছেলেরাই কেমন যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়।'

'আরে খুব একটা ছোকরাবয়সী নয়।'

'তাই না কি। ওফ্, কী বিরক্তিই ধরিয়ে দিল আপনাদের নামজাদা ইভাশেন্কভ! ওর বকবকানি যেন কিছুতেই শেষে হয় না। সবাইকে ধকল করে দিয়ে মামলা জিতে নেয়।'

'এই সব লোকগুলোকে জোর করে থামিয়ে দেওয়া উচিত, সত্যিকারের বাধা সৃষ্টিকারী যাকে বলে...'

৩৬

এড্ভোকেট-জেনারেলের দফতর থেকে নেখ্লিউদভ সোজা চলে গেল প্রাথমিক জেল-হাজতে। সেখানে মাস্লভা নামের কাউকে পাওয়া গেল না। ইন্স্পেক্টর অনুমান করলেন নির্বাসনদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের জন্য যে পুরনো জেলখানা আছে সেখানে হয়তো সন্ধান মিলতে পারে। সুতরাং নেখ্লিউদভ চলে গেল সেখানে।

ইয়েকাতেরিনা মাস্লভা বাস্তবিকই সেখানে ছিল। এড্ভোকেট-জেনারেল ভুলেই গিয়েছিলেন যে মাস ছয়েক আগে রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের অত্যুৎসাহ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে তার ফলে প্রাথমিক জেল-হাজতের সমস্ত জায়গা ছাত্র, ডাক্তার, শ্রমিক, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী আর চিকিৎসাকর্মীতে ভরে ওঠে।

দুটো জেলের মাঝখানে অনেকটা রাস্তা, নেখ্লিউদভ পুরনো জেলখানায় পৌঁছল সন্ধ্যার দিকে। প্রকাণ্ড বাড়িটা থমথমে, নেখ্লিউদভ বিরাট দরজাটার কাছে এগিয়ে যেতেই শান্ত্রী এসে পথরোধ করে একটা ঘণ্টা বাজাল। ঘণ্টা শুনে বেরিয়ে এল একজন কারাপাল। নেখ্লিউদভ তাকে সেই অনুমতি-পত্র দেখিয়ে প্রবেশ করতে চাইলে পর কারাপাল জানাল ইন্স্পেক্টরের অনুমতি ছাড়া কাউকে সে প্রবেশ করতে দিতে পারে না। নেখ্লিউদভ চলে গেল ইন্স্পেক্টরের খোঁজে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই কানে এল পিয়ানোতে একটি জটিল গৎ বাজানোর দূরাগত ধ্বনি। চোখে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা রুক্ষমেজাজের এক দাসী এসে দরজা খুলতেই পিয়ানো বাজনার ধ্বনি একটা কক্ষ থেকে

বের হয়ে এসে নেখ্‌লিউদভের কানে ধাক্কা দিল — লিস্‌ট-রচিত একটি অতি-পরিচিত উল্লাসের সুর; শুনতে শুনতে বহু লোকের কান পচে গেছে। যে বাজাচ্ছে সে কিন্তু একটি কলিই ভারি চমৎকার ভাবে বারবার বাজাচ্ছে। নেখ্‌লিউদভ ব্যান্ডেজ-বাঁধা দাসীকে জিজ্ঞেস করল ইন্‌স্পেক্টর বাড়ি আছেন কি না। সে জবাব দিল তিনি বাড়িতে নেই।

'তিনি কি শীগগির বাড়ি ফিরবেন?'

গৎ বাজানো আবার থেমে গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ফের শুরু হল, বেশ আঙুল খেলিয়ে চমৎকার বাজনা, কিন্তু সেই একটিমাত্র কলি — যেখানে থামবার থেমে যেতে, দাসী জবাব দিল:

'যাই আমি জিজ্ঞেস করে আসি।'

গৎ বাজানো বেশ যখন জমে উঠেছে হঠাৎ থেমে গেল — সেই কলিটুকু শেষ হবার আগেই। পিয়ানো বাজনার বদলে শুনতে পাওয়া গেল বন্ধ দরজার ওদিক থেকে বিরক্তি মাখানো নারী কণ্ঠ:

'বলে দে বাড়ি নেই, আজ ফিরবেনও না, নিমন্ত্রণে গেছেন। কেন যে মরতে আসে জ্বালাতে?'

আবার সেই খেয়ালের একটি কলির অংশ জোর আঙুল চালিয়ে বাজানোর পর হঠাৎ থেমে গেল। একটা চেয়ার ঠেলার শব্দ শোনা গেল — বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে পিয়ানো-বাজিয়ে তিতোবিরক্ত হয়ে এবার বেরুবেন অসময়ে আগত জ্বালাতনকারী অতিথিকে তিরস্কার করতে। সিঁড়ি-বারান্দার দিকে চলতে চলতে রাগত বিরক্ত কণ্ঠে বলল:

'পাপা বাড়ি নেই।'

পান্ডুরবর্ণ রুগ্নমতন একটি মেয়ে, মাথার চুল কৃত্রিম উপায়ে ফোলানো; দীপ্তিহীন চোখের নিচে কালি পড়েছে — বেরিয়ে এল সিঁড়ি-বারান্দায়। সুবেশ একজন ভদ্রলোককে দেখে ওর গলার স্বর পালটে গেল, ভদ্র ভাবে বলল:

'দয়া করে ভেতরে আসুন... কী চাই আপনার?'

'এই জেলখানার একজন কয়েদীর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

'রাজবন্দী বুঝি?'

'না, রাজবন্দী নয়। আমার কাছে এড্‌ভোকেট-জেনেরালের অনুমতি-পত্র আছে।'

'আমি কিছু জানি না। বাবাও বাড়িতে নেই। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

ভিতরে এসে বসুন।' সামনের ছোট ঘরটার ভেতর থেকে আবার সে ডাকল ওকে, তারপর বলল:

'তা না হলে এক কাজ করতে পারেন, বাবার এসিস্টেন্টের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এখনো তিনি অপিসেই আছেন। ওঁকে বললে হয়তো কাজ হবে। কী নাম আপনার?'

মেয়েটির প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে নেখ্লিউদভ কেবল তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

তখনো ইন্স্পেক্টরের বাড়ির দরজাটা বন্ধ হয় নি। আবার ভেসে এল পিয়ানোর সেই ঝালা গৎ-এর সুর। নেখ্লিউদভের মনে হল ওই আবহাওয়ায় এবং ওই রুগ্ন মেয়ের হাতের বাজনায়, লিস্টের উল্লাস ঠিক যেন খাপ খায় না। বাড়ির সামনের উঠোনে একজন ঝাঁটা-গোঁপ অফিসারের সঙ্গে দেখা, তার কাছে এসিস্ট্যাণ্ট ইন্স্পেক্টরের খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল তিনি স্বয়ং এসিস্ট্যাণ্ট ইন্স্পেক্টর। অনুমতি-পত্রখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তিনি বললেন প্রাথমিক জেল-হাজতে প্রবেশ করার অনুমতি-পত্রের জোরে এ-জেলে তো ঢোকা যাবে না। তা ছাড়া সাক্ষাতের সময়ও পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বললেন:

'দেখুন, অনুগ্রহ করে আগামী কাল একবার আসুন। কাল সকাল দশটায় সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হবে। তখন এলে ইন্স্পেক্টর সাহেবও বাড়িতে থাকবেন। সর্বসাধারণের জন্য যেখানে সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা হয়, সেখানে দেখা করতে তো পারবেনই, আর যদি ইন্স্পেক্টর রাজি হয়ে যান অপিসঘরেও সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

সেদিন মাস্লভার সাক্ষাত লাভ করা গেল না, নেখ্লিউদভ ভগ্নমনোরথ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। মাস্লভার সাক্ষাত সম্ভাবনায় সে তখন এতই উত্তেজিত যে আদালতে গরহাজির হবার ব্যাপারটা তার মনেই পড়ল না। পথ চলতে চলতে কেবলি মনে পড়তে লাগল এড্ভোকেট-জেনারেল ও জেলখানার এসিস্ট্যাণ্ট ইন্স্পেক্টরের সঙ্গে তার কথোপকথন।

নেখ্লিউদভ যে মাস্লভার সাক্ষাতপ্রার্থী এবং সেই মর্মে এড্ভোকেট-জেনারেলকে জানিয়েছে ও তারপর দু-দুটো জেলে ঢুঁ মেরেছে সাক্ষাতের আশায় — এই ঘটনা-পরম্পরায় ও এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে কিছুতেই শান্ত হতে পারছিল না। বাড়ি ফিরেই বের করল ওর দিনলিপি পুস্তক। অনেকদিন ডায়েরিতে কোনো আঁচড় পড়ে নি, দু-চারটে পাতায় দু-চার কথা যা লিখেছিল এক পলক দেখে নিয়ে লিখতে শুরু করল:

'গত দু'বছর যাবৎ আমার ডায়েরিতে কিছু লিখি নি। ভেবেছিলাম এ-সব ছেলেমানুষী আর করব না। কিন্তু ওটা ছেলেমানুষী ছিল না — ছিল আমার নিজের সঙ্গে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে একটা সত্যকারের দিব্য সত্তা থাকে তারই সঙ্গে আলাপ। এ যাবৎ আমার এই আমিটা সুপ্ত ছিল বলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি নি। এপ্রিল মাসের আটাশ তারিখে আমি যখন আদালতে জুরির কাজে বসেছি তখন অসাধারণ একটি ঘটনার সংঘাতে আমার এই সুপ্ত আমি জেগে ওঠে। সেদিন আমার দ্বারা প্রতারিত কাতিউশাকে আমি দেখি জেলখানার আলখাল্লা পরে কয়েদীদের কাঠগড়ায়। একটা অদ্ভুত ভ্রমবশত এবং আমারই দোষে, তাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। খানিকক্ষণ আগে আমি গিয়েছিলাম এড্‌ভোকেট-জেনারেলের দপ্তরে এবং তারপর জেলখানায়। আজ সেখানে ঢুকতে পারি নি। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করতে আমি কৃতসংকল্প, দেখা করে আমার অপরাধ স্বীকার করব, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব — তাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেও। ভগবান এ-কাজে আমার সহায় হও! আমার মন আজ আনন্দে পরিপূর্ণ, আজ বড় ভালো লাগছে আমার।'

৩৭

সেই রাতে মাস্‌লভার কিছুতেই ঘুম আসছিল না, তক্তা-বিছানায় অনেকক্ষণ চোখ মেলে পড়ে রইল। দরজাটার সামনে সেই ধর্মযাজক-দুহিতা তখনো পায়চারী করে চলেছে — দেয়াল থেকে দরজা, দরজা থেকে দেয়াল। তার দিকে অন্য মনে তাকিয়ে লাল চুলোর ফোঁপানি শুনতে শুনতে কত কী চিন্তা ভিড় করে এল মাস্‌লভার মনে!

মাস্‌লভা ভাবতে লাগল: সাখালিন-এ কোন পুরুষ কারাদণ্ডভোগীকে সে কোন মতেই বিয়ে করবে না। খানিকটা সুখে ও আরামে থাকতে হলে জেলখানা-কর্মীদের কারো সঙ্গে কোনোপ্রকার একটা বন্দোবস্ত করে নিতে হবে — কত তো থাকবে কেরানী, ওয়ার্ডার, নিদেন পক্ষে তার কোনো এসিস্ট্যাণ্ট।

'সব পুরুষই তো এক ধাতুতে গড়া! কেবল দেখতে হবে রোগা যেন হয়ে না যাই, রোগা হলে সর্বনাশ।'

মনে পড়ে গেল আদালত যাকে ওর উকিল নিযুক্ত করেছিল সে কেমন ওর দিকে চেয়ে ছিল। কেবল উকিল কেন, প্রধান বিচারপতি, আর আসতে যেতে যাদের সঙ্গে দেখা কিংবা যারা কোনো প্রকার ছলছুতো করে আদালতে ওর পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওকে নজর করছিল। মনে পড়ল গণিকালয়ে ওর সঙ্গিনী বের্তা যখন একবার জেলখানায় দেখা করতে এসেছিল, কত করে বলে গেল সেই ইউনিভার্সিটি ছাত্রটির কথা। কিতায়েভার কাছে থাকার সময় সে ছাত্রটিকে ভালোবেসেছিল। ছাত্রটি নাকি কিতায়েভার কাছে ওর খোঁজখবর নিয়েছে ও প্রচুর হা হুতাশ করেছে। মনে পড়ল লাল চুলোর সঙ্গে মারামারির ঘটনা, তার জন্য ওর মায়া হল; মনে পড়ল আদালত থেকে জেলে ফেরার পথে রুটিওলা তাকে এক টুকরো বেশি রুটি দিয়েছিল। আরো অনেকের কথা ওর মনে পড়ল — মনে পড়ল না কেবল নেখ্‌লিউদভকে। বালিকা বয়স কিংবা কিশোর বয়সের স্মৃতি, বিশেষত নেখ্‌লিউদভের প্রতি ওর প্রেম এইসব প্রসঙ্গ ও কখনও মনে করতে চায় না। বড় বেদনার সেই স্মৃতি, তাই স্মৃতির অতলে তাদের স্থান নাড়াচাড়া করতে মন চায় না। নেখ্‌লিউদভকে সে স্বপ্নে পর্যন্ত কখনো দেখে নি। আজ আদালত-কক্ষে নেখ্‌লিউদভকে ও চিনতেই পারে নি। ওকে শেষ যখন দেখে তখন নেখ্‌লিউদভের পরনে ছিল সামরিক বাহিনীর উর্দি, তখন ওর দাড়ি ছিল না, ছিল ছোট্ট একজোড়া গোঁপ, মাথায় ছিল ঘন কোঁকড়া চুল -- ছোট করে ছাঁটা। এখন ওর চেহারাটা প্রৌঢ় মতন, মুখে একগাল দাড়ি। কিন্তু চেহারার তারতম্যের কারণে ততটা নয়, যতটা সে চিনতে পারে নি এই কারণে যে ওর কথা কখনও চিন্তাই করে নি। সেই যে একটা ভয়ংকর কাল রাত্রিতে যুদ্ধ ফেরতা নেখ্‌লিউদভ পিসিদের সঙ্গে দেখা করতে না নেমে সোজা চলে গিয়েছিল রেলগাড়ি চেপে — সেই রাতেই নেখ্‌লিউদভের স্মৃতিকে তার মনের গহনে সমাধিস্থ করেছিল সে।

সেই রাতের আগে পর্যন্ত কাতিউশার যতদিন মনে আশা ছিল নেখ্‌লিউদভ একবার আসবে ততদিন জঠরের সন্তানটিকে ভারস্বরূপ বলে মনে করে নি, বরঞ্চ বুকের ঠিক তলাটিতে ভ্রূণস্থ শিশু যখন হঠাৎ হঠাৎ নড়াচড়া করে উঠত একটা অবাক আবেগে ছেয়ে যেত ওর মনটা। কিন্তু সেই একটি কাল রাত্রির পর ওর জীবনের সবকিছু মুহূর্তে যেন পালটে গেল, ভাবী সন্তানকে মনে হতে লাগল অবাঞ্ছিত বোঝা বলে।

পিসিরা আশা করেছিলেন রাজধানী ফিরে যাবার পথে নেখ্‌লিউদভ

একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করে যাবে, সেই মর্মে চিঠিও লিখেছিলেন তাকে। নেখ্‌লিউদভ তারবার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছিল পিটার্সবুর্গ-এ তাকে একটা নির্দিষ্ট সময় নাগাদ হাজির হতেই হবে, তাই মাঝখানে নামতে পারবে না। এই খবরটা জানতে পেরে কাতিউশা মনে মনে স্থির করেছিল সে নিজেই স্টেশন গিয়ে নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে দেখা করবে। ট্রেনটা রাত দু'টোয় গাঁয়ের স্টেশনের ওপর দিয়ে যায়। মহিলা দু'জনকে বিছানায় শোয়াবার সব ব্যবস্থা সেরে রাঁধুনীর ছোট্ট মেয়ে মাশ্‌কাকে অনেক বলে কয়ে রাজি করাল কাতিউশা ওর সঙ্গে স্টেশন যেতে। তারপর পুরনো এক জোড়া বুট পরে, মাথার ওপর একটা চাদর জড়িয়ে, হাঁটুর ওপর ঘাগরাটা তুলে ছুটল স্টেশনের দিকে।

শরৎকালের অন্ধকার রাত্রি, হাওয়া দিচ্ছে বেশ, কখনও শুরু হয় ঝাপ্‌টা — ভারি ভারি গরম জলের ফোঁটা, কখনও বা থেমে যায়। খেতের মধ্যে পায়ের নিচে পথ দেখা যায় না, আর বনের ভেতরে নিবিড় অন্ধকার। এদিককার রাস্তাঘাট কাতিউশার খুব ভালো চেনা থাকা সত্ত্বেও সে পথ হারিয়ে ফেলল বনের ভেতরে। এদিকে ছোট স্টেশনটাতে ট্রেন দাঁড়ায় তিন মিনিট। ভেবেছিল ট্রেন এসে পড়বার আগেই পৌঁছে যাবে, গিয়ে পৌঁছল যখন তখন ট্রেন ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টি পড়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মে ছুটে গিয়ে কাতিউশা এক প্রকার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল নেখ্‌লিউদভকে প্রথম শ্রেণীর কামরার একটি জানালার পাশে। ঐ কামরাটায় বিশেষ করে উজ্জ্বল আলো ছিল। ভেল্‌ভেট্‌-মোড়া গদি-চেয়ারে মুখোমুখি বসে দু'জন অফিসর। তাদের পরনে ফ্রক-কোট নেই। তারা তাস খেলছে। জানালার পাশের টেবিলটার ওপর জ্বলছে দুটো মোটা মোটা মোমবাতি, গলে গলে পড়ছে মোম। একটা চেয়ারের হাতলে বসে আছে নেখ্‌লিউদভ — পরনে আঁটোসাঁটো ব্রীচেস্‌ ও ধবধবে সাদা শার্ট — কনুই ঠেকিয়ে রেখেছে চেয়ারের পিঠে, বন্ধুদের কী একটা কথায় যেন হাসছে হো হো করে। ওকে চিনতে পেরেই কাতিউশা শীতে বৃষ্টিতে জমে যাওয়া ওর আঙুলে বন্ধ জানালার শার্সিতে টোকা দিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই পড়ল তৃতীয় ঘণ্টি -- পিছনের দিকে একটা ধাক্কা খাবার পর, একটার পর একটা করে কামরাগুলো এগোতে লাগল। জানালায় টোকা শুনে তাস-খেলুড়েদের একজন তাসের দান হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও বাইরের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। কাতিউশা আবার টোকা দিল, জানালার কাচের ওপর ওর মুখখানা চেপে ধরল, কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি বেশ চলতে শুরু করেছে,

অগত্যা ও জানালার দিকে তাকাতে তাকাতে কামরার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল। অফিসার একবার শার্সি-জানালাটা নামাবার জন্য চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই নামাতে পারল না, নেখ্লিউদভ তখন উঠে দাঁড়িয়ে এক ধাক্কায় অফিসারটিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই জানালাটা নামাতে লাগল। ইতিমধ্যে ট্রেনের গতিবেগ বেশ বেড়ে গেছে, কাতিউশাও দ্রুত পা চালিয়ে ট্রেনের গতির সঙ্গে তাল রেখে ছুটছে। জানালার শার্সিটা যেই নামানো হয়েছে ঠিক সেই সময় কাতিউশাকে এক ধাক্কায় পাশে সরিয়ে দিয়ে ট্রেনের গার্ড উঠে পড়লেন কামরাটায়। কাতিউশা পিছিয়ে পড়লেও ছুটে চলেছে প্ল্যাটফর্মের বৃষ্টি-ভেজা কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে। তারপর একসময় প্ল্যাটফর্ম শেষ হয়ে গেল, প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তের সিঁড়িটার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার চলল ছুটে ট্রেনের পাশ বরাবর। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কামরাটা কখন ওকে ছাড়িয়ে চলে গেছে, তার পাশ দিয়ে এখন ছুটে চলেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলো তারপর আরও দ্রুতবেগে চলে গেল তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলো। কিন্তু কাতিউশা তাও ছুটে চলল যতক্ষণ না দেখা গেল শেষ গাড়িটার পিছনের বাতিগুলো। ততক্ষণে ও প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে অনেকটা দূর এসে গেছে, একবারে খোলা জায়গায়, যেখানে রয়েছে ইঞ্জিনে পাম্প করে তোলার জন্য জলের ট্যাঙ্ক। খোলা জায়গায় ভিজে হাওয়া বইছে শন শন করে, মাথার ওপর চাদরটা আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে, শপশপে ভিজে ঘাগরাটা যেন একপাশে পায়ের সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছে। চাদরটা হাওয়ার দমকে উড়ে গেল মাথার ওপর থেকে, তবু কাতিউশার ছোটার বিরাম নেই।

ছোট্ট মাশ্কা কাতিউশার সঙ্গে তাল রেখে ছুটতে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চীৎকার করে বলল:

'মিখাইলোভ্না মাসী, আপনার মাথার চাদরটা উড়ে গেল।'

কাতিউশা এবার থামল, মাথাটা সবেগে পিছন দিকে ছুঁড়ে, দু'হাতে মাথা চেপে ধরে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল:

'চলে গেল!'

মনে মনে বলল:

'ও তো আরাম করে বসে আছে আলো-ঝলমল ট্রেনের কামরায় মখমলের গদি আঁটা চেয়ারে, মদের গেলাস হাতে বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে। আর আমি দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকার আকাশের তলায় ঝড়বৃষ্টি কাদার মধ্যে — দাঁড়িয়ে আছি আর কাঁদছি...'

ছোট মেয়েটি ওর কান্নায় ভয় পেয়ে ভিজে জামাকাপড়েই ওকে জড়িয়ে ধরে বলল:

'মাসী, এবার বাড়ি চলুন।'

মাশ্কার কথার কোন জবাব না দিয়ে ও আপন মনে ভাবতে লাগল:

'ট্রেন যখন যাবে... তখন কোনো কামরার নিচে... চাকার তলায়... ব্যস তা হলে সব শেষ!'

কাতিউশা মনস্থির করে ফেলল। তারপর সদাসর্বদা যেমন হয়ে থাকে — অত্যধিক উত্তেজনার পর যখন একটা প্রশান্তির বিরতি আসে, ওর জঠরস্থ সন্তান — নেখ্লিউদভের ঔরসজাত সন্তানটি — হঠাৎ যেন ভ্রূণের মধ্যে থরথর করে কেঁপে উঠল, মৃদু একটা ধাক্কা দিল, একবার আড়মোড়া ভেঙে আবার যেন পাতলা, কোমল ও তীক্ষ্ণ একটা কিছু দিয়ে ঠেলা দিতে লাগল। এই তো অল্প কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত নিদারুণ মনোযন্ত্রণায় কাতর হয়ে কাতিউশা ভাবছিল এ প্রাণ আর রাখবে না, নেখ্লিউদভের প্রতি তিক্ততায় ভাবছিল মরে যেতে হয় তাও স্বীকার, কিন্তু তার ওপর একহাত নিতেই হবে। হঠাৎই যেন এই সব কোথায় দূরে সরে গেল, শান্ত হল ওর মন, পোশাকটা গোছগাছ করে নিয়ে, চাদরটা জড়িয়ে নিল মাথায়, তারপর দ্রুত বাড়ির দিকে চলল।

ভিজে জবুথবু হয়ে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে সেই যে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে এল, তখন থেকে কাতিউশার মনের ভেতরে ওলটপালট ঘটে গেল, পরিণামে জন্ম হল আজকের মাস্লভার। লোকে যা সৎ, ভালো বা মঙ্গল বলে মনে করে সেই সবকিছু থেকে তার সমস্ত বিশ্বাস সে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেই কাল রাত্রি থেকে। এক কালে ভালোয় তার আস্থা ছিল, মনে করত অন্য লোকেরাও তা-ই ভাবে বুঝি। কিন্তু সেই রাত থেকে তার মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে সত্যি সত্যি কেউ এ-সব বিশ্বাস করে না, ভগবান ও তাঁর নীতি সম্পর্কে যা-কিছু বলা হয় সবই কেবল লোক ঠকানো। ও যাকে ভালোবাসত সে যে একসময়ে ওকে ভালোবেসেছিল -- তা ও জানে। জানে বলেই ওর আজ দুঃখ রাখবার ঠাঁই নেই। নেখ্লিউদভ ওর দেহ-সম্ভোগ করে ওকে বর্জন করেছে, লাঞ্ছিত করেছে সেই অনুভূতিকে। তবু এ-পর্যন্ত যত পুরুষকে সে জানে তাদের মধ্যে নেখ্লিউদভ সর্বোত্তম, বাদ বাকি সব খারাপ — অনেক খারাপ। সেই স্টেশন পর্বের পর যা-কিছু ঘটেছিল সব ওর এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করেছিল। যখন দুই বৃদ্ধাকে আগের মতো

পরিচর্যা করা ওর পক্ষে আর সম্ভবপর হচ্ছিল না, তখন ধর্মপ্রাণা মহিলারা ওকে বিদায় করে স্বস্তি অনুভব করলেন। এ পর্যন্ত যত মানুষের সংস্পর্শে ও এসেছে তারা সকলে — মেয়েরা ওকে ব্যবহার করেছে টাকা রোজগারের উপায় রূপে আর পুরুষেরা -- সেই পরিণত বয়স্ক পুলিশ-অফিসর থেকে জেলের ওয়ার্ডাররা পর্যন্ত — ওকে দেখেছে ভোগ্য বস্তুরূপে। আর পৃথিবীতে কেবল এই ভোগ, ভোগ ছাড়া আর কিছুতেই কারও কোন উৎসাহ নেই। ওর স্বাধীন জীবিকা অর্জনের দ্বিতীয় বছরে যে বয়স্ক লেখকটির সঙ্গে ওর সংযোগ ঘটে তাঁর কাছ থেকে এই প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়। তিনি সোজাসুজি ওকে বলতেন ইন্দ্রিয়ের পরিতোষেই জীবনের তৃপ্তি — সেখানেই কাব্য ও নন্দনতত্ত্বের চরম বিকাশ।

সকলেই বেঁচে থাকে কেবল নিজের জন্যে, নিজের সুখতৃপ্তির জন্যে। ভগবান বা কল্যাণ বিষয়ে যে-সব বড় বড় কথা বলা হয় তার সবটাই প্রতারণা। কখনো কখনো ওর মনে যখন প্রশ্ন জেগেছে পৃথিবীর ব্যবস্থার মধ্যে এমন ভুলত্রুটি থাকে কেন, যাতে এখানে সবাই সবাইকে দুঃখ যন্ত্রণা দেয়, সবাই কষ্ট পায় তখন মনে মনে ও চাইত এ-সব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা না করতে। মন খারাপ হলে মন হালকা করতে চাইত সিগারেট টেনে বা মদ খেয়ে -- কিংবা সবচেয়ে ভালো হয় কোন পুরুষের সঙ্গে প্রণয়-লীলায় মাতোয়ারা হলে। তাহলেই সব কেটে যায়।

৩৮

পরের দিন, রবিবার ভোর পাঁচটায় জেনানা ফাটকের বাইরের করিডরে একটা হুইস্‌ল বেজে উঠল। করাব্‌লিওভা আগেই উঠেছে। এখন সে ঠেলেঠুলে মাস্‌লভাকে জাগাল।

ঘুম থেকে উঠেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে মাস্‌লভা এই ভেবে শিউরে উঠল যে সে এখন 'দণ্ডিত কয়েদী'। নিজের অজ্ঞাতসারেই নিশ্বাসের সঙ্গে যে হাওয়া তাকে টানতে হল তা সকালের দিকে পূতিগন্ধময় হয়ে পড়েছে। মাস্‌লভার ইচ্ছা হল আবার একবার ঘুমিয়ে পড়ে, আবার একবার চলে যায় বিস্মৃতির রাজ্যে। কিন্তু অভ্যস্ত ভয় ওর চোখের ঘুম কেড়ে নিল, উঠে বসে পাদুটো জড়ো করে ও একবার চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। বয়স্কারা সবাই উঠে পড়েছে, কেবল বাচ্চারা তখনও ঘুমিয়ে

আছে। বাচ্চাদের ঘুম যাতে ভেঙে না যায় এইজন্য চোরাই মদ চালানের জন্য অভিযুক্ত স্ত্রীলোকটি ওদের মাথার নিচ থেকে নিজের পাট-করা আলখাল্লাটা সন্তর্পণে বার করতে লাগল। রংরুট ভাইপোকে ছিনিয়ে নেবার অপরাধে অভিযুক্ত সেই স্ত্রীলোকটি কতকগুলি ছেঁড়া কানি ধুয়ে শুকোতে দিচ্ছে — এইসব ছেঁড়া ন্যাকড়াই ওর শিশুর কাঁথা। শিশুটি নীলনয়না ফেদোসিয়ার কোলে পরিত্রাহি চীৎকার করছে। বেচারা ফেদোসিয়াও তার সঙ্গে দুলে দুলে মৃদু গলায় আদর করে তার কান্না থামাবার চেষ্টা করে চলেছে। যক্ষ্মারোগিনী দু'হাতে বুকখানা চেপে থামাতে চাইছে ওর কাশির দমক, কাশতে কাশতে মুখখানা লাল হয়ে উঠছে, কাশির ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসছে ওর সশব্দ দীর্ঘশ্বাস — প্রায় কাতরানোর মতো। লালচুলোর ঘুম ভেঙে যেতে চিত হয়ে শুয়ে, মোটা মোটা হাঁটুদুটো বুকের কাছে টেনে নিয়ে, কী-যেন একটা স্বপ্নের কথা রসিয়ে রসিয়ে বলে চলেছে তারস্বরে। গৃহদাহ অপরাধে অপরাধী সেই বৃদ্ধাটি ফের দাঁড়িয়ে আছে বিগ্রহের সামনে, ঘন ঘন ক্রুশচিহ্নের মুদ্রা এঁকে বার বার মাথা নিচু করে সেই একই প্রার্থনা অনবরত ফিসফিসিয়ে আবৃত্তি করে চলেছে। ধর্মযাজকের মেয়েটির ঘুমের ঘোর তখনো কাটে নি — বিছানায় বসে আনমনে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। হরোশাভ্কা তার তৈলচিক্কন কর্কশ কালো চুল ক্রমাগত আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে জট ছাড়াচ্ছে।

করিডরে রবারের জুতোর থপ্ থপ্ শব্দ শোনা গেল। ঝন্ঝন্ শব্দে দরজার তালা খুলে গেল, খাটোজামা খাটোপাজামা পরা দু'জন কয়েদী এসে ঢুকল। এরা কারাগারের মেথর। পূতিগন্ধময় টবটার দুটো আঙটা ধরে খুবই বেজার মুখে সেটা নিয়ে গেল জেনানা ফাটকের বাইরে। মেয়েরা এবার করিডরের কলতলায় জমায়েত হল মুখ হাত-পা ধুয়ে নিতে। সেখানেও অন্য কোনো ফাটকের এক মেয়ে-কয়েদীর সঙ্গে লালচুলো কাজিয়া বাধাল, আবার চেঁচামেচি, গালাগাল ও পরস্পরে দোষারোপ।

কারাপাল লালচুলোর অনাবৃত থলথলে পিঠের ওপর প্রচণ্ড একটা থাপ্পর মেরে হাঁকড়ে উঠল:

'একা-ঘুপচিতে থাকতে বুঝি সাধ হয়েছে? কারো সঙ্গে বনে না। খবর্দার আর যেন এসব না শুনি।'

লালচুলো আহ্লাদে গদগদ হয়ে বলল:

'আ মরণ! বুড়োর সোহাগ দেখে বাঁচি নে।'

'আর দেরি নয়, ঝটপট তৈরি হয়ে নাও গির্জার পরবে যোগ দিতে।'

মাস্‌লভা ভালো করে চুল আঁচড়াতে না আঁচড়াতেই ইন্‌স্পেক্টর এসে পড়লেন এসিস্ট্যান্টদের সঙ্গে করে। কারাপাল চেঁচিয়ে উঠল:

'হাজিরার ডাক — সব হাজির!'

অন্য কারাকক্ষ থেকে অন্যান্য সব কয়েদী বেরিয়ে এসে করিডরের দুই পাশে সার বেঁধে দাঁড়াল। পেছনের সারির মেয়ে-কয়েদীরা সামনের সারির মেয়ে-কয়েদীদের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল। এক এক করে সবাইকে গণনা করা হল।

হাজিরা-তদন্ত শেষ হবার পর মেয়ে-ওয়ার্ডার একদল মেয়ে-কয়েদীদের নিয়ে চলল জেলখানার গির্জার দিকে। মাস্‌লভা ও ফেদোসিয়া ছিল বিভিন্ন ফাটকের একশো'রও বেশি সার-বাঁধা মেয়ে-কয়েদীদের মাঝখানে। সকলের পরনে সাদা ঘাগরা, সাদা খাটো কোট, সবার মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা। কারো কারো পরনে নিজের নিজের রঙচঙে পোশাক। এরা সবাই সন্তানসন্ততি সঙ্গে নিয়ে স্বামীদের সহযাত্রিণী। গির্জার দিকে নামার প্রশস্ত সিঁড়িটা ভরে গেল কয়েদীদের শোভাযাত্রায়; মেঝেতে নিচু গোড়ালিওলা নরম জুতোর ঘস্‌টানির সঙ্গে মিশে গেল বহু লোকের ফিসফিস কথোপকথন ও মাঝে মাঝে হাসির টুকরো। সিঁড়ির মোড় ঘুরতে গিয়ে মাস্‌লভা সামনেই দেখতে পেল ওর শত্রু বচ্‌কোভার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ, মাথা ঘুরিয়ে ফেদোসিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করল বচ্‌কোভার প্রতি। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার পর মেয়েরা সবাই নিস্তব্ধ, বুকের সামনে ক্রুশ চিহ্নের মুদ্রা এঁকে, মাথা নত করে সবাই সোনালী রঙের অলংকরণে ঝলমল শূন্য গির্জার মধ্যে প্রবেশ করল। মেয়ে-কয়েদীদের দাঁড়াবার জায়গাটা দক্ষিণ দিকে — সেদিকটাতে ওরা পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে গোত্তা দিয়ে হুড়মুড় করে ভিড় জমাল।

মেয়েরা প্রবেশ করলে পর পুরুষেরা এল তাদের ধূসর-রঙা আলখাল্লা পরে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যাবে নির্বাসনে, কেউ বা পুরনো জেলেই জেল খাটছে, কেউ কেউ নিজ নিজ সমাজের কাছ থেকে দণ্ডাজ্ঞা পেয়ে নির্বাসিত হয়ে এসেছে। সজোরে কাশির শব্দ করতে করতে তারা সবাই ভিড় করে দাঁড়াল গির্জা-ঘরের বাঁ দিকে এবং মাঝখানে।

ওপরতলার একদিকের গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে আছে সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত পুরুষ-কয়েদীরা — এদেরকে আনা হয়েছে সকলের আগে। এদের প্রত্যেকের অর্ধেক মাথা কামানো, ঠং ঠং করে পায়ের বেড়ি বাজছে — জানান দিচ্ছে নিজেদের উপস্থিতির। অপর দিকের গ্যালারিতে দাঁড়িয়েছে

পুরুষদের মধ্যে এখনো যারা জেল-হাজতে তদন্তাধীন, তাদের মাথা কামানো হয় নি, পায়েও বেড়ি নেই।

একজন ধনাঢ্য সওদাগর বেশ কয়েক হাজার রুবল খরচ করে জেলগির্জাটাকে নূতন করে সংস্কার করে নানা অলংকরণে সাজিয়ে দিয়েছেন। পুরো গির্জেটা জমকালো রঙেপ্রলেপে আর সোনার পাড়ে ঝলমল করছে।

কিছুক্ষণের জন্য গির্জার ভিতরটা নিস্তব্ধ -- মাঝে মাঝে কাশি ও নাকঝাড়ার শব্দ, শিশুদের হঠাৎ কেঁদে ওঠা এবং পায়ের শিকলের ঝন্‌ঝনা ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। অবশেষে যে-সব পুরুষ-কয়েদী ঠিক মাঝখানটাতে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের পায়ের খস্‌খস্‌ শোনা গেল, তারপর একটু নড়াচড়া ঈষৎ ধাক্কাধাক্কির পর মেঝের মাঝখানটায় একটা গলি-পথ তৈরি হয়ে গেল। জেলখানার ইন্‌স্পেক্টর সেই পথ দিয়ে সোজা চলে গেলেন ও ঠিক বেদির উলটো দিকে সকল পূজার্থীদের শীর্ষে তাঁর স্থান নিলেন।

৩৯

অনুষ্ঠান আরম্ভ হল।

অনুষ্ঠানের নানা অঙ্গ: সর্বপ্রথম সোনালি জরিজড়োয়া-খচিত শক্তধরণের একটি পোশাক পরিধান করে পুরোহিত একটি থালায় রক্ষিত পাউরুটি ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো কেটে সাজিয়ে নিলেন। তারপর নানা নাম আর প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এক পাত্র মদের মধ্যে এক এক করে সেই সব রুটির টুকরো ফেলতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পুরোহিতের সহায়ক ধর্মযাজকটি প্রথমে অনর্গল পাঠ করলেন বিবিধ প্রার্থনা। অতঃপর যাজক এক দল কয়েদীর সঙ্গে বিভিন্ন স্লাভ প্রার্থনা-গীত সমস্বরে গাইলেন। সেগুলি এমনিতেই বোঝা শক্ত ও খট্‌মট্‌ — তার উপরে পাঠ ও গান প্রায় ঝড়ের বেগে হওয়ায় সমস্তটাই দুরূহ মনে হল। অধিকাংশ প্রার্থনার বিষয়বস্তু হল মহামান্য সম্রাট ও তাঁর পরিবার বর্গের কুশল কামনা। এই সব প্রার্থনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কখনো একক কখনো বা সমবেত ভাবে, কখনো অন্য প্রার্থনার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে বহুবার পুনরুক্তি করা হল। এই সব প্রার্থনা ব্যতিরেকে যাজক তাঁর গলার স্বরটা অদ্ভুত ভাবে টেনে টেনে সুসমাচারের অন্তর্ভুক্ত প্রেরিতদের কার্য-সম্পর্কিত কতিপয়

কবিতার স্তবক এমন ভাবে পড়ে গেলেন যে পাঠ্য বিষয়বস্তু কিছুই বোধগম্য হল না। অতঃপর পুরোহিত স্বয়ং খুবই স্পষ্ট গলায় মার্ক-লিখিত সুসমাচার থেকে অংশ পাঠ করলেন। এ হল সেই অংশ, যেখানে বলা হয়েছে যে পুনরুত্থানের পর স্বর্গলোকে উড়ে গিয়ে তাঁর পিতার ডান ধারে আসন গ্রহণের আগে খ্রীষ্ট প্রথমে দর্শন দিলেন মগ্‌দলীনী মরিয়মকে, তাঁর ভিতর থেকে তিনি সাত ভূত ছাড়ালেন, অতঃপর দর্শন দিলেন তাঁর একাদশ শিষ্যকে; তাঁদের তিনি আদেশ দিলেন সমুদয় জগতে গিয়ে সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার করতে এবং সেই সঙ্গে ঘোষণা করলেন, যে অবিশ্বাস করে তার বিনাশ হবে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে এবং দীক্ষিত হয় সে পরিত্রাণ পাবে, তদুপরি ভূত ছাড়াবে, লোকের শরীরে হাতের স্পর্শ দ্বারা তাদের আরোগ্য করবে, নূতন নূতন ভাষায় কথা বলবে, সর্প তুলবে, এবং বিষ পান করলেও তাতে তাদের প্রাণহানি হবে না, তারা সুস্থসবল থাকবে।

সমগ্র প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের মূল ব্যাপারটাই একটি কল্পিত বা আরোপিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল — কল্পনা করা হয় পুরোহিত যে রুটির টুকরো কেটে মদের মধ্যে বিশেষ প্রক্রিয়া ও মন্ত্র-সহযোগে নিক্ষেপ করেন, তাতে তা পরিণত হয় ঈশ্বরের রক্তে ও মাংসে।

প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল এই যে জরিজড়োয়া-খচিত বস্তাধরণের পোশাকে পুরোহিত কিঞ্চিৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও তাঁকে নিয়মিত ভাবে দু'হাত ঊর্ধ্বে তুলে থাকতে হয়, আবার পরক্ষণেই হাঁটু মুড়ে নতজানু হতে হয়। নতজানু অবস্থায় তিনি টেবিল ও টেবিলের উপর রক্ষিত সামগ্রী ভক্তিভরে চুম্বন করেন। এর পরই পুরোহিত করেন সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়াটি। একটা নেপ্‌কিনের দুটি কোনা আলগোছে ধরে মৃদু ভাবে সেটি এক বিশেষ ছন্দে আন্দোলিত করতে থাকেন। বলা হয় ঠিক এই প্রক্রিয়া চলতে থাকা কালেই রুটির টুকরো ও মদ রূপান্তরিত হয় ঈশ্বরের রক্ত ও মাংসে। সুতরাং প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের এই পর্ব যখন চলতে থাকে সমস্ত গির্জার আবহাওয়া সুগম্ভীর হয়ে ওঠে।

গির্জার বেদির একটা অংশ সোনালী পার্টিশন দিয়ে বিভাজন করে রাখা হয়েছে। পুরোহিত সেই পার্টিশনের অন্তরাল থেকে এবারে জোরে চেঁচিয়ে বললেন:

'এবারে পূত পবিত্র মহিমাময়ী ঈশ্বর-মাতার ভজনা।'

ঐকতান গায়কমণ্ডলী মধুরগম্ভীর স্বরে গাইতে লাগলেন: কুমারী মেরীর মহিমা-কীর্তন অতীব পুণ্য কর্ম। যে-হেতু তিনি অক্ষতযোনি থেকেও

খ্রীষ্টের জন্মদান করেছেন, তাঁর এই কৃতিত্বগুণে তিনি দেবতুল্য যে কারও চেয়েও অধিকতর সম্মাননীয়া, দেবদূততুল্য যে কারও চেয়েও অধিকতর মহিমাময়ী।

এই ঐকতান সংগীতের পর ধরে নেওয়া হল রুটি ও মদের রূপান্তর সম্পন্ন হয়ে গেছে। অতঃপর থালার ওপর থেকে নেপ্‌কিনের ঢাকাটা সরিয়ে নিয়ে পুরোহিত রুটির টুকরোগুলির মাঝখানে রাখা একটা রুটি চারটি খণ্ডে কেটে নিয়ে একটি খণ্ড প্রথমে মদের পাত্রে ডোবালেন, তারপর সেই মদে ভেজা খণ্ডটি মুখে পুরে দিলেন। তার অর্থ হল তিনি ঈশ্বরের এক খণ্ড মাংসের সঙ্গে পান করলেন এক ঢোক ঈশ্বরের রক্ত। তারপর পর্দা সরিয়ে সোনালী পার্টিশনের মাঝখানের দরজা খুলে, সোনার পাত্র দু'হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সমবেত পূজার্থীদের আমন্ত্রণ করে বললেন তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি ঈশ্বরের রক্তমাংস আস্বাদ করতে অভিলাষী হন তাঁরা এবার বেদিতে উঠে আসেন যেন।

অভিলাষী বলতে দেখা গেল কয়েকটি শিশু।

পুরোহিত শিশুদের প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞাসা করে সন্তর্পণে একটি চামচে করে এক এক খণ্ড মদে সিক্ত রুটির টুকরো একেবারে মুখের ভিতরে পুরে দিলেন। প্রত্যেকের বেলা এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়া-মাত্র পুরোহিতের যাজক-সহকারী প্রত্যেকটি শিশুর মুখ মুছতে মুছতে প্রফুল্ল কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে বললেন তারা সবাই খাচ্ছে ঈশ্বরের মাংস, পান করছে ঈশ্বরের রক্ত। অতঃপর পুরোহিত পাত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন পার্টিশনের পিছনে এবং স্বয়ং ঈশ্বরের অবশিষ্ট রক্ত পান করলেন, অবশিষ্ট মাংস আহার করলেন। সযত্নে গোঁপ চেটে মুখ ও পাত্র মুছে নিলেন। তারপর নরম চামড়ার বুট্-এর তলি ক্যাঁচ্‌কোঁচ্ করতে করতে প্রফুল্লবদন পুরোহিত পার্টিশনের অন্তরাল থেকে ত্বরিত পদে বের হয়ে এলেন।

খ্রীষ্টীয় উপাসনা অনুষ্ঠানের মুখ্য অংশটুকু এইখানেই সমাপ্ত হল, কিন্তু পুরোহিত হতভাগ্য জেল-বন্দীদের প্রতি অনুকম্পা বশত সর্বকর্ম সাধারণ উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে আরো একটি অনুষ্ঠান যুক্ত করলেন। এক ডজন মোমবাতির আলোয় আলোকিত হয়ে শোভা পাচ্ছিল ধাতু পিটিয়ে তৈরি গিল্‌টি-করা সোনার একটি বিগ্রহ (মুখ আর হাত কালো) — সেই ঈশ্বরের প্রতীক যাঁর রক্তমাংস অল্পক্ষণ আগে পুরোহিত মশাই ভক্ষণ করেছেন। এই বিগ্রহের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে অদ্ভুত একটা বিকৃত কণ্ঠে পুরোহিত গুনগুন স্বরে গান গাইতে লাগলেন:

'যীশু তুমি মধুরে মধুর, প্রেরিত শিষ্যবর্গের গৌরব হে মোর যীশু, শহীদেরা তোমার গুণকীর্তন করেন। তুমি সর্বশক্তিমান রাজরাজেশ্বর। হে মানবত্রাতা যীশু আমারে পরিত্রাণ করো, হে পরমসুন্দর যীশু — যারা তোমার শরণাপন্ন তাদের প্রতি কৃপা করো। আমার প্রতি করুণা করো মুক্তিদাতা যীশু, তুমি পৃথিবীর প্রার্থনা-সঞ্জাত, রক্ষা করো তোমার সাধু সন্তদের, তোমার ধর্মের গুরু-প্রচারকদের, তাঁদের জন্য স্বর্গসুখের বিধান করো হে যীশু, হে মানব-প্রেমিক।'

তারপর পুরোহিত একটু ক্ষণের জন্য থামলেন, একটা গভীর নিশ্বাস নিলেন, বুকের সামনে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলেন, তারপর নতজানু হলেন মাটিতে। তাঁর দেখাদেখি ইন্‌স্পেক্টর, ওয়ার্ডারেরা এবং কয়েদীরা সবাই অনুরূপ অঙ্গভঙ্গী করে আভূমি প্রণত হল, ওপরের গ্যালারিতে শিকল-বেড়ির ঠুন্‌ঠুন্‌ আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে বেজে গেল।

আবার শুরু হল পুরোহিতের প্রার্থনা:

'দেবদূতেরা তোমারি সৃষ্টি, সকল শক্তির তুমিই নিয়ামক, হে যীশু, তুমি আশ্চর্য -- পরম আশ্চর্য, তোমায় দেখে দেবদূতেরা বিস্ময়বিমুগ্ধ, প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী তুমি, আমাদের পূর্বগামীদের তুমিই পরিত্রাতা। তুমি মধুরে মধুর বলে হে যীশু, পুরোহিত-প্রধানেরা তোমার গুণকীর্তন করেন, তোমার গৌরবের তুলনা নেই, রাজ্যপালদের বাহুতে তুমি শক্তি। তুমি সকল ভালোর সার, গুরু-প্রচারকদের ভবিষ্যদৃষ্টি তোমার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে। তুমি বিস্ময় — পরম বিস্ময়, শহীদদের হৃদয়ে তুমিই শক্তি। বিনয়নম্রতার পরাকাষ্ঠা-রূপে মঠবাসী ভিক্ষুদের মনে তুমি আনন্দসঞ্চার করো। তুমি কৃপার অবতার-রূপে পুরোহিতদের প্রাণে মাধুর্য-সঞ্চার করো। তোমার বদান্যতার তুলনা নেই। অনশনব্রতীদের তুমিই সংযম। মধুরে মধুর তুমি, আনন্দের আনন্দ, ন্যায়পরায়ণের সন্তোষ। সুপবিত্র তুমি, চিরকৌমার্যের বিশুদ্ধতা তোমার মধ্যে। সর্বকালে সর্বদেশে পাপীদের পরিত্রাতা তুমি। হে ঈশ্বরপুত্র যীশু, আমার প্রতি কৃপা করো।'

'যীশু' নামটা যত তিনি উচ্চারণ করেন ততই যেন আবেগে তাঁর কণ্ঠের ফোঁসফোঁস আওয়াজ বাড়তে থাকে। অবশেষে তাঁর প্রার্থনা শেষ হল। রেশমের আস্তরণ-দেওয়া তাঁর আলখাল্লাটা সযত্নে উপরে তুলে, এক হাঁটুতে ভর দিয়ে তিনি আভূমি নত হলেন। ঐকতান গায়কমণ্ডলী একটি ধর্মসংগীত সমবেত ভাবে গেয়ে চলল -- তার ধুয়াটা হল: 'হে ঈশ্বরপুত্র যীশু, আমার প্রতি কৃপা করো।'

কয়েদীরা নতজানু হয়, উঠে দাঁড়ায়, মাথায় যতটুকু চুল অবশিষ্ট ছিল ঝাঁকানি দিয়ে উপর দিকে তুলে নেয়, ওদের রোগা রোগা পায়ে শিকল ও বেড়ি ঘষা খায়, ঝন্‌ঝন্ করে বেজে ওঠে।

অনুষ্ঠানের এই পর্বটা চলল অনেকক্ষণ ধরে।

সূচনায় যীশুর মহিমা-কীর্তন, শেষে 'প্রভু, আমার প্রতি কৃপা করো।' তারপর আবার মহিমা-কীর্তন — অবশেষে সমস্বরে 'আলিলুইয়া।'* কয়েদীরা প্রত্যেকবার মহিমা-কীর্তনের পর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে মাথা নত করল, নতজানু হয়ে মাটিতে পড়ল — প্রথমে প্রতিটি বিরামের সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু পরে দুটি বিরামের পর ও সর্বশেষে প্রত্যেক তিনটির পর। সমস্ত মহিমা-কীর্তন শেষ হয়ে যাবার পর সকলে খুব খুশি হল, স্বয়ং পুরোহিত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ধর্মগ্রন্থটি বন্ধ করলেন এবং কিছুক্ষণের জন্য চলে গেলেন সেই সোনালি পার্টিশনের আড়ালে। আবার কিছুক্ষণ পরে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটল, অনুষ্ঠানের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য। এবার বড় টেবিলের ওপর থেকে তিনি তুলে নিলেন সোনার পাতে মোড়া একটি ক্রুশ — ক্রুশের মাথায় ও আশেপাশে অনেকগুলি মিনে-করা পদক-খচিত। পুরোহিত ক্রুশটি তুলে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন গির্জা-ঘরের ঠিক মাঝখানে। সর্বপ্রথম ইন্‌স্পেক্টর এসে ক্রুশটি চুম্বন করলেন, তারপর এলেন তাঁর এসিস্ট্যাণ্ট, তারপর ওয়ার্ডারেরা। সর্বশেষে পরস্পরকে ধাক্কাধাক্কি করে, নিম্নস্বরে পরস্পরকে গালমন্দ করতে করতে এল কয়েদীরা। ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পুরোহিত কখনো এগিয়ে দেন নিজের একটা হাত, কখনো বা ক্রুশটি -- কয়েদীদের মুখের দিকে অথবা নাকের দিকে। কয়েদীরা চেষ্টা করল পুরোহিতের হাত এবং ক্রুশ দুইই চুম্বন করতে। যে-সব খ্রীষ্টীয় ভাই-বোন কুপথে গেছে তাদের মনের আরাম ও আত্মার উন্নতির জন্য, খ্রীষ্টীয় পদ্ধতিতে রচিত ধর্মোপাসনা এই ভাবে সমাধা হল।

৪০

এই ধর্মোপাসনায় -- উপস্থিত ছিলেন যাঁরা — পুরোহিত, ইন্‌স্পেক্টর থেকে শুরু করে মাস্‌লভা পর্যন্ত --- কারোরই খেয়াল হল না যে যে-যীশুর

---

* 'বল ধন্য পরম ঈশ্বর' (গ্রীক) — গির্জার প্রচলিত ধর্মসংগীত।

নাম পুরোহিত বারবার উচ্চারণ করলেন, অদ্ভুত অদ্ভুত সম্ভাষণে যাঁর বন্দনা করলেন — সেই যীশু স্বয়ং কিন্তু তাঁর ভজনালয়ে যা-কিছু অনুষ্ঠান আজ হল, সবই বারণ করে গিয়েছিলেন। কেবল অনর্থক অতিকথন নয়, কেবল রুটি ও মদ নিয়ে ভগবদ্-বিরোধী জাদুমন্ত্র আবৃত্তি নয়, স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলে গিয়েছিলেন মানুষ যেন মানুষকে প্রভু না বলে, যেন কেউ মন্দিরে উপাসনা না করে, মন্দির না নির্মাণ করে, বলেছিলেন মন্দির ভেঙে ফেলার জন্যই তাঁর আসা, কারণ তিনি চেয়েছিলেন সবাই নির্জনে সত্য ভাবে নিজেদের নিভৃত অন্তরে পরমেশ্বরের পূজা-বন্দনাদি করে। আর যেটা তিনি বারণ করে গিয়েছিলেন তা হল এই যে মানুষ যেন মানুষের বিচার করতে না বসে, যেন কেউ কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ না করে, অত্যাচার উৎপীড়ন না করে, কারো প্রাণ না হরণ করে। অথচ এ ভজনালয় যে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ, সেখানে তো এ সমস্তই নিত্য কর্ম। তিনি আরও বলেছিলেন মানুষ যেন সকল রকম হিংসাত্মক মনোভাব পরিবর্জন করে, বলেছিলেন যে-সব মানুষ মানুষের হাতে বন্দী, তাদের বন্ধনদশা ঘুচিয়ে দিতেই তাঁর আগমন।

উপস্থিতবর্গের মধ্যে কেউ ঘুণাক্ষরে বুঝল না খ্রীষ্টের নামে এই যে-সব অনুষ্ঠান হল, তার সব কিছুই তাঁর প্রতি চরম ধৃষ্টতাপ্রদর্শন, পরিহাস। কারো মনে এ-উপলব্ধি জাগল না মিনে-করা পদক-খচিত সোনার পাতে মোড়া যে-ক্রুশখানি চুম্বনের জন্য পুরোহিত সকলের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি আর কিছু নয় — এই গির্জা-ঘরে যা যা অনুষ্ঠিত হল তার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে খ্রীষ্ট যে-ফাঁসি কাঠে মৃত্যু বরণ করেছিলেন তারই প্রতীক। কারো মাথায় এল না পুরোহিত যখন রুটি আর মদের মধ্যে কল্পনা করলেন তিনি খ্রীষ্টের রক্তমাংস ভক্ষণ করছেন, তখন সত্যই তিনি খ্রীষ্টের রক্ত আর মাংস ভক্ষণ করেন, তবে রুটির টুকরো আর মদের মধ্যে নয়; তিনি খ্রীষ্টের রক্তমাংস ভক্ষণ করেন এই অর্থে যে তিনি অসত্য ও কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে ফেললেন 'সুকুমারমতি শিশুদের', যাদের সঙ্গে যীশু নিজেকে একাত্ম বলে মনে করতেন। শুধু তাই নয়, তাদের জন্য তিনি যে পরম কল্যাণ বহন করে এনেছিলেন তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে পুরোহিত তাদের অশেষ যন্ত্রণার কারণ হলেন, মানুষের জন্য যে কল্যাণের বারতা তিনি এনেছিলেন তা তাদের কাছ থেকে গোপন করলেন।

পুরোহিত যে-সব অনুষ্ঠান ও প্রক্রিয়া করলেন সেসব নিয়ে তাঁর বিবেকে কিন্তু কোনো প্রশ্ন জাগল না। শিশুকাল থেকে তিনি বড়ো হয়েছেন এই

ধারণায় যে, এই সব আচার-অনুষ্ঠান এমন একটি সত্য ধর্মের বহিঃপ্রকাশ প্রাচীন কালের সাধুসন্তেরা যে-ধর্মে স্থির ছিলেন এবং আজও যার ধারক-বাহক হলেন দেশের তাবৎ ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষীয়েরা। রুটির টুকরো যে মাংসে পরিণত হয় এবং তিনি যে সে-মাংস ঈশ্বরের দেহসঞ্জাত-জ্ঞানে ভক্ষণ করেন অথবা অনবরত পুনরুক্তির ফলে অনেক কথার মাহাত্ম্য যে বৃদ্ধি পায় — এ-সব তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করেন না। এমন কথা কারো পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়। তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে এই বিশ্বাস থাকা উচিত। এই বিশ্বাসে কেমন করে তিনি এমন দৃঢ় হয়েছেন তার প্রধান কারণটা অবশ্য পরিষ্কার: এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত সব দাবি গত আঠারো বছর ধরে মিটিয়ে আসার সুবাদে, তিনি যে আয় করছেন তা দিয়ে তিনি তাঁর পরিবার প্রতিপালন করতে পেরেছেন, ছেলেকে উৎকৃষ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং মেয়েকে যাজকসম্প্রদায়ের মেয়েদের কনভেণ্টে পাঠাতে পেরেছেন। পুরোহিতের যাজক-সহকর্মীরও সেই রকম বিশ্বাস, এমন কি পুরোহিতের চেয়েও এক কাঠি ওপরে। তার কারণ খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের মূল নীতিগুলি কবে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন তার ঠিক নেই, তিনি কেবল জানেন ষোড়োশোপচারে কিংবা নমো নমো করেও যদি শ্রাদ্ধ শান্তি স্বস্ত্যয়ন অথবা অন্যান্য নানা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা যায়, তাহলে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের জন্য বাঁধা বরাদ্দ যাজককে দক্ষিণাস্বরূপ দিতে সকল খ্রীষ্টানই তৎপর। এই কারণে 'হে দেব, কৃপা করো' বলতে তার ক্লান্তি নেই, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের নির্ধারিত পদ্ধতি তিনি এমন নিশ্চিত প্রত্যয়ে আওড়ে যান, গেয়ে যান যেমন ভাবে দোকানদার আওড়ে যায় আলু-ময়দা-লকড়ির বাজারদর। জেলখানার ইনস্পেক্টর কিংবা কারারক্ষীরা কেউ কোনো দিন খ্রীষ্টীয় ধর্মমত কিংবা গির্জায় অনুষ্ঠিত পূজা পার্বণের তাৎপর্য বুঝতে পারে নি, বুঝবার চেষ্টাও করে নি। যে-হেতু জার স্বয়ং এবং উপরওলারা এ-সব বিশ্বাস করেন, তারা মনে করে তাদেরও অবশ্যই এ সব বিশ্বাস করা উচিত। উপরন্তু ঠিকমত কারণ বিচারবিবেচনা না করতে পারলেও তাদের কেমন যেন আবছা ভাবে মনে হয় জীবিকার খাতিরে তাদের যে নিষ্ঠুরতা করতে হয়, ধর্মবিশ্বাসে তার সমর্থন পাওয়া যায়। এই ধর্মবিশ্বাস যদি তাদের না থাকত তা হলে এ ভাবে মানুষকে জ্বালাযন্ত্রণা দিতে তাদের বিবেকে বাধত। ইনস্পেক্টর মানুষটি এমন স্বভাবদয়ালু যে ধর্মভাব না থাকলে বর্তমান পেশায় জীবিকা অর্জন তাঁর পক্ষে দুরূহ হত। সেইজন্যই তো তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে বার বার ক্রুশ চিহ্নের প্রতীক

আঁকলেন, দেবশিশু-বিষয়ক গীতটি যখন সমবেত ভাবে গাওয়া হল, তখন চেষ্টা করলেন অভিভূত হবার, খ্রীষ্টের রক্তমাংস আস্বাদ করার জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন পুরোহিতের সামনে এগিয়ে এল তখন একটি বালককে তিনিই তো দু'হাতে তুলে ধরেছিলেন।

কয়েদীদের মধ্যেও গরিষ্ঠসংখ্যকের বিশ্বাস এই সব সোনালি পাতে মোড়া বিগ্রহ, জরিজড়োয়া কিংখাব, মোমবাতি, সোনারুপোর তৈজসপত্র নানা ধরনের ক্রুশ এবং 'মধুরে মধুর যীশু' ও 'কৃপা করো' প্রভৃতি দুর্বোধ্য কথার পুনঃপৌনিক আবৃত্তির মধ্যে এমন একটা নিগূঢ় শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, যার ফলে ইহলোকে পরলোকে মানুষ প্রচুর সুবিধা লাভ করতে পারে। তাদের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক মাত্র বুঝতে পারে কী-ভাবে সহজবিশ্বাসীরা পুরোহিততন্ত্র দ্বারা প্রতারিত হয় এবং তা নিয়ে তারা মনে মনে হাসে। কিন্তু গরিষ্ঠসংখ্যক যখন পুজা-আর্চা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করেও ঈপ্সিত সুবিধা পায় না, তাদের প্রার্থনা যখন অপূর্ণ রয়ে যায়, তখন তারা নিজেদের মনকে প্রবোধ দেয় এই বলে যে কোনো আকস্মিক কারণ বশত ঈশ্বর তাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নি। তার ফলে তাদের এই দৃঢ় বিশ্বাসই হয় যে জ্ঞানীগুণী লোকজন ও আর্চবিশপ অনুমোদিত এই প্রতিষ্ঠান অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং ইহলোকের পক্ষে না হলেও পরলোকের পক্ষে তো অবশ্য প্রয়োজনীয় বটেই।

মাস্‌লভারও এই রকমই বিশ্বাস -- অনুষ্ঠানের সময় অন্যদের মতো তারও মনে ভক্তি'ও একঘেয়েমির মিশ্র উপলব্ধি জাগে। প্রথম দিকে মাস্‌-লভা দাঁড়িয়েছিল একটা রেলিং-এর পিছনে, ভিড়ের মধ্যে, কাছাকাছি যে-সব মেয়ে-কয়েদী ছিল তাদের বাইরে কারো প্রতি নজর করে নি। কিন্তু রুটি ও মদের প্রসাদ লাভের জন্য অনেকে যখন এগিয়ে গেল, ফেদোসিয়ার সঙ্গে ও দাঁড়াল একেবারে প্রথম সারিতে। সেখানে সে দেখতে পেল ইন্‌স্পেক্টরের পিছনে কারারক্ষীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোটখাটো কৃষক - হালকা দাড়ি, লাল রঙের চুল। লোকটা ফেদোসিয়ার স্বামী -- তাকিয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে ফেদোসিয়ার দিকে। প্রণামী দেবার সময় মাস্‌লভা অন্য দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ফেদোসিয়ার স্বামীকে নিরীক্ষণ করতে করতে বান্ধবীর সঙ্গে কী যেন কানাকানি করতে লাগল। সবাই যখন নতজানু হয়ে ক্রুশচিহ্নের মুদ্রা আঁকছে -- কেবল তখনই মাস্‌লভাও সকলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছিল।

নেখ্‌লিউদভ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল বেশ সকাল সকাল। গ্রামদেশ থেকে আগত একজন চাষী-গোয়ালা সে-সময় পাশের গলি দিয়ে তার ঘোড়া-গাড়ি চড়ে যেতে যেতে অদ্ভুত গলায় হাঁক দিচ্ছে:

'দুধ লেবে গো, দুধ, দুধ!'

বসন্ত-সমাগমে এক পশলা উষ্ণ বৃষ্টি হয়ে গেছে গতকাল, পথের যে-সব জায়গা শানবাঁধানো নয় সে-সব জায়গায় আজ উঁকি দিচ্ছে সবুজ ঘাস। বাগানের বার্চ গাছগুলো দেখে যেন মনে হচ্ছে গত রাতে কেউ যেন ওদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছে সবুজ তুলোর ফেঁসো। বার্ড-চেরী ও পপলারগুলো মেলে দিয়েছে তাদের দীর্ঘ সুগন্ধ পাতা। দোকানে দোকানে বাড়িতে বাড়িতে ডবল শার্সি-জানালার ফ্রেমগুলো খুলে নিয়ে জানালা ঘষে মেজে পালিশ করা শুরু হয়েছে।

নেখ্‌লিউদভের পথে পড়ল পুরনো জিনিসপত্রের বাজার -- দু'পাশে কাতার দেওয়া দোকানে দোকানে ভিড় জমেছে বেশ। ছেঁড়াখোড়া কাপড়চোপড় পরা কিছু ফিরিওলা এসেছে -- বগলে তাদের টপ্-বুট ও কাঁধের ওপরে ঝোলানো ইস্তিরি করা ট্রাউজার ও ওয়েস্টকোট।

ফ্যাকটরির কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে মজুরেরা পরিষ্কার কোট ও পালিশ-করা বুট পরে পানশালার দরজায় ভিড় করছে। কিছু স্ত্রীলোকও এসেছে মাথায় উজ্জ্বল রঙের রুমাল বেঁধে, ঝকঝকে কালো পুঁতির কাজ-করা জ্যাকেট পরে। ডিউটিতে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ — তাদের উর্দির হলুদরঙা কর্ড থেকে ঝুলছে পিস্তল -- ভালো করে নজর রাখছে কোথাও কোনো হাঙ্গামাহুজ্জত বাধে কিনা। তাহলে ক্লান্তিকর একঘেয়েমি থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। বুলেভারগুলোর মাঝখানে যেখানে নতুন ঘাস গজিয়েছে সেখানে শিশুরা ও কুকুরেরা মহানন্দে ছুটোছুটি করে খেলছে আয়ারা সব বেঞ্চে বসে হেসে হেসে আড্ডা দিচ্ছে।

রাস্তার বাঁ দিকে যেখানে ছায়া আছে সে ধারটা এখনো ভেজা ভেজা, সেঁতসেঁতে। কিন্তু মাঝরাস্তাটা বেশ শুকনো, তার ওপর দিয়ে, সদর রাস্তা ধরাধর ঘর্ঘর শব্দে গাড়ি-ঘোড়া ছুটছে অবিরাম, ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে চলেছে ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি। গির্জায় গির্জায় ঘণ্টা বাজিয়ে পুজার্থীদের ডাকা হচ্ছে প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য। জেল-গির্জায় যেমন যেমন অনুষ্ঠান হয়েছে ঠিক তেমনি অনুষ্ঠান হবে অন্যান্য গির্জায়। গির্জার

ঘণ্টাধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখর। লোকেরা রবিবারের জন্য সবচেয়ে ভালো পোশাক পরে নিজ নিজ পাড়ার গির্জার দিকে রওনা দিয়েছে।

নেখ্লিউদভ তার ফীটন গাড়ি সোজা জেল গেটের কাছে না নিয়ে এসে থামল জেলের দিককার রাস্তার মোড়ের মাথায়।

বেশ কিছু পুরুষ ও স্ত্রীলোক এই মোড়ের মাথাতেই জেল থেকে প্রায় শত খানেক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে — বেশির ভাগের হাতে ছোটখাটো পুঁটলী। রাস্তার ডান দিকে কতিপয় নিচু ছাদওয়ালা কাঠের বাড়িঘর এবং বাঁ দিকে দোতলা পাকা বাড়ি — তার সামনে সাইনবোর্ড। সামনের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে বিরাট আকার একটা পাকা বাড়ি — সেটাই জেলখানা। ভিজিটরদের এখনো সোজা জেলখানার ধারে কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, বন্দুকধারী শান্ত্রী কুচ্ করতে করতে পাহারা দিচ্ছে এবং ধারেকাছে কেউ এলেই চীৎকার করে বলছে পিছিয়ে যেতে।

ডান দিকের কাঠের বাড়িঘরগুলোর গেট্-এ শান্ত্রীর প্রায় উলটো দিকে একটি বেঞ্চের উপর বসে আছে বিনুনী-করা সোনালী সুতো দিয়ে অলংকৃত উর্দি-পরা একজন কারারক্ষী। তার হাতে একটা নোটবুক। ভিজিটররা তার কাছে গিয়ে বলে আসছে কোন কয়েদীর সঙ্গে তারা দেখা করতে চায়, ওয়ার্ডার নাম নোটবুকে টুকে নিচ্ছে। নেখ্লিউদভও অন্যদের দেখাদেখি ওয়ার্ডারের কাছে চলে গেল এবং বলে এল সে দেখা করতে চায় কাতেরিনা মাস্লভার সঙ্গে। ওয়ার্ডার সঙ্গে সঙ্গে নামটা লিখে নিলে পর নেখ্লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'এখনো ঢুকতে দিচ্ছে না কেন?'

'প্রার্থনা-অনুষ্ঠান চলছে, শেষ হলেই সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হবে।'

নেখ্লিউদভ অপেক্ষমাণ জনতার দিকে সরে গেল, দেখতে পেল, ছেঁড়াখোঁড়া জামাকাপড়-পরা, কোঁচকানো টুপিমাথায়, মুখভর্তি লাল ডোরাকাটা দাগ, একটি নগ্নপদ লোক ভিড় থেকে বেরিয়ে সোজা জেলখানার দিকে চলতে শুরু করল। বন্দুকধারী শান্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল:

'খবরদার, কোথায় চলেছিস?'

শান্ত্রীর ধমকানিতে বিন্দুমাত্র ভড়কে না গিয়ে জীর্ণবেশধারী লোকটা উলটে বলল.

'তোরই বা অত চেঁচানো কেন? যেতে না দিস, সবুর করব। তা নয়তো চিল্লোচ্ছে, যেন একটা এনারেল এলেন!'

লোকটা পিছনে ফিরে গেল। জনতা হেসে তার কথায় সায় দিল।

অধিকাংশ ভিজিটরের পরনে নিকৃষ্ট ধরনের কাপড়চোপড়, কেউ কেউ এসেছে ওই লোকটারই মতো বহু ব্যবহারে জীর্ণ জামাকাপড় পরে, সম্ভ্রান্ত চেহারার স্ত্রীপুরুষও কিছু ছিলেন। নেখ্‌লিউদভের পাশে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, মোটাসোটা মানুষ, গালদুটি রক্তাভ, সযত্নে ক্ষৌরি করা, হাতের পুঁটুলীটা দেখলেই মনে হয় ভিতরে অন্তর্বাস কিছু আছে। নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞাসা করল এই তাঁর প্রথম আসা কি না, তিনি জবাবে বললেন প্রতি রবিবারেই তিনি আসেন। এই ভাবে দু'জনের মধ্যে একটা আলাপ জমে উঠল — লোকটি কোন এক ব্যাঙ্কের দ্বারপাল, দেখতে এসেছে জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত তাঁর ভাইকে। ভালোমানুষ লোকটি নেখ্‌লিউদভকে তাঁর পুরো জীবন কথাটাই শুনিয়ে দিয়ে পালটে যখন নেখ্‌লিউদভের কথা শুনতে চাইবেন — এমন সময় ওদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হল — সামনে এসে দাঁড়াল একটা ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়াটা কালোরঙের বড়োসড়ো একটা জাত ঘোড়া, গাড়ির চাকায় রবারের টায়ার-লাগানো। গাড়িতে আছেন একজন অবগুণ্ঠিতা মহিলা, পাশে তাঁর ইউনিভার্সিটির একটি তরুণ ছাত্র, ছাত্রটির হাতে একটা প্রকাণ্ড পুঁটলী। সে গাড়ি থেকে নেমে সোজা নেখ্‌লিউদভের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল যে-রুটিগুলো সে ভিক্ষে দেবার জন্যে নিয়ে এসেছে সেগুলো যথাস্থানে পেঁছে দেওয়া যাবে কিনা — যদি যায় তা হলে কী উপায়ে।

'আমার বাগ্‌দত্তার ইচ্ছে আর কি। এই যে এ হল আমার বাগ্‌দত্তা। ওর মা-বাবা কয়েদীদের কিছু দেবার জন্যে আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন।'

নেখ্‌লিউদভ জমকালো উর্দি পরিহিত নোটবই হাতে সেই বেঞ্চে বসা কারারক্ষীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল:

'দেখুন, আমার এই প্রথম আসা। আমি কিছু জানি না, আমার মনে হয় ওই লোকটিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

যখন দু'জনের কথাবার্তা চলছে এমন সময় কারাগারের প্রকাণ্ড লৌহকপাট — মাঝখানে একটি জানলা ফোটানো — খুলে গেল, উর্দি-পরিহিত একজন অফিসার এবং তাঁর পিছু পিছু আরো একটি কারারক্ষী বেরিয়ে এল। নোটবুক হাতে যে-কারারক্ষী এতক্ষণ বেঞ্চে বসে ছিল সে এবার উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল কয়েদীদের দেখবার জন্য ভিজিটরদের এবার কারাগারে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। বন্দুকধারী শান্ত্রী এবার একপাশে সরে যেতেই ভিজিটরদের দল এক যোগে হুড়মুড় করে এগিয়ে গেল লৌহকপাট লক্ষ্য করে — যেন তাড়াতাড়ি না যেতে পারলে দেরি

হয়ে যাবে। কপাটের কাছে একজন কারারক্ষী দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গণনা করতে লাগল কত জন ভিজিটর ভিতরে প্রবেশ করছে — ষোলো, সতেরো, আঠারো বলে বলে। ভিতরে আরো একটি কপাট — এই কপাট দিয়ে একজন একজন করে ছাড়া হয় গুনে গুনে। এখানে আরো একজন কারারক্ষী ভিজিটরদের প্রত্যেকের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গুনে গুনে ভিতরে যেতে দিচ্ছে। যাতে একজন ভিজিটরও সময় উতরে গেলে কারাগারের ভিতরে লুকিয়ে না থাকতে পারে অথবা একজন কয়েদীও ভিড়ের মধ্যে মিলে মিশে পালাতে না পারে — সেই জন্য এই ব্যবস্থা। এই গণনাকারী লোকটি ভিজিটরদের মুখের দিকে না তাকিয়েই পিঠে থাবড়া মেরে গুনে চলেছে — এক, দুই, তিন, চার। আচমকা পিঠের ওপর থাবড়া খেয়ে নেখ্লিউদভ প্রথমে অপমানিত বোধ করলেও সয়ে নিল এই ভেবে যে সে যে-কাজে এসেছে তাতে তার বিরক্ত হওয়া কিংবা চটে যাওয়া সাজে না।

দ্বিতীয় কপাট পেরিয়ে যেতেই ভিজিটরেরা এসে পেঁছিল খিলান-দেওয়া মস্ত একটা হল্-ঘরে, সেখানে অনেকগুলি গরাদে-লাগানো খুপরি জানালা। এই হল্-ঘরটাকে বলা হয় সাক্ষাতকার ভবন, এখানে এসে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একটা মস্ত ছবি দেখে নেখ্লিউদভ চমকে উঠে ভাবতে লাগল:

'এটা এখানে কেন?' তার মনে হল খ্রীষ্টকে মুক্তিদাতা ছাড়া আর কী বলেই বা ভাবা যায়? বন্দীদের সঙ্গে এ ছবি মেলানো অসম্ভব।

নেখ্লিউদভ ধীর পায়ে নানা কথা চিন্তা করতে করতে চলেছে, যারা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যেতে চায় সেই সব অধীর ভিজিটরদের জন্য পথ করে দিয়ে। ওর মনে আসন্ন সাক্ষাতকারের কথা ভেবে একটা সলজ্জ ভাব ও একটা নরম আবেগ তো ছিলই, উপরন্তু ছিল দুটি পরস্পর-বিরোধী অনুভূতি: আতঙ্ক ও করুণা। আতঙ্ক হল এই জেলে বন্দী বহু প্রকৃত দুষ্কৃতকারীর কথা ভেবে, আর করুণা হল কাতিউশা ও তামাক ফ্যাক্টরির সেই ছেলেটির কথা ভেবে — যারা বিনা দোষে এই জেলে বন্দী। সাক্ষাতকার ভবনের অপর প্রান্তে যে-কারারক্ষী মোতায়েন ছিল, সে যেন ওকে কি বলল, চিন্তাকুল নেখ্লিউদভ সে-কথায় কানও দিল না, বেশির ভাগ ভিজিটর যে-দিক দিয়ে চলছিল তাদের পিছু পিছু চলতে গিয়ে ও গিয়ে পড়ল মেয়ে-কয়েদীদের অংশে না গিয়ে পুরুষ-কয়েদীদের অংশে।

অতিমাত্রায় ব্যগ্র ও ব্যস্তসমস্ত ভিজিটরদের জন্য পথ ছেড়ে দিতে গিয়ে ও গিয়ে পেঁছিল সকলের শেষে। এই অংশের দরজা খুলে প্রবেশ করতেই বহু কণ্ঠের সমস্বরে চীৎকার শুনে ওর কানে প্রায় তালা লাগবার

উপক্রম। প্রথমে ও বুঝতেই পারল না এত হৈ-হল্লা হট্টগোল কেন, একটু পরে লোকজনদের কাছে এসে ও বুঝতে পারল ব্যাপারখানা কী। দেখা গেল সাক্ষাতকার ভবন জাল দিয়ে দুটো ভাগে ভাগ করা। লোকজন সেই জালের গায়ে লেপটে দাঁড়িয়ে আছে — ঠিক যেন মাছি বসেছে চিনির ডেলার ওপর। ঘরের পেছনের দেয়ালে অনেকগুলি জানলা। ঘরটা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত তারের জালের বেড়া দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা। বেড়াও একটা নয়, পর পর দুটো। জালের বেড়ার মাঝখানে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে কারারক্ষীরা। জালের ওপারে বন্দীরা, এপারে দর্শনার্থীরা। এই দুই দলের মাঝখানে সাত ফুট ব্যবধানে দুটি জাল। ব্যবস্থাটা করা হয়েছে এই জন্য যেন ভিজিটর ও কয়েদীদের মধ্যে কোনো কিছুর লেনদেন না হয়। শুধু তাই নয় এই ব্যবধান থাকার ফলে দূর থেকে কারও পক্ষে ভালো করে মুখ দেখা সম্ভব নয়, বিশেষত যাদের চোখ একটু খারাপ তাদের পক্ষে ত একেবারেই অসম্ভব। আলাপ করাও শক্ত। তাই গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উভয় পক্ষকে কথা বলতে হয়।

উভয় দিকেই তারের বেড়ার ওপর নাকমুখ চেপে দাঁড়িয়ে আছে পতি পত্নী পুত্র কন্যা পিতা মাতা — পরস্পরের মুখ ভালো করে দেখে নেবার জন্য, পরস্পরের দরকারী কথাবার্তা বুঝে নেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

প্রত্যেকের চেষ্টা নিজের লোকের কাছে তার বক্তব্য পৌঁছে দিতে, ফলে সবাই সবার গলা ছাপিয়ে চেঁচাতে লেগেছে। ঘরে ঢুকতেই হৈচৈ হট্টগোলে নেখ্‌লিউদভের কানে যে তালা লাগবার মতো হয়েছিল — সেটা এই কারণেই। কারো কথা কেউ যে শুনতে পাবে তেমন আশা করা বৃথা। কী কথা বলা হচ্ছে, বক্তার সঙ্গে শ্রোতার সম্বন্ধই বা কী একমাত্র মুখ দেখে অনুমান করে নিতে হয়। নেখ্‌লিউদভের পাশে মাথায় রুমাল জড়ানো এক বুড়ি তার মাথাটা তারের জালে গুঁজে থুৎনিটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কী-যেন বলতে চাইছে অপর দিকের একটি তরুণকে, মাথার অর্ধেক তার কামানো, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, সে তার ভ্রূদুটি কপালে তুলে বিশেষ মনোযোগে শুনতে চেষ্টা করছে বুড়ির কথা। বুড়ির পাশে চাষীদের মতো জামা-পরা একটি যুবক কানের কাছে হাতের তালু ঠেকিয়ে অপর দিকের ক্লিষ্ট চেহারার কাঁচাপাকা দাড়িওলা এক কয়েদীর কথা ঠিকমতো শুনতে না পেয়ে ক্রমাগত অসন্তোষের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে — কয়েদী লোকটার সঙ্গে যুবকের চেহারার মিল আছে। আরও খানিকটা দূরে ছেঁড়া কাপড়জামা-পরা একটা লোক হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাচ্ছে আর হো হো করে হাসছে। তার পাশে

একটি উৎকৃষ্ট পশমের শাল-জড়ানো এক স্ত্রীলোক মেঝের ওপর বসে তার শিশুকে কোলে নিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। দেখে মনে হল অর্ধেক-মাথা কামানো জেলের পোশাক-পরা, ডান্ডাবেড়ী লাগানো যে-বুড়ো লোকটাকে জালের বেড়ার অপর দিকে দেখা যাচ্ছে, মেয়েটি তাকে এ-অবস্থায় প্রথম যেন দেখল। মেয়েটির ওদিকে দাঁড়িয়ে আছেন সেই ব্যাঙ্কের দ্বারপাল, নেখ্লিউদভ যাঁর সঙ্গে বাইরে আলাপ করছিল — উনি গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে কী-যেন সব বলছেন টাক-মাথা এক জ্বলজ্বলে চোখ কয়েদীকে।

নেখ্লিউদভ যখন বুঝতে পারল ঠিক এই রকম অবস্থায় তাকেও কথা বলতে হবে তখন যারা এই ভাবে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে তাদের বিরুদ্ধে রাগে ওর সর্ব শরীর জ্বলে উঠল। এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে, মানুষের অনুভূতির উপর এমন আঘাতে লোকে যে কেন অপমানিত বোধ করছে না এই ভেবে সে অবাক হয়ে গেল। কেউ এ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করে না, সেপাই-শান্ত্রী, কারাপাল, ইন্স্পেক্টর, জেল-কয়েদী সকলে যেন এটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে।

নেখ্লিউদভ এই সাক্ষাতকার ভবনে মিনিট পাঁচেক হল এসেছে। এইটুকু সময়ের মধ্যে ওর মনটা কেমন একটা অদ্ভুত বিষাদে ভরে গেল. ও অনুভব করল নিজের শক্তিহীনতা, দুনিয়ার আর পাঁচজনের সঙ্গে ওর অমিল। সমুদ্রপীড়ায় যেমন হয়ে থাকে, তেমনি নৈতিক দিক থেকে একটা অদ্ভুত বিবমিষায় ওর সমস্ত মনটা যেন ঘুলিয়ে উঠল।

৪২

নিজেকে সতেজ করে তোলার চেষ্টায় নেখ্লিউদভ মনে মনে বলল:

'কিন্তু যে-কাজ করতে আমার এখানে আসা সে তো আমায় করতেই হবে। কী করা যায়?'

চারিদিকে একবার তাকাল পদস্থ অফিসার কারো দেখা মেলে কিনা। দেখল অফিসারের উর্দি-পরা একটি ছোটখাটো রোগাপানা লোক ভিজিটরদের সারির পিছনে টহল দিচ্ছে।

অত্যধিক বিনয়ের ভাব দেখিয়ে নেখ্লিউদভ অফিসারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল:



কারাগারের ফটকের সামনে দর্শনার্থীদল

'আচ্ছা স্যার, আপনি কি বলতে পারেন মেয়ে-কয়েদীদের কোথায় রাখা হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাতকার করতে হলে কোন্ দিকে যেতে হবে?'

'ও, আপনি বুঝি মেয়ে-কয়েদীদের ও-দিকটাতে যেতে চান?'

নেখ্‌লিউদভ পুনরায় বিনয়নম্র হয়ে বলল:

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, আমি একজন মেয়ে-কয়েদীর সঙ্গে সাক্ষাতে ইচ্ছুক।'

'হল্-ঘরে যখন ছিলেন তখন এ-কথা বললেই তো পারতেন। কার সঙ্গে দেখা করতে চান আপনি, বলুন তো?'

'আমি যার সঙ্গে দেখা করতে চাই তার নাম ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভা।'

'রাজবন্দী?'

'আজ্ঞে না, সে এমনিই...'

'আচ্ছা, তার প্রতি দন্ডাদেশ কি হয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গত পরশুদিন দন্ডাদেশ জারি হয়েছে।'

নেখ্‌লিউদভ কথাগুলো বলল খুবই নম্র ভাবে, ওর ভয় ইন্‌স্পেক্টর একবার যখন ওকে নেকনজরে দেখেছেন ও যেন এমন কিছু না বলে বসে যাতে অফিসারের মেজাজ বিগড়ে যায়।

নেখ্‌লিউদভের চেহারা দেখে অফিসার মনে মনে বুঝতে পারলেন এর প্রতি সৌজন্য দেখানো চলতে পারে। বললেন:

'মেয়ে-কয়েদীদের দিকে যেতে যদি চান, এই দিকে চলে আসুন।'

বুকে মেডেল-আঁটা গুম্ফশোভিত একজন কর্‌পোরাল্‌কে ডেকে অফিসার বললেন:

'সিদোরভ, এই ভদ্রলোককে মেয়ে-কয়েদীদের অংশে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।'

'যে আজ্ঞা, স্যার।

ঠিক এই সময়ে তারের জালের কাছ থেকে কার যেন বুকফাটা কান্নার শব্দ ভেসে এল।

এখানকার সব কিছু ওর আশ্চর্য অদ্ভুত ঠেকল — সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে ইন্‌স্পেক্টর ও তার অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দ, যারা এই কারাগারে সকলপ্রকার নিষ্ঠুর কর্মের জন্য দায়ী তাদেরকেই বিনয়নমস্কারে ওর কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে এবং বলতে হবে ও তাদের কাছে বাধিত।

কর্‌পোরাল্ পুরুষ-কয়েদীদের সাক্ষাত ভবন থেকে বের করে নেখ্‌লিউদভকে নিয়ে গেল করিডরে, যে-দরজা দিয়ে বের হল তার উলটো

দিকে মুখোমুখি আর একটি দরজা। ওই দরজাটাই মেয়ে-কয়েদীদের সাক্ষাত ভবনে যাবার প্রবেশদ্বার।

পুরুষদের অংশের সাক্ষাত ভবনের মতো এটিও দু'সেট তারের জাল দিয়ে মেঝে থেকে ছাদ অবধি দু'ভাগে ভাগ করা, তফাত এইমাত্র যে এ-ভবনটি অন্যটির তুলনায় অনেক ছোট, কয়েদীদের সংখ্যা কম বলে ভিজিটরও স্বল্পসংখ্যক, কিন্তু হট্টগোল ও চেঁচামেচিতে কেউ কারো কম যায় না। এখানেও দু'সেট তারের জালের মাঝখানের গলিপথে কর্তৃপক্ষের লোকেরা টহলরত — তবে এখানে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি একজন কারারক্ষিণী — তার উর্দির আস্তিনে জরি লাগানো, প্রান্তগুলিতে নীল ঝালর, পুরুষ কারারক্ষীর মতো তারও কোমরে নীলরঙা বেল্ট। পুরুষদের সাক্ষাত ভবনের মতো এখানেও তারের জাল লেপ্টে দুই সারি লোক। এদিককার সারিতে নানা ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরনে শহরের লোকজন, ওদিকে মেয়ে-কয়েদীরা -- তাদের কারো কারো পরনে জেলের সাদা পোশাক, কারো বা পরনে নিজেদের পোশাক। তারের বেড়ার পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে এরা জমায়েত হয়েছে, কেউ কেউ পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে চেঁচাচ্ছে যাতে অপর বক্তাদের মাথা ছাপিয়ে তার কথা শুনতে পাওয়া যায়। কেউ আবার মেঝের ওপর থেবড়ে বসে কথা বলে চলেছে।

মেয়ে-কয়েদীদের মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর হল রোগা পাতলা আলুথালু চুল এক বেদেনী -- যেমন তীক্ষ্ন তার গলা তেমনি তীক্ষ্ন তার নাক মুখ চোখ। তার মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলের ওপর সে যে রুমালটি ফেটি করে বেঁধে রেখেছিল, সেটি কখন যেন খসে গেছে। কয়েদীদের লাইনের মাঝখানে, একটা পোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে, ঘন ঘন হাত-পা নেড়ে সে কী-সব যেন বলছে নীলকোট-পরা এদিকের একজন বেদেকে — কোটের ওপর শক্ত করে কোমরবন্ধ বাঁধা। বেদেটির পাশে মেঝের ওপর বসে একজন সৈনিক ওদিককার কারো সঙ্গে কথা বলছে। সৈনিকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোটখাটো কৃষক যুবক — হালকা দাড়ি, মাথায় হালকা রঙের চুল, কষ্টে চোখের জল দমন করতে গিয়ে মুখখানা আরক্ত। হালকা চুল, মিষ্টি দেখতে, নীল নয়না একটি মেয়ে তার সঙ্গে আলাপনরত — এরা হল ফেদোসিয়া ও তার স্বামী। কৃষক তরুণের পাশে দাঁড়িয়ে ভিখিরি-মতো জামাকাপড় পরা একটা লোক। কথা বলছিল আলুথালু চুল চওড়া-মুখ একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে। এর পর আরো দু'জন স্ত্রীলোক, তাদের পাশে একজন পুরুষ এবং সারির শেষে আবার একটি

স্ত্রীলোক — প্রত্যেকের সামনে একটি করে মেয়ে-কয়েদী। মাস্‌লভাকে তাদের মধ্যে দেখা গেল না, কিন্তু কয়েদীদের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল আরও একটি স্ত্রীলোক। নেখ্‌লিউদভ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল এই সে। আর চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ওর যেন দম বন্ধ হবার উপক্রম, হৃদ্‌যন্ত্র দ্রুত চলতে লাগল, এবার চূড়ান্ত মুহূর্ত আসন্নপ্রায়। তারের জালের কাছে এগিয়ে আসার পর বুঝতে পারল চিনে নিতে ভুল হয় নি ওর। সে দাঁড়িয়ে ছিল নীল নয়না ফেদোসিয়ার পিছনে, ফেদোসিয়ার কথা শুনে ও যেন মৃদু মৃদু হাসছে। সে দিনকার মতো এখন আর জেল-আলখাল্লা নয়, তার পরনে সাদারঙের একটি পোশাক — কোমরের কাছে শক্ত করে বেল্‌ট দিয়ে বেঁধে, বুকের সামনেটা ফুলিয়ে তোলা। মাথার রুমাল থেকে ছাড়া পাওয়া কয়েকটি কুঞ্চিত কালো চূর্ণ কুন্তল দেখা যাচ্ছে ঠিক যেমনটি দেখা গিয়েছিল আদালত-কক্ষে।

নেখ্‌লিউদভ ভাবছিল:

'এখনই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি... কী করে ওকে ডাকি? ও কি নিজের থেকেই আসবে আমায় দেখে?'

কিন্তু মাস্‌লভা নিজে এগিয়ে এল না। ও অপেক্ষা করছিল ক্লারার জন্য। এই লোকটি যে ওর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে, ওর মাথায় তেমন কোনো সম্ভাবনার কথা ঢোকেই নি।

দুই সারি জালের মাঝখানে টহলরত কারারক্ষিণী নেখ্‌লিউদভকে অপেক্ষমাণ অবস্থায় দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল:

'কাকে চান?'

নেখ্‌লিউদভ অতি কষ্টে নামটা উচ্চারণ করে বলল:

'ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভা।'

কারারক্ষিণী হাঁক দিল:

'মাস্‌লভা, কে যেন এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

৪৩

মাস্‌লভা চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর মাথাটা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে চলে এল তারের জালের কাছে, মুখে সেই পরিচিত সপ্রতিভ ভাব। দু'জন কয়েদীর মাঝখানে নিজের জন্য জায়গা করে নিয়ে

সপ্রশ্ন বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ নেখ্‌লিউদভের মুখের দিকে, কিন্তু তাকে চিনতে পারল না। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে অনুমান করল নিশ্চয় ধনাঢ্য মানুষ হবেন। মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। হাসিমাখা মুখ ও লক্ষ্মীটেরা চোখদুটি তারের জালের আরো একটু কাছে এনে জিজ্ঞেস করল:

'আপনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?'

নেখ্‌লিউদভ এমনি হতভম্ব যে সে বুঝতে পারল না 'আপনি' বলবে না 'তুমি' বলবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করল 'আপনিই' বলবে। সচরাচর যেমন স্বরে কথা বলে থাকে তেমনি স্বরে বলল:

'হ্যাঁ... আমি... আমি চেয়েছিলাম... আমি চেয়েছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে... আমি...'

নেখ্‌লিউদভের পাশে দাঁড়ানো সেই জীর্ণবেশধারী লোকটা চওড়া-মুখ স্ত্রীলোকটিকে ধমক দিয়ে বলে উঠল:

'আজেবাজে কথা বলতে যেয়ো না। নিয়েছিলে কি নাও নি — সোজা কথাটা বল দিকি!'

অপর দিক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল:

'বলছি যে, বাঁচবে বলে মনে হয় না।'

নেখ্‌লিউদভ যে কী বলল মাস্‌লভা তা এই হট্টগোলে শুনতেও পেল না, কিন্তু কথা বলার সময় ওর মুখের ভাবটা এমন হয়েছিল যা দেখে হঠাৎ মাস্‌লভার মনে পড়ে গেল ওকে। কিন্তু নিজেকে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। পলকে ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, কপালে ফুটে উঠল একটা গভীর মনোবেদনার রেখা। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'আপনার কথা আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার কপালের কুঞ্চনরেখা বেড়ে চলল।

নেখ্‌লিউদভ পুনরুক্তি করে বলল:

'আমি এসেছি...'

মনে মনে ভাবতে লাগল:

'হ্যাঁ আমি এসেছি আমার কর্তব্য করতে — আমার অন্যায় স্বীকার করতে...'

একথা ভাবতে গিয়েই ওর চোখে জল এসে গেল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, তারের জালে ওর দু'হাতের আঙুল জড়িয়ে কোনো মতে নিজেকে সামলে নিল। তা না হলে গলা ছেড়ে কেঁদে ফেলত হয়তো।

এ পাশ থেকে কে যেন কাকে উদ্দেশ করে চীৎকার করে বলে উঠল:

'যেখানে সেখানে কে বলেছিল তোমায় নাক গলাতে, শুনি?'

অপর দিক থেকে কাতর চীৎকার করে মেয়ে-কয়েদীটি বলল:

'ঈশ্বরের দিব্যি — আমি সত্যি কিছুই জানি না।'

নেখ্লিউদভের উত্তেজিত মুখখানা দেখে মাস্লভা এবার ওকে ঠিক চিনতে পারল। ওর মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল, একটা বিষাদের ছায়া নেমে এল মুখের ওপর। নেখ্লিউদভের দিকে এক প্রকার না তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল:

'দেখতে অনেকটা সেই রকমই বটে, কিন্তু না, না, আমার আর মনে পড়ে না।'

নেখ্লিউদভ এবার বেশ গলা ছেড়ে কিন্তু নিতান্ত একঘেয়ে সুরে মুখস্থ পড়া আওড়ে যাবার মতো বলল.

'আমি বলতে এসেছি তুমি যেন আমায় মাপ করো।'

কথাটা বলে ফেলেই তার লজ্জা হল, সে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিল, পরক্ষণেই ওর মনে হল লজ্জা পাওয়াটাই ভালো, এ-লজ্জা ওকে বহন করতেই হবে। আবার একবার গলা চড়িয়ে বলল:

'আমায় মাপ করো তুমি। আমি তোমার প্রতি ঘোরতর অন্যায় করেছি।'

মাস্লভা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল, ওর লক্ষ্মীটেরা চোখদুটো অপলক তাকিয়ে রইল নেখ্লিউদভের দিকে।

নেখ্লিউদভের আর কথা বলার শক্তি নেই, তারের জালটা ছেড়ে দিয়ে একটু সরে এসে ও চেষ্টা করতে লাগল উদ্গত অশ্রু দমন করতে।

এই অবসরে মেয়েদের সাক্ষাত ভবনে প্রবেশ করলেন সেই অফিসার ভদ্রলোক -- সেই ইন্স্পেক্টর যিনি নেখ্লিউদভকে এই জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এই ভিজিটর সম্বন্ধে ওঁর কেমন একটা ঔৎসুক্য জন্মেছে -- নেখ্লিউদভকে তারের জালের কাছাকাছি না দেখে জিজ্ঞেস করলেন যার সঙ্গে সাক্ষাতে এসেছেন কেন তিনি তার সঙ্গে কথা বলছেন না। নেখ্লিউদভ রুমালে নাক ঝেড়ে, শরীরটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে, বিচলিত ভাবটা যথাসম্ভব দমন করে, শান্ত কণ্ঠে বলল:

'তারের জালের মধ্যে দিয়ে কথাবার্তা চালানো ভারি অসুবিধা, কিছু শোনা যায় না।'

ইন্স্পেক্টর মুহূর্তেক সময় নিলেন কথাটা বিবেচনার জন্য। তারপর বললেন:

'তাই যদি হয় ওকে খানিকক্ষণের জন্য এখানে বার করে নিয়ে আসা যেতে পারে।'

কারারক্ষিণীকে ডেকে বললেন:

'মারিয়া কার্‌লভ্‌না, মাস্‌লভাকে বের করে এখানে নিয়ে আসুন।'

মিনিটখানেক পরে পাশের একটা দরজা দিয়ে মাস্‌লভা বেরিয়ে এল। মৃদু পদক্ষেপে নেখ্‌লিউদভের ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল, আড়চোখ তাকাল তার দিকে। দু'দিন আগে ওর কোঁকড়া চুল যেমন ভাবে কপালের ওপর বিন্যস্ত করা ছিল, আজও ঠিক তেমনি ভাবে বিন্যাস করা। ওর মুখে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকট, চোখমুখ কেমন যেন ফোলা ফোলা ফেকাসে, তবু সে মুখ আকর্ষণীয়, সম্পূর্ণ প্রশান্ত; কেবল ফুলো ফুলো চোখের পাতার আড়াল থেকে বিশেষ করে ঝলক দিচ্ছিল তার লক্ষ্মীটেরা কালো চকচকে চোখদুটি।

'এখানে কথা বলতে পারেন।'

এই বলে ইন্‌স্পেক্টর সরে গেলেন। দেওয়ালের ধারে একটা বেঞ্চের দিকে নেখ্‌লিউদভ এগিয়ে গেল। মাস্‌লভা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একবার অপাঙ্গে ইন্‌স্পেক্টরের দিকে তাকাল, তারপর একটু আশ্চর্য হবার ভঙ্গীতে কাঁধটা ঝাঁকিয়ে নেখ্‌লিউদভের পিছু পিছু গিয়ে ঘাগরাটা পায়ের চারদিকে ভালো করে গুছিয়ে ওর পাশে বসে পড়ল।

নেখ্‌লিউদভ শুরু করল:

'আমি জানি আমায় মার্জনা করা আপনার পক্ষে খুবই শক্ত।'

এতটুকু বলতেই চোখের জলে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। একটুখানি থেমে বলে চলল:

'কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে যদিও তা আমার পক্ষে সংশোধন করা অসম্ভব, এখন আমি আমার যথাসাধ্য করতে চাই আপনার জন্য। বলুন আমি...'

নেখ্‌লিউদভের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে, সোজা ওর দিকে না তাকিয়ে অথচ সম্পূর্ণ ওর দিক থেকে তার লক্ষ্মীটেরা চোখ না ফিরিয়ে নিয়ে মাস্‌লভা প্রশ্ন তুলল:

'আমার খোঁজ পেলেন কী করে?'

মাস্‌লভার মুখের ভঙ্গী এখন বদলে গেছে, বিশ্রী দেখাচ্ছে তার মুখটা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে নেখ্‌লিউদভ মনে মনে বলল:

'হা ভগবান! আমার সহায় হও। শিক্ষা দাও আমার কী করা কর্তব্য।'

মাস্‌লভার প্রশ্নের জবাবে বলল:

'পরশু আপনার মামলায় আমি ছিলাম জুরিদের একজন। আপনি আমায় চিনতে পারেন নি?'

মাস্‌লভা বলল:

'না, চিনতে পারি নি। চেনাজানার সময় ছিল কোথায়? আমি তাকিয়েও দেখি নি।'

'একটি সন্তান হয়েছিল -- নয় কী?'

প্রশ্নটা করতে নেখ্‌লিউদভ অনুভব করল তার মুখচোখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। প্রশ্নের মুখেই বিরক্তির সুরে মাস্‌লভার কাটা কাটা জবাব এল, নেখ্‌লিউদভের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল:

'ভাগ্যিস, সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল।'

'সে কী? কী করে?'

চোখ না তুলেই মাস্‌লভা বলল:

'আমি নিজেই তখন অসুস্থ ছিলাম প্রায় মরোমরো।'

'পিসিরা কী করে আপনাকে ছেড়ে দিলেন?'

'ছেলেপুলে আছে এমন ঝিকে কোন মুনিব বাড়িতে পুষতে চায়? পেটে সন্তান এসেছে বুঝতে পারামাত্র তাঁরা আমায় বের করে দিলেন। কিন্তু এসব কথা বলে কী লাভ? আমি কোনো কিছু মনে রাখতে চাই না। সে-সবকিছু চুকে বুকে গেছে।'

'না, চুকে বুকে যায় নি। এভাবে এটা ফেলে রাখতে পারি না। আমি এখন অন্তত আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

'প্রায়শ্চিত্ত করার কী আছে? যা হয়ে গেছে — সে তো অতীতের কথা।'

এই কথা বলে মাস্‌লভা নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে হাসল যে নেখ্‌লিউদভের সে-হাসি ভালো লাগল না। হাসিটা করুণ অথচ কেমন যেন লাস্যময়।

মাস্‌লভা বিন্দুমাত্র আশা করে নি আবার কখনো ওর সঙ্গে দেখা হবে— বিশেষত এই রকম জায়গায় এই সময়ে। তাই ওর আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্তে সে আশ্চর্য হয়ে যায়, যে-সব কথা ও কখনও মনেও আনত না নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, এখন সেগুলি ওর মনে পড়ল। প্রথমে একটু যেন তালগোল পাকিয়ে এল ওর প্রথম প্রেমের স্মৃতি — আবেগ ও অনুভূতির সে কী এক আশ্চর্য জগতের দরজা খুলে দিয়েছিল মনোহরণ সেই তরুণ — ওকে যে ভালোবাসত এবং যাকে ও নিজে

ভালোবাসত! পরমুহূর্তেই মনে পড়ল ওর সেই তরুণ প্রেমিকের অদ্ভুত অকারণ নিষ্ঠুরতার কথা, কেমন করে হঠাৎ ঘুচে গেল স্বপ্নের মোহ এবং একের পর এক এল নানা লাঞ্ছনা গঞ্জনা আঘাত ও অপমান। ওর মনের ভেতরটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে ওঠার মতো শক্তি ওর না থাকায় এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যা করে থাকে তা-ই করল: অতীতের স্মৃতিকে মন থেকে দূর করে দিল, বর্তমান কলুষিত জীবনের কুয়াশায় তাকে ঢেকে দিল। প্রথম চিনতে পারার মুহূর্তে ওর পাশে বসা লোকটির মধ্যে ও দেখেছিল সেই কিশোরকে যাকে সে কোন এক সময় ভালোবেসেছিল। কিন্তু পরে যখন দেখল অতীতের স্মৃতি বড় বেদনাদায়ক, তখন তাকে আর সেই কিশোরের সঙ্গে এক করে দেখতে ওর মন চাইল না। এখন এই সুবেশ, সুবিনাস্ত ও সুবাসিত শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি আর সেই নেখ্‌লিউদভ নয়, যাকে ও ভালোবেসেছিল, এ হল সেই সব লোকদেরই একজন যারা ওর মতো মেয়েমানুষদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকে এবং যাদের কাছ থেকে ওর মতো মেয়েমানুষেরা বিনিময়ে মোটা মুনাফা আদায় করে থাকে। এই কারণেই নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে সে লাস্যময়ী হাসি হাসল। ওর দিকে নীরবে তাকিয়ে সে মনে মনে হিসাব করতে লাগল কী করে ওকে কাজে লাগানো যায়। মাস্‌লভা বলল:

'ও সব কবে চুকে বুকে শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী।'

শেষের এই ভয়ঙ্কর কথাগুলো বলতে গিয়ে ওর ঠোঁটদুটি কেঁপে উঠল।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আমি জানতাম, নিশ্চিত জানতাম আপনার কোন অপরাধ নেই।'

'অপরাধ নেই তো বটেই। আমি কি চোর না ডাকাত? সবাই বলছে সব কিছু নির্ভর করে উকিলের ওপর। একটা আবেদন-পত্র না কি দাখিল করতে হবে। ওরা বলছে সে অনেক টাকা খরচের ব্যাপার।'

'নিশ্চয়, একজন ভালো উকিল ধরতে হবে। আমি ইতিমধ্যেই সেইরকম একজনের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি।'

'টাকার মায়া করলে চলবে না, সত্যিকার ভালো একজন উকিল ধরা দরকার।' সে বলল।

'আমি যথাসাধ্য করব।'

তারপরে দ্'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। মাস্‌লভা আবার সেই হাসি হেসে হঠাৎ বলে উঠল:

'আপনাকে একটা কথা বলবার ছিল... কিছু টাকা দেওয়া যদি সম্ভব হয়... বেশি কিছু নয়... এই ধরুন দশ রুবলের মতো।'

নেখ্‌লিউদভ একটু হকচকিয়ে ওর মনিব্যাগ হাতড়ে বলল:

'নিশ্চয়-নিশ্চয়।'

ইন্‌স্পেক্টর তখনো কামরার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন, চকিতে তাঁর দিকে একটু চোখ রেখে মাসলভা বলল:

'ওঁর সামনে দিতে যাবেন না, উনি কিন্তু নিয়ে নেবেন।'

ইন্‌স্পেক্টর পিছন ফিরতেই নেখ্‌লিউদভ মনিব্যাগটা পকেট থেকে বের করল। কিন্তু দশরুবলের নোট ওর হাতে যখন দিতে যাবে, ইন্‌স্পেক্টর তাদের দিকে মুখোমুখি হয়ে পড়াতে নোটটা ও মুড়ে নিল হাতের মুঠোয়।

নেখ্‌লিউদভ দেখতে লাগল একদা যে-মুখখানি সরলতায় সুন্দর ছিল আজ তা বিকৃত ও স্ফীত, একটা বিশ্রী রকম উজ্জ্বলো জ্বলজ্বলে তার টেরা কালো চোখ দিয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে একবার দেখছে ইন্‌স্পেক্টরের গতিবিধি একবার দেখছে নেখ্‌লিউদভের হাতের মুঠোয় মোড়া সেই দশরুবলের নোট। নেখ্‌লিউদভ ভাবল:

'এ-স্ত্রীলোকটি তো মরে গেছে দেখছি!'

তার মধ্যে মুহূর্তের জন্য ইতস্তত ভাব দেখা দিল। গতকাল রাত্রেও মনের ভেতরকার যে প্রলোভনকারী কথা বলেছিল, নানা মন্ত্রণা দিয়েছিল, আবার যেন সে সবাক্ হয়ে উঠল। বরাবরের মতো এবারেও সেই প্রলোভনকারী কোন্ পথ ওর পক্ষে শ্রেয় হবে এই প্রশ্ন ওর মাথা থেকে বার করে দিয়ে ওর কার্যকলাপের ফল কী হতে পারে, কোন্‌টা কার্যকরী হবে, সেই প্রশ্ন জাগিয়ে তুলতে চাইছে ওর মাথার ভেতরে। সেই কণ্ঠস্বর ওর কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল:

'এই স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে আর কিছু করার নেই তোমার। এ মেয়ে তোমার গলায় পাথরের মতো ঝুলে থাকবে, তোমাকে ডুবিয়ে মারবে, অন্য লোকের জন্য ভালো কিছু তোমাকে করতে দেবে না। তোমার ওই মনিব্যাগটিতে যা-কিছু আছে ঝেড়েঝুড়ে ওকে দিয়ে দাও, তারপর সরে পড়ো, চিরকালের জন্য চুকিয়ে দাও এ পালা।'

ক্ষণিকের জন্য একথা যে নেখ্‌লিউদভের মনে হল না এমন নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করল এখন, এই মুহূর্তে তার নিজের মনের

ভেতরে পরম গুরুত্বপূর্ণ কী যেন একটা ঘটতে চলেছে, তার অন্তর্লোক যেন এখন আছে একটা দোদুল্যমান তুলাদণ্ডের ওপর। সামান্য চাপে যখন তখন যে-কোন দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে সেই তুলাদণ্ড। গত কাল যে ঈশ্বর ওর চিত্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন নেখ্‌লিউদভ সর্বশক্তিতে তাঁকে ডাকল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন, নেখ্‌লিউদভ এখন স্থির করল ওকে যা-কিছু বলবার বলবে। ও বলল:

'কাতিউশা, তোমার কাছে এসেছি তোমার মার্জনা চাইতে। কিন্তু, তুমি তো বললে না আমায় তুমি মাপ করেছ কি না। পারবে কি তুমি কোনো দিন আমায় মার্জনা করতে?' এবারে হঠাৎই নেখ্‌লিউদভ 'তুমি' সম্বোধনে চলে এল।

কিন্তু ওর কথা মাস্‌লভা শুনছিল না, কখনো তাকাচ্ছিল নেখ্‌লিউদভের হাতের মুঠোর দিকে কখনো ইন্‌স্পেক্টরের দিকে। যেই না ইন্‌স্পেক্টর ঘুরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে নোটখানা ছোঁ মেরে নিয়ে কোমরের বেল্‌ট-এ লুকিয়ে ফেলল।

নেখ্‌লিউদভের মনে হল ওর প্রশ্নের জবাবে কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সে বলল:

'এ তো আপনি একটা অদ্ভুত কথা বলছেন।'

নেখ্‌লিউদভ বুঝতে পারল ওর হৃদয়ে নেখ্‌লিউদভের প্রতি সরাসরি এমন একটা বিরূপ ভাব আছে যা ও এখন যেমন আছে সেই অবস্থায়ই থাকার জন্য ওকে সায় দিচ্ছে, নেখ্‌লিউদভকে ওর হৃদয়ের সান্নিধ্যে পৌঁছতে বাধা দান করছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এ-বিরূপতা নেখ্‌লিউদভকে প্রতিহত করা দূরের কথা, কোনো একটা অদৃশ্য অভিনব শক্তির বলে তাকে যেন ওর আরো কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নেখ্‌লিউদভ বুঝতে পারছে তাকে ওর সুপ্ত হৃদয় জাগাতে হবে, সে-কাজটা খুবই দুরূহ হবে কিন্তু দুরূহ হবে বলেই কাজটা তার কাছে আকর্ষণীয়ও মনে হল। এখন ওর প্রতি নেখ্‌লিউদভের মনের ভাব এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে আর কারো প্রতি, এমন কি ওর প্রতিও এমন অনুভূতি ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি। এ অনুভূতি নৈর্ব্যক্তিক -- ওর কাছ থেকে নেখ্‌লিউদভ কিছু প্রাপ্তির আশা করে না, শুধু চায় এখন ও যেমন অবস্থায় আছে তা থেকে যেন বেরিয়ে আসতে পারে, যেন ওর সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হতে পারে, যেন আগে যেমন ছিল তেমনি হতে পারে। নেখ্‌লিউদভ বলল:

'কাতিউশা, অমন কথা কেন বলছো? আমি তো তোমায় চিনি, আমার তো মনে আছে তখনকার, পানোভো-র সেই তোমাকে।'

শুকনো গলায় ও বলল:

'ফেলে আসা দিনের কথা ভেবে কী লাভ?'

'কেন মনে করছি, জানো কাতিউশা? ভুল শোধরাতে চাই বলে, আমার দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই বলে।'

নেখ্লিউদভ প্রায় বলে ফেলেছিল যে ওকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু মনের কথা মনেই রয়ে গেল, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে নেখ্লিউদভ ভয়ংকর, স্থূল, ঘৃণা উদ্রেককারী এমন একটা কিছু দেখতে পেল যে তার পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব হল না।

ঠিক সেই সময়ে ভিজিটরেরা সব বেরুতে শুরু করেছে। ইন্‌স্পেক্টর নেখ্লিউদভের কাছে এসে বললেন সাক্ষাতকারের সময় উত্তরে গেছে। মাস্‌লভা নম্র ভাবে উঠে দাঁড়াল, অপেক্ষা করে আছে কখন ওকে চলে যেতে বলা হবে।

'বিদায়, এখনো অনেক কথা আপনাকে বলবার আছে আমার, কিন্তু দেখছেনই তো, এখন বলা আর সম্ভবপর হবে না।'

এই কথা বলে নেখ্লিউদভ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'আবার আমি আসব।'

'আমার তো মনে হয় সব কথাই বলা হয়ে গেছে।'

এই কথা বলে ও নেখ্লিউদভের প্রসারিত হাতে আলগোছে নিজের হাতটা ছোঁয়াল মাত্র।

'না, আবার চেষ্টা করব আপনার সঙ্গে এমন কোনো জায়গায় দেখা করতে, যেখানে ভালো করে কথা বলা যায়। তখন আপনাকে বলব কী আমি বলতে চাই — সে-কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'আচ্ছা, তা যদি হয় আসবেন আবার।'

এই বলে ও যে হাসি হাসল সে হাসি হল ওর 'বাবুদের' খুশি করার হাসি।

নেখ্লিউদভ বলল:

'আপনি আমার কাছে আমার আপন বোনের চেয়েও কাছের মানুষ!'

উত্তরে ও আবার মাথা নাড়িয়ে বলল:

'অদ্ভুত কথা!'

অতঃপর চলে গেল তারের জালের পিছন দিকে।

প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় নেখ্‌লিউদভ ভেবেছিল কাতিউশা যদি দেখে যে ও গভীর ভাবে ওর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত এবং একান্ত ভাবে চায় ওর কাজে লাগতে, তা হলে হয়তো কাতিউশা খুশি হবে, তার মন গলবে এবং কাতিউশা হয়তো আবার সেই আগেকার কাতিউশার সত্তায় ফিরে যাবে। এখন সভয়ে উপলব্ধি করল যে কাতিউশা আর নেই, তার স্থান নিয়েছে মাস্‌লভা। এই পরিবর্তন দেখে সে বিস্মিত ও আতঙ্কিত হল।

সব চাইতে অবাক হল এই দেখে যে নিজের অবস্থার জন্য — জেল-কয়েদী হবার জন্য মাস্‌লভার মনে কিঞ্চিৎ সংকোচ থাকলেও, গণিকাবৃত্তি নিয়ে ওর মনে বিন্দুমাত্র লজ্জাশরম নেই, বরঞ্চ ও তার এই বৃত্তি নিয়ে যেন তৃপ্ত — এমন কি অনেকটা গর্বিতও। কিন্তু এই রকমটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। প্রত্যেকে আমরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে যদি কাজ করে যেতে চাই তা হলে নিজ নিজ বৃত্তি পেশা বা কাজকে গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম বলে মেনে নিতে হবে। তাই মানুষ যে-কোনো পদেই প্রতিষ্ঠিত থাক না কেন, অপর সাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তার ধারণার ভিত্তি হল এই যে তার নিজের বৃত্তি, পেশা বা কাজ গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম।

সচরাচর আমরা কল্পনা করে থাকি চোরডাকাত, খুনী বদমায়েশ, স্পাই কিংবা বেশ্যা প্রভৃতি জানে যে তাদের বৃত্তি অপরাধমূলক এবং সে জন্য তারা মনে মনে গ্লানি অনুভব করে থাকে। আসলে কিন্তু এর উলটোটাই সত্য। অদৃষ্টের ফেরে এবং পাপের ভুলে মানুষ যে-কোনো অবস্থাতেই উপনীত হোক না কেন এবং তার সেই অবস্থার মধ্যে যত গলদই থাক না কেন, সে তার জীবনদর্শনকে এমন ভাবে তার বৃত্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় যা থেকে সে তার বৃত্তি উত্তম ও সম্মানজনক বলে মেনে নিতে পারে। নিজেদের এই জীবনদর্শনে স্থির থাকার জন্য সহজাত প্রবৃত্তির বশে এরা সেই সব গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে বিচরণ করে থাকে, যাদের জীবনদর্শন অনুরূপ এবং নিজ নিজ বৃত্তিতে যাদের আস্থা প্রবল। যে-চোর চুরিবিদ্যায় পারঙ্গম, যে-গণিকা রতিক্রিয়ায় পারদর্শিনী, যে-খুনি নিষ্ঠুরতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী — তারা যখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজেদের উৎকর্ষ নিয়ে বড়াই করে, আমরা আশ্চর্য হই। আশ্চর্য হই এইজন্য যে এরা যে-সব গোষ্ঠীতে, যে-রকম পরিবেশে বিচরণ করে থাকে তা সীমাবদ্ধ, আর বড় কথা আমরা সে-সব চক্রের বহির্ভূত। কিন্তু ধনাঢ্য যখন ধনের অর্থাৎ পরস্ব

অপহরণের গর্ব করে, সেনাপতি যখন যুদ্ধবিজয় অর্থাৎ প্রাণহরণ নিয়ে গৌরব বোধ করে, উচ্চপদস্থেরা যখন তাদের ক্ষমতা অর্থাৎ পরপীড়ন নিয়ে দম্ভ করেন -- তখন কি আমরা একই ব্যাপার লক্ষ্য করি না? এই সব লোকের জীবনদর্শনের বিকৃতি আমাদের নজরে পড়ে না কেবল এই কারণে যে এরা যে-সব গোষ্ঠীতে বিচরণ করে থাকে তাদের পরিধি বিরাট এবং আমরা নিজেরাও তার অন্তর্ভুক্ত।

এই ভাবেই মাস্‌লভা তার জীবনদর্শন এবং সেই জীবনে তার নিজের স্থান নির্ধারিত করে নিয়েছে। সে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত গণিকা হতে পারে, কিন্তু তার জীবনের ধারণা এমন যে সে বর্তমানে যে-স্থান অধিকার করে আছে তা নিয়ে সে কেবল তৃপ্ত নয় — গর্বিতও।

মাস্‌লভার বদ্ধমূল ধারণা এই যে যুবাবৃদ্ধ, স্কুলপড়ুয়াছাত্র, সেনাপতি, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল পুরুষের পরম কল্যাণ হল মোহিনী রমণীদের সঙ্গে যৌন মিলনে; অন্যান্য নানা কাজে ব্যস্তব্যাপৃত থাকার ভান করলেও বাস্তবপক্ষে রমণসুখ ছাড়া আর কিছু তারা চায় না। যে-হেতু সে নিজে মোহিনী ও সুন্দরী এবং পুরুষের যৌন-লিপ্সা চরিতার্থ করা বা না করা তার ক্ষমতাধীন, সেই হেতু সে সমাজের একজন বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। তার অতীত ও বর্তমান জীবনের সকল ঘটনা তার এই দৃষ্টিভঙ্গীর সত্যতা প্রমাণ করছে।

তার জীবনের গত দশটা বছরে যেখানে যে-অবস্থাতেই সে থেকেছে, মাস্‌লভা লক্ষ্য করেছে নেখ্‌লিউদভ ও সেই বৃদ্ধ পুলিশ অফিসার থেকে শুরু করে এই জেলখানার সতর্ক কারারক্ষী পর্যন্ত সকল পুরুষ তার প্রয়োজন অনুভব করেছে -- অবশ্য যারা ওকে না চেয়েছে তাদের প্রতি তাকিয়েও দেখে নি। সুতরাং ওর মনে হয়েছে গোটা পৃথিবীটা যেন কতকগুলি কামার্ত পুরুষের সমষ্টি এবং এই সব পুরুষেরা চতুর্দিক থেকে তাকে চোখে চোখে রাখছে, যেন তেন প্রকারেণ -- প্রতারণা করে, বলপ্রয়োগ করে, শুল্ক ধরে দিয়ে কিংবা স্রেফ বুদ্ধি কৌশলে ওকে আত্মসাৎ করার অপেক্ষায় আছে।

এই হল মাস্‌লভার জীবনদর্শন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখতে গিয়ে ওর মনে হয়েছে ও কোনো নিকৃষ্ট জীব তো নয়ই, উলটে একজন খুবই বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। ওর এই ধারণাটা ওর প্রাণের জিনিস -- এটাকেই ও এতদিন সর্বাধিক মূল্য দিয়ে এসেছে, না দিয়ে উপায় কী -- এ-ধারণা ও যদি হারিয়ে ফেলে তা হলে ও যে নিজের

বিশিষ্টতাও খুইয়ে ফেলবে। এই যে নিজের জীবনের একটা মানে সে খুঁজে পেয়েছে, সেটা যাতে হারিয়ে না যায় সেই কারণে ওর সহজাত প্রবৃত্তি ওকে শেখায় এমন কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গ করতে যাদের জীবনধারণা ওরই মতন। নেখ্লিউদভ ওকে অন্য এক জগতে নিয়ে যেতে চায় — এটা উপলব্ধি করতে পেরে ও তার বিরোধিতা করে; ও আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে-জগতের দিকে নেখ্লিউদভ তাকে টানছে সেখানে সে হারাবে নিজের জীবনের এই স্থান — আত্মনির্ভরতা ও আত্মসম্মানের আশ্রয়। এই কারণেই তো মাস্লভা জোর করে ওর মন থেকে নিজের বালিকাবয়সের কথা ও নেখ্লিউদভের সঙ্গে প্রথম প্রেমের স্মৃতিটুকু সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে চায়। এই সব পুরাতন দিনের স্মৃতির সঙ্গে ওর আজকের দিনের ধারণার কোনো মিল নেই, তাই এই সব স্মৃতি ও মন থেকে হয় একেবারে মুছে ফেলতে চায় কিংবা খুব সম্ভব ওর অন্তরের অন্তস্তলে কোথাও কবরস্থ করে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রাখতে চায়, রাখতে চায় এমন ভাবে আস্তরণ দিয়ে এ'টে, যেমন ভাবে মোমের পোকার বাসার ওপর মৌমাছিরা আস্তরণ দেয়, কেননা তা না করলে ঐ মোমের পোকারা মৌচাকে প্রবেশ করে মৌমাছিদের পরিশ্রমের সঞ্চয় নষ্ট করে দেবে। সুতরাং আজকের দিনের নেখ্লিউদভ তার কাছে আর সেই ব্যক্তি নয়, যার প্রতি কোন এক কালে তার বিশুদ্ধ প্রেম ছিল। আজ তিনি জনৈক সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মাত্র, যিনি মাসলভার কাজে লাগতে পারেন এবং মাস্লভারও উচিত তাঁকে কাজে লাগানো; তাঁর সঙ্গে মাস্লভার একমাত্র এমন সম্পর্কই হতে পারে যা সচরাচর সমস্ত পুরুষের সঙ্গে তার হয়ে থাকে।

অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে বহির্গমনের পথ ধরে চলবার সময় নেখ্লিউদভ মনে মনে ভাবতে লাগল:

'নাঃ, ওকে আমার সব চেয়ে বড়ো কথাটাই তো বলা হয় নি। আমি তো বলি নি ওকে আমি বিয়ে করব। পারি নি, তবে বলব।'

ভিতরের গেট্ থেকে বেরোবার সময় দু'জন কারারক্ষী প্রত্যেক ভিজিটরের পিঠে হাত দিয়ে গুনে গুনে তবে বের হতে দিল — যাতে বাড়তি কেউ না যায়, বাড়তি কেউ না থাকে। এবার যখন নেখ্লিউদভের পিঠে থাবড়া মারল, নেখ্লিউদভ লক্ষ্যও করল না, বিরক্ত হওয়া তো দূরের কথা।

নেখ্‌লিউদভের ইচ্ছা ছিল সে তার বহিজীবনের সমস্ত ধারাটুকু পালটায়, চাকরবাকর বিদায় করে, মায়ের প্রকাণ্ড বসতবাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেয় এবং নিজে কোনো হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না ওকে বুঝিয়ে দিল শীত পড়বার আগে এসব অদলবদল করার কোনো মানে হবে না। গ্রীষ্মকালে কেউ শহরের বসতবাড়ি ভাড়া নিতে চাইবে না। তা ছাড়া একটা কোথাও তো ওকে থাকতে হবে, জিনিসপত্র রাখতেও হবে। সুতরাং নিজের বহিজীবন পরিবর্তনের ব্যাপারে (সে স্রেফ ছাত্রদের মতন থাকতে চেয়েছিল) নেখ্‌লিউদভ যা ভেবেছিল সে আর হয়ে উঠল না। বাড়ির সব কিছু চলতে লাগল আগের মতন, বরঞ্চ হঠাৎ যেন চাকরদের তৎপরতা বেশ একটু বৃদ্ধি পেল। দারোয়ান, ছোকরাচাকর, রাঁধুনি এমন কি স্বয়ং কর্‌নেই উঠে পড়ে লাগল পশমে ও লোমে তৈরি তাবৎ বস্তু রোদে দিয়ে ঝাড়াঝাড়ি করতে। লোমে তৈরি কত কী জিনিস, অনেক কিছু কেউ কখনো ব্যবহারও করে নি, মিলিটারী উর্দিই বা কত রকম -- সব কিছু সিন্দুক থেকে বের করে সারে সারে টাঙিয়ে দেওয়া হল দড়িতে। তারপর বের করা হল আসবাবপত্র ও হরেক সাইজের কার্পেট। দারোয়ান ও ছোকরাচাকরটি তাদের পেশীবহুল হাতের আস্তিন গুটিয়ে কার্পেটগুলো সমান তালে ঝাড়তে লেগে গেল। সারা বাড়িময় ন্যাপ্‌থালিনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

উঠোনের ওপর দিয়ে আসতে যেতে কিংবা ঘরের জানলা দিয়ে নেখ্‌লিউদভ এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে তো অবাক — কী পরিমাণ উপকরণ! সবই নিঃসন্দেহে অপ্রয়োজনীয়! নেখ্‌লিউদভের মনে হল এই সব বস্তুসামগ্রীর একটি মাত্র উপযোগিতা: আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না, কর্‌নেই, দারোয়ান, ছোকরাচাকর আর রাঁধুনি এদের সকলের কায়িক পরিশ্রমের, তথা ব্যায়ামের সুযোগ করে দেয়া।

নেখ্‌লিউদভ ভাবতে লাগল:

'মাস্‌লভার মামলাটার নিষ্পত্তি না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এখুনি আমার জীবনযাত্রার ধরণ পালটিয়ে কোনো লাভ নেই। হাঙ্গামও তো কম হবে না। ও যদি ছাড়া পায় কিংবা নির্বাসিত হয় আমি ওর সঙ্গ ধরি, তবে তো অদলবদল যা হবার সে আপনা থেকেই হবে।'

উকিল ফানারিন যে দিনটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন সেই দিন নেখ্‌লিউদভ গাড়ি চেপে চলে গেল তাঁর বাড়ি। উকিলের নিজের বাড়ি —

বিরাট অট্টালিকা, গ্রীন হাউস, বিশাল বিশাল গাছগাছড়া দিয়ে সাজানো, জানলায় দরজায় মূল্যবান ও বাহারে পরদা ঝুলছে। কায়িক শ্রম না করেও প্রচুর অর্থবিত্ত উপার্জন করে যারা হঠাৎ-নবাব বনে যান, তাদের লোক-দেখানো বড়লোকির সকল রকম পরিচয় পাওয়া যায় এ বাড়ির গৃহসজ্জা ও বিলাস সামগ্রীর মধ্যে। যেমন ডাক্তারদের বাড়িতে সচরাচর দেখা যায় তেমনি ফানারিনের ওয়েটিং রুমেও দেখা গেল একাধিক বিষন্নবদন মানুষ ইতস্তত বিন্যস্ত টেবিলের চার দিকে বসে আছে, প্রত্যেকটি টেবিলে রক্ষিত আছে অনেক সচিত্র পত্রপত্রিকা — মক্কেলদের চিত্তবিনোদনের জন্য। এরা সবাই বসে আছে কখন কার ডাক আসে সেই অপেক্ষায়। উকিলের মুহুরী ওয়েটিং রুমের এক প্রান্তে বসে আছে একটা উঁচু ডেস্কের সামনে। নেখ্‌লিউদভকে চিনতে পেরে মুহুরী তার সামনে এসে বলল সে এখুনি গিয়ে উকিলবাবুকে জানাবে। মুহুরী খাসকামরার দরজায় গিয়ে পেঁছিবার আগেই দরজাটা খুলে গেল, শুনতে পাওয়া গেল দু'জনে কী-একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ চেঁচিয়ে গল্প করছে — তাদের মধ্যে একজন ফানারিন স্বয়ং এবং অন্যজন আনকোরা নতুন কাপড়চোপড় পরা একজন গাঁট্টাগোঁট্টা শক্ত সমর্থ আধ-বয়সী সওদাগর -- লাল মুখে মোটা এক জোড়া গোঁপ। খোলা দরজার সামনে দু'জনের মুখের ভাব দেখে মনে হল এরা সদ্য সদ্য এমন কোনো চুক্তি সম্পাদন করেছে যা বেশ লাভজনক, তবে খুব একটা ভালো কাজ নয়।

ফানারিন হেসে বলল:

'আপনি যা-ই বলুন, দোষটা কিন্তু আপনারই।'

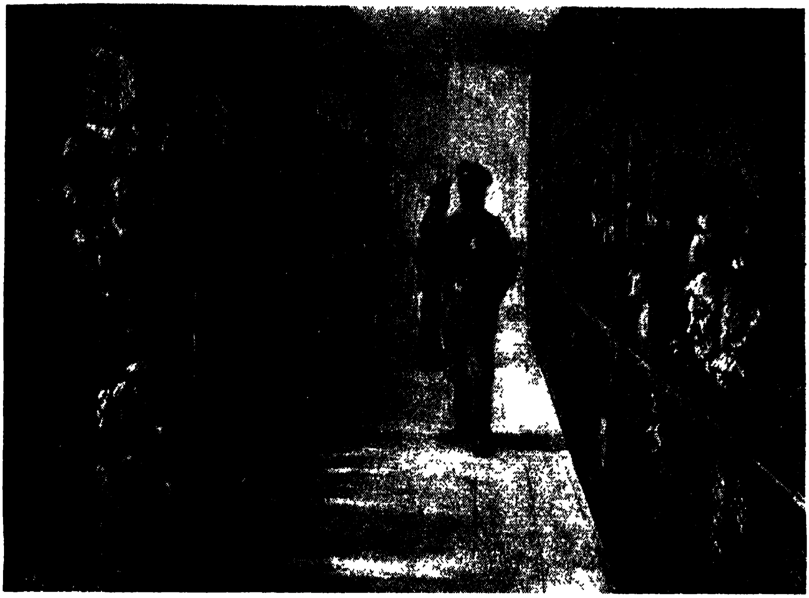
'সগ্‌গে যেতে পারলে তো বেড়ে হত, কিন্তু ঐ দুষের জন্যিই তো যাওয়া হচ্ছে নি।'

'হেঁ-হেঁ-হেঁ, সে তো সকলের জানা কথা।'

দু'জনের হাসি-ই কেমন যেন কৃত্রিম শোনাল।

'ও, প্রিন্স্ নেখ্‌লিউদভ! আসুন, আসুন।' আর একবার সওদাগরের উদ্দেশে শির সঞ্চালন করে ফানারিন নেখ্‌লিউদভকে আপ্যায়ন করে নিজের খাসকামরায় নিয়ে গিয়ে বসাল। এই কামরাটা আসবাবপত্রের বাহুল্যবর্জিত — একটা যথাযথ কাজের ঘর।

সদ্য সম্পাদিত চুক্তির সাফল্যে নিজের সন্তোষসূচক হাসিটি দমন করার চেষ্টা করতে করতে নেখ্‌লিউদভের মুখোমুখি বসে পড়ে ফানারিন তাকে বলল:



কয়েদীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

'ইচ্ছে করলে ধূমপান করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, আমি এসেছি মাস্‌লভার সেই মামলার ব্যাপারে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, এখুনি।'

এই বলে ফানারিন সদাগরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলল:

'এই সব মোটাসোটা টাকার কুমিরগুলো কী ধড়িবাজই না হতে পারে! ঐ লোকটাকে দেখলেন তো? — কম করেও এক কোটি বিশ লাখ রুবলের মালিক, কিন্তু ও যদি দেখে আপনার কাছ থেকে পঁচিশ রুবল ঝাড়া যায় তা হলে কেউ ওকে ঠেকাতে পারবে না। তেমন যদি হয়, দাঁতের কামড়ে টাকাটা বের করে নেবে। এদিকে ভালো করে কথা বলতেও জানে না, 'সগ্‌গে' 'দুখ' 'হচ্ছে নি' -- এই ত কথার ছিরি।'

নেখ্‌লিউদভ মনে মনে ভাবল:

'ও-লোকটা না হয় 'সগ্‌গে' 'দুখ' 'হচ্ছে নি' বলে কিন্তু তুমিই বা 'ঝাড়া' 'ছিরি' — এসব কথা বলো কেন?'

এই গায়ে-পড়া লোকটা যে ভাবে কথা বলে প্রমাণ করতে চায় যে 'প্রিন্স্‌' এবং ফানারিন একই গোত্রের মানুষ, ওরা দুজন ওর অন্য মক্কেলদের মতো 'সাধারণ মানুষ' নয়, তাতে নেখ্‌লিউদভ তার প্রতি একটা অপরিসীম বিরূপতাই অনুভব করল। ফানারিন বলে চলল:

'আমাকে কী যন্ত্রণাটাই না দিয়েছে! হতভাগা লোকটা। ইচ্ছে হল আপনাকে একটু বলে মনটা হাল্‌কা করি।'

উকিল এ-কথাটা বলল যেন নিজের সাফাই দেবার জন্য।

'হ্যাঁ, এবার তাহলে আপনার সেই মামলার ব্যাপারটা। দেখুন, নথীপত্র আমি সবই বেশ মন দিয়ে পড়েছি। তুর্গেনেভ-এর ভাষায় বলতে পারি 'সারমর্মটা অনুমোদনযোগ্য বলে বিবেচনা করি না'*। উকিল ছোকরা এমনি কাঁচা যে একটা আপীল করার মতো কোনো সংগত কারণটুকুও রাখে নি।'

'তা হলে এখন উপায়?'

ইতিমধ্যে মুহুরী এসে প্রবেশ করাতে ফানারিন বলল:

'কিছু মনে করবেন না, এক মিনিট। ...তাকে বলে দাও আমার কথার নড়চড় হয় না। যদি পারে তো ভালো, আর যদি না পারে তো দরকার নেই।'

'কিন্তু সে যে মানছে না।'

'বেশ তো, তা হলে দরকার নেই।'

ফানারিনের হাসিখুশি প্রশান্ত মুখখানা মুহূর্তের মধ্যে চাপা রাগে

গোমড়া হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রফুল্ল ভাবটুকু ফিরিয়ে এনে বলল:

'দেখছেন তো... এদিকে লোকে বলে উকিলেরা না কি মুফতে ফী গোনে! একজন দেউলিয়া দেনাদারকে সম্পূর্ণ মিথ্যা সাজানো মামলা থেকে খালাস করেছি বলে এখন ওরা সবাই আসতে শুরু করেছে আমার কাছে। অথচ এরকম প্রতিটি মামলায় বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। খাটতেও হয় বেজায়, সেই কোন একজন লেখক যেমন বলেছেন 'মাংসখন্ড রেখে 'দই কালির দোয়াতে'...*) হ্যাঁ, তাহলে বুঝছেন তো... আপনার এই মামলা, অর্থাৎ যে-মামলায় আপনি আগ্রহী, সেটি ওই উকিল ছোকরা এমন জঘন্য ভাবে চালিয়েছে যে আপীল করার মতো একটাও ফাঁক রাখে নি। সে যাই হোক, তবু আমাদের যথাসাধ্য করতে হবে দন্ডাদেশটা বাতিল করার জন্য। এই শুনুন, বয়ানটা আমি কেমন লিখেছি...'

এই বলে ফানারিন টেবিল থেকে এক তাড়া ওর হাতের লেখা কাগজ নিয়ে তড়বড় করে পড়তে শুরু করে দিল, আইনের কচ্‌কচি কিছু কিছু বাদ দিয়ে এবং কোনো কোনো বাক্যে একটু বেশি জোর দিয়ে:

'আপীল আদালতের ফৌজদারী বিভাগ বরাবরেষু... আদালতের বিচার ও জুরিদের রায় মোতাবেক ইত্যাদি ইত্যাদি অমুক অমুক মাস্‌লভাকে সওদাগর স্মেল্‌কোভকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার অপরাধে অপরাধী স্থির করত: ফৌজদারী দন্ডবিধির ১৪৫৪ ধারা মতে এক্ষণে সশ্রম কারাদণ্ডে... ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এইখানে ফানারিন একটু থামল -- স্পষ্টতই বুঝতে পারা গেল যে বহুকাল আপীল প্রভৃতি মুসাবিদা করে থাকলেও নিজের রচনা নিজের গলায় শুনতে ওর এখনো ক্লান্তি নেই — বরঞ্চ খুব খুশি হয় ওর মুন্সিয়ানার তারিফ শুনলে। বেশ গম্ভীর ভাবে আবার পড়ে যেতে লাগল:

''বর্তমান আপীল দাখিল করিয়া আমরা এই কথাই প্রমাণ করিতে চাহি যে কতকগুলি বিচারের ভুলত্রুটি ও আইনের শর্তাদি লঙ্ঘনহেতু, এই প্রকার দন্ডাদেশ জারী করা হইয়াছে এবং উক্ত আদেশ প্রত্যাহারের সপক্ষে কতিপয় যুক্তি ও কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ স্মেল্‌কোভের অন্ত্রাদি-পরীক্ষার মেডিকেল রিপোর্ট পঠিত হইবার পূর্বেই প্রধান বিচারপতির বাধা-দান হেতু উক্ত রিপোর্ট আদালতে আইনতঃ উপস্থাপিত হয় নাই।' — এটা হল এক নম্বর।'

আশ্চর্য হয়ে নেখ্লিউদভ বলল:

'কিন্তু রিপোর্ট পড়ার দাবি তুলেছিল তো বাদী পক্ষ।'

'তাতে কিছু আসে যায় না, বিবাদীও তেমনি দাবী করতে পারত। রিপোর্ট পড়ার সপক্ষে তারও তো সংগত যুক্তি বা কারণ থাকতে পারত।'

'কিন্তু এর তো কোনো দরকারই ছিল না।'

'সে যাই হোক, ওটা আপীলের সপক্ষে যুক্তিবিশেষ। আচ্ছা, আচ্ছা, এর পর শুনুন: 'দ্বিতীয়তঃ, যখন মাস্লভার কৌঁসলী বিবাদী পক্ষের সাফাই দিবার সূত্রে মাস্লভার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য বিশদ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার ক্রম-অধঃপতনের কারণগুলি দর্শাইতে চাহিয়াছিলেন, প্রধান বিচারপতি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন কৌঁসলী যেন মূল বিষয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্য খাতে অবান্তর প্রসঙ্গ না উত্থাপন করেন। এই সূত্রে বিদিত থাকা উচিত সেনেট-এর সুচিন্তিত ও পুনরাবৃত্ত অভিমত হইল এই যে ফৌজদারী মামলায় আসামীর দায়দায়িত্ব নিরূপণে সহায়ক হইতে পারে বলিয়া, অপরাধীর চরিত্র-বিশ্লেষণ এবং সাধারণ ভাবে তাহার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করিয়া দেখা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।'

নেখ্লিউদভের দিকে তাকিয়ে ফানারিন বলল:

'এটা হল দুই নম্বর কারণ।'

নেখ্লিউদভ এতে আরো আশ্চর্য হয়ে বলল:

'কিন্তু লোকটা এত বাজে ভাবে ওর বক্তব্য পেশ করে যে কিছুই বোঝার উপায় ছিল না।'

ফানারিন হাসতে হাসতে বলল:

'ছোকরা-উকিলটা নিতান্তই আহাম্মক -- এর চেয়ে বোধগম্য আর কিছু তার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। যাই হোক না কেন, এটাও একটা যুক্তি। আচ্ছা, তারপর। 'তৃতীয়ত, প্রধান বিচারপতি জুরিদের নিকট মামলার সংক্ষিপ্তসার বিবৃত করিবার কালে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৮০১ ধারার ১ নম্বর উপধারা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন -- কারণ কোন্ কোন্ কারণে অপরাধ আইনত দণ্ডনীয় হইতে পারে, তিনি তাহা জুরিদের গোচরে আনেন নাই, তিনি বলেন নাই যে মাস্লভা কর্তৃক স্মেল্কোভকে বিষপ্রয়োগ স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও জুরিগণের অধিকার ছিল মাস্লভাকে খুনের দায়ে দায়ী না করা, যেহেতু ইচ্ছাপূর্বক স্মেল্কোভের প্রাণ হরণ করার অভিপ্রায় তাহার ছিল না, জুরিগণ তাহা হইলে রায় দিতে পারিতেন যে মাস্লভা কেবল

অসতকর্তার কারণে দোষী এবং তাহার অসতর্কতাহেতু সওদাগরের মৃত্যু ঘটিলেও উহা তাহার অভিপ্রেত ছিল না।' এটাই হল প্রধান কথা।'

'তা ঠিক। আমাদের জুরিদের এটা জানা উচিত ছিল। ভুলটা আমাদেরই।'

ফানারিন পড়ে চলল:

''অবশেষে, চতুর্থ যুক্তি এই যে জুরিগণ আদালতের প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি পরস্পর বিরোধিতা স্পষ্ট। মাস্‌লভার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে অর্থলাভের প্রলোভনপ্রযুক্ত সে বিশেষ স্বার্থপ্রযুক্ত হইয়া স্মেল্‌কোভকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে - অর্থলিপ্সা ছাড়া তাহার অপর কোনো উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। অথচ জুরিগণ রায় দিবার সময় বলিয়াছেন অর্থ অপহরণ করিবার কিংবা মূল্যবান সামগ্রী অপরদিগের যোগসাজসে আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায় মাস্‌লভার ছিল না। ইহা হইতে যে-সিদ্ধান্ত অর্শায় তদনুসারে বলা যায় জুরিগণের ইচ্ছা ছিল ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যার দায় হইতে মাস্‌লভাকে অব্যাহতি দান করা। প্রধান বিচারপতির সংক্ষিপ্তসারে অসম্পূর্ণতা হেতু ভুল বুঝিবার ফলেই জুরিগণ তাঁহাদের রায়দান কালে তাঁহাদের এই মতামত যথাযথ ভাবে পেশ করিতে পারেন নাই। সুতরাং জুরিদিগের এই রায় দানপ্রসঙ্গে একান্তই উচিত ছিল ফৌজদারী আদালত বিধির ৮১৬ এবং ৮০৮ ধারা প্রয়োগ করা। তদনুসারে প্রধান বিচারপতির পক্ষে উচিত হইত জুরিদিগের এই ভুল বিশদ করা এবং আসামীর অপরাধের প্রশ্ন পুনর্বিবেচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে আসা।''

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'প্রধান বিচারপতি এটা তাহলে করলেন না কেন?'

ফানারিন হাসতে হাসতে জবাব দিল:

'আমিও তো সেটাই জানতে চাই।'

'তাহলে তো সেনেট নিশ্চয় এই ভুলটুকু শুধরে দেবেন?'

'সেটা নির্ভর করবে আপীল শুনানীর সময় কোন্ নিষ্কর্মার ধাড়ীরা থাকবেন।'

'নিষ্কর্মার ধাড়ী?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেনেটের নিষ্কর্মার ধাড়ীরা।'

ফানারিন এবার একটু দ্রুতগতিতে বলে চলল:

'এই হল তো ব্যাপার। এরপর আরও কী লিখেছি শুনুন: 'জুরিগণের

এইরূপ রায়ের ভিত্তিতে, মাস্‌লভাকে অপরাধী স্থির করিয়া ফৌজদারী আদালতের দণ্ডবিধির ৭৭১ ধারার ৩ নং উপধারার বলে, দণ্ড বিধান করিবার কোনো অধিকারই ছিল না আদালতের। আমাদের দেশের ফৌজদারী আইনের মূল নীতি এতদ্দ্বারা স্পষ্টত ব্যাহত ও লঙ্ঘিত হয়েছে। অতএব এক্ষণে উপরোক্ত কারণবশত যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর মহামহিমার্ণব সেনেট-এর নিকট আপীল করিতেছি... ইত্যাদি, ইত্যাদি... ফৌজদারী আদালত বিধির ৯০৯, ৯১০, ৯১২ (২) এবং ৯২৮ ধারা উপধারা ইত্যাদি, ইত্যাদি অনুসারে বর্তমান দণ্ডাদেশ যেন বাতিল করা হয়... এবং এই মামলা একই আদালতের অপর কোনো বিভাগে পুনর্বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়..' বাস, এবার হল তো? আমার যতটুকু করার সব করে দিয়েছি, কিন্তু আপনাকে খোলাখুলিই বলি সাফল্যের আশা খুবই ক্ষীণ - যদিচ সব কিছু নির্ভর করবে শুনানীর দিন সেনেট-এর কোন কোন সদস্য উপস্থিত থাকেন তার ওপর। ধরাধরি করার মতো আপনার চেনাজানা কেউ যদি থাকেন একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'সেনেট-সদস্য কাউকে কাউকে আমি চিনি।'

'বেশ তো; তাহলে কালবিলম্ব না করে উঠেপড়ে লেগে যান, তা না হলে সেনেট-সদস্যেরা সব একযোগে বেরিয়ে পড়বেন তাঁদের অর্শরোগ চিকিৎসার ধান্ধায়। তিন মাসের আগে ফিরবেন না, তদ্দিন অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। তারপর সেনেট-এ যদি আমরা কৃতকার্য না হই, স্বয়ং সম্রাট বাহাদুরের কাছে আপীল পেশ করা যেতে পারে। সেটাও নির্ভর করবে পিছন দিক থেকে কোন্ কোন্ কলকাঠি নাড়ানো আপনার পক্ষে সম্ভব -- তার ওপর। মোটকথা, সেখানেও আপনার কাজে লাগবার জন্য আমি প্রস্তুত - কলকাঠি নাড়াবার ব্যাপারে অবশ্য নয় - আপীলের মুসাবিদা তৈরি করায়।'

'ধন্যবাদ। তাহলে আপনার ফী?'

'আমার মুহুরী আপনাকে আপীলের মুসাবিদা দেওয়ার সময় জানিয়ে দেবে।'

'আর একটা কথা জেলখানায় গিয়ে সাক্ষাৎকার করার জন্য এড্‌ভোকেট-জেনারেল আমায় একটি অনুমতি-পত্র দিয়েছেন। কিন্তু শুনলাম নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে সাক্ষাৎ করতে হলে গভর্নরের অনুমতি দরকার। সেটা কি একান্তই দরকার?'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা। কিন্তু গভর্নর তো এখন জেলার বাইরে

গেছেন, অবশ্য ভাইস্-গভর্নর একজন আছেন, কিন্তু লোকটা এমনই নিরেট মূর্খ যে তাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো একপ্রকার অসম্ভব।'

'মাস্লেন্নিকভের কথা বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, তাকে তো আমি চিনি।'

এই বলে নেখ্লিউদভ চেয়ার ছেড়ে পা বাড়াল।

ঠিক সেই সময় ঘরে হুট্ করে প্রবেশ করল বিকট কুৎসিত হলুদমুখো খাঁদানাক অস্থিসার এক স্ত্রীলোক। এটি ফানারিনের স্ত্রী — নিজের কুশ্রীতা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সংকোচ আছে বলে মনে হল না।

ভদ্রমহিলার পোশাক-পরিচ্ছদ উৎকট ধরণের অদ্ভুত। মনে হল তিনি একটা মখমল ও রেশম দিয়ে তৈরি হলুদ-সবুজ রঙের একটা বেঢপ খোল পরেছেন। পাতলা চুল কৃত্রিম উপায়ে কুঞ্চিত করা। ঘরে ঢুকলেন বিজয়িনীর মতো সদর্পে। পিছন পিছন ঢুকল একটি লম্বা হাসি হাসি মুখ পুরুষ -- মুখের রঙ তার মাটির মতন, বিবর্ণ, পরনে লম্বা কোট -- সামনে তার রেশমের আস্তরণ আর গলায় একটা সাদা টাই। লোকটি লেখক নেখ্লিউদভ চেহারায় চেনে।

সংলগ্ন একটা ঘরের দরজা খুলে মহিলাটি বললেন:

'আনাতোল্ আমার ওখানে তোমায় একবার আসতেই হবে। এই যে, সেমিওন ইভানভিচ কথা দিয়েছেন নিজের কবিতা পড়বেন। গার্শিন*) সম্পর্কে আজ তোমায় অবশ্যই কিছু বলতে হবে।'

নেখ্লিউদভ তখন ঠিক যাবার মুখে। মহিলা ফিস্ফিস্ করে স্বামীর কানে কানে কী-যেন বলেই একেবারে নেখ্লিউদভের মুখোমুখি:

'মাপ করবেন প্রিন্স্, আপনাকে আমি চিনি, সুতরাং আনুষ্ঠানিক পরিচয় করাবার দরকার নেই। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি থেকে যান ও আমাদের দ্বিপ্রাহরিক সাহিত্য-সভায় যোগ দেন। খুব ভালো লাগবে আপনার, আনাতোল্ আবৃত্তি করে চমৎকার।'

ফানারিন দুই হাত প্রসারিত করে হাসি হাসি মুখে স্ত্রীর দিকে এমন ভাবে তাকাল --- ভাবখানা এমন যে এই মধুর সুন্দর রমণীর অনুরোধ না রাখলে কি চলে? নেখ্লিউদভকে বলল:

'দেখলেন তো আমার কত রকমের কাজ!'

নেখ্লিউদভ বিষণ্ণগম্ভীর মুখে ফানারিনের স্ত্রীকে খুবই বিনয়নম্রতার

সঙ্গে তাঁর আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সখেদে বলল যে কোনো বিশেষ কারণে তাকে চলে যেতে হচ্ছে।

নেখ্‌লিউদভ বেরিয়ে যাবার পর উকিলের স্ত্রী বললেন:

'ভারি চালিয়াত তো লোকটা!'

ওয়েটিংরুমে মুহুরী নেখ্‌লিউদভের হাতে লিখিত আপীলখানা দিয়ে বলল আনাতোলি পেত্রোভিচ ফী ধার্য করেছেন হাজার রুবল, আরও বলল আনাতোলি পেত্রোভিচ সচরাচর এই ধরণের কাজ হাতে নেন না, এটি নিয়েছেন কেবল নেখ্‌লিউদভের খাতিরে।

'আচ্ছা এই আপীল বিষয়ে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। এ আপীলে সই করবে কে?'

'আসামী স্বয়ং সই করতে পারেন। তাতে যদি কোনো অসুবিধা থাকে আনাতোলি পেত্রোভিচও সই করতে পারেন যদি তাঁর নামে আম-মোক্তার-নামা দেওয়া হয়।'

'না না, তার দরকার হবে না। আমি তাঁর কাছে আপীলটা তাঁর স্বাক্ষরের জন্য নিয়ে যাব।'

নেখ্‌লিউদভ মনে মনে খুশিই হল যে নির্দিষ্ট দিনের আগেই কাতিউশার সঙ্গে সাক্ষাত করার একটা অজুহাত পাওয়া গেল।

৪৬

যথাসময়ে কারারক্ষীদের বাঁশি বেজে উঠল কারাগারের করিডরে করিডরে, ফাটকগুলোর লোহকপাট একে একে সশব্দে খুলে গেল। খালি পা থপ্‌ থপ্‌ করতে করতে, জুতোর গোড়ালি খট্‌খট্‌ করতে করতে, মেথর-কয়েদীরা ফাটক থেকে মলমূত্রের টবগুলো একে একে সব বের করে নিয়ে যাবার সময়, সমস্ত করিডরগুলো পূতিগন্ধে ভরে গেল। অতঃপর কয়েদীরা মুখহাত ধুয়ে কাপড়চোপড় পরে আপন আপন ফাটকের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াল ইন্‌স্পেক্‌শনের জন্য। গোনাগুনতি হয়ে গেলেই তারা চায়ের গরম জল নিতে চলল।

আজ প্রত্যেক ফাটকে প্রাতরাশের সময় কয়েদীদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তায় বেশ একটু চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। দুজন কয়েদীকে আজ প্রহার

করা হবে। তাদের মধ্যে একজনের নাম ভাসিলিয়েভ — ছোকরা মোটামুটি লেখাপড়া জানে, কেরানীর কাজ করত, ঈর্ষাবশত রাগের মাথায় নিজের প্রণয়িনীকে হত্যা করে জেলে এসেছে। ওর সঙ্গে এক ফাটকে যারা থাকত, সবারই ওকে বেশ পছন্দ — বেশ হাসিখুশি, দরাজ হাত -- অথচ জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ কারবারে বেশ কড়া। জেলের আইনকানুন সব ওর জানা ছিল বলে ও কয়েদীদের হয়ে এটা-ওটা দাবি করত। এই সব কারণে কর্তৃপক্ষ ভাসিলিয়েভকে নেক নজরে দেখতেন না।

হপ্তা তিনেক আগে, পরিবেশনের সময় একজন খানসামা-কয়েদীর অনবধানে সুপ পড়ে যায় টহলরত কারারক্ষীর নতুন উর্দি'র ওপর। রেগেমেগে কারারক্ষী সেই কয়েদীকে ঘুসি মারলে পর ভাসিলিয়েভ কয়েদীর পক্ষ নিয়ে বলে কয়েদীকে মারধোর করা জেল-আইনে বারণ।

'শিখিয়ে দিচ্ছি তোকে আইন।'

এই বলে কারারক্ষী রাগের মাথায় ভাসিলিয়েভকে প্রচুর গালমন্দ করে। ভাসিলিয়েভও ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়, সেও বেশ গরম গরম জবাব দিতে কারারক্ষী তেড়ে এল ওকেও একটা ঘুসি বসাতে। ভাসিলিয়েভ ওর উদ্যত দুটো হাত নিজের হাতের মুঠোয় মিনিট তিনেক শক্ত করে ধরে, ওকে দু'পাক ঘুরিয়ে, খোলা দরজার ভিতর দিয়ে ঠেলে বের করে দিল। কারারক্ষী গিয়ে নালিশ জানাল ইন্‌স্পেক্টরের কাছে, তিনি হুকুম দিলেন ভাসিলিয়েভকে পাঠানো হবে নির্জন সেল্‌ এ।

জেলখানার নীচু তলার ও নীচে, অন্ধকার সেঁতসেঁতে সুড়ঙ্গ পথে রয়েছে এক সারি নির্জন কারাবাসের কক্ষ, প্রত্যেকটি বাইরে থেকে তালাবন্ধ। এইসব কক্ষে না আছে খাট, না টেবিল, না চেয়ার। দণ্ডিত ব্যক্তিদের নোংরা মেঝের ওপর শুয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তখন তাদের গায়ের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়ায় এক পাল ইঁদুর। সেখানে সংখ্যায় তারা অনেক। ইঁদুরগুলোর সাহস এমনি যে তাদের জ্বালায় অন্ধকারের মধ্যে রুটি রাখা যেত না। তারা কয়েদীদের হাতের নাগালের মধ্য থেকে রুটি ছিনিয়ে নিয়ে যেত, যদি দেখত কয়েদীরা নড়াচড়া বন্ধ করে আছে তাহলে তাদের আক্রমণ পর্যন্ত করত। ভাসিলিয়েভ বলল যেহেতু সে কোনো অপরাধ করে নি সে কিছুতেই নির্জন কারাবাস মেনে নেবে না। কারারক্ষীরা বলপ্রয়োগ করাতে ভাসিলিয়েভ চেষ্টা করল ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। দু'জন কয়েদী কারারক্ষীদের হাত

থেকে তাকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করল। খানিকক্ষণ পরে সবাই তারা এল সদলে — সেই সঙ্গে পেত্রোভ, গায়ের জোরে যার নামডাক আছে। এবার ফাটকের সব কয়েদীকে ধরাশায়ী করে একজনের পর একজনকে বন্ধ করা হল এক-একটা নির্জন কারাকক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট চলে গেল স্বয়ং গভর্নর বাহাদুরের কাছে যে ওই ফাটকের কয়েদীরা প্রায় একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে তুলেছে। গভর্নর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন কয়েদীদের মধ্যে পালের গোদা দুজন — ভাসিলিয়েভ এবং ভবঘুরে নেপোমনিয়াশ্চিকে -- বার্চ-এর ডাল দিয়ে ত্রিশ ঘা করে প্রহার দিতে হবে।

এই শাস্তি দেবার ব্যাপারটা ঘটবে মেয়ে-কয়েদীদের সেই সাক্ষাতকার ভবনে।

আগের দিন সন্ধে থেকেই এই শাস্তি দেবার খবরটা জেলময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে, আজ তাই প্রত্যেক ফাটকে ওটাই হল একমাত্র আলোচনার বস্তু।

করাব্লিওভা, খরোশাভ্কা, ফেদোসিয়া ও মাস্লভা জেনানা ফাটকে তাদের নির্দিষ্ট কোনায় একত্র বসে চা খাচ্ছিল। সবারই মুখচোখ আরক্ত, সবাই সজীব হয়ে উঠেছে, কারণ খানিকক্ষণ আগে মাস্লভা তার এই সঙ্গিনীদের সবাইকে ভোদ্কা খাইয়েছে। মাস্লভার ভোদ্কার ভাঁড় এখন আর খালি থাকে না, বন্ধুদেরও সে আপ্যায়ন করে দরাজ হাতে।

করাব্লিওভা তার শক্ত দাঁতে এক খণ্ড চিনির ডেলা একটু একটু করে ভাঙতে ভাঙতে বলছিল:

'ভাসিলিয়েভ তো দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাতে চায় নি, কেবল একজন সাঙাতকে মদত দিতে গিয়েছিল, কারণ আজকাল কয়েদীদের মারধোর করা বেআইনী।'

ফেদোসিয়ার মাথায় রুমাল বাঁধা নেই; রুমালের বদলে ওর লম্বা চুলের বেড়া বিনুনী মাথার চারদিকে বাঁধা। চায়ের কেটলীটা ওর তক্তা বিছানার ওপর রেখে, ও নিজে বসেছিল উলটো দিকে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর। ও বলল:

'শুনেছি ভাসিলিয়েভ মানুষ খুব ভালো।'

সেই রেলগুমটি প্রহরীর বউ মাস্লভাকে বলল:

'তুমি যদি বাছা, ওঁকে একবার বলতে পারতে।'

'ওঁকে' অর্থে নেখ্লিউদভকে।

মাস্লভা মাথাটা ঝাঁকিয়ে হেসে হেসে বলল:

'বলব বৈকি, নিশ্চয় বলব। আমার খাতিরে উনি সব কিছু করবেন।'

ফেদোসিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'তা তো হল, কিন্তু উনি কখন আসবেন? কারারক্ষীরা তো শুনছি ওই দু'জনকে আনতে চলে গেছে। আমার ভারি ভয় করছে।'

রেল গুমটিঘরের প্রহরীর বৌ ওর স্বভাব-অনুযায়ী একটা লম্বা গল্প ফাঁদবার তালে ছিল, বলছিল:

'একবার গ্রামে দেখেছিলাম একজন চাষাকে কী ভাবে বেত মারা হচ্ছিল। শ্বশুর আমায় কী একটা কাজে পাঠিয়েছিলেন গ্রামের মোড়লের বাড়ি। আমি তো গেছি, তারপর...'

ওর গল্পে বাধা পড়ল, ওপর তলার করিডরে কাদের যেন পায়ের শব্দ, কারা যেন কী সব বলছে।

জেনানা ফাটকের সবাই চুপ করে কান পেতে শুনতে লাগল।

হরোশাভ্কা নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল:

'ওই তো, শয়তানগুলো ওকে ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। মারতে মারতে মেরেই ফেলবে ওদের। ওয়ার্ডারগুলো সবাই ওর ওপর হাড়ে চটা, ও তো ওদের পা চাটে না।'

ওপরতলায় আবার সব চুপচাপ। সেই ফাঁকে গুমটিঘরের প্রহরীর বৌ ওর সেই গল্পটার জের টেনে বলতে লাগল খামারবাড়িতে ঢুকে যখন ও দেখল একজন চাষাকে বেদম বেত মারছে, কী ভাবে সেই নৃশংস দৃশ্য দেখে ওর গা ঘুলিয়ে বমি পেতে লাগল। হরোশাভ্কাও একটা গল্প বলল সেই শ্চেগ্লোভ সম্বন্ধে -- বলল বার বার চাবুক খেয়েও লোকটা টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করে নি। অতঃপর ফেদোসিয়া চায়ের সব সরঞ্জাম তুলে রাখার পর করাব্লিওভা ও রেল গুমটিঘরের প্রহরীর বৌ -- জামাকাপড় সেলাই করায় মন দিল। মাস্লভা কেমন একটা নিস্তেজ বিষাদে হাঁটুদুটো ধরে নিজের তক্তা-বিছানায় বসে রইল। ও যখন সটান হয়ে একটু ঘুমোবার উদ্যোগ করছে একজন কারারক্ষিণী ওকে ডেকে বলল একবার ওকে অপিসে যেতে হবে — একজন ভিজিটরের সঙ্গে দেখা করতে।

ঝাপ্সা আয়নাটার সামনে মাথার রুমালটা বেঁধে মাস্লভা মাথার সামনের চুলগুলো যখন সামলাচ্ছে সেই ঘরে-আগুন দেবার অভিযোগে অভিযুক্ত বুড়ী মেন্শোভা ওকে মনে করিয়ে দিল.

'আমাদের কথাটা যেন বলতে ভুলে যাস নি ওঁকে, ঘরে আমরা আগুন দিই নি, আগুন দিয়েছে নিজের ঘরে ওই শয়তানটা, ওর মুনিশ সেটা স্বচক্ষে দেখেছিল, সে সত্যি ঘটনা গোপন করে কিছুতে নরক যেতে চাইবে না। ওঁকে বলিস একবার যেন মিত্রিকে ডেকে পাঠায়। মিত্রিই তাঁকে

সব কিছু বলতে পারবে সোজাসুজি। একবার ভেবে দ্যাখ্ দেখি, কোনো পাপ চিন্তা মনে স্থান না দিয়েও আমরা জেলে পচে মরছি আর ওই শয়তানটা দিব্যি পরস্ত্রী সঙ্গে নিয়ে শুঁড়িখানায় মজা করছে।'

করাব্লিওভা বুড়ীর কথায় সায় দিয়ে বলল:

'আইনে তো এ-রকম বলে না।'

মাস্লভা জবাব দিতে গিয়ে বলল:

'ওঁকে আমি সব কথাই বলব – কিছু বাদ দেব না। এখন তাহলে সাহস করে যাতে সব কিছু বলতে পারি তার জন্য একটু খেতে হয়।'

এই বলে মাস্লভা করাব্লিওভার দিকে তাকিয়ে একটু চোখ টিপে হাসল. করাব্লিওভাও আধ কাপ মতন ভোদ্কা ঢেলে ওর হাতে দিতেই মাস্লভা সবটা গিলে ফেলল। তারপর মুখটা মুছে. 'সাহস করে যাতে সব বলতে পারি!' বলতে বলতে. রক্ষিণীর পিছু পিছু করিডর ধরে চলতে লাগল – মাথাটা একবার ঝাঁকানি দিয়ে. খুশীর হাসি হাসতে হাসতে।

৪৭

জেলখানার হল্-ঘরে নেখ্লিউদভ অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

জেলখানায় এসেই ও প্রবেশদ্বারের ঘণ্টা বাজিয়েছিল। যে কারারক্ষী ডিউটিতে ছিল তার হাতে এড্ভোকেট-জেনারেলের অনুমতি পত্রটা দাখিল করেছিল।

'কার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'কয়েদী মাস্লভার সঙ্গে।'

'এখন তো দেখা হবে না। ইন্স্পেক্টর ব্যস্ত আছেন।'

নেখ্লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'তিনি কি তাঁর অপিসে আছেন?'

খানিকটা হক্চাকিয়ে রক্ষী বলল:

'না তিনি আছেন সাক্ষাতকার ভবনে।'

'আজ কি সাক্ষাতের দিন?'

'না. উনি ওখানে আছেন এক বিশেষ ব্যাপারে।'

নেখ্লিউদভ বলল:

'আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। কী করে দেখা পাব?'

'ইন্‌স্পেক্টর বেরোলে পর সোজা তাঁকেই বলবেন। আপাতত অপেক্ষা করতে হবে।'

এই সময় পাশের একটা দরজা দিয়ে ঢুকল এক সার্জেণ্ট-মেজর, সযত্নে কামানো গালদুটি ঝক ঝক করছে, গোঁপে তার তামাকের ধোঁয়ায় তামাটে রঙের ছোপ, উর্দির সোনালী কর্ডগুলি ঝলমল করছে। হল্‌-ঘরে ঢুকেই কড়া গলায় রক্ষীকে এক ধমক:

'এই সময় এখানে কে তোমায় বলেছে লোক ঢোকাতে? অপিস তো...'

সার্জেণ্ট-মেজরের আচরণে একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করে নেখ্‌লিউদভ একটু আশ্চর্য হল, বিনীত ভাবে বলল:

'আজ্ঞে আমি শুনেছি ইন্‌স্পেক্টর এখানেই আছেন।'

এই সময় ভিতরকার দরজাটা খুলে গেল, এবার বের হল শান্ত্রীদের সেরা পালোয়ান — সেই পেত্রোভ, গা দিয়ে তখনো তার দরদর ধারায় ঘাম ঝরছে। সার্জেণ্ট-মেজরের দিকে একবার তাকিয়ে বলল:

'সহজে ভুলবে না বাছাধন।'

সার্জেণ্ট-মেজর চোখের ইঙ্গিতে নেখ্‌লিউদভকে দেখিয়ে দিতে পেত্রোভ ভ্রূদুটো কুঁচকে পিছনের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নেখ্‌লিউদভ ভাবতে লাগল:

'কী ব্যাপার! সহজে ভুলবে না কে? সবাই এমন উত্তেজিত কেন? আমায় দেখিয়ে সার্জেণ্ট-মেজর কেন চোখ টিপল?'

সার্জেণ্ট-মেজর নেখ্‌লিউদভকে উদ্দেশ করে বলল:

'এখানে তো ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না, চলুন, ওঁর অপিসে আপনাকে নিয়ে যাই।'

নেখ্‌লিউদভ সার্জেণ্ট-মেজরকে অনুসরণ করতে যাচ্ছে এমন সময় আবার সেই পিছনের দরজা দিয়েই বেরিয়ে এলেন ইন্‌স্পেক্টর। অধস্তন কর্মচারীদের তুলনায় ওঁকে যেন আরো বেশি বিচলিত মনে হল। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে। নেখ্‌লিউদভকে দেখেই কারারক্ষীর দিকে ঘুরে হুকুম করলেন:

'ফেদোতভ, জেনানা ওয়ার্ডের পাঁচ নম্বর ফাটক থেকে মাস্‌লভাকে অপিস-ঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।'

নেখ্‌লিউদভকে উদ্দেশ করে ইন্‌স্পেক্টর বললেন:

'আমার পিছু পিছু একটু আসবেন, অনুগ্রহ করে?'

একটা খাড়া, সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে দু'জনে উঠে গেলেন একটি ছোট কামরায় — তাতে একটাই জানালা। একটা লেখার টেবিল, গোটা কয়েক চেয়ার।

নেখ্‌লিউদভকে বসতে বলে একটা ছোট টেবিলের ওদিকে ইন্‌স্পেক্টর বসে পড়ে একটা মোটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন:

'অসহ্য ভারী আমার কর্তব্যের বোঝা।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আপনাকে দেখে আজ খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।'

'চাকরীটা নিয়ে আমি একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছি — বড় কঠিন কর্তব্য। যত ভাবি ওদের দুর্ভাগ্যের বোঝা একটু হালকা করব তত দেখছি হিতে বিপরীত হয়। এখন আমার একমাত্র চিন্তা কী করে এথেকে রেহাই পাই। কঠিন, বড় কঠিন এই কর্তব্যের বোঝা।'

নেখ্‌লিউদভ জানে না ইন্‌স্পেক্টর কেন তাঁর কাজটা এত শক্ত বলে মনে করছেন। তবে এইটুকুই বুঝতে পারল আজ ভদ্রলোক খুবই বিষণ্ণ ও হতাশাগ্রস্ত। আজ তিনি অনুকম্পার পাত্র। নেখ্‌লিউদভ বলল:

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় আপনার কর্তব্যের বোঝা কঠিনই বটে। কিন্তু এই কাজ করেন কেন?'

'ঘরসংসার আছে আমার, চাকরী ছাড়া অন্য সংস্থান তো নেই।'

'কিন্তু কাজ এতই যদি কঠিন হয়...'

'তবে এও বলি আপনাকে, লোকের কিছু উপকার করা যায়! আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি ওদের দুঃখযন্ত্রণা লাঘব করতে। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে একেবারেই অন্য ধরনের আচরণ করত। বলা তো সহজ — দু'হাজারেরও বেশি, তাও আবার কী-ধরণের মানুষ! — বলে বোঝাতে পারব না, ইন্‌স্পেক্টরকে জানতে হয় কী করে এ-সব লোককে বাগে রাখতে হয়। এরাও তো মানুষ, সুতরাং মায়া হয় বৈকি। তবে তাই বলে ছেড়েও দেওয়া যায় না।'

অতঃপর ইন্‌স্পেক্টর সম্প্রতি কয়েদীদের নিজেদের মধ্যে একটা ঝগড়াবিবাদ মারামারির কথা বললেন — সে ঘটনার ফলে একজনের প্রাণহানি পর্যন্ত হয়েছে।

গল্পের মাঝ পথে বাধা পড়ল কারণ ঠিক সেই সময় একজন রক্ষীর সঙ্গে মাসলভা প্রবেশ করল।

মাস্‌লভা ইন্‌স্পেক্টরকে দেখবার আগে নেখ্‌লিউদভ তাকে দেখতে পেল দরজা দিয়ে ঢুকতে। দ্রুত পা ফেলে রক্ষীর পিছন পিছন হাঁটছে, মুখে হাসি, মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে আসছে, মুখে একটা লাল আভা। ইন্‌স্পেক্টরকে দেখেই কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ সপ্রতিভ ও সহাস্য বদনে এবং আগের বারের মতো না হলেও বেশ জোরেই নেখ্‌লিউদভের হাতখানা মর্দন করে একটু জড়ানো গলায় বলল:

'নমস্কার। ভালো আছেন তো?'

আজ ওর সপ্রতিভ অভ্যর্থনায় খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে নেখ্‌লিউদভ বলল:

'একটা আবেদন-পত্র এনেছি আপনার সই করার জন্য। উকিল এই আপীলের মুসাবিদা করে দিয়েছেন। আপনার সই হয়ে গেলে পর এটা পাঠানো হবে পিটার্সবুর্গে।'

হাসতে হাসতে একটা চোখ নাচিয়ে মাস্‌লভা বলল:

'সই করতে আমার কোনো আপত্তি নেই, আপনি যেমন বলবেন...'

নেখ্‌লিউদভ ভাঁজ করা আবেদন-পত্রটি পকেট থেকে বের করে টেবিলের দিকে পা বাড়াল। ইন্‌স্পেক্টরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'টেবিলে বসে কি সই করা যেতে পারে?'

'নিশ্চয়। বোসো এই চেয়ারে। এই যে কলম। তুমি লিখতে পারো তো?'

ইন্‌স্পেক্টরের প্রশ্নের জবাবে মাস্‌লভা বলল:

'এক কালে তো পারতাম।'

ঘাগরাটা গুছিয়ে নিয়ে, জ্যাকেটের হাতাটা একটু গুটিয়ে মাস্‌লভা টেবিলের সামনে বসল। হাসতে হাসতে কলমটা একটু যেন আনাড়ির মতো তুলে নিল ওর ছোট্ট শক্ত হাতে। এবার অপাঙ্গে নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে আবার হাসি।

নেখ্‌লিউদভ ওকে বলে দিল কোথায় কী লিখতে হবে।

কলমটা চটপট দোয়াতে ডুবিয়ে, নিবের ডগা থেকে বাড়তি কালিটুকু ঝেড়ে মাস্‌লভা নিজের নাম লিখল।

একবার নেখ্‌লিউদভের দিকে আরেকবার ইন্‌স্পেক্টরের দিকে তাকিয়ে মাস্‌লভা জিজ্ঞেস করল:

'এই-ই তো? না আর কিছু আছে?'

মাস্‌লভা কলমটা একবার দোয়াতদানের ওপর, একবার কাগজগুলোর ওপর রাখছিল। নেখ্‌লিউদভ তা দেখে ওর হাত থেকে কলমটা নিয়ে বলল:

'আমার কয়েকটা কথা আছে আপনাকে বলতে।'

'বেশ তো, বলে ফেলুন।'

তারপর কী যেন একটা মন পড়ার ফলে অথবা তন্দ্রার ভাব আসাতে হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

ইন্‌স্পেক্টর চেয়ার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন — নেখ্‌লিউদভ ও মাস্‌লভাকে সেই ঘরে রেখে।

৪৮

যে-কারারক্ষী মাস্‌লভাকে সঙ্গে করে এনেছিল, সে একটু দূরে জানালাটার কাছে গিয়ে বসে রইল। নেখ্‌লিউদভের পরম মুহূর্তটা এবার সমাগত: প্রথম সাক্ষাতকারে মুখ্য কথাটা উহ্য রাখার জন্য ও নিজের কাছে ক্রমাগত নিজেকে অপরাধী বলে মনে করছিল। আজ সে স্থিরসংকল্প নিয়ে এসেছে — স্থির করেছে ওকে বিয়ে করার কথাটা বলবে। ও বসে ছিল টেবিলের অপর প্রান্তে, নেখ্‌লিউদভ বসল তার উলটো দিকে। ঘরে বেশ আলো, নেখ্‌লিউদভ এই প্রথম বার ওর মুখ দেখতে পেল খুব কাছ থেকে — স্পষ্ট দেখতে পেল বয়সের রেখা পড়েছে ওর চোখ আর ঠোঁটের কোণে, চোখে একটা অস্বাস্থ্যজনিত স্ফীতি। দেখে ওর প্রতি আরও বেশি মায়া হতে লাগল নেখ্‌লিউদভের।

জানালার পাশে বসে থাকা কারারক্ষীটির চেহারা ইহুদী মত — গালে ধূসর রঙের গালপাট্টা। যাতে সে শুনতে না পায় সেই উদ্দেশ্যে নেখ্‌লিউদভ টেবিলের ওপর কনুই ঠেকিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল:

'এই আপীল যদি না-মঞ্জুর হয়, আমরা মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের কাছে আপীল করব। মোট কথা যা-কিছু করা সম্ভব, সব করা হবে।'

নেখ্‌লিউদভকে বাধা দিয়ে ও বলল:

'গোড়া থেকেই ভালো একজন উকিল যদি পাওয়া যেত! আমারটি ছিল নিরেট, আমায় তুষ্ট করার জন্য মিষ্টি কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করে নি।'

এক গাল হেসে আবার বলে চলল:

'তখন যদি ওরা টের পেত আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে তা হলে সব কিছু পালটে যেত। কিন্তু কী হল? সবাই ভাবে আমি চোর।'

নেখ্লিউদভ মনে মনে বলল:

'ওকে আজ কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে।'

মনের কথাটা ওকে বলতে যাবে ভাবছে, এমন সময় ও আবার একটা প্রসঙ্গ তুলল:

'একটা কথা আপনাকে বলতে চাই: আমাদের ফাটকে এক চমৎকার বুড়ী আছে, এত ভালো মানুষ সবাই ওকে দেখে অবাক হয়। বেচারাকে মিথ্যেমিথ্যি জেলে পুরেছে — কেবল ওকে নয় ওর ছেলেটিকেও। সবাই জানে ওদের কোনো দোষ নেই কিন্তু অভিযোগ করেছে মাতে-বেটাতে মিলে না কি একটা ঘরে আগুন লাগিয়েছিল। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ আছে জেনে বুড়ী আমায় বলল: 'ওঁকে বোলো আমার ছেলেকে যেন একবার ডেকে পাঠায়, তা হলে ছেলে সত্যঘটনাটা সব বলতে পারবে ওদের।''

মাস্লভা একবার এদিকে একবার ওদিকে মাথাটা দুলিয়ে, নেখ্লিউদভের ওপর চোখ রেখে বলল:

'ওদের পদবী হল মেন্শোভ। তা হলে কাজটা আপনি করবেন তো? বুড়ী সত্যিই মানুষ বেজায় ভালো, দেখলেই বুঝতে পারা যায় নিষ্পাপ — নির্দোষ। তা হলে করবেন তো কাজটা? লক্ষ্মীটি!'

আবার একবার হেসে নেখ্লিউদভের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে, লজ্জা লজ্জা ভাব করে চোখ নামাল।

ওর এমন গায়ে-পড়া ভাব দেখে নেখ্লিউদভ উত্তরোত্তর আরও অবাক হতে লাগল। বলল:

'তা বেশ তো, খোঁজ নেব। কিন্তু আমি আপনাকে নিজের একটা কথা বলতে এসেছি। মনে আছে গত বার কী বলেছিলাম?'

ওর মুখে এখনো হাসি লেগে রয়েছে, এখনো মাথাটা এদিক থেকে ওদিকে নাড়াচ্ছে। বলল:

'কতই তো কথা বলেছিলেন গত বার। কী বলেছিলেন আমায়?'

'বলেছিলাম আমি এসেছি আপনার মার্জনা চাইতে।'

'ওসব আবার কী কথা? মাপ করা মার্জনা করা... ওসব আবার কেন? তার চেয়ে ঢের ভালো হয় যদি...'

'আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই — কেবল মুখের কথায় নয় — কাজে। আমি মনস্থির করেছি আপনাকে বিয়ে করতে।'

হঠাৎ একটা যেন আতঙ্কের ছায়া ওর সারা মুখ ছেয়ে ফেলল। টেরা চোখ নিষ্পলক তাকিয়ে রইল নেখ্‌লিউদভের দিকে। অথচ মনে হল ওকে দেখেও দেখছে না। রাগত ভাবে ভুরু কুঁচকিয়ে বলল:

'ওসব আবার কী কথা?'

'আমার মনে হয় ঈশ্বরের কাছে আমার এই দায়িত্বটুকু পালন করতে হবে।'

'ঈশ্বর? এ-ঈশ্বর আবার কোত্থেকে পেলেন আপনি? খেপেছেন? ঈশ্বর, ঈশ্বর! ভারি তো ঈশ্বর! তখন আপনার মনে ছিল না ঈশ্বরকে?'

কথা শেষ করল বটে, কিন্তু মুখখানা হাঁ করেই রইল। এবার নেখ্‌লিউদভ টের পেল ওর মুখ মদের তীব্র গন্ধ, বুঝল এত উত্তেজনার কী কারণ। বলল:

'একটু শান্ত হন।'

'কেন শান্ত হব? তুমি ভাবছ আমি নেশা করেছি? করেছি নেশা, কিন্তু কথা আমি বলছি বুঝেসুঝেই।'

এবার তড়বড় করে কথা বলে চলল, চোখমুখ আরক্ত করে:

'আমি তো একে দণ্ডিত তায় আবার... আর আপনি হলেন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, প্রিন্স্‌। আমার মতো মানুষকে ছুঁয়ে নিজেকে নোংরা করা কেন? যাও যাও, তোমার প্রিন্সেস্‌দের কাছে। আমার মূল্য তো একটা দশরুবল নোট।'

নেখ্‌লিউদভের সমস্ত শরীরটা থর থর করে কেঁপে উঠল, শান্তকণ্ঠে বলল:

'যত কড়া কথা বলো না কেন তুমি, আমি মনে মনে যে-বেদনা পাচ্ছি সে তুমি বুঝে উঠতে পারবে না। আমি যে নিজেকে কী গভীর ভাবে তোমার কাছে অপরাধী বলে মনে করি, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

নেখ্‌লিউদভকে ভেঙচি কেটে ও রাগত ভাবে বলল:

''নিজেকে অপরাধী বলে মনে করি!' কই তখন তো মনে হয় নি! তখন তো গুঁজে দিয়েছিলে একটা একশো রুবলের নোট — আপনার কাছে ওই তো আমার মূল্য!'

'আহা সে তো আমি জানি, কিন্তু এখন কী করা যাবে?' নেখ্‌লিউদভ বলল। 'আমি স্থির করেছি তোমায় ছেড়ে যাব না — যেমন তোমায় বলেছি তেমনি করব।'

'আর আমি তোমাকে বলছি সে তুমি করতে পারবে না।' এই বলে ও উচ্চস্বরে হাসতে লাগল।

টেবিলের ওপরে রাখা ওর হাতখানা স্পর্শ করে নেখ্‌লিউদভ কাতর ভাবে বলল:

'কাতিউশা!'

'যাও, যাও, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও। আমি একজন কয়েদী আর তুমি হলে প্রিন্স্‌। এখানে তোমার কী দরকার?' ওর সমস্ত মুখখানা যেন প্রচণ্ড রাগে একেবারে বদলে গেল। হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'বুঝেছি আমাকে দিয়ে নিজে ত্রাণ পেতে চাও।' মনে যা এসেছে মুখে তা বলবার তাড়ায় ও তড়বড় করে বলে চলল:

'ইহজগতে তো আমার দেহসম্ভোগ করে খুশি হয়েছ এখন বুঝি আমাকে দিয়ে পরলোকে পরিত্রাণ পেতে চাও! তোমাকে দেখে আমার ঘেন্না হয়, তোমার হৃষ্টপুষ্ট, ওই নোংরামো ভরা মুখখানা, ওই চশমাজোড়া দেখে সারা গা রি রি করে। চলে যাও, চলে যাও, এখান থেকে!' ও চীৎকার করতে করতে ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কারারক্ষী তাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল:

'এসব চিল্লাচিল্লি কেন? তাতে কি কিছু...'

নেখ্‌লিউদভ কারারক্ষীকে অনুরোধ করে বলল:

'দয়া করে ওকে ঘাঁটাবেন না।'

'তাই বলে তো ওকে অত বাড়াবাড়ি করতে দেওয়া চলবে না।' কারারক্ষী বলল।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'না, একটু সবুর করুন।'

কারারক্ষী আবার জানালার ধারে সরে গেল।

মাস্‌লভা আবার চেয়ারে বসে পড়ল, চোখদুটো নত করে, ছোট্ট দুটো হাত আঙুল দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে এ'টে ধরল। নেখ্‌লিউদভ ওর চেয়ারের ওপর একটু ঝুঁকে দাঁড়াল, বুঝতে পারছে না কী করবে। বলল:

'আমার কথাটা বিশ্বাস করলে না?'

'কোন্‌ কথাটা? আমায় বিয়ে করতে চান? — এটা কখনোই হবে না। তার চেয়ে আমি বরং গলায় দড়ি দেব। হল তো আপনার কথার জবাব?'

'তোমার কথা তুমি বললে। আমি কিন্তু আজীবন তোমার কাজ করে যাব।'

'সে আপনার ইচ্ছা। তবে আপনার কাছ থেকে আমি কোনো কিছু চাই না। এইটাই খাঁটি কথা।'

এই কথাটুকু বলে খুব আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলল:

'তখন আমার মরণ হল না কেন — তাই ভাবি।'

নেখ্‌লিউদভের বাকরোধ হয়ে গেল, ওর কান্না দেখে নেখ্‌লিউদভের চোখেও জল এল।

ও চোখ তুলে নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে যেন বিস্মিত হয়ে মাথায় বাঁধা রুমালটা দিয়ে নিজের চোখের জল মুছতে লাগল।

কারারক্ষী আবার একবার টেবিলে এগিয়ে এসে ওদের মনে করিয়ে দিল যে সময় উতরে যাচ্ছে। মাস্‌লভা উঠে দাঁড়ালে পর নেখ্‌লিউদভ ওকে বলল:

'আজ আপনার মনটা একটু অস্থির হয়ে আছে। দেখি, কাল আবার আসতে পারি কি না। আপনি কিন্তু আর একবার সব কথা ভেবে দেখবেন।'

ও কোন জবাব দিল না, নেখ্‌লিদভের দিকে না তাকিয়েই কারারক্ষীর পিছন পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাস্‌লভা ফাটকে ফিরে এলে পর করাব্‌লিওভা ওকে বলল:

'ছুঁড়ী রে, এবার তো তোর পোয়া বারো! বরাত খুলে গেছে, তোর ওপর ওঁর তো খুবই নেকনজর। যদ্দিন এটা বজায় থাকে ফায়দা উঠিয়ে নিতে ভুলিস না। উনি তোকে নির্ঘাৎ মদৎ দেবেন -- বড়লোকের পক্ষে কী-ই না সম্ভব।'

গুমটিঘরের প্রহরীর বৌ সুরেলা গলায় বলল:

'যা বলেছ। গরিব মানুষ যখন বিয়ে করবে বলে ঠিক করে কত ঝকমারি তাকে পোয়াতে হয়! বড় লোক ইচ্ছে করল, তো হয়ে গেল। ওই রকম একজন আমীর মানুষকে আমরা চিনতাম — তিনি কী করেছিলেন, শুনবি?'

সেই মেন্‌শোভা বুড়ি এসে একবার জিজ্ঞেস করল:

'আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে ওঁর সঙ্গে কি কথা বলেছিস, বাছা?'

মাস্‌লভা কারো প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সটান গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের তক্তা-বিছানায়, টেরা চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ফাটকের একটা কোনার দিকে। এই ভাবে পড়ে রইল সন্ধে না হওয়া পর্যন্ত।

অনেকক্ষণ ধরে ওর মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলল। নেখ্‌লিউদভের কথায় ওর মনে পড়ে গেল এমন একটা জগতের কথা যে-জগতে ও নিজে দুঃখ যন্ত্রণা পেয়েছে প্রচুর, যে-জগতটাকে বুঝতে পারার আগেই ঘৃণায় পিছনে ফেলে চলে এসেছে। এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মাস্‌লভা যেন সেই পুরাতন জগতেই বিচরণ করছিল। ঘোর যখন ভাঙল, বুঝতে পারল সেই সব স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা নিদারুণ পীড়াদায়ক হবে। তাই সন্ধেবেলা আবার মদ কিনে আবার একবার ওর বান্ধবীদের সঙ্গে আকণ্ঠ পান করল।

৪৯

'তাহলে এই হল ব্যাপার, এই দাঁড়াচ্ছে তাহলে।'

নেখ্‌লিউদভ জেলখানা থেকে বের হল এই চিন্তা নিয়ে, এতক্ষণে বুঝতে পারল ওর অপরাধের গুরুত্ব কতখানি। যদি নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার চিন্তা নেখ্‌লিউদভের মনে উদয় না হত তার সাধ্য ছিল না সেই পাপের গুরুত্বটুকু পুরোপুরি বুঝবার। কেবল তাই নয়, মাস্‌লভাও জানতে পারত না এ-থেকে ওর যে-ক্ষতি হয়েছে তার বিস্তার ও পরিমাণ কত। এতক্ষণে বীভৎসতাটুকু প্রকট হল পুরোপুরি। এতক্ষণে নেখ্‌লিউদভের কাছে স্পষ্ট হল কী নিদারুণ আঘাত সে হেনেছে ওই নারীর অন্তরের গভীরে আর সে নারীও বুঝল কী করা হয়েছে তাকে নিয়ে। এতদিন নেখ্‌লিউদভ খেলা করেছে তার আত্মশ্লাঘার গৌরব নিয়ে, নিজের অনুশোচনার বাহবা দিয়েছে নিজেকে। আজ সে নিছক আতঙ্কগ্রস্ত, বুঝেছে অতঃপর কিছুতেই ওকে পরিত্যাগ করতে পারবে না, কিন্তু ধারণা করতে পারছে না দু'জনের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কোথায় গিয়ে গড়াবে।

জেলখানা থেকে বেরোচ্ছে যখন, বিদঘুটে তোষামুদে গোছের চেহারার এক কারারক্ষী — বুকে ক্রস পদক ও মেডেল ঝোলোনো — খুব যেন একটা রহস্যের ভাব করে নেখ্‌লিউদভের দিকে এগিয়ে এসে ওর হাতে একটা চিরকুট দিল। বলল:

'মান্যবর, একজন আপনাকে এই চিঠি দিয়েছেন।'

'কে তিনি?'

'চিঠি পড়লেই জানতে পারবেন। একজন রাজবন্দী — আমার ওয়ার্ডে

থাকেন, আমায় তাই ধরলেন। যদিচ জেলখানায় চিঠি চালাচালির নিয়ম নেই, মনুষ্যত্বের খাতিরে...' কারারক্ষীর কথাগুলো কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক শোনাল।

নেখ্লিউদভ অবাক হল রাজবন্দীদের ফাটকে কর্মরত কোনো কারারক্ষী, একেবারে জেলখানার মধ্যে এবং একপ্রকার অন্য সকলের সমক্ষে, কী ভাবে ওর হাতে চিঠিটা দিতে পারল। নেখ্লিউদভ তখনও বুঝতে পারে নি যে লোকটা কারারক্ষীও বটে আবার গুপ্তচরও বটে। সে যাই হোক চিরকুটটা ও নিল এবং জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে পড়ল। চিঠিটা পেন্সিল দিয়ে লেখা, খুব স্পষ্ট হাতের লেখা। চিঠির বয়ান ছিল এই রকম:

'শুনলাম আপনি মাঝে মাঝে জেলখানায় আসেন এবং একজন ফৌজদারী মামলার কয়েদীর ব্যাপারে আপনি আগ্রহী। আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একটা অনুমতি-পত্র প্রার্থনা করুন। চাইলেই পেয়ে যাবেন। সাক্ষাতক্রমে আপনার আশ্রিত ব্যক্তি ও আমাদের দলের বিষয়ে আপনাকে অনেক কথা বলতে পারব। সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানবেন। ইতি ভেরা বগদুখোভ্স্কায়া।'

নোভ্গোরদ জেলার একটি প্রত্যন্ত পল্লীতে এক ভেরা বগদুখোভ্স্কায়া ছিল স্কুল-শিক্ষিকা। কতিপয় বন্ধুবান্ধব সহ নেখ্লিউদভ একদা সেই দূর গ্রামে গিয়ে কিছু দিন কাটিয়েছিল, উদ্দেশ্য ভালুক-শিকার। তখন এই ভেরা বগদুখোভ্স্কায়া কী একটা উচ্চতর পাঠক্রমে যোগ দেবার জন্য ওর কাছে অর্থসাহায্য চেয়েছিল। নেখ্লিউদভ তাকে টাকাটা দিয়েছিল, তারপর ওকে ভুলেই গিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে — সে-মহিলা এই জেলখানাতেই রাজনৈতিক অপরাধে বন্দীরূপে আছেন আর জেলখানায় থাকাকালেই সম্ভবত নেখ্লিউদভের জীবনের ঘটনা শুনে থাকবেন, এখন তাকে সহায়তা করতে চাইছেন।

সে-সময়টাতে সব কিছু কত সহজ সরল ছিল, আজ যেন সব কিছু সুকঠিন — সবই সমস্যাসংকুল।

নেখ্লিউদভের কাছে সেই সব ফেলে-আসা দিনগুলো খুবই মনোরম খুবই সুস্পষ্ট বলে মনে হল। মনে পড়ল বগদুখোভ্স্কায়ার সঙ্গে ওর

পরিচয়ের কথা — এটা ঘটে ছিল খ্রীষ্টীয় লেন্ট্-পর্বের অব্যবহিত আগে, এমন একটা জায়গায় যেখান থেকে রেল স্টেশন মাইল চল্লিশেক দূরে। শিকার বেশ সাফল্যের সঙ্গে সমাধা হয়ে গেছে — দু-দুটি ভালুক গুলি করে মারা হয়েছে। ফিরতি পথে যাত্রার আগে ওরা যখন খেতে বসেছে, যে-বাসায় ওরা আশ্রয় নিয়েছিল সেই-বাসার মালিক এসে বলল স্থানীয় ধর্মযাজকের মেয়ে প্রিন্স্ নেখ্লিউদভের দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছেন।

বন্ধুদের মধ্যে একজন বলল: 'দেখতে সুন্দরী তো?'

'হয়েছে, হয়েছে!' নেখ্লিউদভ গম্ভীর ভাবে বলল, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখটা মুছতে মুছতে বাড়িওলার বসবার ঘরের দিকে চলতে চলতে নেখ্লিউদভ ভাবতে লাগল যাজকের মেয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে চান কেন।

বসবার ঘরে গিয়ে দেখল দড়ি পাকানো শরীর কুরূপা একটি মেয়ে। মাথায় ফেল্ট টুপি ও গায়ে লোমের কোট। ধনুকের মতো ভুরুর নিচে চোখদুটি কেবল সুন্দর।

বাড়ির মালিকের বৃদ্ধা স্ত্রী মেয়েটিকে বলল:

'এই যে ভেরা ইয়েফ্রেমোভ্না, এঁদের সঙ্গে কথা বলো তাহলে, ইনি হলেন স্বয়ং প্রিন্স্। আমি বাইরে যাই।'

নেখ্লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'আপনার কী কাজে লাগতে পারি বলুন।'

মেয়েটি খুবই বিভ্রান্ত ভাবে তার বক্তব্য শুরু করল:

'আমি... আমি... দেখুন... আমি শুনেছি আপনার অনেক টাকা। শিকারের পেছনে, এটা ওটা করে প্রচুর টাকা ওড়ান বলে আমি জানি। আমি কেবল একটা জিনিসই চাই — জনসাধারণের কাজে লাগতে, কিন্তু কিছুই আমি করতে পারি না কারণ আমি কিছুই জানি না।'

ওর চোখ দেখে মনে হল ও যা বলছে সেটা সত্যিই ওর প্রাণের কথা, চোখদুটি মমতায় স্নিগ্ধ। স্থির একটা সংকল্পের সঙ্গে ভীরু লজ্জা মিশে গিয়ে মুখের ভাবটা মধুর ও মর্মস্পর্শী করেছে। নেখ্লিউদভের একটা বিশেষত্ব ও লোকের মনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘটল, ও যেন বুঝতে পারল মেয়েটির অবস্থা, তার বক্তব্য। নেখ্লিউদভের করুণা হল ওর প্রতি। বলল:

'বলুন আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি?'

'আমি শিক্ষিকা, শিক্ষণের পাঠক্রম আমি পড়তে চাই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কিন্তু স্কুলের কর্তৃপক্ষ আমার জন্য ব্যবস্থা করতে চায় না। অনুমতি দিতে চায় না এমন নয়, ওরা অনুমতি দেয় যদি খরচটা আমি বহন করি। আপনি যদি তার উপায়টা করে দেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করে, আপনার টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেব। আমি ভাবছিলাম কি ধনী লোকেরা ভালুক শিকার করে চাষাভুষোদের মদ খেতে দেন। এসব কাজ তো ভালো কাজ নয় — কিন্তু কেন তাঁরা ভালো কাজ কিছু করবেন না? আমার দরকার কেবল আশি রুবল... কিন্তু টাকাটা দিতে যদি না চান, কিছু মনে করব না।'

শেষের কথাটা বলল একটু রাগে ও বিরক্তিতে।

'দিতে চাইব না কেন? আপনি আমায় দেবার সুযোগ দিচ্ছেন বলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এখুনি নিয়ে আসছি টাকাটা।'

ও বার-বারান্দায় বেরোল — সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল ওর সঙ্গীদের একজনকে, যে দরজার আড়ালে আড়ি পেতে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। বন্ধুদের রসিকতায় কোনো কান না দিয়ে টাকাটা বের করে দিয়ে এল মেয়েটির হাতে, তাকে বলল:

'দেখুন আমায় ধন্যবাদ দেবেন না। আমিই বরঞ্চ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

এতদিন পর ওই সব পুরাতন ঘটনার কথা মনে করতে নেখ্লিউদভের বেশ ভালো লাগল, মনে পড়ল একজন অফিসার বন্ধু এই নিয়ে একটা আপত্তিজনক ঠাট্টাতামাশা করায় প্রায় ঝগড়ার উপক্রম হয়েছিল। অপর একজন বন্ধু ওর পক্ষ নেওয়ায় দু'জনের মধ্যে ভাব হয়েছিল গভীর। সেবারকার শিকার-অভিযানের সাফল্য এবং সারা রাত ধরে স্লেজ চড়ে চল্লিশ মাইল দূরের রেল স্টেশনে প্রত্যাবর্তন — এই সমস্ত আনন্দ স্মৃতি ওর মনে ভিড় করে এল...।

বনের ভিতর দিয়ে সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ, পুরু বরফে ঢাকা, সেই পথ কেটে যেন ভেসে চলেছে দুটো করে তাগড়া ঘোড়ায় টানা এক-একটা স্লেজ, পর পর লাইন ধরে। পথের দু'ধারে কখনো বা বড় বড় গাছ, কখনো নিচু মাথা ফার — শক্ত হয়ে জমে-যাওয়া বরফের ভারে আরো যেন নুয়ে আছে। হঠাৎ একটা লাল আলো জ্বলে উঠল, কেউ বুঝি সুগন্ধি সিগারেট একটা ধরাল। ভালুক-খেদাড়ে ওসিপ এক স্লেজ ছেড়ে অন্য স্লেজে অবলীলায় চড়ে চলেছে, বরফ উঠেছে ওর হাঁটু অবধি, স্লেজের লাগাম-টাগাম ঠিক করতে করতে ওসিপ গল্প বলে এই সময় এল্ক্ হরিণ গভীর বরফে ঢাকা বনে জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে অ্যাস্পেন গাছের ছাল মনের সুখে চিবোয়, ভালুকেরা এই সময় তাদের গোপন গুহায় বেশির ভাগ সময়

ঘুমিয়ে কাটায়, গুহার ছাদের ছিদ্র দিয়ে ওদের উষ্ণ নিঃশ্বাস বেরোতে থাকে চিমনির ধোঁয়ার মত।

এই সমস্ত ঘটনা ছবির মতো জাগল নেখ্লিউদভের মনে — সব চেয়ে বেশি করে মনে পড়ল তখন ওর শরীরে কেমন শক্তি ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, কোনো দুর্ভাবনা ছিল না বলে মনে কত আনন্দ ছিল। এক নিঃশ্বাসে বুক ভরে যখন হিমেল হাওয়া টেনে নিত মনে হত পশু-লোমের তৈরি কোটটা টানটান হয়ে বুকটাকে যেন বেঁধে রাখছে, নিচু নিচু ডাল থেকে তুলোর মতো বরফ পড়ল ওর মুখে চোখে, তাজা হয়ে যেত মুখচোখ। শরীরটা গরম, মুখচোখের ওপর ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে, মনে কোনো দুর্ভাবনা নেই, আত্মগ্লানি নেই, ভয় নেই, বাসনা কামনার বালাই নেই। কী চমৎকার দিনই না কেটেছে তখন! আর এখন? হা ঈশ্বর — কী যন্ত্রণা, কী কঠিন!

নেখ্লিউদভ স্পষ্ট বুঝতে পারল ভেরা ইয়েফ্রেমোভ্না নিশ্চয় বিপ্লবী দলে যোগ দেবার ফলে জেল খাটছে। ওর সঙ্গে সাক্ষাত করতেই হবে, বিশেষত ও যখন মাস্লভার ব্যাপারে সাহায্য করতে চায়।

৫০

পরদিন ভোর বেলা উঠেই নেখ্লিউদভের মনে পড়ল আগের দিন কী কী সে করেছে। ভাবতে ভাবতে আতঙ্কে শিউরে উঠল ওর মন।

কিন্তু আতঙ্ক থাকা সত্ত্বেও ও যেন ওর কাজ চালিয়ে যাবার জন্য একেবারে কৃতসংকল্প।

নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ও ঘর ছেড়ে বের হল মাস্লেন্নিকভের সন্ধানে। তাঁর কাছ থেকে অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করতে হবে — জেলখানায় মাস্লভার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য, মাস্লভা যে মেন্শোভদের কথা ওকে বলে দিয়েছিল, সেই মা ও ছেলের সঙ্গেও দেখা করতে হবে, আর চাইতে হবে বগদুখোভ্স্কায়ার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি — বগদুখোভ্স্কায়া মাস্লভার কাজে লাগতে পারে।

এই মাস্লেন্নিকভের সঙ্গে নেখ্লিউদভের পরিচয় বহু কালের — ওরা ছিল একই রেজিমেণ্টভুক্ত অফিসার। মাস্লেন্নিকভ ছিলেন রেজিমেণ্টের খাজাঞ্চী — সহৃদয় মানুষ ও কর্তব্যপরায়ণ অফিসার, রেজিমেণ্ট ও সম্রাট-

পরিবার ব্যতিরেকে আর কোনো দিকে ওঁর লক্ষ্য ছিল না। নেখ্লিউদভ এখন ওঁকে দেখল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী-রূপে — রেজিমেণ্টের বদলে এসেছেন প্রদেশে, প্রদেশের প্রশাসনদপ্তরে। বিবাহ করেছিলেন যে-মহিলাকে তিনি একে ধনী তায় প্রবল ভাবে সক্রিয়া, তাঁরই নির্দেশে রেজিমেণ্ট ছেড়ে মাস্লেন্নিকভ প্রশাসনিক পদ-গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন।

মহিলাটি স্বামীকে নিয়ে এমন মজা করতেন, সোহাগ করতেন, মনে হত তাঁর বহু আদরের পোষা প্রাণী। গত শীতকালে নেখ্লিউদভ একবার গিয়েছিল দম্পতি-সন্দর্শনে, কিন্তু ওদের সঙ্গ খুবই নীরস লেগেছিল বলে আর কখনো ওমুখো হয় নি।

নেখ্লিউদভকে দেখে মাস্লেন্নিকভের মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রেজিমেণ্টে থাকতে যেমন হৃষ্টপুষ্ট সুবেশ ছিল — এখনো তাই, মুখখানা তেমনি গোলগাল রক্তাভ, সারা শরীরে মেদের আধিক্য। রেজিমেণ্টে থাকতে যেমন বুকে কাঁধে আঁটো-সাঁটো লেগে-থাকা ফ্যাশনদুরস্ত সযত্নে বুরুশকরা উর্দি ধারণ করত, এখনো তাই। তফাতটা কেবল এই যে ওর এখনকার পরিধেয় হল সিভিল সার্ভিসের উর্দি — কিন্তু তেমনি কাটছাঁটে অত্যন্ত আধুনিক, আহারপুষ্ট শরীরের সঙ্গে তেমনি আঁটো-সাঁটো লেগে-থাকা, যাতে প্রশস্ত বুকখানা প্রথম দর্শনেই নজরে পড়ে। দু'জনের মধ্যে বয়সের একটা ব্যবধান সত্ত্বেও (মাস্লেন্নিকভের বয়স চল্লিশ বছর) ওরা পরস্পরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে।

'বাঃ বেশ করেছো এসে। চলো যাই একবার বৌয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। মীটিং যাবার আগে দশ মিনিট সময় আছে হাতে। জানো বোধহয় আমার চীফ্ বাইরে গেছেন বলে প্রদেশ-প্রশাসন এখন আমাকেই দেখতে হচ্ছে।' প্রদেশ-প্রশাসনের সাময়িক দায়িত্ব ভার পেয়ে মাস্লেন্নিকভ খুবই যে খুশি বুঝতে বাকি থাকে না।

'আমি একটা কাজে এসেছি।'

নেখ্লিউদভের কথাটা শুনেই মাস্লেন্নিকভ একটু যেন সাবধান হয়ে গেলেন, একটু ঘাবড়ে গিয়ে গলার স্বরটা কিঞ্চিৎ কঠোর করে জিজ্ঞেস করলেন:

'কী ব্যাপার?'

'একজন ব্যক্তির সম্পর্কে আমি বিশেষ আগ্রহী, সে এখন আছে জেলে ('জেল' কথাটা শুনেই মাস্লেন্নিকভের মুখখানা আরো যেন গম্ভীর হয়ে উঠল) -- আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই সাধারণ সাক্ষাত ভবনে

নয় — অপিসে, ভিজিটিং-এর জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নয় — একটু ঘন ঘন। শুনেছি এ-সমস্তই নির্ভর করে তোমার ওপর।'

মাস্‌লেন্নিকভ তাঁর পদগৌরব একটু যেন ঢাকবার চেষ্টায় নেখ্‌লিউদভের দুই হাঁটুর ওপর নিজের হাত রেখে বললেন:

'অবশ্যই mon cher*, তোমার খাতিরে আমি সব কিছু করতে রাজি, কিন্তু বুঝলে কিনা, আমি হলাম গিয়ে দু'দিনের খলিফা।'

'তাহলে কি একটা অর্ডার লিখে দেবে যাতে মেয়েটির সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি?'

'মেয়ে? স্ত্রীলোক?'

'হ্যাঁ।'

'জেলে গেল কেন?'

'বিষপ্রয়োগের অপরাধে। কিন্তু ওকে অন্যায় ভাবে দণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তোমার ন্যায়সংগত বিচারের নমুনা, ils n'en font point d'autres**,' কেন যেন ফরাসীতে বললেন। 'আমি জানি আমার সঙ্গে তোমার মতে মিলবে না, তা আর কি করা যায়, c'est mon opinion bien arrêtée***,' আসলে মাস্‌লেন্নিকভের এই 'অভিমত' একটি প্রগতি-বিরোধী রক্ষণশীল কাগজ থেকে ধার করা যা তিনি গত বারো মাস ধরে এই কাগজে একনাগাড়ে পড়ে এসেছেন। অতঃপর মাস্‌লেন্নিকভ বললেন:

'তুমি তো আবার উদারপন্থী।'

নেখ্‌লিউদভের খুব আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে যদি ও বলে মানুষকে বিচার করার আগে তার বক্তব্যটুকু শোনা উচিত, যদি বলে অপরাধ প্রমাণিত হবার আগে পর্যন্ত আইনের চোখে সকল লোকই সমান, যদি বলে কাউকে এবং বিশেষত যাদের অপরাধ প্রমাণ হয় নি তেমন লোককে মারধর হেনস্তা করা অনুচিত — তাহলে নির্ঘাৎ ধরে নেওয়া হয় ও একটা রাজনৈতিক দলভুক্ত, উদারপন্থী। নেখ্‌লিউদভ জবাব দিল:

'আমি নিজে উদারপন্থী কিনা — তা আমি জানি না, তবে এইটুকু আমি জানি বর্তমান বিচারপদ্ধতি যতই খারাপ হোক না কেন, পুরাতন পদ্ধতির চেয়ে ভালো।'

---

* মাই ডিয়ার (ফরাসী)।

** আর কিছু হতে পারে না এ থেকে (ফরাসী)।

*** এ হল আমার দৃঢ় বিশ্বাস (ফরাসী)।

'উকিল কাকে ধরেছো?'

'ফানারিনের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।'

মুখখানা বিকৃত করে মাস্‌লেন্নিকভ বললেন:

'আঃ, ফানারিন! আমার মতে, ফানারিনের সঙ্গে কাজ কারবার করতে না যাওয়া ভালো — est un homme tarée*।'

মাস্‌লেন্নিকভ ভুলতে পারেন নি গত বছর একটা মামলায় ওঁকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ফানারিন লোকটা আধা ঘণ্টা ধরে বিনয়নম্র জেরা করে আদালতের সামনে ওঁকে কী ভাবে উপহাসাস্পদ করেছিল।

ওঁর কথার জবাব না দিয়ে নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আরো একটি অনুরোধ আছে আমার — অনেক কাল আগে একটি তরুণীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, একজন শিক্ষিকা। বড়ো করুণা হয় বেচারীর জন্য। সে-ও জেলে আছে ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যও কি একটা অনুমতি-পত্র দিতে পারো?'

মাস্‌লেন্নিকভ মাথাটা একপাশে হেলিয়ে, একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলেন:

'রাজনৈতিক অপরাধী কি?'

'হ্যাঁ। আমি সেই রকমই শুনেছি।'

'দেখো, রাজবন্দীদের আত্মীয়স্বজনেরাই কেবল তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পায়। তবু, তোমায় না হয় আমি একটা ঢালাও অর্ডার দিয়ে দেব। Je sais que vous n'abuserez pas...** কী নাম যেন বললে তোমার ওই protégée-র। বগদুখোভ্‌স্কায়া? Elle est jolie?***'

'Hideuse.****'

মাস্‌লেন্নিকভ এমন ভাবে মাথাটা নাড়ালেন যেন নেখ্‌লিউদভের জবাবটা ওঁর ঠিক মনঃপূত হল না, তারপর টেবিলে গিয়ে ছাপা শিরোনামওয়ালা একটি কাগজে লিখে দিলেন:

'পত্রবাহক প্রিন্স্‌ দ্‌মিত্রি ইভানভিচ নেখ্‌লিউদভকে অত্র পত্রযোগে অনুমতি প্রদত্ত হইল যে তিনি জেল-অপিসে বসিয়া নিম্নমধ্যবিত্ত

---

* লোকটার বদনাম আছে (ফরাসী)।

** আমি জানি তুমি অপব্যবহার করবে না... (ফরাসী)।

*** দেখতে সুন্দরী? (ফরাসী)।

**** কদাকার (ফরাসী)।

শ্রেণীভুক্ত জেল-কয়েদী মাস্‌লভা এবং মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট্ বগদ্‌খোভ্‌স্কায়ার সহিত সাক্ষাত করিতে পারিবেন।'

অর্ডারের নিচে নাম দস্তখত করলেন আঁকিবুঁকি করে। তারপর নেখ্‌লিউদভের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন:

'গিয়ে দেখতে পাবে কী রকম সুশৃঙ্খলায় জেলের কাজকর্ম চলে। ওখানে পুরোদস্তুর শৃঙ্খলা বজায় রাখা খুবই শক্ত, কারণ কয়েদীরা সংখ্যায় বেশ ভারি, তাছাড়া নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিতদের নিয়ে নানা সমস্যা। তবে আমি কড়া নজর রাখি, কাজটা আমার ভালোও লাগে। দেখতে পাবে ওরা সব কেমন আরামে ও খুশিতে আছে। তবে ওদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয় সেটা জানা দরকার। এই তো কিছু দিন আগে ছোটখাটো একটা গণ্ডগোল হয়েছিল — এমন কিছু নয়, অবাধ্যতা। অন্য কেউ হলে হয়তো বলত বিদ্রোহ এবং অনেক লোকের কষ্টের কারণ ঘটাত। আমাদের বেলা সমস্ত ব্যাপারটা শান্ত ভাবে চুকে বুকে গেল। মায়াদয়া যেমন থাকবে সেই সঙ্গে থাকা উচিত শক্ত হাতে শাসন করার ক্ষমতা।'

শার্টের কলপ-করা আস্তিনের নীচ থেকে বেরিয়ে এল ওঁর শুভ্র, সুপুষ্ট, মণিমুক্তা-খচিত অঙ্গুরীয় শোভিত মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা, ঝকমক করে উঠল আস্তিনের সোনার বোতাম — বললেন:

'মায়াদয়া, সেই সঙ্গে শক্ত হাতে শাসন!'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আমি এসব বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। দু'বার গিয়েছি এ পর্যন্ত. দু'বারই খুব মন-খারাপ নিয়ে ফিরেছি।'

জেল-প্রশাসন নিয়ে মাস্‌লেন্নিকভের বেজায় উৎসাহ, বললেন:

'তাহলে বলি কি শোনো, কাউন্টেস্‌ পাস্‌সেকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়া উচিত। তিনি এই সব সমাজ-কল্যাণমূলক কাজেই নিযুক্ত থাকেন। Elle fait beaucoup de bein.* তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হয় -- অত্যধিক বিনয় না করে বলতে পারি আমারও কিছুটা কৃতিত্ব আছে এতে — জেলপ্রশাসনের আগাপাছতলা সব অদলবদল হয়ে গেছে। পুরাতন দিনের সেই সব বীভৎস ব্যাপার আর নেই, এখন জেল-বাসিন্দারা সত্যি বেশ আরামেই থাকে। দেখতেই পাবে। আর ওই ফানারিন লোকটা সম্বন্ধে, আমি অবশ্য ওকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না, তাছাড়া সমাজে আমার যা প্রতিষ্ঠা

---

* তিনি প্রচুর উপকার করে থাকেন (ফরাসী)।

তাতে আমাদের দু'জনার মধ্যে দেখাসাক্ষাতও হয় না। কিন্তু লোকটা সত্যিই বদ লোক, আদালতে দাঁড়িয়ে খোলাখুলি এমন সব কথা বলে থাকে যে কী বলব...'

ওঁকে আর বেশি কথা বলতে না দিয়ে নেখ্‌লিউদভ উঠে দাঁড়িয়ে বলল:

'আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

এই বলে বিদায় সম্ভাষণ জানাল ওদের সেই রেজিমেণ্টের প্রাক্তন অফিসার-বন্ধুকে।

'একবার ভেতরে যাবে না আমার বউ-এর সঙ্গে দেখা করে আসতে?'

'মাপ করো, এখন আমার একটুও সময় নেই।'

'কিন্তু তা কী করে হয়? ও কিন্তু খুব চটে যাবে আমার ওপর।'

এই কথা বলতে বলতে মাস্‌লেন্নিকভ নিচে নেমে এলেন সিঁড়ির প্রথম মাথাটা পর্যন্ত। মাস্‌লেন্নিকভ যে-সব অতিথিকে প্রথম শ্রেণীর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন তাঁদের সঙ্গে নেমে আসেন একেবারে একতলার দোর গোড়ায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাধান্য যারা পান, নেখ্‌লিউদভের মতো, তাঁদের সঙ্গে দোতলার সিঁড়ির মাথাটা পর্যন্ত নেমে আসেন। সেখানে দাঁড়িয়ে আবার বললেন:

'একবার হয়ে যাবে না, এক মুহূর্তের জন্য?'

কিন্তু নেখ্‌লিউদভ অটল। চাপরাসী ছুটে এল ওর টুপি, যষ্টি ও ওভারকোট নিয়ে, দ্বারপাল নেমে গেল সদর দরজা খুলতে। সদর দরজার সামনেই একজন পুলিশম্যান মোতায়েন। নেখ্‌লিউদভ আবার দুঃখ প্রকাশ করে বলল ওর বসবার উপায় নেই।

সিঁড়ির ওপর থেকে মাস্‌লেন্নিকভ চেঁচিয়ে বললেন:

'আচ্ছা, তাহলে বিষ্যুৎবার অবশ্যই এসো। বিষ্যুৎবার ওঁর আগন্তুক অভ্যর্থনার দিন। আমি ওঁকে বলে রাখব সেদিন তুমি আসছো।'

৫১

মাসলেন্নিকভের ওখান থেকে নেখ্‌লিউদভ সোজা ফীটন গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল জেলখানায় — জেল ইন্‌স্পেক্টরের সেই বাড়িতে। বাড়ি ঢুকতেই কানে এসে লাগল কম-দামী সেই পিয়ানোর বাজনা — এবার আর লিস্‌টের

উল্লাস নয় ক্লেমেন্তির গিট্‌কিরির ব্যায়াম*) — বাজানো হচ্ছে সমান জোর দিয়ে, সমান স্পষ্টতায়, সমান ক্ষিপ্র অঙ্গুলি চালনায়। একটা চোখে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা সেই পরিচারিকাটি ঘণ্টি শুনে এসে দরজা খুলে বলল ইন্‌স্পেক্টর বাড়িতেই আছেন। নেখ্‌লিউদভকে নিয়ে গেল একটা ছোট বসবার ঘরে, সেখানে একটি সোফা পাতা এবং তার সামনে একটি কুরুশকাঁটার কাজ করা এক খণ্ড টেবিল-কভারের ওপর মস্ত একটি টেবিল-ল্যাম্প, লাল কাগজে তৈরি শেড্‌ দিয়ে ঢাকা, শেডের একটা দিক বাতির তাপ লেগে পুড়ে গেছে। খানিকক্ষণ বাদেই ইন্‌স্পেক্টর এলেন — মুখের চেহারাটা ক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ।

উর্দি'র মাঝের বোতামটা লাগাতে লাগাতে ইন্‌স্পেক্টর বললেন:

'বসুন, অনুগ্রহ করে। কী করতে পারি বলুন।'

'এই মাত্র আমি ভাইস্‌-গভর্নরের ওখান থেকে আসছি — এই দেখুন তাঁর অর্ডার। আমি একবার কয়েদী মাস্‌লভার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

এই বলে নেখ্‌লিউদভ তাঁকে কাগজটা দিল।

পিয়ানো বাজনার জোর আওয়াজে ইন্‌স্পেক্টর নামটা ঠিক ধরতে পারলেন না, বললেন:

'মার্‌কভা?'

'মাস্‌লভা।'

'ও, বুঝেছি।'

ইন্‌স্পেক্টর উঠে একবার চলে গেলেন যে-দরজা থেকে পিয়ানোর জোর আওয়াজ আসছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে এমন করুণ ভাবে হাঁক দিলেন যে বুঝতে বাকি রইল না এই পিয়ানো বাজনার জ্বালায় তিনি জ্বালাতন। বললেন:

'মারিয়া, এক মিনিট বাজনাটা থামাতে পারো না? একটা কথা ভালো করে শোনবার জো নেই।'

পিয়ানো নিস্তব্ধ হল, কিন্তু অনিচ্ছুক পায়ের শব্দ এল ভেসে এবং কে যেন একবার দরজার কাছে উঁকি দিয়ে গেল।

একটু ক্ষণের জন্য গোল থামতে ইন্‌স্পেক্টর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মিঠে তামাকের একটা সিগারেট ধরালেন, প্যাকেটটা নেখ্‌লিউদভের দিকে এগিয়ে দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করতে গেলেন।

নেখ্‌লিউদভ মাথা নাড়ল, বলল:

'আমি মাস্‌লভার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'মাস্‌লভা! আজ আর মাস্‌লভাকে দেখার সুবিধে হবে না।' ইন্‌স্পেক্টর বললেন।

'কেন?'

নম্র ভাবে হেসে ইন্‌স্পেক্টর বললেন:

'সত্যি বলতে কি, দোষটা আপনার নিজের। প্রিন্স্‌, ওর হাতে কখনো টাকা দিতে যাবেন না। দিতে চান, আমার হাতে দেবেন। আমি গচ্ছিত রাখব ওর জন্যে। দেখুন, মনে হচ্ছে গত কাল আপনি ওকে কিছু টাকা দিয়ে গিয়ে থাকবেন। ও সেই টাকা দিয়ে কিছু মদ আনিয়ে থাকবে — এই বাজে ব্যাপারটা আমরা কিছুতেই বন্ধ করতে পারি নি — আজ সে রীতিমত নেশাগ্রস্ত, এমন কি উদ্দাম হয়ে গেছে।'

'বলেন কী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এমন কি আমায় বাধ্য হয়ে ওর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হয়েছে, ওকে আলাদা একটা ফাটকে রাখতে হয়েছে। এমনিতে তো চুপচাপ থাকে, কিন্তু যা হোক ওকে আর পয়সাকড়ি দিতে যাবেন না। এই সব জেলের মানুষেরা এমন...'

গত কাল যা ঘটেছিল সে-সব পরিষ্কার মনে পড়ল নেখ্‌লিউদভের, আবার ওর মনে একটা ভয়ের সঞ্চার হল।

'আচ্ছা, রাজনৈতিক বন্দী বগদুখোভ্‌স্কায়ার সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?'

ইন্‌স্পেক্টর বললেন:

'নিশ্চয়, সেটা সম্ভব।'

ইতিমধ্যে বসবার ঘরে ঢুকল পাঁচ-ছ' বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে, নেখ্‌লিউদভের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে তাকাতে, তাড়াতাড়ি পা ফেলে ছুটে গেল তার বাবার কাছে। নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকাতে গিয়ে কোথায় যে চলেছে খেয়াল নেই, পশমের সতরঞ্জির কানায় পা লেগে পা হড়কে পড়ে যাবার দাখিল। ইন্‌স্পেক্টর চট্‌ করে ওকে ধরে ফেলে হাসতে হাসতে মেয়েকে বললেন:

'ঈশ্‌ দেখ দেখি, আর একটু হলেই তো পড়ে যেতে!'

'আমি কি তাহলে যেতে পারি?'

'পারেন বৈকি।'

মেয়েটি তখনো একদৃষ্টে অতিথিকে দেখছে· তাকে একটু আদর করে একপাশে সরিয়ে দিয়ে ইন্‌স্পেক্টর নেখ্‌লিউদভকে নিয়ে প্রবেশ-দ্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেখানে দাসীটি ওঁকে যেই না ওভারকোটটা পরাতে লেগেছে, আবার শোনা গেল পিয়ানোর টুং টাং — মারিয়া আবার বাজাতে লেগেছে ক্লেমেন্তির গিট্‌কিরি গৎটা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ইন্‌স্পেক্টর নেখ্‌লিউদভকে বললেন: 'মেয়েটাকে সংগীত বিদ্যালয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে যা বিশৃংখলা। অথচ দারুণ মেধা ওর। ওর ইচ্ছে সমবেত বাদ্যবৃন্দের সঙ্গে পিয়ানো বাজাবে।'

ইন্‌স্পেক্টর সমভিব্যাহারে নেখ্‌লিউদভ জেলের গেটে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে গেট্ খুলে গেল। কারারক্ষীরা স্যাল্যুট করার ভঙ্গিতে আঙুল টুপির কানায় ছুঁইয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। চারজন অর্ধেক মাথা-কামানো কয়েদী কিসের যেন টব বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা সন্তর্পণে দেওয়ালের দিকে সরে গেল। নেখ্‌লিউদভ লক্ষ্য করল তাদের মধ্যে একজন বিশেষ করে ঝুঁকে পড়েছে, বিষণ্ণ ভাবে ভ্রূকুটি করে কালো চোখের তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ আবার ফিরিয়ে নিল।

ইন্‌স্পেক্টর ক্লান্ত পা টেনে টেনে নেখ্‌লিউদভের পাশে যেতে যেতে, কয়েদীদের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে, ওঁর সেই পুরনো কথার জের টেনে বলে যেতে লাগলেন:

'ওই রকম প্রতিভা থাকলে সেটাকে বাড়াবার সুযোগ দেওয়া উচিত, মাটিচাপা দিয়ে রাখাটা ঠিক হয় না। কিন্তু আমাদের কোয়ার্টারগুলো এমনি ছোটখাটো, বুঝলেন কিনা, শুনতে ক্লান্তি লাগে।'

হল্-ঘরে এসে নেখ্‌লিউদভের দিকে ফিরে ইন্‌স্পেক্টর এবার জিজ্ঞেস করলেন:

'কার সঙ্গে যেন সাক্ষাত করতে চান?'

'বগদুখোভ্‌স্কায়ার সঙ্গে।'

'ও তো থাকে টাওয়ারে। আপনাকে তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'বেশ তো, ততক্ষণে আমি কি কয়েদী মেন্‌শোভদের — মা ও ছেলের সঙ্গে — ওই যারা ঘরে আগুন দেবার অপরাধে অভিযুক্ত — তাদের সঙ্গে সাক্ষাতটা সেরে নিতে পারি?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। একুশ নম্বর ফাটক। ওদের আনতে লোক পাঠাই তাহলে।'

'কিন্তু মেন্‌শোভ্ ছেলেটির সঙ্গে ফাটকে দেখা করাটা কি সম্ভব নয়?'

'আমার তো মনে হয় মিটিং-রুমেই আপনার পক্ষে বেশি সুবিধের হবে।'

'না, ওখানে গিয়ে দেখা করাতেই আমার আগ্রহ।'

'তাহলে আগ্রহের বিষয় একটা পেয়ে গেছেন দেখছি।'

এই সময় পাশের দরজা ঠেলে অপিস-ঘরে ঢুকল পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরা একজন অফিসার — ইন্‌স্পেক্টরের সহকারী। ইন্‌স্পেক্টর তাঁকে বললেন:

'এই যে, প্রিন্স্‌কে একবার নিয়ে যান তো মেনশোভের ফাটকে — ২১ নম্বর। তারপর ওঁকে নিয়ে চলে আসবেন অপিসে। আমিই ডেকে আনব... কী যেন নামটা?'

'ভেরা বগদুখোভ্‌স্কায়া।'

ইন্‌স্পেক্টরের সহকারীটি তরুণবয়স্ক, মাথার চুলের রঙ ফেকাশে, গোঁপজোড়া গলা মোম দিয়ে পাকানো, গা থেকে ওডিকোলনের গন্ধ আসছে। নেখ্‌লিউদভের দিকে প্রসন্ন হাসি হেসে সহকারী বললেন:

'এদিকে আসুন, অনুগ্রহ করে। আমাদের প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আপনি বুঝি বিশেষ আগ্রহী?'

'হ্যাঁ, তাছাড়া এই লোকটা সম্পর্কেও আমার আগ্রহ — শুনেছি বিনা অপরাধে নাকি কারারুদ্ধ হয়ে আছে।'

সহকারী কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন:

'হ্যাঁ, অনেক সময় তেমন হয় বটে, আবার এমনও দেখা যায় যে মিথ্যে কথা বলছে।'

যথোচিত বিনয় সহকারে অফিসারটি এক পাশে সরে গিয়ে অতিথিকে অগ্রাধিকার দিলেন পাশের পুতিগন্ধময় করিডরে প্রবেশ করতে, বললেন:

'এই দিকে চলুন, অনুগ্রহ করে।'

এই করিডরের দুপাশের ফাটকগুলো সব খোলা, কিছু কিছু কয়েদী করিডরে দু-এক পা হেঁটেও বেড়াচ্ছে। অফিসার কারারক্ষীদের দিকে একটু মাথা হেলিয়ে অপাঙ্গে দেখে নিলেন কয়েদীদের। তারা অফিসারকে দেখে যেন দেওয়াল ঘেঁষে জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে রইল, কেউ কেউ ঢুকে পড়ল ফাটকে, কেউ কেউ হাতদুটো টান করে এটেন্‌শন-এর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে রইল অফিসারের দিকে। এই করিডরের শেষ প্রান্তে গিয়ে অফিসার বাঁ দিকের একটা লৌহকপাট খুলিয়ে নেখ্‌লিউদভকে নিয়ে গেলেন আর একটি করিডরে।

আগের করিডরের তুলনায় এটি একটু বেশ সংকীর্ণ, আরো একটু অন্ধকার, দুর্গন্ধ এখানে যেন একটু বেশি। করিডরের দু'দিকেই লোহার দরজা, দরজায় এক ইঞ্চি ব্যাসের বৃত্তাকার ছিদ্র। করিডরে পাহারায় আছে একক

একটি বৃদ্ধ কারারক্ষী — মুখখানা বয়সের রেখায় কুঞ্চিত ও বিষাদগ্রস্ত।

অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

'মেন্‌শোভের কত নম্বর?'

'বাঁ দিক থেকে আট নম্বর ফাটক।'

৫২

নেখ্‌লিউদভ অফিসারকে জিজ্ঞেস করল:

'একটু উঁকি মেরে দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

এই বলে অফিসার কারারক্ষীর দিকে ঘুরে কী-যেন প্রশ্নজিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। নেখ্‌লিউদভ একটি রন্ধ্রে চোখ লাগিয়ে দেখল কেবল অন্তর্বাস-পরা একটি দীর্ঘদেহ যুবক, চিবুকে ছোট্ট কালো দাড়ি, ফাটকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি পায়চারী করছে। দরজায় ঘুলঘুলিতে আওয়াজ পেয়ে একবার চোখ পাকিয়ে চাইল, পরক্ষণেই আবার পায়চারী করতে লাগল।

নেখ্‌লিউদভ আর একটি রন্ধ্রে চোখ লাগিয়ে দেখতে পেল ভিতর থেকে আর একটি বিস্ফারিত ভীতত্রস্ত চোখ ফুটোর ভেতর দিয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নেখ্‌লিউদভ চমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল। তৃতীয় ফাটকের ঘুলঘুলি খুলে দেখল একটি ছোট্ট মানুষ জেল-আলখাল্লায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে তক্তা-বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। চতুর্থ ফাটকে দেখল পাণ্ডুর একটি চওড়া-চোয়াল লোক তক্তার ওপর বসে আছে, হাঁটুতে কনুইয়ের ভর দিয়ে, মাথাটা নিচু করে। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে মাথাটা তুলে একবার তাকাল — ওর সারা মুখে ও বিশেষত ওর বড় বড় চোখে গভীর হতাশা ও বিষাদ যেন মিশে আছে। কে যে ওর ফাটকের ভিতরটা দেখছে তা নিয়ে ওর বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য নেই, ও যেন ধরেই নিয়েছে বাইরে যে-কেউ থাকুক না কেন, তার কাছ থেকে ভালো কিছুর প্রত্যাশা করা বৃথা। নেখ্‌লিউদভের এই দেখে মনে যেন আতঙ্কের সঞ্চার হল, আর কোনো রন্ধ্র দিয়ে ফাটকের ভিতরটা দেখার আগ্রহ যেন উবে গেল। ও সোজা চলে গেল মেন্‌শোভের একুশ নম্বর ফাটকের দিকে।

কারারক্ষী তালা খুলে লোহকপাটটা খুলে দিল। তক্তা-বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল একটি যুবক, আগন্তুকদের দেখে ভয় ভয় মুখ করে সে ঝট্‌পট্‌ তার জেল-আলখাল্লাটা পরে নিল — ঘাড়খানা লম্বা মতন, হাতে পায়ে সুস্পষ্ট পেশী, থুৎনিতে সামান্য একটু দাড়ির আভাস, গোল গোল ভালোমানুষী চোখ। নেখ্‌লিউদভের সর্বাগ্রে চোখে পড়ল ওর ওই চোখদুটো, ভীতসন্ত্রস্ত অথচ জিজ্ঞাসু চোখে একবার তাকাচ্ছে নেখ্‌লিউদভের দিকে, একবার কারারক্ষীর দিকে, একবার অফিসারের দিকে। পর পর এই ভাবে দেখে চলল একাধিক বার। অফিসার বললেন:

'ভদ্রলোক এসেছেন তোমার মামলার ব্যাপারে খোঁজখবর করতে।'

'আপনাদের দয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

নেখ্‌লিউদভ ফাটকের মেঝেটা পার হয়ে গরাদে-দেওয়া একটি মাত্র অতি নোংরা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বলল:

'আপনার কথা আমায় একজন বলেছে, এখন আপনার মুখ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে চাই।'

মেন্‌শোভও এগিয়ে গেল জানালাটার কাছে। প্রথম প্রথম সকুণ্ঠ ভাবে অফিসারের দিকে তাকিয়ে এবং ক্রমে ক্রমে একটু যেন ভরসা সঞ্চয় করে নিজের কথাটা বলতে শুরু করল। অফিসার যখন ফাটক থেকে করিডরে বেরিয়ে গেলেন কারারক্ষীকে কী সব আদেশ নির্দেশ দিতে, মেন্‌শোভের ভয়ডর অনেকটা যেন কেটে গেল। অতি সাধারণ একজন ভালোমানুষ চাষী যুবক সচরাচর যে-ধরণে কথা বলে থাকে, ওর কথা বলার ধরণ-ধারণ উচ্চারণ সেই প্রকার। কয়েদখানার বিদঘুটে পোশাক-পরা একজন কয়েদীর মুখে জেলখানার একটা ফাটকে, মেন্‌শোভের মুখের মেঠো বুলি শুনতে নেখ্‌লিউদভের খুবই অদ্ভুত ঠেকছিল। শুনতে শুনতে নেখ্‌লিউদভ ফাটকের চার দিক লক্ষ্য করে দেখছিল — নিচু তক্তার ওপর একটা খড়ের গদি, জানালার ওপর থেকে নিচে ডাইনে থেকে বাঁয়ে মোটা মোটা লোহার গরাদে, নোংরা দেওয়াল — স্যাঁতসেঁতে, জেলের জামাজুতো পরিহিত বিকৃত দেহ সহজ সরল চাষী যুবকটির মুখে চোখে একটা করুণ অসহায় ভাব। ওর মুখে ওর কাহিনী শুনতে শুনতে নেখ্‌লিউদভের মন দুঃখভারাতুর হয়ে উঠল। ভালোমানুষ চাষী ছেলেটি যা বলল সেসব যদি বিশ্বাসযোগ্য না হত, কষ্টকল্পিত হত তাহলে নেখ্‌লিউদভ মনে যেন কিঞ্চিৎ স্বস্তি পেত। এ যা শুনল, সে তো সাংঘাতিক ব্যাপার! যে-মানুষটার ক্ষতিসাধন করল সেই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষটাকেই কয়েদীর সাজপোশাক পরিয়ে এই রকম ভয়ঙ্কর

জায়গায় বন্দী করে রাখা তো অমানুষিক! আবার, ভালোমানুষের মতো মুখ করে এতক্ষণ ধরে চাষী ছেলেটি যে-বীভৎস ঘটনার বিবরণ দিল, তা যদি সত্য না হয়, কেবল উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত হয়, তাহলে ব্যাপারটা তো আরও সাংঘাতিক! ওর কাহিনীটি এই প্রকার:

ছেলেটির বিবাহ হবার অল্প দিন পরেই গাঁয়ের সরাইখানার মালিক নব-বিবাহিত বৌটিকে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায়। সুবিচারের আশায় ছেলেটি এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করল, কিন্তু মোটা ঘুষ কবুল করে পুলিশ দারোগাদের হাত করে সরাইখানার মালিক খালাস পেয়ে যায়। একবার ছেলেটি জোর করে বৌকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু পরের দিনই সে পালিয়ে যায়। পরের দিন ছেলেটি সরাইখানায় গিয়ে বৌকে ফিরে পাবার দাবি করে। সরাইখানায় গিয়ে স্বচক্ষে বৌকে সে দেখতে পেলেও, সরাইখানার মালিক বলে মেয়েটি সেখানে নেই। মালিক ছেলেটিকে বেরিয়ে যেতে বললেও সে যখন চলে যেতে অস্বীকার করে মালিক ও তার চাকর ছেলেটিকে এমন বে-ধড়ক প্রহার দেয় যে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। পরের দিন সরাইখানায় আগুন লাগে এবং মালিক অভিযোগ করে ছেলেটি ও তার মা আগুন লাগিয়েছে। আগুন যখন লাগে ছেলেটি সে তল্লাটেই ছিল না, ছিল এক বন্ধুর বাড়িতে পরামর্শ করতে।

'তবে সত্যিই তুমি আগুন লাগাও নি?'

'তেমন কোনো চিন্তা কক্ষনো আমার মাথায় ঢোকে নি, বাবু। আমার দুশমনটা নিজেই আগুন লাগিয়ে থাকবে। শুনেছিলাম দু'দিন আগে ও সরাইখানার নামে ইন্সিওর নিয়েছিল। ওরা বলেছে মা আর আমি নাকি এটা করেছি, ওকে শাসিয়েছি। হ্যাঁ, সহ্য করতে না পেরে একবার ওকে গালিগালাজ করেছিলাম বটে। কিন্তু সরাইখানায় আগুন দেওয়া, সেটা আমার কর্ম নয়। আর আগুন লাগার সময় ওখানে ছিলামও না আমি। নিজে আগুন লাগায় ইন্সিওরের টাকা পাবার জন্য, কিন্তু দোষটা চাপাল আমাদের ঘাড়ে।'

'সত্যি বলছ?'

'ঈশ্বর সাক্ষী, এর এক বর্ণও মিথ্যে নয়। মিনতি করে বলছি বাবু, দয়া করে...'

ছেলেটি আভূমি নত হতে যাচ্ছিল, নেখ্লিউদভ অতি কষ্টে ওকে নিবৃত্ত করল।

'দয়া করুন বাবু। দেখছেন তো, বিনা কারণে তিলে তিলে মরছি আমি।'

হঠাৎ ওর মুখখানা কেঁপে উঠল, টসটস করে চোখ থেকে জল পড়তে

লাগল। আলখাল্লার আস্তিনে ম্খ ঢেকে ও হাপ্সনয়নে কাঁদতে লাগল, ময়লা হাতাটা দিয়ে চোখ ম্ছতে লাগল।

'শেষ করেছেন?' অফিসার বাইরে থেকে হাঁকল।

'হ্যাঁ... ভেঙে পড়বেন না। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' নেখ্লিউদভ বের হবার আগে বলে গেল। মেন্শোভ ওর পিছ্ পিছ্ দরজা অবধি এল। কারারক্ষী প্রায় ওর নাকের ওপর কপাটটা দড়াম্ করে বন্ধ করে দিল. তালা যখন লাগিয়ে বন্ধ করছে চাষী ছেলেটার চোখ তখনো সেই ঘ্লঘ্লির সঙ্গে আঁটা।

৫৩

সেই চওড়া করিডর দিয়ে নেখ্লিউদভ যখন ফিরে যাচ্ছে, দ্'পাশে সব কয়েদীরা দাঁড়িয়ে — পরনে হালকা হল্দরঙের জেল-আলখাল্লা, হাঁটুর সামান্য নিচু অবধি ঢিলে ট্রাউজার আর পায়ে জেলখানার জ্তো। ডিনারের ঘণ্টা পড়েছে বলে ফাটকের দরজাগ্লো খোলা। সবাই এরা চোখ বড় বড় করে ওকে দেখছে। নেখ্লিউদভের মনে তখন অদ্ভুত নানা ভাবের সংমিশ্রণ — কয়েদীদের প্রতি কর্ণার সঙ্গে মিশে আছে যারা এদের এ ভাবে বন্দী করে রেখেছে তাদের আচরণের প্রতি বিস্ময় ও বিতৃষ্ণা। উপরন্তু ও নিজেও জানে না কেন ওর নিজের আচর"ণও ও যেন কিঞ্চিৎ লজ্জিত, ভাবছে কী করে ও শান্ত ভাবে ওর চোখের সামনে এই সব ঘটনা দেখছে।

একটা করিডরে ওরা ঢুকতেই একজন কয়েদি জ্তো ফট্ফট্ করে ছ্টে গিয়ে ঢুকল একটা ফাটকের খোলা দরজায়। সেখান থেকে বেশ কয়েক জন বেরিয়ে এসে নেখ্লিউদভের পথ আটকে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে সম্ভাষণ করে ওকে বলল:

'মান্যবর, জানি না কী বলে আপনাকে সম্বোধন করা যায়, আমাদের ব্যাপারটা দয়া করে যেমন করেই হোক স্রাহা করে দিন।'

'আমি ওপরওয়ালা নই, আমি কিছ্ই জানি না।'

একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কে একজন বলে উঠল:

'সে যাই হোক না কেন, ওপরওয়ালাকে কিংবা যাকেই হোক বলবেন। এখানে আমরা গত দ্'মাস ধরে অকারণে পচে মরছি।'

নেখ্লিউদভ বলল:

'কী বলছেন? কেমন করে তা হয়?'

'কেমন করে হয়, সে আমরাও জানি না। কেবল জানি গত প্রায় দু'মাস ধরে আমরা এখানে বন্দী।'

অফিসার বললেন:

'হ্যাঁ, এরা ঠিক কথাই বলছে। ব্যাপারটা ঘটেছে আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে। এদের কাছে পাসপোর্ট ছিল না বলে ধরা হয়েছিল, উচিত ছিল ওদের ধরে নিজেদের প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু সেই প্রদেশের জেলখানায় আগুন লেগে ভস্মীভূত হবার ফলে সেখানকার কর্তৃপক্ষ আমাদের অনুরোধ করেছেন ওদের এখুনি না পাঠাতে। অন্য অন্য পাসপোর্টহীন লোকেদের তাদের নিজ নিজ প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপাতত এরাই কেবল বাকি।'

নেখ্‌লিউদভ ফাটকের খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কেবল ওই একটা কারণে?'

দরজার সামনে প্রায় চল্লিশ জন কয়েদীর জটলা, ঘিরে ধরেছে নেখ্‌লিউদভ ও অফিসারকে। একই সঙ্গে একাধিক লোক কথা বলতে শুরু করলে পর অফিসার ওদের থামিয়ে দিয়ে বললেন:

'তোমাদের মধ্যে কোনো একজন লোক এসে সব কথা বলো।'

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক একটি দীর্ঘকায় রাশভারী গোছের কৃষক দু-চার পা এগিয়ে এসে নেখ্‌লিউদভকে জানাল ওদের সকলের ওপর হুকুম জারি হয়েছিল নিজেদের দেশ-বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে। এখন ওদের জেলে আটক রাখা হয়েছে পাসপোর্ট নেই বলে, কিন্তু পাসপোর্ট ওদের ঠিকই ছিল; কেবল পক্ষ কাল আগে মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। হর বছর এরকম পাসপোর্টের মেয়াদ পেরিয়ে যায়। কিন্তু এর আগে এ নিয়ে কেউ কিছু বলে নি, হঠাৎ এই বছরেই ওদের ধরপাকড় করে জেলে পোরা হয়েছে যেন ওরা দাগী আসামী।

'আমরা সবাই পাথুরে রাজমিস্ত্রি — একই শ্রমিক গোষ্ঠীর লোক। বলা হয়েছে আমাদের দেশের জেলখানা পুড়ে গেছে। আমাদের দোষে তো পোড়ে নি। দোহাই আপনার, আমাদের একটু সাহায্য করুন।'

নেখ্‌লিউদভ শুনে গেল বটে কিন্তু কতটা হৃদয়ঙ্গম করল বলা কঠিন। রাশভারী বুড়ো চাষী যতক্ষণ কথা বলছিল, ওর দৃষ্টিটা ছিল তার গালের দিকে, সেখানে দাড়ির মাঝখানে অসংখ্য পাওয়ালা গাঢ় ছাইরঙা একটা

উকুন অল্পে অল্পে উঠে যাচ্ছিল ঘাড় থেকে ওর গালের দিকে। অফিসারের দিকে ফিরে নেখ্লিউদভ জিজ্ঞেস করল।

'এটা কেমন করে হল? এত সামান্য কারণে কি এরকমটা হতে পারে?'

অফিসার জবাব দিলেন:

'হ্যাঁ, ওদের নিজ নিজ বাড়িতেই ফেরৎ পাঠানো উচিত ছিল, সেখানেই কর্তৃপক্ষের ভুল হয়ে গেছে।'

অফিসার তাঁর কথাটা শেষ করবার আগেই ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল ছোটখাটো জেল-পোশাক পরা অপর একজন কয়েদী, অদ্ভুত ভাবে মুখখানা বিকৃত করে বলল এখানে অকারণে ওদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, বলল:

'এরা মনে করে আমরা রাস্তার কুকুরেরও অধম।'

'দেখো, বাড়তি কথা তাই বলে বলতে যেয়ো না কিন্তু' নইলে কি জানোই তো...'

ছোট্ট মানুষটা মরিয়া হয়ে চীৎকার করে উঠল:

'কী আবার জানব। আমাদের অপরাধটা কোথায়, শুনি?'

অফিসার চেঁচিয়ে উঠলেন:

'চোপ রও!'

লোকটা চুপ করে গেল।

'এসবের অর্থ কী?' কারাকক্ষ থেকে বের হওয়ার সময় নেখ্লিউদভ মনে মনে ভাবল। দরজার ফাঁক থেকে তার ওপর নিবদ্ধ শত শত দৃষ্টি আর যে-সমস্ত কয়েদীর সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল তাদের মুখের ভাব দেখে নেখ্লিউদভের মনে হল সে যেন একটা সৈন্যসারির মাঝখান দিয়ে তাড়িত হয়ে চলেছে।

করিডর থেকে বেরিয়ে আসার পর নেখ্লিউদভ অফিসারকে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা নির্দোষ নিরপরাধ লোক জেলখানায় বন্দী হয়ে আছে এও কি সম্ভব?'

অফিসার বললেন:

'আমরা কী করতে পারি বলুন? তবে এরা অনেকে ভীষণ মিথ্যেবাদী। ওদের কথা শুনলে মনে হবে ওরা সবাই নিষ্পাপ নির্দোষ নিরপরাধ।'

'কিন্তু এই যে এরা, এদের তো আর কোনো অপরাধ নেই।'

'হ্যাঁ, এদের না হয় ধরলাম। তবু বলব বেশির ভাগই ভীষণ বেয়াড়া ধরণের লোক। কেউ কেউ এমন দুঃসাহসী যে তাদের কড়া হাতে শায়েস্তা

না করলেই নয়। এই তো গতকালই এই রকম দু'জন গুণ্ডা ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হয়েছে।'

'শাস্তি? কী ভাবে?'

'বেত মেরে — যেমন হুকুম ছিল।'

'কিন্তু শারীরিক শাস্তি তো রদ হয়ে গেছে।'

'সবার ক্ষেত্রে নয়। যাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় তাদের বেলা এখনো দণ্ডবিধান করা যায়।'

নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ে গেল আগের দিন যখন ও জেলখানার হল্‌-ঘরে ছিল ঠিক সেই সময়েই হয়তো এই দণ্ডবিধানের ব্যাপারটা চলছিল। সবকিছু জানবার ইচ্ছা এবং জানবার পর বিষণ্ণ বিভ্রান্ত বোধ করা থেকে, নেখ্‌লিউদভের মনে এমন একটা মিশ্র অনুভূতির উদ্‌ভব হল যে ওর সমস্ত শরীর ও মন যেন ঘুলিয়ে উঠল।

অফিসারের কথায় আর কান না দিয়ে, এদিক ওদিক না তাকিয়ে, নেখ্‌লিউদভ ঝটিতি করিডর ছেড়ে চলে গেল ইন্‌স্পেক্টরের অপিসে। ইন্‌স্পেক্টর তখনও অপিসে বসা, অন্য কাজে এমন মগ্ন হয়ে গেছেন যে ভুলেই গেছেন বগদুখোভ্‌স্কায়াকে ডেকে আনার কথা। নেখ্‌লিউদভকে ঢুকতে দেখে ওঁর মনে পড়ল। বললেন:

'এখুনি ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি, আপনি বসুন।'

৫৪

অপিসের দুটো কামরা। প্রথম রুমটাতে একটা বেশ বড় কিন্তু ভগ্নপ্রায় আগুনের চুল্লী, দেওয়ালে দুটি নোংরা জানালা, এক কোনায় খাড়া আছে কালো রঙের একটা মাপকাঠি — কয়েদীদের উচ্চতা মাপা হয়ে থাকে এটা দিয়ে। এই কামরার অপর প্রান্তে ঝুলছে খ্রীষ্টের বৃহদাকায় বিগ্রহ — দেখে মনে হয় মানুষ যেখানে মানুষকে যন্ত্রণা দেয় সেখানে যীশুর উপদেশ উপহাস করার জন্যই বুঝি তাঁকে সাক্ষীস্বরূপ রাখা হয়। এই ঘরে বেশ কয়েকজন কারারক্ষী দাঁড়িয়ে রয়েছে। অপর কামরায় বসে আছে প্রায় বিশ জন মানুষ — পুরুষ এবং স্ত্রীলোক — কখনো জোড়ে কখনো বা

জোট বেঁধে — পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করছে নিচু গলায়। জানালার ধারে একটা লেখার টেবিল — ইন্‌স্পেক্টর সেই লেখার টেবিলের প্রান্তে বসলেন। নেখ্‌লিউদভকে দেখে নিজের চেয়ারের কাছে একটা চেয়ার টেনে তাকে বসতে বললেন। নেখ্‌লিউদভ বসে বসে দেখতে লাগল ওই কামরাতে বসা মানুষদের।

প্রথম নজরে পড়ল প্রসন্ন মুখ একটি তরুণ যুবাকে, পরনে খাটো একটা কোট, একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকের — যার ভ্রূদুটি পুরু ও কালো — সামনে দাঁড়িয়ে, বিশেষ উৎসাহে হাত নাড়িয়ে কী-যেন সব বলছে। তাদের পাশে বসা বৃদ্ধটির চোখে নীল চশমা, তিনি একজন তরুণী মেয়ে-কয়েদীর হাত ধরে বসে আছেন আর মেয়েটি কী-যেন তাকে বলছে। বুড়োর পাশে বসে আছে একটি স্কুলের ছেলে, সে তার বদ্ধদৃষ্টিতে ভয় নিয়ে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অদূরে, একটি কোনায় বসে আছে প্রেমিকযুগল, মেয়েটির অল্প বয়স, দেখতে শুনতে ভালো, মাথায় হালকা রঙের খাটো চুল, মুখে একটা সক্রিয় ভাব, পরনে সুরুচিসম্পন্ন পোশাক; আর ছেলেটির নাক মুখ চোখ সুন্দর, ঢেউ-খেলানো চুল, পরনে একটা রবারের কোট।

ওরা পরস্পরের প্রেমে মশগুল হয়ে ওদের কোনাটিতে বসে গুঞ্জনরত। টেবিলের সবচেয়ে কাছে বসে আছেন কালো পোশাক-পরা সাদা চুল এক বৃদ্ধা, একজন যক্ষ্মারোগগ্রস্ত মতন যুবকের সঙ্গে কথা বলছেন, সম্ভবত তার মা — এই ছেলেটিরও পরনে রবারের কোট। বৃদ্ধা মা কী-যেন বলতে গিয়ে কেবলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, কথা আর বলা হচ্ছে না। ছেলেটির হাতে এক খণ্ড কাগজ, সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো ক্রমাগত কাগজটা ভাঁজ করে চলেছে, মুখের ভাব রাগত। ওদের পাশেই বসে আছে একটি হৃষ্টপুষ্ট সুরূপা মেয়ে, তাজা গোলাপের মতো গায়ের রঙ, চোখদুটি চোখে পড়ার মতো, পরনে ধূসর রঙের পোশাক — তার উপরে হাতাহীন কোট। মেয়েটি বসেছিল রোদনরতা সেই মায়ের পাশে, তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। মেয়েটির সব কিছু সুন্দর: সুন্দর সুগঠিত তার ফর্শা দুটি হাত, তার ঢেউখেলানো খাটো-মাপের চুল সুন্দর, সুন্দর তার নাক মুখ, কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর হল তার মমতায় ভরা, হালকা বাদামী রঙের স্বচ্ছ দুটি ডাগর চোখ। নেখ্‌লিউদভ যখন ঘরে ঢুকল, এক পলক চোখ তুলে ওর চোখের দিকে মেয়েটি তাকিয়েছিল। পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কী-যেন বলল বৃদ্ধার কানে। প্রেমিক যুগলের অনতিদূরে বসে ছিল একটি ময়লা

রঙের, আলুথালু পোশাক-পরা বিষণ্ণ-মুখ লোক — রাগত গলায় সে তার শ্মশ্রুগুম্ফহীন খোজামতন ভিজিটরকে কী-যেন সব বলছিল।

ইন্‌স্পেক্টরের পাশের চেয়ারে বসে পড়ে নেখ্‌লিউদভ সব কিছু লক্ষ্য করতে লাগল প্রবল কৌতূহলে। ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল একটি ছোট ছেলে ওর কাছে এসে সরু গলায় জিজ্ঞেস করল:

'আপনি কার জন্যে এসেছেন?'

প্রশ্ন শুনে নেখ্‌লিউদভ প্রথমটা খুব আশ্চর্য হয়েছিল, তারপর ছেলেটির ছোট্ট মুখখানার দিকে নজর করে দেখল গম্ভীর মুখ, উজ্জ্বল চোখদুটি ওর ওপর নিবদ্ধ। নেখ্‌লিউদভও গম্ভীর ভাবে ওর প্রশ্নের জবাবে বলল ও এসেছে ওর পরিচিত একটি মহিলার সঙ্গে দেখা করতে।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল:

'সে কি আপনার বোন হয়?'

নেখ্‌লিউদভ ওর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠে বলল:

'না, সে আমার বোন নয়। তুমি? তুমি কার সঙ্গে এলে?'

'আমি? আমি এসেছি আমার মায়ের সঙ্গে। মা রাজবন্দী।'

'মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না কোলিয়াকে নিয়ে যান।'

ইন্‌স্পেক্টর এমন ভাবে কথাগুলো বললেন যে মনে হল তাঁর ধারণায় ছেলেটির সঙ্গে নেখ্‌লিউদভের কথাবার্তা বলাটা নিয়ম-বহির্ভূত।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না হল সেই সুন্দরী মেয়েটি যাকে দেখে নেখ্‌লিউদভ আকৃষ্ট বোধ করেছিল। আসন ছেড়ে মারিয়া তার দীর্ঘ ঋজু দেহ নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর প্রায় পুরুষালি ভঙ্গিতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল নেখ্‌লিউদভ ও সেই ছোট ছেলেটির সামনে।

'কোলিয়া কী জিজ্ঞেস করছে আপনাকে? বুঝি জানতে চায় আপনি কে?'

মহিলার মুখে মৃদু হাসি, সোজা নেখ্‌লিউদভের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো এমন সহজ ভাবে বলল, ওর চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা সহজ সরল বিশ্বাসের ভাব, মনে হল ও স্থিরনিশ্চিত জগতের সকল মানুষের সঙ্গে ওর ভাই-বোন সম্পর্ক। ছেলেটির দিকে একটু স্নেহ ও প্রশ্রয়ের হাসি হেসে মারিয়া বলল:

'কোলিয়া সব কিছু জানতে চায়।'

ছেলেটির দিকে সে যখন মুখ ফেরাল তখন তার মুখে এমন প্রসন্ন ও

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল যে ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে নেখ্‌লিউদভও একটু না হেসে পারল না। নেখ্‌লিউদভ বলল:

'না, ও আমায় শুধু জিজ্ঞেস করছিল আমি কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ইন্‌স্পেক্টর এবার বললেন:

'মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না, আপনি তো জানেন, অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করা জেলের নিয়মবিরুদ্ধ।'

ভদ্রমহিলা বললেন:

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

কোলিয়ার ছোট্ট হাতখানা নিজের ধবধবে সাদা হাতে তুলে নিয়ে মারিয়া সেই যক্ষ্মারোগগ্রস্ত কয়েদীর বৃদ্ধা মায়ের দিকে চলে গেল। ছোট্ট কোলিয়া, মুখ তুলে মারিয়ার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ওর হাত ধরে চলে গেল।

নেখ্‌লিউদভ ইন্‌স্পেক্টরকে জিজ্ঞেস করল:

'কে এই ছেলেটি?'

ইন্‌স্পেক্টর একটু খুশি খুশি গলায় জবাব দিলেন:

'রাজনৈতিক বন্দীর ছেলে, ওর জন্ম এই জেলখানাতেই।'

এমন ভাবে কথাগুলো বললেন যেন দেখাতে চান কত অসাধারণ তাঁর এই প্রতিষ্ঠান।

'জেলখানায় কি এইরকম হওয়া সম্ভব?'

'সম্ভবপর বৈকি। এখন মা'র সঙ্গে যাচ্ছে সাইবেরিয়া।'

'আর ওই তরুণী মেয়েটি?'

ইন্‌স্পেক্টর বললেন:

'আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না, তাছাড়া এই যে বগদুখোভ্‌স্কায়া এসে পড়েছেন।'

৫৫

ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌নার বড় বড় চোখ — দৃষ্টিটা কোমল। রোগা পাংশু মুখ, খাটো করে ছাঁটা চুল, পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল ছোটখাটো দেহটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে।

'ধন্যবাদ, আপনি তাহলে এসে গেছেন।'

নেখ্‌লিউদভের করমর্দন করে সে বলল:

'আমায় তাহলে ভুলে যান নি। আসুন, বসা যাক।'

'এ ভাবে আবার দেখা হয়ে যাবে ভাবতেও পারি নি।'

ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌নার বড় বড় দুটো চোখে ভয় ও মমতা যেন একসঙ্গে মিশে আছে। চোখদুটো নেখ্‌লিউদভের দিকে তুলে, রোগা পাতলা শরীরটাকে দুমড়ে, দড়িপাকানো গলাটা ওর কুঁচকে যাওয়া নোংরা ময়লা ব্লাউজের কলার থেকে টেনে বের করে বলল:

'ওঃ বেশ আছি! আনন্দ, আনন্দ চারিদিকে আনন্দ। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি চাই না।'

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল সে জেলে এল কেমন করে।

জবাবে সে খুবই উৎসাহে নিজের বিষয়ে সব কথা বলতে শুরু করল। ওর কথার মধ্যে বিদেশী শব্দের ছড়াছড়ি — মত ও নীতির প্রচার ও প্রসার, সংগঠন ভেঙে দেওয়া, দল, উপদল, শ্রেণী, সঙ্ঘ, শাখা, প্রশাখা ইত্যাদির উল্লেখ। মহিলার কথার ধরণ থেকে অনুমান করা যায় যে তার ধারণা পৃথিবীসুদ্ধ লোক এই সব শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য জানে। কিন্তু নেখ্‌লিউদভের কাছে এই সব শব্দ একেবারে অপরিচিত।

সে ওকে 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া'*) সংস্থার সমস্ত ভিতরের খবর এমন ভাবে বলল যে পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল ওর ধারণা নেখ্‌লিউদভ এ-সব গোপন কথা জেনে নিশ্চয় খুব খুশি হবে। নেখ্‌লিউদভ ওর শীর্ণ ঘাড়, ওর কেশবিরল মাথার উশকোখুশকো চুল দেখতে দেখতে ভাবতে লাগল কেন মহিলা এই সমস্ত ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়েছে আর কেনই বা ওকে এখন এই সমস্ত কথা বলছে। ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌নার প্রতি ওর একটা অনুকম্পার ভাব জাগে, কিন্তু চাষীর ছেলে মেন্‌শোভ এই পূতিগন্ধময় জেলে যে পচে মরছে বিনা-অপরাধে তার প্রতি নেখ্‌লিউদভের মমতা আরো অনেক গভীর। ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌নার বাঁকাচোরা শরীরটার মতো ওর মনটাও যে বাঁকাচোরা নানা চিন্তায় বিভ্রান্ত — এই জন্যই সে নেখ্‌লিউদভের অনুকম্পার পাত্রী। পরিষ্কার বোঝা যায় সে নিজেকে একজন কেউকেটা মনে করে, বৃহৎ কোনো একটা কাজের সাফল্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে শহিদ হতে চায়। কিন্তু সে বৃহৎ কাজটা যে কী এবং তার সাফল্যের চেহারাটাই বা কী — সে সম্বন্ধে তার কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই।

ভেরা ইয়েফ্রেমভ্না নেখলিউদভের সাক্ষাত পেতে চেয়েছিল শুস্তভা নামে তার এক বন্ধুর ব্যাপারে। কোনো দল-উপদলে সে ছিল না, অথচ মাস পাঁচেক আগে তাকে গ্রেফতার করে পিটার-পল্ দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তার ঘর থেকে কিছু নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কাগজপত্র পাওয়া গেছে, যেগুলো সে আর কারো খাতিরে রেখে দিয়েছিল। ভেরা বগদুখোভ্স্কায়া মনে করে শুস্তভার গ্রেফতারের ব্যাপারে সে নিজেই খানিকটা দায়ী। যে-হেতু রাজকার্যে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে নেখ্লিউদভের যোগাযোগ থাকা সম্ভব, সেই জন্য সে মিনতি করে ওকে বলতে চায় যেন নেখ্লিউদভ সর্বশক্তি প্রয়োগে তার বন্ধুর বন্দিত্বদশা মোচন করে।

এ-ছাড়া বগদুখোভ্স্কায়া তার জন্য এক বন্ধু গুর্কেভিচের ব্যাপারেও নেখলিউদভের সাহায্য প্রার্থিনী। এই বন্ধুটিও শুস্তভার মতো পিটার-পল্ দুর্গে রাজবন্দী। গুর্কেভিচ তার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চায় এবং জেলে বসে পড়াশুনোর জন্য কিছু বিজ্ঞানবিষয়ক বই পেতে চায়। এই দুই ব্যাপারে যাতে গুর্কেভিচ অনুমতি পান — সেজন্য নেখ্লিউদভ যদি কিছু করেন।

সেন্ট পিটার্সবুর্গে যখন যাবে তখন সে যথাসাধ্য করবে — নেখ্লিউদভ কথা দিল।

তার নিজের ব্যাপারে বগদুখোভ্স্কায়া যা বলল তা হল এই: ধাত্রীবিদ্যা শেষ করে সে নারোদ্নায়া ভোলিয়া-র সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথম প্রথম পার্টির কাজ বেশ সুষম ছন্দেই চলছিল — কাজ ছিল ইশতেহার রচনা করা এবং ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরিতে প্রচার কার্য চালানো। অবশেষে পার্টির নেতৃস্থানীয় জনৈক সদস্যের গ্রেফতার হবার ফলে কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে সংশ্লিষ্ট সকল লোককে গ্রেফতার করা হয়।

'আমিও গ্রেফতার হই সেই সময়। আমাকেও নির্বাসনে পাঠাবে। তাতে কি এসে যায়? আমি আনন্দিত। আমি এখন তুরীয় মার্গে আছি।'

একটা করুণ হাসি হেসে ভেরা ইয়েফ্রেমভ্না তার আত্মকাহিনী শেষ করল।

নেখ্লিউদভ সেই ডাগরচোখ মেয়েটির পরিচয় পেতে চাওয়ায়, ভেরা ইয়েফ্রেমভ্না জানাল মেয়েটির বাবা সেনাদলের জেনারেল, কিন্তু মেয়েটি বহুকাল ধরে বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে যুক্ত। জেলে এসেছে একজন শান্ত্রীকে গুলি করে মারার অপরাধ স্বীকার করার ফলে। ষড়যন্ত্রকারী কতিপয়

পার্টি-সদস্যের সঙ্গে মেয়েটি একই বাড়িতে বসবাস করত। সেখানে ছিল পার্টির চোরাই ছাপখানা। একটা রাতে বাড়ি ঘেরাও করল পুলিশ, খানাতল্লাস করতে। বাড়িতে যারা সে-সময় ছিল, ঠিক করল আত্মরক্ষার জন্য তারা প্রতিরোধ করবে। আলো নিবিয়ে দিয়ে তারা তাদের ওপর দোষারোপ করার মতো তাবৎ সামগ্রী ধ্বংস করতে আরম্ভ করে। পুলিশ ইতিমধ্যে দরজা ভেঙে অকুস্থলে হাজির হওয়ায় ষড়যন্ত্রকারী একজন রিভল্‌ভার ছোঁড়ে, ফলে শান্ত্রী একজন গুরুতর ভাবে আহত হয়, মারা যায়। পরে যখন তদন্ত করা হয় মেয়েটি বলে গুলি সে-ই ছুঁড়েছিল — যদিচ রিভল্‌ভার সে স্পর্শও করে নি এবং মশামাছি মারাটাও তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ — মানুষ মারা তো দূরের কথা। কিন্তু অনেক জেরা করার পরেও সে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে চায় নি, ফলে এখন সে সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী।

ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌না সপ্রশংস ভাবে বলল:

'ভারি চমৎকার পরোপকারী মেয়ে।'

ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌নার তৃতীয় বক্তব্যটা ছিল মাস্‌লভা সম্পর্কে। জেলের সব ঘটনাই জানাজানি হয়ে যায় — তাই সেও মাস্‌লভার ঘটনাটা ও নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানে। নেখ্‌লিউদভকে বগদুখোভ্‌স্কায়া বিশেষ করে বলল যেন জেনানা ফাটক থেকে মাস্‌লভাকে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করে। মাস্‌লভা হয় রাজনৈতিক ওয়ার্ডে যেতে পারে অথবা অন্ততপক্ষে হাসপাতালে গিয়ে রুগীদের সেবাশুশ্রূষা করতে পারে, হাসপাতালে রুগীর সংখ্যা অনেক, তুলনায় নার্সদের সংখ্যা খুবই কম, সুতরাং বাড়তি শুশ্রূষাকারিণী দরকার। পরামর্শের জন্য নেখ্‌লিউদভ ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল তার কথা মত কাজ করার চেষ্টা করবে।

৫৬

ওদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল। ইন্‌স্পেক্টর তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সাক্ষাতকারের সময় উতরে গেছে সুতরাং কয়েদী ও ভিজিটরদের এখন যে-যার জায়গায় ফিরে যেতে হবে। ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌নার

কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেখ্‌লিউদভ বেরিয়ে যাবার পথে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল অতঃপর কী হয়।

ইন্‌স্পেক্টর অধীর ভাবে একবার চেয়ার ছেড়ে ওঠেন আবার বসে পড়েন। মুখে ক্রমাগত বলে চললেন:

'সময় উতরে গেছে, সময় উতরে গেছে।'

ইন্‌স্পেক্টরের আদেশ শুনে কেউ বিচলিত হল না, বরঞ্চ দ্বিগুণ উৎসাহে আলাপ চালিয়ে যেতে লাগল। কেউ কেউ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগল, কেউ কেউ যেমন বসেছিল তেমনি বসে বসেই আলাপ চালিয়ে যেতে লাগল। কিছু কিছু লোক কান্নাকাটি করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতে লাগল। সেই যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত যুবকটি তার হাতের টুকরো কাগজটা ক্রমাগত ভাঁজ করেই চলেছে। মায়ের মতো ভাবাবেগে অভিভূত না হবার চেষ্টায় মুখখানা রাগত করে রেখেছে, বিদায় নেবার সময় হয়েছে শুনে বুড়ী-মা ছেলের কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল। নেখ্‌লিউদভ লক্ষ্য না করে পারল না সেই মায়ামাখানো ডাগর-চোখ মেয়েটি বুড়ী-মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন কোমল সুরে ক্রন্দনরতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। সেই নীল চশমা-পরা বৃদ্ধটি দাঁড়িয়েছেন তাঁর মেয়ের হাতখানা ধরে, মেয়ের কথায় সায় দিয়ে কেবলি মাথা নেড়ে চলেছেন। প্রেমিকযুগল পরস্পরের হাত ধরাধরি করে উঠে দাঁড়িয়ে নীরবে চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল।

নেখ্‌লিউদভের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খাটো কোট-পরা সেই ছোকরাটি, সে-ও বিদায়-দৃশ্য দেখছে সাগ্রহে, প্রেমিকযুগলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে নেখ্‌লিউদভকে সে বলল:

'এই যে এদের দেখছেন না, কেবল এরাই খুশি।'

নেখ্‌লিউদভ ও ছোকরাটি ওদের প্রতি নজর করছে বুঝতে পেরে সেই প্রেমিকযুগল — ছেলেটির পরনে রবারের কোট আর মেয়েটি সুন্দরী সুবেশা — পরস্পরের আঁকড়ে ধরা হাত জোড়া সামনে দিয়ে, পেছনে হেলে হাসতে হাসতে নৃত্য করতে লাগল ঘুরে ঘুরে।

ছোকরা নেখ্‌লিউদভকে জানাল:

'আজ জেলখানাতেই ওদের বিয়ে হবে — মেয়েটি স্বামীকে অনুসরণ করে চলে যাবে সাইবেরিয়া।'

'ছেলেটি কে?'

'ও সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী। বেচারা দু'জন একটু তবু ফুর্তি করুক, তা না হলে সবই যেন বেদনাদায়ক।'

শেষোক্ত মন্তব্যটা করল বুড়ী মায়ের ফোঁপানো কান্না শুনে।

ইন্স্পেক্টর আবার একই কথার পুনরুক্তি করে বলে চললেন:

'দেখুন, আপনারা সবাই তো সৎ লোক, ভদ্র লোক। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত আমায় যাতে কড়া ব্যবস্থার বিধান না দিতে হয়, অনুগ্রহ করে সেটুকু দেখবেন আপনারা।'

অসহায় ও দুর্বল ইতস্তত ভাব নিয়ে ইন্স্পেক্টর আবার বলে চললেন:

'অনুগ্রহ করুন। সময় সত্যিই উতরে গেছে। কী ভেবেছেন আপনারা? এ-রকম কিছুতে চলবে না — অসম্ভব... এই শেষ বারের মতো বলছি আপনাদের।'

ক্লান্ত গলার স্বর, কথা বলতে বলতে একবার সিগারেট ধরান, আরেকবার নিবিয়ে দেন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, কোনো প্রকার দায়িত্ববোধের বালাই না রেখে অপর মানুষের ক্ষতিবিধান করার যে সমস্ত উপায় আছে সেগুলি যতই চতুর, যত পুরাতন আর অতি-প্রচলিতই হোক না কেন, এই কামরায় যে মর্মন্তুদ দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে তার জন্য ইন্স্পেক্টর নিজেকে একজন অপরাধী জ্ঞান না করে থাকতে পারলেন না। বেশ বুঝতে পারা গেল এটা তাঁর পক্ষে মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়।

অবশেষে ছাড়াছাড়ি শুরু হল — কয়েদীরা বেরিয়ে গেল ভিতরের দরজা দিয়ে, ভিজিটরেরা সামনের দরজা দিয়ে। রবার-কোট-পরা লোকেরা, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত যুবকটি, আলুথালুবেশ মানুষটি এবং কোলিয়ার ছোট্ট মুঠোর মধ্যে তার ধবধবে সাদা হাতটা রেখে মারিয়া পাভ্লোভ্নাও, ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল কারাগারের অভ্যন্তরে।

বাইরের দরজা দিয়ে ভারী ভারী পা ফেলে বের হলেন সেই নীল চশমাধারী বৃদ্ধ, নেখ্লিউদভ বেরোল তাঁর পিছু পিছু।

নেখ্লিউদভের সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সেই বাকপটু ছোকরা যেন পুরাতন আলাপের খেই ধরে বলতে বলতে চলল:

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম এটা এক অদ্ভুত জগৎ। তবু কিন্তু বলতেই হবে ইন্স্পেক্টর অফিসারটির হৃদয়ে এখনো কিঞ্চিৎ দয়ামায়া আছে, নিয়মকানুন নিয়ে খুব বেশি কড়াক্কড়ি করেন না। বেচারারা মন খোলাসা করে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলতে পারলে কত ওদের মন হালকা হয়।'

'অন্যান্য জেলখানায় কি এরকম সাক্ষাতকারের বন্দোবস্ত নেই বলতে চান?'

'উঁহু, ওসবের কোন বালাই নেই। একেকজন করে, তাও আবার মাঝখানে জালের বেড়া।'

ছোকরা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে নাম বলল মেদিন্‌ৎসেভ। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নেখ্‌লিউদভ প্রবেশপথের সেই হল্‌টায় গিয়ে পৌঁছল। ইন্‌স্পেক্টরও ওদের পিছু পিছু ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে ওদের সঙ্গ ধরলেন। নেখ্‌লিউদভকে আপ্যায়িত করার উদ্দেশ্যেই যেন বললেন:

'মাস্‌লভার সাক্ষাত যদি পেতে চান, আগামী কাল একবার আসবেন।'

'বেশ বেশ।'

এই বলে নেখ্‌লিউদভ পা চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

মেন্‌শোভের যন্ত্রণাটাই নেখ্‌লিউদভের সবচেয়ে বেশি বেদনাদায়ক মনে হচ্ছিল — বেচারা সত্যিই তো নিরপরাধ। কিন্তু ওর দৈহিক ক্লেশের চেয়ে বহুগুণে খেদনাদায়ক হল মেন্‌শোভের মানসিক যন্ত্রণা — ওর বিভ্রান্তি, ধর্মে ও ঈশ্বরে ওর অবিশ্বাস। অকারণে নিষ্ঠুর মানুষের হাতে ওকে যে-নিগ্রহ সইতে হয়েছে, তার পর ওর পক্ষে তো কোনো কিছুতে বিশ্বাস রাখাটাই শক্ত।

আর ওই যে এক দল পাথুরে রাজমিস্ত্রি, তাদের দুরবস্থাটাও তো কম শোচনীয় নয়। কাগজে যথাসময়ে কী-যেন লেখা হয় নি, সেই জন্যে কী হেনস্তাই না তাদের সইতে হচ্ছে! মানুষ হয়ে মানুষের যন্ত্রণা বিধান করতে গিয়ে এই যে কারারক্ষীরা দিন দিন পশুর অধম হয়ে যাচ্ছে, নিছক কর্তব্য-পালনের অজুহাতে, সেটাও কি কম শোচনীয়? সবার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা হল ওই রোগজীর্ণ, বয়োবৃদ্ধ, সহৃদয় ইন্‌স্পেক্টর ভদ্রলোকের। আহা, নিজে তিনি ছা-পোষা সংসারী মানুষ অথচ তাঁকেই কি না পদাধিকারের খাতিরে মায়ের কাছ থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিতে হচ্ছে, বাবার কাছ থেকে মেয়েকে।

নেখ্‌লিউদভ নিজেকে জিজ্ঞেস করল:

'এ সমস্ত কেন?'

যতবার ও জেলখানায় আসে, ততবার এ প্রশ্ন জাগে ওর মনে, নৈতিক বিবমিষায় যেন ঘুলিয়ে ওঠে ওর সারাটা দেহ। কিন্তু প্রশ্নের কোন সমাধান সে খুঁজে পায় না।

পরদিন নেখ্লিউদভ গেল উকিলের সঙ্গে দেখা করতে। মেনশোভ্দের ব্যাপারটা বিবৃত করে ফানারিনকে অনুরোধ করল তিনি যেন ওদের মামলাটা হাতে নেন। উকিল প্রতিশ্রুতি দিলেন মামলাটা তিনি দেখবেন এবং নেখ্লিউদভ যা বললেন তা যদি সত্যি হয় — সত্যি হওয়াটাই সম্ভব — তাহলে কোনো ফী না নিয়েই তাদের হয়ে লড়বেন। অতঃপর নেখ্লিউদভ বলল সেই একশো ত্রিশ জন পাথুরে রাজমিস্ত্রির কথা — যারা সামান্য একটা ভুলের মাশুল দিচ্ছে জেলে পচে। জিজ্ঞেস করল এ-ভুল কার, কে শোধরাবে এই ভুল।

ফানারিন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, মনে হল উনি যথাযথ উত্তরটা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন:

'ভুলটা কার, জানেন? কারো না। এড্ভোকেট-জেনারেলকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি বলবেন ভুলটা হল গভর্নরের। গভর্নরকে জিজ্ঞেস করুন তিনি বলবেন এড্ভোকেট-জেনারেলের ভুল। কেউ তারা দোষী নয়।'

'আমি এখুনি একবার যাচ্ছি মাস্লেন্নিকভের কাছে। তাঁকে সব কথা বলব।'

ফানারিন একটু হেসে বললেন:

'তাঁকে বলা বৃথা। তিনি একজন — আশা করি তিনি আপনার আত্মীয় কিংবা বন্ধু নন — আকাট মুখ্যু, সম্পূর্ণ নিরেট অথচ বেজায় ধূর্ত।'

মাস্লেন্নিকভ ফানারিন সম্পর্কে কী সব বলেছিলেন — নেখ্লিউদভের মনে পড়ে গেল। সে আর কোনো জবাব না দিয়ে উকিলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল মাস্লেন্নিকভের বাড়ি।

মাস্লেন্নিকভের কাছে তার দুটো আর্জি: জেল-হাসপাতালে মাস্লভাকে স্থানান্তর করার বিষয়ে এবং পাস্পোর্টহীন বিনা অপরাধে বন্দী একশো ত্রিশ জন পাথুরে রাজমিস্ত্রিদের খালাস করার বিষয়ে। যাকে শ্রদ্ধা করা যায় না তার কাছ থেকে কোনো সুবিধা বা অনুগ্রহ যাচ্ঞা করা খুবই শক্ত, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির আর কোনো উপায় যদি না থাকে তাহলে কী আর করা যায়।

ফীটন্ চড়ে মাস্লেন্নিকভের বাড়ি পেঁছে নেখ্লিউদভ দেখতে পেল সদর দরজার সামনে কয়েকটি গাড়ি আছে দাঁড়িয়ে। ওর মনে পড়ে গেল

আজ সেই বিষ্যৎবার, আজ ভাইস্-গভর্নর পত্নীর আগন্তুক-সংবর্ধনার দিন। ওকে মাস্লেন্নিকভ নিমন্ত্রণ করেছিলেন এই দিনটাতে আসতে। নেখ্লিউদভের ফীটন্ যখন গিয়ে পেঁাছল তখন সদর দরজার সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে, একজন উর্দি'পরা চাপরাসী — মাথার টুপিতে টিনের চাক্তি — একজন মহিলাকে দুয়ারমুখের সিঁড়ি পার হয়ে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করছিল। মহিলা তাঁর গাউনের পিছন দিককার ঝুলন্ত অংশটুকু সামলে সন্তর্পণে পা ফেলছেন, সরু সরু পায়ের গাঁট, পায়ে কালো মোজা ও কালো চটি। সামনে যে-সব গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একটি ঢাকা ল্যান্ডো — দেখেই চিনল গাড়িটা কর্চাগিনদের। পাকা চুল, রক্তাভ গন্ড কোচোয়ান মাথার টুপি খুলে নেখ্লিউদভকে অভিবাদন জানাল, যে ভাবে লোকে অভিবাদন জানায় বিশেষ পরিচিত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে। নেখ্লিউদভ মাস্লেন্নিকভের খোঁজ করবার আগেই স্বয়ং ভাইস্-গভর্নরকে দেখা গেল, একজন ভি-আই-পি অতিথির পিছু-পিছু কার্পেটমোড়া সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, সিঁড়ির প্রথম মাথাটা অবধি নয়, পরন্তু একেবারে একতলার দোরগোড়ায়। এই ভি-আই-পি অভ্যাগতটি সামরিক বাহিনীর উচ্চতম অফিসারদের অন্যতম, ইনি শহরে কয়েকটি অনাথ শিশু-নিকেতন প্রতিষ্ঠা ও তাদের সাহায্য কল্পে একটা লটারীর কথা বলছিলেন গৃহস্বামীকে। আলাপ চলছিল ফরাসী ভাষায়, অতিথিটি বলছিলেন এই সব দাতব্য লটারী পরিচালনা মহিলাদের পক্ষে একটা ভালো কাজ। তারা যেমন আনন্দ পায়, তেমনি টাকাকড়িরও সংস্থান হয়।

'Qu'elles s'amusent et que le bon Dieu les bénisse...* আরে নেখ্লিউদভ যে! আছেন কেমন? বহুকাল আপনার দেখা নেই। কী ব্যাপার?' এই বলে সেই ভদ্রলোকটি নেখ্লিউদভকে সংবর্ধনা করে বললেন: 'Allez presenter vos devoirs à madame**। কর্চাগিনরাও এখানে। Et Nadine Bukshevden. Toutes les jolies femmes de la ville.***' ইউনিফর্ম-পরিহিত কাঁধদুটো ঈষৎ উ'চু করে দিলেন — যাতে ওঁর নিজ বাড়ির জমকালো উর্দি-পরিহিত নফর এসে ওঁর মিলিটারী ওভারকোটটা

---

* আনন্দ করুন ওঁরা, ঈশ্বর ওঁদের সুখে রাখুন... (ফরাসী)।

** আসুন মাদামের সঙ্গে একবার সাক্ষাত করে যান (ফরাসী)।

*** আর নাদিন বুক্সগেভ্দেন্। শহরের সমস্ত সুন্দরীরা (ফরাসী)।

আলগোছে চাপিয়ে দিতে পারে। 'Au revoir, mon cher!*' বলে মাস্‌লেন্নিকভের করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

আহ্লাদে ডগমগ হয়ে নেখ্‌লিউদভের হাতখানা ধরে মাস্‌লেন্নিকভ বললেন:

'চলো, ওপরে যাই, খুব খুশি হয়েছি তুমি এসেছ বলে।'

মেদাধিক্য থাকলে কী হয়, মাস্‌লেন্নিকভ সিঁড়ি ভাঙলেন বেশ দ্রুত পায়ে।

ভি-আই-পি-র কৃপাকটাক্ষে আপ্যায়িত হয়ে আজ তাঁর মনমেজাজ বেশ খুশি। জার-এর গার্ড বাহিনীর উচ্চ অফিসার থাকা কালে মাস্‌লেন্নিকভের ঘন ঘন রাজসন্দর্শন হয়ে থাকবে। তবু একজন রাজবংশীয়কে দেখে উনি যে এতখানি উৎফুল্ল হলেন — এটা কিঞ্চিৎ আশ্চর্য মনে হতে পারে; কিন্তু ভি-আই-পি-দের সঙ্গে দহরম-মহরম করার নেশা যদি একবার পেয়ে বসে, সহজে যেতে চায় না। রাজবংশজাতদের কিঞ্চিৎ প্রসাদ পেলে মাস্‌লেন্নিকভ এখনো তেমনি খুশি হন যেমন খুশি হয় প্রভুভক্ত কুকুর প্রভু যখন একটু পিঠ থাবড়ে দেন অথবা কানের পেছনে আঙুলটা বুলিয়ে দেন। কুকুর তখন ঘনঘন তার লেজটা নাড়ায়, গোলামের মতো মাথাটা নিচু করে, আহ্লাদে লম্ফঝম্প দেয়, কানদুটো মাথার সঙ্গে একেবারে লেপ্‌টে দেয় অথবা পাগলের মতো প্রভুর চার দিকে ঘুরতে থাকে। মাস্‌লেন্নিকভের অবস্থাটা সেই প্রভুভক্ত পোষা কুকুরেরই মতো। নেখ্‌লিউদভের মুখের গম্ভীর ভাব অথবা কী একটা কথা বলার জন্য তার ব্যাকুলতার প্রতি মাস্‌লেন্নিকভের ভ্রূক্ষেপও নেই। তিনি এখন তাকে বগলদাবা করে বৈঠকখানায় সামিল করার জন্য বদ্ধপরিকর। অগত্যা নেখ্‌লিউদভকে তাঁর অনুগামী হতেই হল।

নেখ্‌লিউদভকে হল্‌-ঘরের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার সময় মাস্‌লেন্নিকভ কেবল বললেন:

'কাজের কথা — সে পরে হবে। যা চাও সব করে দেব।'

কোথাও না থেমে সরাসরি চাপরাসীকে হুকুম করলেন:

'প্রিন্স্‌ নেখ্‌লিউদভের নাম ঘোষণা করো।'

চাপরাসীও পা চালিয়ে ওঁদের অতিক্রম করে নাম ঘোষণা করতে চলে গেল। মাস্‌লেন্নিকভ বললেন:

---

* আচ্ছা চললাম, মাই ডিয়ার (ফরাসী)।

'Vous n'avez qu'à ordonner*. কিন্তু আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমায় দেখা করতেই হবে। গত বার ওঁর সঙ্গে দেখা না করিয়ে তোমায় চলে যেতে দিয়েছিলাম বলে, আমার ওপর খুব একহাত নিয়েছে।'

ওরা দু'জন বৈঠকখানায় পা দেবার আগেই চাপরাসী প্রিন্সের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। মহিলাদের নানা ধরনের টুপি ও পুরুষ অতিথিদের মাথায় গৃহকর্ত্রীর সোফা ঘিরে রেখেছে। সেই ভিড়ের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল আন্না ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না উদ্‌ভাসিত মুখ; মাথ নুইয়ে নেখ্‌লিউদভকে অভিবাদন জানালেন গৃহকর্ত্রী আন্না ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না, যিনি নিজেকে জেনারেলের স্ত্রী, ভাইস্‌-গভর্নরের স্ত্রী বলে উল্লেখ করে থাকেন। বৈঠকখানার অপর প্রান্তে চায়ের টেবিলের চারি ধারে বসে আছেন এক গুচ্ছ মহিলা এবং তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে কতিপয় সামরিক ও আসামরিক কর্মচারী। পুরুষ ও নারীকণ্ঠের আলাপন-গুঞ্জনের যেন বিরাম নেই, কানে এসে ধাক্কা দেয়।

'Enfin**! ভাবলাম ভুলেই গেছেন বুঝি আমাদের। কিছু কি দোষ করেছি আমরা?'

এই রকম কথা বলে আন্না ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না নেখ্‌লিউদভকে সম্বর্ধনা করার সুত্রে যেন বোঝাতে চাইলেন তাঁর সঙ্গে নেখ্‌লিউদভের সম্পর্কটা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, যদিচ সেরকম কোন সম্পর্ক তাদের দু'জনের মধ্যে কস্মিনকালে ছিল না।

'পরিচয় আছে কি এ'দের সঙ্গে? — মাদাম বেলিয়াভ্‌স্কায়া, মিখাইল ইভানভিচ চের্‌নোভ। একটু কাছে এসে বসুন।'

মিসিকে ডেকে বললেন:

'মিসি, venez donc à notre table. On vous apportera votre thé...***'

মিসির সঙ্গে আলাপনরত অফিসারটির নাম ভুলে গেছেন গৃহকর্ত্রী, এখন তাঁর দিকে ফিরে বললেন:

'আর হ্যাঁ, আপনি... আপনিও চলে আসুন এখানে, চা চলবে তো প্রিন্স্‌?'

---

* কেবল তোমার হুকুমের অপেক্ষা (ফরাসী)।

** অবশেষে। (ফরাসী)

*** আমাদের টেবিলের ধারে আসুন। আপনাকে এখানেই চা পরিবেশন করা হবে... (ফরাসী)।

মহিলাকণ্ঠে শোনা গেল:

'না না না, কিছুতে আপনার কথা মেনে নেব না। ব্যাপারটা নিতান্তই সোজাসুজি: মেয়েটি তাকে ভালোবাসত না।'

'মেয়েটি ভালবাসত পিঠে।'

রেশমে, সোনা ও রত্নমণির গহনায় ঝলমলে, উ'চু টুপি মাথায় অপর এক মহিলা খিল্‌খিল্‌ হেসে বললেন:

'তোমার যত সব আজগবী ঠাট্টা সারাক্ষণ।'

'C'est excellent*—এই ছোট বিস্কুটগুলো হালকাও। আরো দিন দেখি।'

'আপনারা কি শীগ্গির যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আজই আমাদের শেষ দিন। সেইজন্যেই তো এলাম।'

'গ্রামে এখন আবহাওয়া ভারি সুন্দর হবে। ভারি সুন্দর এবারকার বসন্তটা।'

মিসির মাথায় টুপি, কালো ডোরাকাটা একটা এমন পোশাক যা শরীরের সঙ্গে আঁটোসাঁটো লেগে দেহসৌষ্ঠব স্পষ্ট করে তুলেছে — দেখে মনে হচ্ছিল যেন এই পোশাকেই তার জন্ম। ভারি সুন্দর লাগছে মিসিকে দেখতে আজ। নেখ্‌লিউদভকে দেখে ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠল। বলল:

'আমি ভেবেছিলাম আপনি বাইরে চলে গেছেন।'

'প্রায় চলেই গিয়েছিলাম। কাজের জন্যে আটকে পড়েছি, কাজের খাতিরেই আজ আমার এখানে আসা।'

'মাকে একবার দেখতে আসবেন না? আপনাকে দেখার বড় ইচ্ছে তাঁর।'

মিসি কথাটা বলল বটে, কিন্তু ও নিজেও জানে এবং জানে যে নেখ্‌লিউদভও বুঝতে পারে কথাটা সত্যি নয়। তাই লজ্জায় ওর মুখখানা আরো একটু যেন লাল হয়ে উঠল।

নেখ্‌লিউদভ মুখখানা বিষাদগ্রস্ত করে বলল:

'সময় করে উঠতে পারব কিনা সন্দেহ।'

এমন ভাবখানা করল নেখ্‌লিউদভ যেন মিসির লজ্জায় লাল হয়ে ওঠাটা ও নজর করে নি।

রাগত ভাবে মিসি একটু ভ্রূকুটি করে, কাঁধটা নাড়িয়ে ফিরে তাকাল

---

* চমৎকার (ফরাসী)।

সেই সুবেশ অফিসারটির দিকে। অফিসার মিসির হাত থেকে শূন্য কাপটা নিয়ে, আশপাশের চেয়ারে ওর কোষবদ্ধ তরবারির ঝন্‌ঝনা তুলে, পুরুষোচিত দর্পে অন্য একটা টেবিলে গিয়ে রাখলেন।

'অনাথ আশ্রমের জন্য আপনাকে কিছু দিতেই হবে।'

'দেব না এমন কথা তো আমি বলি নি। আমার যেটা দেবার তা আমি তুলে রাখছি লটারীর জন্যে। তখন দেখবেন বেশ একটা মোটা টাকাই আমি দেব।'

'ভুলে যাবেন না যেন।' কে যেন বলল, তারপর শোনা গেল একটা কৃত্রিম হাসি।

আন্না ইগ্‌নাতিয়েভ্‌না একেবারে আহ্লাদে ডগমগ, তাঁর পার্টিটা বেশ জমে উঠেছে। নেখ্‌লিউদভকে বললেন:

'মিকার (উনি ওঁর মোটাসোটা স্বামীটিকে ওই নামেই ডেকে থাকেন) কাছে শুনেছি, আপনি না কি জেলখানা সংস্কারের কাজে আজকাল ব্যস্ত। মিকার আর যাই দোষ থাক মনটা ওর ভারি নরম। হতভাগ্য সব জেলখানার কয়েদীরা ওর কাছে সন্তানতুল্য। এছাড়া আর কোনো ভাবে সে ওদের দেখতে পারে না। Il est d'une bonté...*'

তাঁর স্বামীটি যে কতখানি bonté সেটা প্রকাশের যেন কোন ভাষা খুঁজে না পেয়ে তিনি চুপ করে গেলেন। অথচ ওঁর এই মিকার হুকুমেই মাত্র সেদিন দু'জন কয়েদীকে বেঁধে প্রচণ্ড মার দেওয়া হয়েছে। এই সময় ঘরে ঢুকতে দেখা গেল বলিরেখা আঁকা এক বৃদ্ধাকে, যার মাথায় ঈষৎ নীল-রক্তিমাভ বর্ণের ফিতে আঁটা। গৃহকর্ত্রী এবার হেসে মুখখানা চট করে ঘুরিয়ে নিয়ে তাকালেন বৃদ্ধার দিকে।

নেহাৎ কথা বলতে হয় বলে নেখ্‌লিউদভ কয়েকটা দায়সারা ফাঁকা বুকনি ছেড়ে রীতিরক্ষা করে, প্রথম সুযোগেই সরে পড়ল। মাস্‌লেন্নিকভের কাছে গিয়ে বলল:

'আমায় কি দু'দণ্ড সময় দিতে পার অনুগ্রহ করে?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। কী ব্যাপার? এসো, এই ঘরটাতে বসা যাক।'

বৈঠকখানার পাশে ছোট একটি জাপানী ধরনে সাজানো বসবার ঘরে দু'জনে একটা জানালার ধারে বসল।

---

* এত ভালোমানুষ ও... (ফরাসী)।

'হ্‌ঃ, বলো, je suis à vous*। সিগারেট খাবে? দাঁড়াও, জায়গাটা যেন আবার নোংরা না হয়।' এই বলে ছাইদানী এনে রেখে তিনি বললেন:

'হ্‌ঃ, এখন বলো দেখি।'

'তোমার কাছে আমার দ্বটি বক্তব্য।'

'বটে!'

মাস্‌লেন্নিকভের ম্বখখানা বিষাদগ্রস্ত ও থমথমে হয়ে গেল। কানের পেছনে প্রভুর হাতের স্বড়স্বড়ি খেয়ে যে পোষা কুকুরটা সানন্দে লেজ নাড়াচ্ছিল তার যেন আর পাত্তা নেই। ওদিকে বৈঠকখানা থেকে ক্রমাগত কত সব কথা ভেসে আসছে। এদিকে একজন মহিলা বলছেন: 'Jamais, jamais je ne croirais**'। ওদিক থেকে প্বরুষালি কণ্ঠে কে যেন একটা গল্প ফেঁদেছে যেখানে ঘ্বরে ফিরে আসছে 'La comtesse Voronzoff ও Victor Apraksine***-র নাম। অপর একটা জায়গা থেকে আসছে হাসি দিয়ে মেশা আলাপের গ্বঞ্জন ধ্বনি। মাস্‌লেন্নিকভের এক কান যেন পাতা রয়েছে বৈঠকখানা ঘরে, অন্য কানটা দিয়ে শ্বনতে চেষ্টা করছেন নেখ্‌লিউদভের কথা।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আমি সেই মেয়েটি সম্বন্ধেই আবার কথা বলতে এসেছি।'

'ব্বঝেছি, সেই যে মেয়েটি নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও দণ্ডিত হয়েছে।'

'আমি বিশেষ করে চাই যাতে সে জেলের হাসপাতালে পরিচারিকা হিশেবে কাজ করার জন্য নিয্বক্ত হতে পারে। শ্বনেছি সে-রকম ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

মাস্‌লেন্নিকভ তাঁর ঠোঁটদ্বটো কুঞ্চিত করে একটু ভেবে বললেন:

'সেটা সম্ভবপর হবে বলে তো মনে হয় না। আচ্ছা, দেখব তব্ব কিছ্ব করা যায় কি না। আমার যা জবাব দেবার কাল তোমায় তার করে জানিয়ে দেব।'

'শ্বনেছি ওখানে অনেক রোগী, তাদের দেখাশোনা করার জন্য সহকারিণী দরকার।'

---

* আমি এখন তোমার খিদমতে হাজির (ফরাসী)।

** কক্ষনো না, কক্ষনো বিশ্বাস করি না (ফরাসী)।

*** কাউণ্টেস ভরন্‌ৎসোভা ও ভিক্তর আপ্‌রাক্‌সিন (ফরাসী)।

'বেশ তো, বেশ তো, বলেইছি তো তোমায় খবর দিয়ে পাঠাব।'

'খবর দেবে অনুগ্রহ করে।'

বৈঠকখানা থেকে একটা সমবেত, এমন কি স্বাভাবিক সুরের একটা হাসির হররা শোনা গেল। মাস্‌লেন্নিকভ মৃদু হেসে বললেন:

'নিশ্চয় ভিক্তর খুব জমিয়েছে। ভালো মেজাজে থাকলে ওর রসিকতাগুলো দারুণ ধারাল হয়।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'অন্য যে-কথাটা বলতে চেয়েছিলাম তা হল এই যে জেলখানায় একশো ত্রিশ জন লোক কয়েদ খাটছে কেবল তাদের পাস্‌পোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বলে। এক মাসের ওপর হল তারা জেলে আছে।'

নেখ্‌লিউদভ অতঃপর পাথুরে রাজমিস্ত্রিদের সমস্ত ঘটনাটার বিবরণ দিল।

মাস্‌লেন্নিকভের মুখে হঠাৎ একটা অস্বস্তি ও অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠল। বললেন:

'এ-সব তুমি কোত্থেকে শুনলে?'

'আমি গিয়েছিলাম একজন কয়েদীকে দেখতে। ফিরে যখন আসছি তখন ওই লোকগুলো আমায় করিডরে ঘিরে ধরে...'

'কোন কয়েদীকে দেখতে গিয়েছিলে?'

'এক চাষী ছেলেকে, নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও বেচারা জেল খাটছে। এর মামলাটা আমি উকিলের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু সেটা তো অন্য ব্যাপার। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে যে-সব লোক কোনো অপরাধে অপরাধী নয়, কেবল তাদের পাস্‌পোর্টের মেয়াদ উতরে গেছে বলে কি তাদের জেলে পুরে রাখা যায়? তা ছাড়া...'

মাস্‌লেন্নিকভ ওর কথা থামিয়ে দিয়ে রাগত ভাবে বললেন:

'ওটা এড্‌ভোকেট-জেনারেলের দেখবার কথা। এই যে বলো বিচার তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার, সুবিচার হওয়া দরকার — এখন দেখছ তো তার নমুনাটা! কেউ বে-আইনী ভাবে বন্দী হয়ে আছে কি না — জেলখানায় গিয়ে সেটা দেখবার কথা এড্‌ভোকেট-জেনারেলের, এটা তাঁর কর্তব্য। কিন্তু ওঁর দপ্তরের লোকেরা কেবল তাস খেলে সময় নষ্ট করে, আর কিছু করে না।'

নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ে গেল ফানারিন ওকে বলেছিল বটে ভাইস্‌-

গভর্নর দোষ চাপাতে চাইবেন এড্‌ভোকেট-জেনারেলের ঘাড়ে। হতাশ হয়ে বলল:

'তবে কি বুঝব এ ক্ষেত্রে তুমি কিছু করতে অপারগ?'

'করতে পারি বৈ কি। কালবিলম্ব না করে আমি দেখব কী করা যায়।'

বৈঠকখানা থেকে কোনো মহিলার গলা শোনা গেল — স্পষ্টই বোঝা গেল নিজের বক্তব্য ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থেকে বলছেন:

'এতে মেয়েটির পক্ষেই বরং খারাপ। C'est un souffre-douleur*.'

বৈঠকখানার অপর প্রান্ত থেকে পুরুষ-কণ্ঠ শোনা গেল:

'তাহলে তো ভালোই হল, ওটাও আমি নেব।'

মনে হল পুরুষটি কী-যেন নিতে চাইছেন তাঁর সঙ্গিনীর কাছ থেকে এবং মহিলা খিল্‌খিল্‌ হাসি হেসে তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে বলছেন:

'না, না, না, কিছুতেই দেব না।'

মাস্‌লেন্নিকভ জ্বলন্ত সিগারেটখানা ধরে ছিলেন তাঁর ধবধবে সাদা হাতে, আঙুলে বহুমূল্য পাথর বসানো আঙটি। ছাইদানীতে সিগারেটটা নিভিয়ে দিতে দিতে বললেন:

'বেশ ভালো কথা, সব কাজই আমি করে দেব। আপাতত চলো, মহিলাদের আলাপে যোগ দেওয়া যাক।'

বৈঠকখানার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে নেখ্‌লিউদভ প্রশ্ন করল:

'হ্যাঁ আরও একটা কথা। কে যেন আমাকে বলছিল গত কাল জেলখানায় কারো কারো শারীরিক শাস্তি বিধান করা হয়েছিল, কথাটা কি সত্যি?'

মাস্‌লেন্নিকভের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, বললেন:

'ও সেই ব্যাপারটা! না mon cher, তোমায় দেখছি কোনো ক্রমেই জেলখানায় ঢুকতে দেওয়া চলবে না। তুমি সব কিছু খুঁচিয়ে জানতে চাও। এসো এসো, Annette আমাদের ডাকছেন।'

নেখ্‌লিউদভের হাতখানা ধরে মাস্‌লেন্নিকভ আবার যখন বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন, ওঁর চোখে মুখে উত্তেজনা — যেমনটা দেখা গিয়েছিল ভি-আই-পি-র নেক নজরে আসার পর। এবারকার উত্তেজনাটা কিন্তু আনন্দের নয় — উদ্‌বেগের।

নেখ্‌লিউদভ ওর হাতখানা ছাড়িয়ে নিল। কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে, কাউকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে, ও বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বৈঠক-

---

* ওকে দুঃখিনীই বলতে হয় (ফরাসী)।

খানা অতিক্রম করে, চাপরাসীদের পাশ কাটিয়ে, সোজা নেমে বেরিয়ে গেল সদর দরজা দিয়ে।

Annette স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন:

'কী হয়েছে ওঁর? তুমি কি কিছু বলেছ ওঁকে?'

একজন মন্তব্য করল:

'একেই বলে à la française*.'

'À la française না আরও কিছু, এ তো à la zoulou**।'

'আরে হ্যাঁ ও বরাবরই ওই রকম।'

কে-যেন উঠে চলে গেল, অন্য কে একজন এসে ঢুকল বৈঠকখানায়। কথাবার্তা, হৈ হৈ চলতে লাগল আগের মতো। ঘরোয়া বৈঠকের বাদ বাকি সময় বেশ সহজে অতিবাহিত হয়ে গেল নেখ্‌লিউদভ-সম্পর্কে নানা সরস আলোচনায়।

মাস্‌লেন্নিকভের সঙ্গে সাক্ষাতকারের পর দিন নেখ্‌লিউদভ তাঁর একটি চিঠি পেল — পুরু পালিশ-করা কাগজে লেখা, শিরোনামার ওপর বংশমর্যাদাসূচক প্রতীক চিহ্ন মুদ্রিত, হাতের লেখা যেমন স্পষ্ট তেমনি বলিষ্ঠ। লেফাফার পিছনে যথারীতি গালা গলিয়ে তার ওপর শিলমোহরের ছাপ। চিঠিতে মাস্‌লেন্নিকভ জানিয়েছেন তিনি মাস্‌লভাকে হাসপাতালে কাজ দেবার জন্য জেল-ডাক্তারকে লিখে দিয়েছেন এবং তিনি আশা করেন নেখ্‌লিউদভের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আঁকিবুঁকি কেটে বেশ একটা জাঁকালো সই করেছেন, নিজেকে নেখ্‌লিউদভের প্রতি 'স্নেহপরায়ণ পুরনো সতীর্থ' বলে।

চিঠি পড়ে নেখ্‌লিউদভের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'আহাম্মক' কথাটা। ওর মনে হল 'সতীর্থ', কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা অনুগ্রহের ভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। নৈতিক দিক থেকে মাস্‌লেন্নিকভ যতই নোংরা ও লজ্জাকর কাজে নিযুক্ত থাকুন না কেন, ওঁর মধ্যে এমন একটা হামবড়াই ভাব রয়েছে যে উনি মনে করেন নেখ্‌লিউদভকে উনি খোশামোদ করতে চান না, তার চেয়ে বেশী এটাই দেখাতে চান যে নেখ্‌লিউদভকে 'সতীর্থ' বলে উল্লেখ করে তিনি আর যাই হোক খুব একটা গর্ব বোধ করেন না।

---

* ফরাসী কায়দায় (ফরাসী)।

** জুলু কায়দায় (ফরাসী)।

একটি বহুল-প্রচলিত ভুল ধারণা এই যে প্রত্যেক মানুষের একটি কোনো বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে: কেউ দয়ালু কেউ নিষ্ঠুর, কেউ বিজ্ঞ, কেউ নির্বোধ, কেউ উদ্যমী, কেউ বা উদাসীন ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে মানুষ এরকম হয় না। কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা হয়তো বলতে পারি বেশির ভাগ সময়েই তিনি দয়ালু ক্বচিৎ তিনি নিষ্ঠুর, বেশির ভাগ সময়ই তিনি বিজ্ঞ ক্বচিৎ নির্বোধ, বেশির ভাগ সময়ই তিনি উদ্যমী, ক্বচিৎ তিনি উদাসীন — অথবা উলটোটাও বলতে পারি। কিন্তু কাউকে যদি আমরা দয়ালু অথবা বিজ্ঞ বলি এবং অপর কোনো ব্যক্তিকে নিষ্ঠুর অথবা নির্বোধ বলি, তা হলে সেটা সত্য কথা বলা হবে না। তবু আমরা সব সময় মানুষকে এই ভাবেই শ্রেণীবদ্ধ করে থাকি — এটা একটা মস্ত ভুল। মানুষে ও নদীতে বেশ একটা মিল আছে, প্রত্যেক নদীর জল সেই একই জল, কিন্তু তাদের ধারা আলাদা। কোথাও সে-ধারা সংকীর্ণ কোথাও বা তা বিস্তৃত, কোথাও তার গতি দ্রুত কোথাও বা শ্লথ, কোথাও স্বচ্ছ কোথাও বা ঘোলাটে, কোথাও শীতল কোথাও বা উষ্ণ। মানুষের বেলায়ও ঠিক তা-ই, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রত্যেকটি গুণ বিদ্যমান থাকে বীজ-আকারে; কোনো সময় কোনো একটা গুণ বিশেষ হয়ে প্রকাশ পায়, কখনো বা অপর কোনো গুণ। এমনটা যখন ঘটে তখন চেনা মানুষকে চেনা শক্ত হয়ে ওঠে, সে যেন তখন আপনার মধ্যে আপনি থাকে না, অথচ সে মানুষ একই মানুষ।

কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভাবান্তর বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে, নেখ্‌লিউদভ ছিল সেই ধরনের লোক। তার ক্ষেত্রে এই রকম পরিবর্তন ঘটত দৈহিক বা মানসিক উভয় কারণেই। এই সময়টা ছিল নেখ্‌লিউদভের সেই পরিবর্তনের পালা।

আদালতের বিচার ও কাতিউশার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর একটা নবজীবনের আনন্দ ও উল্লাসে ওর সমস্ত হৃদয় পরিপ্লুত হয়ে উঠেছিল। যেমন অকস্মাৎ এসেছিল এই অনুভূতির জোয়ার তেমন হঠাৎ ভাটার টানে সব যেন ভেসে গেল, কাতিউশার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতকারের পর আনন্দ ও উল্লাসের স্থান নিল একটা আতঙ্ক ও বিরাট অনীহা। নেখ্‌লিউদভ সঙ্কল্প করেছে ওকে পরিত্যাগ করে যাবে না এবং কাতিউশা যদি চায়, ওকে বিবাহ করবে। কিন্তু কাজটা তার পক্ষে কঠিন, পীড়াদায়ক।

মাস্‌লেন্নিকভের বাড়ি যাবার পরের দিন পুনরায় নেখ্‌লিউদভ জেলখানায় গেল মাস্‌লভার সাক্ষাতে।

ইন্‌স্পেক্টর কথাবার্তা বলার জন্য অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু এবার আর অপিস-ঘরে কিংবা উকিলদের বসবার ঘরে নয় — একেবারে স্ত্রী কয়েদীদের সাক্ষাতকার-ভবনে।

ইন্‌স্পেক্টর স্বভাব-ভদ্র মানুষ হলে কি হবে, এবার যেন নেখ্‌লিউদভের প্রতি আচরণে তিনি আগের চেয়ে গম্ভীর, একটু যেন কম কথা বলছেন। বেশ বোঝা গেল মাস্‌লেন্নিকভ ওঁকে নেখ্‌লিউদভ সম্পর্কে একটু সাবধান হতে বলে দিয়ে থাকবেন। ইন্‌স্পেক্টর বললেন:

'বেশ তো, দেখা করবেন, কিন্তু ওকে টাকাকড়ি দেওয়া থোয়া ব্যাপারে আপনাকে আগে যা বলেছি, মনে রাখবেন। ওকে হাসপাতালের কাজে স্থানান্তর করা বিষয়ে মান্যবর যা লিখেছেন সেটা করা সম্ভব, ডাক্তারও রাজি। কিন্তু মাস্‌লভা নিজেই তো গররাজী, বলেছে, 'হ্যাঁ, আমার বুঝি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কতকগুলো জঘন্য নোংরা মানুষের বাহ্যেপেচ্ছাপ বয়ে আমায় বেড়াতে হবে!' এ-সব মানুষদের আপনি এখনো ঠিক চিনে নিতে পারেন নি, প্রিন্স্‌!'

নেখ্‌লিউদভ কোনো জবাব না দিয়ে সাক্ষাতকারের বন্দোবস্তটা করে দিতে বলল। ইন্‌স্পেক্টর একজন কারারক্ষীকে ডেকে পাঠালেন, নেখ্‌লিউদভ তাকে অনুসরণ করে চলে গেল মেয়ে-কয়েদীদের সাক্ষাতকার-ভবনে — মাস্‌লভা সেখানেই ছিল। তারের বেড়ার পিছন দিয়ে সে এসে দাঁড়াল নেখ্‌লিউদভের মুখোমুখি, মুখের ভাবটা শান্ত, চোখে একটু যেন লজ্জা ও ভয়। চোখ তুলে চাইতে কেমন একটা সংকোচ। অস্ফুট স্বরে বলল:

'আমায় মাপ করুন দ্‌মিত্রি ইভানভিচ, পরশু আমি এমন অনেক কথা বলেছিলাম যা বলা আমার উচিত ছিল না।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'মাপ করি আমার সে অধিকার নেই...'

নেখ্‌লিউদভ আরো কী-যেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু মাস্‌লভা ভয়ঙ্কর রকম চোখ টেরিয়ে, রাগত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল:

'সে যাই হোক, আমায় ছেড়ে দিন আপনি।'

ওর সেই দৃষ্টির মধ্যে নেখ্‌লিউদভ আবার দেখতে পেল প্রবল উত্তেজনা ও বিদ্বেষের ভাব।

'কেন ছেড়ে দেব তোমায়?'

'দিতেই হবে।'

'কিন্তু কেন?'

আবার একবার চোখ তুলে তেমনি রাগত ভাবে নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে সে বলল:

'কেন নয়, সেটাই করতে হবে। ছেড়ে দিন আমায়। আমি যা বলছি সত্যি বলছি। আমি কিছুতেই পারব না। ওসব একেবারে ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে।'

ওর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল:

'সত্যি বলছি পারব না, বরঞ্চ গলায় দড়ি দেব।'

নেখ্‌লিউদভ বুঝতে পারল ওর এই প্রত্যাখ্যানের পিছনে যদিচ তার প্রতি একটা প্রচন্ড ঘৃণা ও ক্ষমাহীন ক্ষোভ রয়েছে, সেই সঙ্গে আছে আরও একটা কিছু — যা ভালো, যা গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ শান্ত ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় এখন ও আগেকার প্রত্যাখ্যানের সত্যতা এমন দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপন্ন করল, যে নেখ্‌লিউদভের মনের সমস্ত সংশয় সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হল, সে ফিরে পেল আগেকার সেই জয়ের উল্লাস, আবার বিগলিত হল তার মন।

নেখ্‌লিউদভ এবার বিশেষ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল:

'কাতিউশা, তোমায় আগে যা বলেছি, আবার সেই কথাই বলব। আমি চাই তুমি আমায় বিয়ে করো। তুমি যদি না চাও, এখন যদি না চাও তাহলে আমি আগে যেমন বলেছি, তুমি যেখানে থাকবে সেখানেই থাকব, যেখানেই তোমায় এরা নিয়ে যাক না কেন, আমিও সেখানে যাব।'

'সে আপনার খুশি। আমি আর বেশি কিছু বলব না।'

জবাব দিতে গিয়ে ওর ঠোঁটদুটো আবার কেঁপে উঠল।

নেখ্‌লিউদভও স্তব্ধ, কথা যেন ওর মুখে আর আসছে না। কিছুটা শান্ত হবার পর বলল:

'আপাতত আমি যাব গ্রামের বাড়িতে, তারপর পিটার্সবুর্গ। সেখানে গিয়ে খুবই চেষ্টা করব যাতে আপনার — অর্থাৎ আমাদের — মামলাটা পুনর্বিবেচিত হতে পারে। ঈশ্বরের যদি দয়া হয় হয়তো দন্ডাজ্ঞা রদও হতে পারে।'

'রদ নাও যদি হয়, তাতে কিছু এসে যায় না। এই মামলার ফলে না হলেও অন্য কারণে এ শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল।'

নেখ্‌লিউদভ লক্ষ্য করল কথাগুলো বলতে বলতে ও কোনো প্রকারে

তার উদ্‌গত অশ্রু দমন করল। বিচলিত ভাবটা ঢাকবার জন্য হঠাৎ ও বলে উঠল:

'হ্যাঁ, কী হল, মেনশোভ্‌কে দেখেছেন কি? ওদের যে কোন দোষ নেই সে কথাটা সত্যি -- নয় কি?'

'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়।'

'বুড়িটি চমৎকার মানুষ।'

মেন্‌শোভ সম্বন্ধে যা-কিছু জানতে পেরেছে নেখ্‌লিউদভ ওকে বলার পর জিজ্ঞেস করল ওর কিছু দরকার আছে কিনা।

ও জবাব দিল কিছু ওর দরকার নেই।

তারপর আবার দু'জনে চুপচাপ।

তারপর টেরা চোখের দৃষ্টিতে নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল:

'হ্যাঁ, সেই হাসপাতালের ব্যাপারটা, আপনি যদি চান আমি যাব এবং আমি আর মদ খাব না।'

নেখ্‌লিউদভ কোন কথা না বলে ওর চোখের দিকে তাকাল। ওর চোখদুটো হাসছে।

'সে তো খুব ভালো কথা।'

নেখ্‌লিউদভ এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না। অতঃপর ওর কাছ থেকে বিদায় নিল। বেরিয়ে যাবার পথে ভাবতে লাগল:

'হ্যাঁ, ও এখন একেবারে আলাদা মানুষ।'

গত কয়েক দিনের সমস্ত দ্বিধা সন্দেহ কাটিয়ে ওঠার পর আজ ওর মনে একটি নতুন ভাব জাগল — একটা দৃঢ় প্রত্যয় যে প্রেমের শক্তি অপরাজেয়। এমন অনুভূতি আগে কখনো ওর মনে জাগে নি।

এই সাক্ষাতকারের পর মাস্‌লভা ফিরে এল ওর সেই নোংরা দুর্গন্ধ জেনানা ফাটকে। জেলের আলখাল্লাটা খুলে রেখে, কোলের ওপর আলগোছে দুটো হাত রেখে ও বসে রইল নিজের তক্তা-বিছানাটার ওপর। তখন ফাটকে রয়েছে কেবল সেই ভ্লাদিমির শহরের যক্ষ্মারোগী স্ত্রীলোকটি ও তার শিশু, মেন্‌শোভের বৃদ্ধা মা ও গুমটিঘরের সেই পাহারাদারের বৌ আর তার দুই বাচ্চা। যাজকের সেই মেয়েটি বিকৃতমস্তিষ্ক সাব্যস্ত হওয়ায় আগের দিন তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাদ বাকি আর

সবাই গেছে কাপড় কাচতে। বৃদ্ধা তখন নিদ্রামগ্ন, ফাটকের কপাট খোলা, পাহারাদারের ছেলে-মেয়ে বাইরের করিডরে খেলা করছে। ভ্লাদিমির শহরের সেই মেয়েটি কোলে তার শিশুকে নিয়ে এবং পাহারাদারের বৌ ক্ষিপ্র আঙুলে তার সেই মোজাটা বুনতে বুনতে মাস্লভার সামনে এসে দাঁড়াল। দু'জনেই জিজ্ঞেস করল:

'কী? দেখা হল?'

মাস্লভার তক্তা-বিছানাটা মেঝে থেকে বেশ উ'চু, মেঝে অবধি ওর পা পে'ীছয় না। পাদুটো দোলাতে দোলাতে ও চুপ করে বসে রইল, একটি কথাও বলল না।

রেল পাহারাদারের বৌ ক্ষিপ্র আঙুলে মোজা বুনতে বুনতে বলল:

'নাকি কে'দে কী হবে? মন-খারাপ করো না। ওঃ কাতিউশা, একটু হাসো তো দেখি!'

মাস্লভা জবাব দিল না।

ভ্লাদিমিরের মেয়েটি বলল:

'আমাদের ওরা গেছে কাপড় কাচতে। ওরা বলাবলি করছিল আজ না কি ভিক্ষে দিয়েছে এক গাদা — অনেক কিছু।'

রেল পাহারাদারের বৌ চে'চিয়ে উঠল:

'ফিনাশ্কা, কোথায় যে গেল পাজী ছেলেটা!'

উলবোনার একখানা কাঁটা উলের বল ও অসম্পূর্ণ মোজাটার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল করিডরে।

এবার শোনা গেল করিডরে সব মেয়ে-কয়েদীদের গলা। একে একে তারা ফাটকে ঢুকল, পায়ে জেলের জুতো, কিন্তু কারো পায়ে মোজা নেই। প্রত্যেকের হাতে একটা করে পাউরুটির রোল, কারো হাতে আবার দুটো। ফাটকে ঢুকেই ফেদোসিয়া ছুটে এল মাস্লভার কাছে। স্বচ্ছ নীল দুটি চোখে ভালোবাসা ঢেলে দিয়ে মাস্লভাকে জিজ্ঞেস করল:

'কী হয়েছে? কোনো গণ্ডগোল হয় নি তো? আজ আমরা চায়ের সঙ্গে পাউরুটির রোল খাব।'

এই বলে ফেদোসিয়া দুটি রুটির রোল রেখে দিল তাকের ওপর।

করাব্লিওভা জিজ্ঞেস করল:

'কী হল? বিয়ে করার ব্যাপারে ভদ্রলোক মত বদলালেন নাকি?'

মাস্লভা জবাব দিল:

'না, মত বদলান নি। আমিই চাই না, ওঁকে আমি সেই কথা বলে দিয়েছি।'

করাব্লিওভা ওর পুরুষালি গলায় বলল:

'বোকা মেয়ে আর কাকে বলে!'

ফেদোসিয়া মাস্লভার হয়ে সাফাই দিতে গিয়ে বলল:

'এক সাথে যদি থাকাটাই না হয় তা হলে বিয়ে করে কী লাভ?'

রেল পাহারাদারের বৌ বলল:

'কেন বাপু, তোমার তো সোয়ামী রয়েছে আর সে তো যাচ্ছে তোমার সাথে তুমি যেথা যাচ্ছ!'

ফেদোসিয়া বলল:

'হ্যাঁ, তা তো ঠিক। আমরা তো আইনতই স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু ভদ্রলোক কেন অনুষ্ঠান করতে যাবেন এক সঙ্গে যদি থাকতেই না পারেন?'

'কেন? কেন? আচ্ছা বোকা তো! জানিস না কি, ভদ্রলোক যদি ওকে বিয়ে করেন ওর ধনদৌলতের অভাব থাকবে না?'

মাস্লভা বলল:

'বললেন 'যেখানেই তোমায় নিয়ে যাক ওরা, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব।' যেতে চান তো যাবেন, না যেতে চান তো যাবেন না। আমি তো ওঁকে সাধতে যাব না। আপাতত পিটার্সবুর্গ গিয়ে মামলাটার একটা নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা করবেন। সেখানকার মন্ত্রীরা সবাই তো ওঁর আত্মীয় স্বজন। সে যাই হোক না কেন, ওঁকে আমার কোনো দরকার নেই।'

হঠাৎ কেন জানি করাব্লিওভা মাস্লভার সঙ্গে একমত হয়ে বলে উঠল:

'নিশ্চয় নিশ্চয়, ওঁকে কোনো দরকার নেই।'

কী যেন একটা কথা ভেবে নিজের থলের ভিতরকার বস্তু সামগ্রী হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগল, বলল:

'এক পাত্র হবে না কি?'

'তোমরা খাও, আমি খাব না।' মাস্লভা বলল।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

দ্বিতীয় পর্ব

১

পক্ষ কালের মধ্যে মাস্‌লভার মামলাটা সেনেটের কাছে উত্থাপন করার কথা, সেই সময় নেখ্‌লিউদভ পিটার্স্‌বুর্গে উপস্থিত থাকবে বলে স্থির করেছে। ফানারিন আপীলের মুসাবিদা শেষ করার পর নেখ্‌লিউদভকে পরামর্শ দিয়েছেন, সেনেট যদি আপীল অগ্রাহ্য করেন তবে যেন সে স্বয়ং সম্রাটের কাছে দরবার করে। আপীলের ভিত্তিটা খুবই দুর্বল বলে উকিল নেখ্‌লিউদভকে বলে দিয়েছেন, অগ্রাহ্য হবার সম্ভাবনা ষোলো-আনা, তেমন যদি হয়, তবে জুন মাসের প্রথম দিকে একটা কয়েদীর দলের সঙ্গে মাস্‌লভাকে যখন সাইবেরিয়া রওনা করিয়ে দেওয়া হবে, নেখ্‌লিউদভ তার স্থিরসংকল্প অনুসারে সেই দলের অনুবর্তী হতে পারে। তার আগে নেখ্‌লিউদভের একবার জমিদারিভুক্ত গ্রামগুলিতে গিয়ে বিষয়কর্মের একটা সুরাহা করা দরকার।

শহরের সব চেয়ে নিকটে কালো মাটি অঞ্চলে কুজ্‌মিন্‌স্কয়ে গ্রামে ওর একটি বিস্তীর্ণ জমিদারি আছে। ওর উপার্জনের একটা মোটা অংশ আসে এই জমিদারির আদায় থেকে। নেখ্‌লিউদভ স্থির করল সর্বপ্রথম ও যাবে কুজ্‌মিন্‌স্কয়ে গ্রামে।

বাল্যকালে ও প্রথম যৌবনে নেখ্‌লিউদভ এই জমিদারিতে বহুবার গেছে, পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তদারকিতে গিয়েছিল দু'বার। সেই সময় একবার মায়ের কথায় সেখানে একজন জার্মান নায়েব নিযুক্ত করে ও তার সঙ্গে হিশাবপত্র খুঁটিয়ে দেখে। সুতরাং জমিদারির অবস্থা, কৃষক প্রজাদের সঙ্গে সেরেস্তার, অর্থাৎ জমিদারের সম্পর্ক, — সব কিছুই বেশ কিছু কাল ধরে ওর নখাগ্রে। জমিদারের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্কটা ছিল এই রকম যে ভদ্র ভাষায় বলতে গেলে কৃষকেরা ছিল জমিদারি সেরেস্তার ওপরে সম্পূর্ণ

নির্ভরশীল আর খোলাখুলি ভাষায় — তারা ছিল সেরেস্তার ক্রীতদাস। ১৮৬১ অব্দে যে-ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ হয়ে যায় সেই অর্থে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে প্রভুর কাছে দায়বদ্ধ নফর-চাকর হিশাবে এরা ক্রীতদাস ছিল না, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে কৃষক সম্প্রদায় ছিল নিজ নিজ অঞ্চলের বড় বড় জমিদার তালুকদারের ক্রীতদাস, কারণ কৃষকদের অধিকাংশই ছিল ভূমিহীন বর্গাদার অথবা স্বল্পায়তন জমির মালিক। নেখ্লিউদভ সেটা জানত, না জেনে তার উপায় ছিল না কারণ এই প্রথার ওপরেই নির্ভর করত ওর সেরেস্তার আদায় এবং সে নিজেও এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সহযোগিতা করে এসেছে। নেখ্লিউদভ কেবল যে এসব কথা জানত এমন নয়, সে এটাও বুঝত যে জমিদারি প্রথা নিষ্ঠুর অন্যায় বিশেষ। এটা সে জানত ইউনিভার্সিটির ছাত্র অবস্থা থেকে যখন হেনরী জর্জের মতামতের সঙ্গে ওর পরিচয় হয় এবং নিজে সে যখন এই মতবাদের প্রবক্তা ও প্রচারক হয়ে উঠে তারই ভিত্তিতে পৈতৃক উত্তরাধিকারভুক্ত নিজস্ব জমিদারি চাষী-প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। নেখ্লিউদভের তখন মনে হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে ভূমিদাস-মালিকানা যেমন গর্হিত ছিল আজকের দিনে ভূমি-মালিকানাও তেমনি গর্হিত। অতঃপর যখন সে জার-এর গার্ডবাহিনীতে যোগ দিয়ে নিতান্ত ব্যক্তিগত হাতখরচা হিশাবে বছরে বিশ হাজার রুবল উড়িয়ে দিতে শুরু করে, তখন এই সমস্ত জ্ঞানের আর কোন বাধ্যবাধকতা রইল না তার জীবনে, সেগুলি সে বিস্মৃত হল। অতঃপর মালিকানার প্রতি নিজের সম্পর্ক নিয়ে সে আর কোন প্রশ্ন তুলত না, মা যে নিয়মিত একটা মোটা ভাতা ওকে পাঠাতেন সে-টাকা কোত্থেকে আসছে সে-প্রশ্নও তখন থেকে ওর অবান্তর মনে হতে থাকে; শুধু তা-ই নয়, এবিষয়ে চিন্তা করাটাও সে ছেড়ে দিল। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে সে যখন বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক হয় ও নিজের হাতে জমিদারি-পরিচালনার ভার তাকে নিতে হয় তখন ব্যক্তিগত মালিকানায় ভূসম্পত্তি ভোগ করা নিয়ে আবার ওর মনে প্রশ্ন জাগে। মাসখানেক আগেও এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নেখ্লিউদভ হয়তো নিজেকে এই বলে বুঝ দিত যে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থা পালটে দেবার মতো শক্তি তার নেই, হয়তো বলত সেরেস্তার কাজ তো ও নিজে দেখে না। এই রকম কোনো একটা কারণ দেখিয়ে, নিজের বিবেকের সঙ্গে একটা আপসরফা করে, জমিদারি থেকে দূরে দূরে থেকে, সেরেস্তার আমদানি টাকা খরচ করে ও হয়তো বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারত।

কিন্তু এখন ওর মনে হল যে-ভাবে জমিদারির কাজ চলছে তেমন চলতে দেওয়া আর ঠিক হবে না, তাতে যদিচ ওকে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে এমন একটা সময়ে যখন জেল-কয়েদীদের স্বার্থে এবং সম্ভাব্য সাইবেরিয়া যাত্রার জন্য ওর হাতে টাকাকড়ি থাকা দরকার। তাই ও মনে মনে স্থির করল মুনিশ লাগিয়ে ও আর নিজের জমি নিজে চাষ করাবে না, কম খাজনায় চাষী-প্রজাদের নামে এমন ভাবে বন্দোবস্ত করে দেবে যাতে তারা সামগ্রিক ভাবে জমিদারের ওপর নির্ভরশীল না থেকে নিজ নিজ ভাগের জমি নিজেরা চাষ করতে পারবে। পুরাতন ব্যবস্থায় দায়াবদ্ধ কৃষকদের প্রভুরূপে জমিদার তাঁর অধীন ভূমিদাসদের জমিদারের জমিতে বেগার দেওয়া থেকে রেহাই দিতেন তাদের কাছ থেকে একটা নজরানা আদায় করে। নেখ্লিউদভ ভাবল মুনিশ লাগিয়ে নিজ জমিতে চাষ দেবার পরিবর্তে স্বল্প খাজনায় কৃষকচাষীদের মধ্যে জমি বিলিব্যবস্থা করে দেওয়াটা পুরাতন প্রথার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয় হবে। এতে অবশ্য সমস্যার সমাধান হয় না, তবে এটা সমাধানের পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া: বেশি অমার্জিত ধরনের অত্যাচারের বদলে অপেক্ষাকৃত কম অমার্জিত ধরনের অত্যাচারের আশ্রয়গ্রহণ। নেখ্লিউদভ এই ভাবে একটা সংস্কার সাধন করবে বলে মনস্থ করেই এবার জমিদারিতে এসেছে।

নেখ্লিউদভ দুপুর নাগাদ পৌঁছল কুজ্মিন্স্কয়ে স্টেশনে। নিজের জীবনযাত্রা সরলীকরণের উদ্দেশ্যে সে এবার তার পৌঁছবার কথা অগ্রিম টেলিগ্রাফ করে জানায় নি। স্টেশনেই একজন চাষীর জোড়াঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি ভাড়া করল। গাড়ির গাড়োয়ান ছোকরার পরনে পীতাভ সুতী বস্ত্রের কোট লম্বা ভাঁজ ভাঁজ হয়ে নেমেছে কোমরের নীচে — কোমরে বেল্ট বাঁধা। ছোকরা তার গাড়ির কোচবাক্সের ওপর গাড়োয়ানের ভঙ্গিতে কায়দা করে কাত হয়ে বসে ছিল। একজন জমিদারগোছের ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে সে খুব খুশি, সুযোগ পাওয়া গেল অনায়াসেই — কারণ গাড়িটানার দুটি ঘোড়াই বেতো ও শীর্ণ, গাড়ি টানছিল ধীর কদমে।

গাড়োয়ান বলছিল নায়েবের কথা। নেখ্লিউদভ ইচ্ছে করেই গাড়োয়ানকে নিজের পরিচয় দেয় নি, কাজেই বেচারা জানত না ওর সওয়ার হলেন স্বয়ং কুজ্মিন্স্কয়ের জমিদার মহোদয়। গাড়োয়ান ছোকরা শহরে থেকেছে, দু-চারটে উপন্যাসও পড়েছে। কোচোয়ানের বাক্সের ওপর থেকে সওয়ারের দিকে একটু বাঁকা হয়ে বসে, লম্বা চাবুকটা একবার নীচে থেকে, একবার

মাথা থেকে হাতবদল করে নিতে নিতে, স্পষ্টতই নিজের বিদ্যের জন্য জাঁক দেখিয়ে বলল:

'ফ্যাশনদোরস্ত জর্মন তিন তিনটে পার্টাকিলে রঙের ঘোড়া যোগাড় করে এনেছেন। ওঁর গিন্নির সঙ্গে যখন ওই তিন ঘোড়ায় টানা গাড়িতে হাওয়া খেতে বের হন — সে এক দেখবার মতো ব্যাপার হয়। শীতকালে, বড়দিনের সময় জমিদার বাড়িতে মস্ত এক ক্রিস্‌মাস গাছ এনে সাজিয়েছিলেন, আমিই গাড়ি করে নিয়ে আসি অতিথিদের! ক্রিস্‌মাস গাছে বিজলী বাতি জবলছে আর নিভছে। সারা তল্লাটে কেউ কখনো ওরকমটা দেখে নি। এক গাদা টাকা হাতিয়েছে আর কি! আর হাতাবেই না কেন? ওঁরই হাতে সমস্ত ক্ষমতা। শুনেছি বেশ ভালো একটা তালুক পর্যন্ত কিনেছে।'

নেখ্‌লিউদভের ধারণা ছিল জার্মানটি কী ভাবে সেরেস্তা চালায় এবং তা থেকে কত মুনাফা করে, তা নিয়ে ওর নিজের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তৎসত্ত্বেও লম্বা কোমরের-কোট-গায়ে গাড়োয়ানের কথাগুলো শুনে তার খুব একটা ভালো লাগল না।

ভারি সুন্দর লাগছিল দিনটা: ঘন মেঘ কালো হয়ে মাঝে মাঝে সূর্যকে ঢেকে দিচ্ছে, খেতের সর্বত্র নবোদ্ভিন্ন জই-এর চারা, চাষীরা নিড়েনি দিয়ে আগাছা তুলছে, তৃণভূমিতে পুরু সবুজরঙের আস্তরণ, মাথার ওপর উড়ছে চাতক পাখীরা, বনভূমি নব কিশলয়ে শ্যামল -- এক কেবল বিলম্বিত ওক গাছগুলি ছাড়া, গোচারণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে নানা রঙের গোরু-ঘোড়া, দূরের চাষ-জমিতে লাঙল দেওয়া হচ্ছে। মাঝে মাঝে কী একটা কথা মনে পড়ে মনটা একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠছে। এই বেজার ভাবের কারণটা আর কিছু নয় — সেই গাড়োয়ান ছোকরার মুখে শোনা জার্মান নায়েবের কুজ্‌মিন্‌স্কয়ে পরিচালনার কথাটা থেকে থেকে ওর মনে পড়ছে।

জমিদারিতে পেঁছে কাজে কর্মে হাত দিতেই ওর এই অপ্রসন্ন ভাবটা কেটে গেল।

দফতরের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার পর নায়েবের সঙ্গে কথাবার্তার সূত্রে ও জানল যে চাষী-প্রজাদের সামান্যই জমিজমা আছে। নায়েব বেশ সরল মনেই বলল সেই সব জমির অধিকাংশই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে জমিদারের জমির মধ্যেই, তাই প্রজারা জমিদারের অনুগত থাকতে বাধ্য। এই কথা শোনবার পর জমি খাসে চাষ না করে খাজনার বিনিময়ে প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দেবার সংকল্পটা ওর যেন দৃঢ়তর হয়ে উঠল।

খাতাপত্র ঘেঁটে ও নায়েবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ও জানতে পারল চাষের

উপযুক্ত সব চেয়ে সরেস জমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাইনে-করা মুনিশ দিয়ে চাষ করানো হচ্ছে। বাদ বাকি জমি চাষ করছে চাষী-প্রজারা, প্রতি দেসিয়াতিনা*) বাবদ পাঁচ রুবল হারে। এই পাঁচ রুবলের বিনিময়ে প্রতি দেসিয়াতিনা পরিমাণ জমি তাদের তিনবার চাষ দেবার পর তিন বার মই দিতে হচ্ছে, শস্য বপন ছেদন করে, আঁটি বেঁধে মাড়াই করার জায়গায় জমা দিতে হচ্ছে। এই একই ধরনের কাজ করার জন্য বাঁধা মাইনের মুনিশরা পায় দেসিয়াতিনা পিছু অন্যূন দশ রুবল। জমিদারি থেকে চাষী-প্রজারা যা-কিছু পাচ্ছে তার দরুন খুবই একটা উচ্চ হারে তাদের দাম দিতে হচ্ছে গতর খেটে। গোচারণ ভূমিতে গোরু-ঘোড়া চরাবার জন্য, বনভূমি থেকে কাঠকুটো সংগ্রহের জন্য, এমন কি গোরু-ঘোড়ার খাদ্য হিশাবে আলুগাছের সবজির অংশ নিতে গেলেও তাদের গতর খেটে দামটা শোধ করতে হয়। অধিকাংশ চাষী-প্রজা জমিদারি দফতরের খাতক। চাষ-জমির বাইরে চাষী-প্রজারা যদি পতিত জমির বন্দোবস্ত নিতে চায়, তাহলে জমির মূল্যের চারগুণ, যদি শতকরা পাঁচ রুবল হারে আমানত করা হয়, সেই হিশাবে তাদের কাছ থেকে বছর বছর খাজনা আদায় নেওয়া হচ্ছে।

এই সব কিছুই নেখ্লিউদভ আগে থেকেই জানত। কিন্তু এখন নূতন আলোকে সব কিছু বিচার করে তার খুব আশ্চর্য লাগল ভাবতে যে ইতিপূর্বে সে ও তার মতো অন্য সব ভূস্বামী এই সব ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতাটুকু নজর করে দেখে নি। নায়েব যুক্তি দেখাল যে জমি যদি খাজনার বিনিময়ে প্রজাদের মধ্যে বিলি করা হয়, তা হলে চাষের জন্য যে সব উন্নততর যন্ত্রপাতি খরিদ করা হয়েছে সেগুলির জন্য সিকি-মূল্যও উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। উপরন্তু চাষী-প্রজাদের অবহেলা-অযত্নের ফলে আজকের আবাদী জমি কাল পতিত জমিতে পরিণত হয়ে যাবে। এর ফলে স্বয়ং জমিদার প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। নায়েবের এই সব যুক্তি শুনে নেখ্লিউদভের উৎসাহ নিবে যাওয়া দূরে থাক আরো একটু যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল; ও স্থিরনিশ্চিত হল যদি অল্প হারে জমি চাষী-প্রজাদের খাজনা দিলে ওর আয়ের একটা মোটা অংশ থেকে ওকে বঞ্চিত হতে হয়, তা হলে সেটাই হবে পুণ্য কর্ম। মনস্থির করল কালবিলম্ব না করে ওখানে থাকতে থাকতেই সমস্ত ব্যাপারটা সুরাহা করে ফেলবে, ফসল কাটা, ফসল বিক্রি করা, চাষের যন্ত্রপাতি এবং অদরকারী ঘরবাড়ি বিক্রি করার মতো আর সব ব্যাপারগুলো ও চলে যাবার পর নায়েব যথাসময়ে

সেরে ফেলতে পারবে। আপাতত নায়েবকে বলল যেন কুজ্‌মিন্‌স্কয়ে জমিদারির অন্তর্গত তিনটি গাঁয়ের চাষী-প্রজাদের খবর পাঠায় আগামীকাল সকালবেলায় জমিদার বাড়ির পুরনো টেনিসখেলার মাঠে জমায়েত হতে। সেখানে নেখ্‌লিউদভ তার অভিপ্রায় সকলের সামনে ব্যক্ত করবে এবং পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করবে কী শর্তে এবং কী হারে জমি চাষী-প্রজাদের খাজনা দেওয়া হবে।

নেখ্‌লিউদভ যখন জমিদারি দফতর ছেড়ে বেরিয়ে এল মনটা তার বেশ খুশি খুশি, নায়েবের যুক্তি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে সে খণ্ডন করেছে, চাষী-প্রজাদের স্বার্থে সে এখন নিজের স্বার্থ অনেকখানি ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আসন্ন জমায়েতে তার কী করণীয় ভাবতে ভাবতে নেখ্‌লিউদভ বাড়িটার চারিদিকে একবার ঘুরে বেড়াতে বেরোল। ফুলের বাগানটা অনাদৃত-অবহেলিত, এ-বছর ভালো ভালো ফুলের চারা লাগানো হয়েছে নায়েবের বাসাবাড়ির সামনে, লন-টেনিসের মাঠটায় চিকোরির আগাছা গজিয়েছে প্রচুর, তারপর পথের দু'পাশে লাইম-বীথিকা। মনে পড়ল এই বীথিকায় সে সচরাচর হাঁটত, হাঁটতে হাঁটতে চুরুট টানত, তিন বছর আগে ওর মায়ের অতিথি সুন্দরী কিরিমভা এখানেই ওর সঙ্গে কত প্রণয়ের ভান করেছে। জমায়েতে চাষী-প্রজাদের কী বলবে তার একটা খসড়া ভাঁজতে ভাঁজতে নেখ্‌লিউদভ আবার দফতরে গেল নায়েবের সঙ্গে কথা বলতে। চা-পানের সময় গোটা জমিদারির বিলি-বন্দোবস্ত সম্পর্কে নায়েবের সঙ্গে আরও একবার আলোচনা করার পর এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে সে বড় বাড়িটাতে ঢুকল, চলে গেল যে-ঘরটাতে ওর শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। মা যখন ছিলেন এ-ঘরটায় অতিথিদের রাখবার ব্যবস্থা হত।

পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ঘরটি — দেওয়ালে ঝোলানো আছে ভেনিসের দৃশ্যাবলীর একাধিক ছবি। দুটি জানালার মাঝখানে একটি প্রমাণসাইজ আয়না। তারই উলটো দিকে স্প্রিং-এর গদির ওপর ধবধবে সাদা চাদর পাতা পরিচ্ছন্ন বিছানা, খাটের পাশে একটি ছোট টেবিলের ওপর রাখা আছে জাগ্‌ভর্তি পানীয় জল, দেশলাই, মোমবাতি-দানে জ্বলন্ত মোমবাতি ও বাতি-নির্বাপক। আয়নার সামনে বড় টেবিলের ওপর রাখা আছে ওর খোলা পোর্টম্যান্টো — ভেতরে থেকে চোখে পড়ছে প্রয়োজনীয় প্রসাধনসামগ্রী এবং কয়েকটি বই, যা ও পড়বে বলে সঙ্গে নিয়েছিল। বইয়ের মধ্যে আছে রুশ ভাষায় লেখা একটি বই — অপরাধের শাস্তিবিধান সম্পর্কিত আইন সম্বন্ধে অনুসন্ধান। ওই একই বিষয়ে আরো দুটি বই —

একটি জার্মান অন্যটি ইংরেজিতে লেখা। ইচ্ছে ছিল গ্রামদেশে বেড়াতে বেড়াতে অবসর সময়ে এই বইগুলি পড়বে। আজ আর পড়া হয়ে উঠবে না, এখন সে ঘুমোতে যাবার উদ্‌যোগ করতে লাগল যাতে আগামী কাল সকাল সকাল উঠতে পারে চাষী-প্রজাদের সঙ্গে জমায়েতে মিলিত হবার জন্য।

ঘরের এক কোনায় ছিল পুরানো দিনের মিনে করা একটি মেহগনি চেয়ার, তা দেখে নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ল এ-চেয়ারটা থাকত ওর মায়ের শোবার ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনের গভীরে একটা অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত অনুভূতি জাগল — দুঃখের ও অনুতাপের। ও যেন দেখতে পেল বিরাট বাড়িটা ধ্বসে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে, বাগানটা জঙ্গলাকীর্ণ, বনভূমি কেটে সাফ, খামার-বাড়িগুলোর ভীষণ দুরবস্থা, গুদাম গোয়াল আস্তাবলের যেমন দুর্দশা তেমনি দুর্দশা সমস্ত গোরু-ঘোড়ার। অথচ কত চেষ্টায়, কত অর্থব্যয়ে এগুলি অর্জিত ও রক্ষিত হয়েছিল এত কাল তা তো তার অজানা নেই। অবশ্য ওর নিজের হাত সেখানে ছিল না। আগে তার মনে হয়েছিল ওর পক্ষে এ-সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে যাওয়া একটুও কঠিন হবে না, কিন্তু এখন তার কষ্ট হতে লাগল — কেবল এসবের জন্যই নয়, জমির জন্য আর এই যে নিজের আয়ের অর্ধেকটা ছেড়ে দিতে হবে সে জন্যও বটে। অথচ এই আয়টা এখন তার খুবই কাজে লাগত। আর ঠিক তখনই ওকে সহায়তা করার জন্য দেখা দিল যুক্তিতর্ক, যা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যেতে পারে যে চাষীদের মধ্যে জমি বিলি করে দেওয়া, নিজের সম্পত্তি লাটে তুলে দেওয়া অপরিণামদর্শিতা হবে, এ কাজ করা উচিত হবে না। তার মনের ভেতরের এক কণ্ঠস্বর বলল, 'ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে আমি থাকতে চাই না। যদি আমার ভূসম্পত্তি না থাকে, তা হলে এই সব বাড়িঘর, খামার আমি রাখবই বা কী করে? তা ছাড়া আমি এখন চলে যাব সাইবেরিয়া, আমার এই বাড়িঘর ও জমিদারির কী দরকার?' কিন্তু অন্য এক কণ্ঠস্বর মন্ত্রণা দিল, 'আহা, তা যেন হল। তুমি তো আর সারা জীবন সাইবেরিয়ায় কাটাবে না। তুমি যদি বিয়ে কর, তাহলে তোমার ছেলেপুলে হতে পারে। তাই যদি হয় তাহলে উত্তরাধিকার রূপে জমিদারি যেমন তুমি পেয়েছিলে তেমনি সমর্পণ করতে হয় তোমার সন্তানসন্ততির হাতে। জমির প্রতি একটা কর্তব্যও আছে। সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়া, কিম্বা নষ্ট করা খুবই সোজা, কিন্তু সম্পত্তি অর্জন করে তাকে গড়ে তোলা তেমন সহজ নয়। সব চেয়ে বড়ো কথাটা হল এই যে তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের

কথা, তুমি কী করতে চাও বা হতে চাও সেই কথাটাও বিচার-বিবেচনা করে, তদনুসারে সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করতে হয়। তাছাড়া ভেতরে ভেতরে তোমার সঙ্কল্প কি এমনই দৃঢ়? আরো একটি কথা — সত্যিই কি তুমি তোমার বিবেক-নির্দিষ্ট পথে চলেছো, না কি এই সমস্তই তোমার লোক-দেখানো ভড়ং?'

নেখ্লিউদভ এই সমস্ত প্রশ্ন তুলল নিজের কাছে এবং স্বীকার করে নিতে বাধ্য হল যে লোকে তার বিষয়ে কী ভাববে সেই চিন্তাই ওকে প্রভাবিত করে থাকবে। এসব নিয়ে যতই মনে মনে তোলপাড় করতে লাগল ততই যেন নূতন নূতন প্রশ্ন এসে দাঁড়াল ওর সামনে, মনে হল প্রত্যেকটি প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়া দুরূহ।

ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো এই সব চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এবং তা হলে সকালে উঠে পরিষ্কার মাথায় সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে — এই ভেবে নেখ্লিউদভ পরিষ্কার বিছানায় গা এলিয়ে দিল। জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল এক ঝলক বিশুদ্ধ হাওয়ার সঙ্গে চাঁদের আলো, আর ব্যাঙের একটানা গ্যাঙরগ্যাঙের সঙ্গে দূরের পার্ক থেকে ভেসে আসা পাখিদের মধুর কাকলি। একটি পাপিয়া যেন একেবারে কানের কাছে জানালার নিচে প্রস্ফুটিত লাইলাকের ঝোপে বসে আপন মনে গান গাইছে। পাখির ডাক ব্যাঙের ডাক একসঙ্গে মিলেমিশে এমন এক অদ্ভুত শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে যে নেখ্লিউদভের মনে পড়ে গেল ইন্স্পেক্টর-তনয়ার পিয়ানো-বাদনে ক্লেমেন্তির সেই গিট্কিরি গৎ-এর কথা। সেই সূত্রে ইন্স্পেক্টর এবং ইন্স্পেক্টরের সূত্রে মাস্লভার কথা ওর মনে পড়তে লাগল। ব্যাঙের গ্যাঙরগ্যাঙের মতনই মাস্লভার ঠোঁটদুটো যেন কাঁপছে, যখন ও বলছে 'এ-সব একেবারে ছেড়ে দিন আপনি।' তারপর জার্মান নায়েব যেন নিচে নেমে যেতে চাইল ব্যাঙগুলো তাড়িয়ে দিতে এবং ওকে ধরে রাখতে হল অতি কষ্টে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ও চলে গেল, শুধু তা-ই নয়, মাস্লভার রূপ ধরে নেখ্লিউদভকে খোঁটা দিয়ে বলতে লাগল, 'আপনি হলেন প্রিন্স্ আর আমি দণ্ডিত কয়েদী।' নেখ্লিউদভ ভাবল, 'না না আমি হার মানব না।' গা-ঝাড়া দিয়ে ও উঠে পড়ল, নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'এ আমি ঠিক করছি না ভুল করছি? জানি না, হরে-দরে সবই এক। সবই এক। আমায় এখন ঘুমোতেই হবে।' তারপর ও নিজেও নেমে গেল সেই জায়গাটাতে যেখানে নায়েব ও মাস্লভাকে নামতে দেখেছিল। ব্যস, ওইখানেই সেই ঘটনার ইতি।

২

পর দিন নেখ্লিউদভ ঘুম থেকে উঠল সকাল ন'টায়। জমিদারি দফতরের যে-তরুণ কেরানীকে নায়েব বলে দিয়েছিলেন 'কর্তামশাইয়ের' দেখাশোনা করতে, সে যেই শুনল নেখ্লিউদভ শোবার ঘরে আড়মোড়া ভাঙছে, সঙ্গে সঙ্গে হাজির হল এক হাতে কর্তামশাইয়ের বুটজোড়া নিয়ে, এমন পালিশ করেছে যে অনেক কাল বুটজোড়া এত চক্‌চক্ করে নি, অন্য হাতে এক জাগ ভর্তি পরিষ্কার ঠান্ডা ঝরনার জল। ঘরে ঢুকে জানাল চাষী-প্রজারা সবাই জমায়েত হতে শুরু করেছে। নেখ্লিউদভ লাফ দিয়ে শয্যা ত্যাগ করল, ভাবতে লাগল ওর কী করণীয়। কাল রাতে ভূসম্পত্তি ছেড়েছুড়ে ছারখার করা নিয়ে ওর মনে যে-আপশোস হচ্ছিল আজ তার চিহ্নমাত্র নেই; বরঞ্চ, আপশোস যে হয়েছিল সে কথাটা ভাবতেই আজ ওর আশ্চর্য লাগছে। আজকের কর্তব্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার কথা ভেবে ওর কেবল যে আনন্দ হচ্ছে এমন নয়, নিজের অজ্ঞাতেই যেন একটা আত্মপ্রসাদের ভাব জাগছে।

জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল আগাছায় ভরা টেনিস খেলার মাঠটা। নায়েবের নির্দেশে চাষী-প্রজারা জমায়েত হতে শুরু করেছে সেখানে। গত রাতে ব্যাঙেরা বৃথা গ্যাঙরগ্যাঙ করে নি, আজ দিনটা মেঘলা, বাতাস যেন দম ধরে আছে, সকাল থেকেই ঝিরঝিরে ঈষদুষ্ণ বৃষ্টি পড়তে লেগেছে, ডালপালায় পাতায় ঘাসে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ঝালর। জানালা দিয়ে গন্ধ আসছে নবোদ্ভিন্ন জই-এর ক্ষেত থেকে, আর আসছে বৃষ্টি ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ — আরো বৃষ্টির জন্য আকুতির মতো।

কাপড়চোপড় পরতে পরতে নেখ্লিউদভ আরো কয়েকবার জানালা দিয়ে নজর করল চাষী-প্রজারা কেমন জমায়েত হতে লেগেছে টেনিস-মাঠে। একে একে আসছে, মাথার টুপি খুলে পরস্পরকে একটু নত হয়ে নমস্কার করছে, তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। নায়েব পেশীবহুল শক্তসমর্থ জোয়ান মানুষ, পরনে মোটা খসখসে খাটো ধরনের কোট, গলার সবুজরঙা কলারটা চিবুক-সমান উঁচু, বোতামগুলো প্রায় চাকতির মতো। নায়েব এসে খবর দিল সকলেই এসে গেছে, তারা বরং আর একটু অপেক্ষা করুক, নেখ্লিউদভ আগে চা বা কফি যেটা খুশি পান করে নিন — দুটোই তৈরি।

'না, আমি বরঞ্চ গিয়ে এখ্নি ওদের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

চাষী-প্রজাদের সঙ্গে কী ভাবে কথাবার্তা চালাবে, সেই কথা ভেবে ওর কেমন যেন একটা লজ্জা ও সংকোচের ভাব এল মনে। চাষী-প্রজারা স্বপ্নেও যা সম্ভব বলে মনে করতে পারে নি — তাদের তেমন একটি প্রাণের বাসনা আজ ও পূর্ণ করবে বলে স্থির করেছে। স্বল্প খাজনায় খাস জমি চাষী-প্রজাদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ সে চলেছে তাদের উপকার করতে। তবু তার যেন কেমন বাধো বাধো ঠেকছে। নেখ্লিউদভ ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চাষী-প্রজারা সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে টুপি খুলে মাথা নত করে দাঁড়াল — কারো মাথার চুলের রঙ হালকা, কারো কোঁকড়া চুল, কারো মাথাভরা টাক, কারো বা চুল ধবধবে সাদা। নেখ্লিউদভ দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো, অনেকক্ষণ তার মুখে কোনো কথা জোগাল না। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি তখনো পড়ছে চাষী-প্রজাদের চুলের ওপর, দাড়ির ওপর, মোটা কাপড়ে তৈরি ওদের জামাকাপড়ের ফেঁসোর ওপর। ওরা সবাই কর্তামশাইয়ের দিকে তাকিয়ে, ওঁর কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু নেখ্লিউদভ এমনই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল যে সে কিছু বলতে পারল না। এই অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা ভাঙল জার্মান-নায়েব -- গম্ভীর রাশভারী মানুষ, আত্মপ্রত্যয়ে ডগমগ, রুশ খুবই ভালো ও নির্ভুল বলে, ওর ধারণা রাশিয়ার চাষাভুষোদের চরিত্র খুব ভালো বোঝে। টেনিস-মাঠের এক দিকে চাষী-প্রজাদের দল দাঁড়িয়ে — শীর্ণ তাদের চেহারা, রোদেবৃষ্টিতে চাষের কাজ করে মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, মোটা কাপড়ের কোট ভেদ করে দেখা যাচ্ছে তাদের কাঁধের ও কণ্ঠার হাড়। অপর দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতিভোজনে হৃষ্টপুষ্ট নায়েব এবং স্বয়ং কর্তামশাই। দুই তরফের বৈষম্য খুবই চোখে পড়ার মতো। নায়েব বলল:

'প্রিন্স্ এসেছেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, খাস জমি খাজনায় বিলি করে দিতে, যদিও তোমরা ওঁর এই অনুগ্রহ লাভের যোগ্য নও।'

একজন লালচুলো বাক্যবাগীশ চাষী-প্রজা বলে উঠল:

'কেন আমরা যোগ্য নই বলছ, ভাসিলি কার্লোভিচ? কেন আমরা কি তোমার হুকুমমাফিক কাজ করি না? পরলোকগতা জমিদারনীর আমলে আমরা সুখে ছিলাম — ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তিবিধান করুন। এখন তাঁর উপযুক্ত পুত্ররূপে প্রিন্স্ কি আমাদের ফেলে দিতে পারেন? তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে আমরা কৃতার্থ।'

'হ্যাঁ, তোমাদের সবাইকে এই জন্য একত্রে ডেকেছি যে যদি তোমরা

চাও আমার খাস জমি যত আছে তোমাদের নামে খাজনায় দিয়ে দিতে চাই।'

চাষী-প্রজারা চুপ করে রইল, মনে হল তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি কিংবা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

একজন প্রৌঢ় চাষী-প্রজা বলল:

'জমি আমাদের দিয়ে দিতে চান? কী ভাবে দিতে চান?'

'খাজনা দিতে চাই — যাতে স্বল্প খাজনায় জমিতে তোমরা চাষবাস করতে পারো।'

এক বৃদ্ধ বলল:

'সে তো খুবই ভালো কথা।'

আর একজন বলল:

'কেবল খাজনার হারটা আমাদের সাধ্যে কুলোলেই হয়।'

'জমি পেলে আমরা নেব নাই বা কেন?'

'আমরা তো চাষবাস করেই খেয়ে পরে আছি।'

'তা হলে আপনার পক্ষেও নির্ঝঞ্ঝাট। কেবল খাজনাটা গুনে নিলেই হল, তা নয়ত কত পাপ, কত অধর্ম করতে হয়।' বেশ কয়েকজন চাষী-প্রজা এক সঙ্গে বলে উঠল।

জার্মান নায়েব বলল:

'যত পাপ ও অধর্ম তোমরাই করো। তোমরা যদি কাজ করতে, শৃংখলা বজায় রাখতে...'

তীক্ষ্ননাসা এক শীর্ণ চেহারার বৃদ্ধ বলল:

'আমাদের মতো লোকের পক্ষে তেমনটা করা অসম্ভব ভাসিলি কার্লিচ। তুমি বলো: কেন ঘোড়াকে ফসল ক্ষেতে ঢুকোলে? বলি, কে ঢোকাল? আমি সারাটা দিন কাস্তে কোদাল চালিয়ে কিংবা ওই রকম কোনো মেহনতি করে ঘোড়ার পালের ওপর নজর রাখতে গিয়ে নিজের অজান্তে কখন ঘুমে ঢুলে পড়েছি আর সেই ফাঁকে ঘোড়া গিয়ে ঢুকেছে জই-এর ক্ষেতে আর সেই জন্যে তুমি আমার ছালচামড়া তুলতে বাকি রাখো না।'

'আরে, নিয়ম মেনে তো চলতে হবে।'

'তোমার পক্ষে নিয়মের দোহাই দেওয়া খুব সোজা। কিন্তু আমাদের শক্তির একটা সীমা আছে।'

এই কথাটা বলল লম্বা, লোমশ, ময়লারঙের মধ্যবয়সী একজন লোক।

'তোমাদের বলেছিলাম না একটা বেড়া দিতে?'

বেঁটে-মতন বিশ্রী চেহারার একজন চাষী-প্রজা পেছন থেকে বলল:

'তা হলে কাঠ দাও বেড়া বানাবার জন্য। গত বছর আমি বেড়া বানাবার জন্য একটা ছোট গাছ কেটেছিলাম, সেজন্য তুমি আমায় তিনমাসের জন্য কয়েদ করেছিলে উকুন দিয়ে আমার রক্ত চোষাবার জন্য। বেড়া নানানো তো ওইখানেই খতম হয়ে গেল।'

নায়েবের দিকে ফিরে নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'এসব কী বলছে ও?'

নায়েব জার্মান ভাষায় বলল:

'Der erste Dieb im Dorfe*. প্রতি বছর লোকটা বন থেকে কাঠ চুরি করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে।'

তারপর চাষী-প্রজাকে উদ্দেশ করে বলল:

'পরের দ্রব্য শ্রদ্ধা করে চলতে হয় — এটাই তোমাকে শিখতে হবে, বুঝলে হে?'

সেই বুড়োটি বলল:

'আহা, তোমাকে কি আমরা শ্রদ্ধা করি না? তোমাকে শ্রদ্ধা না করে আমাদের উপায় কী? আমরা সবাই তোমার হাতের মুঠোয়, আমাদের সবাইকে এক সঙ্গে পাক দিয়ে মুচড়ে তুমি তো দড়ি বানাতেও পারো।'

জার্মান নায়েব বলল:

'তোমাদের ওপর এক হাত নেব! তোমরাই পারলে আমাদের ওপর এক হাত নাও।'

'এক হাত নেব আমরা! সেদিন দেন নি আপনি এক ঘুষিতে আমার চোয়াল ভেঙে। তার কি কোন প্রতিকার হল? বড় লোকদের বেলায় আইন-আদালত নেই, এ তো দেখাই যাচ্ছে।'

'তোমার উচিত আইন মেনে চলা।'

দেখা গেল নেহাৎ অকারণেই উভয়পক্ষের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বিবাদমান দু'পক্ষের কেউই ভালো করে বুঝতে পারছিল না কী বলছে এবং কেনই বা বলছে। এ থেকে কেবল একটা জিনিসই স্পষ্ট বোঝা যায় — একদিকে রয়েছে ভীতসন্ত্রস্ত তিক্ততা এবং অপর দিকে আছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতার বড়াই। এই সমস্ত বাদানুবাদ শোনা নেখ্‌লিউদভের পক্ষে খুবই ক্লান্তিকর বলে সে আবার ফিরে এল খাজনার হার ও শর্তের আলোচনায়। বলল:

---

* গাঁয়ের পয়লা নম্বরের চোর।

'তা হলে জমির ব্যাপারে কী হবে? তোমরা কি জমি চাও? আমি যদি সমস্ত জমি খাজনায় দিয়ে দিতে চাই — কত দেবে তোমরা?'

'জিনিস আপনার, আপনিই ঠিক করুন দামটা।'

নেখ্‌লিউদভ একটা অঙ্ক বলল — সে যে দামটা বলল তা প্রতিবেশী অঞ্চলের তুলনায় খুবই অল্প, কিন্তু তা হলে কী হবে, চাষী-প্রজারা বলল খুব নাকি একটা উঁচু দাম হাঁকা হয়েছে এবং ওদের স্বভাব-অনুযায়ী দরাদরি শুরু করে দিল। নেখ্‌লিউদভ ভেবেছিল ওর প্রস্তাবটা সাদরে সোৎসাহে গৃহীত হবে, কিন্তু কারো মুখে কোনো খুশির চিহ্নটিও দেখা গেল না।

কেবল একটা ব্যাপার থেকেই নেখ্‌লিউদভ পরিষ্কার বুঝতে পারল যে ওর প্রস্তাব ওদের পক্ষে লাভজনকই হবে। কে জমির খাজনা নেবে — সংঘবদ্ধ ভাবে সমস্ত চাষী-প্রজারা না ওদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কোনো বিশেষ সমিতি — এই প্রশ্ন যখন উঠল তখন ওরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে তুমুল বাদানুবাদ শুরু করে দিল। একদল বলল যারা গতর খাটার মতো শক্তসমর্থ নয় অথবা নিয়মিত খাজনা দিতে পারবে বলে মনে হয় না, তাদের বাদ দেওয়া হোক, এই রকম কারণে যাদের বাদ দেবার কথা তারা তেড়েফুঁড়ে তর্কাতর্কি শুরু করে দিল। অবশেষে নায়েবের চেষ্টায় একটা আপস রফা মতন হল এবং স্থির হল খাজনার হার ও শর্ত কেমন হবে। অতঃপর চাষী-প্রজারা পাহাড় থেকে নেমে পরস্পরের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে যে-যার গ্রামে ফিরে চলে গেল। নেখ্‌লিউদভ ও নায়েব গেল অফিস-ঘরে চুক্তিপত্রের খসড়াটা তৈরি করতে।

নেখ্‌লিউদভের যেমন ইচ্ছা ছিল, ঠিক যেমনটি সে চেয়েছিল সেই ভাবে সমস্ত ব্যাপারের একটা সুরাহা হয়ে গেল। জেলার অন্যত্র খাজনার হার যেমন ছিল তার চেয়ে শতকরা ত্রিশ রুবল কমে চাষী-প্রজারা তাদের জমি পেয়ে গেল। খাস জমি থেকে আদায় অর্ধেকটা কমে গেল, কিন্তু যা পাওয়া যাবে তাতে নেখ্‌লিউদভের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে, কারণ একটা বনভূমি বিক্রি করে এবং চাষবাসের যন্ত্রপাতি বিক্রি করেও একটা মোটা টাকা হাতে আসবে। সব ব্যাপারটা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে গেলেও ওর মনে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব রয়ে গেল। ও দেখতে পেল চাষী-প্রজাদের কেউ কেউ মুখে যতই ধন্যবাদ জানাক তাদের মনে একটা অতৃপ্তি যেন থেকে গেছে, যেন তারা আরো কিছু বেশি পাবার আশা করে ছিল। ও দেখল নিজেকে

অনেকটা বঞ্চিত করেও ও ঠিক যেন চাষী-প্রজাদের মনে সন্তোষ বিধান করতে পারল না।

পর দিন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবার পর নেখ্‌লিউদভ যখন চাষী-প্রজাদের নির্বাচিত কতিপয় বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সঙ্গে অপিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এল, একটা আপশোস জাগল ওর মনে — কী যেন একটা কাজ করার ছিল, করা হয় নি — এই রকম একটা ভাব। স্টেশনের গাড়োয়ান জার্মান নায়েবের সেই যে জমকাল তিন ঘোড়ার ফীটন্‌ গাড়ির কথা বলেছিল, তাতে চেপে বসে নেখ্‌লিউদভ যখন চাষীদের বিদায় জানাল, দেখা গেল ওরা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে কী-যেন একটা অসন্তোষের ভঙ্গিতে মাথা নাড়াচ্ছে। নেখ্‌লিউদভের অসন্তোষ জাগল নিজের প্রতি, অসন্তোষটা কিসের তা তার নিজেরও জানা ছিল না, কিন্তু কেমন যেন একটা বিষাদ ও সংকোচের ভাব সর্বক্ষণ তাকে পীড়া দিতে লাগল।

৩

কুজ্‌মিন্‌স্কয়ে থেকে নেখ্‌লিউদভের গন্তব্য পিসিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সেই জমিদারি — যেখানে কাতিউশার সঙ্গে ওর প্রথম সাক্ষাত। ওর ইচ্ছা এখানেও জমিজমার বিলিব্যবস্থা করে কুজ্‌মিন্‌স্কয়ের মতন। তা ছাড়া আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল ওর মনে — ওখানে গিয়ে ও কাতিউশা সম্বন্ধে সব রকম খবরাখবর সংগ্রহ করবে, বিশেষ করে কাতিউশার, ওর নিজের সেই শিশু-সন্তানের বিষয়ে এবং সত্যিই সে জন্মের অনতিকাল পরে মারা গিয়েছিল কিনা, আর যদি মারা গিয়ে থাকে তো কী ভাবে।

পানোভোতে নেখ্‌লিউদভ পৌঁছল ভোরবেলা, ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বাড়ির প্রাঙ্গণে ঢুকতে প্রথমেই ও আশ্চর্য হয়ে গেল ঘরদোরের — বিশেষত বসতবাড়িটার জীর্ণ ও ভগ্নদশা দেখে। লোহার চাদর দিয়ে তৈরি ছাদটা এক কালে ছিল সবুজ, বহু কাল রঙের প্রলেপ না পড়ার ফলে রঙচটা ছাদটা যেন জং ধরে লালচে মতন দেখতে হয়েছে, খুব সম্ভব ঝড়ের তোড়ে কয়েকটা পাত গেছে বেঁকে। দেওয়ালে দেওয়ালে যে-পাতলা কাঠের তক্তার প্যানেলিং ছিল জায়গায় জায়গায় লোকে সেগুলি খসিয়ে নিয়েছে, বিশেষ

করে সেই সব জায়গা থেকে, যেখানে জং-ধরা পেরেকগুলো মুচড়ে ভাঙলে সহজেই সরিয়ে নেওয়া যায়। সামনের দেউড়ি — বিশেষত পেছনের যে দেউড়িটা ছিল ওর অতি পরিচিত — দুটোই পচে ক্ষয়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে কেবল কড়িবরগাগুলো। কয়েকটা জানালার কাচ ভাঙা, তার বদলে তক্তা মেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বহির্বাড়িটিতে এখন নেখ্লিউদভের সরকার থাকে — বাড়িটা জীর্ণ ধূসর ও ভগ্নপ্রায়। রান্নাঘর ও আস্তাবলগুলির অবস্থাও তথৈবচ। কেবল বাগানটাতে জীর্ণদশার ছোঁয়াচ লাগে নি, সবুজে শ্যামলে সব যেন ঘন হয়ে উঠেছে, ফুল ফুটে আছে অজস্র, চেরী আপেল আলুবোখরা গাছগুলো সবই মঞ্জরিত, রাস্তার বেড়ার ওপাশে তাকালে দেখা যায় সাদা মেঘের মতো সাদা সাদা মঞ্জরীতে ছেয়ে গেছে এই সব ফলের গাছ। লাইলাক ঝোপের বেড়াগুলো ফুলে ফুলে ফুলময় — ঠিক যেমনটা ছিল চোদ্দ বছর আগে যখন তরুণ নেখ্লিউদভ অষ্টাদশী কাতিউশার সঙ্গে জোড়বেজোড় খেলেছিল, তখন এমনি একটা লাইলাক ঝোপের পেছনে খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে বিছুটি পাতা লেগেছিল ওর হাতে। বাড়ির পাশে সোফিয়া ইভানভ্না একটি যে লার্চ গাছ লাগিয়েছিলেন, সেই সময় সেটা ছিল একটা কাঠির মতো, আজ সেটা পূর্ণাবয়ব বনস্পতি, প্রকাণ্ড তার গুঁড়ি, ডালে ডালে নরম হলদে-সবুজ ছুঁচের মতো পাতা — নরম পালকের মতো। আটা-কলের বাঁধটার ওপরে ভরা নদীর জল উপচে পড়ছে কলকল ছলছল শব্দে। নদীর ওপারের মাঠে চরছে চাষী-প্রজাদের গোরু-ঘোড়া — বিচিত্র তাদের গায়ের চামড়ার রঙ।

পানোভো সেরেস্তার সরকারটি ছিল যাজক শিক্ষালয়ের ছাত্র, পাঠক্রম শেষ করতে সে পারে নি। নেখ্লিউদভকে সে হাসিমুখে বহির্বাড়ির উঠোনে স্বাগত জানাল, মুখের হাসি হাসি ভাব বজায় রেখেই তাকে অফিস-ঘরে বসতে বলল, আর সেই রকমই হাসতে হাসতে -- যেন এই হাসিতে বিশেষ কিছু একটার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল একটা পার্টিশনের আড়ালে। সেখান থেকে ফিসফাস কিছু কথা শোনা গেল, তারপর সব চুপচাপ। তারপর যে-ঘোড়ার গাড়িটা নেখ্লিউদভকে স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছিল, তার গাড়োয়ান বখশীস পেয়ে টুংটাং শব্দে ঘোড়ার গলার ঘণ্টি বাজিয়ে চলে গেল। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। কিছুক্ষণ বাদে খালি-পা একটি মেয়ে পরনে চাষী মেয়েদের মতো ছুঁচের কাজ-করা জামা, কানে দুলের বদলে রঙীন ফুৎনা, ছুটে চলে গেল জানালার পাশ দিয়ে। মেয়েটির পেছন পেছন পায়ে চলা পথে কাঁটা-লাগানো বুটের শব্দ তুলে ছুটে গেল

একজন চাষী।

নেখ্‌লিউদভ জানালাটার পাশে বসে বসে বাগানের দিকে চেয়ে রইল, কান পেতে শ্‌নতে লাগল নানা ধরনের শব্দ। হালকা বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে ভাঁজ-করা পাল্লা দেওয়া ছোট জানালা দিয়ে ভেসে এল সদ্য-খোঁড়া মাটির একটা গন্ধ, হাওয়া এসে লাগল ওর ভিজে কপালের ওপর, ছ্‌রি দিয়ে কাটাকুটি জানালার তাকের ওপর রাখা কিছ্‌ চিরকুটের সঙ্গে হাওয়া খেলা করতে লাগল।

নদী থেকে একটা ঐকতানের মতো শব্দ ভেসে আসছে — 'ধপাস্‌ধপ্‌ ধপাস্‌ধপ্‌' — গ্রামের মেয়েরা নদীর ঘাটে পাটের ওপর রেখে কাপড় কাচছে, সাবান দেওয়া ভিজে কাপড়ের ওপর কাঠের ব্যাট্‌ দিয়ে সমান তালে ঘা লাগাচ্ছে — 'ধপাস্‌ধপ্‌, ধপাস্‌ধপ্‌'। আটা কলের কাছে রোদঝলমল জলের ওপর দিয়ে এই শব্দের সঙ্গে বাঁধের জলের কলকল ছলছল শব্দ মিলেমিশে একটা অদ্ভুত সংগীতের স্‌ষ্টি হয়েছে। বাগান থেকে একটা মাছি খোলা জানালা দিয়ে উড়ে এসে হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে ওর কানের কাছ দিয়ে তীক্ষ্ম গ্‌ন্‌গ্‌ন্‌ শব্দে উড়ে পালিয়ে গেল।

হঠাৎ ওর সেই নিষ্পাপ তর্‌ণ বয়সের অনেকগ্‌লো স্ম্‌তি মনের মধ্যে একসঙ্গে ভিড় করে এল। সেদিনও ও শ্‌নেছিল আটা-কলের বাঁধটার ওপর উপচে-পড়া নদীর জলের কলকল ছলছল, গাঁয়ের মেয়েদের কাপড় কাচার সেই ধপাস্‌ধপ্‌ ঐকতান, ভিজে কপালের ওপর অমনি বসন্তের হাওয়া উড়িয়েছিল ওর চুল, জানালার তাকের ওপরকার চিরকুটগ্‌লো নিয়ে অমনি খেলা করেছিল বাতাস খোলা জানালার পাশে, কানের পাশ দিয়ে অমনি করেই উড়ে গিয়েছিল ভীর্‌ একটি মাছি। আঠারো বছরের সেই বালককে, তখন সে কেমন ছিল, কেবল তা-ই যে ওর মনে পড়ল তা নয়, সে যেন সেই প্‌রাতন দিনের সঙ্গে আজ একাত্ম বোধ করছে — অন্‌ভব করছে একটা অনাবিল সরলতা, সেই অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে একটা উদ্দীপ্ত উৎসাহ... কিন্তু সেই সঙ্গে, স্বপ্নে যেমন হয়ে থাকে, সে এও জানে, ব্‌ঝতে পারল যে সে-সব দিন আর ফিরে আসে না। ওর মনটা বিষাদে ভরে উঠল।

সরকার এসে স্মিতম্‌খে জিজ্ঞেস করল:

'কখন খেতে আজ্ঞা হয় বল্‌ন?'

'যখন আপনার স্‌বিধে। আমার খিদে নেই। আগে গ্রামটা একটু ঘ্‌রে আসব।'

'একবার বাড়ির ভিতরে এসে দেখবেন না? সব কিছু ঠিকমতো গোছগাছ করে রাখা আছে। একটি বার যদি চোখ বুলিয়ে যান। বাড়ির বাইরেটা যদিও...'

'ধন্যবাদ, এখন নয়, পরে দেখব। আচ্ছা, একটা খবর দিতে পারেন, এ-গ্রামে কি মাত্রিয়োনা খারিনা নামে কোনো স্ত্রীলোক থাকে?'

এই স্ত্রীলোকটি কাতিউশার মাসি।

'হ্যাঁ, থাকে বৈকি গ্রামে। ওর সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছি না। বে-আইনী মদের দোকান চালায়। আমি সেটা জানি, ওকে সেকথা বলে বকাঝকাও করেছি। কিন্তু পুলিশে চালান দিতে মায়া হয়। একে বুড়ী মানুষ তায় নাতি-নাতনী আছে।'

সরকার হাসতে হাসতে এমন ভাবে কথাগুলো বলল মনে হল কর্তামশাইকে ও খুশি করতে চায় এবং ওর দৃঢ় ধারণা এ-সমস্ত বিষয়ে কর্তামশাই ওর সঙ্গে একমত হবেন।

'কোথায় থাকে সে? আমি একবার গিয়ে তাকে দেখে আসতে চাই।'

উৎফুল্ল হয়ে হাসিমুখে সরকার বলল:

'থাকে গ্রামের একেবারে প্রান্তে — সব শেষের বাড়ি থেকে তিনটে বাড়ি তফাতে। ওর বাড়ির বাঁ দিকে আছে একটা ইটের বাড়ি, তার পরের চালাঘরটাই বুড়ীর। আমি বরঞ্চ আপনাকে নিয়ে যাই।'

'না, ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না, আমি নিজেই খুঁজে বের করে নিতে পারব। হ্যাঁ, একটা কাজ করতে হবে আপনাকে, চাষী-প্রজাদের একটা সভা ডাকুন, ওদের জানিয়ে দিন জমির ব্যাপার নিয়ে আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

নেখ্‌লিউদভের ইচ্ছা কুজ্‌মিন্‌স্কয়ের চাষী-প্রজাদের সঙ্গে যেমন জমি খাজনা দেবার বিষয়ে চুক্তি করে এসেছে, ঠিক তেমনটাই করে ওর পানোভোর চাষী-প্রজাদের সঙ্গে — এবং সম্ভব হলে সেদিনই সন্ধ্যার মধ্যে।

৪

গেট্‌ থেকে বেরোবার মুখে নেখ্‌লিউদভ দেখতে পেল কানে রঙিনসুতোর ফুংনা-পরা সেই মেয়েটি গোচারণের মাঠের পায়েচলা পথ দিয়ে

হে'টে আসছে, পথের দ্'ধারে গিজগিজিয়ে আগাছা জন্মেছে। একটা আজান্লম্বিত রঙচঙে এপ্রন পরে, বাঁ হাতটা সামনের দিকে দ্রুত দোলাতে দোলাতে, গোলগাল খালি পাদ্টো দ্লকি চালে ফেলে ফেলে আসছে মেয়েটি। ডান হাতে কোলের কাছটায় শক্ত করে ধরে আছে একটা লালঝ্'টি মোরগ, মোরগটা হাতের বেষ্টনীতে চুপচাপ বসে আছে কেবল চোখদ্টো ঘোরাচ্ছে এবং একটা কালো পা কখনো টানটান করছে, কখনো বা ওঠাচ্ছে, নখ দিয়ে আঁচড় দিচ্ছে এপ্রনে। কর্তামশাইয়ের কাছাকাছি হতে মেয়েটির হাঁটার গতি একটু শ্লথ হয়ে এল, প্রায় দৌড়ে আসছিল এবার হাঁটতে লাগল। নেখ্লিউদভের ম্খোম্খি হতে পিছন দিকে একবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে দেবার পর, নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না কর্তা এগিয়ে যান। নেখ্লিউদভ এগিয়ে যেতেই সেও মোরগটা নিয়ে সামনে এগোল। কুয়োটার দিকে নামতে গিয়ে নেখ্লিউদভ দেখতে পেল মোটা কাপড়ে তৈরি নোংরা জামাকাপড় পরা একটি ন্যুব্জপৃষ্ঠ ব্ড়ি, কাঁধে বাঁক চাপিয়ে কানায় কানায় ভরতি দ্'বালতী জল বয়ে নিয়ে চলেছে। কর্তামশাইকে দেখে ব্ড়ী আস্তে আস্তে সাবধানে বাঁকখানা নামিয়ে, ওই মেয়েটির মতো পিছনে একবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে তারপর নত হয়ে অভিবাদন করল।

কুয়োটার পরে গ্রামের শ্র্। রোদঝলমলে দিন, অস্বস্তিকর ভাবে গরম — যদিচ বেলা তখন দশটা মাত্র। মাঝে মাঝে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলেছে। রাস্তার দ্'দিক থেকেই ভেসে আসছে গোর্-ঘোড়ার নাদের তীব্র একটা গন্ধ — গাড়ি ভরতি করে সার-গাদা থেকে সার বয়ে নিয়ে পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে কয়েকটা গাড়ি। সার-গাদাগ্লো খোঁড়া হয়েছে বলেই গন্ধটা ভারি হয়ে ভেসে আসছে চাষী-প্রজাদের কু'ড়ে ঘরগ্লোর উঠোন থেকে। এই সমস্ত কু'ড়ে ঘরের খোলা গেট্-এর সামনে দিয়েই নেখ্লিউদভকে পথ চলতে হচ্ছে। সারের গাড়ির পেছন পেছন চলতে চলতে চাষী-প্রজাদের কেউ কেউ পিছ্ ফিরে নেখ্লিউদভকে দেখতে লাগল। এদের সকলেরই খালি পা, সার লেগে জামাকাপড় নোংরা। দেখতে পেল লম্বা দোহারা চেহারার একজন ভদ্রলোক, মাথায় ধ্সর রঙের টুপি, তাতে চক্চকে রেশমের রিবনের ঘের, একেক পদক্ষেপ অন্তর অন্তর একটা ঝকঝকে হাতল-দেওয়া ছড়ি ফেলে ফেলে চলেছেন। মাঠে সার ফেলে দেবার পর কয়েকটা খালি গাড়ি জোরসে ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ি ফিরছিল, পথ-চলতি নবাগতকে দেখে গাড়োয়ানেরা সকলেই অল্পবিস্তর অবাক হয়ে টুপি খ্লে অভিবাদন জানিয়ে লক্ষ্য করে

দেখতে লাগল আগন্তুককে, মেয়েরা কেউ কেউ গেট্ থেকে বেরিয়ে এল, কেউ কেউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে নেখ্লিউদভের দিকে তাকিয়ে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে লাগল।

চতুর্থ গেট্টা পেরোতে গিয়ে নেখ্লিউদভকে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হল। চাকার ক্যাঁচ্কোঁচ্ শব্দ তুলে একটা সার-ভরতি গাড়ি তখন গেট্ থেকে বের হচ্ছে — একেবারে ঠেসেঠুসে বোঝাই করেছে এক গাদা সার। গাদার ওপর একটা মাদুর বিছানো, খালি-পা একটি ছয় বছরের ছেলে মাদুরের ওপর বসে ক্ষেত পর্যন্ত গাড়ি চড়ে যাবার আশায় উৎফুল্ল হয়ে গাড়ির পিছু নিয়েছে। পায়ে বাকলের বোনা জুতো-পরা তরুণ একজন চাষী লম্বা লম্বা পা ফেলে, লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে উঠোন পেরিয়ে গেট্-এর দিকে নিয়ে চলেছে। লম্বা লম্বা পা, ধুসর রঙের একটি ঘোড়ার বাচ্চা এক লাফে গেট্ থেকে বেরিয়েই নেখ্লিউদভকে দেখে পিছু হটে, গাড়ির চাকায় একবার পা ঘষে এক লাফে ওর মাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। মা-ঘোড়া চীঁহিঁহিঁ করে মৃদু তিরস্কারে বাচ্চাটিকে একটু যেন সাবধান করে দিয়ে বোঝাই-করা সারের গাড়ি টেনে নিয়ে গেট্ দিয়ে বের হল। অন্য ঘোড়াটার লাগাম ধরে বের হয়ে এল রোগা, চট্পটে একটি বৃদ্ধ, এরও খালি পা, পরনে ডোরাকাটা ট্রাউজার ও নোংরামত শার্ট, শার্টের ভিতর থেকে কাঁধের দুটো হাড় যেন ফুটে বেরিয়ে আছে।

বাঁধানো রাস্তাটা পোড়া ছাইয়ের ডেলার মতো ধুসর রঙের সারের ডেলায় ছেয়ে আছে। ঘোড়াদুটো গাড়ি টেনে সেখানে পা দেবার পর বুড়ো দ্বিতীয় ঘোড়ার লাগামটা ছেলের হাতে জিম্মে করে দিয়ে ফিরে এল বাড়ির গেটের সামনে। নেখ্লিউদভকে দেখে নত হয়ে অভিবাদন করে বলল:

'আমাদের জমিদারনীদের ভাইপো — তাই না?'

'হ্যাঁ, আমি ওঁদের ভাইপো।'

বুড়ো কথা বলার সুযোগ পেয়ে সোৎসাহে বলল:

'পেন্নাম হই। আমাদের খোঁজখবর নেবার জন্য এসেছো বুঝি?'

'তাই বটে। কী-রকম সব চলছে আপনাদের?'

কী বলবে, না বুঝতে পেরে, নেখ্লিউদভ এই প্রশ্ন করল।

'কী ভাবে চলছে আমাদের?' আলাপপ্রিয় বুড়ো টেনে টেনে বেশ রসিয়ে রসিয়েই যেন বলল, 'খুবই খারাপ চলছে আমাদের।'

গেটের ভিতরে পা দিয়ে নেখ্লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'কেন? এত খারাপ চলছে কেন?'

উঠোনে চালার নিচের একটা অংশ জমি অবধি চেঁছে সার তোলা হয়ে গেছে। নেখ্‌লিউদভ সে দিকে যেতে বুড়ো এল পিছু পিছু, বলল:

'কিসের জীবন? যত দূর খারাপ হতে পারে।'

লোকটার সঙ্গে সঙ্গে নেখ্‌লিউদভ চালার নিচে এসে দাঁড়াল।

যে-সার গাদা থেকে কিছুটা সার একটু আগে গাড়িতে চাপিয়ে পাঠানো হল, সেই গাদায় তখনও ঘর্মাক্ত কলেবর দুটি মেয়ে কাঁটাওলা আঁকশি হাতে গাদাটা সমান সাবুদ করে চলেছে, তাদের ঘাগরা অনেকখানি তোলা, নোংরা খালি পা হাঁটু অবধি দেখা যাচ্ছে। তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বুড়ো বলে চলল:

'দেখছো তো, একটি নয় দুটি নয়, এবাড়িতে সর্বসাকুল্যে আমরা বারোটি প্রাণী। কোনো একটা মাস যায় না যে আড়াই মণ ফসল কিনতে হয় না আমাকে। কোত্থেকে পাই বলো তো?'

'কেন, নিজের জমিতে কি যথেষ্ট হয় না?'

একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বুড়ো বলল:

'নিজের? যা জমি আছে তাতে তিনটে প্রাণীরও খোরাক হয় না। গত বছর যতটুকু জমি থেকে তুলেছিলাম, বড়দিন অবধিও কুলোয় নি।'

'তখন কী করেন?'

'তখন আমরা কী করি? একটাকে মুনিশ খাটতে পাঠালাম। তারপর মহামান্যের কাছ থেকে টাকা কর্জ করলাম। ঈস্টার পরবের আগেই সবটা খরচখরচা হয়ে গেল। এদিকে ট্যাক্সোটা পর্যন্ত দেওয়া হয় নি।'

'কত ট্যাক্স দিতে হয়?'

'ট্যাক্সো? তা আমার এই ঘরসংসারের জন্যে ট্যাক্সো দিতে হয় বছরে তিন বার — সতেরো রুবল করে। ওঃ ভগবান, কী আমাদের জীবন! কী করে যে সব বেঁচেবর্তে থাকি নিজেরাই জানি না।'

কাঁটাওলা আঁকশি দিয়ে হলুদ-বাদামী-রঙা কিছু সার স্তরে স্তরে উঠোনে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে রোদে শুকোবার জন্য, উগ্র গন্ধ ছাড়ছে। সাফ করা জায়গাটা থেকে সারের একটা লাইন ডিঙিয়ে গিয়ে নেখ্‌লিউদভ বুড়োকে জিজ্ঞেস করল:

'ঘরের ভেতরটা একটু দেখতে পারি?'

'সে আর বলতে? আসতে আজ্ঞা হোক।'

এই বলে বুড়ো সেই প্যাচপেচে সারের ওপর দিয়ে খালি পায় হাঁটতে

হাঁটতে, নেখ্‌লিউদভকে পেরিয়ে গিয়ে কুঁড়ে ঘরের সদর দরজাটা খুলে দিল।

মেয়েরা তাড়াতাড়ি মাথার ওপরকার রুমাল গুছিয়ে বেঁধে নিল, পায়ের ওপরে তোলা ঘাগরা নামিয়ে দিল, আতঙ্কমিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইল আগন্তুকের দিকে — পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক, আস্তিনে সোনার বোতাম চক্‌চক্‌ করছে, সদর দরজা দিয়ে ঢুকছেন ওদের কুঁড়ে ঘরে।

ছোট্ট দুটি মেয়ে — পরনে কেবল সেমিজ — নেখ্‌লিউদভকে দেখেই এক ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে। মাথার টুপিটা খুলে একটু নীচু হয়ে নেখ্‌লিউদভ এক ফালি বারান্দা পেরিয়ে নোংরা সংকীর্ণ কুঁড়েটাতে পা দিল। মেঝের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসানো আছে দুটো তাঁত, ঘরে বাসি খাবারের একটা টক টক গন্ধ। আগুনের চুল্লিটার সামনে একটি বুড়ী আছে দাঁড়িয়ে, শিরা ওঠা শীর্ণ দুটি হাতের ওপর আস্তিন গুটিয়ে।

বুড়ো বুড়ীকে বলল:

'এই যে কত্তামশাই আমাদের অতিথি হয়েছেন।'

বুড়ী জামার হাতা নামাতে নামাতে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল:

'বেশ তো, আসতে আজ্ঞা হোক।'

'দেখতে এলাম আপনারা কী ভাবে থাকেন।'

'দেখতেই তো পাচ্ছ কী ভাবে থাকি আমরা। বাড়ির চালাটা পড়ো পড়ো, কোন দিন মাথার ওপর ভেঙে পড়ে কে মারা যায় ঠিক নেই। কিন্তু বুড়ো বলে বেশ আছে। তাই আমরা আছি রাজার হালে।'

বুড়ী হাতে-পায়ে একটু চঞ্চল, কথা বলতে বলতে উত্তেজিত ভাবে মাথায় ঝাঁকি মারে। বলল:

'এখন খাবারের আয়োজন করছি। খেটে-খাওয়া লোকগুলোর খিদে মেটাতে হবে তো!'

'দুপুরের খাবার আপনাদের কী?'

'দুপুরের খাবার? খাবার আমাদের চমৎকার। প্রথম পাতে দিই পাউরুটি ও ক্‌ভাস্‌*); দ্বিতীয় পাতে দিই ক্‌ভাস্‌ আর পাউরুটি।'

এই বলে বুড়ী অর্ধেক ক্ষয়ে যাওয়া কয়েকটা দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

'না, ঠাট্টা নয়। আমি সত্যি দেখতে চাই কী আপনারা খান।'

বুড়ো হাসতে হাসতে বলল:

'কী খাই? আমাদের খাওয়া নিতান্তই সাদামাটা। হাঁ গো, একবারটি দেখিয়ে দাও না কর্তামশাইকে।'

বুড়ী মাথা নাড়িয়ে বলল:

'চাষাভুষোরা কী খায় তাই বুঝি বাবুমশাইয়ের দেখতে ইচ্ছে হয়েছে? ইচ্ছের বলিহারি, বাবুমশাই বুঝি সব কিছু জানতে চাও? ওই তো বলছিলাম না — রুটি আর ক্‌ভাস্‌। তা ছাড়া থাকবে একটা বাঁধাকপির ঝোল — একটি মেয়ে কিছু মাছ দিয়ে গেল, তাই দিয়ে ঝোল বানিয়েছি। তারপর? তারপর আলুসেদ্ধ।'

'ব্যস? আর কিছু নয়?'

'আবার কী? হ্যাঁ, সেই একটু দুধ।'

বুড়ী খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে খুব হাসতে লাগল।

সদর দরজাটা তখনো হাট করে খোলা — ভিতর বারান্দায় এক গাদা লোক — ছেলে, মেয়ে, বাচ্চা কোলে করে বৌঝিরা পর্যন্ত জড়ো হয়েছে, শুনেছে অদ্ভুত এক ভদ্রলোক এসেছেন এবং তিনি না কি চাষাভুষোরা কী খায় স্বচক্ষে দেখতে চান। বুড়ীকে দেখে মনে হল পাড়ার সবাইকে দেখাতে চায় যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয় তা সে বেশ জানে।

বুড়ো বলল:

'দুর্দশা, বড় দুর্দশা আমাদের জীবনে, কর্তামশাই। কী আর বলব?'

বারান্দায় যারা ভিড় জমিয়েছে তাদের ধমক দিয়ে বুড়ো বলল:

'এখানে তোমাদের কী দরকার?'

নেখ্‌লিউদভ জানে না কেন, সব কিছু দেখে শুনে ও কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ও সংকোচ বোধ করতে লাগল। বলল:

'আচ্ছা, আমি তা হলে যাই।'

'আমাদের দেখতে এলে বলে আমরা বিশেষ বাধিত,' বুড়ো বলল।

বারান্দায় যারা দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, তারা পরস্পরসন্নদ্ধ হয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল যাতে নেখ্‌লিউদভের জন্য পথ করে দিতে পারে। বুড়োর বাড়ি থেকে বেরিয়ে নেখ্‌লিউদভ রাস্তা ধরে গ্রামের শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। খালি-পা দুটি ছেলে — একজন বয়সে একটু বড়, তার পরনে একটি জামা, এক কালে যার রঙটা ছিল সাদা, অন্যটির পরনে জীর্ণ গোলাপী জামা, রঙ যার ঝলসে গেছে কবে — বারান্দা থেকে বেরিয়ে নেখ্‌লিউদভের পিছু নিল। নেখ্‌লিউদভ তাদের দিকে ফিরে তাকাল।

সাদা-জামা ছেলেটি জিজ্ঞেস করল:

'এবারে কোথায় যাবে?'

নেখ্‌লিউদভ জবাব দিল:

'মাত্রিয়োনা খারিনার কাছে, তোমরা চেনো তাকে?'

গোলাপী-জামা ছেলেটি কী-যেন ভেবে হাসতে লাগল, অন্য ছেলেটি কিন্তু গম্ভীর ভাবে বলল:

'কোন্‌ মাত্রিয়োনার কথা বলছ? যার বয়স হয়েছে?'

'হ্যাঁ, বয়স হয়েছে তার।'

সাদা-জামা ছেলেটি একটু সুর টেনে বলল:

'ও বুঝেছি কার কথা বলছ। সে তো থাকে গ্রামের ওই শেষ দিকে, আমরা দেখিয়ে দেব। ফেদ্‌কা, চল্‌ আমরা ওকে দেখিয়ে দিয়ে যাই।'

'তা তো হল, ঘোড়া সামলাবে কে?'

'আরে, ঘোড়া ঠিক থাকবে। ভাবতে হবে না।'

ফেদ্‌কা রাজি হয়ে গেলে পর তিন জনে রাস্তা ধরে চলল।

৫

বড়োদের চেয়ে ছেলেদের সঙ্গে নেখ্‌লিউদভ বেশি স্বচ্ছন্দ, রাস্তায় চলতে চলতে ওদের দু'জনের সঙ্গে বেশ আলাপ জমাল। ফেদ্‌কা, যার গায়ে গোলাপী রঙের জামা এবং বয়সে যে একটু ছোট, এতক্ষণ সে কথায় কথায় হাসছিল, কিন্তু এক সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে সেও অন্য ছেলেটির মতো নেখ্‌লিউদভের সব প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল — ভেবেচিন্তে।

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'বলতে পারো এ-গাঁয়ে কারা সব চেয়ে গরিব?'

'সব চেয়ে গরিব? মিখাইল গরিব, সেমিওন মাকারভ আর মার্‌ফাও গরিব। মার্‌ফা তো খুবই গরিব।'

বয়সে ছোট ফেদ্‌কা বলে উঠল:

'আর আনিসিয়া, সে তো আরও গরিব, বেচারার একটা গোরুও নেই। ওরা তো সবাই ভিক্ষে করে।'

বড় ছেলেটি ফেদ্‌কার কথাটা খণ্ডন করে বলল:

'গোরু নেই সত্যি, কিন্তু ওরা তো কেবল তিনটি প্রাণী। মার্‌ফার পুষ্যি আছে পাঁচ জন।'

আনিসিয়ার পক্ষে লড়তে গিয়ে ফেদ্‌কা বলল:

'কিন্তু আনিসিয়া তো বিধবা।'

'বলছিস বটে আনিসিয়া বিধবা, আরে মার্‌ফাও তো বলতে গেলে তাই। একই অবস্থা, ওরও তো স্বামী নেই।'

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'কেন, মার্‌ফার স্বামী তা হলে এখন কোথায়?'

বড়দের মুখে শোনা কথা ধার করে বড় ছেলেটি জবাব দিল:

'জেলখানায়, উকুনদের খাবার যোগাচ্ছে।'

ফেদ্‌কা তড়বড় করে কথাটা বিশদ করতে গিয়ে বলল:

'এক বছর আগে লোকটা জমিদারের বন থেকে দুটো বার্চ গাছ কেটেছিল। তাই ওকে কয়েদ করা হয়েছে, ছয় মাস হয়ে গেল, ওর বৌ এখন ভিক্ষে করে বেড়ায়। তিনটে ছেলেমেয়ে আছে, আর আছে অসুস্থ বুড়ী।'

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'কোথায় থাকে মার্‌ফা?'

'সে তো থাকে এই বাড়িতেই।'

ফেদ্‌কা দেখিয়ে দিল কুঁড়ে ঘরটা। ঠিক পথের পাশেই একটা পায়ে চলা রাস্তা। নেখ্‌লিউদভ চলছিল সেই রাস্তা দিয়ে। ওর সামনে হালকা হলুদরঙা চুল একটি শিশু তার সরু সরু পায়ে ভর দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলছিল।

'ভাস্‌কা! ক্ষুদে পাজিটা গেল কোথায়?'

নোংরা, ঠিক যেন ছাই ঢালা ধূসর রঙের কামিজপরা একটি স্ত্রীলোক কুঁড়ে থেকে ছুটে বের হয়ে চেঁচিয়ে ডাকল ভাস্‌কার নাম ধরে। ভয় ভয় মুখ করে দৌড়ে এসে নেখ্‌লিউদভ এসে পড়ার আগেই ছোঁ মেরে ভাস্‌কাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে ফিরে গেল, ভাব দেখে মনে হল ভয় পেয়েছিল নেখ্‌লিউদভ হয়তো তার ছেলেটাকে মারবে।

এ হল সেই স্ত্রীলোকটি যার স্বামী জেল খাটছে নেখ্‌লিউদভের বার্চ গাছ কেটে নেবার জন্য।

মাত্রিয়োনার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'আর এই যে মাত্রিয়োনা, এও কি খুব গরিব?'

'গরিব? গরিব হতে যাবে কেন? ও তো চোলাই মদ বিক্রি করে।' রোগা পট্‌কা গোলাপী রঙের জামা-পরা ফেদ্‌কা দৃঢ় স্বরে বলল।

বাড়িটাতে পেঁছবার পর নেখ্‌লিউদভ ওর সঙ্গী দুটি ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই বারান্দা অতিক্রম করে ঘরের ভিতর ঢুকল। ঘরটা লম্বায় চোদ্দ ফুট মত হবে। বড় আগুনের চুল্লীটার পিছনে একটি যে-খাট পাতা আছে সেটা কোনো লম্বা লোকের সটান শুয়ে পড়ার মতো দীর্ঘ নয়। নেখ্‌লিউদভ ভাবতে লাগল:

'এই খাটটাতেই তা হলে কাতিউশা শিশুসন্তানের জন্ম দিয়ে অসুস্থ অবস্থায় বেশ কিছু দিন কাটিয়ে থাকবে।'

ঘরের মেঝেটার অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে একটা তাঁতযন্ত্র। বুড়ী ও তার বড়ো নাতনীটি তখন সবে তাঁতে টানা দিচ্ছে। নীচু চৌকাঠে মাথাটা ঠুকে গেল নেখ্‌লিউদভের। ওকে দেখবার জন্য আরো দুটি নাতিনাতনী ছুটে এসে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

বুড়ী খেঁকিয়ে উঠল:

'কাকে চাই?'

একে টানাটা ঠিকমতো না দিতে পেরে মনটা খিঁচড়ে গেছে, তায় চোলাই মদ বেচে বলে অচেনা অজানা লোক দেখলেই বুড়ীর ভয় হয়।

'আমি এখানকার জমিদার। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে এসেছি।'

বুড়ী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, তারপর ওর মুখচোখের ভাব হঠাৎ সম্পূর্ণ বদলে গেল। বুড়ী কণ্ঠে মধু ঢেলে বলল:

'আরে, তুমি যে! মানিক আমার! আমি আবার বোকার মতো ভাবছি পথচলতি ফাল্‌তু কোনো লোক হবে। আহা আমার সোনা গো!'

খোলা দরজার বাইরে সেই দুটি নাতিনাতনীর পিছনে এসে জুটেছে একটি স্ত্রীলোক, সঙ্গে তার শীর্ণ বিবর্ণ পাণ্ডুর একটা খুদে বাচ্চা, মুখে একটা রুগ্ন হাসি, মাথায় নানা রঙা কাপড়ের টুকরো জুড়ে সেলাই করা একটা টুপি।

সে দিকে তাকিয়ে নেখ্‌লিউদভ বলল:

'লোকজনের আড়ালে একবার কথা বলতে পারলে হত।'

দরজার পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের উদ্দেশ করে বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল:

'হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন লা? দেব নাকি এক ঘা?

ওরে আমার লাঠিটা দে তো। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা, দিলি!'

ছোটরা পালাল, বাচ্চা-কোলে বৌটি দরজা ভেজিয়ে দিল। বুড়ী নেখ্লিউদভের দিকে ফিরে বলল:

'ইদিকে আমি কি না ভাবছি কে বটে লোকটা। এ যে দেখছি স্বয়ং কত্তামশাই, আমার মণি মানিক, আমার ধন এসেছেন এই গরিবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে? এই যে, এইখানে বসতে আজ্ঞা হোক মান্যবর।'

বুড়ী নিজের এপ্রন দিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল:

'ইদিকে আমি ভাবছি পাজী শয়তান কেউ এল বুঝি! এলেন কি না মান্যবর স্বয়ং আমাদের কত্তামশাই — ভন্দরনোকের বাড়া ভন্দরনোক, আমাদের উব্গারী মানুষ, কত হিত করেন আমাদের। এই বুড়ী আহাম্মকটাকে মাপ করবে — চোখে ভালো দেখতে পাই না।'

নেখ্লিউদভ বসল। বুড়ী ডান হাতের চেটোর ওপর থুৎনিটা রেখে, বাঁ হাতে ডান হাতের ছুঁচলো কনুইটা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল অতিথিকে। সুর করে বলতে লাগল:

'মান্যবর একটু যেন বুড়িয়ে গেছ। প্রথম যখন দেখেছি একেবারে ফুলের মতো তাজা জোয়ান। আর এখন? দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা করতে হয় বুঝি?'

'আচ্ছা, যা জিজ্ঞেস করতে এসেছি বলি: কাতিউশা মাস্লভাকে মনে আছে?'

'কাতেরিনার কথা বলছ বাবা? মনে আবার নেই? সে তো আমার বোনঝি। মনে না রেখে উপায় কী? কত চোখের জল ফেলেছি ওর জন্যে। কেমন করে কী হয়েছিল — সব আমার জানা। হ্যাঁ, আপনিই বলুন — কে আমরা দোষী নই ঈশ্বরের কাছে, কে অপরাধ করি নি জার-এর কাছে? সবাই আমরা তো জানি, যৌবন ভারি বিষম কাল। দুটিতে চা-কফি খেতে গিয়ে শয়তান পেয়েছিল তোমাকে। অনেক সময় শক্তিমান হয় ওই শয়তান। কী আর করা যায় তখন? হ্যাঁ, তুমি ওকে ত্যাগ করলে কী হবে, বখ্শিস তো কম দাও নি — এক শোটি রুবল! আর ওই মেয়েটা, সে কী করল? একটুও বিচারবিবেচনা ছিল না। আমার কথায় যদি কান দিত তা হলে নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারত। তা আমি ন্যায্য কথাটা বলতে ছাড়র না — হোক না আমার বোনঝি, মেয়েটা আদপে ভালো ছিল না। ছুঁড়িটাকে বেশ ভালো জায়গায় কাজ ধরিয়ে দিয়েছিলাম, তা সে কি টিকে থাকতে পারল সেখানে? কোথায় বনিবনা করে বশ মেনে চলবে, না বাবুর

সঙ্গে কাজিয়া বাধিয়ে বসল। ভদ্দরনোকদের গালমন্দ করা কি আমাদের সাজে? তাই বিদেয় করে দিল। তারপর সেই ফরেস্ট অফিসারের বাড়িতে— সেখানেও সুখে থাকতে পারত — কিন্তু থাকতে পারল কই?'

'আমি শিশুসন্তানটি সম্বন্ধে জানতে চাই। আপনার এই বাড়িতেই তো তার প্রসব হয়েছিল — তাই না? সে সন্তানটি এখন কোথায়?'

'ছেলেটা যখন হল আমি সব কথা খুঁটিয়ে ভেবেছিলাম। প্রসবের পর ওর অবস্থা হয়েছিল এমন যে বাঁচবার আশা ছিল না, ভাবি নি আবার কখনো উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবে। যেমন জাতকর্ম করা হয় তেমনি গির্জা-ঘরে গিয়ে শিশুটার জাতকর্ম করেছিলাম। তারপর ওকে পাঠাতে হল অনাথ আশ্রমে কুড়িয়ে পাওয়া শিশু বলে। মা যার মৃত্যুশয্যায় সেই নিষ্পাপ শিশুকে মিথ্যে কষ্ট দেওয়া কেন? অন্য লোক হলে কী করত জান? না খেতে দিয়ে শিশুটাকে ফেলে রাখত — যদ্দিন না তিলে তিলে মরে। আমি ভাবলাম, না আমি তেমন করব না, একটু বরঞ্চ কষ্টস্বীকার করে ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেব অনাথ আশ্রমে। টাকা ছিল যথেষ্ট, তাই পাঠিয়ে দিতে ইতস্তত করে নি।'

'অনাথ আশ্রম থেকে কি ওর রেজিস্ট্রি নম্বর নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, নম্বর একটা ছিল, কিন্তু ছেলেটা মারা গেল। স্ত্রীলোকটি বলল: আশ্রমে নিয়ে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে মরল।'

'কে সেই স্ত্রীলোক?'

'সেই যে-স্ত্রীলোকটি থাকত স্কোরোদ্‌নোয়েতে। এটাই ছিল ওর ব্যবসা। নাম ছিল মালানিয়া। এখন আর বেঁচে নেই। ভারি বুঝদার স্ত্রীলোক। কী করে ব্যবসা চালাত, বলি? কেউ হয়তো ওর কাছে একটি সদ্যোজাত শিশু নিয়ে গেল, ও শিশুকে কাছে রেখে খাওয়াত-দাওয়াত যদ্দিন না আরো শিশু জমা পড়ে অনাথ আশ্রমে নিয়ে যাবার জন্য। তিন চারটি জমা হলে সবগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে যেত। সেজন্য বুদ্ধি করে একটা ব্যবস্থা করেছিল ভালো, একটা বড় গোছের দোলনা বানিয়েছিল দুটি বাচ্চা পাশাপাশি শোবার মতো। দুটির জায়গায় মালানিয়া শোয়াত চারটিকে — দুটির পা যে-দিকে সেখানে অন্য দুটির মাথা। দোলনায় একটা হাতল লাগিয়েছিল বয়ে নিতে সুবিধে হবে বলে। বাচ্চাগুলো যখন খুব কান্না-কাটি করত তখন মুখে চুষি গুঁজে দিত, দুধের শিশু, ওরা, চুপ করে যেত।'

'আচ্ছা, তারপর কী হল?'

'আমার মনে হয় কাতেরিনার বাচ্চাটিকেও দু'সপ্তাহখানেক ওই ভাবে

নিজের কাছে রেখে তারপর ওই রকম দোলনায় চাপিয়ে নিয়ে যায় হাসপাতালে। মালানিয়া বাড়িতে থাকতেই বাচ্চাটা অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

'বেশ দেখতে হয়েছিল কি বাচ্চাটি?'

'চমৎকার! অমন সুন্দর বাচ্চা দেখা যায় না। অবিকল তোমার মতো দেখতে।'

বুড়ী এই শেষোক্ত কথাটা বলতে গিয়ে একটু চোখ টিপল।

'অসুস্থ হল কেন? খারাপ খেতে দিত মালানিয়া?'

'কিসের খাবার! খাবার তো নামে মাত্র। বুঝতেই পারছ, ওর নিজের বাচ্চা তো আর নয়। জ্যান্ত অবস্থায় যাতে জিম্মে করে দেওয়া যায়, ব্যস্ ততটুকুই খেতে দিত। বলেছিল কোনো রকমে মস্কো অবধি জীবিত অবস্থায় নিয়ে যেতে পেরেছিল। সেইখানে মারা যায়। মৃত্যুর একটা সার্টিফিকেটও এনেছিল মালানিয়া — খুব বুঝদার স্ত্রীলোক ছিল কি না!'

ব্যস, নেখ্‌লিউদভ ওইটুকুই জানতে পারল ওর সন্তানের বিষয়ে।

৬

দুটো দরজার চৌকাঠেই মাথা ঠুকল নেখ্‌লিউদভের — একবার ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে, আর একবার সদর থেকে বেরোতে। ধোঁয়াটে সাদা ও গোলাপী জামা গায়ে সেই দুটি ছেলে তখনো বাইরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। ইতিমধ্যে নতুন কয়েকজনও এসে জুটেছে। ছেলে কোলে মেয়েদের মধ্যে দেখা গেল সেই রোগা স্ত্রীলোকটিকে — যার কোলের ছেলের মাথায় রঙিন কাপড়ের টুকরো সেলাই করা টুপি। শীর্ণ পান্ডুর ছেলেটির কুঞ্চিত মুখে তখনো একটা অদ্ভুত হাসি। মা তাকে আলগোছে ধরে রেখেছে কোলে, ছেলেটি ক্রমাগত বুড়ো আঙুলটা নাড়াচ্ছে।

নেখ্‌লিউদভ দেখেই বুঝতে পারল ছেলেটির হাসিটা যন্ত্রণার হাসি, আক্ষেপের হাসি। জিজ্ঞেস করল স্ত্রীলোকটি কে।

বড় ছেলেটি জবাব দিল:

'এ হল সেই আনিসিয়া যার কথা বলছিলাম একটু আগে।'

নেখ্‌লিউদভ আনিসিয়াকে উদ্দেশ করে বলল:

'কেমন করে চলে তোমার? জীবিকার জন্যে কী করো তুমি?'

'কী করে চলে আমার? আমি ভিক্ষে করে বেড়াই।'

এই বলে আনিসিয়া কাঁদতে লাগল।

কুণ্ঠিত-মুখ ছেলেটি এক গাল হেসে, পাদুটো মোচড়াতে লাগল। সরু সরু পাদুটো — ওকে দেখতে যেন কীটের মতো।

নেখ্লিউদভ পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে স্ত্রলোকটির হাতে দশ রুবলের একটি নোট গুঁজে দিল। দু'পা না এগোতেই ওকে ধরে ফেলল ছেলে-কোলে আরো একটি স্ত্রীলোক, তার পিছু পিছু এসে দাঁড়াল একটি বুড়ী, তারপর আবার একটি মেয়ে। সবাই করুণ ভাবে বলল তারা ভারি গরিব, সাহায্য চাইল। মনিব্যাগে ছোট ছোট অঙ্কের নোট ছিল ষাট রুবলের মতো, সবটাই এদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে, ভাঙা মন নিয়ে ওর সেই সরকারের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

সরকার অভ্যস্ত হাসি হেসে ওকে জানাল সন্ধেবেলা সব চাষী-প্রজারা এসে জমায়েত হবে। সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেখ্লিউদভ সোজা চলে গেল ফলের বাগানে বেড়াতে। বাগানের পথটাতে আপেলের ঝরা ফুল অজস্র ছড়িয়ে আছে, পথের দু'পাশে ঘন আগাছা। নেখ্লিউদভ ভেবেছিল নিরিবিলিতে নিজের মনেই আজকের দিনের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করবে।

সূচনায় বাগানটা ছিল নিস্তব্ধ, হঠাৎ সরকারের বাড়ির পিছন দিক থেকে দু'জন স্ত্রীলোকের রাগত কণ্ঠ শোনা গেল, এক একবার একজনের গলা অন্য জনের গলা ছাপিয়ে উঠছে। আর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে সদা হাস্যময় সরকারের গলা। নেখ্লিউদভ কান পেতে শুনতে লাগল:

'আমার আর গতরে কুলোবে না। ভেবেছ কী? আমার গলার ক্রুশটা পর্যন্ত টেনে হিঁচড়ে ছিনিয়ে নেবার মতলব নাকি?'

একটি স্ত্রীলোকের রাগত কণ্ঠের স্বরে এই কটি কথা ভেসে এল।

অন্য একটি নারীকণ্ঠ থেকে শোনা গেল:

'ওই তো একটুক্ষণের জন্যে ঢুকে পড়েছিল। গোরুটাকে ফিরিয়ে দাও বলছি। অ-বোলা জীবটাকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ — আর বাছাগুলোকে? তারা পাবে না দুধ খেতে?'

সরকার শান্ত কণ্ঠে বলল:

'তা হলে জরিমানা ফেলো, নয়তো বেগার দাও।'

নেখ্লিউদভ বাগান থেকে বেরিয়ে সরকারের বাড়ির দেউড়ির দিকে এগিয়ে এসে দেখল, বারান্দার সামনে আলুথালুবেশ দুটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে — একটিকে দেখেই মনে হল আসন্নপ্রসবা। দেউড়ির একটি সিঁড়িতে তার ওলন্দাজ কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে

আছে সরকার। কর্তামশাইকে দেখে মেয়েদুটি চুপ করল, মাথার রুমাল গোছগাছ করতে লাগল। সরকারও পকেট থেকে হাত বের করে হাসতে লাগল।

ঘটনাটা এইরকম: সরকারের কথা থেকে জানা গেল চাষী-প্রজারা অনেক সময় বাছুর, এমন কি গোরুও ছেড়ে দেয় জমিদারির খাস গোচারণ ভূমিতে। এই দুটি স্ত্রীলোকের দুটি গোরুকে ওই ভাবে গোচারণ ভূমিতে চরতে দেখে সরকারের লোকেরা তাড়িয়ে এনে উঠোনে বেঁধে রেখেছে। সরকার দাবি করছে প্রত্যেকটি গোরু বাবদ ত্রিশ কোপেক জরিমানা দিতে হবে নতুবা জমিদারের খাস জমিতে দুটো দিন বেগার খাটতে হবে। স্ত্রীলোক দু'জন বলছে যে ওরা তো ইচ্ছে করে ওদের গোরু ছেড়ে দেয় নি গোচারণের মাঠে, গোরুরা ঢুকে পড়েছিল নিজের থেকে। আর বলছিল ওদের হাতে কোপেক নেই, গোরুদুটো সেই সকাল থেকে দুপুরের রোদে খুঁটোয় বাঁধা রয়েছে, হাম্বা হাম্বা রব ছেড়ে কাঁদছে, ওদের বরঞ্চ ছেড়ে দেওয়া হোক, তারপর ওরা মজুর খেটে পুষিয়ে দেবে।

হাসিমুখ সরকার নেখ্‌লিউদভের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকে যেন সাক্ষী রেখে বলল:

'কতবার তো তোমাদের বলেছি দুপুরবেলা যখন গোরু তাড়িয়ে গোয়ালে নিয়ে যাবে তখন একটু নজর রাখবে সব গোরু গোয়ালে ঢুকল কি না।'

'আমি একটুক্ষণের জন্য ছুটে গিয়েছিলাম আমার বাচ্চার কাছে, কে জানত ওইটুকু সময়ের মধ্যে গোরুগুলো পালিয়ে যাবে?'

'গোরুগুলোর ওপর নজর রাখলেই ওরা পালায় না।'

'তা হলে বাচ্চাকে খাওয়াত কে? তুমি তো গিয়ে ওকে মাই দিতে না।'

'ঘাস-জমির সত্যি যদি কিছু ক্ষতি করত, তা হলে না হয় বুঝতাম। সামান্য একটু সময়ের জন্য পথ ভুলে ঢুকে পড়েছিল মাত্র।'

এই কথাটা বলল অন্য মেয়েটি।

নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে সরকার বলল:

'যত গোচারণের জমি আছে সবগুলোর ক্ষতি করে এরা। যদি জরিমানা না করি তাহলে খড় আসবে কোত্থেকে?'

আসন্নপ্রসবা মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল:

'অমন পাপ কথা মুখে আনবে না। এর আগে আমার গোরু একটাও কখনো ধরা পড়ে নি।'

'একটা যখন ধরা পড়েছে এবার, হয় জরিমানা দাও নয় তো মজুরী করে পুষিয়ে দাও।'

রাগত কণ্ঠে মেয়েটি বলল:

'তাই হবে'খন, বেগার খেটে পুষিয়ে দেব। এখন গোরুটাকে না খেতে দিয়ে মেরে না ফেলে, আমায় নিয়ে যেতে দাও দেখি। এমনিতেই, দিনে রাতে একটুও জিরোতে পারি না। শাশুড়ীর অসুখ, স্বামীটা মদে চুর হয়ে থাকে। যত হেপা তো আমাকেই সামলাতে হয়, গতরে আমার আর কুলোচ্ছে না। চুলোয় যাক তোমার ওই বেগার-খাটা নিয়ে বকবকানি।'

নেখ্‌লিউদভ সরকারকে গোরুদুটো ছেড়ে দিতে বলল। তারপর আবার গেল ফলের বাগানে ওর নিজের সমস্যাটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে। কিন্তু ভাবার মতো তখন আর কিছু ছিল না, ওর কাছে এখন সব কথা পরিষ্কার, ওর কেবলি মনে হতে লাগল যে-সত্যটুকু দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, এতদিন তা ওর নিজের চোখে ধরা পড়ে নি কেন, কেনই-বা এখনো বহু লোক তা দেখেও দেখতে পাচ্ছে না।

'লোকক্ষয় হচ্ছে, মৃত্যু ও অবক্ষয়ে মানুষ এমনি অভ্যস্ত যে তাদের জীবনযাত্রাও এখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই অভ্যাসের দ্বারা। শিশুমৃত্যু, মেয়েদের হাড়ভাঙা খাটুনি, সকলের — বিশেষত বুড়োদের পুষ্টির অভাব — এসবই তারা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। দিনে দিনে একটু একটু করে তিলে তিলে ঘটছে এই অবক্ষয়, তাই এর পুরো বিভীষিকাটুকু লোকের চোখে ধরা পড়ে না, তারা এ নিয়ে কোনো দিন অভিযোগ-অনুযোগ করে না, আর সেই কারণেই আমরাও নিশ্চিন্তে ধরে নিয়ে থাকি এটাই স্বাভাবিক, এই রকমই চলেছে এবং চলবেও।' এখন ওর কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল, জনগণের এই গভীর দুর্গতির কারণটা জনগণ জানে এবং সর্বদাই সেই কারণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তারা এতাবৎ কাল বলে এসেছে: যে-জমি তাদের মুখে রুটি তুলে দিতে পারত সে-জমি কেড়ে নিয়েছে জমিদারেরা।

খালি চোখেই তো দেখতে পাওয়া যায় শিশুরা ও বৃদ্ধেরা মারা পড়ছে অপুষ্টিতে, দুধের অভাবে। দুধ আসবে কোত্থেকে যদি গোচারণ ভূমি না থাকে, খাদ্যশস্য কিংবা গোরু-ঘোড়ার খাদ্য জন্মাবার মতো চাষের জমি না থাকে? স্পষ্টতই বুঝতে পারা যায় জনগণের দুর্গতির প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ হল এই যে যে-জমি ওদের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারত সে-জমি ওদের হাতে নেই, সে-জমি বেহাত করেছে যারা মালিকানা স্বত্ত্বের

জোরে চাষী মজুরদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করছে সেই সব জমিদারেরা। যে-জমির উপর চাষীমজুরদের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল, যে-জমি কেড়ে নিলে ওরা প্রাণধারণ করতে পারে না; সেই জমি ওদের চষতে হয় অনাহারে — ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে মরতে। কিন্তু কেন? যাতে জমির মালিক জমির ফসল মোটা মুনাফায় বিক্রি করে দিতে পারে বিদেশের বাজারে এবং সেই টাকায় নিজেদের ব্যবহারের জন্য টুপি, ছড়ি, গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতি খরিদ করতে পারে। নেখ্‌লিউদভ এখন সমস্ত সমস্যাটা পরিষ্কার বুঝতে পারল — ঘেরাও করা একটা মাঠে যখন একদল ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয় ঘাস খাওয়ার জন্য, সেখানকার ঘাস খাওয়া হয়ে গেলেও যদি ঘোড়াগুলোকে অন্য মাঠে চরাবার জন্য নিয়ে যাওয়া না হয়, তাহলে তারা অনাহারে শীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারাতে বাধ্য।

এইরকম বীভিষিকা নির্বিবাদে চলতে দেওয়া চলে না। এই দুরবস্থা নিরাকরণের কোনো উপায় বের করতে না পারলেই নয়। তা যদি না করতে পারা যায়, অন্ততপক্ষে উচিত হবে এই রকম অন্যায় থেকে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করা। বার্চ গাছের বীথিকার তলা দিয়ে পায়চারী করতে করতে নেখ্‌লিউদভ আপন মনে বলতে লাগল:

'উপায় একটা আমি বের করব। বিজ্ঞানী মহলে, সরকারী অফিসে, কাগজে পত্রিকায় আমরা জনগণের দুঃখদৈন্য নিয়ে কত আলাপ-আলোচনা করি, তাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কত রকম উপায়ের কথা বলি। খুবই আশ্চর্যের বিষয় বলতে হবে একটি মাত্র ধ্রুব উপায় যা আমাদের হাতের কাছেই আছে, যা প্রয়োগ করলে তাদের দুরবস্থা নিশ্চিত বহুল পরিমাণে লাঘব করা সম্ভব — সে-বিষয়ে আমরা কখনো কিছু বলি না — তা হল জমির অধিকার যারা জমি চষে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া।'

হেনরী জর্জের মূল সূত্রটি বার বার ওর স্পষ্ট মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল প্রথম যখন জর্জের মতামতের সঙ্গে পরিচিত হয় ও তখন কী গভীর ভাবে অভিভূত হয়েছিল। কেমন করে সে কথা এতদিন ভুলে থাকতে পারল তাই ভেবে ও অবাক হল। মূল সূত্রে জর্জ বলেছেন:

'জমি কখনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হতে পারে না — জমি দান বিক্রয় বা হস্তান্তরের বস্তু নয়, জল, হাওয়া, আলোর মতোই জমি হল সর্বসাধারণের সম্পত্তি। জমি থেকে যে-সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তাতে সকল মানুষের সমান অধিকার।'

এখন যেন ও বুঝতে পারল কুজ্‌মিন্‌স্কয়েতে ও জমিজমার যে ব্যবস্থা

করে এসেছে, তাই নিয়ে একটা অসন্তোষের ভাব কিছুতে কেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না। ও যা করে এসেছে সেটা নিছক আত্মপ্রতারণা। জমিতে কারো ব্যক্তিগত অধিকার থাকতে পারে না সে-কথা জেনে শুনেও ও নিজের অধিকার ছেড়ে দিতে পারে নি, ও যেন নিজের উপস্বত্ব থেকে এমন একটা সামগ্রীর ভগ্নাংশ চাষী-প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করে এসেছে — যা ওর নিজের নয়। এবার ও ওই একই ভুল করবে না এবং কুজ্‌মিন্‌স্কয়েতে যা করে এসেছে সে ব্যবস্থারও বদল করবে। মনে মনে এমন একটা পরিকল্পনা গড়ে তুলতে চাইল যাতে করে খাজনার বিনিময়ে চাষী-প্রজাদের নামে জমি বন্দোবস্ত করবে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলবে যে ওদের প্রদত্ত খাজনাটা হবে ওদেরই সম্পত্তি। সেই টাকা থেকে রাজকর বাবদ ট্যাক্স দেবার পর যা উদ্‌বৃত্ত থাকবে সেটা খরচ হবে সমগ্র সম্প্রদায়ের স্বার্থে। এটা অবশ্য Single tax নয়, কিন্তু বর্তমান রাজস্ব-ব্যবস্থায় এইটাই হবে ওই প্রণালীর সব চেয়ে কাছাকাছি একটা ব্যবস্থা। ওর পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে ভূসম্পত্তি থেকে লাভের অধিকার সে প্রত্যাখ্যান করছে।

নেখ্‌লিউদভ বাড়িতে ফিরে এলে পর সরকার একটা বিশেষ ধরনের মধুর হাসি হেসে তাকে দ্বিপ্রাহরিক আহারে বসতে বলল। বলল, ওই ফুৎনা পরা মেয়েটির সাহায্যে গৃহিনী যে ভোজ রাঁধতে লেগেছেন, দেরি হয়ে গেলে হয়তো অতি-পাকের ফলে তার তেমন তর থাকবে না।

টেবিল ঢাকা হয়েছে একটি মোটা কোরা চাদর দিয়ে, ন্যাপ্‌কিনের বদলে প্লেটের পাশে একটা কাজ-করা তোয়ালে। টেবিলের ওপরে প্রাচীন সাক্সনীয় মৃৎপাত্রে, হাতলভাঙা সুপের পাত্রে সুপ রাখা হয়েছে। সেদ্ধ আলু থেঁতলে সেই সঙ্গে মুরগীর সুরুয়া মিশিয়ে সুপটা তৈরি। সেই যে লালঝুঁটি মোরগটা তার কালো নখ দিয়ে ফুৎনা-পরা মেয়েটির এপ্‌রনে আঁচড় দিচ্ছিল, সেটাকেই টুকরো টুকরো করে এমন কি কুড়ুল দিয়ে খন্ড খন্ড করে কাটা হয়ে থাকবে, রোঁয়াগুলো সব ভালো করে পরিষ্কারও করা হয় নি। সুপের পর এল ওই রোঁয়াওলা মোরগটারই রোস্ট্‌, তারপর ছানার তৈরি একটা মিষ্টি — তাতে প্রচুর পরিমাণে তেল আর মিষ্টি। যতদূর সম্ভব অখাদ্য খাবার হতে পারে, কিন্তু নেখ্‌লিউদভের সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। গ্রাম থেকে ফিরে এসেছিল খুবই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে, কিন্তু একটা যে পরিকল্পনার কথা ভেবে ওর মনের মেঘ কেটে গিয়েছিল, এখন সেই চিন্তাই ওকে যেন পেয়ে বসেছে।

সরকারের বৌ দরজার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে, সেই দরজা দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে ফুৎনা-পরা মেয়েটি একটি একটি করে ডিশ্ এনে টেবিলের ওপর রাখছে। সরকারের হাসিটা এবার আকর্ণ-বিস্তৃত হয়ে উঠল, স্ত্রীর রন্ধননিপুণতায় ভারি খুশি লোকটি।

দুপুরের খাবারের পর নেখ্লিউদভ অতি কষ্টে সরকারকে কিছুক্ষণের জন্য নিজের কাছে বসাতে পারল। ওর পরিকল্পনার বিষয়টা নিজের কাছেই ঝালিয়ে নেবার জন্য ও চাইল আর কারো কাছে সবটা বিশদ করে। ও যে কী-শর্তে চাষী-প্রজাদের জমি খাজনা দিতে চায়, সে কথা ব্যাখ্যা করে ও জানতে চাইল এ-বিষয়ে সরকার কী মনে করে। সরকার মুখে হাসি নিয়ে এমন ভাবে মাথা নাড়িয়ে গেল যে মনে হল এসব কথা সরকার নিজে বহুকাল আগের থেকে ভেবে রেখেছে এবং এখন কর্তামশাইয়ের মুখে শুনতে পেয়ে ও খুবই খুশি। আসলে কিন্তু সরকার সেই পরিকল্পনার বিন্দুবিসর্গটুকুও বুঝতে পারে নি। তার কারণ এই নয় যে নেখ্লিউদভ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারে নি, বুঝতে পারে নি এই জন্যে যে ওর চিরাভ্যস্ত বদ্ধমূল ধারণার সঙ্গে ও কোনোক্রমেই নেখ্লিউদভের পরিকল্পনাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। সরকার জানে যে সকলেই পারলে অপরের মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের জন্যে দু'পয়সা কামাই করে নেয়। একজন সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ অন্য লোকের লাভ হবে বলে নিজের মুনাফা ছেড়ে দিতে চাইবে, জমিদার হয়ে জমির তাবৎ আদায় চাষী-প্রজাদের স্বার্থে একটা সামূহিক তহবিলে জমা দিতে চাইবে -- এমন সম্ভাবনার কথা কস্মিনকালেও ওর মাথায় প্রবেশ করে নি বলে সরকার বুঝতে পারে নি অথবা বুঝতে চায় নি।

সব কথা শুনে সে সপ্রতিভ ভাবে বলল:

'ও বুঝেছি। আপনি তাহলে ওই মূলধন থেকে শতকরা একটা অংশ নেবেন?'

'আরে না, না! আপনি ভেবে দেখুন, জমি কখনো ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে পরিগণিত হতে পারে না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সুতরাং জমি থেকে যা প্রাপ্তি হয় তা হল সর্বসাধারণের।'

সরকারের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, বলল:

'তা হলে তো এই সেরেস্তা থেকে আপনি কোনো আদায় পাবেন না।'

'না, পাব না, পেতে চাইও না।'

সরকার একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। এতক্ষণে ও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে যে নেখ্‌লিউদভ মানুষটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। আর তক্ষুনি মনে মনে ভাবতে লাগল নেখ্‌লিউদভের এই জমিদারি ছেড়ে দেবার পরিকল্পনা থেকে ও নিজে কেমন ফায়দা ওঠাতে পারবে, সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনাটাকে এমন ভাবে বোঝার চেষ্টা করল যাতে নেখ্‌লিউদভের ছেড়ে দেওয়া জমি তার পক্ষে সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

যখন বুঝতে পারল এটাও সম্ভব নয়, তখন সরকারের মুখের হাসি প্রায় মিলিয়ে যাবার মতো হল, পরিকল্পনাটুকু বুঝে নেবার সমস্ত উৎসাহ উবে গেল, মুখের হাসিটুকু টিকিয়ে রাখল কেবল কর্তামশাইকে খুশি রাখতে।

নেখ্‌লিউদভ যখন দেখল সরকার ওর কথা ঠিক বুঝতে পারছে না, ওকে ছেড়ে দিয়ে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। পেন্সিল বাড়তে গিয়ে টেবিলের ওপরটায় ছুরি দিয়ে প্রচুর কাটা দাগ, দোয়াত উলটে কালি-পড়ার দাগ। ওই টেবিলে বসেই নেখ্‌লিউদভ কাগজে কলমে ওর পরিকল্পনাটিকে খাড়া করতে লাগল।

লাইম গাছগুলিতে সবে কিশলয় দেখা দিয়েছে গাছগুলির পিছনে সূর্য অস্ত গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে মশা ঢুকে উত্যক্ত করতে লাগল নেখ্‌লিউদভকে। ওর লেখাটা সদ্য যখন শেষ হয়েছে ও শুনতে পেল ঘরে-ফেরা গোরুর হাম্বারব। তার পর শোনা গেল গেট্‌ খোলার শব্দ এবং সর্বশেষে জমায়েতে আগত চাষী-প্রজাদের গলা। সরকারকে নেখ্‌লিউদভ বলে দিয়েছিল চাষীদের যেন জমিদারি অফিসে ডেকে না আনে, সে নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলবে গ্রামের বারোয়ারিতলায়। সরকার এক কাপ চা এনে দিলে পর এক চুমুকে সেটা শেষ করে নেখ্‌লিউদভ রওনা হল গ্রামের দিকে।

৭

মোড়লের বাড়ির সামনে বারোয়ারিতলায় অনেক লোকের গলা শোনা গেল। কিন্তু নেখ্‌লিউদভ আসতেই সবাই চুপ, সবাই একের পর এক টুপি খুলে অভিবাদন জানাল তাঁকে, যেমন জানিয়েছিল কুজ্‌মিন্‌স্কয়ের চাষী-প্রজারা। কুজ্‌মিন্‌স্কয়ের তুলনায় পানোভোর কৃষকসম্প্রদায় অনেক

বেশি দৈন্যদশাগ্রস্ত — কম বয়সী মেয়েরা এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা যেমন কানে গয়না বলতে ফুংনা পরত, তেমনি এদের পুরুষদেরও প্রায় সকলের পায়ে ছালবাকলের বোনা জুতো, গায়ে ঘরের তাঁতে বোনা শার্ট ও কোট। কেউ কেউ সোজা চলে এসেছে মাঠ থেকে — খালি পা, গায়ে কেবল শার্ট।

নেখ্লিউদভ বেশ খানিকটা কষ্ট করেই ওর বক্তব্য শুরু করল এই বলে যে জমি ও সম্পূর্ণ দিয়ে দিতে চায় চাষীদের। উপস্থিত চাষীরা নিস্তব্ধ, মুখের ভাব নির্বিকার।

নেখ্লিউদভের মুখটা রক্তাভ হয়ে উঠল, বলল:

'জমি আমি নিজের জন্য রাখতে চাই না, কেননা আমার বিশ্বাসমতে জমি যে চাষ করে না তার জমির মালিক হবার অধিকার নেই। জমি ব্যবহারের অধিকার ব্যক্তিবিশেষের নয় — সকলের।'

একাধিক গলায় শোনা গেল:

'সে তো নিশ্চয়। ঠিক বলেছেন।'

নেখ্লিউদভ বলে চলল জমি থেকে যে আয় হয় তা সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উচিত। সুতরাং ওদের হাতে জমি ছেড়ে দেবার সূত্রে ও প্রস্তাব করতে চায় যে ওদের সকলের নির্ধারিত হারে জমি খাজনা দেওয়া হোক এবং খাজনার টাকাটা একটা সামূহিক তহবিলে রেখে নিজেদের কাজে লাগানো হোক। সমর্থন ও স্বীকৃতিসূচক আওয়াজ দুটো একটা এল বটে, কিন্তু অধিকাংশ চাষীর গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হতে লাগল। এতক্ষণ যারা চোখ তুলে কর্তামশাইকে নজর করছিল তারা চোখ নিচু করল — ভাবখানা এমন যে ওরা সবাই যে তাঁর চালটুকু ধরে ফেলেছে এবং সহজে ঠকবার মতো পাত্র যে ওরা নয়, এই কথাটা জানান দিয়ে ওরা তাঁকে লজ্জায় ফেলতে চায় না।

নেখ্লিউদভ ওর বক্তব্য বেশ পরিষ্কার গুছিয়ে বলল, চাষী-প্রজারাও যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। কিন্তু যে-কারণে সরকার অনেকক্ষণ ধরে ওর কথাটা বুঝতে পারে নি, ঠিক সেই কারণে নেখ্লিউদভের কথাটা ওদের বোধের অগম্য বলে মনে হল।

ওরা পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির কথাটা সর্বাগ্রে ভাবা নিতান্তই স্বাভাবিক। পুরুষানুক্রমে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওরা নিশ্চিত জানে প্রজাদের স্বার্থ খণ্ডিত করেও জমিদারেরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে নিয়ত যত্নবান। সুতরাং একজন জমিদার যদি সভা ডেকে ওদের একটা নতুন কিছু দেবার প্রস্তাব করেন,

বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে তিনি নিশ্চয় কোনো রকম চালাকি খেলে তাদের ঠকাতে উদ্যত।

নেখ্লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, তা হলে আপনারা কী হারে জমির খাজনা বেঁধে দিতে চান?'

'আমরা দাম ঠিক করব কী করে? আমরা তা পারব না। জমি আপনার, হার বেঁধে দেওয়া কিম্বা জমির দাম ফেলা — সে সবই আপনার এক্তিয়ারে।'

ভিড়ের মধ্যে এই মর্মে একাধিক গলা শোনা গেল।

'আমার এক্তিয়ারে হবে কেন? খাজনার টাকা যা জমা পড়বে সে তো আপনারাই খরচ করবেন আপনাদের সামূহিক কাজে কর্মে।'

'আমরা তা পারব না। আমাদের বারোয়ারি এক আর আপনার এই ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা।'

সরকার এসেছিল নেখ্লিউদভের পিছু পিছু, সে এখন সহাস্যে বলল:

'আরে, এটা বুঝতে পারছ না, প্রিন্স্ তোমাদের জমি দিতে চাইছেন খাজনার বিনিময়ে এবং খাজনার টাকাটাও ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছেন তোমাদের সামূহিক তহবিল গড়বার জন্য।'

খিট্খিটে মেজাজের এক দন্তহীন বুড়ো তার চোখ না তুলে বলল: 'বুঝতে আমরা ঠিকই পারছি। তহবিল মানে তো ব্যাঙ্কের মতো ব্যাপার, আমানত জমা দেবার জন্যে একটা সময় বেঁধে দেওয়া হবে। সে আমাদের পোষাবে না, একেই তো আমাদের প্রাণান্ত, আর এতে আমরা একেবারেই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ব।'

কতিপয় অসন্তুষ্ট গলা থেকে রূঢ় ভাষা বেরিয়ে এল:

'ও সব আমাদের পোষাবে না। আমাদের পক্ষে সাবেকী ব্যবস্থাই ভালো।'

আপত্তি তীব্রতর হল নেখ্লিউদভ যখন প্রস্তাব করল যে একটা চুক্তিপত্র লিখে ফেলা হোক — তাতে ও স্বয়ং এবং চাষী-প্রজারা সব স্বাক্ষর করবে।

'কাগজে সই দিতে যাব কেন আমরা? যে ভাবে এতদিন আমরা চাষের কাজ করে এসেছি আমরা সেই ভাবে কাজ করে যাব। এ সমস্ত সইফই-এর ব্যাপারে আমরা নেই — আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ।'

'আমরা মেনে নিতে পারছি না কারণ এটা আমা. বুঝিসুঝি না। এদ্দিন যেমন চলেছে, তেমনি চলুক। কেবল বীজের ব্যাপারটা উঠিয়ে দিলেই হল।'

বীজের ব্যাপারটা উঠিয়ে দেবার অর্থ হল বর্তমান ব্যবস্থায় ভাগ-জমিতে চাষী-প্রজারা যে-বীজ ছড়ায় সেটা তাদের নিজেদেরই দিতে হয়, এখন তারা চাইল যে জমিদার স্বয়ং যেন বীজটা সরবরাহ করেন।

আধাবয়সী নগ্নপদ একজন চাষী, মুখটা বেশ হাসি-হাসি, পরনে একটা ছেঁড়াখোড়া কোট, বাঁ হাতে তার জীর্ণ টুপিটা সোজা করে ধরেছে যেমন করে সৈনিকেরা ধরে সার্জেণ্ট যখন তাদের টুপি খুলতে হুকুম দেয়, তাকে উদ্দেশ করে নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'তবে কি বুঝব জমি নিতে আপনারা অ-রাজী?'

এক কালের জঙ্গী-জীবনের মোহ এই চাষীটির বোধ হয় এখনো ঘোচে নি। এটেনশনের ভঙ্গীতে সে জবাব দিল:

'হুজুর যা বলেছেন।'

নেখ্‌লিউদভ আবার প্রশ্ন করল:

'তবে কি আপনারা বলতে চান আপনাদের যথেষ্ট জমি আছে?'

'না হুজুর, তা আমাদের নেই।'

প্রাক্তন সৈনিকটি মুখে একটা কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে জবাব দিল, ছেঁড়া টুপিটা সযত্নে নিজের সামনের দিকে ধরে এমন ভাবে রেখে দিল যে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন ইচ্ছুক যে-কোন ব্যক্তিকে টুপিটা ব্যবহার করতে বলছে।

'আচ্ছা, সে যাই হোক না কেন, আপনাদের বললাম, বাড়ি গিয়ে সেসব কথা ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখবেন।'

নেখ্‌লিউদভ খুবই আশ্চর্য হয়ে কথাটা বলল এবং আবার একবার প্রস্তাবটা পেশ করল ওদের কাছে।

খিট্‌খিটে মেজাজ দন্তহীন বুড়ো চাষীটি রাগত স্বরে বলল:

'আমাদের ভাবনাচিন্তা করার কিছুই নেই। আমরা যেমন বলেছি তাই হবে।'

'আমি আগামী কাল অবধি এখানে আছি। যদি আপনাদের মত বদল হয় তাহলে কাউকে পাঠিয়ে জানাবেন।'

চাষীরা একথার কোনো জবাব দিল না।

সুতরাং চাষীদের সঙ্গে নেখ্‌লিউদভের এই প্রথম সাক্ষাতকার থেকে কোনো ফলোদয় হল না। সে ফিরে গেল অফিস-ঘরে।

বাড়ি ফিরে আসার পর সরকার বলল:

'আমায় যদি বলতে দেন প্রিন্স্‌, আমি বলি কি আপনি ওদের সঙ্গে কোন বোঝাপড়ায় আসতে পারবেন না; চাষী জাতটাই গোঁয়ার গোবিন্দ।

ওরা যখন সভায় একজোট হয়ে থাকে ওদের মতামত হয় একরোখা, তা থেকে ওদের নাড়ানো চাড়ানো যায় না। এর কারণ সবেতেই ওদের ভয়। যারা আপনার প্রস্তাবের বিরোধিতা করছিল — এই ধরুন না কেন সেই যে পাকাচুল বুড়ো কিংবা ময়লা রঙের লোকটা — তারা অনেকেই বুদ্ধিসুদ্ধি রাখে। এখন ধরুন ওদের কাউকে ডেকে এনে অফিসে বসালেন, সামনে ধরলেন এক পাত্র চা,' সরকার মৃদু হেসে বলল, 'তখন যদি শোনেন তাদের কথা... বুদ্ধির একেকটি জাহাজ, রাজনীতিকের মতো, সব ব্যাপার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করায় সুদক্ষ। কিন্তু বারোয়ারী সভায় ওই সব লোকেরই অন্য মূর্তি — তখন দেখবেন বারবার এক কথা বলবে...'

নেখ্লিউদভ বলল, 'ওদের মধ্যে যারা অন্যদের চাইতে বেশি বোঝেশোনে তাদের কয়েকজনাকে তাহলে এখানে ডেকে পাঠালে হয় না? সব কথা তাদের কাছে আমি ভালো করে বুঝিয়ে বলব।'

সরকার বলল, 'সে তো করাই যায়।'

'কাল তা হলে ওদের ডেকে পাঠান।'

'নিশ্চয় ডেকে আনব, কালই ডেকে পাঠাব।' কথাগুলি বলে সরকার আরও খুশিতে উপচে পড়ে হাসল।

কালো চুল, অযত্নবর্ধিত দাড়ি একজন চাষী, একটি নধরকান্তি ঘোড়ার পিঠে চড়ে এপাশ ওপাশ হেলতে দুলতে চলতে চলতে, পাশের ছেঁড়া কোট-পরা রোগা চেহারার বুড়ো অশ্বারোহীটিকে বলছে:

'ওঃ কী ধূর্ত!'

দু'জনে মিলে গাঁয়ের সকল চাষীদের ঘোড়ার পাল নিয়ে চলেছে — রাতে তারা বড়ো রাস্তার দু'ধারে ঘোড়া চরাবে, আর সুবিধে পেলেই ঘোড়ার পাল ঢুকিয়ে দেবে জমিদার মশাইয়ের খাস বনভূমিতে। কালো-চুলো বলে চলল:

'বললেন কি না — জমি তোমাদের মাগনা দিয়ে দেব। তোমাদের কেবল কাগজে সই দিতে হবে। আরে, আমাদের কি সব কচি খোকা পেয়েছে না কি! ওনাদের হাতে কি আমরা কম ঠকেছি, ঠকে ঠকে এখন সবে একটু বুদ্ধি পেকেছে।'

একটা দলছুট বাচ্চা ঘোড়াকে কালো-চুলো হাঁক ছেড়ে ডাকতে লাগল। নিজের ঘোড়াটার লাগাম টেনে দেখতে পেছন ফিরে তাকাল,

কিন্তু বাচ্চাটা পিছনে ছিল না, এক পাশ দিয়ে ঢুকে পড়েছে গোচারণ ভূমিতে। পিছিয়ে পড়া বাচ্চা ঘোড়াটা চারণভূমির শিশির ভেজা সুগন্ধী জলা ভেদ করে হ্রেষাধ্বনি করতে করতে ছুটে আসতে থাকলে ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ শুনে কালো-চুলো তার সঙ্গীকে বলল:

'দেখেছিস হারমজাদাটার কাণ্ডটা! বাবুদের ঘাস-জমিতে ঢুকে পড়েছে!'

ছেঁড়া কোট-পরা রোগা পটকা বুড়োটা বলল:

'দেখ্‌লি, ঘাস জমিতে ঝোপঝাড় কেমন জন্মেছে! কোনো একটা ছুটির দিনে গাঁয়ের মেয়েদের বেগার খেটে ওইসব আগাছা না তুললেই নয়। তা না হলে সরকার যখন আমাদের বলবে গোয়ালের জন্য ঘাস কাটতে, সব কাস্তে ভোঁতা হয়ে যাবে।'

দাড়িওলা কালো-চুলো লোকটা তখনো গজরাচ্ছে নেখ্‌লিউদভের বক্তৃতার বিষয় নিয়ে:

'আরে বলে কি না — কাগজে সই দাও। সই দিলেই লোকটা আমাদের জ্যান্ত মুখে পুরবে — এ আমি বলে রাখলাম।'

বুড়োটা কেবল বলল:

'তা যা বলেছো।'

তারপর দু'জনেই চুপচাপ, কঠিন রাস্তা দিয়ে কেবল ঘোড়ার ক্ষুরের খট্‌ খট্‌ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

৮

নেখ্‌লিউদভ বাড়ি ফিরে এসে দেখল অফিস-ঘরটাতেই ওর বিছানা পাতা হয়েছে। উঁচু একটা পালঙ্কের ওপর পালকের গদি ও দুটি বেশ বড়ো বড়ো বালিশ। বিছানার ওপর একটা বেশ বড়ো কালচে-লাল রঙের রেশমের লেপ পাতা, লেপে চমৎকার নক্সীকাঁথার বুনন, লেপটা কিন্তু নরম নয়, অনেক দিন ধরে তোলা থাকলে যেমন শক্ত হয়ে থাকে সেইরকম শক্ত। সহজেই বুঝতে পারা গেল লেপটা নিশ্চয় এসে থাকবে সরকারগিন্নির বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের যৌতুক-রূপে। সরকার এসে নেখ্‌লিউদভকে দুপুরের খাবারের ভুক্তাবশেষ দিয়ে নৈশ আহার সমাপনের আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু নেখ্‌লিউদভ অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে সরকার থাকা-খাওয়ার গরিবি

আয়োজনের দরুন খেদ প্রকাশ করে বিদায় নিল। নেখ্‌লিউদভ একা একা বসে নানা কথা ভাবতে লাগল।

চাষী-প্রজারা ওর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বলে ওর মনে কোনো দুঃখ হয় নি। কুজ্‌মিন্‌স্কয়েতে ওর প্রস্তাব গ্রহণ করে চাষী-প্রজারা ওকে বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছিল। এখানকার চাষী-প্রজারা কেবল যে ওর প্রস্তাব গ্রহণ করে নি এমন নয়, ওকে সন্দেহের দৃষ্টিতে এমন কি বৈরী ভাবে দেখেছে। তৎসত্ত্বেও ওর মন আজ শান্ত ও আনন্দিত।

অফিস-ঘরটা গুমোট, তায় খুব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। নেখ্‌লিউদভ একবার উঠোনে পা দিয়ে ভাবল বাগানে পায়চারী করে আসবে কি না। কিন্তু ওর মনে পড়ে গেল সেদিনকার সেই কালরাত্রির কথা, সেই পেছনের ঢাকা বারান্দা, সেই ঝিদের ঘরের জানালা। কেমন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল নেখ্‌লিউদভ — পাপের স্মৃতি দিয়ে দূষিত জায়গাটা অতিক্রম করে যেতে ওর যেন মন সরল না। দরজার সামনের সিঁড়িতে বসে বার্চগাছের নবোদ্ভিন্ন পাতার গন্ধে সুবাসিত কবোষ্ণ বাতাস ও নিশ্বাসে নিশ্বাসে বুক ভরে গ্রহণ করতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অন্ধকারে বিলীয়মান বাগানটার দিকে, কান পেতে শুনল আটা-কলের বাঁধটায় কলকল ছলছল জলের শব্দ, দূরাগত নাইটিঙ্গেল-এর গান এবং খুব কাছের একটা ঝোপে কোনো নাম-না-জানা পাখির একটানা শিস। সরকারের শয়ন-কক্ষের আলো নিবে গেল, পূর্বদিকে গোলাঘরের পিছনে চাঁদ উঠল ধীরে ধীরে, চাঁদের আলোর আভা ফুটে উঠল। মেঘলা আকাশে বিদ্যুতের আলো ছড়িয়ে পড়ল চাদরের মতো — খানিকক্ষণ পরে পরে। সেই আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভগ্নপ্রায় বাড়িটা এবং ফুলে ফুলে ফুলময় জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ বাগান। দূর থেকে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল, খানিকক্ষণ বাদে আকাশের এক-তৃতীয়াংশ ঢেকে গেল কালো মেঘে। পাখিদের ডাক স্তব্ধ হয়ে গেল। আটা-কলের কলকল ছলছল শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল বনহংসীদের কলরব, তার পরেই গ্রামের ভিতর ও সরকারের বাড়ির উঠোনে ভোর হবার আগেই শোনা গেল মোরগদের ডাক — রাতে গরম থাকলে ও আকাশে বজ্রবিদ্যুতের আলো থাকলে, মোরগেরা যথাসময়ের আগেই অনেক সময় ডাক ছাড়ে। কথায় বলে, ভোরের আগে মোরগ যদি ডেকে ওঠে তো রাত কাটে রঙ্গরসে। নেখ্‌লিউদভের পক্ষে আজকের রাতটা কেবল খুশির রাত নয় — তার চেয়ে বেশি কিছু, এটা ছিল সুখের রাত, আনন্দের রাত। ওর কল্পনায় ভেসে উঠল পানোভোতে পিসিদের কাছে প্রথম

যে গরমের ছুটি কাটিয়েছিল, সেই নিষ্পাপ কৈশোরের মধুর দিনগুলির কথা — কেবল তাই নয় ওর জীবনের অন্য সকল সুখস্মৃতি। সেই সব পুরাতন দিনের কথা কেবল যে মনে পড়ল তাই নয়, ও যেন ওর সেই চৌদ্দ বছর বয়সে ফিরে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল তিনি যেন ওকে সত্যের আলো দেখান। মনে পড়ল শিশুবয়সে মায়ের সঙ্গে যখন তার ছাড়াছাড়ি হল তখন মায়ের কোলে মুখ গুঁজে কত সে কেঁদেছিল — মাকে কথা দিয়েছিল সবসময় ভালো ছেলে হয়ে থাকবে, মার মনে একটুও কষ্ট দেবে না। মনে পড়ল সেই তখনকার কথা যখন ও আর নিকোলেঙ্কা ইর্তেনেভ প্রতিজ্ঞা করেছিল পরস্পরকে ওরা সব সময় সাহায্য করবে যাতে ওদের দু'জনের জীবন সুন্দর হয়ে উঠতে পারে, চেষ্টা করবে সবাইকে তুষ্ট করতে।

নেখ্লিউদভের মনে পড়ল কুজমিন্স্কয়েতে সেই মুহূর্তটি, যখন সে প্রলোভনে পড়েছিল; বাড়িঘর, খেতখামার, জমিজমা, বন বাগানের জন্য তার সেই মুহূর্তে আফশোস হচ্ছিল। এখন সে মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল আফশোস হচ্ছে কি তার? এখন ওর বরং আশ্চর্যই লাগছে ভাবতে, কেন আফশোস ঢুকেছিল ওর মনে। আজকের দিনটাতে ও যা কিছু দেখেছে একে একে ওর সব মনে পড়তে লাগল: সেই যে-মেয়েটি যার বাড়িতে পাঁচজন পুষ্যি — যার স্বামী জেল খাটছে নেখ্লিউদভের বনভূমিতে চুরি করে গাছ কাটার জন্য; সেই ভয়ংকরী মাত্রিয়োনা — যে মনে করে, অন্ততপক্ষে যে-ভাবে কথা বলল তা-থেকে এটাই মনে হয় যে, ওদের মতো অবস্থার মেয়েদের পক্ষে বড়লোকদের রক্ষিতা হওয়া ছাড়া আর গতি নেই; মনে পড়ল সদ্যোজাত শিশুর প্রতি ওর নির্মম উদাসীনতার কথা ও যেনতেনপ্রকারেণ তাদের অনাথ আশ্রমে জিম্মে করে দেবার কথা; মনে পড়ল সেই রঙচঙে টুকরো কাপড়ের টুপি পরা, চিমসে-রোগা উপবাসক্লিষ্ট খোকাটার করুণ হাসির কথা; আর মনে পড়ল সেই আসন্নপ্রসবা দুর্বল মেয়েটিকে — অত্যধিক খাটাখাটুনির ফলে যে তার বুভুক্ষু গাইটার প্রতি নজর না রাখতে পারায়, সে-গাই মুখ দিয়েছে জমিদারের খাস জমির ঘাসে, আর তারই ফলে তাকে বাধ্য করা হচ্ছিল জমিদারের জমিতে বেগার খাটতে। এই সব ছবির পাশাপাশি ভেসে উঠল আরো একটা ছবি — হঠাৎ মনে পড়ে গেল জেলখানার কথা — অর্ধেক মাথা চাঁচা কয়েদীর দল, সংকীর্ণ সব ফাটক, করিডরে পূতিগন্ধ, শিকলবেড়ী... আর জেলখানার ঠিক বাইরেই ওর মতো ধনী ব্যক্তিদের শহুরে জীবনে পাগলের মতো বিলাস

ব্যসন। নেখ্‌লিউদভের কাছে সব কিছু এখন পরিষ্কার, কোনো সন্দেহ আর তার নেই।

গোলাবাড়ির ওপর থেকে এবার ঝলমলে চাঁদ উঠল প্রায় গোল হয়ে। উঠোনে লম্বা হয়ে পড়ল কালো ছায়া, ভগ্নপ্রায় বাড়িটার লোহার পাতের ছাদ চাঁদের আলোয় চক্‌চক্‌ করে উঠল। চাঁদের আলোটা বৃথা যাতে না যায় সেইজন্যই যেন নাইটিঙ্গেল আবার একবার ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

কুজ্‌মিন্‌স্কয়েতে থাকতে নিজের অতীত জীবনটা পর্যালোচনা করার পর ওর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন জেগেছিল নেখ্‌লিউদভের মনে, অতঃপর ও যে কী করবে তাই নিয়ে ওর কত প্রশ্ন ও সমস্যা জেগেছিল! ও তখন বিভ্রান্ত হয়ে ভেবেছিল সেই সব প্রশ্নের বুঝি কোনো সদুত্তর নেই। কতই না জল্পনা-কল্পনা ছিল প্রতিটি প্রশ্ন নিয়ে! এখন সেই সব প্রশ্নই নিজের কাছে তুলতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখল নিরসন কত সহজ সরল। এখন সব কিছু সহজ হয়ে এল এই জন্য যে তার নিজের কী হবে সে নিয়ে ও আর ভাবছে না, এমন কি এ নিয়ে ওর কোন আগ্রহও নেই, এখন ওর কাছে একমাত্র চিন্তা কী ওর করা উচিত। আরো একটা আশ্চর্য ব্যাপার: কী করলে নিজের ভালো হয় সেটা ঠিক করে উঠতে না পারলেও, অপরের ভালোর জন্যে ওর কী করা উচিত সেটা এখন ও নিঃসন্দেহে জানে। ও নিশ্চিত বুঝতে পারল চাষের জমি চাষীদের হাতে তুলে দিতেই হবে -- তা যদি না করা হয় সেটা অন্যায় হবে — পাপ হবে। ও নিশ্চিত বুঝতে পারল কাতিউশাকে ওর ছেড়ে যাওয়া চলবে না, ওকে সাহায্য করে যেতে হবে; যাতে করে কাতিউশার প্রতি ওর পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হয় তার জন্য দরকার হলে সব কিছু করতে হবে, করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ও নিশ্চিত বুঝতে পারল বিচার ও দণ্ডের ব্যাপারে সব কিছু ওকে অধ্যয়ন করতে হবে, অনুধাবন করতে হবে, পরিষ্কার ভাবে বুঝে নিতে হবে, কারণ এ-বিষয়ে ওর যা চিন্তাভাবনা তা অন্যদের চিন্তাভাবনা থেকে পৃথক। ওর এই সব নিশ্চিত করণীয় থেকে ফলাফল, লাভালাভ কী হতে পারে — তা ও জানে না, ও শুধু নিশ্চিত জানে এইটুকু ওকে করতেই হবে, না করলে নয়। এই নিশ্চিতি ওকে শক্তি দিল, আনন্দ দিল।

কালো মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। এবারে আকাশে আর কোনো আলোর আভা নেই, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে — তারই আলোয়

আলোকিত হয়ে উঠছে বড়ো বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, বড়ো বাড়িটা এবং তার সংলগ্ন ভেঙে-পড়া বারান্দাগুলো। মাথার ওপর শোনা গেল বজ্রের গুরু গর্জন, পাখিরা সব নীরব, কিন্তু পাতাগুলো সর্‌সর্‌ করছে। নেখ্‌লিউদভ দেউড়িতে বসে ছিল, বাতাস সেখানে ধেয়ে এসে যেন নেখ্‌লিউদভের মাথার চুলের সঙ্গে খেলা করছে। এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল, তার পর আরো এক ফোঁটা, তার পর অঝোরে বর্ষণ শুরু হল — ঝোপঝাড় আগাছার ওপর, ছাদের লোহার পাতের ওপর, ঝমাঝম্‌ শব্দে। এদিক থেকে ওদিক আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল — নেখ্‌লিউদভ এক-দুই-তিন গোনা শেষ করবার আগেই সারা আকাশ কাঁপিয়ে একটা বাজ পড়ল।

নেখ্‌লিউদভ ঘরে ঢুকে পড়ল। বসে বসে ভাবতে লাগল:

'হ্যাঁ, সে তো ঠিক কথা। সারাটা জীবন ধরে আমরা যে কাজকর্ম করে যাই, তার ফলাফল যে কী, কী-যে তার প্রকৃত তাৎপর্য — সে-কথা এখনো আমার কাছে অজ্ঞাত, কোনো দিন তা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারব বলে মনে হয় না। পিসিরা কী করে গেছেন? আমি এখনো বেঁচে আছি অথচ নিকোলেঙ্কা ইর্‌তেনেভকে কেন অকালে মরতে হল? কাতিউশা কেন এল? আর আমার সেই পাগলামী? যুদ্ধ ঘটল কেন? যুদ্ধোত্তর পর্বে কেন আমার সেই উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রা? এই সমস্ত ঘটনা বুঝতে পারা, এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রভু আমায় কী ভাবে চালিয়ে নিয়ে গেছেন, কী তাঁর ইচ্ছা — সে-সব কথা বুঝতে পারি আমার সাধ্য কী? কিন্তু আমার বিবেকের বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি যদি তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন, তবে তাঁর সে-ইচ্ছা পূরণ করাটা আমার সাধ্যায়ত্ত। আমার বিবেক যা বলছে সে তো আমি নিশ্চিত জানি, সেটা পূরণ করতে পারলেই আমি সংশয়বিমুক্ত হয়ে মনে শান্তি লাভ করতে পারব।'

অঝোরে বর্ষণ শুরু হল, ছাদ থেকে গলগল ধারায় জল নেমে এসে জমা হতে লাগল নিচের একটা টবে। বাড়ি ও প্রাঙ্গণের ওপর বিদ্যুতের চমকানি একটু একটু করে হ্রাস পেতে লাগল। নেখ্‌লিউদভ জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তবে দেওয়ালের গা থেকে যে নোংরা ওয়াল-পেপার টেনে তুলে ফেলা হয়েছে তা দেখে ছারপোকার উপদ্রব হতে পারে বলেই ওর আশঙ্কা হল।

'নিজেকে প্রভু জ্ঞান না করে, সেবক বলে মনে করাই উচিত।'

এই কথাটা ভেবে খুব তৃপ্তি অনুভব করল মনে।

দেখা গেল ছারপোকার ভয়টা অমূলক নয়। মোমবাতিটা নিবিয়ে দিতেই সদলে আক্রমণ শুরু করল।

'জমিজমা বিষয়সম্পত্তি সব ছেড়েছুড়ে সাইবেরিয়া — মশা মাছি ছারপোকা, নোংরা... তো কী হয়েছে? তাই যদি থাকে কপালে, সইতে হবে।'

কিন্তু যত সদিচ্ছাই থাক মনে, বেশিক্ষণ ছারপোকার কামড় ও সইতে পারল না, বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বসল খোলা জানালাটার পাশে, মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল মেঘ কেমন সরে সরে যাচ্ছে, মেঘের ফাঁক দিয়ে আবার উঁকি দিচ্ছে চাঁদের আলো।

৯

অবশেষে সকালবেলার দিকে নেখ্‌লিউদভের চোখে একটু ঘুম এল। ফলে পরের দিন সে বেশ বেলা করে উঠল।

দুপুরবেলা সরকার-কর্তৃক নির্বাচিত চাষী-প্রজাদের প্রতিনিধি-স্থানীয় সাতজন লোক এসে জমায়েত হল আপেল-বাগানে, আপেল গাছের নীচে। সেখানে খুঁটো ও তক্তা বসিয়ে সরকার টেবিল ও গোটাকয়েক বেঞ্চি পাতার আয়োজন করে রেখেছিল। বেশ একটু সময় লাগল সাত জনাকে টুপি না খুলে বেঞ্চিতে বসার জন্য রাজি করাতে। সেই প্রাক্তন সৈনিক আজ ছালবাকলের জুতো পরে, জুতোর মধ্যে পরিষ্কার নেকড়া জড়িয়ে এসেছে — সে তো অনড় অটল, কিছুতেই টুপি পরতে চায় না, মিলিটারী আইনে মৃত ব্যক্তির সম্মানে যেমন ভাবে টুপি খুলে ধরতে হয় ঠিক তেমনি ভাবে হাতে তার ছেঁড়া টুপিটা ধরা। অবশেষে মিকেলেঞ্জেলোর মুসার মত কোঁকড়ানো থোকা থোকা চুলের কাঁচাপাকা দাড়িবিশিষ্ট এক সম্ভ্রান্তদর্শন বৃষস্কন্ধ বৃদ্ধ চাষী, বাদামী রঙের কপাল থেকে একটা চকচকে টাক উঠে গেছে মাথার সামনের দিকে, সেই টাক বেষ্টন করে কোঁকড়া থোকা থোকা সাদা চুল — সেই লোকটি মাথার ওপর বড়ো টুপিটা টেনে নিয়ে, ঘরে সেলাই করা লম্বা কোটটা শরীরের চারদিকে জড়িয়ে, টেবিলের পিছনে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে পড়ল। এবার ওর দেখাদেখি আর সকলেও আসন গ্রহণ করল।

সবাই যখন ঠিক ঠাক বসে নিয়েছে, নেখ্লিউদভ বসল ওদের মুখোমুখি — টেবিলের ওপর ওর সেই খসড়া পরিকল্পনার কাগজখানা। টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে নেখ্লিউদভ তার ব্যাখ্যান শুরু করল।

সেদিন হয়ত বা ওর সামনে মুষ্টিমেয় শ্রোতা ছিল বলে, কিংবা সেদিন ওর কাছে নিজের প্রসঙ্গটা গৌণ হয়ে কাজটাই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল বলেই হোক, নেখ্লিউদভ সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমুক্ত। নিজের অজান্তেই সে যেন ওর সমগ্র বক্তব্যটুকু পেশ করল সেই বৃষস্কন্ধ সাদা থোকা থোকা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ কুলপতির কাছে, যেন সে-ই ওর সমস্ত যুক্তিতে হয় সায় দেবে নয় তো খণ্ডন করবে। কিন্তু তার সম্পর্কে নেখ্লিউদভের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হল — সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ওর বক্তব্যে সায় দেবার ভঙ্গীতে কুলপতিসুলভ সুন্দর মাথাটা ঘন ঘন নাড়াল এবং অন্যেরা আপত্তি তুললে তাদের দিকে চোখ পাকাল বটে, আসলে কিন্তু অতি কষ্টে ওর কাছে বিষয়টা একটু যেন বোধগম্য হল — তাও যখন অন্য চাষী-প্রজারা নিজেদের ভাষায় নেখ্লিউদভের কথার পুনরুক্তি করতে লাগল। বরঞ্চ বৃদ্ধ কুলপতির পাশে যে-লোকটি বসে ছিল, ছোটখাটো বুড়ো মানুষ, দাড়ি নেই বললেই হয়, একটা চোখ কানা, পরনে পীতাভ সুতী বস্ত্রের জীর্ণ পুরাতন তালিমারা কোট, পায়ে একপাশে ক্ষয়ে-যাওয়া পুরাতন বুটজুতো — সে যেন কুলপতির চেয়ে ঢের ভালো বুঝতে পারছিল নেখ্লিউদভের বক্তব্য। পরে নেখ্লিউদভ জেনেছিল এই ছোটখাটো বুড়োটি চুল্লী বানায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে। বেশ চেষ্টা করে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনার সময় লোকটি ক্রমাগত ওর ভ্রুদুটো ওপরদিকে তোলে এবং বক্তব্য শেষ হতেই মোদ্দা কথাটা নিজের ভাষায় পুনরুক্তি করে। একজন সাদা-দাড়ি শক্ত পোক্ত বুড়ো চাষী, চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ — সে-ও ঝট্পট্ বুঝে নিচ্ছিল ব্যাপারটা — সুবিধে পেলেই দু-চারটে ব্যঙ্গ চুট্কী ছাড়ছিল বুদ্ধির কেরদানি দেখাবার জন্য। প্রাক্তন সৈনিকটিও দেখে মনে হয় বিষয়টি বুঝতে পারত না এমন নয়, কিন্তু ফৌজীয়ানা তার মাথা বিগড়ে দিয়েছে, আজেবাজে ফৌজী বাগাড়ম্বর শুনে সে এমনি অভ্যস্ত যে মাঝে মাঝে যেন খেই হারিয়ে ফেলছিল। সবচেয়ে গভীর অভিনিবেশে নেখ্লিউদভের বক্তব্য শুনছিল একজন ঢ্যাঙামতন চাষী, থুৎনির নিচে সামান্য একটু দাড়ি, নাকটা বেশ লম্বা, গলাটা গুরুগম্ভীর, পরনে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন ঘরে সেলাই করা জামাকাপড়, পায়ে ছালবাকলের নতুন জুতো। এ-লোকটি সব কথা ঠিকমতো বুঝছিল এবং অদরকারে একটি কথাও উচ্চারণ করছিল না। অপর দুজন

লোকের মধ্যে একজন ছিল সেই দন্তহীন বৃদ্ধ যে আগের দিনের সভায় নেখ্‌লিউদভের প্রত্যেকটি প্রস্তাব জোর গলায় অগ্রাহ্য করছিল; আর ছিল একজন দীর্ঘকায় ধবধবে ফর্সা বৃদ্ধ, মুখের ভাবটা বেশ নরম, একটি পা খোঁড়া — রোগা রোগা দুটো পায়েই সাদা নেকড়ার পটি জড়ানো। এরা দু'জনেই কথা বলছিল কম, কিন্তু শুনছিল বেশ মন দিয়ে।

নেখ্‌লিউদভ সর্বপ্রথম জমির ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে তার নিজের মত বলল:

'আমার মতে জমি নিয়ে বিকিকিনি করা চলে না। জমি যদি বেচতে পারা যায় তা হলে অঢেল টাকা যার আছে সে সমস্ত জমি কিনে নেবে এবং ভূমিহীনদের কাছ থেকে জমি ব্যবহারের জন্য যদৃচ্ছ টাকা আদায় করতে পারবে।'

স্পেন্সরের যুক্তি অবলম্বন করে নেখ্‌লিউদভ আরও বলল:

'জমিতে কেবল দাঁড়িয়ে থাকার অধিকারের জন্যেও টাকা আদায় করবে।'

সাদা-দাড়ি, হাসি-হাসি চোখ বৃদ্ধটি একটি প্রবাদ আওড়ে বলল:

'উড়তে যদি করবে মানা,
দাও-না কেটে ওদের ডানা।'

লম্বা নাক ভারিগলা লোকটি বলল:

'সত্যি কথা।'

প্রাক্তন সৈনিক বলল:

'তা যা বলেছেন।'

খোঁড়া পা সাদাদাড়ি লোকটি বলল:

'নিজের গোরুর জন্যে সামান্য একটু ঘাস কাটল, ব্যস, মেয়েটাকে ধরে পাঠাও জেলখানায়।'

খিট্‌খিটে মেজাজ দন্তহীন বৃদ্ধটি বলল:

'আমাদের নিজেদের জমি তো তিন মাইলেরও বেশি দূরে, কাছাকাছি কিছু জমি যে খাজনা নেব তা অসম্ভব, জমিদার জমির যা দাম বেঁধে দিয়েছেন যে জমি থেকে কিছু লাভ ওঠানো দুষ্কর। ওরা আমাদের ভাগ্য নিয়ে দড়ি পাকায়, আমরা তো ক্রীতদাসের অধম।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আমিও তাই মনে করি। আমি মনে করি, জমির মালিক হওয়া পাপ-বিশেষ। সেইজন্যেই তো জমি আমি দিয়ে দিতে চাই।'

মিকেলেঞ্জেলোর ম্সার মডেল সেই কুলপতি ভাবল নেখ্লিউদভ ব্ঝি তার জমি খাজনায় দেবার কথা বলছে। সে বলল:

'আহা, সে তো খ্ব ভালো কথা।'

'আমার এখানে আসার কারণটাই হল জমি আমার মালিকানায় আমি আর রাখতে চাই না। এখন আমাদের ভাবতে হবে জমি ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেবার সব চেয়ে ভালো উপায়টা কী?'

খিট্খিটে মেজাজ দন্তহীন ব্ড়ো বলল:

'চাষীদের দিয়ে দিলেই হল।'

ম্হ্র্তেকের জন্য নেখ্লিউদভ কিঞ্চিৎ লজ্জিত বোধ করল, কারণ এই কথাগ্লির মধ্যে নেখ্লিউদভের অভিপ্রায়ের সততা বিষয়ে একটা যেন সন্দেহের আভাস ছিল। ম্হ্র্তেকের মধ্যেই সে-ভাবটা কাটিয়ে উঠে ব্ড়োর কথার খেই ধরেই যেন ও বলল:

'আমি তো চাষী-প্রজাদের হাতে জমি দিয়ে দিতে পারলেই খ্শি হই। কিন্তু দেব কার হাতে, কেমন করে? কোন্ চাষীদের হাতে দেব — দিওমিন্স্কয়ের কৃষক সংঘের হাতে না দিয়ে কেনই বা দেব পানোভো কৃষক সংঘের হাতে?'

(দিওমিন্স্কয়ে প্রতিবেশী গ্রাম, সেখানে মাথাপিছ্ জমির পরিমাণ খ্বই কম।)

সকলে চুপ।

তারপর প্রাক্তন সৈনিক বলে উঠল:

'তা যা বলেছেন।'

নেখ্লিউদভ বলে চলল:

'এখন জার যদি বলেন জমিদারদের হাত থেকে সমস্ত জমি কেড়ে নিয়ে চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে...।'

কুলপতি জিজ্ঞেস করল:

'সেই রকম গ্জব ব্ঝি বাজারে?'

'না, জার-এর কাছ থেকে সে রকম কিছ্ আসে নি। আমি কেবল কথার কথা মতো করে জিজ্ঞেস করতে চাই যদি জার হ্কুম দেন যে জমিদারদের হাত থেকে সমস্ত জমি কেড়ে নিয়ে তা চাষীদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হোক, তা হলে কী করে তা করতেন আপনারা?'

ভুর্দ্টো চট্ করে একবার ওপরে তুলে একবার নিচে নামিয়ে চুল্লী-কারিগর বলল:

'কেমন করে ভাগ করতাম আমরা? ভাগ করতাম সমান ভাবে — প্রত্যেকের মধ্যে, বাবু আর চাষীর মধ্যে কোনো ভেদ না রেখে।'

পায়ে নেকড়ার পটি-জড়ানো সেই খোঁড়া ভালো মানুষটি বলল:

'হ্যাঁ, ও ছাড়া আর কী ভাবে করবে? প্রত্যেক মানুষের জন্য সমান পরিমাণ জমি।'

এই উক্তিটিকে সদুত্তর জ্ঞান করে সবাই এতে সায় দিল।

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'প্রত্যেকের জন্যে সমান পরিমাণ জমি? বাড়িতে যে-সব ঝিচাকর কাজ করে তা হলে তারাও তো ভাগ পাবে?'

মুখে একটা হাসিখুশি ফুর্তির ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে প্রাক্তন সৈনিক বলে উঠল:

'না হুজুর।'

কিন্তু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন দীর্ঘকায় লোকটি তার সঙ্গে একমত হতে না পেরে, কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তার ভারি গলায় বলল:

'ভাগ বাঁটোয়ারা যদি করতেই হয়, সকলে সমান ভাগ পাবে।'

নেখ্‌লিউদভের জবাবটা তো আগে থেকেই তৈরী, সে এবার বলল:

'তেমনটা করা চলবে না। সবাই যদি সমান পরিমাণ জমি পায় তা হলে জমির সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্কই নেই, যারা নিজের হাতে চাষ করে না — যেমন ধরুন প্রভু, ভৃত্য, পাচক, রাজকর্মচারী, কেরানী এবং তাবৎ শহরবাসী — নিজের অংশ নিয়ে বেচে দেবে ধনী ব্যক্তির কাছে। আবার তখন জমি যাবে ধনীদের ব্যক্তিগত মালিকানায়। জমি থেকেই যাদের জীবিকা তাদের তো প্রাকৃতিক নিয়মে বংশবৃদ্ধি হতে থাকবে। অথচ জমির তত দিনে আক্‌রা দেখা দিয়েছে। তখন যাদের জমি দরকার তারা ফের গিয়ে পড়বে ধনীদের হাতের মুঠোর মধ্যে।'

প্রাক্তন সৈনিক তড়বড় করে বলে উঠল:

'যা বলেছেন হুজুর।'

চুল্লী-কারিগর রাগত গলায় বাধা দিয়ে বলল:

'জমি বেচা বন্ধ করতে হবে। চাষ যারা করে কেবল তারাই জমি পাবে।'

নেখ্‌লিউদভ জবাবে বলল কে যে নিজের খোরাকের জন্য চাষ করছে কে অপরের জমিতে মুনিশগিরি করছে — তা জানা তো সহজ নয়।

বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন দীর্ঘকায় লোকটি প্রস্তাব করল এমন একটা ব্যবস্থা হোক যাতে সকলে একসাথে সমিতিবদ্ধ হয়ে চাষ করতে পারে।

সে তার দঢ়তাব্যঞ্জক ভারি গলায় বলল:

'তখন যারা চাষ করবে তারা ফসলের ভাগ পাবে। যারা করবে না তারা কিছুই পাবে না।'

এই সাম্যবাদী নীতি বিষয়েও নেখ্‌লিউদভ তার জবাব পূর্ব থেকে স্থির করে রেখেছিল। সে বলল এইরকম ব্যবস্থা করতে হলে সকলের লাঙল থাকতে হবে, লাঙল টানার সব ঘোড়া সমান শক্তিসম্পন্ন হতে হবে যাতে কেউ কারো থেকে পিছিয়ে না পড়ে; হাল, লাঙল, ঘোড়া, মাড়াই-ঝাড়াই ও অন্য সব কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি সর্বসাধারণের সম্পত্তি বলে গণ্য করতে হবে এবং সেই জন্য সকলের সহমত ও সম্মতির প্রয়োজন।

খিট্‌খিটে বুড়োটা বলল:

'সারা জীবন ধরে চেষ্টা করলেও আমাদের দেশের লোককে এক মত করা যাবে না।'

হাসি-হাসি চোখ অন্য বুড়োটি বলল:

'চূড়ান্ত ঝগড়াঝাঁটি লেগে যাবে। মেয়েগুলো সব একে অন্যের চোখ খুবলে নেবে।'

নেখ্‌লিউদভ বলে চলল:

'হ্যাঁ, গুণাগুণ অনুযায়ীই বা জমি কী করে ভাগ হবে? কেন একজন পাবে সরেস কালো জমি আর অপর জন পাবে নীরেস বেলে জমি?'

চুল্লী-কারিগর বলল:

'ছোট ছোট টুকরো করে সকলকে সমান ভাবে ভাগ করে দিতে হবে।'

নেখ্‌লিউদভ আপত্তি তুলে বলল কোনো একটা গ্রাম বা গোষ্ঠী নিয়ে ভাবলে তো চলবে না, বিভিন্ন জেলা নিয়ে সাধারণ ভাবে জমি-বণ্টনের কথা ভাবতে হবে। যদি স্থির হয় কৃষকদের মধ্যে জমি বিনা পয়সায় বণ্টন করা হবে, তা হলে কেন তাদের কেউ কেউ সরেস জমি পাবে এবং কেউ কেউ নীরেস? তারা সবাই তো ভালো জমি পেতে চাইবে।

প্রাক্তন সৈনিক বলল:

'তা যা বলেছেন হুজুর।'

অন্যেরা সব চুপ করে রইল।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'তা হলে ব্যাপারটা যত সহজ হবে বলে মনে হয়েছিল, তত সহজ হবে না। তবে এ-ব্যাপার নিয়ে কেবল আমরা কেন, আরো অনেকে মাথা

ঘামিয়েছেন। এই ধরুন না কেন, হেন্‌রী জর্জ নামে একজন আমেরিকান আছেন, তিনি এ-বিষয়ে কী ভেবেছেন বলি। তাঁর সঙ্গে আমিও একমত।'

খিট্‌খিটে বুড়ো বলল:

'তুমি হল গিয়ে মালিক, অতশত ভাবনার কী বাপু? যেমন খুশি ভাগ করে দিলেই হল।'

এই ভাবে বাধা পড়ায় নেখ্‌লিউদভের চিন্তার সূত্রটা হঠাৎ যেন কেটে গেল। ও কিন্তু খুশি হল দেখে যে এই মাঝ পথে বাধা পড়ায় সে নিজে ছাড়া আরও দু-একজনও অসন্তুষ্ট। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিটি গম্ভীর গলায় বলল:

'আহা সেমিওন খুড়ো, একটু ক্ষান্ত দাও। ওঁকে বলতে দাও না।'

নেখ্‌লিউদভ এতে উৎসাহিত হয়ে হেন্‌রী জর্জের এক-কর সংক্রান্ত মতবাদ ব্যাখ্যা করতে লাগল। শুরু করল এই ভাবে:

'আমাদের এই পৃথিবীটা কোনো মানুষের নয়, ঈশ্বরের।'

কতিপয় কণ্ঠে শোনা গেল:

'সে তো ঠিক কথা।'

'সমস্ত জমি সাধারণের। জমিতে সকলের সমান অধিকার। কিন্তু ভালো জমি যেমন আছে তেমনি খারাপ জমিও আছে এবং সবাই ভালো জমিটুকু চায়। তা হলে জমি সকলের মধ্যে ন্যায্য ভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে কী উপায়ে? উপায়টা হল এই: যে ভালো জমি পেয়েছে তাকে তার মূল্য দিতে হবে এমন সব লোককে যাদের জমি নেই।'

নেখ্‌লিউদভ যেন নিজেরই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলে চলল:

'কে কাকে মূল্যটা দেবে স্থির করা শক্ত হবে বলে সমাজের হিতার্থে অর্থের প্রয়োজন হবে বলে, এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে জমির মালিক তার জমির যা মূল্য দাঁড়ায় দেবে সকলের প্রয়োজনে সামাজিক তহবিলে। এই ভাবে সকলের ভাগে সমান পড়বে। জমি চাও — ভালো জমির জন্য বেশি টাকা দাও, খারাপ জমির জন্য কম। আর জমি যদি না চাও কিছুই দিতে হবে না, তোমার জন্য সামাজিক তহবিলে কর দেবে যারা জমির মালিক হয়েছে তারা।'

চুল্লী-কারিগর তার ভুরু নাচিয়ে বলল:

'সে তো ঠিক কথা। ভালো জমি যে পাবে তাকে বেশি দিতে হবে।'

রাশভারী চেহারার কোঁকড়াচুল কুলপতি বলল:

'ওই জর্জ লোকটার মাথা ছিল বটে!'

ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে বুঝতে পেরেই যেন গম্ভীর গলায় লম্বা লোকটা বলল:

'কিন্তু যে-টাকা দিতে হবে সেটা সাধ্যের মধ্যে হলে তো?'

'হ্যাঁ দেয়-টাকা হতে হবে এমন যেন বেশি না হয় আবার শস্তাও না হয়।... বেশি হলে মেটানো যাবে না, লোকসানও হবে, আবার শস্তা হলে সবাই এ ওর কাছ থেকে কিনতে থাকবে, জমি নিয়ে ব্যবসা চলবে। আপনাদের মধ্যে আমি ঠিক এই বন্দোবস্তটাই করতে চেয়েছিলাম...'

চাষীরা বলে উঠল:

'এটা ঠিক, এরকমই হওয়া উচিত। এ তো ভালোই।'

কোঁকড়া চুল সেই বৃষস্কন্ধ বৃদ্ধ ফের বলল:

'হুঁ, মাথা বটে এই জর্জের! বেশ ভেবে বার করেছে।'

সরকার হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, ধরুন আমি যদি কিছু জমি নিতে চাই?'

নেখ্লিউদভ জবাবে বলল:

'খালি জমি যদি থাকে, তো নিয়ে চাষ করুন না।'

হাসি-হাসি চোখ বৃদ্ধটি বলল:

'তোমার আবার জমির কি দরকার? এমনিতেই তো যথেষ্ট আছে।'

অতঃপর অধিবেশন সমাপ্ত হল।

নেখ্লিউদভ তার প্রস্তাবটা পুনরুক্তি করে বলল সবাই যেন আপন আপন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে পরে এসে ফলাফল ওকে জানিয়ে দেয়।

চাষীরা বলে গেল আর সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার পর ওরা এসে নেখ্লিউদভকে একটা জবাব দিয়ে যাবে। ফিরতি পথে ওদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা — সারা রাস্তা চেঁচামেচি করে কথাবার্তা বলতে বলতে ওরা নিজের নিজের বাড়ি ফিরে গেল। রাত ভোর ওদের কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার রেশ ভেসে এল গ্রামের দিক থেকে।

পরদিন চাষীরা কাজে না গিয়ে সারাদিন জমিদারের প্রস্তাব নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে কাটাল। গোটা চাষী সমাজ বিভক্ত হয়ে গেল দুটো দলে — একদল দেখল জমিদারের প্রস্তাব গ্রহণ করলে কোনো বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা নেই, বরঞ্চ লাভের সম্ভাবনা প্রচুর; আর এক দল

প্রস্তাবটার তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারে নি বলে বিশেষ করে ভয় ও সন্দেহে দোলায়িত। কিন্তু আলাপ-আলোচনার তৃতীয় দিনে ওরা শেষ পর্যন্ত সকলে প্রস্তাবিত শর্তগুলি গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে গোটা সমাজের সিদ্ধান্ত জানানোর উদ্দেশ্যে নেখ্‌লিউদভের কাছে এল। প্রতারণার ভয় ও অনির্দিষ্ট সংশয় থেকে ওদের বন্ধন মোচন করল গ্রামের একজন সর্বজনমান্য প্রবীণা, সে বলল জমিদার মশাইয়ের মতিগতি পরিবর্তনের যথাযথ কারণটা সে বুঝতে পেরেছে, কর্তামশাই নরকযন্ত্রণা থেকে তাঁর আত্মার উদ্ধারের আশায় ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন। তার এই অনুমানের সপক্ষে যুক্তি ছিল এই যে নেখ্‌লিউদভ পানোভোতে এসে দানসত্র খুলে প্রচুর টাকা দানধ্যান করতে লেগেছেন। নেখ্‌লিউদভ যে এখানে টাকাপয়সা দান করছিল তার আসল কারণ নিদারুণ দুঃখদৈন্যের সঙ্গে নেখ্‌লিউদভের মুখোমুখি পরিচয় সেই প্রথম, ইতিপূর্বে এ-রকম দারিদ্র্য ও অকিঞ্চনতার চেহারা সে দেখে নি। পানোভোর কৃষকসমাজের এই সার্বিক দুরবস্থায় সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, যদিও সে জানত যে এ-রকম ঢালাও দাক্ষিণ্যের কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু গত বছর কুজ্‌মিন্‌স্কয়েতে বনভূমিটা বেচার ফলে আর গোরুঘোড়া যন্ত্রপাতি বিক্রয়বাবদ বিশেষ করে প্রচুর টাকা তার হাতে আসায় দানদক্ষিণা না করে সে পারল না।

লোকে যেই জানতে পারল কর্তামশাই দানসত্র খুলেছেন, দলে দলে প্রার্থীরা — তাদের মধ্যে বেশির ভাগই স্ত্রীলোক — এসে জুটল সাহায্যের আশায়। দানধ্যানের ব্যাপারে নেখ্‌লিউদভ একেবারেই অনভিজ্ঞ — কী ভাবে দিতে হয়, কতটা দিতে হয়, কাকে দিতে হয় - - সে একেবারেই জানে না। ওর মনে হল ওর যখন এত টাকা, প্রার্থীদের, যারা স্পষ্টতই দরিদ্র, তাদের টাকা দিতে গররাজি হওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু প্রার্থী হয়ে যারাই দাঁড়াচ্ছে তাদের হাতে এলেমেলো ভাবে যথেচ্ছ দান করাটা অবিমৃষ্যকারিতা। এই পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায় হল পানোভো ছেড়ে ওর চলে যাওয়া। নেখ্‌লিউদভ এটাই করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পানোভোতে ওর শেষ দিনটা কাটল পিসিদের বাড়িতে ওঁদের ব্যক্তিগত সামগ্রী নেড়েচেড়ে দেখায়। মেহগনি কাঠের একটা পেটমোটা আলমারী দেখল, দেরাজের আঙটাগুলি সিংহের মাথার আকারে পিতলে তৈরি, সর্বনিম্ন দেরাজে অনেকগুলি চিঠিপত্রের তাড়া ও একটি গ্রুপ ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফে আছেন পিসি দুজন — সোফিয়া ইভানভ্‌না ও মারিয়া

ইভানভ্না, ছাত্রাবস্থায় নেখ্লিউদভ স্বয়ং এবং সরল, সহজ, সুন্দর ও প্রাণোচ্ছল কাতিউশা। বাড়ির অন্যান্য সব সামগ্রী ফেলে কেবল চিঠির সেই তাড়াগুলি ও ফোটোটি নিল নেখ্লিউদভ। বাদবাকি সমস্ত জিনিস চলে গেল আটা-কলের মালিকের হেফাজতে — সদা হাস্যময় সরকারের সুপারিশক্রমে লোকটা ন্যায্যদামের দশভাগের একভাগ টাকা দিয়ে বেবাক জিনিসশুদ্ধ সমস্ত বাড়িটা কিনে নিল এই শর্তে যে সে বাড়িটা ভেঙে বাড়ির মালমশলাশুদ্ধ বাদ বাকি সব কিছু জিনিস নিজের গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাবে।

কুজ্মিন্স্কয়ের গৃহসম্পত্তি ছেড়েছুড়ে চলে যাবার সময় ওর মনে একটা অনুতাপের ভাব এসেছিল, সেকথা মনে করে ওর এখন আশ্চর্য মনে হল। পানোভো ছেড়ে যেতে ওর মনটা যেন একটা মুক্তির অপার আনন্দে অভিষিক্ত হয়ে উঠল, মনে হল জীর্ণ পুরাতন সব কিছু পিছনে ফেলে ও যেন এগিয়ে চলেছে নূতন দেশের অভিযাত্রী হয়ে।

১০

নেখ্লিউদভ ফিরে এসে শহরটাকে দেখতে পেল যেন অন্য চোখে নতুন আলোয়। সন্ধেবেলা, রাস্তার আলো যখন জ্বালানো হয়ে গেছে তখন সে তার বাড়ি এসে পৌঁছল। তখনো সারা বাড়ি ন্যাপথলিনের গন্ধে ভুরভুর করছে। গিয়ে দেখল আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্না ও কর্নেই দু'জনেই ক্লান্ত ও বেজার — সম্ভবত যে-সব জিনিসপত্র নিয়ে কারো কোনো প্রয়োজন নেই, যেগুলি কেনা বা তৈরিই হয়েছিল রোদে দিয়ে শুকিয়ে আবার বাক্সজাত করার জন্য — সেগুলি ঝাড়ামোছার ব্যাপারে দু'জনের মতান্তর হয়ে থাকবে। নেখ্লিউদভের ঘরটা খালি করা যদিও হয়েছে এখনো গোছানো হয় নি, ঘরে ঢোকার পথ জুড়ে আছে কতকগুলি বাক্সতোরঙ্গ। স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল কোনো এক অদ্ভুত ঢিলেমিবশত এই বাড়িতে যে-কাজ চলছিল, নেখ্লিউদভের আগমনে তাতে বাধা পড়ল। গ্রামের লোকদের দৈন্য দুর্গতি নেখ্লিউদভের মনে এমনই ছাপ ফেলেছিল যে ফলে বাড়িঘরদোরের ব্যাপারে এই যে পাগলামি, যাতে সে নিজেও এককালে অংশ নিয়েছিল, এসবই তার কাছে এমন অরুচিকর ঠেকল যে ও স্থির করল পরের দিনই

একটা কোনো হোটেলে গিয়ে উঠবে। আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না যেমন গোছগাছ করে সব রাখতে চায় রাখুক — তারপর তো নেখ্‌লিউদভের দিদি এসে বাড়িটার এবং বাড়ির সব সামগ্রীর একটা চূড়ান্ত বিলি ব্যবস্থা করবেই।

পরদিন বেশ সকাল সকাল বাড়ি থেকে বের হয়ে নেখ্‌লিউদভ জেলখানা থেকে অদূরবর্তী একটা হোটেলে দুটো পাশাপাশি ঘর ভাড়া নিল। হোটেলটা নিতান্তই সাধারণ হোটেল, খুব বেশি সাফসুতরোও নয়। বাড়িতে এসে বলে দিল ওর কোন্ কোন্ জিনিস হোটেলে পাঠাতে হবে। অতঃপর ও রওনা হয়ে গেল উকিল ফানারিনের বাড়ি।

বাড়ির বাইরেটা বেশ ঠাণ্ডা; বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হয়ে যাবার পর একটা কেমন শীত শীত ভাব হয়েছে — বসন্তের সূচনায় যেমন অনেক সময় হয়। এমনই ঠাণ্ডা আর হাওয়াও এমন হাড়-কাঁপানো যে নেখ্‌লিউদভ পাতলা ওভারকোটের নীচে জড়সড় হয়ে একটু পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল শরীরটা গরম করে নেব্যর আশায়।

এখনো ওর মনে ভিড় করে আছে গাঁয়ের লোকজনের স্মৃতি। সেখানকার মেয়েদের, শিশুদের ও বৃদ্ধদের মুখ যেন ভেসে উঠছে ওর চোখে। মনে পড়ল এত দুঃখদৈন্য হতাশা ও অবসাদ ও যেন ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখে নি; বিশেষত মনে পড়ল সেই চিত্রিত টুপি-পরা বুড়োটে শিশুটির মুখের করুণ হাসি আর কাঠির মতো দুটি পা — নিজের অজানতেই সেখানকার অবস্থার সঙ্গে শহরের বৈষম্য তার মনে হল। মাংসের দোকান, মাছের দোকান, তৈরি জামাকাপড়ের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নেখ্‌লিউদভ অবাক হয়ে দেখল — যেন এই প্রথম দেখতে পেল — শহরে কত হৃষ্টপুষ্ট লোকের ভিড়, দোকানীরাও সব মোটাসোটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গ্রামদেশে এ-রকম সুবেশ সুপুষ্ট একটিও চাষীর দেখা মেলে না। এই সব লোকদের মুখের ভাব দেখে মনে হয় তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যারা তাদের মাল সম্পর্কে কিছুই বোঝে না সেই সমস্ত মানুষকে ঠকানোর জন্য যে পরিশ্রম তারা করে তা বাজে কাজ তো নয়ই বরং উপকারী। অভিজাত-বাড়ির কোচ্‌ম্যান — বহু বিস্তৃত তাদের নিতম্ব, তাদের শিরদাঁড়ার লাইন ধরে বহু পেতলের বোতামের সারি; অপিস কিংবা ব্যাঙ্কের দ্বারপাল — সোনালী কর্ডের ফিতে বাঁধা তাদের টুপি; বড়লোকের বাড়ির পরিচারিকা — কেমন ধোপদুরস্ত তাদের লেস-লাগানো এপ্রন; আর ওই সব শৌখিন ফীটন্‌গুলোর কোচোয়ানরা — ঘাড় চেঁচে ওদের চুল ছাঁটা, কেমন গদির ওপর গা এলিয়ে বসে বসে ঢুলু ঢুলু চোখ করে

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে পথচলতি লোকেদের দিকে তাকায় — তারা সকলেই ওই একই রকমের সংপংষ্ট। নিজের অজানতেই আবার ওর মনে হল, এরা হয়তো এক কালে গ্রামেই থাকত, অভাবের তাড়নায় শহরে আসতে বাধ্য হয়েছে। এদের কেউ কেউ হয়তো শহরের জীবনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, হয়তো চাকর হয়ে এসেছিল, এখন হয়তো মংনিবের মতো দোকানের মালিক হয়ে বসেছে এবং বেশ খংশিতে আছে।

গ্রাম থেকে শহরে এসে সবাই যে সংখে ও আরামে থাকে এমন নয়, কেউ কেউ গ্রামদেশে যেমন ছিল তার চেয়ে অনেক হীন অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয় শহরে। তাদের অবস্থা চাষীদের চেয়েও শোচনীয় — যেমন ওই মংচির দল, যারা সব চেয়ে নিচু তলায় বসে বসে জংতো সেলাই করে; কিংবা ওইসব আলংথালং কেশবেশ ধোপানীরা, রোগা কাঠির মতো হাত চালিয়ে, খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ইস্তিরি করে চলেছে, সাবান-গোলা গরম জলের ভাপ লাগছে তাদের মংখেচোখে। আর ওই তো দং'জন রং-মিস্ত্রি বালতি-ভরতি রং বয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে চলেছে — বাদামী রঙের রোগা দংটি হাতে আস্তিন গংটোনো কনংই অবধি এপ্রনে রঙের ছিটে লেগে আছে, মোজা-বিহীন পাদংটোতে রঙের দাগ এখনো শংকোয় নি, চোখ বসে গেছে, মংখের ভাব তিরিক্ষি। মালবাহী ঘোড়াগাড়ির গাড়োয়ানদের এবং ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়জামা-পরা যে-সব ভিখিরি মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইছিল — তাদের মংখের ভাবও বেজার। সরাইখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতেও নেখ্লিউদভ জানালার ধারে দেখতে পেল ওই একই রকম মংখ। নোংরা সব টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম, নানা রকমের বোতল রাখা, সাদা শার্ট-পরা ওয়েটররা ক্রমাগত এক টেবিল থেকে অপর টেবিলে গিয়ে অর্ডার নিচ্ছে। ঘর্মাক্ত-কলেবর, লালমংখো, হতবংদ্ধি-গোছের কতকগংলো লোক একটা টেবিলের ধারে বসে সমস্বরে হল্লা করছে অথবা গান গাইছে। একটি লোক একা বসে আছে জানালার ধারে — ভুরংদংটো তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে, বদ্ধদংষ্টি দেখে মনে হয় কী যেন একটা কথা মনে করতে চাইছে।

নেখ্লিউদভের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ওর নাকে ঢুকে পড়ল ধংলোবালি মেশানো এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া, ভেজাল তেল ও সদ্য লাগানো রঙের একটা মিশ্রিত গন্ধ। নিজেকেই ও জিজ্ঞেস করল:

'এরা সবাই এখানে এসে জংটেছে কেন?'

একটা রাস্তায় চলতে চলতে নেখ্লিউদভ দেখল একসার গাড়ি

লোহালক্করের বোঝা চাপিয়ে চলেছে এবড়োখেবড়ো রাস্তাটা দিয়ে — ঘর্ঘর শব্দে কানে তালা লাগবার যোগাড়। মালবাহী গাড়িগুলো পেরিয়ে যাবার জন্য নেখ্লিউদভ আরো একটু জোর পা চালিয়ে এগিয়ে যাবে — এমন সময় ঘর্ঘর শব্দ ছাপিয়ে একটা গলা শোনা গেল — কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। ওকে বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল — ও দেখল একজন মিলিটারি অফিসার সাদা ধবধবে দন্তপংক্তি বিকশিত করে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো ওর দিকে হাত নাড়াচ্ছে — মুখে বেশ একটা স্বাস্থ্যের জেল্লা, গোঁপজোড়ার অগ্রভাগ গলিত মোম লাগিয়ে সুচ্যগ্র, একটা শৌখিন ফীটন্-গাড়ির নরম গদিতে আরামে বসে আছে।

'নেখ্লিউদভ! তুমি?'

ডাক শুনে প্রথমটা নেখ্লিউদভ বেশ খুশিই হয়েছিল। উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'আরে শেন্বক যে!'

পরক্ষণেই ওর মনে হল শেন্বকের সাক্ষাত পেয়ে ওর এত খুশি হবার কোনো অর্থ হয় না।

এই সেই শেন্বক যে সেই সময় পানোভোতে ওর পিসিদের বাড়িতে এসেছিল। তারপর বহুকাল দু'জনার দেখাসাক্ষাত নেই; নেখ্লিউদভ অবশ্য লোকমুখে শুনেছিল প্রচুর ধারদেনা থাকা সত্ত্বেও শেন্বক কেমন করে যেন এখনো অশ্বারোহী বাহিনীতে টিকে আছে, এখনো কোন্ সঙ্গতিতে কে জানে, ধনী ব্যক্তিদের সমাজে নিজের স্থান ঠিক টিকিয়ে রেখেছে। ওর মুখের খুশি খুশি আত্মতৃপ্ত ভাবটা দেখে মনে হল গুজবটা তা হলে সত্য হবে।

কাঁধজোড়া সিধে করে ফীটন্ থেকে নামতে নামতে শেন্বক বলল:

'ভাগ্যি ভালো যে তোমার নাগাল পেলাম! শহরে এখন কেউ নেই। আরে, এ কী ভাই, তুমি দেখছি বুড়িয়ে গেছ! তোমার হাঁটা দেখেই না চিনতে পারলাম তোমাকে। চলো, একটা কোথাও গিয়ে একসঙ্গে ডিনারে বসা যাক। এখানে কোথায় ভদ্রগোছের আহারের ব্যবস্থা আছে?'

নেখ্লিউদভের এখন একমাত্র চিন্তা কী করে শেন্বকের মনে কষ্ট না দিয়ে ওকে বিদায় করা যায়, বলল:

'আজ ভাই আমার সময় হবে না। তারপর, এখানে কী মনে করে?'

'কাজে এসেছি বন্ধু, কাজে। তত্ত্বাবধানের কাজে। আদালত আমাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছে। সামানভকে তো চেনো — সেই যে লক্ষপতি,

আমি এখন তাঁর বিষয়কর্ম সামলাই, তদারকি করি। ভদ্রলোকের ভীমরতি হয়েছে, কিন্তু জমি আছে কত জানো? তা, চার লাখ বিঘা মতন হবে।'

শেন্‌বক এমনভাবে কথা বলছিল যেন ওই চার লাখ বিঘার ভূসম্পত্তিটা ও নিজেই গড়ে তুলেছে। বলে চলল:

'সামানভের বিষয়কর্মের অবস্থা তখন বেজায় খারাপ। সব জমিজমা চাষী-প্রজাদের হাতে খাজনায় বন্দোবস্ত করা, তারা একটি পয়সাও দেয় না, এস্টেটের দেনার অঙ্ক বেড়ে গিয়ে হয়েছিল আশি হাজার রুবল। আমি এসে ভার নেবার পর এক বছরের মধ্যে সব বদলে দিয়েছি, এখন ভূসম্পত্তি থেকে আয় বেড়েছে সত্তর শতাংশেরও বেশি। একটা কাজের মতো কাজ করেছি — কেমন কি না?'

নেখ্‌লিউদভের এখন সব কথা মনে পড়ল: এই শেন্‌বক নিজের সর্বস্ব খুইয়ে গাদা গাদা ধারকর্জ করেছিল। যখন ও দেনার দায়ে দেউলিয়া হবার যোগাড়, সেইসময় কোথায় যেন কী ভাবে কলকাঠি নেড়ে শেন্‌বক এই তত্ত্বাবধায়কের কাজটা জুটিয়েছে। একজন ধনাঢ্য বৃদ্ধ যখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন, সেই সময় কোর্ট থেকে শেন্‌বককে সেই বৃদ্ধের অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়। নেখ্‌লিউদভের মনে হল অভিভাবকত্ব করে শেন্‌বক বেশ দু-পয়সা রোজগার করছে।

নেখ্‌লিউদভ ভাবতে লাগল লোকটাকে না চটিয়ে কী ভাবে কাটান দেওয়া যায়। ওর পুষ্ট মুখের জেল্লা ও ছুঁচলো গোঁপজোড়া দেখে, ভালো ডিনার খাবার জায়গা ও অভিভাবকরূপে ওর কৃতিত্বের কথা শুনে নেখ্‌লিউদভ বুঝে নিয়েছিল শেন্‌বকের সঙ্গে ও মিশ খাবে না।

'হ্যাঁ, বলো তাহলে কোথায় ডিনারের জন্য যাওয়া যায়?'

নেখ্‌লিউদভ পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে বলল:

'সত্যি, আজ আমার সময় হবে না।'

'আচ্ছা, তা হলে শোনো। আজ সন্ধ্যায় ঘোড়দৌড়। তুমি কি যাবে?'

'না, আমি যাব না।'

'আহা, এসোই না! আমার নিজের এখন কোনো দৌড়বাজ ঘোড়া নেই। আমি গ্রিশার ঘোড়ার ওপর বাজি ধরি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে ওর আস্তাবলটা ভালো। আসবে তো তাহলে? পরে আমরা কোথাও একসঙ্গে বসে সন্ধ্যার খাবার খেতে পারব।'

একটু হেসে নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আজ তোমার সঙ্গে সন্ধ্যার খাওয়াও খেতে পারছি না।'

'এটা কী রকম ব্যাপার? এখন কোথায় চলেছো তুমি? বলো তো আমি তোমাকে পেঁাছে দিতে পারি।'

'একজন উকিলের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি — ওই মোড়ের মাথাতেই থাকেন।'

'ও হ্যাঁ, শুনেছি আমি, তুমি না কি আজকাল জেলখানা নিয়ে পড়েছো? জেল-কয়েদীদের হয়ে সালিসি করছো বলে শুনলাম।'

শেন্‌বক হাসতে হাসতে বলল:

'কর্‌চাগিনেরা বলছিলেন আমাকে। তাঁরা তো শহরের বাইরে চলে গেছেন। আচ্ছা, ঠিক কী তুমি করছো আমায় বলো তো।'

নেখ্‌লিউদভ জবাবে বলল:

'ঠিকই শুনেছো তুমি। কিন্তু সে তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমায় বলতে পারব না।'

'অবশ্য অবশ্য। চিরকালই তুমি অদ্ভুত প্রকৃতির ছিলে। কিন্তু ঘোড়দৌড়ে আসছো তো?'

'না, আমি পারব না যেতে। যেতে আমার ইচ্ছাও নেই। আমার ওপর রাগ কোরো না।'

'আরে না, না, রাগ করব কেন? আচ্ছা কোথায় তুমি থাকো বলো তো?'

হঠাৎ শেন্‌বকের মুখখানা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল, চোখদুটিতে বদ্ধদৃষ্টি, কী একটা যেন মনে করবার চেষ্টায় কপাল কোঁচকাল। নেখ্‌লিউদভ নজর করল ওর ভাববিহীন ভোঁতা মুখখানা ঠিক যেন সেই সরাইখানার জানালায় দেখা ওপর দিকে ভুরু তোলা ঠোঁট ফোলা একা মানুষটার মুখের মতো। শেন্‌বক আর কোনো বলবার মতো কথা না পেয়ে বলল:

'ওঃ কী ঠান্ডাই না পড়েছে!'

'হ্যাঁ, তা বটে।'

কোচম্যানের দিকে ফিরে শেন্‌বক জিজ্ঞেস করল:

'কেনা জিনিসের প্যাকেটগুলো তোমার কাছে তো?'

অতঃপর আন্তরিকতার সঙ্গে নেখ্‌লিউদভের করমর্দন করে বলল:

'তা হলে চলি, বিদায়। খুব খুশি হলাম তোমায় দেখে।'

এই বলে এক লাফে চড়ে বসল ফীটনে এবং ঝকঝকে মুখখানার সামনে সাদা দস্তানা-পরা হাতখানা নাড়াতে লাগল, আবার ওর দন্তপংক্তি বিকশিত হয়ে উঠল — অদ্ভুত ধবধবে সাদা দাঁত।

উকিলের বাড়ির পথে চলতে চলতে নেখ্‌লিউদভ ভাবতে লাগল:

'আচ্ছা, একদিন আমিও কি ওই ওর মতো ছিলাম? হ্যাঁ, একেবারে ওর মতো না হলেও, ওর মতো হবার বাসনা ছিল বৈকি। ভেবেছিলাম ওরই মতো জীবন যাপন করব।'

১১

নেখ্‌লিউদভের পালা আসবার আগেই ফানারিন তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর কামরায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন মেনশোভ-মামলা সংক্রান্ত নথীপত্রের কথা। বললেন অভিযোগ এমনই ভিত্তিহীন যে পড়তে গিয়ে রাগে ওর সর্ব্ব শরীর না কি জ্বলেছে। বললেন:

'সমস্ত ব্যাপারটা ন্যক্কারজনক। ইন্সিওরেন্স-এর টাকাটা হাত করার জন্য সম্ভবত ওই সরাইখানার মালিকই নিজের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে থাকবে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথাটা এই যে মেনশোভরা যে দোষী সে রকম কোনো প্রমাণই উপস্থাপিত হয় নি। কোনো সাক্ষ্য নেই। সবটাই ঘটেছে তদন্তকারীর অত্যুৎসাহ ও প্রসিকিউটরের গাফিলতির ফলে। মফঃস্বল আদালতে না হয়ে এখানকার আদালতে যদি ওদের বিচার হয়, আমি কথা দিচ্ছি ওদের খালাস করে দেব এবং সে জন্য কোন ফীও নেব না। তারপর আছে ফেদোসিয়া বিরিউকভার মামলাটা — আমি ওই মামলার ব্যাপারে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের কাছে একটা আপীলের মুসাবিদা করেছি। আপনি যদি পিটার্সবুর্গ যান তো, ওটা হাতে করে নিয়ে যান এবং নিজের হাতে পেশ করুন — একটা আর্জিসহ। তা নইলে আইন মন্ত্রণালয়ে ওরা খোঁজখবর করবে, সেখান থেকে যা উত্তর আসবে তাতে আর দেখতে হবে না, অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান; লাভ কিছুই হবে না। আপনি বরঞ্চ ওপর মহলে গিয়ে একটু চেষ্টা করুন।

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'ওপর মহলে মানে, সম্রাট বাহাদুরের কাছে?'

উকিল তার কথায় হেসে ফেলল।

'আরে না না, সে তো হল সর্বোচ্চ মহল — প্রিভি কাউন্সিল। আর ওপর মহল মানে আপীল কমিটির সেক্রেটারি বা প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ

করে আপনাকে সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। ব্যস্, এখনকার মতো এই সব তো?'

'না, এই যে একটা চিঠি পেয়েছি ধর্মীয় উপদলের কিছু সদস্যের কাছ থেকে।'

নেখ্লিউদভ পকেট থেকে চিঠিটি বের করে বলল:

'তাঁরা যা লিখেছেন তা যদি সত্যি হয় তো মামলাটা খুবই চমকপ্রদ হবে। আজ আমি চেষ্টা করব তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করে ব্যাপারটা জেনে নিতে।'

ফানারিন হেসে বললেন:

'আপনি দেখছি সারা জেলখানার অনুযোগ-অভিযোগ ঢালার কুপি হয়েছেন। বড্ড বেশি দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপিয়েছেন, শেষ রক্ষা করতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

নেখ্লিউদভ বলল:

'এ-মামলাটা কিন্তু খুবই আশ্চর্যের।'

তারপর সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল। কতিপয় চাষী তাদের গাঁয়ের একটা জায়গায় একত্র হয়ে সুসমাচার পড়ত। কর্তৃপক্ষ এসে তাদের আসর ভেঙে দিলেন। পরের রবিবারেও আবার তারা একত্র হতে পুলিশ ডাকিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে আদালতে চালান দেওয়া হয়। তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট তাদের জেরা করেন, সরকারী উকিল তাদের নামে অভিযোগপত্র দাখিল করেন, তারপর তাদের যথারীতি বিচার হয়। বিচারে তাদের অপরাধের বাস্তব প্রমাণ স্বরূপ সরকারী উকিল দাখিল করেন সুসমাচার গ্রন্থ। ফলে তাদের নির্বাসনদণ্ড দিয়ে সাইবেরিয়ায় চালান দেবার সিদ্ধান্ত হয়। 'এ তো অতি সাংঘাতিক দণ্ড! — এমনটা কি সম্ভব হতে পারে?' নেখ্লিউদভ প্রশ্ন করল।

'এতে আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?'

'আমার কাছে তো সবটাই আশ্চর্য ঠেকছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারি যে পুলিশ অফিসার কেবল হুকুম তামিল করেছে। কিন্তু সরকারী উকিল কী করে অভিযোগপত্র দাখিল করতে পারলেন? — তিনি তো শিক্ষিত লোক...'

'ওইখানেই তো আমরা ভুল করি। সরকারী উকিল এবং জজদের সচরাচর আমরা খানিকটা নতুন ধরনের উদারপন্থী গোছের ব্যক্তি বলে গণ্য করে থাকি। একটা সময়ে তাঁরা হয়তো সেইরকম ছিলেনও, কিন্তু এখন দিনকাল বদলে গেছে। আজকাল সকলেই মাসমাইনের রাজকর্মচারী —

মাসান্তে মাইনেটা গ্নুনে নিতে পারলেই তাঁরা খ্নুশি। নীতি নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না, কী করে মাহিনা ব্নুদ্ধি হতে পারে — সেইটাই তাঁদের একমাত্র নীতি। তাঁরা মর্জিমাফিক যে-কোনো লোকের বির্নুদ্ধে অভিযোগ এনে, বিচার করে তাকে দণ্ডাদেশ পর্যন্ত দিতে পারেন।'

'কিন্তু সত্যি কি এমন কোনো আইন আছে যার বলে কয়েকজন মিলে স্নুসমাচার পড়লে তাদের নির্বাসনে পাঠানো যায়?'

'নির্বাসনে পাঠানো তো যায়ই, এমন কি সশ্রম কারাদণ্ডও দেওয়া যেতে পারে, যদি প্রমাণ করা যায় যে আর পাঁচজনার কাছে স্নুসমাচার পড়তে গিয়ে কোনো ব্যক্তি নিজের জ্ঞানব্নুদ্ধি অন্নুসারে তার ব্যাখ্যা করেছে, চার্চ্-এর অন্নুশাসন মানে নি। জনসমক্ষে গ্রীক সনাতন ধর্মের অবমাননা বা বির্নুদ্ধতা করা ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৯৬ ধারা মতে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনদণ্ডযোগ্য অপরাধ।'

'না, না, তা কী করে হয়?'

ফানারিন বলে চললেন:

'তা নয় তো বলছি কী আপনাকে? আমি সদা সর্বদা এই সব জজ ভদ্রলোকদের বলে থাকি তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। এই যে আমি, আপনি ও আরো পাঁচজন জেলের বাইরে রয়েছি — এ কেবল তাঁদেরই কৃপা গ্নুণে। আমাদের সকল প্রকার অধিকার কেড়ে নিয়ে ওঁরা তো অনায়াসেই আমাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দিতে পারেন।'

'আচ্ছা তাই যদি হয়, যদি সরকারী উকিল এবং জজেরা তাঁদের মর্জিমাফিক আইন কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন আবার শিথিলও করতে পারেন, তাহলে আর বিচারের প্রহসন কেন?'

ফানারিন ফেটে পড়লেন হাসিতে, বললেন:

'সত্যি, আপনি কিন্তু খ্নুবই অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন তুলতে পারেন। আপনার প্রশ্নের জবাব মিলবে দর্শনে। হ্যাঁ তা নিয়েও একটা আলোচনা হতে পারে। শনিবার দিন কি আসতে পারবেন? সেদিন আমার বাড়িতে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সব জমায়েত হবেন, তখন এসব সর্বসাধারণের প্রসঙ্গ নিয়ে বিচার করা যেতে পারে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে। আসবেন তাহলে।'

ফানারিন 'সর্বসাধারণের প্রসঙ্গ' কথাটায় বেশ একটু শ্লেষ মেশালেন বলে মনে হল। নেখ্লিউদভ বলল:

'ধন্যবাদ, খ্নুব চেষ্টা করব আসতে।'

কথাটা বলেই ওর মনে হল একটা মিথ্যে বলে ফেলেছে। ও জানে যে ও যদি কোনো চেষ্টা করেও তা হবে ফানারিনের সাহিত্য বাসর থেকে—বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য মহলের লোকজনের কাছ থেকে শতহস্তে দূরে থাকার।

আইন যদি জজেরা তাঁদের মর্জিমাফিক কঠোর বা শিথিল ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে বিচারের কোনো মানে হয় না — নেখ্‌লিউদভের এই কথাটা শুনে ফানারিন হেসেছিলেন, কেমন যেন ঠেস দিয়ে তুলেছিলেন 'দর্শন' ও 'সর্বসাধারণের প্রসঙ্গের' কথা। এই ঘটনা থেকে নেখ্‌লিউদভ বুঝেছিল ও যে দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো একটা বিষয়ের বিচার করে, ফানারিন এবং হয়তো তাঁর বন্ধুদের দৃষ্টিভঙ্গি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমানে শেন্‌বক-প্রভৃতি ওর জঙ্গী জীবনের সঙ্গী-সাঙাতদের সঙ্গে ওর যতখানি তফাত, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবধান এড্‌ভোকেট ও তাঁর মহলের লোকজনের সঙ্গে।

১২

ফানারিনের বাড়ি থেকে জেলখানা বেশ দূর, এদিকে আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই নেখ্‌লিউদভ একটা ফীটন্ ভাড়া করল। কোচোয়ান লোকটি মধ্যবয়সী, মুখে বেশ একটা সদয় ভাব, বুদ্ধিসুদ্ধিও রাখে বলে মনে হল। একটা রাস্তা দিয়ে ফীটন্ চালাতে চালাতে একবার মুখ ঘুরিয়ে নেখ্‌লিউদভকে দেখাল রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। বলল:

'দেখেছেন, কী প্রকাণ্ড একটা বাড়ি তুলছে!'

কোচোয়ানের ভাবখানা এমন যেন ওই বাড়িখানা তুলতে ওর কিছু হাত আছে এবং তা নিয়ে কিঞ্চিৎ গর্বও আছে।

বাড়িটা সত্যিই মস্তবড়ো, স্থাপত্যের ধরনটা জটিল এবং বেশ বিশিষ্ট। নির্মীয়মাণ বাড়িটা বেড় দিয়ে রয়েছে দেবদারু তক্তার ভারা — তক্তাগুলো লোহার পাত দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। রাস্তা থেকে আলাদা করার জন্য বাড়িটার চারদিকে তক্তার বেড়া। ফীটনে বসে দেখা যাচ্ছে আস্তরের ছাট লাগা একদল মিস্ত্রি ও মজুর ভারার উপর দিয়ে চলাফেরা

করছে পিঁপড়ের মতো। কেউ ইঁটের ওপর ইঁট বসাচ্ছে, কেউ সাইজ করে ইঁট কাটছে কর্ণিক দিয়ে, কেউ কেউ চুনসুরকি ভর্তি করে নিয়ে চলেছে কড়াই বা বালতি, ফিরে আসছে পাত্রগুলো খালি করার পর।

একজন হৃষ্টপুষ্ট সুবেশ ভদ্রলোক — সম্ভবত স্থপতি হবেন — ভারার এক পাশে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে আঙুল তুলে কী-যেন সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ভ্লাদিমির জেলার এক চাষী-ঠিকাদারকে। ঠিকাদার তটস্থ হয়ে স্থপতির কথা শুনছে। গাড়িভর্তি এক দিক দিয়ে বাড়ি বানাবার সরঞ্জাম যাচ্ছে, আবার অন্য দিক দিয়ে মাল খালাস করে খালি গাড়ি ফিরে যাচ্ছে স্থপতি ও ঠিকাদারের পাশ দিয়ে।

নেখ্লিউদভ বিরাট বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল:

'কী রকম নিশ্চিত ওরা সকলে — ওরা যারা কাজ করছে এবং যারা ওদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে — ওরা যেন ঠিক জানে কখন কোন্ কাজ কেমন ভাবে করতে হবে। এদিকে এই সব মজুরদের অনেকের হয়তো বৌ আছে গ্রাম দেশে, হয়তো তাদের কেউ কেউ পোয়াতি হওয়া সত্ত্বেও খাটাখাটুনি করে চলেছে নিজেদের শক্তির অতিরিক্ত, হয়তো কারো কারো নানা রঙা ছিট কাপড়ের তালি দিয়ে সেলাই করা টুপি মাথায় ছেলেপুলে আছে, সেই সব শিশুরা যখন হাসে তাদের দেখায় বুড়োর মতো, যখন হাত-পা নাড়ায় মনে হয় কিলবিল করছে। অথচ এই সব মজুরেরা উদয়াস্ত গতর খেটে এই নিতান্ত অকেজো ও নিরেট চেহারার বিরাট প্রাসাদটা বানাতে ইঁটের ওপর ইঁট গেঁথে চলেছে — এমন এক নিরেট ও অকেজো ব্যক্তির জন্য যারা ওদের সর্বস্ব অপহরণ করে, নিঃস্ব করে ছেড়েছে।'

মুখ ফুটে নেখ্লিউদভ বলল:

'নিরেট বোকার মতো এই বাড়িটা।'

কোচোয়ান মনে দুঃখ পেয়ে আপত্তি তুলে বলল:

'বোকার মতো হতে যাবে কেন? এই বাড়ির সুবাদে কত বেকারের কাজ জুটেছে।'

'কাজটা নিতান্তই অকাজ।'

'অকাজই যদি হত তো বাড়ি তৈরি করতে যাবে কেন? এসব কাজ করেই তো গরিবের রুটির সংস্থান হয়।'

ফীটনের চাকার ঘড়ঘড়ানি ছাপিয়ে ওর পক্ষে কথা বলা শক্ত হবে বলে নেখ্লিউদভ চুপ করে গেল।

জেলখানার কাছাকাছি এসে ফীটন্টা পাথুরে রাস্তা ছেড়ে টারমাক্

রাস্তা নেবার পর পুনরায় কথা বলার সুযোগ এল। কোচোয়ান আবার নেখ্‌লিউদভকে উদ্দেশ করে বলল:

'দেখেছেন, আজকাল কত লোক গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভিড় বাড়াচ্ছে? খুবই সাংঘাতিক অবস্থা!'

এই বলে কোচোয়ান পাশ ফিরে দেখাল একদল চাষী-মজুরকে—ওদের দিকেই আসছে — তাদের কারো কারো কাঁধে করাত কিংবা কুড়ুল, সকলের পিঠেই বোঁচকা বাঁধা, বোঁচকার ওপর আলগোছে রাখা আছে একটি করে ভেড়ার চামড়ার তৈরি কোট।

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'অন্যান্য বছরের তুলনায় এ-বছর কি বেশি সংখ্যায় আসছে?'

'অনেক অনেক বেশি। এ বছর সর্বত্র এমন গাদাগাদি যে সাংঘাতিক অবস্থা! কাজ-দেনেওয়ালারা ওদের নিয়ে খোলামকুচির মতো ছিনিমিনি খেলছে। সব জায়গায় ভরপুর।'

'কেন এমন হচ্ছে?'

'সংখ্যায় বেড়ে গেছে। জায়গা দেবে কোথায়?'

'সংখ্যায় বেড়ে গেল কেন? গ্রামেই তো থেকে যেতে পারত।'

'গ্রামে কিছু করার নেই, জমি নেই যে।'

নেখ্‌লিউদভ যেন তার ক্ষতস্থানে আঘাত পেল। লোকে ভুল করে ভাবে যন্ত্রণার জায়গাটাতেই আঘাত পড়ে বেশি, আসলে যেখানে যন্ত্রণা সেখানে আঘাত বেশি বাজে।

নেখ্‌লিউদভের মনে চিন্তা জাগল: তবে কি দেশের সর্বত্র একই দশা চলেছে? কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস করল ওদের দেশ-গাঁয়ে চাষের জমির পরিমাণ কত, ওর নিজের কতটা জমি আছে এবং কেন দেশ ছেড়ে ও শহরে এল।

কোচোয়ান সাগ্রহেই বলতে শুরু করল:

'গ্রামে যা জমি আছে কর্তা, এক একভাগে সাত বিঘে মতো পড়ে, আমাদের পরিবারের আছে তিন ভাগ। গ্রামে থাকেন বাবা ও একজন ভাই — জমিজমা তারাই তদারকি করেন। আর এক ভাই ফৌজে আছে। দু'জনে চালাচ্ছে বটে, কিন্তু এদিকে ভাইটাও ভাবতে লেগেছে মস্কো চলে আসবে কি না।'

'খাজনায় জমি পাওয়া যায় না?'

'আজকাল কী করে আর খাজনায় পাওয়া যাবে? জমিদার তালুকদার

বলতে যারা ছিল তারা কবে তাদের বিষয়সম্পত্তি উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন জমি এসেছে ব্যবসাদারদের হাতে। তাদের কাছ থেকে খাজনায় জমি পাওয়া যায় না, কারণ জমিচাষের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে থাকে। এখন আমাদের গ্রামে রাজা হয়ে বসেছে এক ফরাসী ব্যবসাদার, আগেকার জমিদারের কাছ থেকে জমিদারী সে কিনে নিয়েছে, এখন এক ছটাক জমিও সে খাজনায় দিতে রাজি নয়, সুতরাং সেইখানেই ইতি।'

'কে এই ফরাসী ব্যবসাদার?'

'দ্যুফার তাঁর নাম, হয়তো আপনি নামটা শুনে থাকবেন। বড় থেটর-বাড়িতে অ্যাক্টোরদের জন্য পরচুলো বানায়। ব্যবসাটা ভালোই, তাই টাকাকড়িও করেছে অনেক। আমাদের জমিদারনীর কাছ থেকে সমস্ত এস্টেট কিনে নিয়ে আমাদের উপর কর্তা হয়ে বসেছে, যা-খুশি তাই করে। দ্যুফার নিজে মানুষটা ভালোই, কিন্তু তার বৌটি রুশী হলে কী হবে, পশুরও অধম, গাঁয়ের মানুষদের সর্বস্ব লুটেপুটে নেয়। সাংঘাতিক মহিলা। এই যে, জেলখানা। গেট্ অবধি নিয়ে যাব না কি আপনাকে? সেপাই শান্ত্রীরা নিতে দেবে না বলেই মনে হয়।'

১৩

সামনের গেট্‌টাতে নেখ্‌লিউদভ যখন ঘণ্টা বাজাল তখন ভয়ে, আতঙ্কে তার হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে যাবার মতন অবস্থা — জানে না আজ মাস্‌লভাকে কেমন মনমেজাজে দেখতে পাবে। তাছাড়া মাস্‌লভার এবং জেলখানার লোকজনের ভেতরের যে রহস্য সে অনুভব করছিল সেই কারণেও তার মনের এই অবস্থা বটে। যে-জেলরক্ষী দরজাটা খুলল তাকে মাস্‌লভার নাম বলায় সে একটু খোঁজখবর নিয়ে জানাল মাস্‌লভা আছে হাসপাতালে। হাসপাতালের বুড়ো দারোয়ানটির প্রাণে কিছু মায়াদয়া আছে, নেখ্‌লিউদভকে সে সঙ্গে সঙ্গে ঢুকতে দিয়ে জেনে নিল কার সঙ্গে সে দেখা করতে ইচ্ছুক, তারপর তাকে পাঠিয়ে দিল ছেলেমেয়েদের ওয়ার্ড্-এ।

নেখ্‌লিউদভ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, একজন তরুণ ডাক্তার এসে

কঠোর ভাবে জিজ্ঞেস করলেন তার কী দরকার। ডাক্তারের গাউন থেকে ভুর ভুর করে ভেসে আসছে কার্বলিক এসিডের গন্ধ। ডাক্তারটি মানুষ ভালো, কয়েদীদের দিকটা একটু বেশি দেখেন বলে জেল কর্তৃপক্ষ এমন কি বড় ডাক্তারের সঙ্গেও মাঝেমাঝে তাঁর খটাখটি বাধে। নেখ্‌লিউদভকে দেখে ওঁর প্রথম প্রথম ধারণা হয়েছিল লোকটা আইনবহির্ভূত কিছু একটা সুবিধে হয়তো চেয়ে বসবে, তাই মুখখানা অত্যধিক গম্ভীর করে তরুণ ডাক্তার অভ্যাগতকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন হাসপাতালে সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়, কাউকে বেশি খাতির করা হয় না। নেখ্‌লিউদভকে ডাক্তার বললেন:

'এখানে স্ত্রীলোক কেউ নেই — এটা হল ছেলেমেয়েদের ওয়াড্‌র্।'

'সে আমি জানি। কিন্তু এখানে একজন মেয়ে কয়েদীকে এসিস্ট্যান্ট নেওয়া হয়েছে।'

'এই ওয়াড্‌র্-এ সেরকম সহায়ক দু'জন আছে — কাকে আপনি চান?'

নেখ্‌লিউদভ জবাবে বলল:

'তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার নিকট যোগ আছে — তার নাম মাস্‌লভা। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি পিটার্সবুর্গ যাচ্ছি তার মামলা নিয়ে সেনেটের কাছে একটা আপীল দাখিল করতে। তাকে আমি একটা জিনিস দিতে চাই — এটা একটা ফটোগ্রাফ।'

এই বলে নেখ্‌লিউদভ পকেট থেকে একটা খাম বের করে দেখাল।

'আচ্ছা, তা আপনি দিতে পারেন।'

তরুণ ডাক্তার একটু নরম হয়ে সাদা এপ্রন পরা একটি বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললেন কয়েদী মাস্‌লভাকে ডেকে দিতে।

'এখানেই বসবেন না ওয়েটিং রুমে যাবেন?'

'ধন্যবাদ।' এই বলে ডাক্তারের মেজাজটা তার প্রতি একটু প্রসন্ন হয়েছে দেখে নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল হাসপাতালে মাস্‌লভার কাজকর্ম ওদের পছন্দ হচ্ছে কি না।

'হ্যাঁ, ভালোই তো কাজ করে, মন্দ কী। জেলে আসার আগে যে-রকম জীবন যাপন করেছে তার তুলনায় কিছু খারাপ নয়। এই যে সে এসে পড়েছে।'

বৃদ্ধা নার্স-এর পিছু পিছু দরজা দিয়ে মাস্‌লভা প্রবেশ করল — পরনে ডোরাকাটা একটি জামা তার ওপর সাদা এপ্রন, মাথার রুমালে সমস্ত

চুলই ঢাকা। নেখ্‌লিউদভকে দেখে ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠল, ইতস্তত করার ভঙ্গিতে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভুরু কুঁচকে, চোখ নিচু করে তাড়াতাড়ি পা ফেলে, বারান্দার ফালি কার্পেটের ওপর দিয়ে চলে এল নেখ্‌লিউদভের সামনে। প্রথমটা যেন হাত বাড়িয়ে দিতে চায় নি, পরে আরো যেন একটু লাল হয়ে হাত বাড়াল করমর্দনের জন্য।

সেই সেদিন উষ্মাপ্রকাশ করার জন্য যে মার্জনা চেয়েছিল, তারপর এই প্রথম নেখ্‌লিউদভ ওকে দেখল। ভেবেছিল সেদিন ওকে যেমন দেখেছিল আজ হয়তো তেমনই দেখতে পাবে। কিন্তু আজকে ও একেবারেই ভিন্ন — আজ ওর মুখের ভাবে নেখ্‌লিউদভ একটা নতুন কী-যেন দেখতে পেল — যেন একটু সংযত ও সলজ্জ এবং নেখ্‌লিউদভের মনে হল যেন তার প্রতি কিঞ্চিৎ বৈরীভাবযুক্ত। ডাক্তারকে যা বলেছিল তারই পুনরুক্তি করে নেখ্‌লিউদভ পিটার্সবুর্গ যাবার কথা জানাল এবং খামে-ভরা পানোভো থেকে আনা সেই ফটোগ্রাফটি ওর হাতে তুলে দিল।

'এটা পানোভোতে পেলাম — একটা পুরনো ফটো, হয়তো আপনার ভালো লাগতে পারে। নিন্‌।'

কালো ভ্রূদুটি একটু উপর দিকে তুলে, টেরা চোখে একটা বিস্ময়ের ভঙ্গি এনে ও যেন বলতে চাইল: 'এটা আবার কেন?' কোনো কথা না বলেই খামটা নিয়ে রেখে দিল এপ্রনের পকেটে।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'সেখানে আপনার মাসির সঙ্গে দেখা করে এসেছি।'

নিস্পৃহ গলায় ও বলল:

'ও, তাই না কি?'

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'এখানে আপনি ভালো আছেন তো?'

ও জবাব দিল:

'হ্যাঁ, বেশ ভালো আছি।'

'কাজটা খুব শক্ত নয় নিশ্চয়?'

'তা নয়। তবে অভ্যেস করে নিতে সময় লাগবে।'

'আপনার কথা ভেবে আমার খুবই ভালো লাগছে। যাই হোক, ওখানকার চাইতে ভালো নিশ্চয়।'

আবার ওর মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল:

'কোন্‌খানকার চাইতে?'

চট করে নেখ্লিউদভ বলল:

'কেন, সেই জেনানা ফাটক থেকে?'

'কী হিশেবে ভালো, শুনি?'

'আমার মনে হয় এখানকার লোকেরা বেশি ভালো। ওখানকার মতো কেউ এখানে নেই।'

ও বলল:

'ওখানে ভালো লোক অনেক আছে।'

নেখ্লিউদভ জানাল:

'মেন্শোভদের ব্যাপারটা আমি দেখছি, আমার মনে হয় ওরা ছাড়া পেয়ে যাবে।'

'ঈশ্বর করুন যেন তা-ই হয়। বুড়ীটি চমৎকার মানুষ।' মেন্শোভের বুড়ী মায়ের কথা বলতে গিয়ে ওর মুখে একটু হাসি দেখা গেল।

'আজই আমি পিটার্সবুর্গ রওনা হব। আপনার আপীলের মামলাটা শীগ্গিরই উঠবে মনে হয়। দণ্ডাদেশ বাতিল হয়ে যাবে — আমার বিশ্বাস।'

'বাতিল হোক বা বহাল থাকুক — তাতে এখন আর কিছু আসে যায় না।'

'এখন, কেন?'

'এমনি।' নেখ্লিউদভের চোখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এক ঝলক তাকিয়ে ও বলল।

নেখ্লিউদভ বুঝতে পারল কথাটা, এই চাউনিটাও। বুঝতে পারল ও জানতে চাইছে নেখ্লিউদভ এখনো নিজের সংকল্পে স্থির, না ওর অসম্মতি স্বীকার করে নিয়েছে। নেখ্লিউদভ দৃঢ়স্বরে বলল:

'আপনার কিছুতে কিছু এসে যায় না কেন আমি জানি না। আমার কথা যদি বলেন, আমি বলব আপনি খালাস হন কি না হন, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি অন্তত যা করব বলেছি তা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি।'

ও মাথাটা একটু তুলল, ওর লক্ষ্মীটেরা কালো চোখ দিয়ে কিছুক্ষণ অনিমেষ নেখ্লিউদভকে দেখে চোখ একটু তুলল ওপর দিকে, মুখখানা যেন ওর আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু চোখের কথা খণ্ডন করার জন্যই মুখের কথায় বলল:

'ও-সব কথা আর বলতে যাবেন না।'

'আমি বলছি যাতে আপনার জানা থাকে।'

'ও নিয়ে তো সব কথা আপনার বলা হয়ে গিয়েছে — আবার কেন?' খুশি খুশি ভাবটা কষ্টে দমন করে ও বলল।

ওয়ার্ড থেকে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল, তারপর একটি শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে এল।

'ওরা হয়তো আমায় ডাকছে।' অস্থির ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে ও বলল।

'আচ্ছা, তা হলে চলি।' নেখ্লিউদভ বলল।

বিদায় নেবার জন্য নেখ্লিউদভ যে হাত বাড়িয়েছিল ও তা যেন দেখেও দেখল না। করমর্দন না করে মুখ ঘুরিয়ে কার্পেটের ওপর দ্রুত পা ফেলে চলে গেল — যাতে নেখ্লিউদভ ওর মুখচোখে উল্লাসের ভাবটুকু দেখতে না পায়।

'কী ঘটছে ওর মধ্যে? কী ভাবছে ও? কী ওর অনুভূতি? ও কি আমায় পরীক্ষা করে বাজিয়ে নিতে চায়? সত্যিই কি আমায় ও ক্ষমা করতে পারে না? ও কি ভাবছে, কি অনুভব করছে — সে কি মুখের কথায় বলতে পারে না কিংবা বলতে চায় না? ওর মনটা কি একটু নরম হয়েছে, না এখনো কঠিন?' নেখ্লিউদভ নিজেকে এইসব প্রশ্ন করে কোনো জবাব পেল না। কেবল এইটুকু বুঝতে পারল ও আর আগের মতো নেই, ওর অন্তরের মধ্যে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটতে লেগেছে। এই পরিবর্তনের সূত্রে নেখ্লিউদভ কেবল যে ওর হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে এমন নয়, যুক্ত হচ্ছে তাঁর সঙ্গে যাঁর জন্যেই মানুষের হৃদয়ে এই সব পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই সঙ্গলাভের সম্ভাবনায় নেখ্লিউদভ অভিভূত হল, আনন্দিত বোধ করল।

শিশুদের ওয়ার্ড্-এ আটটি ছোট ছোট খাটে বিছানা পাতা। ওয়ার্ড্-এ ফিরে এলে পর সিস্টারের আদেশে মাস্লভা একটি খাটের বিছানাটা ভালো করে পাততে লেগে গেল। বিছানার চাদরটা পাততে গিয়ে একটু বেশি ঝুঁকে পড়ায় পা পিছলে ওর পড়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল।

রোগমুক্তির পথে ঘাড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা একটি ছেলে পাশের খাট থেকে মাস্লভাকে পিছলে পড়তে দেখে হেসে উঠল। ছেলেটির হাসি শুনে মাস্লভা নিজের হাসি কিছুতে দমন করতে পারল না, হো হো শব্দে হাসিতে ফেটে পড়ল। ওর খুশির ছোঁয়াচ লেগে আরো কয়েকটি শিশু সশব্দে হেসে উঠল। সিস্টার রাগত ভাবে মাস্লভাকে বকতে লাগলেন:

'অট্ট হাসি কেন? ভাবছো বুঝি নিজের পুরনো আড্ডায় ফিরে গেছো? যাও যাও, ওদের পথ্য নিয়ে এসো।'

মাস্‌লভা চুপ করে গেল, বাসনপত্র গুছিয়ে নিয়ে পথ্য আনতে যাবে এমন সময় সেই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ছেলেটির সঙ্গে চোখাচোখি। সে-বেচারার হাসতে মানা। মাস্‌লভা অতি কষ্টে নিজের উদ্‌গত হাসিটাকে রোধ করল।

যখনি একটু একা হবার সুযোগ জুটেছে মাস্‌লভা বার বার খাম থেকে ফটোখানা একটু বের করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে নিয়েছে। পুরো ফোটোটা বের করতে পারল সন্ধেবেলা — ওর ডিউটির পালা শেষ হবার পর, শোবার ঘরে। ঘরটাতে আরো একজন কয়েদী-নার্স থাকে, সে তখনো ডিউটি থেকে ফেরে নি। খাম থেকে পুরো ফটোটা বের করে ও স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল, চোখে গভীর একটা আদর নিয়ে দেখতে লাগল প্রত্যেকটি মুখ চোখের ভাব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ — প্রত্যেকটি জামা কাপড়ের সামান্যতম ভাঁজটুকু পর্যন্ত, দেখতে লাগল সেই বারান্দার সিঁড়ি ও পশ্চাদপটের ঝোপঝাড়। অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল হলুদরঙা বিবর্ণ ফোটোটার দিকে — নেখ্‌লিউদভ ও তার পিসিদের মুখ চোখের দিকে, নিজের কিশোরী বয়সের চেহারাটা ওর ভালো না লেগে পারল না — কেমন ঢলঢলে মুখ, কপালের ওপর কেমন থোকা থোকা চূর্ণ কুন্তল। এত নিবিষ্ট হয়ে ফোটোটি দেখছিল যে রুমমেট্‌ কখন এসে ঢুকল টেরও পায় নি।

ভালোমানুষ মোটামতন নার্সটি ফোটোর ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল:

'কী ব্যাপার? ভদ্রলোক তোমায় দিয়েছেন বুঝি? এ কে? তুমি নাকি?'

মাস্‌লভা হাসিমুখে সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বলল:

'আমি নয় তো আবার কে?'

'আর এটি বুঝি ভদ্রলোক স্বয়ং? আর ইনি কি ওঁর মা?'

'পিসিমা। ফটোতে আমায় চিনতে কি পারতে না?'

'চেনার জো আছে নাকি? কস্মিনকালেও চিনতে পারতাম না। সমস্ত মুখখানা কেমন যেন বদলে গেছে। তা এই ফোটোটা বছর দশেক আগের তোলা নিশ্চয়।'

'বছর কেন, একটা জীবৎ কালই তো কেটে গেছে তারপর।'

এই কথাটা বলার পর ওর মুখের দীপ্তি যেন নিভে গেল, একটা বিষাদের ছায়া পড়ল মুখে। দুই ভুরুর মাঝখানে একটা রেখা ফুটে উঠল গভীর হয়ে।

'কেন অমন হবে? তোমার ওখানকার ওই জীবন বেশ সহজ ছিল নিশ্চয়।'

'সহজ?' মাস্‌লভা চোখদুটো বুজে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'সহজই বটে—নরকের চেয়েও খারাপ।'

'তা কেন হতে যাবে?'

'কেন হতে যাবে? সন্ধে আটটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত ওই একই ব্যাপার। রোজই চলছে।'

'ওরা তা হলে ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে যায় না কেন?'

'ছেড়েছড়ে বেরিয়ে যেতে তো চায়ই, কিন্তু সাধ্য কী?' ছেড়ে দেওয়া কি যায়, ছেড়ে দিতে চাইলেই?' মাস্‌লভা গলা চড়িয়ে এই কথাগুলো বলেই হঠাৎ উঠে পড়ল টুল থেকে, খামশুদ্ধ ফোটোটা ছুঁড়ে রেখে দিল টেবিলের দেরাজে। কেমন একটা রাগে ওর চোখ দিয়ে জল বের হবার উপক্রম হল, কোনো প্রকারে নিজেকে সামলে নিয়ে ও ছুটে বেরিয়ে গেল বারান্দায় — দরজাটা দড়াম্‌ করে বন্ধ করে।

ফোটোখানি দেখতে দেখতে কল্পনায় সে চলে গিয়েছিল সেই সময় যখন তার চেহারা ঐরকম ছিল, মনে মনে কল্পনা করল কী সুখীই না সে তখন ছিল এবং এখনও কত সুখীই না হতে পারত নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে মিলিত জীবনে! কিন্তু সঙ্গিনীর উক্তি থেকে ওর মনে পড়ে গেল তখন ও কেমন ছিল এবং এখন ওর জীবন কেমন বীভৎস রূপ নিয়েছে। এ-জীবন যে কতটা ঘৃণ্য এতদিন ও সেটা ভাসা ভাসা ভাবে বুঝেছে, পুরোপুরি বুঝবার মতো ওর আগ্রহ বা সাহস হয় নি।

এত দিন বাদে ওর মনে জাগল সেই সব বীভৎস রাতের স্মৃতি, বিশেষত একটি রাতের স্মৃতি — শহরে তখন শ্রোভ্‌টাইড্‌ উৎসব চলছে। একজন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ওকে কথা দিয়েছিল বাড়ীওয়ালীকে পয়সা দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনবে। ওর মনে পড়ল রাত তখন দুটো, পরনে ওর সেই নিচু-গলা রেশমের গাউন, মদের দাগে ভিজে, আলুথালু চুলে একটা লাল ফিতের 'বো' বাঁধা, ও তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, শরীরে জোর নেই, খানিকটা নেশাগ্রস্ত অবস্থা — রাতদুটো নাগাদ অতিথিদের বিদায় করে দেবার পর একটা নাচের ফাঁকে ও গিয়ে বসল হাড্ডিসার, মেছেতাপরা মুখ, পিয়ানো বাজিয়ে মেয়েটির পাশে, মেয়েটি বেহালার সঙ্গে পিয়ানো বাজায়। সেখানে বসে বসে দু'জনে নিজেদের দুর্বহ জীবনের কথা বলছিল যখন, হঠাৎ সেখানে ক্লারাও এসে হাজির। তিন জনে মিলে হঠাৎ ঠিক করল এ ভাবে

জীবনটা চলতে দেওয়া ঠিক হবে না, একটা অদলবদল করতে হবে। ওরা ভেবেছিল আজকের রাতটা প্রায় কাবার হয়ে গেছে, এবারে যে যার জায়গায় চলে যাবে, এমন সময় বসবার ঘরে মাতালের হল্লা শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে বেহালাবাদক চতুরঙ্গী নাচের উপযোগী একটি জনপ্রিয় রুশ লোক সংগীতের সুর টানল ওর ছড়ে, পিয়ানো বাজিয়ে কলের পুতুলের মতো সংগত করতে লাগল বেহালার সুরের সঙ্গে। বেঁটেখাটো ঘর্মাক্ত একটি লোক, গলায় সাদা 'বো' টাই, পরনে দ্বিধাবিভক্ত পুচ্ছ কালো কোট, মুখে উৎকট মদের গন্ধ, হেঁচকি তুলতে তুলতে, মাস্‌লভাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করে দিল। এক রাউন্ড নেচেই ড্রেস্‌কোটটা খুলে ফেলল। সঙ্গী লোকটিও ড্রেস্‌-কোট ও সাদা 'বো' টাই পরা — বেশ মোটাসোটা, গালভর্তি দাড়ি। দুজনে সোজা এসেছে একটা বল্‌-নাচের পার্টি থেকে। দ্বিতীয় লোকটি তেমনি জড়িয়ে ধরল ক্লারাকে। অনেকক্ষণ ধরে চলল ওদের চতুরঙ্গী নাচ, হৈহল্লা, মদ্য পান...। এই ভাবেই ঘুরে গেল একটা বছর এবং তারপর বছরের পর বছর। বদলাবে না তো কী? আর এই সমস্তেরই মূলে আছে নেখ্‌লিউদভ।

হঠাৎ নেখ্‌লিউদভের প্রতি ওর মনের তিক্ততা যেন নূতন করে জেগে উঠল। ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে তীব্র ভাবে নিন্দা করে, ভর্ৎসনা করে। অনুতাপ হল আজ আবার কেন ওকে বলতে ভুলে গেল যে নেখ্‌লিউদভকে ও যথেষ্ট চিনে নিয়েছে, বুঝে নিয়েছে, এবং আর ওর ফাঁদে পা দেবে না, ওর বশ মানবে না, শারীরিক ভাবে একবার বলাৎকার করেছে বলে আত্মিক ভাবে বলাৎকার করতে কখনো দেবে না। নিজের প্রতি অনুকম্পা ও নেখ্‌লিউদভের প্রতি বৃথা অনুযোগের ভাবটা ওকে যাতে পেয়ে না বসে, সেজন্য ওর খুব ইচ্ছা হল মদ খেয়ে মনের জ্বালাটাকে দূর করে। যদি জেনানা ফাটকে থাকত তা হলে সে হয় তো তার কথা রাখত না, কিন্তু এখানে মদ পাবার একমাত্র উপায় হল মেডিকেল এসিস্টেন্ট-এর শরণ নেওয়া। ওর প্রতি লোকটার নজর আছে বলে ও তাকে ভয় করে চলে, তা ছাড়া কোনো পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সান্নিধ্যে আসা এখন ওর খুবই জঘন্য লাগে। প্যাসেজের একটা বেঞ্চির ওপর খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ও ওদের সেই ছোট্ট কামরাটাতে ফিরে গেল, এবং সঙ্গিনীর কথার কোন জবাব না দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিজের ভাঙাচোরা জীবনটা নিয়ে চোখের জল ফেলতে লাগল।

১৪

পিটার্সবুর্গে নেখ্‌লিউদভের চারটি কাজ: সেনেটের কাছে মাস্‌লভার আপীল পেশ করা; আপীল কমিটির কাছে ফেদোসিয়া বিরিউকভার মামলাটা উপস্থাপিত করা; ভেরা বগদুখোভ্‌স্কায়ার অনুরোধে তার বন্ধু শুস্তোভাকে জেল থেকে খালাস করা এবং জেলে ছেলের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার মায়ের নামে অনুমতিপত্র সংগ্রহ। এই শেষোক্ত দুটো অনুরোধ ভেরা বগদুখোভ্‌স্কায়া চিঠি লিখে জানিয়েছিল — যেহেতু দুটো ব্যাপারই জেল-সংক্রান্ত, নেখ্‌লিউদভ এ-দুটি অনুরোধ একই বিষয়ের অন্তর্গত বলে ধরে নিয়েছিল।

চতুর্থ বিষয়টা সেই ধর্মীয় উপদলের ব্যাপার নিয়ে — সেই যাদের গৃহপরিবার থেকে বিচ্যুত করে ককেশাসে পাঠানো হয়েছে, যে-হেতু তারা বাইবেল থেকে সুসমাচার পড়ত ও তাই নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করত। সেই লোকগুলির জন্য ততটা নয়, যতটা নিজের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট করার জন্যই নেখ্‌লিউদভ তাদের কথা দিয়েছিল যে তার যথাসাধ্য সে করবে।

মাস্‌লেন্নিকভের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের পর এবং বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল সফর করে আসার পর থেকে, যে-সমাজে ও নিজে এতকাল বাস করে এসেছে, সেই সমাজ সম্পর্কে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত না এলেও তার প্রতি একটা নিদারুণ ঘৃণা ও জুগুপ্সা ওর সমস্ত সত্তাকে যেন অধিকার করেছিল। ও লক্ষ্য করেছে যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক নিজেদের সুখ সুবিধা আরাম ও আনন্দ বিধানের জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখযন্ত্রণার প্রতি কোনো দৃষ্টিই দেয় না, জনগণের প্রতি ওদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাই যে এই দুঃখ যন্ত্রণার অন্যতম কারণ — এই কঠোর সত্যটা ওরা যেন নিজেদের কাছেও সযত্নে গোপন রাখতে চায়। এই অভিজাত সমাজে বিচরণ করতে ওর এখন অস্বাচ্ছন্দ্য লাগে, আত্মগ্লানি হয়। কিন্তু আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের বন্ধন এবং বহুকালের অভ্যাস কি সহজে অতিক্রম করা যায়? তা ছাড়া বর্তমানে ওর একমাত্র আগ্রহের বিষয় হল মাস্‌লভা ও জেলখানার অন্যান্য দুর্গতদের সাহায্য করা। এ কাজটা উদ্ধার করতে হলে যে-সব ব্যক্তিকে ও অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করে, যাদের প্রতি ও ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত, অভিজাত সমাজভুক্ত সেই সব ব্যক্তির দ্বারস্থ ও শরণাগত না হলেই নয়।

পিটার্সবুর্গে নেখ্‌লিউদভ উঠল ওর মাসি কাউণ্টেস্‌ চার্‌স্কায়ার বাড়িতে। এঁর স্বামী এক কালে ছিলেন জার-এর অন্যতম মন্ত্রী — যে-অভিজাত সমাজ থেকে নেখ্‌লিউদভ দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল, পিটার্সবুর্গে মাসির বাড়িতে এসে একেবারে যেন তার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হল। এটা ওর পক্ষে সুখকর না হলে কী হবে -- রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই। মাসির বাড়িতে না উঠে হোটেলে উঠলে মাসি মর্মাহত হবেন। উপরন্তু নেখ্‌লিউদভ রাজধানীতে যে কাজ নিয়ে এসেছে, সে-কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে মাসির সহায়তা খুবই কার্যকর হবে, কারণ উপর মহলে প্রায় সকলের সঙ্গেই ওঁর দহরম-মহরম।

নেখ্‌লিউদভ এসে পোঁছনোমাত্র তাকে গরম গরম কফি খেতে দিয়ে কাউণ্টেস্‌ কাতেরিনা চার্‌স্কায়া বললেন:

'এসব কী শুনছি তোমার বিষয়ে — নানারকম সব অদ্ভুত আশ্চর্য কথা? তুমি না কি অপরাধীদের বন্ধু হয়েছো, জেলখানায় জেলখানায় ঘুরে বেড়াও, কোথাও ত্রুটি গলতি থাকলে সংশোধন করো। Vous posez pour un Howard!*'*)

'না না, মোটেই সেরকম ভাবছি না।'

'আহা, এ তো ভালো কাজ। তবে কি এই কাজের সূত্রে একটা রোমাণ্টিক গল্প চালু হয়েছে। বল দেখি আমাকে ব্যাপারটা।'

মাস্‌লভার সঙ্গে ওর সম্বন্ধের কথা নেখ্‌লিউদভ আগাগোড়া সবটাই অকপটে মাসিকে বলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে — বেচারী এলেনের কাছে এই রকম কী যেন একটা ব্যাপারের কথা শুনেছিলাম যখন তুমি ছিলে ওই দুটি বুড়ীদের বাড়িতে। ওরা বোধ হয় ওদের পালিতা মেয়েটিকে তোমার হাতে গছাতে চেয়েছিল। (কাউণ্টেস্‌ কাতেরিনা ইভানভ্‌না কোনো কালেই নেখ্‌লিউদভের পিসিদের ভালো চোখে দেখতেন না।) তা হলে elle est encore jolie?'**

কাতেরিনা ইভানভ্‌না একজন শক্তিমতী, উদ্যমী স্ত্রীলোক, কথা বলতে খুব ভালোবাসেন — বয়স হয়েছে ষাট, যেমন লম্বা তেমনি পৃথুলা, ওপরের ঠোঁটের ওপর স্পষ্ট কালো গোঁপের রেখা। মাসিকে নেখ্‌লিউদভের ভারি পছন্দ, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর উৎসাহ ও ফুর্তির ছোঁয়াচ নেখ্‌লিউদভের ভালোই লাগত। সে বলল:

* তুমি না কি হাওয়ার্ডকে নকল করছো? (ফরাসী)

** সে কি এখনো দেখতে ভালো? (ফরাসী)

'না, ma tante*, সে-সব কবে চুকে বুকে গেছে। নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও ওকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে ওকে আমি সাহায্য করতে চাই। আমার জন্যেই তো ওর আজ এই দশা, তাই আমার মনে হয় ওর জন্য যথাসাধ্য করাটা আমার কর্তব্য।'

'তবে এই যে শুনছি তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও?'

'হ্যাঁ আমার সে রকম ইচ্ছে ছিল বটে, কিন্তু ও সেটা চায় না।'

অবাক হয়ে কাতেরিনা ইভানভ্না তাঁর বোন-পো'র দিকে তাকিয়ে রইলেন — ভুরুদুটি ওপর দিকে তুলে চোখের দৃষ্টি নত করলেন। হঠাৎ তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল, হাসিমুখে বললেন:

'মেয়েটি দেখছি তোমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে। কী আশ্চর্য! তুমি একটি আস্ত বোকা। সত্যিই বিয়ে করতে তুমি ওকে?'

'নিশ্চয়।'

'সে যে কী ছিল, সেটা জেনেশুনেই?'

'সেই জন্যেই তো। ও যা হয়েছিল আমিই তো তার কারণ।'

মুখের হাসিটা দমন করে মাসি বললেন:

'বোকা বলে বোকা, একেবারে নিরেট আহাম্মক! — আর তুমি এই রকম বলেই তো তোমায় এত ভালোবাসি।'

কথাটা বলে মাসির মনে হল বেশ লাগসই কথা হয়েছে, তাই আবার পুনরুক্তি করলেন, মনে হল বোনপো'র নৈতিক চরিত্রটুকু তিনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন। বললেন:

'হ্যাঁ শোনো, একটা আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটতে পারে! আলিন্ একটা আশ্চর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে — নাম দিয়েছে মগ্দালিন্ নিলয়। এক দিন আমি দেখতে গিয়েছিলাম — বাসিন্দারা সব জঘন্য নোংরা, পরে এসে অনেক বার গা হাত পা ধুতে হল। কিন্তু আলিন্ corps et âme** আশ্রমটা গড়ে তুলতে লেগেছে, তোমার ওই মেয়েটিকে এই আশ্রমে ভর্তি করে দেওয়া যাবে, কেউ যদি তাকে শোধরাতে পারে — সে আলিন্।'

'কিন্তু ও তো সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতেই তো আমার আসা। এই নিয়েই তো তোমায় একটা অনুরোধ করতে চাই।'

---

* মাসী (ফরাসী)।

** মনপ্রাণ ঢেলে (ফরাসী)।

'হায় হায়! এই মামলার আপীল চলবে কোথায়?'

'সেনেটে।'

'সেনেটে! হ্যাঁ, লেভ -- আমার বড় আদরের খুড়তুত ভাইটি আছে বটে সেনেটে, কিন্তু সে তো আছে একটা বোকা হাঁদাদের ডিপার্টমেণ্টে— অভিজাতদের জাতিকুল সম্পর্কিত বিভাগে। আসল লোকজনের কাউকে তো আমি চিনি না। তাঁরা সবাই, ভগবান জানেন কারা, হয় জার্মান — গে, ফে, ডে — tout l'alphabet* নয়ত ইভানভ, সেমিওনভ, নিকিতিন, কিংবা ইভানেঙ্কো, সিমনেঙ্কো কিংবা নিকিতেঙ্কো — pour varier. Des gens de l'autre monde**. তা হোক, আমার স্বামীকে বলে দেখব, তিনি এঁদের সকলকেই চেনেন — তিনি না চেনেন কাকে! তাঁকে আমি বলব অবশ্য, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে হবে তোমাকেই — আমার কথা তিনি কোনকালেই বুঝতে পারেন না, আমি যাই বলি না কেন, উনি বলেন কিছুই বোঝেন না। C'est un parti pris***. সবাই আমার কথা বোঝে এক কেবল উনি ছাড়া।'

এই অবসরে চোগা-পরা একজন খানসামা রুপোর থালার ওপর একটি চিঠি এনে কাউণ্টেসের হাতে দিল।

'এই তো, চিঠি এসেছে ওই আলিনের কাছ থেকেই। আজ তোমার সুযোগ হবে কিজেভেত্তারের বক্তৃতা শোনার।'

'কে এই কিজেভেত্তার?'

'কিজেভেত্তার? আজ সন্ধেবেলা হাজির থেকো, দেখতে পাবে তিনি কে। এমন ভাবে তিনি কথা বলেন যে পাষাণহৃদয় পাপীরাও তাঁর বক্তৃতা শুনে নতজানু হয়ে চোখের জল ফেলে ও অনুতাপ করে।'

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলে পরিত্রাণ মেলে — এই রকম একটা বিশ্বাসকে খ্রীষ্টধর্মের সার কথা জ্ঞান করে একটা মতবাদ তখন প্রচলিত ছিল। শুনে আশ্চর্য লাগবে, তাঁর চরিত্রের অন্যান্য দিকের সঙ্গে এই বিশ্বাসের কোনো সাযুজ্য না থাকা সত্ত্বেও, কাউণ্টেস্ কাতেরিনা ইভানভ্না ছিলেন এই মতবাদের গোঁড়া সমর্থক। যেখানে যেখানে এই মতবাদ নিয়ে আলোচনা-সভা বসত, কাউণ্টেস্ নির্ঘাৎ সেই সব সভায় যোগ দিতেন, অনেক সময়

* তাঁদের নামের সম্পূর্ণ বর্ণমালা (ফরাসী)।

** বৈচিত্র্যের খাতিরে। অন্য সমাজের লোকজন (ফরাসী)।

*** এটা ওঁর আগে থেকেই ঠিক করা (ফরাসী)।

নিজের বাড়িতেও 'বিশ্বাসী ভক্তদের' আমন্ত্রণ করতেন। এই মতবাদে বিগ্রহ, অনুষ্ঠান, সংস্কার প্রভৃতি ধর্মের বাহ্যিক উপাচারের সঙ্গে যদিচ কোনো সম্পর্ক ছিল না, কাতেরিনা ইভানভ্না বাড়ির প্রত্যেক ঘরের কোণে একটি করে বিগ্রহের কুলুঙ্গী রাখতেন — এমন কি তাঁর শোবার ঘরের শিয়রের দেওয়ালেও একটি কুলুঙ্গী থাকত। গির্জার সমস্ত বার-ব্রতাদিও তিনি পালন করতেন, লক্ষ্যও করতেন না যে এ-সবের সঙ্গে তাঁর মতবাদের একটা বিরোধ আছে। কাউন্টেস্ বললেন:

'এই যদি তোমার সেই মগ্দালিন্ শুনত কিজেভেত্তারের বক্তৃতা, তার মনে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে যেত। আজ সন্ধেবেলাটা অবশ্যই বাড়িতে থেকো, তা হলে ওঁর বক্তৃতা শুনতে পাবে — খুবই আশ্চর্য মানুষ।'

'ওতে আমার কোনো আগ্রহ নেই, ma tante।'

'আমি বলছি তোমার খুব ভালো লাগবে, বাড়িতে অবশ্যই আসবে। বল, আর কী করাতে চাও আমাকে দিয়ে। Videz votre sac*.'

'আমার বাদ বাকি কাজ দুর্গে।'

'দুর্গে? সে-ব্যাপারে আমি একটা চিঠি দিতে পারি ব্যারন ক্রিগ্স্মুথের নামে। C'est un très brave homme**. ও হ্যাঁ, তুমি তো তাঁকে চিনবে নিশ্চয়, তোমার বাবার বন্ধু। Il donne dans le spiritisme***. কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না; মানুষটি ভালো। তা দুর্গে তোমার কী দরকার?'

'একটি মায়ের নামে আমি অনুমতি-পত্র পেতে চাই, যাতে তিনি দুর্গে বন্দী তাঁর ছেলের সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারেন। কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম অনুমতি দেবার ব্যাপারটা ক্রিগ্স্মুথের ওপর নির্ভর করে না — করে চেরভিয়ান্স্কির ওপর।'

'ওই চেরভিয়ান্স্কি লোকটাকে আমার আদপে পছন্দ নয়, কিন্তু ও তো মারিয়েতের স্বামী। মারিয়েৎকেই বলা যায়, নিশ্চয় আমার খাতিরে এইটুকু করে দেবে। Elle est très gentille****.'

'আরো একটা আবেদন-পত্র আছে একজন স্ত্রীলোকের নামে — সে-বেচারা কয়েক মাস হল দুর্গে বন্দী হয়ে আছে, কিন্তু কেউ জানে না কেন।'

---

* তোমার ঝুলি পেড়ে ফেলো দেখি (ফরাসী)।

** তিনি অত্যন্ত চমৎকার মানুষ (ফরাসী)।

*** তিনি এখন পরলোকতত্ত্ব নিয়ে মেতে আছেন (ফরাসী)।

**** খুবই লক্ষ্মী মেয়ে (ফরাসী)।

'থাক থাক, যথেষ্টই জানে। এই সব খাটো চুল মেয়েরা ঠিকই জানে কেন তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। ঠিকই করেছে এদের কয়েদ করে... যত্তো সব...'

'ঠিক করা হয়েছে না ভুল করা হয়েছে, সে আমি জানি না। কিন্তু এরা কষ্ট পাচ্ছে — সেটা তো ঠিক। আপনি একজন খ্রীষ্টান, সুসমাচারে যা বলে বিশ্বাস করেন। তা হলে এত নির্মম কেন?'

'আমার খ্রীষ্টান হওয়া না হওয়ার সঙ্গে এটার কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে না, সুসমাচার এক জিনিস, আর যা বিরক্তিকর তা বিরক্তিকরই। আমি যদি বলি, নিহিলিস্টদের — এবং বিশেষ করে খাটো চুল মেয়ে নিহিলিস্টদের — আমি ভালোবাসি, সেটা ভণ্ডামি হবে। আমি এদের একেবারে সইতে পারি না।'

'কিন্তু সইতে পারেন না কেন?'

'পয়লা মার্চে যা হয়ে গেল*, তার পরেও জিজ্ঞেস করছ কেন।'

'তারা সবাই তো পয়লা মার্চ-এর ব্যাপারে যুক্ত ছিল না।'

'সে যাই হোক, অ-ব্যাপারে নাক গলানো এদের উচিত নয়। এ সব ব্যাপারে মেয়েরা কেন যাবে?'

'তবু আপনার ধারণা মারিয়েৎ এ-ব্যাপারে সাহায্য করবেন?'

'মারিয়েৎ? মারিয়েৎ করবে বৈকি; কারণ মারিয়েৎ হল মারিয়েৎ। আর ওটা, ভগবান জানে কে, কোথাকার কোন খাল্‌তিউপ্‌কিনা না কে — সবাইকে শিক্ষা দিতে চায়।'

'না, শিক্ষা দিতে চাইবে কেন, জনগণকে সাহায্য করতে চায়।'

'কাকে সাহায্য করতে হবে বা না হবে, সেটা ঠিক করতে এদের সাহায্যের দরকার হবে না।'

'কিন্তু লোকে যে অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছে। আমি সম্প্রতি গ্রামাঞ্চল ঘুরে এসেছি। চাষীরা আপ্রাণ খেটেখুটেও দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবে না অথচ আমরা বিলাসিতার চরম করব -- এই ব্যবস্থা চলতে দেওয়া কি বিশেষ দরকার?'

মাসী মানুষ ভালো বলে নেখ্‌লিউদভ একপ্রকার নিজের অজান্তেই নিজের মনের কথাটা বলে ফেলল।

'কী তুমি চাও তা হলে? আমি কিছু না খেয়ে কাজ করব?'

নিজের অনিচ্ছাতেই নেখ্‌লিউদভের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, বলল:

'না না, আপনি না খেতে পেয়ে কাজ করবেন — সে আমি কখনো চাই না, আমি চাই আমরা সবাই কাজ করি, সবাই খেতে পাই।'

আবার একবার ভুরুদুটো তুলে চোখ নিচু করে মাসি বেশ একটু অবাক হয়ে নেখ্লিউদভের দিকে তাকিয়ে ফরাসীতে বললেন:

'Mon cher, vous finirez mal*.'

'কিন্তু তা কেন?'

ঠিক সেই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন দীর্ঘকায় প্রশস্তস্কন্ধ এক ভদ্রলোক — ইনিই জেনারেল ও প্রাক্তন মন্ত্রী — কাউণ্টেস্ চার্স্কায়ার স্বামী।

সদ্য ক্ষৌরি করা তাঁর গালটা বাড়িয়ে দিলেন নেখ্লিউদভের দিকে চুম্বনের জন্য। বললেন:

'আরে, দ্মিত্রি যে! কেমন আছো, কখন এলে?'

তারপর নীরবে স্ত্রীর কপালে চুম্বন করলেন।

কাউণ্টেস্ স্বামীর দিকে ফিরে বললেন:

'Non, il est impayable.** ও চায় আমি গ্রামে গিয়ে নদীর ধারে গিয়ে কাপড় কাচি আর আলু খেয়ে বেঁচে থাকি। ভীষণ বোকা ছেলেটা। তা হোক, ও যা তোমাকে করে দিতে বলবে, করে দিয়ো বাপু। একেবারে নিরেট আহাম্মক, আমাদের দ্মিত্রি।'

অতঃপর অন্য প্রসঙ্গ তুলে কাউণ্টেস্ স্বামীকে বললেন:

'শুনেছো কি? কামেন্স্কির মায়ের অবস্থা এতই খারাপ যে বাঁচবেন কি না সন্দেহ। একবার ওঁদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ো।'

'হ্যাঁ, খুবই খারাপ অবস্থা বলে শুনেছি।'

'এখন তাহলে যাও, ওর সঙ্গে কথা বলো গে। আমার আবার কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে।'

নেখ্লিউদভ ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে যেতে না যেতে মাসী ওকে ডেকে বললেন:

'তা হলে আমি কি মারিয়েৎকে লিখে দেব?'

'লক্ষ্মীটি, লিখে দিন ma tante।'

'আমি চিঠিতে en blanc*** রেখে দেব যাতে তুমি তোমার ওই খাটো

---

* তোমার পরিণতিটা খারাপ দেখছি মাই ডিয়ার (ফরাসী)।

** না, এর কোনো তুলনা হয় না (ফরাসী)।

*** ফাঁক (ফরাসী)।

চুল মেয়েটির কথা লিখে দিতে পারো। তাহলে সেই মতো মারিয়েৎ তার স্বামীকে হুকুম দিয়ে দিতে পারবে এবং তিনি নির্ঘাৎ তার হুকুম তামিল করবেন। আমায় বদ্‌মেজাজী মনে করো নি তো? তোমার protégées* সবাই খুব বিরক্তিকর তবে je ne leur veux pas de mal,** সে যাক গে! আচ্ছা, তাহলে যাও কিন্তু দেখো যেন সন্ধেবেলা ঠিকই বাড়িতে থাকো কিজেভেত্তারের বক্তৃতা শুনতে, তারপর আমাদের প্রার্থনা হবে। যদি মনটা খোলা রাখতে পারো, তা হলে দেখবে ça vous fera beaucoup de bien***। আমি তো জানি, এলেন্‌ এবং তোমরা সবাই এই সব ব্যাপারে বরাবরই একটু পিছিয়ে পড়ে থাকতে। আচ্ছা, তাহলে এখন এসো।'

১৫

কাউন্ট্‌ ইভান মিখাইলভিচ এক কালে ছিলেন মন্ত্রী, মতামতের ব্যাপারে বরাবরই তাঁর কিছু দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্যে একটা ছিল এই যে পাখি যেমন পোকা ধরে খায়, রোঁয়াপালকের জামা পরে, আকাশে উড়ে বেড়ায় — তেমনি ওঁর পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক যে উনি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও ব্যয়বহুল সব খাদ্য আহার করবেন এবং সে-সব রান্না করবে মোটা মাইনেতে নিযুক্ত উত্তম পাচকেরা, তিনি অঙ্গে ধারণ করবেন সকলের চেয়ে আরামদায়ক ও মহার্ঘ বস্ত্রাদি, তাঁর গাড়ি টানবে উঁচু জাতের সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়া। সুতরাং তিনি স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরে নেন, এই সব অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সর্বদা ওঁর হাতের নাগালে থাকবে। এ-সব ছাড়াও তিনি মনে করতেন বিভিন্ন ও বিচিত্র উপায়ে যতই তিনি রাজকোষ থেকে অর্থ আহরণ করতে পারেন, যতই ইনাম-খেতাব-মর্যাদা-মেডেল, মায় সেই হীরকখচিত তক্‌মা দ্বারা ভূষিত হতে পারেন, যতই স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে রাজ রাজন্য বর্গের সঙ্গে মেলামেশা ও দহরম-মহরম করতে পারেন, ততই তাঁর পক্ষে ভালো।

* আশ্রিতরা (ফরাসী)।

** চাই না যে তাদের কোনো ক্ষতি হয় (ফরাসী)।

*** এ থেকে তোমার খুব উপকার হবে (ফরাসী)।

এই সব দৃঢ় বিশ্বাসের বাইরে যা-কিছু পড়ে সবই তাঁর কাছে তুচ্ছ ও নীরস। সে সব কিছু যেমন আছে তেমন থাক বা না থাক, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। এই রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি বিগত চল্লিশ বছর ধরে তাঁর জীবন যাপন করে গেছেন, তাঁর কাজ করে গেছেন। চল্লিশ বছর অন্তে তিনি রাষ্ট্রের অন্যতম মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এই উচ্চপদ লাভে যে-সব গুণ প্রধানত তাঁর সহায়ক হয়েছিল সেগুলি হল প্রথমত, লেখা কাগজপত্র ও আইন-কানুনের অর্থ তিনি বুঝতে পারতেন এবং কিছুটা জেবড়া-জোবড়া করে হলেও সরকারী দলিলপত্র খানিকটা বোধগম্য করে ও শুদ্ধ বানানে লিখতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, চেহারাটা জাঁকালো থাকায় উনি প্রয়োজন বোধে দাম্ভিক, দুরধিগম্য ও রাজোচিত হতে পারতেন, আবার দরকার হলে হীনতম চাটুকারিতাও তিনি করতে পারতেন পরম উৎসাহে। তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিংবা সরকারী কাজে-কর্মে তাঁর কোনো সাধারণ নীতি বা নিয়মের বালাই ছিল না বলে তিনি যখন তখন যে-কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সহমত হতে পারতেন আবার ভিন্নমতও হতে পারতেন। সব কাজেই তিনি তাঁর খানদানী ঠাটা বজায় রাখার চেষ্টা করতেন, আর চেষ্টা করতেন যাতে তাঁর কাজে ও কথার মধ্যে অসঙ্গতিটুকু কেউ যেন চট্ করে টের না পেতে পারে। তাঁর কাজকর্ম আদপে ন্যায়সংগত হচ্ছে কি না এবং তার ফলে সমগ্র রুশ সাম্রাজ্যের অথবা গোটা পৃথিবীর সমূহ মঙ্গল বা বিরাট অনর্থ সূচিত হচ্ছে কি না, এসব প্রশ্ন নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না।

বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর উপর নির্ভর করত। তিনি যখন মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত হলেন তখন কেবল ঐ সমস্ত লোকজন আর তাঁর অনুচরবৃন্দই নয়, পরন্তু অচেনা অজানা বহু লোক এবং তিনি স্বয়ং নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে কূটনীতিতে তিনি সুদক্ষ ও সুচতুর। কিন্তু কিছুটা সময় অতিবাহিত হবার পর দেখা গেল কিছুই তিনি করতে পারেন নি, কোনো সমস্যার সুরাহা করেন নি। বাঁচার লড়াইয়ের চিরাচরিত রীতি অনুসারে তাঁরই মতো জাঁকালো ও ন্যায়নীতির বালাইবিহীন রাজপুরুষেরা দলিলপত্রাদি লিখতে পড়তে দক্ষ হয়ে উঠে তাঁকে যখন গদিচ্যুত করল, সকলে তখন যেন পরিষ্কার বুঝতে পারল লোকটা চালাকচতুর ছিল না আদপেই, আসলে ছিল শূন্যগর্ভ, অল্পশিক্ষিত, আত্মম্ভরী এমন এক ব্যক্তি যার চিন্তার দৌড় শস্তা রক্ষণশীল কাগজগুলোর সম্পাদকীয় স্তর থেকেও নীচু। আসলে যারা তাঁকে হটিয়েছে, সেই সব অল্পশিক্ষিত অহমিকাসর্বস্ব

রাজকর্মচারীর সঙ্গে কোনো যে তফাত নেই — সেই কথাটা সকলে পরিষ্কার বুঝতে পারল, কাউণ্ট্ নিজেও বুঝতে পারলেন। কিন্তু প্রতি বছর রাজকোষ থেকে তাঁকে যে প্রচুর টাকা পেতে হবে এবং তাঁর পোশাকী জামাকাপড়ে লাগাবার জন্য নূতন নূতন পদক ও সম্মানচিহ্ন পেতে হবে — এই সিদ্ধান্তে তিনি স্থির হয়েই রইলেন। তাঁর এই প্রত্যয়ে তিনি এমনই দৃঢ় ছিলেন যে কারো এমন বুকের পাটা ছিল না যে এই সব প্রার্থিত প্রাপ্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে। ফলে অংশত পেন্সনের আকারে এবং বাদ বাকি সরকারি প্রতিষ্ঠানে পদাধিকার সূত্রে ও কতিপয় কমিটি কাউন্সিলের চেয়ারম্যানরূপে, মাস-মাহিনার আকারে, হাজার হাজার রুবল তাঁর পকেটে এসে পড়ত। উপরন্তু তাঁর সেই অধিকার ছিল যার বলে তিনি তাঁর বড়ো সাধের নতুন নতুন কর্ড্ লাগাতে পারতেন তাঁর কোটের কাঁধে, ট্রাউজারের পাশ দিয়ে, নতুন নতুন রিবন ও সেই সঙ্গে মিনে করা নানারকম তারা লাগাতে পারতেন তাঁর পোশাকী কোটের বুক জুড়ে। এই সব কারণে বেশ গণ্যমান্য মহলে কাউণ্ট্ ইভান মিখাইলভিচের অবাধ যাতায়াত ও নিকট যোগাযোগ ছিল।

নেখ্‌লিউদভের বক্তব্যটুকু কাউণ্ট্ এমন ভাবে শুনলেন যেমন ভাবে তিনি শুনে থাকেন তাঁর বিভাগীয় দফতরের স্থায়ী সচিবের রিপোর্ট। সব কথা শোনার পর বললেন নেখ্‌লিউদভের হাতে উনি দুটি নোট দেবেন — একটি তার মধ্যে উদ্দিষ্ট হবে আপীল বিভাগের সেনেটর উল্‌ফ-এর নামে। কাউণ্ট্ বললেন:

'উল্‌ফ-এর নামে অনেক আজেবাজে গুজব শোনা যায়, কিন্তু dans tous les cas c'est un homme très comme il faut*। আমার কাছে নানা কারণে উনি বাধিত, সুতরাং নিশ্চয় যথাসাধ্য করবেন আমার খাতিরে।'

দ্বিতীয় নোটটি কাউণ্ট্ লিখলেন আপীল কমিটির জনৈক প্রভাবশালী সদস্যের নামে। নেখ্‌লিউদভের মুখে ফেদোসিয়া বিরিউকভার গল্পটা শুনে ওর খুবই ভালো লেগেছিল। নেখ্‌লিউদভ যখন বলল যে স্বয়ং মহামান্যা সম্রাজ্ঞীকে সব কথাটা একবার ওর লেখবার ইচ্ছা হয়েছিল, কাউণ্ট্ বললেন গল্পটা সত্যিই মর্মস্পর্শী এবং সুযোগ-সুবিধা একটা ঠিকমত জুটে যদি যায় তিনি নিজেই গল্পটা সম্রাজ্ঞীকে বলতে পারেন। তবে

---

* আসলে মানুষটা রীতিমতো ভদ্র (ফরাসী)।

সেটা যে সম্ভবপর হবেই, তেমন কথা তিনি আপাতত দিতে পারছেন না, সুতরাং যথারীতি আবেদন পেশ করা হোক। মনে মনে তিনি ভাবলেন, যদি সুযোগ জুটে যায় এবং সম্রাজ্ঞী আগামী বৃহস্পতিবারে তাঁর petit comité*-র আহবান করেন তখন তিনি গল্পটা সম্রাজ্ঞীকে শোনাবেন।

নেখ্লিউদভ কাউণ্টের কাছ থেকে এই দুটি নোট এবং মাসির কাছ থেকে মারিয়েতের নামে চিঠিখানা পেয়েই বেরিয়ে পড়ল তিন ঠিকানায় ঢুঁ মারার উদ্দেশ্যে।

ওর সর্বপ্রথম গন্তব্য হল মারিয়েতের বাড়ি। মারিয়েৎকে ও কিশোরী বয়স থেকেই চেনে — অভিজাত বাড়ির মেয়ে কিন্তু ধনাঢ্য পরিবারের নয়। নেখ্লিউদভ জানত মারিয়েতের স্বামী তার কর্মজীবনে বেশ উন্নতি করে চলেছে যদিচ বাজারে তার খুব সুনাম নেই। ওর বিরুদ্ধে সব চেয়ে গুরুতর অভিযোগ এই যে, হাজারে হাজারে যে-সব রাজ-বন্দীদের যন্ত্রণা বিধান করার জন্য সরকার তাকে নিযুক্ত করেছেন, তাদের কারো প্রতি সে কস্মিনকালেও বিন্দুমাত্র মায়াদয়া দেখায় না। অত্যাচারিতের সাহায্য করতে হলেই অত্যাচারীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তার সামনে উপযাচক হয়ে নিবেদন করতে হয়, দণ্ড বিধান করেছেন সে তো ঠিকই করেছেন, তবে অমুক অমুক কয়েদীর বেলায় মায়াদয়া করে নিষ্ঠুরতার মাত্রাটা একটু যদি কম করেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে নেখ্লিউদভ বরাবর নিজের মনে একটা গ্লানি ও অসন্তোষ অনুভব করেছে, এদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে কি করবে না এই নিয়ে বহুবার ভেবেছে, কিন্তু সব সময়ই শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করা দরকার। ব্যাপারটা আসলে এই যে এই মারিয়েৎ ও তার স্বামীর সামনে অনুগ্রহ ভিক্ষা করার জন্য দাঁড়াতে নেখ্লিউদভের খারাপ লাগবে, অস্বস্তি ও লজ্জা লাগবে ঠিকই, কিন্তু এতে যদি নিঃসঙ্গ কারাকক্ষের যন্ত্রণা ভোগ থেকে বেচারি স্ত্রীলোকটি মুক্তি পায়, যদি তার ও তার আত্মীয়স্বজনের কষ্টের অবসান ঘটে তাহলে মন্দ কি? প্রথম প্রথম সে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল — মনে করেছিল যে সমাজের সঙ্গে ও সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছে বলে ভেবেছিল, একেবারে তাদের মধ্যেই ওকে এসে পড়তে হল। কিন্তু অচিরে লক্ষ্য করল যে সেই সমাজ যেন ওকে তাদের আপন জন বলেই গ্রহণ করে নিল। অতঃপর সেই পুরাতন অভ্যস্ত খাতে ফিরে আসতে

---

* ছোট্ট সভা (ফরাসী)।

ওর বাধল না, নিজের অজান্তেই যেন লঘুচপল, নীতিহীন বাচনভঙ্গী — এই মহলে যার আধিপত্য — সে সব ওর আয়ত্তে এসে গেল, মাসির ওখানেই এটা সে মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। আজ সকালেই মাসির সঙ্গে গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনা করতে গিয়েও ওর গলায় হাসিঠাট্টার সুর আপনা থেকে এসে গিয়েছিল।

পিটার্সবুর্গে ওর এবারকার আসাটা ঘটল বহুদিনের ব্যবধানে। ও এসে লক্ষ্য করল রাজধানীর আবহাওয়া সেই অতীতের মতোই রয়েছে — নৈতিক দিক থেকে এখানকার জীবনযাত্রা যতই নীরস হোক না কেন বাস্তব দিক থেকে সব কিছু খুবই প্রাণবন্ত ও তেজস্ক্রিয়। সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শরীরের আরামের জন্য উত্তমরূপে বিন্যস্ত, নৈতিক দিক থেকে সবই এমন ঢিলে ঢালা যে মনে হয় এখানকার জীবনযাত্রা খুবই সহজ।

একজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিনয়নম্র কোচোয়ান ওকে গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে চলল ঝকঝকে তকতকে রাস্তা দিয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিনয়নম্র পুলিশম্যানদের সামনে দিয়ে, অতি সুন্দর হর্ম্যশ্রেণীর পাশ কাটিয়ে গাড়ি ওকে পৌঁছে দিল মারিয়েতের বাড়ির সামনে।

বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা চমৎকার বিলিতি ফীটন্-গাড়ি, তার সঙ্গে জোতা রয়েছে দুটি বড় বড় বিলিতি ঘোড়া, বিলিতি সাজ পরনে, কোচবাক্সর ওপরে সগর্বে চাবুক উঁচিয়ে বসে আছে একজন কোচম্যান, অবিকল ইংরেজ কোচম্যানের মতো দেখতে, গালের গালপাট্টা নেমে এসেছে প্রায় চিবুক অবধি।

বাড়ির দ্বারপাল, পরনে তার আশ্চর্য পরিষ্কার উর্দি, সদর দরজা খুলে দিতে নেখ্লিউদভ হল্-ঘরে প্রবেশ করল, সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল এক জন চাপরাশী তার পরনেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উর্দি, তাতে আবার সোনালী সুতোর কর্ড্-লাগানো, গালপাট্টাটা গালের দুদিকে চিরুনির আঁচড়ে সুবিন্যস্ত। তা ছাড়া ছিল আনকোরা নতুন ইউনিফর্ম-পরা একজন আর্দালি; সে বলল:

'জেনারেল কারো সঙ্গে সাক্ষাত করছেন না। মহামান্যাও করছেন না। তাঁরা এখন গাড়ি করে বেরিয়ে যাচ্ছেন।'

নেখ্লিউদভ পকেট থেকে কাতেরিনা ইভানভ্নার চিঠিখানা বের করল, চলে গেল একটা টেবিলের সামনে — সেখানে ভিজিটররা তাদের নাম লিখে যায়। নেখ্লিউদভ টেবিলের ধারে গিয়ে নিজের ভিজিটিং কার্ড্-এ লিখতে শুরু করল যে কারো সাক্ষাত না পেয়ে সে খুবই দুঃখিত।

এমন সময় চাপরাশী গিয়ে দাঁড়াল সিঁড়ির নিচে, দ্বারপাল সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কোচম্যানকে হাঁক দিল, 'গাড়ি লাগাও!' আর আর্দালি এটেন্‌শনের ভঙ্গীতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কেবল চোখের দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল ছোটখাটো রোগামতন একজন মহিলাকে — যে ভাবে দ্রুত পায়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন মহিলার জাঁকজমকের সঙ্গে তা যেন ঠিক খাপ খায় না।

মারিয়েতের মাথায় মস্ত একটি পালক-লাগানো টুপি, পরনে কালো পোশাক, তার ওপরে হাতা-বিহীন কালো কোট, হাতে নতুন কালো দস্তানা। টুপি থেকে ঘোমটা ঝুলে আছে মুখখানা ঢেকে। নেখ্‌লিউদভকে দেখে মহিলা ঘোমটা সরিয়ে দিতে দেখা গেল সুন্দর মুখ, উজ্জ্বল দুটি চোখ তার দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে তাকিয়ে আছে।

মৃদুমধুর গলায় মহিলা বললেন:

'আরে, প্রিন্স্‌ দ্‌মিত্রি ইভানভিচ যে! আমি দেখেই...'

'কী আশ্চর্য, আপনি দেখছি আমার নামটাও মনে রেখেছেন!'

'তা রাখব না কেন? একসময় তো আমি আর আমার বোন আপনার প্রেমেও পড়েছিলাম।'

শেষোক্ত কথাটা ফরাসীতে বলার পর দুঃখ প্রকাশ করে বললেন:

'কিন্তু কী ভীষণ বদলে গেছেন আপনি...। আহা খুবই দুঃখের বিষয় আমায় এখুনি বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। আচ্ছা চলুন, একবার ফেরাই যাক।'

এই বলে একটু ইতস্তত করে চুপ করলেন, দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে একবার নজর করে বললেন:

'না, তা হয় না। আমি চলেছি কামেন্‌স্কিদের বাড়িতে — সেখানে মৃতের সদ্‌গতি কামনায় প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। মা-বেচারী খুবই শোক পেয়েছেন।'

'কারা এই কামেন্‌স্কিরা?'

'ও আপনি শোনেন নি বুঝি? ভদ্রমহিলার ছেলেটি ডুয়েল লড়তে গিয়ে মারা গেছে। লড়েছিল পোজেনের সঙ্গে। বাড়ির একমাত্র ছেলে। ভীষণ ব্যাপার! মা'র যা অবস্থা।'

'হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে।'

'নাঃ আমি বরং যাই-ই। আপনি আসুন কাল কিংবা আজই সন্ধ্যায়।'

এই বলে হালকা পায়ে ক্ষিপ্র গতিতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। নেখ্‌লিউদভ তার পিছু পিছু চলতে চলতে বলল:

'আজ সন্ধ্যায় পারব না। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ ছিল আপনার কাছে।'

মহিলা লক্ষ্য করলেন তামাটে রঙের ঘোড়াদুটি দেউড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। জিজ্ঞেস করলেন:

'কী ব্যাপার?'

নেখ্‌লিউদভ বড় আকারের কুল-চিহ্ন ছাপা সরু একটি লেফাপা মহিলার হাতে দিয়ে বলল:

'মাসি আপনাকে এই চিঠিখানা লিখেছেন, এ-থেকেই সব জানতে পারবেন।'

'আমি জানি কাউণ্টেস্ কাতেরিনা ইভানভ্‌নার একটা ধারণা আছে যে আমার স্বামী কাজকর্মের ব্যাপারে আমার কথা শুনে থাকেন। খুবই ভুল ধারণা। আমি কিছুই করতে পারি না, নাক গলাতে চাইও না। তবে, বুঝতেই পারছেন, কাউণ্টেস্ ও আপনার খাতিরে আমি আমার নিয়ম ভাঙতে রাজি আছি। ব্যাপারটা কী?'

কালো দস্তানা-পরা ছোট হাত দিয়ে বৃথা কোটের পকেটটা খুঁজতে খুঁজতে মারিয়েৎ এই কথাগুলো বললেন। নেখ্‌লিউদভ জবাব দিল:

'দুর্গে একটি মেয়ে বন্দিনী হয়ে আছে -- সে বেচারা অসুস্থ ও সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'কী তার নাম?'

'শুস্তভা -- লিদিয়া শুস্তভা। নামটা চিঠিতে লেখা আছে।'

'বেশ, আমি চেষ্টা করব।'

এই বলে মারিয়েৎ হালকা পায়ে লাফিয়ে উঠলেন ওঁর নরম গদি আঁটা ছোট্ট খোলা ফীটন্-গাড়িটাতে; উজ্জ্বল বার্ণিশকরা মাড্‌গার্ডগুলো সূর্যের আলোয় ঝকঝক করে উঠল, গাড়িতে বসে উনি ওঁর লম্বা-হাতল ছোট্ট ছাতাখানা খুললেন। চাপরাসী কোচবাক্সে উঠে কোচম্যানকে ইঙ্গিত করল গাড়ি চালাতে। গাড়ি চলতে শুরু করতেই মারিয়েৎ কোচম্যানের পিঠে ছাতাটা ছোঁয়ালে পর কোচম্যান লাগাম টেনে ধরল, দীঘল পা তামাটে রঙের ঘোড়াদুটো হঠাৎ বাধা পেয়ে গ্রীবাভঙ্গে অধৈর্য প্রকাশ করে পা ঠুকতে লাগল রাস্তার ওপর।

'আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে, কিন্তু দোহাই আপনার কোনো মতলব নিয়ে নয়।'

মারিয়েৎ অপাঙ্গে নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে এমন মধুর ভাবে হাসলেন যে মনে হল উনি বেশ জানেন যে ওই হাসিটুকুতেই কাজ হবে। অভিনয়ের শেষে মঞ্চে যেমন যবনিকা পড়ে তেমনি ভাবে এবার মারিয়েৎ তাঁর মুখের ওপর ঘোমটাটা নামিয়ে নিলেন।

'ঠিক আছে।'

এই বলে আবার ছাতাটা ছোঁয়ালেন কোচম্যানের পিঠের ওপর।

নেখ্‌লিউদভ টুপি তুলল। তামাটে রঙের কুলিন অশ্বযুগল একটু নাক ঝেড়ে ছুটতে শুরু করল, শান বাঁধানো রাস্তার ওপর ওদের নাল বাঁধা খুরের শব্দ শোনা গেল খট্ খট্। নতুন রবারের বেড় দেওয়া ফীটনের চাকাগুলো স্বচ্ছন্দগতিতে দ্রুত চলতে লাগল, দু-এক জায়গায় রাস্তা অসমতল থাকায় সামান্য একটু লাফাল।

১৬

মারিয়েতের অপাঙ্গ দৃষ্টি ও অর্থপূর্ণ হাসিটুকুর কথা মনে পড়তে নেখ্‌লিউদভ মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে আপন মনে বলল:

'একটু এদিক-ওদিক ঘুরেছো কি ফিরেছো, অমনি আবার গিয়ে পড়তে হবে সেই জীবনের ফাঁদে।'

যাদের ও শ্রদ্ধা করে না তাদের অনুগ্রহ লাভের জন্যে ওকে যখন উমেদারি করতে হয় সর্বদা ওর মনটা দ্বিধা দ্বন্দ্বে দোলায়িত হতে থাকে।

আবার যাতে হটতে না হয় তার জন্য কোথায় আগে, কোথায়ই বা পরে যাওয়া সমীচীন হবে মনে মনে ভেবে নিয়ে নেখ্‌লিউদভ স্থির করল সেনেটের দিকে যাবে। সেনেটে গিয়ে পৌঁছতে চাপরাশী ওকে নিয়ে গেল সেনেটের দপ্তরে — বিশাল একটি কক্ষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বহুসংখ্যক কর্মচারী কর্মরত, খুবই মার্জিত তাদের আচরণ।

কর্মচারীরা নেখ্‌লিউদভকে জানাল মাস্‌লভার আবেদনপত্র এসে পৌঁছেছে এবং সেটি বিবেচনা করে রিপোর্ট দেবার জন্য পাঠানো হয়েছে সেনেটর উল্‌ফের কাছে। তাঁরই নামে নেখ্‌লিউদভের হাতে একটা চিঠি দিয়েছেন ওর মেসো।

একজন কর্মচারী নেখ্‌লিউদভকে জানাল:

'এই সপ্তাহেই সেনেটের একটা অধিবেশন বসবার কথা, কিন্তু ধরাধরি করে বিশেষ ব্যবস্থা না করতে পারলে মাস্‌লভার মামলাটা এই অধিবেশনে উপস্থাপিত হবে কি না সন্দেহ। বিশেষ ব্যবস্থা করা যদি সম্ভব হয় তা হলে হয়তো বুধবারে মামলাটা উঠতে পারে।'

সেনেটের দপ্তরে মাস্‌লভার মামলার নথীপত্র যখন খোঁজ করা হচ্ছিল, অপেক্ষমাণ নেখ্‌লিউদভ অন্যান্য কর্মচারীদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারল আজ তাদের আলোচ্য বিষয় হল সেই ডুয়েল — তরুণ কামেন্‌স্কি কী ভাবে ডুয়েল লড়তে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে তার বিশদ বর্ণনা ও শুনতে পেল। পিটার্সবুর্গে তখন একটিই আলোচ্য বিষয় এবং তা হল এই ডুয়েল — সেনেটের অপিসে বসে সর্বপ্রথম নেখ্‌লিউদভ এই ঘটনার আনুপূর্বিক তথ্য জানতে পারে। ঘটনাটা ঘটেছিল এই ভাবে: পানশালায় বসে এক দল সামরিক অফিসার ঝিনুক খাচ্ছিল, আর সচরাচর যেমন হয়ে থাকে — পান করছিল অনেক। মদের ঝোঁকে একজন অফিসার কামেন্‌স্কির রেজিমেণ্ট সম্পর্কে নিন্দাসূচক কী যেন বলে। কামেন্‌স্কি তাকে মিথ্যেবাদী বলায় সে-লোকটা তাকে ঘুষি মারে। পরদিন ডুয়েল। তলপেটে গুলি লাগার ফলে ঘণ্টা দুই পরে কামেন্‌স্কি মারা যায়। খুনী অফিসার ও তার সাঙাতদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে ছাউনির হাজতে পোরা হয়। কিন্তু শোনা যাচ্ছে পক্ষ কালের মধ্যেই তারা ছাড়া পেয়ে যাবে।

সেনেটের দপ্তর থেকে নেখ্‌লিউদভ ফীটন্ চড়ে চলে গেল ব্যারন ভরবিওভের বাড়ি। ইনি থাকেন সম্রাটের এস্টেটভুক্ত একটি জাঁকালো প্রাসাদে — আপীল কমিটির ইনি একজন খুবই প্রভাবশালী সদস্য। দ্বারপাল ও ভৃত্য কঠিন গলায় জানিয়ে দিল যে সাক্ষাতকারের নির্দিষ্ট দিন ছাড়া ব্যারন অন্য কোনো দিন কারো সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারেন না, তা ছাড়া আজ তাঁকে যেতে হয়েছে মাহামান্য সম্রাট বাহাদুরের দরবারে, আগামী কালও একবার যেতে হবে রিপোর্ট পেশ করার জন্য। নেখ্‌লিউদভ মেসোর চিঠিটা দ্বারপালের হাতে দিয়ে চলে গেল সেনেটর উল্‌ফের সাক্ষাতে।

সেনেটর উল্‌ফ সদ্য তাঁর প্রাতরাশ সেরে প্রতিদিনকার অভ্যাস অনুযায়ী পরিপাকক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে একটা চুরুটে টান দিতে দিতে পড়ার ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পদচারণা করে বেড়াচ্ছেন। এই অবস্থায় তিনি নেখ্‌লিউদভকে অভ্যর্থনা করলেন। ভ্লাদিমির ভাসিলিয়েভিচ উল্‌ফ একজন ভদ্র ব্যক্তি, তিনি মনে করেন তাঁর এই বৈশিষ্ট্যই একটা গুণ বিশেষ; তাঁর এই বিশিষ্টতার মাপকাঠি দিয়ে তিনি অপর সব লোককে

বিচার করে থাকেন। এই বিশিষ্টতাকে তিনি বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন কারণ এরই সুবাদে তাঁর জীবনের ধারায় যত কিছু উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটেছে এবং জীবিকার ক্ষেত্রে তিনি নিজের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছেন — অর্থাৎ বিবাহের সূত্রে এমন একটা সৌভাগ্য লাভ করেছেন যার বার্ষিক মূল্য হবে আঠারো হাজার রুবল এবং স্বকীয় প্রচেষ্টায় লাভ করেছেন একজন সেনেটরের পদমর্যাদা। তাঁর ধারণায় তিনি কেবলমাত্র ভদ্র ব্যক্তি নন অপিচ বীরব্রতীসুলভ সততাপরায়ণও; তিনি মনে করেন তাঁর সততা প্রখর, যেহেতু তিনি গোপনে বেসরকারী লোকদের হাত থেকে ঘুষ নেন না। অথচ সরকার-নির্দিষ্ট যে-কোনো হীন কাজে প্রবৃত্ত হওয়াটাকে তিনি তাঁর সততার পরিপন্থী মনে করেন না — যদি তার বিনিময়ে ভাতায়, যানবাহনে ও রাহাখরচে একটা মোটা অঙ্কের টাকা তাঁর হস্তগত হয়। পোল্যাণ্ডের একটি প্রদেশে গভর্নর থাকাকালীন তিনি জার-সরকারের হুকুমে শত শত নিরপরাধ লোকের সর্বনাশ করেছিলেন, বহু লোককে কারাবন্দী করেছিলেন অথবা নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন -- যে-হেতু তারা স্বদেশভক্ত ও পিতৃপিতামহের ধর্মে গভীর ভাবে আস্থাবান। তখন এই রকম কাজ করাটাকে তিনি সততাহানিসূচক বলে মনে তো করেনই নি, বরঞ্চ ভেবেছেন এ-কাজে তাঁর মহত্ত্ব, পৌরুষ ও দেশপ্রীতি সূচিত হয়েছে। নিজের স্ত্রী ও শ্যালিকার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করাটাকেও তিনি অসাধুতা বলে মনে করেন নি, বরঞ্চ ভেবেছেন পারিবারিক দিক থেকে বিষয়সম্পত্তির তাবৎ ব্যাপার নিজের হাতে রেখে তিনি বিজ্ঞজনোচিত কাজই করেছেন।

ভ্লাদিমির ভাসিলিয়েভিচের পরিবার বলতে তাঁর নিরীহ প্রকৃতির স্ত্রী, শ্যালিকা — যাঁর তালুক বেচে দিয়ে টাকাটা নিজের নামে রেখে বিষয়সম্পত্তি তিনি হস্তগত করেছেন; আর আছে তাঁর শান্ত শিষ্ট রূপহীনা ভীরু কন্যা। একক জীবনের একঘেয়েমি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সম্প্রতি কন্যাটি ভগবদ্বাণী-প্রচারে মন দিয়েছে। আলিন্ ও কাউণ্টেস্ কাতেরিনা ইভানভ্নার বাড়িতে যখনই ধর্মসভা বসে, কন্যাটি যোগ দেয়।

ভ্লাদিমির ভাসিলিয়েভিচের ছেলেটি চিন্তাভাবনার ধার ধারে না। পনেরো বছর বয়সেই দাড়ি গজিয়ে, মদের নেশা ধরে ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে শুরু করে। এই রকম চলতে থাকে তার বিশ বছর অবধি, সেই সময়ে কোথাও কোনো পাঠক্রম শেষ না করে কুসঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে ধারকর্জ করছে এবং বাবার নাম ডোবাচ্ছে বলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। এক বার বাপ ছেলের দু'শো ত্রিশ রুবলের একটা কর্জ

মিটিয়ে দেন, দ্বিতীয় বারের কিস্তি ছিল ছ'শো রুবল। এই কর্জের টাকাটা দিয়ে দেবার সময় উল্‌ফ ছেলেকে সাবধান করে বলে দিয়েছিলেন যে সেটাই শেষ বারের মতো, এর পরেও ছেলে যদি না শোধরায় তা হলে তিনি তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। শোধরানো দূরে থাক, ছেলে হাজার রুবলের একটা কর্জ করার পর সোজা এসে বাবাকে বলে যে বাড়িতে থাকা অমনিতেই তার পক্ষে যন্ত্রণাবিশেষ। ভ্লাদিমির ভাসিলিয়েভিচ তখন ছেলেকে জানিয়ে দিলেন যে সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে, তিনি তাকে আর ছেলে বলে জ্ঞান করবেন না। তখন থেকে ভ্লাদিমির ভাসিলিয়েভিচ এমন ভাব দেখান যেন ছেলে তাঁর কোনো কালে ছিল না, বাড়ির কেউ মুখ ফুটে ছেলের কথা তুলতে সাহস পেত না। ভ্লাদিমির ভাসিলিয়েভিচ একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে তিনি তাঁর পারিবারিক জীবনকে আদর্শতম উপায়ে সুবিন্যস্ত করেছেন।

নেখ্‌লিউদভ স্টাডিতে ঢুকলে পর উল্‌ফ তাঁর পদচারণা থামিয়ে তাকে স্বাগত করলেন ঈষৎ বাঁকা ও মধুর হাসি হেসে। এই ঈষৎ বাঁকা হাসিটা ওঁর অজান্তেই যেন প্রমাণ করে তিনি কত ভদ্র একজন ব্যক্তি, অন্য পাঁচজনের তুলনায় কত মার্জিত, কত উচ্চতর। নেখ্‌লিউদভ তাঁর হাতে কাউন্টের লেখা যে-চিঠিখানি দিল তিনি তার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন:

'দয়া করে বসুন। কিছু যদি মনে না করেন, আমি পায়চারী করতে করতেই কথা বলতে থাকব।'

এই বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে আবার উল্‌ফ স্টাডি ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত হালকা ভাবে পা ফেলে পদচারণ করতে লাগলেন। স্টাডি ঘরের আসবাবপত্র সমস্তই যথাযথ — কোথাও আতিশয্য নেই। হাঁটতে হাঁটতে বললেন:

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম। আর বুঝতেই তো পারছেন কাউন্ট্‌ ইভান মিখাইলভিচের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সর্বদাই আমি প্রস্তুত।'

এক মুখ নীলরঙা সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর চুরুটটা সন্তর্পণে দু-আঙুলে ঠোঁটের ফাঁক থেকে বার করে এমন ভাবে ধরলেন যেন ছাই না পড়ে।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আমি শুধু এইটুকুই চাই যে মামলাটার দ্রুত যেন নিষ্পত্তি হয়ে

যায় — যাতে আসামীকে সাইবেরিয়া যদি যেতেই হয়, তা হলে আগে যাওয়াই ভালো।'

'আচ্ছা, হ্যাঁ, বুঝেছি, ওই নিজ্‌নি নোভ্‌গোরদ থেকে প্রথম যেসব স্টিমার ছাড়ে তার একটাতে তো?'

উল্‌ফ এমন একটা প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন মনে হল অপর লোকের মনের কথা তিনি যেন আগে থেকেই টের পেয়ে যান। জিজ্ঞেস করলেন:

'আচ্ছা, আসামীর কী নাম যেন?'

'মাস্‌লভা।'

টেবিলের ওপরে রাখা একটা ফাইলের কয়েকটা কাগজপত্র থেকে একটি কাগজ টেনে নিয়ে বললেন:

'ও হ্যাঁ, মাস্‌লভা। বেশ তো, আমি অন্য সেনেটরদের বলে দেব। বুধবারেই শুনানী হবে।'

'তবে কি আমি উকিলকে এই মর্মে তার পাঠিয়ে দিতে পারি?'

'উকিল? তার কী দরকার? তা যদি ইচ্ছে হয় তো পারেন।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'যে-সব কারণের ভিত্তিতে আপীল দায়ের করা হয়েছে, সেই কারণগুলি হয়তো যথেষ্ট নয়, কিন্তু মামলার কাগজপত্র নাড়াচাড়া করলেই দেখা যাবে একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেনেট তো আর মামলার গুণাগুণ বিচার করতে যাবেন না।'

চুরুটের ছাইটার দিকে তাকাতে তাকাতে খুবই শুষ্ক কঠিন স্বরে ভ্লাদিমির ভাসিলিয়েভিচ বলে চললেন:

'সেনেট কেবল দেখবেন আইন ঠিক ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কি না, ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কি না।'

'কিন্তু আমার মনে হয় এ-মামলাটা একটু অসাধারণ।'

'সে আমি বেশ জানি। আমরা আমাদের যা করা উচিত তা-ই করব। ব্যস।'

ছাইটা তখনো চুরুটের মুখে, কিন্তু একটা ফাট দেখা দিয়েছে, যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। উল্‌ফ সিগারটা এমন ভাবে ধরে আছেন যাতে ছাই আরো কিছুক্ষণ না পড়ে। জিজ্ঞেস করলেন:

'আপনি কি প্রায়ই পিটার্সবুর্গে আসেন?'

না, ছাইটা এবার যেন নড়তে শুরু করেছে! উল্‌ফ সন্তর্পণে সিগারটা

ধরলেন ছাইদানের ওপর — যথাস্থানে সিগারের মুখ থেকে ছাইটা ঝরে পড়ল। উল্ফ বললেন:

'কী সাংঘাতিক এই কামেন্স্কি ব্যাপারটা। চমৎকার ছেলে। বাড়ির একমাত্র ছেলে। আহা, মায়ের অবস্থাটা...'

অতঃপর যা বললেন তা সারা পিটার্সবুর্গ জুড়ে এই সময় কামেন্স্কি সম্পর্কে যে কথা চলছে তারই পুনরুক্তি মাত্র।

কাউণ্টেস্ কাতেরিনা ইভানভ্না সম্বন্ধে ও নূতন ভাবে ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ সম্বন্ধে ভ্লাদিমির ভাসিলিয়েভিচ দু-চারটা কথা এমন ভাবে বললেন যে বুঝিয়ে দিলেন এসব ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ-অনাগ্রহ নেই। তা ছাড়া তাঁর মতো ভদ্র ব্যক্তি কেনই বা এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন? অতঃপর তিনি ঘণ্টা বাজালেন।

নেখ্লিউদভ আসন ছেড়ে উঠে পড়ে বিদায় নেবার ভঙ্গিতে সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে দাঁড়াল।

উল্ফ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন:

'যদি সুবিধে হয় বুধবারে এখানে ডিনারে আসবেন তখন, আপনাকে চূড়ান্ত কথাটা বলতে পারব।'

বেশ দেরী হয়ে গেছে। নেখ্লিউদভ এবার তার মাসির বাড়িতে ফিরে গেল।

১৭

মাসির বাড়িতে ডিনারের সময়টা সন্ধ্যা সাড়ে সাত, ডিনার পরিবেশনের ব্যবস্থাটা নেখ্লিউদভের কাছে একেবারে নতুন ঠেকল। খাবারসুদ্ধ ডিশগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে খানসামারা বেরিয়ে গেল, যারা খাবে তারাই ডিশ থেকে নিজেদের থালায় খাবার বেড়ে নিল। মেয়েদের যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য পুরুষেরা মেয়েদের জন্য খাদ্য পানীয় পরিবেশন করার পর নিজেদের ব্যবস্থাটা নিজেরাই করে নিল। কোনো একটা পদ শেষ হতেই কাউণ্টেস্ টেবিলে-লাগানো একটা বিজলী ঘণ্টার বোতাম টিপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে খানসামা এসে হাজির; প্রথম পদের ডিশগুলো তুলে নিয়ে, নতুন প্লেট সাজিয়ে দিয়ে, টেবিলে বসিয়ে দিল নতুন

আরেক পদ। ডিনার উৎকৃষ্ট আর প্রত্যেকটি মদ মহার্ঘ। আলো ঝলমলে প্রকাণ্ড রসুইখানায় একজন ফরাসী বাবুর্চি প্রত্যেকটি পদ রাঁধছে, তাকে সাহায্য করছে সাদা পোশাক-পরা দু'জন সহকারী। ডিনারে বসেছেন ছয় জন — কাউণ্ট্ ও কাউণ্টেস্, তাদের ছেলে — বেজার-মুখ গার্ডরেজিমেণ্টের অফিসার, টেবিলের ওপর দুটো কনুই ঠেকিয়ে, নেখ্‌লিউদভ, কাউণ্টেসের ফরাসী সঙ্গিনী, কাউণ্টের এস্টেটের প্রধান নায়েব — যিনি সদ্য গ্রাম থেকে এসে পৌঁছেছেন।

এখানেও একমাত্র আলোচ্য বিষয় হল সেই ডুয়েল, স্বয়ং সম্রাট বাহাদুর ব্যাপারটা কী ভাবে গ্রহণ করেছেন, তাই নিয়ে মতামত বিনিময় হচ্ছিল। শোকাকুল মায়ের কথা ভেবে তিনি যে খুব কাতর হয়েছেন সে কথা সকলেই জানে, তাই সকলেই মায়ের জন্য কাতর। সেই সঙ্গে যেহেতু এটাও জানাজানি হয়ে গেছে যে সম্রাট এই মৃত্যুর জন্য মর্মাহত হলেও খুনী অফিসারটির বিরুদ্ধে খুব কঠোর ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছুক নন — কারণ অফিসার তার ইউনিফর্মের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য বাধ্য হয়ে ডুয়েল লড়েছে, সেই হেতু সকলেই ইউনিফর্মের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারটা প্রশ্রয়ের চোখে দেখতে চায়। কেবল কাউণ্টেস্ কাতেরিনা ইভানভ্‌না তাঁর লঘু স্বাধীন চিন্তার বশে খুনীর নিন্দা করে বললেন:

'তাই বলে মাতলামি করবে আর ভদ্র যুবকদের খুন করবে — না, আমি হলে কিছুতেই ক্ষমা করতাম না।'

কাউণ্ট্ বললেন:

'এটা কিন্তু আমি বুঝতে পারি না।'

'আমি যা বলি সে তো তুমি কোনো কালেই বুঝতে পারো না।'

নেখ্‌লিউদভের দিকে ফিরে কাউণ্টেস্ বলে চললেন:

'আর সকলেই বোঝে আমার কথা, এক কেবল উনি ছাড়া। আমি বলছি মায়ের জন্য আমার যেমন দুঃখ হয়, তেমনি আমি চাই না কেউ নরহত্যা করে সুখে থাকে।'

কাউণ্টেসের ছেলে এতক্ষণ মুখ খোলে নি। এবার সে খুনী অফিসারের পক্ষ সমর্থনে মাকে খুব কঠোর সব কথা শোনাল, বলল কোনো অফিসারের পক্ষে আর কিছু করার জো ছিল না, যদি করত তা হলে ওর রেজিমেণ্টের অন্য অফিসারেরা ওকে রেজিমেণ্ট থেকেই বিতাড়ন করে দিত। নেখ্‌লিউদভ নিজে কিছু না বলে এদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল। নিজে অফিসার ছিল বলে ব্যাপারটা ও ঠিকই বুঝেছিল — যদিচ তরুণ চার্‌স্কির সঙ্গে একমত

হওয়াটা ওর পক্ষে শক্ত লাগছিল। খুনী অফিসারের সঙ্গে ও মনে মনে তুলনা করছিল জেলে দেখা একজন সুদর্শন যুবক কয়েদীর — প্রতিপক্ষকে হত্যা করার অপরাধে বেচারাকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। দু'জনেই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ঝগড়া বাধায় এবং ঝগড়ার সমাপ্তি হয় নরহত্যায়। জেলের কয়েদীটা চাষীর ছেলে, রাগের মাথায় নরহত্যা করেছে বলে স্ত্রীপুত্রপরিবার ফেলে, হাতে হাতকড়া পায়ে বেড়ি পরিয়ে, মাথা মুড়িয়ে ওকে এখন সাইবেরিয়া পাঠানো হবে সশ্রম কারাদণ্ডের মেয়াদে। অথচ খুনী-অফিসারটি দিব্যি আরামে এখন বসে আছে রেজিমেণ্টের হাজতে, আহার্য পানীয় জুটছে ভালো, অবসরবিনোদনের জন্য হয়তো নাটক নভেল পড়ছে। দু'দিন বাদে সে ছাড়া পেয়ে অভ্যস্ত জীবনে ফিরে যাবে — উপরন্তু বিশেষ আগ্রহের বস্তুতে পরিণত হবে।

নেখ্লিউদভ ওর মনের এই সব কথা মুখে বলাতে, প্রথম প্রথম কাউণ্টেস্ কাতেরিনা ইভানভ্না বোনপোকে একটু সায় দিলেন যেন — পরে আর সকলের সঙ্গে তিনিও কেমন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলেন। নেখ্লিউদভের মনে হল ও বুঝি একটা অনুচিত অশোভন কাজ করে ফেলেছে।

সন্ধ্যায়, ডিনার শেষ হবার কিছুক্ষণ পরেই প্রশস্ত হল্-ঘরে যে-সব খোদাই করা উঁচু-পিঠ চেয়ার দেওয়ালের গায়ে ঠেকানো ছিল, বক্তৃতাসভার জন্য সেগুলি সারি সারি বিছিয়ে দেওয়া হল। টেবিলের সামনে রাখা হল একটা হাতলওয়ালা গদি যুক্ত চেয়ার আর তার সামনে একটি ছোট টেবিলের ওপর এক জগ্ জল ও একটি গেলাস। এই ভাবে সভার আয়োজন সম্পূর্ণ হতেই একে একে শ্রোতারা এসে জুটলেন, বিদেশ থেকে আগত ধর্মযাজক কিজেভেত্তারের মুখে ধর্মকথা শোনার জন্য সকলে উদ্গ্রীব।

জমকালো সব ঘোড়াগাড়ি এসে দাঁড়াল সদর দরজার সামনে। সুসজ্জিত হল্-ঘরে বসলেন রেশমে, মখমলে ও লেসে সুসজ্জিত সব মহিলা, মাথায় পরচুলা, নানা সরঞ্জাম অঙ্গে ধারণ করেছেন দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য। তাদের সঙ্গে এলেন ইউনিফর্ম ও সান্ধ্যপোশাক-পরা পুরুষ সঙ্গী বৃন্দ, আর আধ ডজন মতো সাধারণ মানুষ — দু'জন ভৃত্য, একজন দোকানদার, একটি চাপরাসী ও একজন কোচম্যান।

কিজেভেত্তার শক্ত সমর্থ চেহারার লোক, তাঁর চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে; বক্তৃতা তিনি দিলেন ইংরেজীতে, রোগা মতন, চোখে পাঁশনে, অল্প বয়সী একটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করে দিচ্ছিল ভালো রুশীতে।

কিজেভেত্তার বললেন আমরা কত যে পাপ করেছি তার ইয়ত্তা নেই এবং সেই সব পাপের জন্য কত যে আমাদের অনিবার্য শাস্তি ভোগ করতে হবে — তারও কোনো ইয়ত্তা নেই। এই অনন্ত নরক ভোগের সম্ভাবনা সামনে রেখে মানুষের পক্ষে জীবন যাপন দুর্বিষহ।

'প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, ক্ষণেকের জন্য আমরা যেন ভেবে দেখি কী আমরা করছি, কেমন ভাবে আমরা আমাদের জীবন নির্বাহ করছি, প্রেমময় প্রভুর বিরুদ্ধে কত ভাবে আমরা অন্যায় করছি এবং তার ফলে খ্রীষ্টকে কী ভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছি। তা যদি আমরা চিন্তা করে দেখি তা হলে আমাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না যে আমাদের পাপের ক্ষমা নেই, পরিত্রাণের উপায় নেই, উদ্ধারের আশা নেই, সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই। একটি ভয়ংকর নিয়তি — অনন্ত নরক যন্ত্রণা — আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।'

অশ্রুরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলে চললেন:

'ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, এই নিদারুণ দুরদৃষ্ট থেকে, লেলিহান অগ্নিশিখার কবল থেকে কী করে আমরা উদ্ধার লাভ করব? আমাদের গৃহ যে এই আগুনে দাউ দাউ জ্বলছে, পালাবার তো পথ নেই...।'

এবার তিনি কিছুক্ষণের জন্য থামলেন, তাঁর গণ্ড বেয়ে প্রবাহিত হল দরবিগলিত সত্যকার অশ্রুধারা। গত প্রায় আট বছর ধুরে যখনি তিনি তাঁর বক্তৃতার তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এই জায়গায় এসেছেন, তাঁর কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হবার মতো হয়েছে, নাকে একটা সুড়সুড়ি অনুভব করেছেন এবং তার পর তাঁর দু'চোখ ভরে জল এসেছে। এ ব্যাপারে তাঁর কখনও ভুল হয় নি। আর এই চোখের জল তাঁকে আরও বিচলিত করে তুলেছে।

সারা ঘর ভরে চাপা কান্নার শব্দ। একটা মোজাইক-করা টেবিলের ওপর দুই হাতের কনুই রেখেছেন কাউণ্টেস্ কাতেরিনা ইভানভ্না, নিচু মাথাটা দুই হাতের মধ্যে গুঁজে রেখেছেন, কেবল তাঁর পুষ্ট কাঁধদুটো থর থর করে কেঁপে উঠেছে। কোচম্যান ভয় বিস্ময়ে জার্মান বক্তার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন ওর ঘোড়া জোতবার দণ্ডটা আর একটু হলেই লাগবে গিয়ে লোকটার গায়ে — অথচ তার পথ-ছাড়ার নাম নেই। বেশির ভাগ শ্রোতা বসে আছেন কাতেরিনা ইভানভ্নার ভঙ্গিতে। উল্ফের মেয়েটি অনেকটা তার বাবার মতোই দেখতে — ফ্যাশন মাফিক বেশভূষা — দু'হাতে মুখখানা ঢেকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে।

বক্তা এবার যেন মুখের ওপর থেকে হঠাৎ একটা আবরণ সরিয়ে দিলেন,

একটা বিমল হাসিতে মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মঞ্চের ওপর ভালো অভিনেতারা যে-ভাবে হর্ষ প্রকাশ করেন, সেই ভাবে উৎফুল্ল বদন হয়ে মৃদু মধুর কণ্ঠে বলতে লাগলেন:

'ভয় নেই, ভয় নেই — পরিত্রাণের একটি পথ অবশ্যই আছে — সে পথ আনন্দের পথ, অত্যন্ত সহজ পথ। ভগবানের একমাত্র সন্তান ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে কত যন্ত্রণা সয়েছেন, তাঁর বুকের রক্ত তিনি ঢেলে দিয়েছেন আমাদের মতো পাপীতাপীদের জন্যে। তাঁর সেই বেদনা, সেই তাঁর রক্তদান — আমাদের সকলকে রক্ষা করবে।'

আবার তাঁর গলাটা অশ্রুরুদ্ধ হয়ে উঠল, তিনি বললেন:

'ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, আসুন আমরা সকলে মিলে প্রভুর পূজা করি, তাঁর গুণগান করে বলি যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন মনুষ্য জগতের উদ্ধারের জন্য। যীশুর সেই পবিত্র রুধির...'

নেখ্লিউদভের এতই জুগুপ্সা হল যে নিঃশব্দে আসন ছেড়ে পা টিপে টিপে সে হল্-ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে। মানুষের মূঢ়তা দেখে লজ্জায় যেন ওর মাথা হেঁট হয়ে গেল।

১৮

পরদিন নেখ্লিউদভ যখন পোশাকপরিচ্ছদ পরে নিচে নামবার উদ্যোগ করছে, বেয়ারা এসে ওর হাতে মস্কোর উকিল ফানারিনের কার্ড দিল। ফানারিন নিজের একটা ব্যাপারে পিটার্সবুর্গ এসেছেন, ওঁর ইচ্ছা সেনেটে মাস্লভার মামলাটা এই সময়ে যদি ওঠে উনি উপস্থিত থাকবেন। উনি যখন পিটার্সবুর্গ রওনা হয়ে গেছেন সেই সময়ে হয়তো নেখ্লিউদভের টেলিগ্রাম মস্কো পেঁছে থাকবে। মাস্লভার মামলাটা কবে কখন উঠবে এবং কোন্ কোন্ সেনেটর বিচারে বসবেন নেখ্লিউদভের কাছে জানতে পেরে ফানারিন হাসতে হাসতে বললেন:

'যে তিন ধরনের সেনেটর হয়ে থাকে দেখা যাচ্ছে এই মামলার ব্যাপারে তারা সকলেই হাজির থাকবেন। উল্ফ হলেন পিটার্সবুর্গের পদাধিকারী, স্কোভরোদ্নিকভ হলেন পুঁথিপড়া আইনবিশারদ এবং বে কার্যকর ভাবে আইন প্রয়োগে দক্ষ। সুতরাং বে-ই হবেন এই মামলার সব চেয়ে সচেতন

সেনেটর, তাঁর ওপরেই আমাদের সবচেয়ে বেশি আশাভরসা। আচ্ছা, সেই আপীল কমিটির ব্যাপারে কিছু কি করতে পেরেছেন?'

'আজই আমি ব্যারন ভরবিওভের কাছে যাব বলে স্থির করেছি। কাল তাঁর দর্শন পাই নি।'

ভরবিওভ নামটা এতই রুশী, যে ওই নামের সঙ্গে 'ব্যারন' উপাধিটা ঠিক যেন মানায় না। নেখ্‌লিউদভ নামটা উচ্চারণ করার সময় 'ব্যারন' উপাধিটার ওপর জোর দেওয়ায় ফানারিন ভাবলেন উচ্চারণের মধ্যে একটু শ্লেষ আছে। ফানারিন বললেন:

'উনি কেন 'ব্যারন' উপাধি পেলেন — জানেন কি? ওঁর পিতামহ ছিলেন সম্রাট পাভেল-এর রাজদরবারের জনৈক আরদালি। কোনো একটা কাজে তিনি সম্রাটকে খুশি করতে পেরেছিলেন বলে সম্রাট তাঁকে এই 'ব্যারন' উপাধি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমার খুশি আমি ওকে 'ব্যারন' বলব — ব্যস, এ নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য চলবে না।' এই হল ব্যারন ভরবিওভের উদ্ভবকাহিনী, এই উপাধি নিয়ে তাঁর খুব গর্ব। দারুণ ধূর্ত কিন্তু।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই তো বেরোচ্ছিলাম।'

'বেশ তো, আমরা একসঙ্গে যেতে পারি। আমি আপনাকে গাড়ি করে পৌঁছে দেব।'

গাড়িতে চড়তে যাচ্ছে এমন সময় নির্গমন কক্ষে এসে একজন বেয়ারা নেখ্‌লিউদভের হাতে মারিয়েতের একটি চিঠি দিল। মারিয়েৎ লিখেছেন:

'আপনাকে খুশি করার জন্য, আমার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ হলেও স্বামীর কাছে আপনার আশ্রিতা সেই মহিলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন সেই মহিলাটিকে অচিরে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। আমার স্বামী ফোর্টের কম্যান্ডান্টকে চিঠি লিখে দিয়েছেন। কোনো কাজের স্বার্থে নয়, এমনিই একবার চলে আসুন। আপনার শম্বদ, এম।'

নেখ্‌লিউদভ উকিলকে বলল:

'ভেবে দেখুন, কী সাংঘাতিক ব্যাপার! সাত মাস ধরে নিঃসঙ্গ কয়েদে রাখার পর এরা আবিষ্কার করেছে যে মেয়েটি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অথচ তার খালাসের জন্য দরকার ছিল মাত্র একটি কথা!'

'হরদম এরকম ঘটে থাকে। যা হোক, মন্দের ভালো এই যে, আপনি যা চেয়েছিলেন, তা হয়ে গেছে।'

'কিন্তু এ-ব্যাপারে সফল হয়েও আমার খুবই খারাপ লাগছে — একবার ভেবে দেখুন কী না চলছে ওখানে! কেন ওরা বেচারীকে বন্দী করে রাখল এত দিন?'

'এসব ব্যাপার তলিয়ে না দেখলেই ভালো। তা হলে আসুন, আমি আপনাকে পেঁাছে দিই।'

বাড়ির বাইরে পা দিয়ে ফানারিন নেখ্‌লিউদভকে বললেন। ওঁকে দেখে ওঁর ভাড়া-করা সুন্দর ফীটন্‌টা বাড়ির দরজার সামনে এসে পড়ল।

'আপনি তো ব্যারন ভরবিওভের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন — না?'

ফানারিন কোচোয়ানকে বলে দিলেন কোথায় যেতে হবে, তেজী ঘোড়াদুটি পলকে ওঁদের এনে ফেলল গন্তব্যস্থলে। ব্যারন বাড়িতেই ছিলেন। প্রথম ঘরটাতে ছিল ইউনিফর্ম পরিহিত একজন তরুণ আমলা আর দুই ভদ্রমহিলা। আমলাটির সরু লম্বা গলা, কণ্ঠাটা একটু বেরিয়ে আছে, তার চলাফেরার ভঙ্গীটি খুবই লঘু। নেখ্‌লিউদভকে দেখে ভদ্রমহিলাদের কাছ থেকে সরে এসে সুঠাম ভঙ্গীতে হালকা পা ফেলে চলে এলেন ও জিজ্ঞেস করলেন:

'আপনার নাম?'

নেখ্‌লিউদভ নিজের নাম বলাতে তরুণ আমলাটি সঙ্গে সঙ্গে বললেন:

'ব্যারন আপনার কথা বলছিলেন। একটু অপেক্ষা করুন।'

এই বলে আমলা ভিতরের একটি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল, ফিরল শোকসূচক পোশাক-পরিহিতা ক্রন্দনরতা একজন মহিলাকে নিয়ে। মহিলার মুখের সামনের ওড়নাটা জড়িয়ে গেছে — রোগা রোগা আঙুল দিয়ে তিনি সেটি টেনে নামানোর চেষ্টা করছেন চোখের জল ঢাকবার জন্য।

এবার তরুণ আমলাটি লঘু পা ফেলে কর্মকক্ষের দরজার পাল্লাটা খুলে নেখ্‌লিউদভকে বললেন:

'আসুন আপনি।'

নেখ্‌লিউদভ ঢুকে দেখল প্রকাণ্ড একটা লেখার টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে আছেন মাঝারি মাথার আঁটোসাঁটো এক ভদ্রলোক, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরনে ডবল ব্রেস্ট কোট, মুখখানা খুব খুশি খুশি। গোলাপী মুখখানায় যেন দয়া-মাখানো। দাড়ি গোঁপ সাদা বলে মুখখানা নজরে পড়ার মতো। সহৃদয় হাসি হেসে ব্যারন নেখ্‌লিউদভকে বললেন:

'খুব খুশি হলাম আপনাকে দেখে। আপনার মায়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল আমার পরিচয় ছিল, আমরা ছিলাম পরস্পরের বন্ধু। ছেলেবেলায় আপনাকে

দেখেছি, বড়ো হয়ে অফিসার হবার পরেও। বসুন বসুন, বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি...'

নেখ্লিউদভ ফেদোসিয়ার কাহিনী শুরু করতেই উনি খাটো করে ছাঁটা সাদা চুল মাথাটা নাড়াতে নাড়াতে বলতে লাগলেন:

'বলুন, বলুন। আমি ঠিকই বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। খুবই মর্মস্পর্শী। আবেদন-পত্রটা দাখিল করে দিয়েছেন তো?'

পকেট থেকে লেফাপাটা বের করে নেখ্লিউদভ বলল:

'আবেদন-পত্র আমার সঙ্গেই আছে। ভাবলাম দাখিল করার আগে আপনার সঙ্গে একবার কথা বলে নেব — যাতে মামলাটা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হয়।'

'ভালো করেছেন, খুবই ভালো করেছেন। আমি নিজেই দরবারে রিপোর্টটা পেশ করব।'

হাসি হাসি মুখখানিতে একটা অনুকম্পার ভাব ফুটিয়ে তোলার বৃথা চেষ্টা করে ব্যারন বলে চললেন:

'সত্যি, খুবই মর্মস্পর্শী। বোঝাই যায় বিয়ের সময় ছিল নিতান্ত নাবালিকা। স্বামীর আচরণ নিশ্চয় রূঢ় ও অভব্য হয়ে থাকবে এবং সেই কারণে বালিকা বধূর মন তখনকার মতো প্রতিহত হয়ে থাকবে। তারপর দু'জনে অল্পে অল্পে পরস্পরের প্রেমে পড়ে থাকবে নিশ্চয়। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমিই রিপোর্ট দেব।'

'কাউন্ট্ ইভান মিখাইলভিচ বলছিলেন তিনিও এবিষয়ে কিছু বলতে চান।'

নেখ্লিউদভের এই কথাটা শোনামাত্র ব্যারনের মুখের ভাব একেবারে বদলে গেল। বললেন:

'আপনি তা হলে আবেদন-পত্রটা আমার দপ্তরেই দাখিল করে দিন। আমার যতটুকু করার আমি করব।'

ইত্যবসরে তরুণ আমলাটি আবার একবার স্টাডিতে প্রবেশ করলেন তাঁর সেই লোকদেখানো সুঠাম ভঙ্গীতে। এসে বললেন:

'ওই ভদ্রমহিলাটি বলছিলেন আরো দু-চারটে কথা নিবেদন করতে চান...'

'বেশ তো, আসতে বলুন। আঃ mon cher, দেখছেন তো, কত চোখের জল ফেলা আমাদের দেখতে হয়। যদি সব চোখের জল মুছতে আমরা পারতাম...। যতটুকু সাধ্য করে যাই।'

মহিলা প্রবেশ করেই বললেন:

'আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ও যেন কিছুতে ওর মেয়েকে ছেড়ে না দিতে পারে — যেন সে অনুমতি ওকে কিছুতে না দেওয়া হয়, কারণ ও তো তৈরি হয়েই...।'

'আমি তো ইতিপূর্বে আপনাকে বলেইছি আমার যথাসাধ্য আমি করব।'

'ঈশ্বরের দোহাই, ব্যারন। একটি মায়ের প্রাণ তাহলে রক্ষা পায়।'

এই বলে মহিলা ব্যারনের হাতটা ধরে চুম্বন করতে লাগলেন।

'সব কিছু করা হবে।'

মহিলা বেরিয়ে যাবার পর নেখ্লিউদভও উঠল বিদায় নিতে।

'আমরা যথাসাধ্য করব। বিচারমন্ত্রকের সঙ্গে মামলাটা আলোচনা করে নেব, ওঁদের সিদ্ধান্তটুকু পেলে আমাদের দিক থেকে যা করণীয়, নিশ্চয় করব।'

নেখ্লিউদভ স্টাডি থেকে বেরিয়ে আবার ঢুকল দপ্তরে, দেখল সেনেটের দপ্তরটা যেমন এটাও প্রায় তেমনি — প্রকান্ড কক্ষ, জমকালো আসবাবপত্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মার্জিত-ব্যবহার সব আমলা, পোশাকে পরিচ্ছদে কথায় বার্তায় বিশিষ্ট।

নেখ্লিউদভ নিজের অজান্তেই ভাবতে লাগল:

'ওঃ এদের সংখ্যা যে কত! কত যে এদের সংখ্যা! সবার কেমন হৃষ্টপুষ্ট চেহারা! কী-রকম সাফসুতরো এদের হাত, এদের শার্টগুলো সব ধবধবে। আর জুতোগুলো কেমন পালিশ করা — কারা করে এসব? জেলখানার সব কয়েদীদের তুলনায় ত দূরের কথা গ্রামের সব চাষীদের তুলনায়ও কী আরামেই না এরা আছে!'

১৯

পিটার্সবুর্গের দুর্গে যে-সব রাজবন্দী আটক ছিল তাদের দুরদৃষ্ট লাঘব করার ক্ষমতা যাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল তিনি ছিলেন জার্মান বংশসম্ভূত একজন ব্যারন, খ্যাতনামা এক জেনারেল। লোকে বলত বেশি বয়সে তাঁর বুদ্ধিতে ঘুণ ধরেছে। তিনি বহু সম্মানসূচক পদকাদি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু সদাসর্বদা ধারণ করতেন একটিই — সেটি একটি সাদা ক্রস। তিনি

এই পদকটিকে বহু মান দিতেন; এটি তিনি লাভ করেছিলেন যখন ককেশাস অঞ্চলে ছিলেন রাশিয়ার সেনাপতিরূপে; একদল রুশ চাষীকে ধরে এনে তাদের মাথার চুল ছেঁটে, ইউনিফর্ম পরিয়ে, হাতে বন্দুক-সঙ্গিন দিয়ে, একটি বাহিনী গঠন করে পাঠিয়েছিলেন ককেশাসে। সেখানকার জনগণ নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, গৃহপরিবার রক্ষার জন্য রুশ সরকারের বিরুদ্ধে যে-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, তিনি তা সমূলে ধ্বংস করেন, তাঁর আদেশে রুশ বাহিনী সহস্রাধিক ককেশীয়কে হত্যা করে। পরবর্তী কালে তিনি পোল্যান্ডে রুশবাহিনীতে কাজ করেছেন, সেখানেও রুশচাষীদের দিয়ে নানারকম বহু অপরাধ করিয়েছিলেন এবং সেই জন্য আরো অনেক পদক ও মর্যাদাসূচক প্রতীকচিহ্ন পেয়েছিলেন তাঁর ইউনিফর্ম অলংকরণের জন্য। তারপর তিনি আরো কোথায় যেন গিয়েছিলেন। যেহেতু এখন তাঁর বয়স হয়েছে, শরীরের শক্তি হ্রাস পেয়েছে, সহৃদয় সরকার তাঁকে দুর্গাধিপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন — পদাধিকার বলে তিনি পেয়েছেন একটি ভালো আবাসগৃহ, উচ্চ বেতন ও পদমর্যাদা। 'উপরওয়ালারা' বন্দী-দুর্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-সব আদেশ নির্দেশ, নিয়মকানুন বেঁধে দিয়েছেন, ব্যারন সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকেন, তাঁর কাছে এসব আদেশ প্রায় প্রত্যাদেশের মতো, তিনি মনে করতেন পৃথিবীতে আর সব কিছুর অদলবদল ঘটতে পারে, কিন্তু 'উপরওয়ালাদের' বেঁধে-দেওয়া নিয়মকানুন অমোঘ, অপরিবর্তনীয়। তাঁর নিজস্ব কর্তব্যের ধারাটা হল এই যে পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সমস্ত রাজবন্দীদের এমন ভাবে নির্জন কারাবাসে রাখতে হবে যাতে দশ বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা অর্ধেকে দাঁড়ায় — কারো কারো যেন মাথা খারাপ হয়, কেউ কেউ যেন যক্ষ্মায় মরে, কেউ কেউ যেন আত্মহত্যা করে অনশনে, কাচের টুকরো দিয়ে ধমনী কেটে, গলায় দড়ি দিয়ে অথবা আগুনে পুড়ে।

বৃদ্ধ জেনারেল এই সব ঘটনার কথা যে না জানতেন তা নয়, কারণ এগুলি ঘটত একপ্রকার তাঁর চোখের সামনে, কিন্তু এসব নিয়ে তাঁর বিবেক-পীড়া আদৌ হত না, তিনি মনে করতেন এগুলি ঝড় জল বজ্রপাতের মতোই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অবশ্য এই সব ঘটনা 'উপরওয়ালা' কর্তৃক, স্বয়ং সম্রাট বাহাদুরের নামে নির্দিষ্ট আজ্ঞা পালনেরই অনিবার্য পরিণতি। ঐ আজ্ঞাগুলি অনিবার্য ভাবে প্রতিপালিত হওয়া দরকার হত আর সেই কারণে তার ফলাফল কী হবে সে কথা চিন্তা করাও নিরর্থক। বৃদ্ধ জেনারেল এ ধরনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো ধৃষ্টতা বলে মনে করতেন। তাঁর মতে,

এই হুকুম তামিল করা অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, তাই এ কাজে যাতে কোন ঢিলেমি না হয় সে জন্য এ নিয়ে মাথা না ঘামানোটাকে তিনি নিজের সৈনিকসুলভ ও দেশপ্রেমিক কর্তব্য গণ্য করতেন।

সপ্তাহে একদিন বৃদ্ধ জেনারেল সারা দুর্গ একবার টহল দেন — প্রত্যেকটি কারাকক্ষ সরেজমিনে তদারক করা তাঁর কর্তব্যের অঙ্গ বিশেষ। তখন তিনি প্রত্যেক বন্দীকে জিজ্ঞেস করেন তাদের কারো কোনো আর্জি আছে কি না। বন্দীদের অনুরোধ উপরোধের অন্ত নেই — অটল গাম্ভীর্যে, দুর্ভেদ্য নীরবতা সহকারে তিনি তাদের সব আর্জি শুনে থাকেন, কিন্তু কোনোটাই কখনো রক্ষা করেন না, কারণ সবগুলিই নিয়মবিরুদ্ধ।

বৃদ্ধ জেনারেলের বাসস্থানের সামনে যখন নেখ্‌লিউদভের গাড়ি গিয়ে থামল, তখন দুর্গের ঘণ্টাঘর থেকে সপ্তম সুরে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল, 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান'। তারপর দুটো বাজল। এই সুরেলা ঘণ্টাধ্বনি শুনে নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ে গেল, ডিসেম্ব্রিস্টদের*) কারো আত্মকথায় একদা ও পড়েছিল এই একই দুর্গে আজীবন বন্দীদের হৃদয়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই সুরেলা ঘণ্টাধ্বনির প্রতিধ্বনিটুকু কী ভাবে বাজত।

ঠিক সেই সময়টাতে বৃদ্ধ জেনারেল বৈঠকখানার দরজা জানালা বন্ধ করে আবছা অন্ধকারে বসে আছেন একটা কাজ-করা টেবিলের ধারে, এক খণ্ড গোটা কাগজের ওপর বাটি চালাচ্ছেন — একটা চায়ের পিরিচ। তাঁকে সাহায্য করছে এক তরুণ আর্টিস্ট, জেনারেলের অধীনস্থ এক কর্মচারীর ভাই। আর্টিস্টের রোগারোগা ভিজে ভিজে দুর্বল আঙুলগুলি চেপে ধরে আছে বৃদ্ধ জেনারেলের শক্ত শক্ত, কুঞ্চিতচর্ম, গেঁটে বাত-ধরা মোটা মোটা আঙুল। দুটি হাত যুক্ত হয়ে উপুড়করা পিরিচটাকে কাগজের ওপর ক্রমাগত ঘুরিয়ে চলেছে, কাগজে বর্ণমালার সব কটি অক্ষর লেখা রয়েছে। জেনারেল প্রশ্ন তুলেছেন মৃত্যুর পর পরলোকগত আত্মারা কী ভাবে পরস্পরকে চিনতে পারবে, পিরিচ সেই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

নেখ্‌লিউদভ যখন একজন আর্দালির হাতে দিয়ে তার কার্ড পাঠাল তখন পিরিচের মাধ্যমে জোআন অব আর্ক-এর আত্মা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। অক্ষরের পর অক্ষর ছুঁয়ে ছুঁয়ে জোআন অব আর্ক-এর আত্মা ততক্ষণে বানান করেছে 'তারা পরস্পরকে চিনবে আত্মার...' কথাগুলো ইতিমধ্যে লেখাও হয়ে গেছে। আর্দালি যখন কার্ড নিয়ে এল তখন পিরিচটা একবার 'প', তারপর 'র'-এর ওপর গিয়ে, শেষকালে 'ম'-তে এসে একেবারে স্থির হয়ে গেল, এদিক ওদিক ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জেনারেলের

ধারণা এর পরের অক্ষরটা হওয়া উচিত 'শ' — জোআন অব আর্ক-এর বলা উচিত পরম শুদ্ধির পর অর্থাৎ পার্থিব মলিনতা থেকে মুক্ত হলেই পরলোকগত আত্মারা পরস্পরকে চিনতে পারবে। ওদিকে আর্টিস্ট ক্রমাগত পিরিচটাকে টানছে 'আ'-এর দিকে, কারণ তার ধারণা জোআন-এর বলা উচিত 'আলোকে' — অর্থাৎ পরলোকগত আত্মারা পরস্পরকে চিনবে তাদের চিন্ময় সত্তার আলোকে। জেনারেল তাঁর ঝাঁকড়া ধূসর ভুরুদুটো কুঁচকে নিবিষ্ট ভাবে তাকিয়ে রয়েছেন পিরিচের ওপরে রাখা তাঁর হাতখানার দিকে, কল্পনা করছেন পিরিচ আপনা থেকে নড়াচড়া করছে, অথচ পিরিচটাকে ক্রমাগত টানছেন 'শ'-এর দিকে। ওদিকে পাণ্ডুর বর্ণ তরুণ আর্টিস্ট, পাতলা চুল ওপর দিকে বুরুশ করে কানের পাশে থোকা থোকা করা, নিস্পৃহ নির্জীব চোখে তাকিয়ে আছে অন্ধকার ঘরের আরো অন্ধকার একটা কোনার দিকে, ঠোঁটদুটো অস্থির ভাবে নাড়িয়ে পিরিচটাকে ক্রমাগত টানছে 'আ'-এর দিকে।

আর্দালি প্রবেশ করায় বাধা পড়ল, জেনারেল মুখখানা একটু বেজার করে কার্ড্‌টা হাতে নিলেন, পাঁশনেটা পরে নিয়ে একটা কাতর ধ্বনি করে পিঠখানা টান করে সোজা উঠে দাঁড়ালেন, ডান হাতের আঙুলগুলো কচলাতে কচলাতে আর্দালিকে বললেন:

'স্টাডিতে বসতে দাও।'

আর্টিস্টও উঠে দাঁড়িয়ে বলল:

'মহামান্য, যদি অনুমতি দেন, আমি একাই শেষ করি। তাঁর উপস্থিতি আমি যেন টের পাচ্ছি।'

'তাই হোক। একাই শেষ করে ফেলুন।'

মুহূর্তে মনস্থির করে জেনারেল গম্ভীর ভাবে তাঁর নির্দেশ দিয়ে, প্রায় কুচ করার ছন্দে দৃঢ় পদক্ষেপে তাঁর স্টাডিতে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

'আপনার দেখা পেয়ে খুব খুশি হলাম। কবে এলেন পিটার্সবুর্গ?'

জেনারেলের কথাগুলি যদিচ বিগলিত, গলার স্বর রীতিমত রূঢ়। লেখার টেবিলের পাশে রাখা একটা চেয়ার দেখিয়ে নেখ্‌লিউদভকে বসতে বললেন।

নেখ্‌লিউদভ জবাবে বলল সে সদ্য এসেছে রাজধানীতে।

'আপনার মা, প্রিন্সেস্‌, ভালো আছেন তো?'

'মা তো মারা গেছেন।'

'মাপ করবেন, খুবই দুঃখিত। আমার ছেলে বলছিল কিছুদিন আগে আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে।'

জেনারেলের ছেলে ঠিক তার বাবার মতো মিলিটারী একাডেমি থেকে পাশ করে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। এখন আছে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হয়ে। গুপ্তচরবৃত্তি নিয়ে ছেলের ভারি গর্ব।

'হ্যাঁ, তাই তো! আমি আপনার বাবার সঙ্গে একই রেজিমেণ্টে ছিলাম। আপনি? সেনাবাহিনীতেই আছেন তো?'

'না, এখন আর নয়।'

জেনারেল ঘাড়খানা একটু কাত করে বুঝিয়ে দিলেন খবরটা শুনে উনি খুশি হন নি।

'আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, জেনারেল।'

'খুব খুশি হলাম শুনে। কী করতে পারি, বলুন।'

'অনুরোধটা একটু যদি অদ্ভুত শোনায়, অনুগ্রহ করে মাপ করবেন। কিন্তু কথাটা আপনাকে না বললেই নয়।'

'বলে ফেলুন।'

'কেল্লায় গুর্কেভিচ নামে একজন বন্দী আছে। তার মায়ের বিশেষ ইচ্ছা ছেলের সঙ্গে একবার দেখা করেন, এবং তা যদি সম্ভব না হয়, তা হলে ছেলেকে কয়েকটা বই পাঠাবার জন্য যেন অনুমতি পান।'

অনুরোধ শুনে জেনারেল খুশি হয়েছেন কি অখুশি হয়েছেন, কিছু বোঝা গেল না। মাথাটা এক দিকে কাত করে কিছুক্ষণ তিনি চোখ বুজে রইলেন, মনে হল বিষয়টা তিনি বিবেচনা করছেন। আসলে তিনি সে-সব কিছুই করছিলেন না, নেখ্লিউদভের অনুরোধ নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই, কারণ তিনি তো ঠিকই জানেন আইনের বাইরে তিনি একটা পাও নড়বেন না। আসলে চোখ বুজে ছিলেন মনটাকে বিশ্রাম দেবার জন্য, চিন্তা বিবেচনা করছিলেন বলে নয়। খানিকটা বিশ্রাম নেবার পর তিনি বললেন:

'দেখুন, ব্যাপারটা আমার উপর নির্ভর করে না। বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতকারের একটা নিয়ম বেঁধে দেওয়া আছে, স্বয়ং সম্রাট বাহাদুর কর্তৃক অনুমোদিত। তার বাইরে তো আমি যেতে পারি না। আর ওই বইয়ের কথা বলছিলেন তো। আমাদের এখানে লাইব্রেরি অনেক আছে, যে সমস্ত বইয়ের অনুমতি আছে সেগুলো তাদের দেওয়া হয়।'

'কিন্তু গুর্কেভিচ চায় বিজ্ঞানের বই, ও পড়াশুনো করতে ইচ্ছুক।'

'ও-সব বাজে কথা, বিশ্বাস করবেন না।'

জেনারেল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন:

'পড়াশুনো করতে চায় না আরো কিছু — নেহাৎই একটা সাড়া তোলা।'

'তা দেখুন, ওদের যা কঠিন অবস্থা তাতে সময় কাটানোর জন্য কিছু তো একটা করতেই হয়।'

জেনারেল বললেন:

'ওরা সব সময় নালিশ করে। আমরা ওদের খুব ভালো করেই চিনি।'

এমন ভাবে কথাগুলো বললেন, মনে হল বন্দীদের তিনি এক ধরণের নিকৃষ্ট প্রাণী বলে বিবেচনা করেন। বলে চললেন:

'এখানে এরা যে-সব সুবিধে পায় তা ক্কচিৎ অন্যান্য জেলখানায়, কয়েদখানায় পাওয়া যায়।'

নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন তিনি দুর্গস্থিত রাজবন্দীরা কী-সব সুখসুবিধা পায় তার তালিকা আওড়ে গেলেন, তাঁর কথা শুনে মনে হল তাঁর এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য বন্দীদের জন্য আরামে বসবাসের ব্যবস্থা করা। বলে গেলেন:

'হ্যাঁ, আগে ব্যবস্থাদি বেশ কঠোরই ছিল, কিন্তু এখন তারা চমৎকার থাকে — তিন পদের ডিনার পায় আজকাল — তার মধ্যে একটা থাকে মাংসের পদ, হয় কট্‌লেট্‌ কিংবা কিমার বল-করি। রবিবারে একটা করে চতুর্থ পদও থাকে — একটা কোনো মিষ্টি। ভগবান করুন যেন প্রত্যেক রুশী এদের মতো ভালো খেতে পায়।'

অতঃপর বুড়ো বয়সের বাচালতাবশত জেনারেল তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে পড়লেন, বন্দীদের অযৌক্তিক দাবিদাওয়া ও তাদের অকৃতজ্ঞতার অনেক অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ তিনি বারবার উল্লেখ করলেন। বললেন:

'ধর্মীয় বিষয়ে লেখা বই এবং পুরাতন পত্রপত্রিকা ওদের পড়তে দেওয়া হয়। আমাদের একটা লাইব্রেরিতে এসব থাকে, কিন্তু কদাচিৎ এসব তারা পড়ে। প্রথম প্রথম একটু আগ্রহ দেখায়, পরে দেখা যায় নতুন বইগুলোর পাতা কাটা হয় না এবং পুরনো বইয়ের পাতা ওলটানো হয় না।'

জেনারেলের মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেল। বললেন:

'পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমরা ছোট ছোট কাগজের টুকরো কেটে বইয়ের পাতার মধ্যে রেখে দিয়ে দেখেছি টুকরোগুলো যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে, অর্থাৎ কেউ বই উলটে পালটে দেখেও নি। লিখতেও দেওয়া হয় ওদের — প্রত্যেককে একটি করে স্লেট ও স্লেট পেন্সিল — যাতে লিখে সময় কাটাতে পারে। একবার লেখা হয়ে গেলে স্লেট মুছে আবারও তো লিখতে পারে—কিন্তু ওরা পড়েও না, লেখেও না। প্রথম প্রথম এসে

লেখাপড়া করার সুযোগ-সুবিধার জন্য চেঁচামেচি করে, কিন্তু পেলে পর সদ্ব্যবহার করে না। কেবল গোড়াতেই যা অস্থিরতা। কিছুদিন পরে আর উচ্চবাচ্য করে না, বেশ শান্ত হয়ে থাকে, নাদুস-নুদুস হয়ে পড়ে।'

জেনারেল কথাগুলো বলে গেলেন, কিন্তু সে-সব কথার পরোক্ষ তাৎপর্য যে কত সাংঘাতিক তাঁর মনে ঘুণাক্ষরে উদয় হল না।

নেখ্লিউদভ টেবিলের পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে বুড়ো জেনারেলের ভাঙা ভাঙা গলায় এই সব কথা শুনে গেল, লক্ষ্য করল ওঁর সব অনমনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ঝাঁকড়া ধুসর ভ্রূর নিচে ওর দীপ্তিবিহীন দুটি চোখ, পরিষ্কার ক্ষৌরি-করা ওঁর থলথলে চিবুকটা যা ধরে রেখেছে মিলিটারি ইউনিফর্মের শক্ত কলার, দেখল সেই সাদা ক্রস্‌টা যা নাকি জেনারেল অর্জন করেছিলেন বহু নির্দোষ ব্যক্তিকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে এবং যা ধারণ করে তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। নেখ্লিউদভ স্পষ্টই বুঝল বুড়ো জেনারেলের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, তাঁর কথার মানে তাঁকে বুঝিয়ে দেবার কোনো অর্থ হয় না। তবু আবার একবার চেষ্টা করে কথা পাড়ল অন্য কেস্‌টার — বন্দিনী শুস্তভার কথাটা। আজ সকালেই খবর পেয়েছে শুস্তভাকে খালাস করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে।

'শুস্তভা? — শুস্তভা! এত সব নাম কি ছাই মনে রাখা যায়?'

কথাটা এমন ভাবে বললেন যেন সংখ্যায় অধিক হওয়াটা রাজবন্দীদেরই অপরাধ। ঘণ্টা বাজিয়ে সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠাতে বললেন। সেক্রেটারি না আসা পর্যন্ত জেনারেল ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে গেলেন নেখ্লিউদভকে পুনরায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য রাজী করাতে। বললেন, এই মুহূর্তে সামরিক বাহিনীতে সৎস্বভাব ও উন্নতমনা লোকের বিশেষ প্রয়োজন জারের পক্ষে, দেশের পক্ষে — 'দেশের পক্ষে' কথাটি তিনি যোগ করলেন স্পষ্টতই বাচনের সৌকর্যবৃদ্ধির জন্য। আর নিজেকে তিনি যে ঐ সৎস্বভাব ও উন্নতমনা লোকদের একজন বলে গণ্য করেন সেটাও বেশ বোঝা গেল।

'আমি তো বুড়ো মানুষ, তবু আমি যত দিন আমার শরীরে কুলোবে — এই সামরিক বাহিনীতেই থাকব।'

ইত্যবসরে সেক্রেটারি এসে ঢুকল — শুকনো রোগা মতন মানুষ, কিন্তু চঞ্চল চোখদুটিতে বেশ বুদ্ধির দীপ্তি। এসে জানাল শুস্তভাকে বন্দী রাখা হয়েছে অন্য কোনো একটা সুরক্ষিত স্থানে এবং তাকে খালাস করার জন্য এখনো কোনো অর্ডার আসে নি।

'যেমন অর্ডার পাব তেমনি ছেড়ে দেব—সেই দিনই। আমরা এদের ধরে রাখতে কেন চাইব? এরা তো আমাদের পেয়ারের অতিথি নয়।'

এই বলে জেনারেল আবার একবার কৌতুকহাস্য করার চেষ্টা করলেন এবং তাঁর বার্ধক্যগ্রস্ত মুখের চেহারাটা কদাকার বিকৃত হয়ে উঠল।

বৃদ্ধের প্রতি একটা নিদারুণ ঘৃণা ও অনুকম্পার ভাবটুকু কোনো প্রকারে দমন করে নেখ্‌লিউদভ উঠে দাঁড়াল। বৃদ্ধের মনে হল বুদ্ধিসুদ্ধি না থাকায় ছেলেটি যদিচ কুপথে চলেছে, তবু রেজিমেণ্টে তাঁর প্রাক্তন সতীর্থের ছেলে তো, সুতরাং বিদায় করার আগে তাকে দু-চারটে সদুপদেশ দিয়ে বিদায় করাটাই ওঁর কর্তব্য। নির্দ্বিধায় দৃঢ় কণ্ঠে তিনি নেখ্‌লিউদভকে বললেন:

'উঠছেন তা হলে? বিদায়। একটা কথা বলি কিছু যদি মনে না করেন। অবশ্য স্নেহবশতই বলছি। এই কেল্লা-কারাগারে যারা থাকে তাদের সংসর্গে না আসাটাই ভালো। এদের মধ্যে একজন এমন কেউ নেই যাকে নির্দোষ বলা যায়। সকলেই এদের মধ্যে দুশ্চরিত্র দুর্নীতিপরায়ণ। আমরা এদের হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছি।'

জেনারেল সত্যিই কিন্তু তাঁর এই কথাগুলি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। কথাগুলি সত্য বলে নয়, কথাগুলি সত্যি যদি না হয় তা হলে তিনি তাঁর আত্মসম্মান রক্ষা করবেন কী উপায়ে? আজ তিনি নিজেকে মনে করেন তিনি জার ও দেশের সেবায় আত্মনিবেদিত একজন মহাপুরুষ। যদি তাঁর বিশ্বাস মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয় তবে তিনি তো নিতান্ত কাপুরুষ বলে প্রমাণিত হবেন — এমন একজন কাপুরুষ যিনি বৃদ্ধ বয়সে অর্থবিত্তে আরামে থাকবেন বলে নিজের বিবেকবুদ্ধি বেচে দিয়েছেন 'উপরওয়ালাদের' কাছে। তিনি বলে চললেন:

'সব চাইতে ভালো হয় যদি সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। জার এবং দেশ চায় কর্তব্যপরায়ণ সৎ লোক। ভাবুন একবার কী রকম দশা হত আমি এবং আমার মতো আরো অনেকে যদি সেনাবাহিনীতে না থাকতাম— এই আপনার মতো? কে বা কারা থাকত তা হলে? আজ আমরা কেবলি অনুযোগ করছি দেশ ঠিক পথে চলছে না; চলবে কী করে যদি সরকারকে আমরা মদত না জোগাই?'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেখ্‌লিউদভ অনেকখানি নত হয়ে বৃদ্ধের চওড়া হাড়-বের করা হাতখানা নিয়ে বিদায়সূচক করমর্দন করল। বৃদ্ধ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন যেন নিতান্ত অনুগ্রহভরে।



পিটার-পল্ দর্গ

নেখ্‌লিউদভ চলে যাবার পর জেনারেল তাঁর মাথাখানা খুব অখুশির ভঙ্গিতে নাড়ালেন। তার পর নিজের কোমরটা মালিশ করতে করতে ফিরে গেলেন ড্রইং রুমে। সেখানে আর্টিস্ট তখনো তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন। জোআন অব আর্ক-এর আত্মা যে জবাবটা দিয়েছে, ইতিমধ্যে সেটা কাগজে লেখা হয়ে গেছে। পাঁশনেটা নাকের ওপর চড়িয়ে জেনারেল পড়তে লাগলেন:

'তারা পরস্পরকে চিনবে আত্মার পরম আলোকে — সে আলোক বিচ্ছুরিত হবে তাদের চিন্ময় সত্তা থেকে।'

একটা সায় দেবার সুরে জেনারেল বললেন 'আ!' তারপর খানিকক্ষণ চোখ বুজে থাকার পর বলে উঠলেন:

'কিন্তু সকল দেহবিমুক্ত আত্মা থেকে যদি একই রকম আলোক বিচ্ছুরিত হতে থাকে তা হলে কী করে চিনব কে কোন্ জন?'

আবার আর্টিস্টের আঙুলে নিজের আঙুল গলিয়ে পিরিচের ওপর হাত চেপে জেনারেল বসলেন।

ফীটন্-গাড়ির কোচম্যান বাড়িটার গেট্খানা পেরিয়ে যেতে যেতে নেখ্‌লিউদভের দিকে পিছন ফিরে বলল:

'ভারী নীরস একঘেয়ে-মতন জায়গাটা, কর্তা। আমি তো একবার ভাবলাম সওয়ার ছেড়েই চলে যাই।'

নেখ্‌লিউদভ কোচম্যানের কথায় সায় দিয়ে বলল:

'ঠিকই জায়গাটা ভারি নীরস।'

একটা লম্বা নিশ্বাস টেনে নেখ্‌লিউদভ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দু'চোখ ভরে দেখতে লাগল আকাশে ভাসমান ধূসর মেঘের দিকে। নেভা নদীর ওপর নৌকো স্টিমার ভেসে চলেছে — জলের ওপর রুপোলি রেখা কেটে কেটে। খুব ভালো লাগল দেখতে।

২০

পরদিন ছিল মাস্‌লভা মামলার শুনানী সেনেটে।

সেনেট-অট্টালিকার জাঁকালো প্রবেশ দ্বারের সামনে নেখ্‌লিউদভ মিলিত হল উকিল ফানারিনের সঙ্গে। সামনের রাস্তায় অনেকগুলি ঘোড়াগাড়ি

সওয়ার নামিয়ে ফিরতি সওয়ারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রবেশ-দ্বারের অনতিদূরে একটা প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় — চমৎকার সিঁড়িটা, দেখলেই সম্ভ্রম হয়। ফানারিনের সঙ্গে নেখ্লিউদভ উঠে গেল দোতলায়; ফানারিন এখানকার অন্ধিসন্ধি সব জানেন, দোতলায় উঠে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে একটা প্রকাণ্ড দরজা দিয়ে নেখ্লিউদভকে নিয়ে ঢুকলেন। দরজার মাথায় উৎকীর্ণ করা আছে নূতন আইন-কানুন প্রবর্তনের তারিখ।

একটা লম্বা সরু ক্লোক্রুমে ঢুকে ফানারিন ওভারকোট খুললেন, পরিচারকের কাছ থেকে জেনে নিলেন সকল সেনেটরই এসে গেছেন, সর্বশেষের জন সদ্য এসেছেন। ফানারিনের পরনে সেই কালো পক্ষীপুচ্ছ কোট, কড়া ইস্ত্রি-করা সাদা শার্টের বুকের ওপর সাদা টাই, মুখে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। ওভারকোট ছেড়ে ফানারিন ঢুকলেন পাশের কামরায়, তার ডান দিকে একটা টেবিল ও প্রকাণ্ড একটা আলমারী, বাঁ দিকে একটা ঘোরানো সিঁড়ি, তা দিয়ে নেমে আসছেন বগলে পোর্টফোলিও নিয়ে জাঁকালো ইউনিফর্ম পরিহিত একজন আমলা। এই কামরায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন কুলপতিসদৃশ একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক — শ্বেতশুভ্র চুল ঘাড় অবধি নেমে এসেছে, পরনে একটি হ্রস্ব কোট ও ধূসর রঙের ট্রাউজার, দু'জন আর্দালি সসম্ভ্রমে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক সেই প্রকাণ্ড আলমারীর মধ্যে ঢুকে পাল্লাটা বন্ধ করে দিলেন।

ফানারিন দেখতে পেলেন তাঁরই মতো কালো ড্রেস কোট ও সাদা টাই পরা সতীর্থ উকিলকে — এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সোৎসাহে আলাপ জুড়ে দিলেন। নেখ্লিউদভ ততক্ষণ লক্ষ্য করে দেখতে লাগল কামরায় উপস্থিত অপর সব লোকদের -- সংখ্যায় তারা পনরো জনের বেশি হবে না, দু'জন তাদের মধ্যে মহিলা, পাঁশনে-পরা একজন তরুণী, অন্য জনের পাকা চুল। সেদিন একটা মানহানিকর রচনা প্রকাশ সংক্রান্ত মামলা শুনানীর কথা। সেই সুবাদে অন্য দিনের তুলনায় একটু যেন বেশি সংখ্যক দর্শক এসেছে — বেশির ভাগ লোকই সাংবাদিক জগতের।

সেনেটের নকিবটি বেশ সুপুরুষ — গণ্ডদুটি রক্তিম, পরনে জমকালো ইউনিফর্ম, এক খণ্ড কাগজ হাতে গিয়ে দাঁড়াল ফানারিনের সামনে ও জিজ্ঞেস করল কী কাজে তাঁর আসা। মাস্লভার মামলার ব্যাপারে ফানারিন এসেছেন জেনে কাগজে কী যেন লিখে অন্য দিকে চলে গেল। প্রকাণ্ড সেই আলমারীর পাল্লাটা খুলে গেল, কুলপতির মতো দেখতে সেই প্রশান্তদর্শন বৃদ্ধটি বেরিয়ে এলেন। পরনে এখন তাঁর সেই হ্রস্ব কোটের

পরিবর্তে জরিজড়োয়া-খচিত জমকালো পরিচ্ছদ — বুকের ওপর উজ্জ্বল ধাতুর পাত, নূতন পোশাকে বৃদ্ধকে দেখাচ্ছে পাখির মতো। এই অদ্ভুত হাস্যকর পোশাকে বৃদ্ধ নিজেও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকবেন, তিনি তাই অনভ্যস্ত দ্রুত পায়ে প্রবেশ-পথের উলটো দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

'ইনিই হলেন বে — একজন সর্বশ্রদ্ধেয় সেনেটর।' ফানারিন নেখ্লিউদভকে জানালেন। তারপর তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সমব্যবসায়ী অন্য উকিলের সঙ্গে এবং বললেন যে-মামলার এখন শুনানী হতে চলেছে তাঁর মতে, সেটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক হবে।

মামলার শুনানী কিছুক্ষণ বাদেই শুরু হল। নেখ্লিউদভ ও অন্যান্য শ্রোতারা বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে শুনানী-কক্ষে প্রবেশ করল। শ্রোতারা সবাই, মায় ফানারিন একটা রেলিং-এর পিছনে গিয়ে বসল। কেবল পিটার্সবুর্গের সেই উকিল ভদ্রলোক রেলিং-এর সামনে একটি ডেস্ক-এর পাশে এগিয়ে গেলেন।

সেনেটের শুনানী-কক্ষটি জেলা আদালতের কক্ষের মতো তেমন প্রশস্ত নয়, আসবাবপত্রও তুলনায় একটু যেন সাদামাটা, কেবল সেনেটরদের সামনে যে-লম্বা টেবিল পাতা ছিল, তার ঢাকনাটা সোনালী জরির কাজ-করা লাল মখমলের — সবুজ বনাত-কাপড়ের নয়। কিন্তু অন্যান্য আদালত গৃহে যে-সব বস্তুসামগ্রী থাকে — যথা আয়না, বিগ্রহ এবং সম্রাটের পোর্ট্রেট — সে সবই ছিল সেখানে।

নকিব যথাযথ গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল: 'আদালত আসছেন।' উপস্থিত সকলে যথাযথ ভাবে দাঁড়াল আদালতের সম্মানে। এখানেও, ইউনিফর্ম-পরিহিত সেনেটরগণও একে একে প্রবেশ করে নিজের নিজের উঁচুপিঠ চেয়ারে উপবিষ্ট হয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকলেন — মুখের ভাবটা যথাসম্ভব অবিকৃত ও স্বাভাবিক রেখে।

উপস্থিত ছিলেন চারজন সেনেটর। সভাপতিত্ব করছিলেন নিকিতিন — পরিষ্কার ক্ষৌরি করা লম্বাটে ধরনের মুখ, চোখে যেন ইস্পাতের ধার; উল্ফ — ঠোঁটদুটো বেশ শক্ত করে চেপে আছেন, ছোট সাদা দুটি হাত দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা নথীপত্র ঘাঁটছেন; স্কভরোদ্নিকভ — ওজনে ভারী মোটা মানুষ, মুখে বসন্তের দাগ — বিশিষ্ট আইনজ্ঞ; আর ছিলেন বে — সেই কুলপতিসদৃশ সেনেটর, যিনি সবশেষে প্রবেশ করলেন।

সেনেটরদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন সেনেটের চীফ সেক্রেটারি ও পাবলিক প্রসিকিউটর — রোগা, পরিষ্কার ক্ষৌরি-করা, মাথায় মাঝারি

যুবক, খুবই ময়লা গায়ের রঙ, কালো কালো বিষণ্ণ দুটি চোখ। তাঁকে দেখেই নেখ্লিউদভ চিনতে পারল — যদিচ পরনে তাঁর অদ্ভুত ধরনের ইউনিফর্ম এবং ছ'বছর ধরে দেখাসাক্ষাত নেই — ছাত্রাবস্থায় ইনি ছিলেন নেখ্লিউদভের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম।

ফানারিনের দিকে ফিরে নেখ্লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'ইনি কি পাবলিক প্রসিকিউটর সেলেনিন?'

'হ্যাঁ। কেন জিজ্ঞেস করলেন?'

'আমি এঁকে ভালো করে চিনি — চমৎকার মানুষ।'

'একজন ভালো পাবলিক প্রসিকিউটরও বটেন — কাজের লোক। একে ধরতে পারলে কাজে দিত।'

নেখ্লিউদভের মনে পড়ল বন্ধু হিসাবে সেলেনিন ওর কতই অন্তরঙ্গ ছিল, তখন লক্ষ্য করেছে ওর নানা গুণ — ওর নির্দোষ নিষ্পাপ চরিত্র, ওর সততা এবং সহজাত শিষ্টাচার। ফানারিনকে বলল:

'উনি অন্তত ওঁর বিবেকের নির্দেশে কাজ করে যাবেন।'

মানহানির মোকদ্দমাটা ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। সেদিকে কান রেখে ফানারিন ফিস্ফিস্ করে বললেন:

'হ্যাঁ, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আর সময় নেই।'

জেলা-আদালত মোকদ্দমায় যে-রায় দিয়েছিলেন, আপীল আদালত সেই সিদ্ধান্তই বহাল রাখায়, এখন আপীল আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে যে-আপীল দায়র করা হয়েছে, তাই নিয়ে আজকের মামলা।

নেখ্লিউদভ শুনতে লাগল, সে খুব চেষ্টা করছিল মামলার ব্যাপারটা ঠিক মতো বুঝে নিতে, কিন্তু দেখল জেলা-আদালতে যেমনটা ঘটেছিল সেনেটেও ঠিক তেমনি ঘটছে অর্থাৎ মামলার মোদ্দা কথাটা নিয়ে কেউ কিছু বলছে না, আলোচনা হচ্ছে কিছু কিছু আনুষাঙ্গিক ব্যাপার নিয়ে। সীমিত দায়বিশিষ্ট কোনো এক কোম্পানীর ডিরেক্টরের প্রতারণার খবর কাগজে ফাঁস করে দেবার ফলে এই মামলার সূত্রপাত। নিখ্লিউদভের মনে হয়েছিল এই মামলার মুখ্য আলোচ্য হওয়া উচিত একটিই — কোম্পানীর ডিরেক্টর সত্যই তাঁর ন্যাসাধীন সম্পত্তি অন্যায় ভাবে খরচ করছেন কি না এবং যদি তা করে থাকেন, কী ভাবে তা রহিত করা যেতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্যই নেই। আলোচনার বিষয় ছিল কেবল এই যে লেখাটা তাঁর কাগজে প্রকাশ করার জন্য সম্পাদকের আইনত কোনো অধিকার ছিল কি না, এবং লেখাটা প্রকাশ করে তিনি

ঠিক কী অপরাধ করেছেন — মিথ্যা অপবাদ বা কলঙ্ক রটিয়েছেন না মানহানিকর কুৎসা প্রচার করেছেন, অপবাদের মধ্যে কি কুৎসা অন্তর্ভুক্ত কিংবা কুৎসার মধ্যে অপবাদ। সাধারণ মানুষের কাছে মামলাটা আরও দুর্বোধ্য করে তোলার জন্য কোনো এক জেনারেল ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত নানারকম প্রস্তাব ও সংবিধানের উল্লেখ করা হচ্ছিল নজির বা প্রমাণ হিসাবে।

নেখ্‌লিউদভের কাছে স্পষ্টত যে-কথাটা প্রতীয়মান হল তা এই যে, সেদিন উল্‌ফ যতই না বলে থাকুন সেনেট কখনো মূল মামলার ভালোমন্দ নিয়ে বিচার করেন না, বিচার করেন কেবল আইন যথাযথ প্রয়োগ করা হয়েছে কি না সেই প্রশ্ন নিয়ে, আজ কিন্তু এই মামলার ব্যাপারে দেখা গেল আপীল আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য উল্‌ফ উঠে পড়ে লেগেছেন। অপর পক্ষে সংযতবাক্‌ সেলোনিন উল্‌ফের বিরুদ্ধতা করলেন সবিশেষ উষ্মা-সহকারে। তাঁর এই আবেগ দেখে নেখ্‌লিউদভ কিঞ্চিৎ আশ্চর্য বোধ করল; সে তো আর জানে না, সেলোনিন খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে টাকাকড়ির ব্যাপারে কোম্পানীর ডিরেক্টর মশাইয়ের সততা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। উপরন্তু আকস্মিক ভাবে সেলোনিনের কানে এসেছে যে এই মামলার শুনানীর প্রায় আগে এই কারবারীটির বাড়িতে জমকালো ভোজসভায় উল্‌ফ আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন।

উল্‌ফ বেশ আঁটঘাট বেঁধে মামলাটার সংক্ষিপ্তসার সেনেটের সামনে বিবৃত করলেও, বেশ বোঝা গেল কোম্পানীর ডিরেক্টরের প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ পক্ষপাত আছে। বিবৃতি শুনে সেলোনিন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, একটা সাধারণ মামলা নিয়ে সচরাচর এত উত্তেজিত হতে তাঁকে দেখা যায় না। পরিষ্কার দেখা গেল সেলোনিনের বক্তৃতায় উল্‌ফ ক্ষুব্ধ, তাঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠল, চেয়ারে বসে তিনি উশখুস করতে লাগলেন, আকারে ইঙ্গিতে দেখালেন সেলোনিনের উষ্মায় তিনি খুবই আশ্চর্য হয়েছেন। অতঃপর অন্য সেনেটরদের পিছু পিছু উল্‌ফও চলে গেলেন সেনেটরদের বিতর্ক-কামরায়, গম্ভীর মুখখানা বেজার করে।

নকিব আবার একবার এসে ফানারিনকে জিজ্ঞেস করল:

'কোন্‌ মামলার ব্যাপারে এসেছেন আপনি?'

'একবার বলেছি তো — এসেছি মাস্‌লভা মামলার ব্যাপারে।'

'হ্যাঁ, তাই তো। আজই মামলাটার শুনানী হবার কথা... কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' ফানারিন জিজ্ঞেস করলেন।

'দেখুন, সেনেটরদের মনে হয় নি ও-মামলা নিয়ে কোনো বিতর্ক হবে। তাই বলছিলাম কি, বর্তমান মামলায় তাঁদের রায় দেবার পর সেনেটররা আবার এসে বসবেন বলে মনে হয় না। তবু আমি গিয়ে তাঁদের খবরটা দেব।'

'তার মানে?'

'তাঁদের খবরটা দেব, ঠিকই খবরটা দেব।'

এই বলে নকিব পুনরায় তার কাগজে কী-যেন লিখল।

সেনেটররা সত্যই ভেবেছিলেন মানহানিকর কুৎসা প্রচারের মামলাটায় রায় দেবার পর, তাঁরা বিতর্ক-কামরায় বসেই চা-পান ও ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে মাস্‌লভার মামলা ও অন্যসব মামলা নিষ্পত্তি করবেন।

২১

বিতর্ক-কামরার টেবিলের চারি ধারে সেনেটররা সকলে আসনস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে উল্‌ফ সোৎসাহে আপীল আদালতের রায় নাকচ করার সপক্ষে যুক্তিতর্কের অবতারণা শুরু করে দিলেন।

সভাপতি এমনিতেই বিদ্বেষপরায়ণ মানুষ, আজ বিশেষ করে তাঁর মেজাজটা খারাপ। মামলার শুনানীর সময়ই তিনি মনে মনে তাঁর নিজের অভিমত তৈরী করে রেখেছেন, এখন তিনি আর উল্‌ফের কথা শুনছিলেন না, নিজের ভাবনায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত। আজ তাঁর সমস্ত মনটা জুড়ে রয়েছে তাঁর স্মৃতি কথার একটা বিশেষ অংশে, যেখানে তিনি এমন একটা সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন — যখন ভিলিয়ানভকে নিযুক্ত করা হয়েছে বহুকাল ধরে নিকিতিনের একান্ত প্রার্থিত একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে। নিকিতিনের দৃঢ় বিশ্বাস, পদমর্যাদায় সবচেয়ে উঁচু দুটি ধাপের রাজকর্মচারীদের বিষয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের সূত্রে যে-মতামত দেবেন, তা দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-রচয়িতাদের হাতে মূল্যবান মালমশলা যোগাবে। এই তো গত কালই তাঁর স্মৃতিকথার একটি পরিচ্ছেদে তিনি এই ধরনের কতিপয় উচ্চ রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রচুর বিষোদ্‌গার করে বলেছেন যে রাশিয়ার বতর্মান শাসকেরা দেশকে যে-

নিশ্চিত ধ্বংসের পথে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সে-সর্বনাশ একমাত্র তিনিই রোধ করতে পারতেন — যদি না এইসব উচ্চ রাজকর্মচারী তাঁর হাত চেপে ধরতেন — অর্থাৎ তাঁর নিজের বেতন বৃদ্ধির পথে বাধা না সৃষ্টি করতেন। মনে মনে তিনি আত্মপ্রসাদবশে ভাবছেন তাঁর এই পরিচ্ছেদটি ভবিষ্যতের পাঠকদের কাছে একটা নূতন আলোক ফেলবে সমসাময়িক ঘটনার উপর।

উল্‌ফ কী একটা যেন তাঁকে বলছিলেন, কথাটা না শুনেই নিকিতিন জবাব দিলেন:

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

এদিকে বে সামনে রাখা কাগজের ওপর মালার আকারে আঁকিবুকি করতে করতে বিষাদগ্রস্ত মুখে উল্‌ফের কথা শুনছিলেন। বে হলেন নির্জলা উদারপন্থী — বর্তমান শতাব্দীর ষাটের দশকে যে-উদারপন্থী ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তিনি সেটাকে অতি পবিত্র জ্ঞান করতেন। কঠোর নিরপেক্ষতার নীতি কদাপি যদি তাঁকে লঙ্ঘন করতে হত — তিনি সর্বদা তা করতেন উদারপন্থার দিক টেনে। এই মামলায় প্রধানত দুটি বিষয় নিয়ে বিবেচনা করলেন: এক, কুৎসারটনার বিরুদ্ধে আপীল যে করেছে জয়েন্ট-স্টক কোম্পানীর সেই কারবারীটি অসৎ লোক; দুই, কোনো সংবাদপত্র-সেবীকে কুৎসা প্রচারের অভিযোগে যদি দণ্ড দেওয়া হয়, তা হবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচনের তুল্য, সুতরাং বে-এর নিজস্ব প্রবণতা ছিল আপীল অগ্রাহ্য করার।

উল্‌ফ তাঁর যুক্তি সমাপ্ত করার পর বে তাঁর সেই মালার ছবি আঁকা থামিয়ে, মৃদু গলায় একটু বিষাদের সুরে (স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে প্রমাণ করতে যাওয়া তাঁর পক্ষে নিতান্তই ক্লান্তিকর) স্বল্প কথায়, সহজ ভাবে, সকলের প্রত্যয় উৎপাদন করার মতো যুক্তি অবতারণা করে বললেন আপীলকারীর মামলাটা কিছুতেই টেঁকে না। অতঃপর কাগজের ওপর তাঁর সেই পাকা চুল মাথাটা ঝুঁকিয়ে বে পুনরায় তাঁর সেই মালার ছবি আঁকতে লাগলেন।

স্কভরোদ্‌নিকভ এতক্ষণ উল্‌ফ-এর উলটো দিকে বসে তাঁর মোটা মোটা আঙুল দিয়ে দাড়ি গোঁপ মুখের মধ্যে গুঁজছিলেন। বে চুপ করা মাত্র তিনি তাঁর খরখরে গলায় উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন যে যদিচ ডিরেক্টর লোকটি নিতান্তই ইতর চরিত্রের মানুষ, আইনের যুক্তিতে তার বিরুদ্ধে আপীল আদালতের রায় নাকচ করার মতো কোনো ফাঁক যদি থাকত, তা হলে

তিনি নিশ্চয় নাকচ করার সপক্ষে মত দিতেন। যে-হেতু সেরকম কোনো যুক্তি নেই তিনি ইভান সেমিওনভিচের (বে-এর) মতটাই সমর্থন করেন। বেশ বোঝা গেল উল্ফ-এর ওপর এক হাত নিতে পেরে তিনি বেশ খুশি।

সভাপতি নিকিতিনও স্কভরোদ্নিকভের সঙ্গে একমত হওয়ায় স্থির হল আদালতের রায়ই বহাল থাকবে। ডিরেক্টরের আপীল বাতিল করা হল।

উল্ফ খুবই বেজার হলেন যেহেতু সেনেট-এর রায় তাঁর বিপক্ষে গেল এবং প্রকারান্তরে প্রমাণ হল তিনি খানিকটা অসাধু ভাবেই ডিরেক্টরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে চাইছিলেন। অসন্তোষের ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য তিনি দেখাতে চাইলেন এই মামলায় সেনেট যে-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। অস্বাচ্ছন্দ্য ঢাকবার জন্য উল্ফ মাস্লেভা সংক্রান্ত মামলার নথীপত্র যেন গভীর অভিনিবেশে পড়তে শুরু করে দিলেন। ততক্ষণে অন্য সেনেটররা ঘণ্টা বাজিয়ে চা আনবার জন্য হুকুম দিলেন এবং সারা পিটার্সবুর্গের মুখে মুখে সে-দিন যে-আলোচনা চলছিল সেই ডুয়েল-এর প্রসঙ্গ ছাড়াও অপর একটি প্রসঙ্গ তুললেন — এই দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি সরকারের কোনো একটি বিভাগের প্রধান সম্পর্কে। তাঁর বিরুদ্ধে ৯৯৫ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

বে নাক সিঁটকে বললেন:

'কী জঘন্য ব্যাপার!'

স্কভরোদ্নিকভ একটা দোমড়ানো সিগারেট করতলের কাছাকাছি আঙুলের ফাঁকে ধরে কষে টান লাগিয়ে জোর গলায় হো-হো করে হেসে উঠে বললেন:

'কই, আমি তো এর মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখি না। আমি আপনাদের একটি রুশী বই দেখাতে পারি যেখানে একজন জার্মান লেখকের একটি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক খোলাখুলি ভাবে বলেছেন এটা কোনো অপরাধ বলে জ্ঞান করা উচিত নয় এবং পুরুষে-পুরুষে বিবাহ সমাজসম্মত হওয়া উচিত।'

বে বললেন:

'অসম্ভব! এমন প্রস্তাব কেউ করতে পারে না।'

'বেশ তো, বিশ্বাস না হয় বইটা আপনাকে দেখিয়ে দেব।'

এই বলে স্কভরোদ্নিকভ বইটার সম্পূর্ণ নাম এমন কি প্রকাশকের নাম এবং সন তারিখও বলে দিলেন।

'শুনলাম লোকটা নাকি সাইবেরিয়ার কোন একটা শহরের ম্যাজিস্ট্রেট রূপে নিযুক্ত হচ্ছে?'

'চমৎকার! শহরের বিশপ খুব ঘটা করে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। ঐ রকম একজন বিশপকেও ওখানে পাঠানো দরকার। আমি একজনের নাম সুপারিশ করতে পারতাম।'

স্কভরোদ্‌নিকভ এই কথা বলতে বলতে সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ফেলে দিলেন চায়ের কাপের পিরিচে, তারপর নিজের দাড়ি গোঁফ যতটা পারা যায় নিজের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে চিবোতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে নকিব প্রবেশ করে জানাল যে ফানারিন ও নেখ্‌লিউদভ মাস্‌লভার মামলা বিবেচনা করার সময় সেনেটে হাজির থাকার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন।

উল্‌ফ বললেন:

'এই মামলাটা ভারি রোমাণ্টিক।'

অতঃপর তিনি নেখ্‌লিউদভ-মাস্‌লভার সম্পর্কের কথা যতটুকু জানেন, অন্য সদস্যদের জানালেন।

প্রসঙ্গটা খানিকক্ষণ চলার পর সেনেটররা তাঁদের চা-পান ধূমপান সেরে শুনানী-কক্ষে ফিরে গিয়ে কুৎসাপ্রচার সংক্রান্ত মামলায় তাঁদের রায় দিলেন। অতঃপর মাস্‌লভা মামলার আপীলের শুনানী আরম্ভ হল।

উল্‌ফ তাঁর মিনমিনে গলায় আপীলের যুক্তিগুলি প্রায় পুরোপুরি বলে গেলেন, কিন্তু তাঁর এই রিপোর্টের পক্ষপাতটা যে দণ্ডাদেশ মকুব করার সপক্ষে — সে কথা বুঝতে কারো বাকি রইল না।

সভাপতি নিকিতিন ফানারিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'এ-বিষয়ে আপনার কি অতিরিক্ত কিছু বলার আছে?'

ফানারিন উঠে দাঁড়ালেন, কড়া-ইস্ত্রি শার্টের তলায় তাঁর প্রশস্ত বুকখানা চিতিয়ে, প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয় ধরে ধরে, সুচিন্তিত যুক্তিতর্ক অবতারণা করে দেখালেন অন্তত ছয়টি বিষয়ে ফৌজদারী আদালত যথাযথ আইন প্রয়োগ না করে ভুল পথে গিয়েছেন। এও দেখালেন যে আইনের জের না টেনে আসল মামলার ভালোমন্দ দিকটা সংক্ষেপে উল্লেখ করে দণ্ডাদেশ আদৌ সুবিচার সম্মত হয় নি। ফানারিন জোর গলায় বক্তৃতা দিলেন বটে — কিন্তু খুব অল্প কথায়। সেনেটরদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে বললেন যে তাঁরা সকলেই গভীর বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন আইনজ্ঞ, সমস্ত ব্যাপারটার নিহিত তাৎপর্য

তাঁরা ফানারিনের চেয়ে ঢের বেশি ভালো বুঝতে পারবেন নিশ্চয়। সেনেটের সামনে তাঁর এই বক্তৃতা নিতান্তই কর্তব্যের খাতিরে রীতি-রক্ষা।

ফানারিনের এই বক্তৃতার পর স্বতঃই ধারণা হল যে সেনেট ফৌজদারী আদালতের রায় নিশ্চয় নাকচ করে দেবেন। বক্তৃতা শেষ করার পর ফানারিন সদর্প হাসিতে সেনেটের চার দিকে এমন ভাবে তাকালেন যে নেখ্‌লিউদভ ভাবল আপীল-মামলায় ওদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেনেটরদের মুখের দিকে তাকিয়ে ও বুঝতে পারল ফানারিনের দর্পিত হাসিটুকু একান্তই তাঁর নিজস্ব—সেনেটরদের কিংবা পাবলিক প্রসিকিউটরের মুখে একটুও হাসি নেই, বরঞ্চ আছে ক্লান্তি ও বিরক্তি। তাঁরা যেন বলতে চাইছেন:

'তোমার মতো বক্তৃতা আমরা ঢের ঢের শুনেছি — বৃথা বাজে বকুনি।' তাঁরা কেবল তখনই সন্তুষ্ট হলেন যখন উকিল অনর্থক তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন।

ফানারিনের বক্তৃতা শেষ হতেই সভাপতি তাকালেন সেলেনিনের দিকে, সেলেনিন অল্প কথায় পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিলেন দণ্ডাদেশ মকুব করার জন্য যে-সব যুক্তির অবতারণা হয়েছে তার কোনোটাই পর্যাপ্ত নয় সুতরাং তিনি মনে করেন ফৌজদারী আদালতের রায়টাই বলবৎ রাখা বিধেয়। অতঃপর সেনেটররা মামলা মুলতবী রেখে চলে গেলেন তাঁদের বিতর্ক-কামরায়। গোড়ায় সেনেটররা সবাই একমত হতে পারেন নি; উল্‌ফ আপীলের সপক্ষে মত দিলেন; মামলাটা একবার ভালো করে বুঝে নেবার পর বে সোৎসাহে তার পক্ষ অবলম্বন করে ফৌজদারী আদালতের বিচার এমন ভাবে বর্ণনা করলেন যেন সবটুকু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। নিকিতিন বাহ্যিক রীতি-রেওয়াজের ভক্ত, স্বভাবটাও কড়া — সুতরাং তিনি বিপক্ষে মত দিলেন। অতঃপর সবটুকুই নির্ভর করছিল স্কভরোদনিকভের ভোটের ওপর। নৈতিক কারণে নেখ্‌লিউদভ যে মাস্‌লভাকে বিবাহ করার জন্য কৃতসংকল্প, এই খবর শুনে তিনি এমনি বিরক্ত হলেন যে মূলত সেই কারণেই তিনি আপীল অস্বীকার করার দিকে ভোট দিলেন।

স্কভরোদ্‌নিকভ একজন বস্তুবাদী ডারউইনপন্থী; অবাস্তব নীতিবোধ কিংবা ধর্মীয় কোনো ব্যাপার নিয়ে বাহ্যাড়ম্বর তিনি কেবল যে নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ বলে হেয় জ্ঞান করতেন এমন নয়, তিনি মনে করতেন এ-সব যেন প্রকাশ্যে তাঁকে লাঞ্ছনা ও অপমান করা। একজন সামান্য গণিকা নিয়ে এত হট্টগোল, সেনেট-কক্ষে সেই সুবাদে একজন প্রখ্যাত উকিলসহ নেখ্‌লিউদভের হাজিরা, সমস্তটাই তাঁর কাছে

জঘন্য ও অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল। সুতরাং তিনি তাঁর মুখের মধ্যে দাড়িটা ঢুকিয়ে, মুখখানা বিকৃত করে এমন ভান করলেন যেন মামলা-বিষয়ে তিনি আর কিছুই জানেন না, কেবল এইটুকুই জানেন যে আপীলের সপক্ষে যুক্তি যথেষ্ট নেই, সুতরাং তিনি সভাপতির মতে মত দিয়ে বললেন ফৌজদারী আদালতের রায়টাই বহাল থাকুক।

দণ্ডাদেশ মকুব হল না।

২২

ফানারিন পোর্টফোলিয়োতে কাগজপত্র গুছিয়ে নেবার পর তাঁর সঙ্গে সেনেট-কক্ষ ছেড়ে ওয়েটিং রুম যাবার পথে নেখ্‌লিউদভ উত্তেজিত ভাবে বলল:

'সাংঘাতিক! মামলাটা জলের মতো পরিষ্কার, অথচ নিছক রীতি নিয়মের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এ'রা আপীল অগ্রাহ্য করলেন। কী সাংঘাতিক!'

ফানারিন বললেন:

'আদালতেই মামলাটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

নেখ্‌লিউদভ আবার বলল:

'সাংঘাতিক! কী সাংঘাতিক! সেলেনিন পর্যন্ত আপীল অগ্রাহ্য করার সপক্ষে দাঁড়ালেন! এখন কী করা যায়?'

'মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের দরবারে আমরা আপীল পেশ করব। আপাতত আপনি যখন এখানে আছেন তখন নিজের হাতেই দেবেন। আমি আবেদন লিখে দেব।'

ইত্যবসরে ছোটখাটো উল্‌ফ তাঁর ইউনিফর্ম ও তারকাচিহ্নিত পদকে সুশোভিত হয়ে ওয়েটিং-রুমে ঢুকলেন। নেখ্‌লিউদভের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন:

'কিছুই করা গেল না, প্রিন্স্‌। আপীল করার মতো যথেষ্ট যুক্তি ছিল না।'

কথা বলতে বলতে উল্‌ফ তাঁর সংকীর্ণ কাঁধখানা ঈষৎ ঝাঁকিয়ে চোখ বুজলেন। তারপর চলে গেলেন।

উল্‌ফ চলে যাবার পর ঢুকলেন সেলেনিন, সেনেটরদের কাছ থেকে তিনি

শুনেছেন তাঁর ছাত্রাবস্থার পুরাতন বন্ধু নেখ্‌লিউদভ সেনেট-ভবনে উপস্থিত।

সেলেনিনের ঠোঁটে হাসি কিন্তু চোখে বিষাদ মাখা। নেখ্‌লিউদভের দিকে এগিয়ে এসে বললেন:

'এ জায়গায় তোমার দেখা পাব, ভাবতেও পারি নি। জানতামই না তুমি পিটার্সবুর্গে আছো।'

'আমিও জানতাম না তুমি এখন প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর।'

সেলেনিন ভুল শুধরে বললেন:

'প্রধান নয় সহকারী মাত্র।'

তারপর বিষণ্ণ ও হতাশপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'কিন্তু সেনেটে তোমার আগমন কেন? হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে — শুনেছিলাম বটে তুমি এখন পিটার্সবুর্গে, কিন্তু এখানে কেন?'

'এখানে? এখানে এসেছিলাম সুবিচারের আশায়, নিরপরাধ একটি মেয়েকে দণ্ড থেকে বাঁচাতে।'

'কোন্ মেয়েকে?'

'ওই তো, যার মামলায় একটু আগে রায় দেওয়া হল।'

সেলেনিনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বলল:

'ও সেই মাস্‌লভা মামলা। আপীলের সপক্ষে কোঁনো যুক্তিই নেই।'

'ব্যাপারটা আপীল নিয়ে নয়, একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে, যাকে বিনা অপরাধে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে।'

সেলেনিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন:

'তা হয়তো হতে পারে, কিন্তু...'

'হতে পারে কি, হয়েছে...'

'কী করে জানলে হয়েছে?'

'কারণ আমি ছিলাম জুরিদের একজন। আমি জানি কোথায় আমাদের ভুল হয়েছিল।'

সেলেনিন একটু চিন্তা করে বললেন:

'তা হলে তখনই তোমার উচিত ছিল একটি বিবৃতি দেওয়া।'

'বিবৃতি আমি দিয়েছিলাম।'

'সেটি তাহলে সরকারী রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। যদি আপীলের আবেদনের সঙ্গে এটি যুক্ত থাকত...'

সেলোনিন সর্বদা নিজের কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকে বলে সামাজিক দেখাসাক্ষাতে বড় একটা বেরোতে পারেন না। স্পষ্টই বোঝা গেল নেখ্লিউদভের প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের কথা তিনি একেবারেই জানেন না। নেখ্লিউদভ সেটা লক্ষ্য করে মনস্থির করল মাস্লভার সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা সেলোনিনকে আদৌ বলবে না। নেখ্লিউদভ বলল:

'হ্যাঁ, কিন্তু তবু বলব, এমনিতেই তো দেখা যাচ্ছে আদালতের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক।'

'সেনেট তা বলতে পারেন না, সেনেটের সে অধিকার নেই। সেনেট আজ যদি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে অন্য সব আইন আদালতের সিদ্ধান্ত সুবিচার সম্মত হয়েছে কি না পরীক্ষা করতে বসেন, এবং তদনুসারে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত পালটাতে উদ্যত হন তাহলে জুরি প্রথা একেবারে নিরর্থক হয়ে যায়। সেনেটের নিজের অস্তিত্বেরই কোনো ভিত্তি থাকে না, শুধু তা-ই নয়, সেক্ষেত্রে সেনেট সম্ভবত সুবিচারের উচ্চ আদর্শ তুলে ধরার বদলে, স্বয়ং তা লঙ্ঘন করারই ঝুঁকি নিত,' আগের মামলাটির কথা স্মরণ করে সেলোনিন বললেন।

'আমি কেবল এইটুকুই জানি যে মেয়েটি সম্পূর্ণ নিরপরাধ এবং বিনা দোষে দণ্ড ভোগের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার শেষ আশাটুকুও নিভে গেল। দেশের ন্যায়বিচারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান একটি সম্পূর্ণ বে-আইনী ব্যাপারকে স্বীকার করে নিলেন।'

সেলোনিন তার চোখদুটো পিটপিট করে বললেন:

'স্বীকার করে নেবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। মামলার ন্যায় অন্যায় বিচারের ভার সেনেট কখনো নিজের কাঁধে তুলে নেয় নি, তুলে নিতে পারেও না।'

বিষয়ান্তরে চলে যাবার ইচ্ছায় সেলোনিন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন:

'তুমি তো বোধ করি তোমার মাসির ওখানে উঠেছো। গতকাল তিনি আমায় বলেছিলেন তুমি এখানে এসেছ, কাউণ্টেস্ ডেকেওছিলেন আমাকে তোমার সঙ্গে উপস্থিত থেকে বিদেশী যাজকের বক্তৃতা শুনতে।'

সেলোনিনের ঠোঁটে মৃদু হাসি।

সেলোনিন প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়ায় নেখ্লিউদভ একটু বিরক্ত, রাগত ভাবে বলল:

'হ্যাঁ, আমি বক্তৃতায় ছিলাম, কিন্তু অসহ্য বোধ হওয়ায় শেষ হবার আগেই চলে গিয়েছিলাম।'

'অসহ্য বোধ হবে কেন? এক তরফা এবং বিশেষ একটা সম্প্রদায়গত হলেও, বক্তৃতায় নিশ্চয় ধর্মভাবের দ্যোতনা ছিল।'

'ব্যাপারটা বাতিকগ্রস্ত লোকের মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।'

'না হে, না। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে আমরা আমাদের নিজেদের চার্চ সম্পর্কে খুবই কম জানি, তাই নিজেদের ধর্মমতের মূল সূত্রগুলোকেই আমরা নতুন কোনো সত্যোদ্‌ঘাটন বলে মনে করি।'

সেলেনিন এক নিশ্বাসে কথাগুলো এমন ভাবে বললেন মনে হল পুরাতন সতীর্থকে জানিয়ে দিতে চান ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর মতের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

নেখ্‌লিউদভ সবিস্ময় সন্ধানী দৃষ্টিতে সেলেনিনের দিকে একবার নিরীক্ষণ করল। সেলেনিন তাঁর চোখের দৃষ্টি না নামিয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন যে তাতে বেজার ভাব ছাড়া একটা বিরূপ মনোভাবও প্রকাশ পেল। নেখ্‌লিউদভ কঠোর ভাবে জিজ্ঞেস করল:

'তবে কি তুমি চার্চ-এর বদ্ধমূল ধারণাগুলোকে বিশ্বাস করো না কি?'

একটা নির্জীব দৃষ্টিতে নেখ্‌লিউদভের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে সেলেনিন বললেন:

'অবশ্যই করি।'

নেখ্‌লিউদভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'আশ্চর্যের কথা।'

'আচ্ছা, পরে কথা হবে।'

সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে নকিবকে সমীপবর্তী দেখে সেলেনিন বললেন·

'এই যে, আমি এলাম বলে।'

নেখ্‌লিউদভের দিকে ফিরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেলেনিন বললেন:

'হ্যাঁ, দেখা হওয়া অবশ্যই দরকার। কিন্তু তোমার দেখা পাওয়া গেলে তো! সন্ধে সাতটায় আমি ডিনারে বসি, সে সময় আমায় কিন্তু তুমি নির্ঘাৎ পাবে। নাদেজ্‌দিন্‌স্কায়া...' রাস্তার নামটা বলে তিনি বাড়ির নম্বরটাও বললেন।

ঠোঁটে একটা হাসি টেনে সেলেনিন বিদায় নিয়ে বললেন:

'তার পর থেকে অনেক জল গড়িয়ে গেছে।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'পারি যদি যাব নিশ্চয়।'

সেলেনিন চলে যেতে নেখ্‌লিউদভের মনে হল যে-লোকটা একদিন ওর নিতান্ত কাছের মানুষ ও প্রিয়জন ছিল, আজ এই স্বল্পক্ষণস্থায়ী কথাবার্তার পর, কেমন যেন অদ্ভুত দূরের দুর্জ্ঞেয় — এমন কি প্রতিকূল মানুষে পরিণত হয়ে গেল!

২৩

ছাত্রাবস্থায় নেখ্‌লিউদভ যখন সেলেনিনের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়, সে তখন বাবামায়ের সুপুত্র, অকৃত্রিম বন্ধু, অল্পবয়সেই সুশিক্ষিত, জাগতিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ, পরের মন বুঝে চলায় দক্ষ, সর্বদাই সুরুচিপূর্ণ; সুদর্শন, অথচ অত্যন্ত সত্যবাদী ও সৎ লোক। খুব বেশি চেষ্টাচরিত্র না করলেও লেখাপড়ায় ভালো ছিল, অথচ পাণ্ডিত্যের অভিমান তার ছিল না, উৎকৃষ্ট সব প্রবন্ধ রচনা করে স্বর্ণপদক লাভ করত।

সেলেনিনের তরুণ বয়সের লক্ষ্য ছিল কেবল কথায় নয়, কাজেও লোকের সেবা করা। ওর মনে হয় দেশের মানুষকে সেবা করার প্রকৃষ্ট উপায় হল দেশের রাষ্ট্রিক কাজে আত্মনিয়োগ করা। অতএব ইউনিভার্সিটির পাঠক্রম সাঙ্গ করেই ও সুসম্বদ্ধ ভাবে রাষ্ট্রিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে — নিজের ঈপ্সিত একটা কর্মক্ষেত্র খুঁজে নেবার জন্য। ওর ধারণা হয় সচিবালয়ের দ্বিতীয় বিভাগে — যেখানে আইন-কানুন প্রণয়ন করা হয় — সেখানে প্রবেশ করতে পারলে ওর জনসেবার কাজটা সুগম হয়, সুতরাং সেই বিভাগেই সেলেনিন তার প্রথম চাকুরী গ্রহণ করে। নূতন পদে তার উপর ন্যস্ত কর্তব্যকর্ম যথাযথ ও ঠিক ভাবে সম্পন্ন করলেও, ওর মনে হল সেই দ্বিতীয় বিভাগে চাকুরী করে গেলে ওর বাঞ্ছিত মতো সমাজ সেবার কাজ ও করতে পারবে না, ওর মনে সেই চেতনা জাগবে না যে ও 'ঠিক কাজ' করে চলেছে।

অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল যখন ক্ষুদ্রমনা ও দাম্ভিক বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে ওর খিটিমিটি বাধল। সেই সময় ও সচিবালয় ছেড়ে দিয়ে সেনেটের কাজে যোগ দেয়। কিন্তু এখানকার কাজটা

পূর্বের কাজের তুলনায় কিঞ্চিৎ ভালো হলেও ওর অসন্তোষের ভাবটা কাটল না, ক্রমাগত মনে হতে লাগল যেমনটা হওয়া উচিত, যেমনটা ও আশা করেছিল — কাজটা যেন তেমন নয়।

সেনেটের কাজে বহাল থাকাকালে ওর আত্মীয়েরা চেষ্টাচরিত্র করে ওকে রাজ সংসারে কঞ্চুকীর পদ যোগাড় করে দেন। কারুকার্য-খচিত ইউনিফর্মের ওপর একটা সাদা ক্ষৌমবস্ত্রের আচ্ছাদন ধারণ করে, গাড়ি ভাড়া করে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওকে হিতৈষীদের ধন্যবাদ জানাবার জন্য বেরোতে হয়, কারণ রাজবাড়িতে নফরের কাজে তাকে অধিষ্ঠিত করে তাঁরা ওর পরম উপকার সাধন করেছেন। কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টাচরিত্র করেও এ-রকম একটা পদের অস্তিত্ব থাকার কোনো যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে না পাওয়ায়, সেনেটে কাজ করার সময় ওর যেমন মন বলেছিল সে-কাজ ওর পক্ষে 'ঠিক কাজ' হয় নি, এই নতুন কাজ সম্বন্ধেও অনুরূপ ভাবনা ওকে পেয়ে বসল। এদিকে ওর পৃষ্ঠপোষকেরা ভাবছেন এমন একটা সুখের ও আয়াসের কাজ পেয়ে সেলোনিন নিশ্চয় খুশি হয়ে থাকবে। কাজটা ছেড়ে দিলে এই সব হিতৈষীরা ক্ষুণ্ণ হবেন — সেলোনিনের সে-ভয়টা যে না ছিল এমন নয়। সেই সঙ্গে স্বীকার করতেই হয় গোড়ায় কঞ্চুকী ওর নিজেরও তেমন কিছু খারাপ লাগে নি: সোনালি কারুকার্য-খচিত ইউনিফর্মে সুসজ্জিত ও যখন ওর পূর্ণাবয়ব প্রতিবিম্ব আয়নায় দেখত কিংবা পদমর্যাদার সূত্রে ও যখন কিছু লোকের সেলাম কুর্নিশ লাভ করত, ওর প্রকৃতির একটা অধস্তন দিক আত্মগরিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

বিবাহ যখন করল, তখনও অনুরূপ ঘটনা ঘটল সেলোনিনের অদৃষ্ট বিপাকে। জাগতিক-বৈষয়িক দিক থেকে যে-কন্যাটিকে ওর বধূরূপে মনোনীত করা হল, তার জুড়ি মেলা ভার। ঘটকেরা ঘটকালি করেছে, মেয়েটি নিজে তাকে বর রূপে বরণ করে নিতে চায় — এমন অবস্থায় সেলোনিন অমত করলে তো উভয় পক্ষই ক্ষুণ্ণ হতেন। তাছাড়া ধনাঢ্য ও অভিজাত পরিবারের তরুণীকে বধূরূপে লাভ করাটা তো সেলোনিনের পক্ষে আনন্দ ও গর্বের বিষয়। কিন্তু বিবাহের অল্প কাল পরেই দেখা গেল সচিবালয়, সেনেট ও রাজবাড়িতে কাজ নিয়ে ও যে-ভুলটা করেছিল, বিবাহ করাটা তার চেয়ে ঢের বেশি ভুল। সেলোনিন বুঝল বিয়ে করে ও 'ঠিক কাজ' করে নি।

প্রথম সন্তানটি হবার পর ওর স্ত্রী স্থির করেন আর সন্তান হবে না। তার পর থেকে শুরু হয় তাঁর বিলাসের জীবন ও পিটার্সবুর্গের অভিজাত-

সমাজে নিত্য বিচরণ। বাধ্য হয়ে সেলেনিনকেও যোগ দিতে হয় এই রকম জীবন যাত্রায়।

সেলেনিনের পত্নী আহামরি সুন্দরী নন, তবে তিনি পতিব্রতা। সহজেই অনুমান করা যায় বিলাসী সমাজে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে তাঁকে যে-পরিমাণ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করতে হত, সেই তুলনায় প্রতিদান পেতেন তিনি নগণ্য, পার্টি থেকে যখন বাড়ি ফিরতেন শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে সমস্ত শরীরমন নুয়ে পড়ত। পার্টিতে পার্টিতে চরকিবাজি করার ফলে স্বামীর জীবনটাও যে বিষময় হয়ে উঠেছিল সেকথা জেনেশুনেও স্ত্রী তাঁর অভ্যস্ত জীবনধারায় কোনো অদলবদল করতে চাইলেন না। সেলেনিনের শত চেষ্টা যেন পাথরের দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে তাকেই আঘাত করল, স্ত্রী তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের পরামর্শক্রমে স্থির করলেন যেমন পূর্বাপর চলছিল তেমনি চলতে থাকবে।

ওদের একমাত্র সন্তানটি মেয়ে, পায়ে মোজা পরে না, থোকা থোকা সোনালী কোঁকড়া চুল; বাপের কাছে মেয়েটি একেবারেই পর, বিশেষত এই কারণে যে সেলেনিন যেমনটি চেয়েছিল তেমন ভাবে তাকে মানুষ করা হয় নি। এ নিয়ে বাবা-মায়ের মধ্যে স্বাভাবিক মন কষাকষি, একে অন্যকে বুঝতে পর্যন্ত চায় না, ফলে উভয়ের মধ্যে নিরন্তর একটা সংগ্রাম চলতে থাকে নীরবে — যাতে লোকগোচর না হয় এবং ভব্যতার গতি না পেরিয়ে যায়। এ সব কিছু মিলে বাড়িতে সেলেনিনের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল, প্রতি মুহূর্তে ওর মনে হত বিবাহ করে ও 'ঠিক কাজ' করে নি। এমন কি চাকরী ও রাজসভার পদও যেন এতটা বেঠিক ছিল না।

সেলেনিনের 'ঠিক কাজ' না করার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত হল ধর্মীয় ব্যাপারে ওর মনোভাবের ক্রম পরিবর্তন। ওর অন্যান্য সব সমবয়সী ও সমসাময়িকের মতো, বিচারবুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, যে-সব ধর্মীয় কুসংস্কারের মধ্যে ওর জন্ম সেই সব বন্ধন থেকে নিজেকে মোচন করে নিতে ওর বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় নি। কবে কেমন করে ধর্মীয় ব্যাপারে ওর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল, সে আজ আর ওর মনেও নেই। নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে যখন ওর বন্ধুত্বের সূত্রপাত, সেই তরুণ বয়সে ওর স্বভাবটা ছিল যেমন আন্তরিক তেমন সাদাসিধে; সুতরাং সে সময় বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সেলেনিন বন্ধুকে বলেছিল সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ধর্ম ও মানে না। তারপর বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল, কর্মজীবনে ও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে লাগল, তারপর এল সমাজ জীবনে সনাতনী

রক্ষণশীলদের প্রবল একটা প্রতিক্রিয়া। সেই সময় ধর্মীয় ব্যাপারে ওর স্বাধীন মতামত খুব একটা ঘা খেল। আঘাতটা প্রথম এল পরিবারের দিক থেকে ওর বাবার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ উপাসনার সূত্রে; খানিকটা মায়ের ইচ্ছায়, খানিকটা জনমত সমীহ করার ফলে, ওকে সে সময় উপবাস করতে হয়, ধর্মীয় শপথ গ্রহণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। তা ছাড়া সরকারী চাকুরীর সূত্রেও ওকে নিত্য প্রার্থনা উপাসনায় যোগ দিতেই হত — ভিত্তিস্থাপন, পবিত্রীকরণ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদজ্ঞাপন ইত্যাদি ব্যাপারে। হেন দিন যেত না যে ধর্মের বাহ্যিক কোনো অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওকে যুক্ত থাকতে না হত। এই সব উৎসব-অনুষ্ঠান প্রার্থনা উপাসনার ব্যাপারে দুটি বিকল্প মনোভাবের পথ ওর সামনে খোলা ছিল — প্রথমত যেখানে আদপেই বিশ্বাস নেই, বিশ্বাসের ভান দেখাতে পারত; কিন্তু সত্যনিষ্ঠ হবার ফলে সে পথ ছিল ওর কাছে একেবারে বন্ধ; দ্বিতীয়ত, সব রকমের বাহ্যিক আচার যে মিথ্যাচার সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়ে ও নিজের জীবনের ধারাটাই এমন ভাবে বদলাতে পারত যার ফলে এই সমস্ত অনুষ্ঠানে হাজিরা দেবার জন্য ওর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। আপাত দৃষ্টিতে এই দ্বিতীয় বিকল্পটি সহজ মনে হলেও, এই রাস্তা ধরলে ওকে মূল্য দিতে হত প্রচুর। কাছের মানুষদের কাছ থেকে নিয়ত বৈরিতার আঘাত সহ্য করা ছাড়াও, কাজের ক্ষেত্র থেকে ওকে একেবারে সরে যেতে হত — চাকুরী ছাড়তে হত এবং চাকুরী মারফত দেশের লোকের সেবা করার ক্রমবর্ধমান সুযোগটাও হারাতে হত। এতখানি ত্যাগ স্বীকার মানুষ তখনই করে যখন নিজের মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে তার কোনো সন্দেহ থাকে না। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান যে মিথ্যাচার — ওর এই প্রত্যয়ে কোনো খাদ ছিল না। কেবল সেলোনিন কেন, সমসাময়িক সকল শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা একটু ইতিহাস পড়েছেন, যাঁরা জানেন কী ভাবে বিভিন্ন ধর্মের এবং বিশেষত গির্জা-আশ্রিত খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব হল, এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে চার্চ যে-শিক্ষা দেয় তা সত্য হতে পারে না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের নানা দাবী ও চাপে পড়ে সেলোনিনের মতো সত্যসন্ধ লোককেও সামান্য একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল। সেলোনিন বলল যে-মতবাদ যুক্তিগ্রাহ্য নয় তার প্রতি সুবিচার যদি করতে হয়, তবে সে-মতবাদটা ঠিক কী বলতে চায় তা পড়তে হবে, জানতে হবে। এই সামান্য মিথ্যাই তাকে টেনে নিয়ে গেল যে-বিরাট মিথ্যার মধ্যে সেলোনিন এখন সেখানে আটকে পড়ে গেছে।

অর্থডক্স চার্চ-ভুক্ত খ্রীষ্টীয় পরিবারে সেলোনিনের জন্ম, তার আওতার

মধ্যেই ও লালিত পালিত বর্ধিত। সকলেই চায় এই চার্চকে ও স্বীকার করে নিক। ও নিজেও জানে, তা যদি ও না করে, তাহলে চাকুরীর মধ্যে দিয়ে জনসেবার প্রকল্প ওকে ছেড়ে দিতে হবে — অর্থডক্স মতবাদের মধ্যে সত্য নিহিত আছে কিনা এই প্রশ্ন নিজের কাছে রাখার আগেই সে তার উত্তর স্থির করে রেখেছিল। এখন এই প্রশ্নের উত্তর প্রাঞ্জল করার জন্য সেলেনিন ভল্তেয়র, শোপেনহাওয়ের, হার্বার্ট স্পেন্সর কিম্বা কোঁৎ-এর শরণাপন্ন না হয়ে সমর্থন খুঁজতে গেল হেগেলের দর্শনে এবং ভিনে ও খোমিয়াকভ-এর ধর্মীয় ব্যাখ্যানে।*) এই সব শেষোক্ত বইয়ে সেলেনিন যা খুঁজে ফিরছিল পেয়ে গেল, ফিরে পেল মনের শান্তি এবং জন্মার্জিত ও বংশগত ঐতিহ্যসূত্রে লব্ধ সেই সব ধর্মবিশ্বাসের সমর্থন, যা কিছুদিন আগেও তার বিচারবুদ্ধি অসত্য বলে অস্বীকার করেছিল। এই ভাবে গির্জা-আশ্রিত গোঁড়া খ্রীষ্টবাদে ফিরে গিয়ে সেলেনিন পরম স্বস্তি লাভ করে, তা না হলে জীবন ও জীবিকার উভয় ক্ষেত্রেই তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হত।

এ রকম ক্ষেত্রে সচরাচর যেমন ঘটে থাকে তদনুসারে সেলেনিন আপাত সত্য কিন্তু বস্তুত মিথ্যা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে চাইল কোনো একক মানুষের বুদ্ধি প্রয়োগে সত্য উপলব্ধি করা যায় না, সত্য প্রতিভাত হয় যখন কতিপয় সমানধর্মা মানুষ একটি সংঘে একত্র মিলিত হয়। সত্য উদ্ঘাটিত রহস্যের মতো এবং সে-রহস্য রক্ষিত থাকে চার্চ-এর অধিকারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন থেকে মিথ্যাচারের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত স্বচ্ছন্দ চিত্তে সেলেনিন শ্রাদ্ধ উপাসনায় উপস্থিত থাকতে পারে, পুরোহিতের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করতে পারে, বিগ্রহের কাছে ক্রুশচিহ্ন আঁকতে পারে, সরকারী কাজ করতে করতে মনে করতে পারে সে সমাজের সেবা করে চলেছে — এবং এই সব করতে করতে নিজের নিরানন্দ পারিবারিক জীবনের কথা খানিকটা ভুলে থাকতেও পারে। এইরকম মনগড়া বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হলেও সেলেনিন তার সমস্ত সত্তা দিয়ে বুঝতে পারে তার এই ধর্মাচরণ 'ঠিক কাজ' করা হচ্ছে না। এই জন্যেই তার চোখে সর্বদা একটা বিষাদের ভাব লেগে থাকে।

নেখ্লিউদভের সঙ্গে ওর যখন প্রথম পরিচয় তখন এই সব মিথ্যাচার থেকে সেলেনিন সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তখন ও যে কেমন ছিল নেখ্লিউদভকে দেখে সেই কথাটা ওর মনে পড়ে গেল। নিতান্ত হঠকারিতাবশত সেলেনিন যখন ওর পুরাতন বন্ধুকে নিজের বর্তমান ধর্মভাবনার আভাস দিয়ে বসল

ও খুব ভালো করেই বুঝল সেটা ওর 'ঠিক কাজ' করা হল না এবং সেই জন্যই ওর চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ বেদনায় ভরে গেল। বহু কাল পরে বন্ধু সন্দর্শনে নেখ্‌লিউদভের প্রথম আনন্দটা কেটে যেতে তাকেও আচ্ছন্ন করল সেই বিষণ্ণ ভাব।

এই কারণেই যদিচ উভয় বন্ধু পরস্পরকে পুনর্দর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, দু'জনের কেউই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার কোনো উদ্‌যোগ করে নি। পিটার্সবুর্গে নেখ্‌লিউদভের অবস্থিতিকালে দু'জনের মধ্যে আর সাক্ষাৎকার ঘটে নি।

২৪

সেনেট থেকে বের হয়ে নেখ্‌লিউদভ ও ফানারিন এক সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল ফুটপাত ধরে — ফানারিন ওর ভাড়া গাড়ির কোচম্যানকে বলে দিল ওদের পিছু পিছু চলতে। সেনেটররা সরকারী বিভাগের যে-প্রধানের ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক বৈঠকে আলোচনা করছিলেন, ফানারিন নেখ্‌লিউদভকে সেই ব্যাপারটা আনুপূর্বিক বললেন। বললেন ব্যাপারটা কী ভাবে ফাঁস হল এবং যে-লোকটাকে দণ্ড দিয়ে সাইবেরিয়ায় খনি-মজুর করে পাঠানো উচিত ছিল সেই লোককে কী ভাবে এখন সাইবেরিয়ার একটা শহরের ম্যাজিস্ট্রেট রূপে নিয়োগ করা হল। পুরো ঘটনাটা এবং ঘটনার পুরোপুরি নোংরা দিকটা বিবৃত করার পর ফানারিন বিশেষ তৃপ্তির সঙ্গে নেখ্‌লিউদভকে মনে করিয়ে দিলেন সেদিন সকালে দেখা একটি স্মৃতিসৌধের কথা — এই স্মৃতিসৌধ রচনার কাজ কখনো সমাপ্ত হয় না কারণ সমাপ্ত করার জন্য যে-চাঁদা বার বার সংগ্রহ করা হয়, সে টাকাটা কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেন। তারপর এল অমুকের রক্ষিতার কথা এবং কেমন করে সে অমুকেরই যোগসাজসে স্টক্‌-এক্সচেঞ্জে ফাটকা খেলে লক্ষ লক্ষ রুবল রাতারাতি কামাই করে নিয়েছে; কী করে অমুক রাজি হয়েছে অমুকের কাছে নিজের স্ত্রীকে বন্ধক রাখতে। ফানারিন জুয়াচুরি ঠকবাজি ও অন্যান্য নানা দুষ্কর্মের গল্প শোনালেন যার নায়কেরা সবাই বড় ঘরের ছেলে এবং যারা এখন জেলে না গিয়ে বড় বড় সরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভুর আসনে বসে আছে। মনে হল ফানারিনের কেচ্ছা কাহিনীর ভাণ্ডার

অফুরন্ত এবং এই সব গল্পগাছা করে উনি সুখ পান — হয়তো উনি বুঝিয়ে দিতে চান যে, পিটার্সবুর্গের বড় বড় রাজকর্মচারীরা যে প্রকার অসদুপায়ে গাদা গাদা টাকা কামাই করে, তার তুলনায় ওকালতী করে মক্কেলদের কাছ থেকে ওঁর ফী আদায় করাটা নির্দোষ জীবিকার্জন। ফানারিন সেজন্য ভারি আশ্চর্য হলেন এই দেখে যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অপরাধ সম্পর্কে ওঁর শেষ গল্পটার মাঝ পথে নেখ্লিউদভ ওঁকে বিদায় সম্ভাষণ করে একটা ঠিকা গাড়ি ডেকে চলে গেল।

নেখ্লিউদভ খুবই বিষন্ন হয়ে পড়েছে। বিষণ্ণ হওয়ার প্রধান কারণ এই যে সেনেটের আপীলটা প্রত্যাখ্যান করা মানে নিরপরাধ মাস্লভাকে নিরর্থক যন্ত্রণা সয়ে যেতে হবে এবং তার ফলে মাস্লভার অদৃষ্টের সঙ্গে ওর নিজের অদৃষ্ট যুক্ত করার দৃঢ় সংকল্পটি কার্যে পরিণত করা কঠিনতর হবে। ওর মন আরও খারাপ হওয়ার কারণ হল সমাজের উচ্চস্তরে জঘন্যতম পাপের অনুপ্রবেশ — যে-বিষয়ে ফানারিন কিছুক্ষণ আগে রসিয়ে রসিয়ে নানান কেচ্ছা কাহিনী শুনিয়ে গেলেন। নেখ্লিউদভের মন-খারাপের তৃতীয় কারণটা হল ওর প্রতি সেলেনিনের আচরণ। এক কালে যে-সেলেনিন ওর পরম বন্ধু ছিল, সেই সহজ সরল অকপট ও মধুরস্বভাব সেলেনিন আজ ওর দিকে কেমন উদাসীন অকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল — ওর সেই শীতল চোখের চাউনি নেখ্লিউদভ কিছুতেই যেন ভুলতে পারছে না।

বাড়ি ফিরে আসতে দারোয়ান ওর হাতে একটি চিঠি দিয়ে কেমন যেন তাচ্ছিল্যের সুরে বলল কোথাকার এক মেয়েছেলে হল্-এ বসে চিঠিটা লিখে গেছে। চিঠি লিখেছেন শুস্তভার মা — লিখেছেন, তিনি এসেছিলেন তাঁর মেয়ের উপকারক মুক্তিদাতাকে ধন্যবাদ জানাতে এবং প্রার্থনা জানাতে যেন তাঁদের ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপের পাঁচ নম্বর গলির অমুক নম্বর বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিতে আসেন। তিনি এলে পর ভেরা ইয়েফ্রেমভ্নার অন্তত একটা বিশেষ কাজ সিদ্ধ হতে পারে। তিনি যেন মনে না করেন কৃতজ্ঞতার আতিশয্যে বাড়ির লোকেরা তাঁকে বিব্রত করতে চায়, তারা শুধু চায় তাঁর দর্শন পেয়ে আনন্দ লাভ করতে। সম্ভব যদি হয় তবে কি তিনি আগামী কাল সকালবেলা একবার সময় করে আসবেন?

আরো একটি চিঠি ছিল — লিখেছেন রেজিমেন্টে এক কালে নেখ্লিউদভের সতীর্থ এবং অধুনা সম্রাট বাহাদুরের এডিকং বগাতিরিওভ। সেই গ্রামীণ চাষীদের ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কিত আবেদন-পত্রটি বন্ধু যাতে স্বয়ং সম্রাট বাহাদুরের হাতে দিতে পারেন — নেখ্লিউদভের সেই

অনুরোধের জবাবে বগাতিরিওভ গোটা গোটা স্পষ্ট অক্ষরে চিঠি লিখে জানিয়েছেন তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি-মাফিক আবেদন-পত্রটি অবশ্যই খোদ সম্রাট বাহাদুরের হাতে তুলে দেবেন, কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে যে-ব্যক্তির ওপর সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করবে, নেখ্‌লিউদভ যদি আগেভাগে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তা হলে বোধহয় ভালো হয়।

পিটার্সবুর্গে থাকাকালে গত কয়েক দিনের অভিজ্ঞতার পর নেখ্‌লিউদভের বিন্দুমাত্র আশা ছিল না যে কিছু করা সম্ভবপর হবে। মস্কো থাকতে ও যে-সব পরিকল্পনা মনে মনে ফেঁদেছিল, জীবন যাপনের কঠোর বাস্তবের সংঘাতে যৌবনস্বপ্নের মতো সেগুলি বিলীয়মান হবার উপক্রম হল। তবু পিটার্সবুর্গে একবার যখন এসেই পড়েছে ওর মনে হল সংকল্পগুলি যথাসম্ভব কার্যে পরিণত করার চেষ্টা ওর করা উচিত। স্থির করল পর দিন বগাতিরিওভের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরামর্শমতো যাঁর ওপর ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কিত মামলার আবেদন-পত্রের ফলাফল নির্ভর করছে তাঁর কাছে তদ্বির করতে যাবে।

নিজের পোর্টফোলিও থেকে ওই মামলার কাগজপত্র একবার পড়ে নিতে শুরু করেছে, এমন সময় দরজায় টোকা দিয়ে কাউণ্টেস্‌ কাতেরিনা ইভানভ্‌নার একজন খানসামা প্রবেশ করে বলল যে কাউণ্টেস্‌ তাঁকে ওপরতলায় চা-পানের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

নেখ্‌লিউদভ বলল এখুনি সে আসছে। পোর্টফোলিওতে কাগজপত্রগুলি পুরে ও পা বাড়াল মাসির বসবার ঘরের দিকে। যেতে যেতে একটা খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেল রাস্তায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে এবং ঘোড়াদুটি অবিকল মারিয়েতের সেই তামাটে রঙের বিলাতী জোড়াটার মতো। গাড়িটা দেখে ওর মন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত খুশিতে ভরে উঠল, মুখে একটু হাসিও ফুটল।

মারিয়েতের মাথায় একটা হ্যাট, পরনে সেই শোকসূচক কালো পোশাক আর নয়, নানারঙা হালকা ধরনের পোশাক, একটা কাপ হাতে বসে আছে কাউণ্টেসের ইজিচেয়ারের পাশে, কী-যেন আবোল-তাবোল বকছে, সুন্দর দুটি চোখ হাসিতে উজ্জ্বল। নেখ্‌লিউদভ যে-মুহূর্তে ঘরে পা দিল ঠিক তার আগেই মারিয়েৎ নিশ্চয় একটা ঠাট্টামশকরা, একটা অশ্লীল ধরনের রসিকতা কিছু করে থাকবে। ঠোঁটের ওপর গোঁপের রেখা, কাউণ্টেসের থলথলে মোটা শরীরটা হাসির গমকে যেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে, তা থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে রসিকতার রকমটা কেমন। মারিয়েৎও হাসছে

মুখখানা একদিকে একটু বেঁকিয়ে, মাথাটা সামান্য নিচু করে, ওর হাসিখুশি মুখটাতে একটা অদ্ভুত mischievous ভাব, চুপ করে দেখছে হাস্যরত কাউণ্টেস্‌কে।

ঘরে ঢুকতে দু-চারটে যে-কথা নেখ্‌লিউদভের কানে পেঁাছেছিল তা থেকে ও অনুমান করতে পারল ওরা নিশ্চয় পিটার্সবুর্গের দ্বিতীয় কুৎসা-কাহিনী, অর্থাৎ সেই সাইবেরীয় ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুষো করছে, এবং সেই প্রসঙ্গেই মারিয়েৎ এমন একটা কোনো রঙ্গরসিকতা করে থাকবে যে কাউণ্টেস্‌ আর হাস্য সংবরণ করতে পারেন নি। হাসতে হাসতে কাশতে কাশতে কাউণ্টেস্‌ বললেন:

'হাসিয়ে মেরে ফেলবে দেখছি।'

কুশল জিজ্ঞাসা করে নেখ্‌লিউদভ বসে পড়ল। মনে মনে ও যেন চাইছিল মারিয়েতের লঘু চপলতার জন্য তাকে দুষতে। মারিয়েৎ ওর গম্ভীর মুখ ও চোখের ঈষৎ অসন্তোষের ভাবটুকু লক্ষ্য করে, হঠাৎ কেবল যে নিজের মুখের ভাবটুকু বদলে ফেলল এমন নয়, মনের গঠনটাও যেন পালটে ফেলল। নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে পরিচয়ের শুরু থেকেই মারিয়েৎ চেয়েছে ওকে খুশি করতে। হঠাৎ ও যেন গম্ভীর হয়ে পড়ল, যেন ওর নিজের জীবনে অসন্তোষ বোধ করার কোনো কারণ ঘটেছে, যেন ও কী-একটা সন্ধান করছে, একটা কিছু পাবার জন্য সংগ্রাম করছে। এটা ওর নিছক ভান নয়, ভণ্ডামি নয়। তন্দণ্ডে নেখ্‌লিউদভের মনের অবস্থাটা ঠিক যে কেমন তা মারিয়েতের পক্ষে কথায় প্রকাশ করা সম্ভব না হলেও, ও যেন নিজের মনের মধ্যে নেখ্‌লিউদভের মনোভাব অবিকল গড়ে তুলল।

মারিয়েৎ জানতে চাইল যে-সব কাজের জন্য ওর রাজধানীতে আসা, সেগুলো কেমন এগোচ্ছে। নেখ্‌লিউদভ সেনেটে ওর অসাফল্যের কথা বলতে গিয়ে সেলেনিনের প্রসঙ্গও তুলল।

সেলেনিনের নাম শুনে দু'জন মহিলাই একযোগে বলে উঠলেন:

'আহা, নির্মল একটি হৃদয় — অতি বিশুদ্ধ, যাকে বলে chevalier sans peur et sans reproche*। স্যার গ্যালাহেডের মতো।'

পিটার্সবুর্গের অভিজাত সমাজে এটাই হল সেলেনিনের স্থায়ী পরিচয়। নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'ওর স্ত্রীটি মানুষ কেমন?'

---

* নির্ভীক অকলঙ্ক বীরব্রতী (ফরাসী)।

'ওর স্ত্রী? আমি বিচার করতে চাই না, কিন্তু স্ত্রী ওঁকে ঠিক বুঝতে পারেন না।'

মারিয়েৎ আন্তরিক সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করল:

'তা তিনিও কি আপীল প্রত্যাখ্যান করার পক্ষে মত দিয়েছেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারিয়েৎ আরও বলল:

'কী সাংঘাতিক! মেয়েটির কথা ভেবে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।'

নেখ্‌লিউদভ একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে বিষয়ান্তরে যাবার জন্য শুস্তভার প্রসঙ্গ তুলে বলল দুর্গ-কারাগারে বন্দিনী মেয়েটি এখন মারিয়েতের মধ্যস্থতায় মুক্তি লাভ করেছে। নেখ্‌লিউদভ মারিয়েৎকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে যাচ্ছিল একটি নিরাপরাধ মেয়ে ও তার পরিবারের সবাই কয়েকটা মাস কী কষ্টে ও দুর্ভাবনায় কাটিয়েছে — যেহেতু তাদের অস্তিত্বের কথা কেউ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনে নি। মারিয়েৎ যেন নেখ্‌লিউদভের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাগে ও ঘৃণায় বিচলিত হয়ে বলতে লাগল:

'ওই ঘটনার কথা আমায় আর বলবেন না। আমার স্বামী যখন বললেন মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে আমার মনে এই প্রশ্নটাই জেগেছিল — কেন তবে ওকে বন্দী করে রাখা ও যে নিরপরাধ সেকথা জেনেশুনেও?'

মারিয়েৎ যা বলল হুবহু নেখ্‌লিউদভের মনের কথা, শেষ করল এই বলে:

'জঘন্য, জঘন্য ব্যাপার এটা!'

কাউণ্টেস্‌ কাতেরিনা ইভানভ্‌না বুঝলেন মারিয়েৎ তাঁর বোনপো'র সঙ্গে ছলাকলা করছে, ওদের কথা ফুরিয়ে যেতে সকৌতুকে বললেন:

'শোনো, এক কাজ করা যাক, আগামী কাল রাতে চলো একবার আলিনের ওখানে যাওয়া যাক। কিজেভেত্তারের সেখানে থাকবার কথা।'

মারিয়েতের দিকে ফিরে বললেন:

'তুমিও চলে এসো।'

কাউণ্টেস্‌ বোনপোকে বললেন:

'Il vous a remarqué.* তুমি যা বলেছিলে সব আমি তাঁকে বলাতে তিনি কি বললেন জানো? বললেন, লক্ষণ খুব ভালো এবং তুমি নাকি নিশ্চিত খ্রীষ্টের শরণ নেবে। যেতেই হবে তোমায় আলিনের ওখানে। মারিয়েৎ, ওকে তুমি বলো তো, আর হ্যাঁ, তুমিও যেয়ো কিন্তু।'

---

* উনি তোমায় লক্ষ্য করেছেন (ফরাসী)।

'প্রথমত, কাউণ্টেস্, প্রিন্স্‌কে কোনো প্রকার উপদেশ নির্দেশ দিই, আমার সে অধিকার নেই।'

এই বলে মারিয়েৎ নেখ্‌লিউদভের দিকে এমন ভাবে তাকাল যার ফলে কেমন করে না জানি, উভয়ের মধ্যে এক লহমায় কাউণ্টেসের প্রস্তাব এবং সাধারণ ভাবে ধর্মপ্রচার বিষয়ে একটা পূর্ণ সমঝোতা ঘটে গেল। মারিয়েৎ বলে চলল:

'দ্বিতীয়ত, আপনি তো জানেন কাউণ্টেস্, এসব ব্যাপারে আমার খুব একটা আগ্রহ নেই...।'

'হ্যাঁ, তা জানি বৈকি। তোমার সবই উল্‌টো — নিজের খেয়াল খুশি মতো।'

মারিয়েৎ মৃদু হেসে বলল:

'আমার খেয়াল খুশি? ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে আমি একেবারে চাষার মেয়ের মতো। তৃতীয়ত, কাল রাতে আমি যাচ্ছি ফ্রেঞ্চ থিয়েটরে।'

'আহা, তাই বলো! হ্যাঁ, তুমি কি দেখেছো তাকে — কী যেন সেই অভিনেত্রীর নাম?'

কাউণ্টেস্ এই কথাগুলো বললেন নেখ্‌লিউদভকে উদ্দেশ করে। মারিয়েৎ সেই বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রীর নামটা বলার পর কাউণ্টেস্ নেখ্‌লিউদভকে বললেন:

'তোমায় তা হলে যেতেই হবে। আশ্চর্য অভিনেত্রী।'

নেখ্‌লিউদভ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল:

'কাকে আগে দেখতে যাব তা হলে, ma tante, ফরাসী অভিনেত্রীকে না প্রচারককে?'

'কথার মার প্যাঁচ করতে যেয়ো না।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'প্রথমে তা হলে প্রচারকের কথা শুনব, তারপর শুনব অভিনেত্রীর সংলাপ। তা না হলে ধর্মোপদেশ শোনবার বাসনা হয়তো একেবারে উবে যাবে।'

'না, বরঞ্চ শুরু করুন ফ্রেঞ্চ থিয়েটর দিয়ে, তার পর গিয়ে ধর্মোপাসনা শুনে প্রায়শ্চিত্ত করুন।'

কাউণ্টেস্ এবার বললেন:

'না, তোমরা দুজনে মিলে আমায় নিয়ে রসিকতা করো না। প্রচারক

প্রচারকই, থিয়েটরও থিয়েটর। মোক্ষ লাভ করতে হলে মুখখানা হাঁড়ি করে কাঁদতে কেন হবে? মনে বিশ্বাস থাকলে মনটাও প্রফুল্ল থাকে।'

'আপনি ma tante যে-কোনো প্রচারককে হার মানাতে পারেন।'

মারিয়েৎ বলল:

'আমি বলি কি, কাল আমার বক্স-এ চলে আসুন।'

'আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমার পক্ষে সম্ভব হবে না...'

কথাবার্তার মাঝখানে বাধা পড়ল — বেয়ারা এসে বলল কে একজন এসেছেন। এসেছেন কোনো এক জনমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারি, কাউণ্টেস্ সমিতির সভানেত্রী।

'মানুষটার মধ্যে রসকষ বলতে কিছুই নেই। আমি বরঞ্চ হল্-এ গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসব। ইতিমধ্যে মারিয়েৎ, ওকে একটু চা খেতে দাও দেখি।'

এই বলে কাউণ্টেস্ দ্রুত পা চালিয়ে তড়বড় করে বেরিয়ে গেলেন হল্-ঘরের দিকে।

মারিয়েৎ দস্তানা খুলতে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল তার হাতখানা। হাতখানা বেশ চেটালো, সাবলীল, অনামিকায় একাধিক আঙটি। অদ্ভুত ভাবে কড়ে আঙুলটি বার করে রেখে স্পিরিট ল্যাম্পের ওপরে রুপোর কেটলিটা ধরল মারিয়েৎ। মুখখানা বিষণ্ন গম্ভীর, বলল:

'নিন একটু চা। যখন দেখি যাঁদের মতামত আমি শ্রদ্ধা করি তাঁরা পর্যন্ত আমার আসল আমিকে গুলিয়ে ফেলেন আমার সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে, আমার ভারি মন খারাপ হয়ে যায়।'

শেষ কথাগুলো বলতে গিয়ে ওর গলাটা যেন ধরে গেল, মনে হল এখুনি কেঁদে ফেলবে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে — কথাগুলো হয় অর্থহীন, কিম্বা তাদের মানে অত্যন্ত অস্পষ্ট। কিন্তু সুন্দরী, সুবেশা, তরুণী উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি হেনে যখন নেখ্লিউদভকে এই কথাগুলো বলল, নেখ্লিউদভের মনে হল যেন কথাগুলোর তল নেই — এত গভীর তাদের তাৎপর্য, আর মনে হল কথাগুলো একটি অত্যন্ত সুকুমার সুন্দর মনের প্রতিফলন। নেখ্লিউদভ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল মারিয়েতের মুখের দিকে, যেন চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না।

'আপনি হয়তো মনে করেন আপনাকে আমি বুঝতে পারব না, আপনার চিন্তা কোন খাতে বইছে আমি তা জানি না। আপনি এখন কী কাজে মগ্ন

আছেন, সে তো সবাই জানে। C'est le secret de polichinelle.* আপনার কাজে আমি খুব খুশি, সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি আপনাকে।'

'খুশি হবার মতো কোনো কারণ নেই। এখন পর্যন্ত যা করতে পেরেছি তা যৎসামান্য।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। আপনার অনুভূতি আমি বুঝতে পারি, সম্ভবত তার দিকটাও। আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ, এ-বিষয়ে আর কিছু বলব না।'

মারিয়েৎ এ-কথাটা বলল নেখ্লিউদভের মুখে বিরক্তির ভাব দেখে। তারপর যে-সব কথা বলে চলল তা থেকে একটা জিনিসই বুঝতে পারা গেল — নেখ্লিউদভকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য স্ত্রীজাতির সহজাত প্রবৃত্তির বশে ও ঠিকই বুঝতে পেরেছে কোন্ প্রসঙ্গ নেখ্লিউদভের ভালো লাগবে, কোন্ বিষয়ের ওপর ও গুরুত্ব দেয় বেশি। মারিয়েৎ বলল:

'কিন্তু আরও একটা কথা আমি নিশ্চিত অনুমান করতে পারি — তা হল এই যে কারা-জীবনের বীভৎসতা ও কয়েদীদের জ্বালাযন্ত্রণা দেখে আপনার মনে হয়েছে, মানুষের ঔদাসীন্য ও হৃদয়হীনতার দরুন মানুষ যদি এত কষ্ট পায়, তা হলে নির্যাতিতের সহায়তায় এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আপনার গত্যন্তর নেই। আমি এও বুঝি কী ভাবে এ কাজে নিজেকে উৎসর্গ করা যায়। পারলে আমিও উৎসর্গ করি নিজেকে। কিন্তু আমাদের সকলেরই নিজের নিজের অদৃষ্ট।'

'তবে কি নিজের অদৃষ্ট নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট নন?'

ওকে এ-রকম প্রশ্ন করা যেতে পারে দেখে মারিয়েত যেন খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আমি? সন্তুষ্ট থাকা উচিত — আমি সন্তুষ্টও। কিন্তু মাঝে মাঝে মাথায় একটা পোকা কিলবিল করে ওঠে...।'

নেখ্লিউদভ মারিয়েতের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলল, বলল:

'পোকাটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে নেই। বিবেকের আদেশ মানতে হয়।'

পরবর্তী কালে নেখ্লিউদভ যখনই মারিয়েতের সঙ্গে ওর এই কথোপকথন স্মরণ করেছে ওর মনে মনে লজ্জা হয়েছে। মনে হয়েছে মারিয়েৎ ওকে যে-কথাগুলো বলেছিল সেগুলো ততটা মিথ্যা নয় যতটা ওর নিজের মনের ভাবের অনুরণন মাত্র। আর মনে পড়েছে মারিয়েতের সেই মুখ — কী নিবিষ্ট মনোযোগে, কী গভীর সহানুভূতিতে — মারিয়েৎ

---

* এটা তো কোনো গোপন রহস্য নয় (ফরাসী)।

শুনেছে ওর মুখে কারা-জীবনের বীভৎসতার কথা, গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমাজের গভীর দারিদ্র্যের কথা।

কাউণ্টেস্ ফিরে যখন এলেন ওরা দুটিতে এমন ভাবে আলাপন করছে যে মনে হল ওরা কেবল যে অনেক দিনের বন্ধু এমন নয়, বিশেষ বন্ধু — উদাসীন জনতার ভিড়ে তারা যেন একা — পরস্পরকে বুঝতে পারে।

ওরা বলছিল ক্ষমতার অবিচার, হতভাগ্যদের জ্বালা যন্ত্রণা, জনগণের দারিদ্র্যের কথা — কিন্তু বাস্তব পক্ষে এই সমস্ত কথা ছাপিয়ে, সকল শব্দ অতিক্রম করে, পরস্পরনিবদ্ধ নীরব দু'জোড়া চোখ ক্রমাগত পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছিল: 'ভালো কি বাসতে পারবে আমাকে?' জবাব আসছিল: 'পারব, পারব।' একটা যৌনানুভূতি অপ্রত্যাশিতপূর্ব ও চিত্তাকর্ষী বিচিত্র রূপ ধারণ করে ওদের দু'জনকে ক্রমাগত টানছিল দু'জনের দিকে।

চলে যাবার সময় মারিয়েৎ নেখ্লিউদভকে বলে গেল ও সর্বদাই নেখ্লিউদভের যে-কোনো কাজে লাগার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে, আর বলে গেল মুহূর্তেকের জন্য হলেও নেখ্লিউদভ যেন আগামী কাল একবার থিয়েটরে এসে দর্শন দিয়ে যায়, কারণ ও নেখ্লিউদভকে একটা জরুরী কথা বলতে চায়। আঙটি-পরা হাতে সযত্নে দস্তানাটা টানতে টানতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে গেল:

'হ্যাঁ, বলছিলাম কি, কে জানে আবার কবে আপনার দেখা পাব! তা হলে কথা দিন একবার আসবেন।'

নেখ্লিউদভ কথা দিল।

সেই রাতে নেখ্লিউদভ যখন তার কামরায় একা, মোমবাতি নিবিয়ে গা যখন এলিয়ে দিল বিছানায়, কিছুতেই ওর চোখে ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে ও ভাবতে লাগল মাস্লভার কথা, সেনেটের আপীল নাকচ করার কথা, যেমন করেই হোক মাস্লভার সঙ্গ ধরে ওর সাইবেরিয়া যাবার সিদ্ধান্তের কথা, জমিদারি স্বত্ব ছেড়ে দেবার কথা...। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ ওর চোখের ওপর ভেসে উঠল মারিয়েতের মূর্তি — একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপাঙ্গে ওর দিকে তাকিয়ে মারিয়েৎ যেন বলছে: 'কে জানে আবার কবে দেখা পাব!' মারিয়েতের হাসিটুকু এমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল ওর কল্পনায়, যে নেখ্লিউদভও একটু হাসল — যেন মারিয়েতের দেখা পেয়ে। নিজেকে ও জিজ্ঞেস করতে লাগল:

'সাইবেরিয়া যাওয়াটা কি আমার পক্ষে ঠিক হবে? ধনদৌলত বিষয়সম্পত্তি সব ত্যাগ করে আমি কি ঠিক কাজ করেছি?'

আলগোছে টানা পর্দার ফাঁক দিয়ে পিটার্সবুর্গের আলোকোজ্জ্বল রাত চোখে পড়ছে — এই সময় নেখ্‌লিউদভের এ সমস্ত প্রশ্নের জবাবও হল অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট। সব যেন কেমন হঠাৎ তালগোল পাকিয়ে গেল। সে তার আগেকার মানসিক অবস্থা স্মরণ করল, স্মরণ করল আগেকার চিন্তার গতিপ্রকৃতি কিন্তু সেই সব চিন্তা ততক্ষণে আগেকার শক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। নেখ্‌লিউদভ ভাবতে লাগল:

'আচ্ছা, যদি এমন হয় যে এ সবই আমার মনগড়া, যদি আমার স্বকৃত ঘটনার জের আমি নিজেই সামলাতে না পারি... উচিত ও ন্যায়সম্মত মনে করে আমি যা করেছি তার জন্যে আমার যদি অনুশোচনা উপস্থিত হয়... তবে?'

এই প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে ওর যে-প্রকার মানসিক যন্ত্রণা ও হতাশা হতে লাগল, তেমনটা ওর বহুকাল হয় নি। তার পর একটা গভীর ঘুমে ওর সমস্ত চৈতন্য যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, রেজিমেণ্টে থাকা-কালে তাসের বাজিতে প্রচুর টাকা হেরে গেলে এইরকম ঘুম এসে ওকে নিয়ে যেত বিস্মৃতির অতলে।

২৫

নেখ্‌লিউদভ পরদিন সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠল, ওর মনে হল গত রাতে ও বুঝি কোনো গর্হিত কাজ করেছে।

ও মনে করার চেষ্টা করল — না, গর্হিত কাজ ও করে নি, তবে ওর মনে পাপ চিন্তা এসেছিল। ও ভেবেছিল ওর যা কিছু সাধু সংকল্প — যেমন কাতিউশাকে বিবাহ করা, জমির মালিকানা ছেড়ে দেওয়া — সবই যেন অসাধ্য সাধনের অলীক স্বপ্ন। এত আতিশয্য ওর সইবে না, এ সমস্তই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। ওকে ফিরে যেতে হবে ওর অভ্যস্ত জীবনে।

না, পাপ কাজ ও কিছু করে নি, তবে পাপ কাজের বেশি কিছু ও করেছে, পাপের চিন্তাকে ও মনে স্থান দিয়েছে — তাই থেকেই তো পাপ কাজের সূত্রপাত।

একটা পাপ কাজ করলে, অন্য পাপ কাজ করার পথটা সহজ হয়, সুগম হয়। মনে একবার পাপের চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে, নির্ঘাত তা পাপের গড়ানে পথে মানুষকে ঠেলে নিয়ে যাবেই, সে পতন রোধ করা কঠিন।

গত কাল যে-সব চিন্তা ওর মনে জেগেছিল, সেগুলি মনে পড়াতে ও অবাক হয়ে ভাবল কী করে ক্ষণতরেও এই সব বিশ্বাসকে ও মনে স্থান দিয়েছিল। ওর সংকল্প যত অভিনব হোক না কেন, যত কঠিন হোক না কেন, ওর পক্ষে সেটাই এখন জীবন যাপনের একমাত্র পথ। ওর পূর্ব জীবনে ফিরে যাওয়া যতই সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হোক না কেন, সেই জীবনে ফিরে যাওয়া মানে ওর সত্তার নিশ্চিত অপমৃত্যু। গভীর সুষুপ্তির পর মানুষ যখন ঘুম থেকে ওঠে, ঘুমের ঘোর কেটে গেলেও সে কিছুটা অতিরিক্ত সময় আরামে শুয়ে থাকতে চায় — যদিচ সে জানে শয্যা ত্যাগ করে তাকে উঠতে হবে, শুরু করতে হবে নতুন দিনের কাজ, নতুন উৎসাহে। নেখ্লিউদভের মনে হল গতকালের প্রলোভনটা আর কিছু নয় — অতিরিক্ত সময় শুয়ে গড়ানোর মতো।

আজ ওর পিটার্সবুর্গে থাকার শেষ দিন। সকাল বেলাতেই ও চলে গেল ভাসিলিয়েভ্স্কি দ্বীপে শুস্তভার সন্ধানে।

শুস্তভারা থাকে দোতলায়। প্রাঙ্গণ রক্ষক নেখ্লিউদভকে খিড়কি দরজাটা দেখিয়ে দিয়েছিল। নেখ্লিউদভ পিছনের সোজা ও খাড়া সিঁড়ি বেয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল রান্না ঘরে, ঘরটা গরম, খাবারের গন্ধে ম-ম করছে। একজন প্রৌঢ়া মহিলা, চোখে চশমা, জামার ওপর এপ্রন পরা, জামার আস্তিন গুটিয়ে স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে ভাপে ভরা একটি পাত্রে চামচ দিয়ে কী-যেন নাড়াচ্ছিলেন।

চশমার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করলেন:

'কাকে চাই আপনার?'

নেখ্লিউদভ নিজের নামটা বলতে যাবে এমন সময় মুখে শ্রদ্ধা, ভয় ও হর্ষের একটা ভাব নিয়ে, এপ্রনে নিজের হাতটা মুছতে মুছতে প্রৌঢ়া উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন:

'ও হো, প্রিন্স্! কিন্তু পিছনের দরজা দিয়ে এলেন কেন? কী উপকার করেছেন আপনি আমাদের! আমি শুস্তভার মা। ওরা প্রায় মেরে ফেলেছিল মেয়েটিকে — আপনি ওকে রক্ষা করেছেন।'

নেখ্লিউদভের হাতখানা ধরে চুমো দিতে গিয়ে বৃদ্ধা বললেন:

'কাল আমি গিয়েছিলাম আপনাদের ওখানে। আমার বোন বলেছিল যেতে। বোন এখন এখানেই আছে। এই দিকে চলে আসুন।'

এই বলে শুস্তভার মা একটা সংকীর্ণ দরজা পেরিয়ে অন্ধকার বারান্দাটা

অতিক্রম করে, নেখ্‌লিউদভকে পথ দেখাতে দেখাতে, কখনো চুলটা কখনো বা উঁচু করে তোলা ঘাগরাটা ঠিক করতে করতে বলে চললেন:

'আমার বোনের নাম কর্নিলভা। ওর কথা আপনি শুনেছেন নিশ্চয়।'

একটা বন্ধ দরজার সামনে একটু ক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন:

'কর্নিলভা একটা রাজনীতিক ব্যাপারে জড়িত ছিল। খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে।'

শুস্তভার মা দরজাটা খুলে একটি ছোট বসবার ঘরে নেখ্‌লিউদভকে নিয়ে ঢুকলেন। ঘরে একটি টেবিলের ধারে একটা সোফায় বসে আছে একটি বেঁটে খাটো গোলগাল মেয়ে, গোলগাল পাণ্ডুর মুখখানা ঘিরে আছে হালকা রঙের কোঁকড়া থোকা থোকা চুল। একেবারে মায়ের মতো দেখতে। পরনে ডোরাকাটা একটা সুতি ব্লাউজ।

উলটো দিকে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছে একটি যুবক, কালো রঙের ছোট্ট দাড়ি ও গোঁপ, পরনে ছুঁচের কাজ করা একটি রুশী জামা, একেবারে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে খুব নিবিষ্ট হয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে। নেখ্‌লিউদভের পায়ের শব্দ শুনে ওরা মুখ তুলে তাকাল। মা বললেন:

'লিদিয়া, প্রিন্স্‌ নেখ্‌লিউদভ — সেই যিনি...'

পাণ্ডুর বর্ণ মেয়েটি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, একটু যেন ঘাবড়ে গিয়ে কানের পিছনে একগুচ্ছ চুল গুঁজতে গুঁজতে, ধূসর বর্ণ ডাগর চোখে ভয়ে ভয়ে তাকাল আগন্তুকের দিকে।

নেখ্‌লিউদভ হাসতে হাসতে বলল:

'ও আপনি বুঝি সেই বিপজ্জনক মহিলা যার হয়ে ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌না আমায় মধ্যস্থতা করতে বলেছিলেন?'

লিদিয়া শুস্তভা শিশুর মতো একগাল হাসাতে ওর সুন্দর দন্তপংক্তি দেখা গেল, বলল:

'হ্যাঁ, আমিই সেই শুস্তভা। কিন্তু আসলে মাসিই চেয়েছিলেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে।'

মৃদু মধুর গলায় একটি দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকল:

'মাসি!'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আপনি গ্রেপ্তার হওয়ায় ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌না ভারি কষ্টে ছিলেন।'

নরম গদিওয়ালা ভাঙা চেয়ারটা থেকে যুবকটি ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে সেদিকে আঙুল দেখিয়ে লিদিয়া বলল:

'এখানে বসবেন? না এই চেয়ারটাতে বসুন।'

নেখ্লিউদভ যুবকটির দিকে তাকিয়ে আছে দেখে লিদিয়া বলল:

'ও জাখারভ — সম্পর্কে আমার ভাই হয়।'

যুবকটিও লিদিয়ার মতো সহৃদয় হাসি দিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাল এবং নেখ্লিউদভ আসন গ্রহণ করার পর জানলার পাশ থেকে আরো একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওর পাশে বসল। অন্য দরজা দিয়ে প্রায় ষোলো বছর বয়স, হালকা রঙের চুল একটি স্কুলপড়ুয়া বালকও বসবার ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে জানালার ধারে বসল।

শুস্তভা বলল:

'ভেরা ইয়েফ্রেমভ্না আমার মাসির অন্তরঙ্গ বন্ধু, কিন্তু আমি তাঁকে চিনি না বললেই হয়।'

অতঃপর পাশের একটা কামরা থেকে এসে ঢুকলেন এক মহিলা — বুদ্ধিদীপ্ত হাসিখুশি মুখ, পরনে সাদা ব্লাউজ, কোমরে চামড়ার বেল্ট দিয়ে আঁটা। সোফায় লিদিয়ার পাশে বসেই মহিলা বললেন:

'কেমন আছেন? আসতে পেরেছেন বলে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ভেরা কেমন আছে? আপনি কি ওকে দেখেছেন? কী ভাবে সে সহ্য করছে নিজের এই অবস্থা?'

নেখ্লিউদভ জবাবে বলল:

'অনুযোগ করেন না, বলেন তাঁর মনের ভাবভাবনা অলিম্পাসের চুড়োয় বাঁধা।'

মাসি হেসে হেসে মাথাটা নাড়াতে নাড়াতে বললেন:

'একেবারে ভেরার যোগ্য কথা, আমি তো ওকে চিনি। ওকে চিনলে বোঝা যায়, অপূর্ব ব্যক্তিত্ব। সকলের জন্যে সব কিছু ও করতে প্রস্তুত, নিজের দিকে ফিরেও তাকায় না।'

'না, নিজের জন্যে কিছুই চান নি উনি, ওঁর যত ভাবনা ছিল আপনার এই বোনঝিটির সম্বন্ধে। বলছিলেন যেটা ওর সব চাইতে খারাপ লেগেছিল, তা হল বিনা অপরাধে শুস্তভাকে কারাগারে নিক্ষেপ।'

মাসি বললেন:

'সেটা ঠিক; কী সাংঘাতিক ব্যাপার! সত্যি বলতে কি, আমার জন্যেই এতটা ভুগল।'

'তা বোলো না মাসি। তুমি না বললেও কাগজপত্রগুলো আমি নিজের কাছে রাখতাম।'

মাসি বললেন নেখ্লিউদভের দিকে ফিরে:

'ব্যাপারটা আমি ওর চেয়ে ঢের বেশি ভালো জানি। কী হয়েছিল জানেন? একজন ব্যক্তি তাঁর কিছু কাগজপত্র আমায় কিছু দিনের জন্যে রেখে দিতে বলেছিলেন। নিজের কোনো বসবাসের জায়গা তখন আমার ছিল না বলে কাগজপত্র আমি এনে ওর হাতে দিয়েছিলাম। আর হবি তো হ, সেই রাতেই পুলিশ এসে ওর ঘরে খানাতাল্লাসি করে ওই সব কাগজপত্রসুদ্ধ ওকে পাকড়াও করে নিয়ে যায়। এতদিন ধরে কেবলি ওকে জেরা করেছে কার কাছ থেকে পেয়েছিল ওই সব কাগজপত্র।'

সুবিন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও একগুচ্ছ চুল কানের পিছন দিকে টানতে টানতে লিদিয়া তড়বড় করে বলল:

'আমি কিন্তু একটা কথাও বলি নি ওদের।'

মাসি বললেন:

'আমি কি বলেছি তুমি বলেছো?'

মুখখানা আরক্ত করে, অস্বচ্ছন্দ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে লিদিয়া বলল:

'ওরা যদি মিতিনকে ধরপাকড় করে থাকে, সে আমার জন্যে নয় নিশ্চয়।'

মা বললেন:

'লক্ষ্মীটি লিদিয়া ও নিয়ে আর কিছু বোলো না।'

'কেন বলব না? আমি বলতে চাই।'

লিদিয়ার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, চুলের গোছাটা কানের পিছন দিকে টানা বন্ধ করে, আঙুলে জড়াতে জড়াতে আরো যেন লাল হয়ে উঠল।

'লক্ষ্মীটি লিদিয়া, মনে নেই কাল যখন এ বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলে, কী ঘটেছিল?'

'না, কিছুতেই না! আমায় ছেড়ে দাও না কেন, মা? আমি কিছুই বলি নি, চুপ করে ছিলাম। যখন মিতিন আর মাসিকে নিয়ে আমায় দু'বার জেরা করল, আমি একটা কথাও বলি নি, বরঞ্চ বলেছি কোনো কথার জবাব দেব না। তখন... এই পেত্রোভ...।'

মাসি লিদিয়ার কথাটা বিশদ করতে গিয়ে বললেন:

'পেত্রোভ একজন সশস্ত্র বাহিনীর গুপ্তচর, একটা ইতরবিশেষ...।'

উত্তেজিত হয়ে লিদিয়া তড়বড় করে বলল:

'তখন পেত্রোভ আমায় ধরে পেড়ে বোঝাতে লাগল, 'আপনি আমায় যা-ই বলুন না কেন, তা থেকে তো কারো ক্ষতি হতে পারে না। উলটে যদি আপনি সব কথা অকপটে বলতে পারেন, এমন অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি খালাস পেতে পারে যাদের ওপর এখন আমরা অনর্থক অত্যাচার করে চলেছি।' তৎসত্ত্বেও পেত্রোভকে আমি বলি যে আমার মুখ থেকে একটা কথা বেরোবে না। তখন লোকটা আমায় বলল, 'বেশ কিছু না হয় না-ই বললেন, কিন্তু আমি যা বলব তা অস্বীকার করবেন না।' তারপর ও মিতিনের নাম বলে।'

মাসি বললেন:

'ও কথায় আর কাজ কি!'

সেই চুলের গোছা টানতে টানতে, ঘরের চার দিকে তাকাতে তাকাতে লিদিয়া চেঁচিয়ে উঠল:

'আমায় বাধা দিয়ো না, মাসি...। তারপর... পরের দিনই আমি জানতে পেলাম — পাশের কারাকক্ষ থেকে দেওয়ালে টোকা দিয়ে দিয়ে আমায় জানিয়ে দিল মিতিন গ্রেপ্তার হয়েছে। আমার ক্রমাগত মনে হতে লাগল আমিই মিতিনকে ধরিয়ে দিয়েছি। সে যে কী কষ্ট কী যন্ত্রণা... আমার ঠিক যেন পাগল হবার মতো হয়েছিল।'

মাসি বললেন:

'তারপর তো দেখাই গেল মিতিনের গ্রেপ্তারের জন্য তুমি মোটেই দায়ী নও।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো আর সেকথা জানতাম না। মনে মনে ভাবলাম, আমিই ওকে ধরিয়ে দিয়েছি। ক্রমাগত পায়চারী করি এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়াল পর্যন্ত — না ভেবে পারি না। ভাবি — ওকে ধরিয়ে দিয়েছি। কাপড়চোপড় জড়িয়ে শুয়ে পড়ি, কে যেন আমার কানে কানে বলতে থাকে, 'ধরিয়ে দিয়েছ, ধরিয়ে দিয়েছ, মিতিনকে ধরিয়ে দিয়েছ।' আমি তো জানতাম এ-সমস্তই আমার মনগড়া অলীক দুঃস্বপ্ন, কিন্তু ফিস্‌ফিস্‌ করে কথাটা ক্রমাগত আমার কানে আসে। ঘুমিয়ে পড়তে চাই, ঘুমোতে পারি না। ভাবনাচিন্তা করতে চাই না কিন্তু ভাবনাচিন্তা আমায় ছাড়লে তো! সে এক ভয়ংকর ব্যাপার!'

কথা বলতে বলতে লিদিয়ার উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে লাগল। চুলের গুচ্ছটা ক্রমাগত আঙুলে জড়াতে লাগল, তারপর আবার পাক খুলতে লাগল, বারবার তাকাতে লাগল ঘরের চার দিকে।

মা সস্নেহে ওর পিঠে হাত রেখে বললেন:

'লক্ষ্মীটি লিদিয়া, শান্ত হও।'

কিন্তু লিদিয়া থামতে পারে না। আবার শুরু করল:

'আরো ভীষণ হল যখন...'

এবার আর কথাটা শেষ করতে পারল না, সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে চেয়ারের সঙ্গে একটা ধাক্কা খেল, তারপর কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওর মা পিছন পিছন বেরিয়ে গেলেন।

জানালার ধারে যে স্কুলপড়ুয়া ছেলেটি বসে ছিল রাগত ভাবে বলে উঠল:

'এই সব বদমাইশদের ধরে ধরে ফাঁসীতে লটকে দেওয়া উচিত।'

মা ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন:

'কী কথা হচ্ছে?'

'না, আমি শুধু বলছিলাম... না ও কিছু নয়।' ছেলেটি কথাটা চেপে দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরিয়ে টানতে লাগল।

২৬

মাসিও একটা সিগারেট ধরিয়ে মাথা নাড়িয়ে বললেন:

'অল্পবয়সীদের পক্ষে নির্জন কারাবাস খুব সাংঘাতিক।'

নেখ্লিউদভ বলল:

'কেবল অল্পবয়সীদের পক্ষে কেন, সকলের পক্ষেই।'

মাসি জবাবে বললেন:

'না, সবার পক্ষে নয়। শুনেছি সত্যকার বিপ্লবীদের পক্ষে নির্জন কারাদণ্ড শাস্তিতে বিশ্রাম নেবার তুল্য। আত্মগোপনকারীকে সর্বক্ষণ উদ্‌বেগে ও অভাবে থাকতে হয়, তার সব সময় ভয় থাকে নিজের জন্যে, আশ্রয়দাতার জন্যে এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের জন্যে। তারপর যখন সে ধরা পড়ে, জেলে যায় তখন আর উদ্‌বেগ উৎকণ্ঠা থাকে না, দায়িত্বের বোঝা তার কাঁধ থেকে নেমে যায়, সে তখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বিশ্রাম নিতে

পারে। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সত্যিকার বিপ্লবীরা খুশিই হয় বলে আমি শুনেছি। কিন্তু বয়স যাদের অল্প ও যারা নিরপরাধ — ওরা সবার আগে এদেরকেই তো ধরে, এই যারা লিদিয়ার মতন — তাদের পক্ষে নির্জন কারাবাসের প্রথম আঘাতটা নিদারুণ সাংঘাতিক হয়। স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারে না, বাজে খাবার খেতে হয়, দূষিত হাওয়া — মোটের ওপর যত রকমের কষ্ট হতে পারে। কিন্তু এসবে তাদের খুব বেশি আসে যায় না। এসবের চেয়ে তিনগুণ কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে পারা যায় প্রথম জেলে যাবার নৈতিক ধাক্কাটা যদি কেউ সামলাতে পারে।'

'তবে কি আপনাকে সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে?'

বিষাদ মধুর হাসি হেসে মাসি বললেন:

'আমাকে? দু'বার জেলে যেতে হয়েছে আমায়। প্রথম যে-বার গ্রেপ্তার হই — স্রেফ বিনা অপরাধে আমায় জেলে পাঠায়। আমার বয়স তখন বাইশ, এক মেয়ের মা, দ্বিতীয়টি পেটে। স্বাধীনতা হারালাম, স্বামী কন্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম — দুটোই খুব কষ্টের সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপর যে-আঘাতটা পেলাম তার তুলনায় এ-সব কষ্ট অকিঞ্চিৎকর। সেই আঘাতের ফলে বুঝলাম ওরা আমাদের মনুষ্যপদবাচ্য বলে মনে করে না, মনে করে নিতান্তই বস্তুসামগ্রী। গ্রেপ্তারের পর ছোট্ট মেয়েটার কাছে বিদায় নিতে চাইলাম, ওরা আমায় ঠেলে পাঠিয়ে দিল একটা এক্কা গাড়িতে। জিজ্ঞেস করলাম কোথায় আমায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, জবাব এল সে-জায়গায় পৌঁছলে মালুম পড়বে। জিজ্ঞেস করলাম কী অপরাধে আমায় গ্রেপ্তার করা হল, কোনো জবাব পেলাম না। জেরার পর ওরা আমায় বিবস্ত্র করে, জেলখানার নম্বর দেওয়া কাপড় পরতে দিল, তারপর একটা গুহাঘরের দরজার তালা খুলে আমায় অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে কুলুপ লাগাল। রাইফেল হাতে একজন শান্ত্রী নীরবে পায়চারী করতে লাগল গুহাঘরের সামনে, মাঝেমাঝে বন্ধ দরজার ঘুলঘুলিতে চোখ লাগিয়ে দেখতে লাগল। ভীষণ দমে গেল আমার মনটা। মনে আছে সবচেয়ে বেশি অবাক লাগল আমার, যখন জেরা করার সময় সেনাদলের অফিসার আমায় একটি সিগারেট খেতে দেন। উনি তো তা হলে বুঝেছিলেন লোকে ধূমপান করতে ভালোবাসে, তা হলে এও নিশ্চয় জানতেন লোকে স্বাধীনতা ভালোবাসে, আলো বাতাস ভালোবাসে, জানতেন মায়েরা সন্তানদের ভালোবাসে আর সন্তানেরা ভালোবাসে তাদের মাকে। তবে কেন তারা

আমার যা-কিছু ভালো লাগে তা থেকে নিষ্ঠুর ভাবে আমায় ছিনিয়ে এনে, এই অন্ধকার ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে দিল — যেন আমি হিংস্র কোনো বন্য জানোয়ার? এ-রকম অভিজ্ঞতা সহ্য করলে মনে একটা দাগ না কেটে যায় না। যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, মানুষকে বিশ্বাস করে, যারা বিশ্বাস করে মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে — তাদের সে-বিশ্বাস এমন একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ভেঙে যেতে বাধ্য। তখন থেকে মানুষের মনুষ্যত্বে আমি আস্থা হারিয়েছি, আমার মন তিক্ততায় ভরে গেছে।'

এই বলে মাসি একটু ম্লানমুখে হাসলেন।

যে-দরজা দিয়ে লিদিয়া বেরিয়ে গিয়েছিল, লিদিয়ার মা সেই দরজা দিয়ে ফিরে এসে জানালেন লিদিয়া খুবই বিচলিত হয়েছে বলে ফিরে আসতে পারল না।

মাসি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন:

'এমন একটা তরুণ জীবন এ ভাবে নষ্ট হল কেন? আমার বিশেষ খারাপ লাগে ভাবতে যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমিই এর কারণ।'

মা বললেন:

'গ্রাম দেশে গেলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিশ্চয় সেরে উঠবে। লিদিয়াকে পাঠিয়ে দেব ওর বাবার কাছে।'

মাসি বলে চললেন:

'আপনি যদি মধ্যস্থতা না করতেন, বেচারা একেবারে ধ্বংস হয়ে যেত। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি অন্য একটা কারণে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌নার কাছে আমার একটি চিঠি কি আপনি পৌঁছে দিতে পারবেন?'

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে বললেন:

'দেখতেই পাচ্ছেন চিঠির খামটা খোলাই আছে। ইচ্ছা করলে আপনি পড়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন — অথবা ভেরার হাতে দিতেও পারেন — যেমন আপনার ঠিক মনে হয় তেমনি করবেন। চিঠিতে আপত্তিকর কিছু নেই।'

নেখ্‌লিউদভ চিঠিখানা নিয়ে কথা দিল যথাস্থানে পৌঁছে দেবে — তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। চিঠি না পড়েই সে খামটা সেঁটে নিল।

শেষ যেই কাজটির জন্য নেখ্‌লিউদভকে পিটার্সবুর্গে আটকে পড়তে হল সেটি ছিল সেই গ্রামীণ ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যাপার নিয়ে। ও চেয়েছিল ওর রেজিমেন্টের ভূতপূর্ব সতীর্থ এবং অধুনা স্বয়ং সম্রাটের এডিকং বগাতিরিওভের হাত দিয়ে খোদ জারের হাতে ওদের আপীলটা তুলে দেয়। ভোরবেলায় ও গিয়ে যখন বন্ধুর বাড়িতে পেঁছিল বগাতিরিওভ তখন প্রাতরাশ করছে — অবশ্য কাজে বেরোবার পোশাক পরিচ্ছদ পরে। বগাতিরিওভ মাথায় লম্বা না হলেও বেশ শক্ত পোক্ত, গায়ে ওর এতই জোর যে খালি হাতে ঘোড়ার ক্ষুরের নাল বাঁকাতে পারে, সদয় সহৃদয় সোজা, উদারপন্থী মানুষ। এই সব গুণ থাকা সত্ত্বেও রাজসভায় ওর যথেষ্ট দহরম-মহরম, জার ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি ওর গভীর প্রীতি, আবার এদিকে এই উচ্চ মহলের মাঝখানে থেকেও কেবল তার ভালোটুকুই দেখার এবং খারাপ ও অসৎ কোন কাজে লিপ্ত না হওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ওর ছিল। কাউকে ও দোষ দেয় না, কোনো বিধানের নিন্দা করে না, অধিকাংশ সময় চুপ করে থাকে — কিন্তু কথা যখন বলে উচ্চ কণ্ঠে স্পষ্ট ভাবে বলে আর হাসে যখন দিল খুলে হাসে। ও যে এমনটা করে তার পিছনে কোনো কূটকৌশল নেই — এই রকমটাই ওর স্বভাব।

'বাঃ এসেছো খুব ভালো করেছো। প্রাতরাশ করবে না কি? বোসো বোসো, বীফ্‌-স্টেক্‌টা আজ খাশা! আমি চিরকালই আমার দিনটা শুরু করি সারবান কিছু দিয়ে — শুরু করি আবার শেষও করি। হাঃ হাঃ হাঃ! আচ্ছা, তা হলে একটু কিছু পান করো।'

বগাতিরিওভ গলা ছেড়ে কথাগুলো বলে কারুকার্য-খচিত কাচের সুরাপাত্রে রক্ষিত লাল মদের দিকে আঙুল দেখাল। তারপর বলে চলল:

'তোমার কথাটাই ভাবছিলাম। আপীল আমি নিশ্চয় স্বয়ং জারের হাতে তুলে দেব, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো। কেবল আমার মনে হচ্ছিল ভালো হয় আগে যদি তুমি তোপরভের সঙ্গে দেখা করতে পারো।'

তোপরভের নাম শুনে নেখ্‌লিউদভ মুখখান একটু বেজার করল।

'সবটাই ওঁর ওপর নির্ভর করছে। জার যা করবেন ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই করবেন। হয়তো উনিই তোমার ইচ্ছাটা পূরণ করে দিতে পারেন।'

'তুমি যখন বলছো, যাব তাঁর কাছে।'

'এই তো ঠিক কথা। আচ্ছা, এখন বলো তো পিটার্সবুর্গ তোমার কেমন লাগছে? বলবে তো আমায়?'

নেখ্লিউদভ বলল:

'মনে হচ্ছে আমি যেন সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছি।'

'সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছ! বটে? হো হো হো! আচ্ছা, সত্যিই তা হলে পানাহার কিছুই করবে না? আচ্ছা যেমন তোমার মর্জি।'

এই বলে বগাতিরিওভ ন্যাপ্‌কিন দিয়ে গোঁপটা মুছে নিল।

'তা হলে তুমি যাচ্ছ তো তোপরভের কাছে? কী বলো? উনি যদি কিছু না করেন আপীলটা আমার হাতে দিয়ো, আগামী কাল আমি পেশ করব মহামান্য জারের হাতে।'

চেঁচিয়ে এই সব কথা বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, না ভেবেচিন্তে যেমন অভ্যাসবশত মুখ মুছেছিল তেমনি ভাবে বুকের সামনে ক্রুশচিহ্ন এঁকে তরোয়ালসুদ্ধ বেল্‌টটা বাঁধতে লাগল।

'তাহলে আপাতত বিদায়, আমায় এখুনি বেরোতে হবে।'

'একসঙ্গেই তো বেরোচ্ছি।'

প্রবেশপথের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দুই বন্ধু করমর্দন করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বগাতিরিওভের শক্ত চেটালো হাতখানা নিজের হাতে নিতে নেখ্লিউদভের বেশ ভালো লাগে — মনে হয় একটা সুস্থ ও তাজা ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শ আছে ওর হাতে।

বগাতিরিওভ অবশ্য বলেছে তোপরভের ওপরেই নির্ভর করছে সেই গ্রামীণ ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যাপারটা — তোপরভকে দিয়ে কিছু করানো যাবে বলে নেখ্লিউদভের ভরসা ছিল না। তবু বন্ধুর নির্দেশ মতো পা বাড়াল তোপরভের বাড়ির দিকে।

তোপরভ যে-পদে অধিষ্ঠিত তার জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য-কর্মের মধ্যে এমনই একটা অসংগতি আছে যে নিতান্ত নিরেট ও স্থূলবুদ্ধি লোক ছাড়া আর কেউ সে পদ অধিকার করে থাকতে পারে না। এই দুই নেতিবাচক গুণ তোপরভের মধ্যে ছিল পূর্ণ মাত্রায়। অসংগতি ছিল এই প্রকার: স্বকীয় ঘোষণাক্রমে গ্রীক অর্থডক্স চার্চ স্বয়ং ভগবৎ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, শয়তানের নারকীয় শক্তি কিংবা মানুষের বিরুদ্ধ শক্তি এই চার্চকে সরাতে নড়াতে পারে না। অথচ তোপরভের কাজ ছিল বাহ্যিক বিধিবিধান এমন কি হিংসক কার্যকলাপের সাহায্যে এই চার্চের রক্ষণ পালন সুনিশ্চিত করা। এই শাশ্বত, দৈবাদিষ্ট, ভগবৎসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের রক্ষণ পালনের ভার

ন্যস্ত ছিল এমন একটি মানুষের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের ওপর, এমন একটি ধর্মীয় বিচার সভার ওপর যার শীর্ষে ছিলেন তোপরভ ও তাঁর সহকারিবৃন্দ। এই ব্যাপারে যে পরস্পর-বিরোধিতা ও অসংগতি ছিল তোপরভ তা দেখেও দেখতেন না, তিনি বরঞ্চ অতিমাত্রায় ব্যস্তবিব্রত থাকতেন পাছে রোমের কোনো ক্যাথলিক যাজক কিম্বা কোনো ধর্মোপদেষ্টা অথবা ভিন্নমতপোষক কোনো ধর্মসম্প্রদায় অমোঘ শাশ্বত গ্রীক অর্থডক্স চার্চের গায়ে আঘাত হানে। ধর্মানুভূতির মূল কথাটা হল সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র — তোপরভের মধ্যে আদৌ এই ভাব ছিল না বলে তার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এই যে তিনি সাধারণ মানুষ থেকে একেবারেই পৃথক এবং ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যা চায় সে সব তাঁর না হলেও চলে।

নিজের নিভৃত অন্তরে তাঁর কিছুতেই বিশ্বাস ছিল না বলে তিনি মনে করতেন ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের বালাই না রাখার অনেক সুখ-সুবিধে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ধর্মভাব বিবর্জিত হয়ে থাকবে — এটা তাঁর আদৌ বরদাস্ত হত না, তিনি তাই মনে করতেন অধার্মিকতা বা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য।

কোনো একটা রান্নার বই বলে যে কাঁকড়ারা যেন সজীব অবস্থাতেই সেদ্ধ হতে ভালোবাসে। তোপরভও মনে মনে ভাবতেন ও মুখে বলতেন সাধারণ মানুষ কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসে। তিনি এটা বলতেন একেবারে আক্ষরিক অর্থে, রান্নার বই অবশ্য কাঁকড়া সম্বন্ধে এমন কথা বলে না।

ধর্ম সম্বন্ধে ওর মনোভাব অনেকটা ছিল মুরগী-পালকের মতো; গলিত পচিত মাংস খুবই ঘৃণ্য বস্তু, কিন্তু মুরগীরা তা খেতে ভালোবাসে বলে মুরগীপালক তাদের গলিত পচিত মাংস দিতে ইতস্তত করে না। সাধারণ মানুষকে ধর্মের অথবা কুসংস্কারের খোরাক দেবার বেলা তোপরভের মনোভাব ছিল একই রকম।

অবশ্যই ইভেরীয়, কাজানী ও স্মোলেন্‌স্ক-এর 'ঈশ্বর মাতা' মেরীর বিগ্রহ পূজা নিছক পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু লোকে তা পছন্দ করে এবং বিশ্বাস করে, সুতরাং কুসংস্কার হলেও তা পোষণ করা উচিত। অন্তুতপক্ষে তোপরভের তাই মত — অথচ বুঝতে পারেন না অথবা বুঝতে চান না সাধারণ মানুষ কুসংস্কারের অন্ধকারে পড়ে থাকতে ভালোবাসে যেহেতু তোপরভদের মতন সমাজের আলোকপ্রাপ্ত অথচ কঠিন

হৃদয় মানুষেরা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সাধারণ মানুষকে আলো না দেখিয়ে, তাদের আরো বেশি করে ঠেলে দেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে।

নেখ্লিউদভ যখন অভ্যর্থনা-কক্ষে প্রবেশ করল, সে-সময় তোপরভ তাঁর দপ্তরে বসে আলাপ করছিলেন একজন মঠাধিকারিণীর সঙ্গে — মহিলা অভিজাত বংশীয়া ও কর্মতৎপর। পশ্চিম রাশিয়ায় যে-সমস্ত ইউনিয়েট্দের ওপর জোর করে গ্রীক অর্থডক্স ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে*) তাদের মধ্যে গ্রীক অর্থডক্স ধর্ম প্রচার ও সমর্থনের কাজে মহিলা উঠে পড়ে লেগেছেন।

অভ্যর্থনা-কক্ষে কর্মরত বিশেষ ভারপ্রাপ্ত একজন আমলা নেখ্লিউদভকে জিজ্ঞেস করে যখন জানতে পারল সে সম্রাটের হাতে একখানা আপীল দাখিল করতে ইচ্ছুক, তখন সে আপীলটা পড়ে দেখতে চাইল। নেখ্লিউদভ কাগজটা দিতে সে ওটা হাতে নিয়ে চলে গেল তোপরভের অপিসে। মঠাধিকারিণী তাঁর মাথার ওপর বোরকা চাপিয়ে, ঘোমটা উড়িয়ে, সুদীর্ঘ ঘাগরাটা মেঝের ওপর লুটিয়ে লুটিয়ে, অপিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, সাদা দুটি হাতের নখগুলি সুন্দর ভাবে কাটা, হাতে একটি পোখরাজের তৈরি জপের মালা। মঠাধিকারিণী চলে যেতে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নেখ্লিউদভের ডাক এল না, তোপরভ আপীল পড়ছেন আর মাথাটা নাড়াচ্ছেন, আপীলের স্পষ্ট ও জোরালো কথাগুলো পড়ে তিনি একটু বিরক্ত ও বিস্মিত। পড়তে পড়তে তিনি ভাবলেন, এ-আপীল যদি খোদ সম্রাটের হাতে পড়ে একটা ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে, তিনি অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলতে পারেন। তারপর কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে তোপরভ ঘণ্টা বাজিয়ে হুকুম করলেন যেন নেখ্লিউদভকে আসতে বলা হয়।

সেই গ্রামীণ ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যাপারটা তাঁর বেশ মনে আছে, কারণ ইতিপূর্বেও তাদের একটি আপীল এসে পেঁৗছেছিল তাঁর হাতে। ঘটনাটা ঘটেছিল এই ভাবে: গ্রীক অর্থডক্স চার্চ্ থেকে বিচ্যুত এই খৃষ্টান সম্প্রদায়কে প্রথমে একটি ধর্মালোচনা-সভায় ডাকা হয়, তাতে কোনো ফল না হওয়ায় আইন অনুসারে তাদের বিচার হবার পর তারা খালাস পায়। তখন স্থানীয় বিশপ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগসাজসে প্রমাণ করেন সম্প্রদায়-ভুক্তদের বিবাহ অসিদ্ধ ও বে-আইনী হয়েছে, ফলে স্বামী, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নানা স্থানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এখন এই বাপেরা আর স্ত্রীরা আবেদন করছে তাদের যেন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা না হয়। তোপরভের মনে পড়ল মামলাটা প্রথম যখন

ওঁর নজরে আসে, উনি সেই সময় একটু ইতস্তত করে ভেবেছিলেন ব্যাপারটার ছেদ টানবেন কি না। পরে তাঁর মনে হয়েছিল সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়েদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন স্থানে নির্বাসনে পাঠাবার সিদ্ধান্তটা সমর্থন করাতে কোনো ক্ষতি নেই। বরঞ্চ এই সব চাষীরা যদি নিজ নিজ গ্রামে থেকে যায় তা হলে গ্রাম-সমাজের অন্যান্য চাষীদের ওপর একটা প্রভাব পড়তে পারে, তাদের কেউ কেউ এদেরই মতো অর্থডক্স চার্চ্ থেকে বেরিয়ে যেতেও পারে। তা ছাড়া স্থানীয় বিশপেরও এতে উৎসাহ আছে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং তোপরভ স্থির করলেন মামলাটা যেমন চলছে তেমনি চলতে দেওয়াটাই ঠিক হবে।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ওরা পৃষ্ঠপোষক ধরেছে নেখ্লিউদভের মতো একজন লোককে, পিটার্সবুর্গ-সমাজে যার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি আছে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে কেউ হয়তো অঙ্গুলি নির্দেশ করে সম্রাটকে সরাসরি বলতেও পারে ঘটনাটা নিষ্ঠুর এবং এ নিয়ে বিদেশী কাগজেও বাদানুবাদ বেরোতে পারে। সুতরাং তোপরভ ঝটিতি একটা অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে স্থির করলেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোপরভ নেখ্লিউদভকে অভ্যর্থনা করলেন, ভাবখানা এমন যেন তিনি অতিমাত্রায় ব্যস্ত। কুশল জিজ্ঞাসা করেই চলে এলেন কাজের কথায়। আপীলটা হাতে তুলে নিয়ে নেখ্লিউদভকে দেখিয়ে বললেন:

'এই মামলার ব্যাপারটা আমার জানা। নামগুলো দেখামাত্র শোচনীয় ঘটনাটা আমার মনে পড়ে গেল। আপনি ঘটনাটা আমায় মনে করিয়ে দিলেন বলে আমি আপনার কাছে ঋণী। এ সমস্তই ঘটেছে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষীয়দের তৎপরতার আতিশয্যের ফলে।'

নেখ্লিউদভ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, অকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তোপরভের ভাবলেশহীন পান্ডুর অনড় মুখের মুখোশটার দিকে।

'হ্যাঁ, আমি আদেশ দিয়ে দেব আগেকার সকল সিদ্ধান্ত যেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং চাষীরা নিজ নিজ বাসভবনে যাতে ফিরে যেতে পারে।'

'তা হলে এই আপীল পেশ করার কোনো প্রয়োজন হবে না বলছেন?'

তোপরভ জবাব দিলেন:

'আমি আপনাকে নিশ্চিত কথা দিচ্ছি।'

'আমি' কথাটার ওপর এমন ভাবে জোর দিলেন যে নেখ্লিউদভকে

বুঝিয়ে দিতে চান তাঁর সততা ও তাঁর প্রতিশ্রুতিই হল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জামিন। বললেন, 'সবচেয়ে ভালো এখুনি যদি আমি অর্ডারটা লিখে ফেলি। কষ্ট করে আপনি একটু বসুন।'

তোপরভ টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন ও লিখতে শুরু করলেন। নেখ্‌লিউদভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল অপ্রশস্ত টাক মাথাটা, মোটা হাতটার নীল ধমনী, দ্রুত কলমচালনা — আর অবাক হয়ে ভাবতে লাগল যাকে দেখেই ভাবলেশশূন্য বলে মনে হয়, সেই মানুষটা কেন এই কাজ করছে, এত সযত্নেই বা কেন করছে। কেন?

লেফাপাটা বন্ধ করে নেখ্‌লিউদভের দিকে এগিয়ে দিয়ে তোপরভ বললেন:

'এটা নিন, তা হলে... এবার আপনার মক্কেলদের জানিয়ে দিতে পারেন।'

অতঃপর তোপরভ হাসবার ভঙ্গিতে ঠোঁট একটু ব্যাদন করলেন।

খামখানা নিয়ে নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'তা হলে এই লোকগুলো অনর্থক ভুগল কেন?'

তোপরভ মাথাটা তুলে এমন ভাবে হাসলেন যেন নেখ্‌লিউদভের প্রশ্ন শুনে খুশি হয়েছেন। বললেন:

'সে আমি আপনাকে বলতে পারব না। কেবল এইটুকু বলতে পারি জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের কাজটাকে আমরা এতই মূল্য দিয়ে থাকি যে ধর্মীয় ব্যাপারে উৎসাহের আতিশয্যটাকে আমরা ততটা বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর মনে করি না, বরঞ্চ ধর্মীয় ব্যাপারে উৎসাহের অভাবটাই... আজ কাল যা দ্রুত প্রসার লাভ করছে...।'

'কিন্তু কী করে ধর্মের নামে সৎ জীবন যাপনের প্রাথমিক দাবিটাই অস্বীকার করা যায় — পরিবারের লোকজনকে পরস্পরের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে?'

তোপরভ তাঁর প্রশ্রয়ের হাসি হেসেই চলছেন — ভাবখানা এমন যেন নেখ্‌লিউদভ যা-কিছু বলছে সবই শুনতে বেশ মিষ্টি। তোপরভের ধারণা তাঁর রাজনীতিক প্রজ্ঞার উচ্চ শিখর থেকে তিনি যখন তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দেশের সর্বত্র প্রসারিত করে দেন, নেখ্‌লিউদভের মতো একপেশে মনোভাব তাঁর কাছে মনে হয় ছেলেমানুষির নামান্তর। তোপরভ বললেন:

'ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে ওই রকম ধারণা হতে পারে বটে, কিন্তু প্রশাসনিক দৃষ্টিতে ওই ঘটনার তাৎপর্য অন্যরকম। আচ্ছা, তাহলে নমস্কার।'

তোপরভ মাথাটা নিচু করে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। নীরবে করমর্দন সেরে নেখ্‌লিউদভ দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে গেল, তোপরভের হাতে হাত লাগাতে ওর ভালো লাগে নি। আপন মনে গজরাতে লাগল:

'জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ! তোমার নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ, তাই বলো।'

সরকারের যে-সব প্রতিষ্ঠান ধর্মের ধ্বজা ধরে ও জনশিক্ষার জিগির তোলে, সেই সব প্রতিষ্ঠানের আওতায় জনগণের কী দশা হয়, তার একটা ছবি ওর মনের পটে ভেসে উঠল। একে একে ও ভাবতে লাগল তাদের কথা, প্রথমেই মনে পড়ল সেই মেয়েটির কথা যে তার শিশুদের অন্নসংস্থানের জন্য বে-আইনী মদ চোলাই করে বিক্রি করে; সেই যে ছেলেটি চুরির অপরাধে দণ্ড ভোগ করছে; সেই ভবঘুরে মানুষটা, ভবঘুরে হওয়াটা যার অপরাধ; সেই যে বুড়ী ঘরে আগুন দেবার অপরাধে বন্দী; আর হতভাগিনী লিদিয়া শুস্তভা যাকে বন্দী করা হয়েছিল কেবল খবর আদায় করার জন্যে। তারপর মনে পড়ল সেই ধর্মসম্প্রদায়ের কথা যাদের শাস্তি পেতে হল ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যাবার অপরাধে; আর সেই গুর্কেভিচ যার একমাত্র দোষ হল এই যে সে চায় নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। নেখ্‌লিউদভ পরিষ্কার বুঝতে পারল এই সব লোকদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে কিংবা নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে — তারা কোনো বিচারবিরুদ্ধ বা আইনবহির্ভূত অপরাধ করেছে বলে নয়। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা প্রতিবন্ধক হয়েছিল — পরস্বাপহারী সরকারী কর্মচারী কিংবা ধনাঢ্য ব্যক্তির উপভোগের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

লাইসেন্স ছাড়া যে-মেয়েটি মদ বিক্রি করত, যে-চোরটি শহরে ঘুর ঘুর করত, বিপ্লবী ইশতাহার লুকিয়ে রেখেছিল যে লিদিয়া, যে-ধর্মসম্প্রদায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল আর গুর্কেভিচ যে শাসনব্যবস্থায় নিয়মতন্ত্র চায় — এরা সবাই তো সত্যকার প্রতিবন্ধক। নেখ্‌লিউদভ স্পষ্টত বুঝতে পারল মাসির স্বামী, সেনেটররা, তোপরভ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রকের যে-সব সুবেশ সুশিষ্ট আমলার দল গম্ভীর মুখে টেবিলে বসে থাকে — এরা কেউই নিরপরাধ মানুষদের কষ্টভোগ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না, এদের একমাত্র দুশ্চিন্তার বিষয় হল কী ভাবে সমস্ত বিপজ্জনক মানুষকে অপসারণ করা যায়।

ন্যায়নীতি বলে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়ার চেয়ে দশজন দোষী ব্যক্তির পালিয়ে যাওয়াও শ্রেয়। এ-নীতি এরা মানে না, উলটে এরা একজন সত্যকার বিপজ্জনক অপরাধীকে দূর করতে গিয়ে দশজন নিরপরাধ

ব্যক্তির প্রতি শাস্তিবিধান করে। এ যেন পচা অংশটুকু কেটে বাদ দিতে গিয়ে ভালো অংশের অনেকখানি কেটে ফেলা।

নেখ্‌লিউদভের মনে হল ওর এই ব্যাখ্যাটুকু বেশ সহজ ও পরিষ্কার। কিন্তু সহজ ও পরিষ্কার বলেই এই ব্যাখ্যাটিকে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে ওর যেন বাধল। এমন জটিল একটা পরিস্থিতির এত সহজ ও ভয়ঙ্কর সমাধান কি সম্ভব? এমনটা কি সম্ভব যে ন্যায়বিচার, আইন, ধর্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি নিয়ে যে-সব বড় বড় কথা বলা হয়ে থাকে, তার সমস্তটাই ভুয়ো, কেবল কথার কথা — এবং এই সব কথার আড়ালে থাকে মানুষের সবচেয়ে স্থূল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি — লোভ ও চরম নিষ্ঠুরতা?

২৮

নেখ্‌লিউদভ সেই দিনই সন্ধ্যায় পিটার্সবুর্গ ছেড়ে চলে যেত। কিন্তু মারিয়েৎকে সে কথা দিয়েছে থিয়েটরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। ও জানত প্রতিশ্রুতিটা পালন না করাই শ্রেয়, কিন্তু নিজের মনকে ঠকাল এই বলে যে কথা দিয়ে কথা না রাখাটা অন্যায়।

'এই সব প্রলোভন প্রতিরোধ করার শক্তি কি আমার আছে?'

প্রশ্নটার মধ্যে একটা আত্মপ্রবঞ্চনা যে না ছিল এমন নয়, আপন মনেই বলল:

'শেষ বারের মতো একবার চেষ্টা করে দেখি না কেন?'

নাটকটা ছিল সেই অতি-পরিচিত 'Dame aux camélias'। বাইরের এক অভিনেত্রী আরও অভিনব ধরনে অভিনয় করে দেখাচ্ছিলেন — কী ভাবে নাট্যমঞ্চে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত নায়িকা তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করেন।

নেখ্‌লিউদভ পোশাক পাল্‌টে টেইল কোট পরে যখন গিয়ে পৌঁছল, নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক চলছে। থিয়েটর দর্শকে গিজ গিজ করছে। নেখ্‌লিউদভ খোঁজ নিতেই থিয়েটরের একজন পরিচারক সসম্ভ্রমে সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে গেল মারিয়েতের বক্স্‌-এর সামনে। করিডরে মারিয়েতের বাড়ির উর্দি-পরিহিত একজন চাপরাসী মোতায়েন ছিল। নেখ্‌লিউদভকে দেখে সে নত হয়ে সেলাম করল যেন ওকে চেনে, তারপর বক্স্‌-এ ঢোকার দরজাটা খুলে দিল।

ঢুকতেই নেখ্‌লিউদভের সর্বপ্রথম নজরে পড়ল উলটো দিকের সারি

সারি বক্স্‌গুলোতে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান লোকজনের মূর্তি, কাছে স্টল্‌-এ উপবিষ্ট লোকজনের পিঠ; কারো পাকা চুল, কারো কাঁচাপাকা, কারো মাথা কেশবিরল, কারো বা মাথায় টাক, কারো বা চুল কোঁকড়ানো। রোগা মতন অস্থিসার নায়িকা রেশমে রিবনে লেসে সুসজ্জিতা হয়ে হাজারো দর্শকের চোখের সামনে দেহটাকে নানা ভাবে বাঁকিয়েচুরিয়ে মুচড়িয়ে অস্বাভাবিক গলায় কী-যেন সব বলছে। দর্শকেরা সবাই নিবিষ্ট হয়ে গভীর মনোযোগসহকারে তাই দেখছে।

বক্স্‌-এর দরজাটা খুলতে ভেতর থেকে কে একজন যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল: 'চুপ চুপ!' নেখ্‌লিউদভের মুখের ওপর দু'রকম হাওয়ার ঝাপট লাগল — ঠাণ্ডা ও গরম।

বক্স্‌-এ বসে আছে মারিয়েৎ, হাতা-বিহীন লাল কোট-পরা একজন অপরিচিতা মহিলা — মাথায় একটা ভারী মতন পাগড়ি বিশেষ এবং পুরুষ-মানুষ দু'জন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন জেনারেল — মারিয়েতের স্বামী, দীর্ঘকায় সুদর্শন পুরুষ, তীক্ষ্ম নাসা, মুখের ভাব দুর্জ্ঞেয় ও কঠিন, পরনে বুকের অংশে প্যাড্‌-দেওয়া ইউনিফর্ম। আর যিনি ছিলেন তাঁর চুলের ও গায়ের রঙ হালকা, জমকালো গালপাট্টার মাঝখানে পরিষ্কার ক্ষৌরিকরা চিবুক সামান্য দেখা যায়।

মারিয়েৎ তন্বী, সুন্দর তার দেহসৌষ্ঠব, পোশাক-পরিচ্ছদ সুরুচিপূর্ণ, নিচুগলা পোশাকে ওর দৃঢ়বদ্ধ অথচ সুগঠিত অর্ধ অনাবৃত কাঁধদুটি যেন ঢালু হয়ে নেমে গেছে। কাঁধদুটি যেখানে মিলেছে সেখানে ঘাড়ের ঠিক ওপরে কালো একটি জরুল। নেখ্‌লিউদভ বক্স্‌-এ প্রবেশ করতেই মারিয়েৎ পিছনে ফিরে সকৃতজ্ঞ হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করল, অর্থবহ চোখ তুলে মৃদু হাসল, তারপর ওর হাত পাখার ইঙ্গিত করে নেখ্‌লিউদভকে দেখিয়ে দিল ওর আসনের ঠিক পেছনের শূন্য আসনটা।

সব কিছু ব্যাপারেই মারিয়েতের স্বামীর মুখে একটা প্রশান্ত, নির্লিপ্ত ভাব — তিনি একটু ঝুঁকে নেখ্‌লিউদভকে নমস্কার করলেন। স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর সামান্য একটু যে চোখাচোখি হল তা থেকে চকিতেই বুঝতে পারা গেল তিনিই এই সুন্দরী স্ত্রীলোকটির প্রভু ও মালিক।

স্বগতোক্তি যখন শেষ হল সমস্ত থিয়েটর-ঘরটা যেন ফেটে পড়ল করতালি ধ্বনিতে। মারিয়েৎ তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আলগোছে লম্বা রেশমের ঘাগরাটা ধরে, বক্স্‌-এর পিছন দিকে এসে স্বামীর সঙ্গে নেখ্‌লিউদভের পরিচয় করিয়ে দিল।

জেনারেল চোখের হাসি না থামিয়ে বললেন তিনি বড় খুশি হয়েছেন, তার পরেই তাঁর মুখে নেমে এল একটা দুর্জ্ঞেয় প্রশান্তির ছায়া।

নেখ্‌লিউদভ মারিয়েৎকে বলল:

'আমার আজই মস্কো ফিরে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপনাকে আমি কথা দিয়েছিলাম।'

নেখ্‌লিউদভের কথার নিহিতার্থের জবাবে মারিয়েৎ বলল:

'আমার সঙ্গে সাক্ষাতে অনিচ্ছা থাকলেও এখানে দেখতে পাবেন আশ্চর্য একজন অভিনেত্রীকে।'

স্বামীর দিকে ফিরে মারিয়েৎ জিজ্ঞেস করল:

'শেষ দৃশ্যে চমৎকার অভিনয় করেছে। নয় কী?'

জেনারেল সম্মতিসূচক ভাবে মাথাটা কাত করলেন।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'এ-সব আমার মনকে স্পর্শ করে না। আজ আমি সত্যিকার ব্যথাবেদনা এতই প্রত্যক্ষ করেছি...'

'বসুন, বলুন আমাদের।'

মুখে একটা শ্লেষের হাসি হাসতে হাসতে স্বামীও শুনতে লাগলেন।

'যে-মেয়েটিকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে আজ আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। বিনা অপরাধে এত দিন কয়েদে থাকার ফলে মেয়েটির মন একেবারেই ভেঙে গেছে।'

মারিয়েৎ স্বামীকে বলল:

'এই মেয়েটির কথাই তোমায় বলেছিলাম।'

মাথাটা নাড়িয়ে, নেখ্‌লিউদভের মনে হল গোঁপের কোনে এবারে যেন নিতান্তই শ্লেষের একটা হাসি হেসে জেনারেল ঠাণ্ডা গলায় বললেন:

'ও হ্যাঁ। ওকে খালাস করতে পেরে আমি বেশ খুশি হয়েছিলাম। আচ্ছা... আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, সিগারেট খাব।'

মারিয়েৎ ওকে সেই যে কিছু একটা বলতে চেয়েছিল, সেটা কী শোনবার অপেক্ষায় বসে রইল নেখ্‌লিউদভ। মারিয়েৎ একটা কথাও বলল না, বলার চেষ্টাও করল না, কেবল অভিনয় সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলল, কেন জানি ওর ধারণা হয়েছে নিশ্চয় এ-নাটক নেখ্‌লিউদভের হৃদয়স্পর্শী হবে।

নেখ্‌লিউদভও বুঝল মারিয়েতের বলবার মতো কিছু নেই। ওকে ডেকে এনেছে কেবল সান্ধ্যপোশাকে সুসজ্জিত ওর ঝলমলে রূপটুকু, ওর অনাবৃত দুটি সুঠাম কাঁধ এবং ঘাড়ের ওপরকার সেই কালো আঁচিল ও

অঙ্গসৌষ্ঠব দেখাতে। ব্যাপারটা নেখ্‌লিউদভের কাছে একাধারে প্রীতিকর ও কদর্য ঠেকল।

এসবের ওপরে আগে যে একটা মাধুর্যের আবরণ থাকত, নেখ্‌লিউদভের চোখের সামনে থেকে এখন সেটা সরে না গেলেও ও যেন দেখতে পাচ্ছিল আবরণের নীচে কী আছে। মারিয়েৎকে দেখে ও মুগ্ধ হয় ঠিকই, কিন্তু ও জানে মারিয়েৎ মিথ্যাচারিণী, মারিয়েৎ এমন স্বামীর ঘর করে যে তার কর্মজীবনের উন্নতি করে থাকে শত শত লোকের চোখের জল ও জীবনের বিনিময়ে; এতে মারিয়েতের কিছু যায় আসে না। গত কাল মারিয়েৎ ওকে যা-কিছু বলেছে সমস্ত সর্বৈব মিথ্যা, মারিয়েতের একমাত্র লক্ষ্য নেখ্‌লিউদভ যেন ওর প্রেমে পড়ে — কেন তা নেখ্‌লিউদভ জানে না, সম্ভবত মারিয়েৎও জানে না। মারিয়েতের প্রতি ওর যুগপৎ আকর্ষণ-বিকর্ষণের কারণটা হল এই। বেশ কয়েক বার হ্যাটটা মাথায় তুলে ও বেরিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু চট করে উঠে যেতে ওর বাধল।

অবশেষে মারিয়েতের স্বামী যখন তাঁর মোটা গোঁফে তামাকের গন্ধ নিয়ে ফিরে এলেন এবং নেখ্‌লিউদভের দিকে এমন একটা অভিভাবকসুলভ তাচ্ছিল্যের ভাব করে চাইলেন, যেন ওকে চেনেনই না, নেখ্‌লিউদভ বক্স্‌-এর দরজাটা বন্ধ হবার আগেই উঠে নিজের ওভারকোটটা নিয়ে থিয়েটর থেকে বেরিয়ে গেল।

নেভ্‌স্কির ওপর দিয়ে নেখ্‌লিউদভ যখন বাড়ি ফিরছে, লক্ষ্য করল ঠিক ওর সামনে দিয়ে আস্‌ফল্‌ট বাঁধানো চওড়া ফুটপাতের ওপর দিয়ে ধীরগতিতে চলেছে দীর্ঘাঙ্গী, সুঠাম ও চোখে পড়ার মতো জাঁকালো পোশাক-পরা একটি রমণী। সে যে সকল পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, তার মুখে ও দেহভঙ্গিমায় সেই কুৎসিত ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামনে পিছন দিয়ে যারাই ওর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে সকলেই একবার তাকিয়ে দেখছে ওর দিকে। নেখ্‌লিউদভ ওর চেয়ে দ্রুত গতিতে চলছিল বলে এক সময় তাকেও ওর পাশ কাটিয়ে চলতে হল। চলতে চলতে অনিচ্ছাতেই নেখ্‌লিউদভও একবার তাকিয়ে দেখল ওর মুখের দিকে। মুখখানা রঙ দিয়ে হয়তো পালিশ করা কিন্তু মেয়েটি সুন্দরী, মেয়েটি হেসে নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকাল, তার চোখদুটিতে যেন ঝিলিক খেলে গেল। আশ্চর্য, তৎক্ষণাৎ নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ে গেল মারিয়েৎকে। ঠিক তেমনি আকর্ষণ-বিকর্ষণের দোটানা অনুভব করল — যেমনটা করেছিল কিছুক্ষণ আগে থিয়েটরে।

দ্রুত পা চালিয়ে মেয়েটির পাশ কাটিয়ে নিজের প্রতি বিরক্ত হয়েই নেখ্লিউদভ নেভ্স্কি ছেড়ে মোড় নিল মোর্স্কায়ার দিকে। উপকূল সরণিতে গিয়ে উঠে একজন পুলিশম্যানের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেখানে পায়চারী করতে লাগল।

নেখ্লিউদভ ভাবে:

'অন্য মেয়েটিও ওইরকম কটাক্ষ করে হেসেছিল আমি যখন বক্স্-এ পা দিয়েছিলাম, দুটি হাসিরই একই অর্থ। একমাত্র তফাত এই যে, নেভ্স্কির মেয়েটি খোলাখুলি ভাবে সোজাসুজি যেন বলতে চেয়েছিল, 'যদি চাও -- নিতে পারো আমাকে। তা না হলে তুমি যাও তোমার পথে।' আর অপর মেয়েটি? সে মিছে ভান করে ভাব দেখাতে চায় যেন সে কোনো সূক্ষ্ম মার্জিতলোকে বসবাস করে। কিন্তু মূলত একই। এটি অন্তত সত্য কথাটা বলে আর অন্যটি মিথ্যাচারিণী। শুধু তা-ই নয়: এ-মেয়েটি বেরিয়েছে অভাবের তাড়নায়, কিন্তু অন্যটি খেলছে, মজা করছে এই ভীষণ-মধুর প্রবৃত্তি নিয়ে। রাস্তার মেয়েটি যেন পূতিগন্ধময় নোংরা জল — তৃষ্ণা যদি বিতৃষ্ণাকে অতিক্রম করে যায়, তবে এই জল পান করা যেতে পারে। আর অন্য মেয়েটি? সে হাতে তুলে দেবে বিষের পাত্র, পান করলে সমস্ত জীবন বিষময় হয়ে উঠবে।'

সেই অভিজাত সভার আধিকারিকের স্ত্রীর সঙ্গে ওর অবৈধ প্রণয়ের কথা নেখ্লিউদভের মনে পড়ে গেল। লজ্জায়, ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল। সে ভাবতে লাগল:

'মানুষের স্থূল প্রবৃত্তির মধ্যে একটা যে-পাশবিকতা থাকে তা নিঃসন্দেহে বিরক্তিকর। কিন্তু যতক্ষণ সেটা নগ্ন আকারে থাকে আমরা আমাদের অধ্যাত্ম চেতনার শিখর থেকে নজর করে সেই প্রবৃত্তিকে ঘৃণা করতে পারি। সেই প্রবৃত্তিকে আমরা প্রতিহত করতে পারি অথবা তার কাছে পরাজয়ও স্বীকার করতে পারি, কিন্তু তার ফলে আমাদের মৌলিক মানবিকতা ক্ষুণ্ন হয় না। কিন্তু সেই একই পাশবিকতা যখন কাব্য কিংবা নন্দনতত্ত্বের আড়ালে গোপনে ছদ্মবেশ ধারণ করে আসে ও আমাদের পূজা দাবি করে, আমরা তার দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত ও আচ্ছন্ন হয়ে যাই এবং এই পাশবিক প্রবৃত্তিকেই শ্রদ্ধার আসনে বসাই। তখন পাপ পুণ্য ভালোমন্দের মধ্যে আমাদের ভেদজ্ঞান লোপ পায়। সেটা এক সাংঘাতিক পরিণতি!'

নেখ্লিউদভ এখন যেমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রাজপ্রাসাদ, শান্ত্রীদের

ঘাঁটি, দুর্গ, নদী, নৌকা, স্টক এক্সচেঞ্জের অট্টালিকা, ঠিক তেমনি স্পষ্ট ওর মনে হল এই চিন্তাভাবনাও।

রাতের অন্ধকার পৃথিবীর বুকে যেমন সান্ত্বনা ও স্বস্তির সূচনা করে, উত্তরের এই গ্রীষ্মকালীন রাতে তার আভাস ছিল না — আকাশের কোনো একটা অদৃশ্য উৎস থেকে চারিদিকে ছেয়ে ছিল একটা বিষণ্ণ অনুজ্জ্বল অপ্রাকৃত আলো, নেখ্লিউদভের চিত্তেও ঠিক তেমনি অজ্ঞানতার অন্ধকারজনিত স্বস্তি আর ছিল না।

ওর কাছে এখন যেন সব পরিষ্কার। ও পরিষ্কার বুঝতে পারল যে-সব বিষয়কে মানুষ সচরাচর গুরুত্ব দেয় কিম্বা উৎকৃষ্ট বলে ভাবে, আসলে সেগুলিই অর্থহীন ও নিকৃষ্ট। বাইরের সাজসজ্জা ও বিলাসের ভিতর লুকিয়ে আছে কত সব পুরাতন পাপ। এই সব অপরাধের কিন্তু কোনো সাজা হয় না, পাপের কদর্যতা সযত্নে ঢেকে দেওয়া হয় জাঁকজমকে ও সমারোহে।

নেখ্লিউদভ এই সমস্তই ভুলে থাকতে চায়; দেখতে চায় না, কিন্তু এখন আর ওর না দেখার উপায় নেই। যে-আলোকে ওর কাছে আজ সত্য উদ্ঘাটিত হল, ও জানে না সে আলো কোথা থেকে আসছে। পিটার্সবুর্গ শহরের উপর আজ রাতে যে-আলোটা ছেয়ে আছে, তার উৎসও তো ওর জানা নেই। ও কেবল এইটুকু জানে, এ আলো যতই স্তিমিত হোক, ম্লান হোক, অপ্রাকৃত হোক — এ-আলোকে যা প্রকাশ পাচ্ছে, তা না দেখে ওর আর উপায় নেই। এই অনিবার্যতাবোধ ওকে যেমন আনন্দিত করল, তেমনি উদ্বিগ্নও করে তুলল।

২৯

মস্কো ফিরে এসে নেখ্লিউদভ কালবিলম্ব না করেই চলে গেল জেলখানার হাসপাতালে। মাস্লভাকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে হবে সেনেট আদালতের রায়টাই বহাল রেখেছে, সুতরাং ওকে এখন প্রস্তুত হতে হবে সাইবেরিয়া যাবার জন্য।

শেষ একটা চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে ফানারিন সম্রাটের হাতে দাখিল করার জন্য একটা আবেদন-পত্র লিখে দিয়েছেন। মাস্লভাকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে

নেখ্‌লিউদভ সেটি সঙ্গে করে এনেছে, কিন্তু এ আবেদন সফল হবার আশা খুবই কম। আশ্চর্য বলতে হবে, নেখ্‌লিউদভের এখন খুব বেশি আগ্রহও নেই যে আবেদনটি সফল হয়। সে মনে মনে সাইবেরিয়া গিয়ে দণ্ডিত ও নির্বাসিতদের মধ্যে জীবন যাপন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। মাস্‌লভা যদি মুক্তি লাভ করে, ওর নিজের ও মাস্‌লভার জীবন কেমন রূপ নিতে পারে সে কথা কল্পনা করাও আজ ওর পক্ষে সহজ নয়। আমেরিকান লেখক থোরো'র একটা উক্তি ওর মনে পড়ল: আমেরিকায় ক্রীতদাসপ্রথা তখনো রহিত হয় নি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে থোরো বলেছিলেন, যে-রাষ্ট্রে দাসপ্রথা আইনসিদ্ধ, সেখানে ন্যায়পরায়ণ মানুষের প্রকৃত স্থান ওই কারাগারে*)। পিটার্সবুর্গ ঘুরে আসার পর রাজধানীর হালচাল দেখে নেখ্‌লিউদভের চিন্তাধারাও ওই খাতে বইতে শুরু করেছে।

'হ্যাঁ, আজকের দিনে সৎ লোকের উপযোগী একমাত্র আবাসস্থল হল কারাগার।'

গাড়িতে বসে জেলখানার দিকে যেতে যেতে এমন কি জেলখানার চার দেয়ালের মাঝখানে ঢোকার সময়ও নেখ্‌লিউদভ এটা যেন ব্যক্তিগত ভাবে নিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে অনুভব করল।

জেল-হাসপাতালের দারোয়ান নেখ্‌লিউদভকে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিল মাস্‌লভা এখন আর হাসপাতালে নেই।

'কোথায় গেছে, তাহলে?'

'আবার ওকে জেলখানায় যেতে হয়েছে।'

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'আবার ওকে জেলখানায় পাঠানো হল কেন?'

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে দারোয়ান জবাব দিল:

'মান্যবরকে কী আর বলি; এই সব লোকগুলো যেন কী। মেয়েটা মেডিকেল এসিস্ট্যাণ্টের সঙ্গে ঢলাঢলি করছিল বলে বড় ডাক্তারের হুকুমে ওকে জেলখানাতেই ফেরৎ যেতে হল।'

নেখ্‌লিউদভ ঠাহর করতেও পারে নি মাস্‌লভা ও তার মতিগতি তার কাছে ঠিক কতখানি। খবরটা পেয়ে ও একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অচিন্তিতপূর্ব ও নিদারুণ দুর্ভাগ্যের খবর যখন আচমকা আঘাত হানে, যন্ত্রণাটা তীব্র ও মর্মান্তিক হয়। নেখ্‌লিউদভের তাই হল, প্রথমেই ওর সমস্ত মনটা ছেয়ে গেল একটা গভীর লজ্জায়, নিজেকে নিজের কাছে উপহাসাস্পদ মনে হল — ও কিনা এত কাল সানন্দে কল্পনা করেছে

মাস্লভার হৃদয়ে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে! তা হলে এত দিন ধরে নেখ্লিউদভের স্বার্থত্যাগ স্বীকার করে নিতে ওর অনিচ্ছা সম্বন্ধে মাস্লভা যা-কিছু বলেছে, ওর ভর্ৎসনা, ওর চোখের জল — সমস্তই কি ছলনা, নিজের সুবিধা বিধানের জন্য নেখ্লিউদভকে কাজে লাগাবার চেষ্টায় অপকৃষ্ট ফন্দি কৌশল? ওর যেন মনে পড়তে লাগল শেষ সাক্ষাতের সময় মাস্লভার হাবেভাবে একটা সংশোধনাতীত মনোভাবের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। এই সব নানা প্রসঙ্গ ওর মনের মধ্যে ঝিলিক দিতে লাগল। যন্ত্রচালিতের মতো টুপিটা পরে নেখ্লিউদভ হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

'এখন আমি কী করি? এখনো কি ওর সঙ্গে আমার কোনো বাঁধন রয়েছে? ওর এই আচরণের পর আমি কি এখন মুক্ত নই?'

নিজের কাছে এই সব প্রশ্ন তুলতে গিয়ে নেখ্লিউদভ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল ও নিজেকে মুক্ত জ্ঞান করে মাস্লভাকে যদি দূরে সরিয়ে দেয়, তা হলে ও যে চায় মাস্লভাকে শাস্তি দিতে, সেটা আর হবে না, শাস্তি দেবে ও নিজেকেই। সেই সম্ভাবনার কথা ভেবে ও আতঙ্কে শিউরে উঠল।

'নাঃ, যা ঘটে গেছে তার জন্যে আমার স্থির সংকল্পের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না বরঞ্চ তা দৃঢ়তর হবে। যদি এখন মেডিকেল এসিস্ট্যাণ্টের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করাটাই ওর প্রাণ চায়, ও করুক তা, এটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার! আমি চালিত হব আমার বিবেকের দাবি অনুসারে, বিবেক বলে আমার স্বাধীনতা আমায় বিসর্জন দিতে হবে মাস্লভার জন্য। নিতান্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে হলেও ওকে আমার বিবাহ করার সংকল্প, ওকে যেখানেই পাঠাক না কেন ওকে অনুসরণ করার সংকল্প, এই সব সংকল্পে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না আমার।'

একটা দুর্দমনীয় জেদ ও স্পর্ধার সঙ্গে নেখ্লিউদভ এই সব কথা নিজেকেই বলল, নিজের মনে মনে। তার পর হাসপাতাল ছেড়ে দৃঢ় পদে হেঁটে চলল জেলখানার প্রকাণ্ড গেট্খানার দিকে।

গেট্-এ যে-ওয়ার্ডার ডিউটিতে মোতায়েন ছিল নেখ্লিউদভ তাকে বলল ইন্স্পেক্টরকে একবার যেন খবর দেয় যে ও মাস্লভার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। ওয়ার্ডার নেখ্লিউদভকে চেনে এবং পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে জেলখানার এক গুরুত্বপূর্ণ ও সতর্কতামূলক সংবাদ দিল! জানাল যে পুরনো ইন্স্পেক্টর বরখাস্ত হয়েছেন, তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হয়েছেন একজন নূতন ইন্স্পেক্টর — বেশ কড়া লোক। ওয়ার্ডার বলল:

'নিয়মের কড়াক্কড়ি এখন — বিপদের একশেষ। উনি ভিতরেই আছেন, এখ্নি ওকে খবর পাঠাচ্ছি।'

নতুন ইন্স্পেক্টর জেলখানাতেই ছিলেন, সত্বরই বেরিয়ে এলেন নেখ্লিউদভের সঙ্গে দেখা করতে — দীর্ঘকায়, হাড় বের-করা মান্ষ, গন্ডের হাড় রীতিমত উ'চু, বিষণ্ণ ম্খ, গতিবিধি শ্লথ।

নেখ্লিউদভের দিকে না তাকিয়েই বললেন:

'নির্দিষ্ট দিনে সাক্ষাত-ভবনে দেখাসাক্ষাত করার অন্মতি দেওয়া হয়।'

'কিন্তু সম্রাটের নামে একটি আবেদন-পত্র আছে যাতে কয়েদীর স্বাক্ষর দরকার।'

'আবেদন-পত্র আমার হাতে দিতে পারেন।'

'আমি স্বয়ং কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আগে সর্বদাই আমায় অন্মতি দেওয়া হত দেখা করতে।'

ইন্স্পেক্টর একবার নেখ্লিউদভের দিকে দ্রত চোখ ব্লিয়ে নিয়ে বললেন:

'আগে সে-রকম হত বটে।'

নেখ্লিউদভ নাছোড়বান্দার মতো বলল:

'গভর্নরের কাছ থেকে আমার নামে লিখিত অন্মতি আছে।'

এই বলে সে ব্যাগ থেকে কাগজটা বের করল।

ইন্স্পেক্টর আগের মতোই ওর দিকে চোখ তুলে না দেখেই, শ্কনো লম্বা সাদা সাদা আঙ্লগ্লো বাড়িয়ে দিলেন, তর্জনীতে সোনার আঙটি, বললেন:

'আমায় দেখতে দিন।'

কাগজখানা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে পড়ার পর বললেন:

'অপিস-ঘরে একটু আস্ন, অন্গ্রহ করে।'

অপিস-ঘরে আজ কেউ ছিল না। ইন্স্পেক্টর তাঁর টেবিলের ধারে বসে টেবিলের ওপরে রাখা কয়েকটি কাগজ গোছাতে লাগলেন, ব্ঝিয়ে দিলেন সাক্ষাতকারের সময় তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে চান।

নেখ্লিউদভ যখন জিজ্ঞেস করল রাজবন্দী ভেরা বগদ্খোভ্স্কায়ার সঙ্গে দেখা করা যাবে কি না, ইন্স্পেক্টর সংক্ষেপে জবাব দিলেন তা সম্ভব নয়। টেবিলের ওপর রাখা কাগজের দিকে প্নরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন:

'রাজবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের অন্মতি দেওয়া হয় না।'

নেখ্‌লিউদভের পকেটে রয়েছে ভেরা বগদ্‌খোভ্‌স্কায়ার নামে সেই চিঠিখানা। নেখ্‌লিউদভের মনে হল সে বুঝি গোপনে কোনো অপরাধ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে ও ব্যর্থকাম হয়েছে।

মাস্‌লভা অপিস-ঘরে ঢুকতে ইন্‌স্পেক্টর মাথাটা তুললেন কিন্তু উভয়ের কারো দিকে সোজাসুজি না তাকিয়ে, আগের মতোই কাগজপত্র গোছগাছ করতে করতে বললেন:

'কথা বলতে পারেন আপনারা।'

মাস্‌লভার পরনে আবার সেই সাদা জামা, ঘাগরা আর মাথায় সেই রুমাল বাঁধা। নেখ্‌লিউদভের কাছে এগিয়ে আসার পর ওর কঠিন শীতল চোখের দৃষ্টি দেখতে পেয়ে মাস্‌লভা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তার জামার একটি প্রান্ত কচলাতে কচলাতে চোখদুটি নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মাস্‌লভার বিভ্রান্ত বিচলিত অবস্থা দেখে নেখ্‌লিউদভের বুঝতে বাকি রইল না হাসপাতালের দারোয়ান যা বলেছিল তা নিশ্চয় সত্য।

নেখ্‌লিউদভ মনে মনে স্থির করে রেখেছিল মাস্‌লভার সঙ্গে পূর্বের মতোই ব্যবহার করবে, কিন্তু সে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে গিয়েও পারল না — এমনি ঘৃণা হতে লাগল ওকে দেখে এখন। করমর্দন না করে, ওর মুখের দিকে একবার না তাকিয়ে একঘেয়ে গলায় বলল:

'একটা খারাপ খবর আছে। সেনেট আপীলটা বাতিল করে দিয়েছে।'

হাঁপাতে হাঁপাতে একটা অদ্ভুত স্বরে মাস্‌লভা বলল:

'বাতিল করবে, আমি জানতাম।'

আগে হলে নেখ্‌লিউদভ হয়তো জিজ্ঞেস করত কেন ওর মনে হয়েছিল সেনেট বাতিল করবে, এখন কেবল শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। চোখদুটো ওর জলে ভরে উঠেছে। কিন্তু চোখে জল দেখে নেখ্‌লিউদভের মনটা নরম হওয়া দূরের কথা, বিরক্তি যেন আরও বেড়ে উঠল।

ইন্‌স্পেক্টর তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ও অপিস-ঘরের এদিক থেকে ওদিকে পায়চারী করতে লাগলেন।

মাস্‌লভার প্রতি বিতৃষ্ণায় নেখ্‌লিউদভের মনটা ভরে গেলেও তার মনে হল সেনেটের সিদ্ধান্ত যে ওর নিজেরও মনঃপূত হয় নি, সে কথাটা মাস্‌লভাকে জানানো উচিত। বলল:

'হতাশ হবার কিছু নেই, সম্রাটের কাছে আবেদনে সুফল ফললেও ফলতে পারে। আমি আশা করি...'

সজল টেরা চোখে ওর দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে মাস্‌লভা বলল:

'না, আমি সে-কথা ভাবছি না।'

'কী তবে?'

'আপনি হয়তো হাসপাতাল হয়ে এসেছেন, ওরা হয়তো আমার বিষয়ে আপনাকে বলে থাকবে...।'

'তাতে কি এসে যায়? সে আপনার নিজস্ব ব্যাপার।'

নিরাবেগে এই কটি কথা বলে নেখ্‌লিউদভ ভ্রূকুঞ্চিত করল। আহত অহমিকার যে নির্মম উপলব্ধিটি প্রশমিত হয়ে এসেছিল, মাস্‌লভা হাসপাতালের কথা উল্লেখ করামাত্র তা নবোদ্যমে জেগে উঠল তার মধ্যে। ঘৃণাভরে মাস্‌লভার দিকে তাকিয়ে নেখ্‌লিউদভ ভাবতে লাগল সে হল সমাজের একজন গণ্যমান্য লোক। শ্রেষ্ঠ পরিবারের যে কোনো মেয়ে ওকে পতিরূপে পেলে বর্তে যায়। এই স্ত্রীলোকটিকে স্বামীরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব ও দিয়েছিল, কিন্তু সে দুটো দিন সবুর করতে পারল না, মেডিকেল এসিস্টেন্টের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে দিল!

পকেট থেকে একটা বড়ো লেফাপা বের করল, আবেদন-পত্রখানা বের করে টেবিলের ওপর পেতে দিয়ে বলল:

'এই যে, এটাতে সই করুন।'

রুমালের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে সে জিজ্ঞেস করল কোথায় কী লিখতে হবে।

কোথায় কী লিখতে হবে নেখ্‌লিউদভ দেখিয়ে দিতে ও টেবিলের ধারে বসল, ডান হাতের আস্তিনটা গুটিয়ে নিল বাঁ হাত দিয়ে। নেখ্‌লিউদভ ওর পিছনে দাঁড়িয়ে নীরবে দেখতে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়া ওর পিঠটা চাপা কান্নায় থরথর কাঁপছে। ভালো-মন্দ দু'রকম অনুভূতির দ্বন্দ্ব শুরু হল নেখ্‌লিউদভের হৃদয়ে — একদিকে ওর আহত অহমিকার অভিমান, অপর দিকে এই বেদনাতুর মেয়েটির প্রতি অনুকম্পা। শেষ পর্যন্ত শেষোক্তটাই জয়ী হল।

সে ঠিক মনে করতে পারল না কী করে এটা ঘটল। প্রথমে তার হৃদয়ে করুণা জাগল, নাকি তার মনে পড়ে গেল নিজেকে, নিজের সেই পাপাচরণ, তার সেই কুৎসিত আচরণ, যার জন্য এখন কিনা নিন্দা করছে ওকে! কিন্তু যুগপৎ তার নিজেকে অপরাধী মনে হল ও সেই সঙ্গে ওর প্রতি করুণার উদ্রেক হল।

আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করে, স্কার্টের গায়ে কালি-মাখা আঙুলটা মুছে ও উঠে দাঁড়াল, নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকাল। নেখ্‌লিউদভ বলল:

'যাই ঘটুক না কেন, আবেদন-পত্রের ফলাফল যাই হোক, আমার সংকল্পে কোনো হেরফের হবে না।'

নেখ্লিউদভ যে ওকে ক্ষমা করেছে সেই চিন্তাটাই এখন ওর প্রতি নেখ্লিউদভের মমতা ও করুণার ভাবকে আরো যেন উদ্দীপ্ত করে দিল; সান্ত্বনা দেবার সুরে সে বলল:

'যেমন আমি বলেছি আমি ঠিক তেমনই করব, যেখানেই ওরা আপনাকে পাঠাক না কেন, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।'

ওর সমস্ত মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেও, নেখ্লিউদভের কথার মাঝখানে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল:

'তার কী দরকার?'

'পথের জন্যে কী আপনার দরকার ভেবে রাখুন।'

'বিশেষ কিছু নিতে হবে বলে আমি জানি না, ধন্যবাদ।'

ইন্স্পেক্টর এসে পড়লেন, কিন্তু তাঁর কথার অপেক্ষা না করেই নেখ্লিউদভ বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। নেখ্লিউদভের হৃদয় যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে আনন্দে, শান্তিতে ও সকলের প্রতি প্রেমে — এমন অনুভূতি আগে ওর কখনো হয় নি। মাস্লভা যা-ই করুক না কেন, তার প্রতি ওর প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকবে — এই সত্য উপলব্ধি করে ওর মন একটা বিশুদ্ধ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল, ও এমন একটা মহত্ত্বের শিখরে উঠল যে-জায়গায় এর আগে ও কোনো দিন পৌঁছতে পারে নি। ও যদি মেডিকেল এসিস্ট্যাণ্টের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে চায়, করুক -- সেটা নিতান্তই ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। নেখ্লিউদভ ওকে ভালোবাসে নিজের জন্য নয়, ওর জন্য, ঈশ্বরের জন্য।

যে-ব্যাপারটার জন্যে মাস্লভাকে হাসপাতাল থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং যে-ব্যাপারে নেখ্লিউদভের ধারণা হয়েছিল মাস্লভা সত্যিই দোষী— সে-ঘটনার যথাযথ বিবরণটুকু এই রকম:

হেড্ নার্স মাস্লভাকে পাঠিয়েছিল করিডরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ডিস্পেন্সারিতে — কী একটা ভেষজ আরক আনতে। সেইখানে মাস্লভা মেডিকেল এসিস্টেণ্টকে একা দেখতে পায়। লোকটা মাথায় লম্বা, সারা মুখ ভরতি ব্রণ, অনেক দিন হল মাস্লভার পেছনে লেগে লেগে তার বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছে। সে-সময় মাস্লভা লোকটার হাত থেকে ছাড়া

পাবার উদ্দেশ্যে তাকে এমন জোর এক ধাক্কা লাগাল যে এসিস্টেণ্টের মাথাটা ঠুকে গেল ওষুধের শিশি-বোতল ভরা একটা শেল্‌ফ-এ। দুটো বোতল শেল্‌ফ থেকে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বড় ডাক্তার করিডর দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন; বোতল ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনে ডিস্পেন্সারির দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছেন, দেখলেন মাস্‌লভা আরক্ত মুখে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে। রাগত ভাবে বড় ডাক্তার গলা চড়িয়ে মাস্‌লভাকে বকতে লাগলেন:

'আহা, ভালোমানুষের বেটী, এখানেও যদি ফষ্টিনষ্টি চালাতে শুরু করো, তা হলে তোমায় পথ দেখতে হবে...।'

এসিস্টেণ্ট্‌ ততক্ষণে বড় ডাক্তারের গলা শুনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চশমার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ম দৃষ্টি চালিয়ে বড় ডাক্তার কঠিন স্বরে বললেন:

'এ-সব কী হচ্ছে এখানে?'

এসিস্টেণ্ট্‌ হেসে নিজের সাফাই গাইতে লাগল। বড় ডাক্তার তার কথায় কান না দিয়ে মাথাটা তুলতে দেখা গেল চশমার ওপর দিক দিয়ে না তাকিয়ে এখন তিনি ভিতর দিয়ে তাকাচ্ছেন। বড় ডাক্তার ওয়ার্ডে ঢুকে গেলেন। সেই দিনই ইন্‌স্পেক্টরকে বললেন যেন মাস্‌লভার জায়গায় কোনো একজন ধীরস্থির সহকারিণীকে পাঠান।

মেডিকেল এসিস্টেণ্টের সঙ্গে মাস্‌লভার ফষ্টিনষ্টির ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছু নয়। পুরুষদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার অপরাধে বহিষ্কৃত হওয়ার অপবাদটা মাস্‌লভার বিশেষ বেদনাদায়ক বলে মনে হয়েছিল, তার কারণ বহুকাল হল পুরুষদের সংসর্গের প্রতি তার যে ঘৃণা ছিল, নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে তা বিশেষ করে পরিণত হয়েছিল জুগুপ্সাতে। তার অতীত ও বর্তমান অবস্থার কথা বিচার করে যে-কোনো পুরুষমানুষ, সেই ব্রণকণ্টকিত এসিস্টেণ্ট্‌টিও যেন স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরে নিয়েছিল যে ওকে লাঞ্ছনা করার অধিকার তাদের আছে। ওরা তাই আশ্চর্য হত ওর প্রত্যাখ্যানে। এতে ও গভীর ভাবে আহত বোধ করত, নিজের প্রতি অনুকম্পায় ওর দু'চোখ ভরে যেত চোখের জলে। আজ যখন মাস্‌লভা নেখ্‌লিউদভের সাক্ষাতে গিয়েছিল, ওর ইচ্ছা ছিল হাসপাতাল-সংক্রান্ত ভুয়ো অভিযোগটা যে নিতান্তই মিথ্যা সেই কথাটা ওকে পরিষ্কার করে বলে দেয়, কারণ ওর মনে হয়েছিল গুজবটা নিশ্চয় নেখ্‌লিউদভের কানে পেঁৗছে থাকবে। কিন্তু নিজের সাফাই দিতে গিয়ে

মাস্‌লভা অনুভব করল নেখ্‌লিউদভ ওর কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়, আত্মসমর্থনে ও যা-কিছু বলতে চাইবে তাতে বরঞ্চ ওর সন্দেহটাই দৃঢ়তর হতে থাকবে, তখন অভিমানাহত কান্নায় ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, ও সে বিষয়ে আর একটি কথাও বলতে পারল না।

মাস্‌লভা এখনো মনে করতে চায়, ও মনকে বোঝায় যে নেখ্‌লিউদভকে ও মার্জনা করে নি, নেখ্‌লিউদভকে ও ঘৃণা করে। ভাবখানা এমন যে নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতকারে ও যা বলেছিল তার যেন আর নড়চড় হয় নি। কিন্তু আসলে সে অনেক দিন হল যেন পুনরায় নেখ্‌লিউদভকে নতুন করে ভালোবাসতে শুরু করেছে, এমনি ভালোবাসতে শুরু করেছে যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেখ্‌লিউদভের সব ক'টি ইচ্ছা ও পূরণ করে যাচ্ছিল: মদ্যপান, ধূমপান, ছিনালি ছেড়ে দিয়েছিল, হাসপাতালের কাজে যোগ দিয়েছিল। এ সবই সে করেছিল নেখ্‌লিউদভ চায় বলে। সেই যে একবার দর্প ভরে নেখ্‌লিউদভকে ও বলেছিল যে ওর জন্যে নেখ্‌লিউদভ নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ওকে বিয়ে করে — তা ও চায় না, এখনো সেই কথাটাই পুনরুক্তি করে — যখনি নেখ্‌লিউদভ মনে করিয়ে দেয় ওর প্রতিশ্রুতির কথাটা। এই ওর না চাওয়ার পিছনে ওর দম্ভ তো আছেই, কিন্তু বড়ো কথা হল ও জানত যে ওকে বিয়ে করাটা নেখ্‌লিউদভের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক হবে। ওর স্থিরসংকল্প নেখ্‌লিউদভের স্বার্থত্যাগ ও স্বীকার করে নেবে না — পরন্তু ও গভীর ভাবে আহত হয় ও বেদনা পায় যখন ওর মনে হয় নেখ্‌লিউদভ ওকে ঘৃণা করে, ভাবে ও যেমন ছিল তেমনি আছে, লক্ষ্য করে না কতখানি পরিবর্তন ঘটে গেছে তার ভেতরে। নেখ্‌লিউদভ এখনো হয়তো ভাবছে ও হাসপাতালে কোনো দুষ্কর্ম কিছু করেছে — এই চিন্তায় ও যত যন্ত্রণা পেল, ওর দণ্ডাদেশ বহাল থাকার সংবাদেও ও ততটা যন্ত্রণা পায় নি।

৩০

দণ্ডিত কয়েদীদের যে-প্রথম দলকে সাইবেরিয়া পাঠানো হবে মাস্‌লভাকে হয়তো তাদের সঙ্গেই যেতে হবে। সুতরাং নেখ্‌লিউদভও যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। হাতে ওর যত সময়ই থাকুক না কেন, এত

সব কাজ যাবার আগে ওকে সারতে হবে যে ওর মনে হল হয়তো সব কাজ ও করে যেতে পারবে না। আগে যেমন অবস্থা ছিল এখন তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে; আগেকার দিনে ওকে করবার মতো কাজ খুঁজে পেতে বের করে নিতে হত। সে-সব কাজ ছিল কেবল একজন মানুষকে কেন্দ্র করে এবং সে লোকটি ছিলেন দ্মিত্রি ইভানভিচ নেখ্লিউদভ। যদিচ ওর সব কাজই ছিল নিজেকে ঘিরে, মনে হত সব কাজই ক্লান্তিকর। এখন ওর কাজের সমস্ত বিষয়ই হল অন্য অনেক লোকসম্পর্কিত, দ্মিত্রি ইভানভিচের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সব কাজেই ওর আগ্রহ, সবই ওকে আকর্ষণ করে এবং এই সব কাজের অন্ত নেই।

শুধু তাই নয়, আগেকার দিনে কাজে ব্যাপৃত থাকাটা দ্মিত্রি ইভানভিচ নেখ্লিউদভের কাছে সর্বদা বিরক্তিকর অসহ্য ঠেকত। কিন্তু অপরের স্বার্থে এই যে কাজগুলি ও এখন করছে তাতে ওর মন বেশি করে খুশিতে ভরে উঠছে।

বর্তমানে নেখ্লিউদভ যে-সব কাজ নিয়ে ব্যস্ত, সেগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা চলে — পণ্ডিতপনায় অভ্যস্ত ও অন্তত তাই করেছে এবং তদনুসারে সমস্ত কাগজপত্র তিন ভাগে ভাগ করে তিনটি বিভিন্ন পোর্টফোলিওতে বিন্যাস করেছে।

প্রথম পোর্টফোলিওটা মাস্লভা-সম্পর্কিত। অধিকাংশ কাগজপত্রের বিষয় হল মহামান্য সম্রাটের নামে মাস্লভার আবেদন-পত্রের সমর্থনে সুপারিশাদি এবং সাইবেরিয়া অভিমুখে সম্ভাব্য যাত্রা ও তার প্রস্তুতি নিয়ে।

দ্বিতীয় পোর্টফোলিওভুক্ত কাগজপত্রের বিষয় হল জমিদারী বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা-সম্পর্কিত। পানোভোয় ও সমস্ত জমি চাষী-প্রজাদের হাতে তুলে দিয়েছে এই শর্তে যে তারা যে খাজনাটা দেবে সেটা ব্যয় করা হবে কৃষকদেরই সামুহিক কোনো উদ্দেশ্য সাধনে। কিন্তু সেই চুক্তিটা আইনত সিদ্ধ করার জন্য একটি দলিল সম্পাদন করতে হবে, তাতে স্বাক্ষর করতে হবে এবং সেটা ওর নিজের উইলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কুজ্মিন্স্কয়েতে ও যেমন যেমন ব্যবস্থা করে এসেছিল তার আর হেরফের করা হয় নি, অর্থাৎ খাজনাটা ওরই হস্তগত হবে। কিন্তু শর্তাবলী বেঁধে দিতে হবে আর ঠিক করতে হবে খাজনার টাকা থেকে কতটা ও রাখবে নিজের জীবিকার জন্য, কতটাই বা দেবে প্রজাদের স্বার্থে। সাইবেরিয়া যাত্রায় কত খরচ হবে জানা না থাকায় নেখ্লিউদভ এই আদায়ের পুরো টাকাটা খুইয়ে দেবার

ব্যাপারে এখনো মনস্থির করতে পারে নি — যদিচ অর্ধাংশ সে কমিয়েই দিয়েছে।

তৃতীয় পোর্টফোলিওর বিষয়টা হল জেলকয়েদীদের সহায়তা করা — ওর সহায়তার জন্য আবেদন আসছে ক্রমবর্ধমান হারে।

প্রথম যখন নেখ্লিউদভ জেলকয়েদীদের সংস্পর্শে আসে এবং তারা ওর সাহায্য ভিক্ষা করতে শুরু করে, নেখ্লিউদভ ওদের দণ্ডের ভার লাঘব করার জন্য কালবিলম্ব না করে ওদের পক্ষে মধ্যস্থতা করত। অনতিবিলম্বে আবেদনের সংখ্যা এত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে লাগল যে সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। এর ফলে ওকে বাধ্য হয়ে চতুর্থ আরো একটি কাজ হাতে নিতে হয় এবং সে কাজে সম্প্রতি ওর আগ্রহ প্রথম তিনটি বিষয় ছাপিয়ে যায়।

এই নূতন বিষয়টি হল কতিপয় প্রশ্নের সমাধান, প্রশ্নগুলি এই: ফৌজদারী আদালত নামক অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানটি কী, কোথা থেকে এবং কেনই বা এর উদ্ভব? এরই ফল তো হল সেই জেলখানা, যেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে নেখ্লিউদভের অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটেছে। তাছাড়া পিটার্সবুর্গের পিটার-পল্ কারা-দুর্গ থেকে শুরু করে একেবারে সাখালিন দ্বীপের কারাগার পর্যন্ত, যেখানে নেখ্লিউদভ যাকে মনে করে অদ্ভুত — সেই ফৌজদারী আইনের শিকার হয়ে হাজারে হাজারে মানুষ মর্মযন্ত্রণায় ভুগছে!

কয়েদীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের সূত্রে, জেলে যারা আছে তাদের তালিকা দেখে, উকিল, জেলখানার যাজক ও ইন্স্পেক্টরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে নেখ্লিউদভ যে-সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল তদনুসারে অপরাধীদের পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম ভাগের তালিকায় নিরপরাধ সব লোক — বিচারের ভুলে যারা শাস্তি ভোগ করছে। এদের মধ্যে ধরা যায় তথাকথিত অগ্নি সংযোগকারী মেন্শোভকে, মাস্লভাকে এবং আরো কাউকে কাউকে। সংখ্যায় এরা খুব বেশি হবে না, জেল-যাজকের হিসাবে — আনুমানিক শতকরা সাতজন। কিন্তু এই লোকগুলির অবস্থা বিশেষ আগ্রহে অনুধাবন করার যোগ্য।

দ্বিতীয় ভাগে যারা রয়েছে তারা দণ্ডিত হয়েছে বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে অর্থাৎ রাগ, দুরন্ত আবেগ, ঈর্ষা-সন্দেহ বা পানোন্মত্ততা বশত অপরাধমূলক কাজ করার জন্য। যাঁরা তাদের বিচার করেছেন, অনুরূপ পরিস্থিতিতে তাঁরা হয়তো প্রায় একই রকম কাজ করতেন। নেখ্লিউদভ

পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে আসামীদের অর্ধেকের বেশি লোককে এই শ্রেণী-ভুক্ত করা চলে।

তৃতীয় পর্যায়ে ফেলা যায় একধরনের লোকেদের যারা এমন সব কাজ করার জন্য দণ্ড ভোগ করছে, যে-সব কাজ তাদের নিজেদের ধারণায় স্বাভাবিক কাজ, এমন কি ভালো কাজ — অথচ তাদের কাছে যারা বাইরের লোক, সেই আইনপ্রণেতাদের চোখে দূষণীয় ও দণ্ডার্হ। এই দলে আছে যারা বিনা লাইসেন্সে চোলাই মদের বেসাতি করে, চোরা কারবার করে, বড় বড় এস্টেটের খাস জমি থেকে ঘাস কেটে, কাঠকুটো জড়ো করে নিয়ে যায় অথবা সরকারী বনবিভাগের সংরক্ষিত অরণ্য থেকে গাছ কেটে নিয়ে যায়, পাহাড়ে পর্বতে যারা নিরীহ পথচারীকে ভয় দেখিয়ে তাদের জিনিসপত্র লুটপাট করে অথবা ধর্মায়তন থেকে দেবত্র অপহরণকারী অবিশ্বাসী লোকজন।

চতুর্থ পর্যায়ের ব্যক্তিদের কারাবরণ করতে হয়েছে যেহেতু সমাজের সর্বসাধারণ সচরাচর যে-স্তরে থাকে, নৈতিক দিক থেকে তাঁরা তার ঊর্ধ্বে থাকেন। এই দলভুক্ত করা যায়: ধর্মীয় ব্যাপারে প্রগতিপন্থী সম্প্রদায়কে, স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী পোল্ ও চের্কেসদের, রাজবন্দীদের — সমাজতন্ত্রী ও ধর্মঘটী মজুরদের — শাসনকর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করার জন্য যারা অপরাধী। নেখ্লিউদভ সমীক্ষা করে দেখেছে কয়েদীদের মধ্যে শতকরা একটা বেশ মোটা ভাগ এই পর্যায়ভুক্ত এবং এঁদের অনেকে সমাজের উৎকৃষ্ট মানুষ।

শেষ পর্যায়ে, পঞ্চম দলে যারা রয়েছে, তারা সমাজের কাছে যতটা অপরাধী, সমাজ তাদের কাছে তার চেয়ে ঢের বেশি অপরাধী। এরা বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো, ক্রমাগত অত্যাচারিত ও প্রলুব্ধ হবার ফলে এরা হতবুদ্ধি হয়ে অপরাধ করে থাকে — যেমন করেছিল ওই ছেলেটা কয়েকটা ছেঁড়া পাপোশ চুরি করে। এ-রকম শত শত মানুষকে নেখ্লিউদভ দেখেছে জেলে ও জেলের বাইরে। এরা যে-রকম দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করে তা যেন নিয়মিত ভাবে এদের ঠেলে পাঠায় এমন সব কাজের দিকে আইনের চোখে যা অপরাধ। নেখ্লিউদভের হিসাবে সম্প্রতি ও যে-সব চোর ও খুনীদের সংস্পর্শে এসেছে তাদের অধিকাংশই এই সমাজবিরোধী পর্যায় থেকে আগত। আধুনিককালের অপরাধ-বিজ্ঞানীরা যে-সব দুশ্চরিত্র ও নীতিভ্রষ্ট লোককে স্বভাবত অপরাধপ্রবণ বলে চিহ্নিত করেন এবং এই অপরাধপ্রবণতা দমন করার জন্য ফৌজদারী আইন ও দণ্ডবিধানকে

অত্যাবশ্যক বলে গণ্য করেন, নেখ্‌লিউদভের ধারণা সেই সব দুশ্চরিত্র ও নীতিভ্রষ্ট লোকেরাও এই পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সমাজ এদের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে — প্রত্যক্ষ ভাবে না করলেও, এদের বাপঠাকুর্দাদের উপর অত্যাচার অবিচার করে।

জেলে এই শ্রেণীর যে-সব কয়েদী ছিল তাদের মধ্যে যারা বিশেষ ভাবে নেখ্‌লিউদভকে স্তম্ভিত করে দাগী চোর ওখোতিন তাদের মধ্যে একজন। জন্মেছিল বেশ্যার গর্ভে, পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত, মানুষ হয়েছিল রাতে ভাড়া থাকার বস্তি-বাড়িতে, সম্ভবত সে তার জীবনের তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত এমন কোনো মানুষের সাক্ষাৎ কখনো পায় নি যার নৈতিক চরিত্র পুলিশের লোকের চেয়ে উচ্চস্তরের। অল্প বয়সেই চোর জোচ্চোর পকেটমারদের সংসর্গে এসেছিল। অসাধারণ পরিহাস-রসিক বলে সহজেই নেখ্‌লিউদভের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওখোতিন নেখ্‌লিউদভকে বলেছিল ওর হয়ে মধ্যস্থতা করতে এবং সেই সঙ্গে নিজেকে নিয়ে, উকিলদের নিয়ে, জেলখানা নিয়ে প্রচুর হাস্যপরিহাস করেছিল, কেবল মানুষের গড়া আইন নিয়ে নয় ঈশ্বরের বিধান নিয়েও ঠাট্টা করতে সে ছাড়ে নি। অন্যজন ছিল চাষীর ছেলে, ভারি সুদর্শন দেখতে, নাম ফিওদরভ। বাটপারের দলের সর্দার হয়ে ফিওদরভ এক বৃদ্ধ আমলার সর্বস্ব লুটপাট করে তাকে খুন করার দায়ে জেল খাটছে। লোকটা ছিল চাষীর ছেলে, সম্পূর্ণ বে-আইনী ভাবে তার বাবাকে বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করা হয়েছে, পরে সে সৈন্যদলে নাম লেখায়। সৈন্যদলে থাকতে একজন অফিসারের রক্ষিতার সঙ্গে প্রেমে পড়ায় তাকে প্রচুর ভুগতে হয়। আকর্ষণীয়, উদ্দাম, আবেগপ্রবণ চরিত্রের লোক এই ফিওদরভ। যেনতেনপ্রকারেণ সুখ ভোগ করাটাই তার একমাত্র বাসনা। এ পর্যন্ত এমন কারো সাক্ষাৎ সে পায় নি, কোনো কিছুর খাতিরে যে নিজের ভোগবাসনাকে সংযত রাখতে পেরেছে, জীবনে ভোগবাসনা ছাড়া যে অন্য কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে তাও সে কখনো শোনে নি। নেখ্‌লিউদভ স্পষ্টই লক্ষ্য করল প্রকৃতি এদের দু'জনের মধ্যেই প্রাণের প্রাচুর্য দিয়েছিলেন দরাজ হাতে, কিন্তু অযত্নবর্ধিত গাছপালার মতোই এরাও অনাদরে অবহেলায় নষ্ট হয়েছে। এছাড়াও সে দেখেছে এক ভবঘুরেকে, আরেকজন স্ত্রীলোককে — দু'জনকেই দেখে ওর মনে বিতৃষ্ণা জেগেছিল। দু'জনেই জড়বুদ্ধি ও আপাতদৃষ্টিতে হৃদয়হীন, কিন্তু এদের মধ্যেও ইতালীয় অপরাধবিজ্ঞানী-বর্ণিত অপরাধপ্রবণতা ও লক্ষ্য করে নি। তার মনে হয়েছে এরা নেহাৎই সেই সমস্ত লোকজনের মতো যারা ব্যক্তিগত ভাবে তার কাছে অপ্রীতিকর;

কিন্তু জেলের বাইরেও তো কত লোককে দেখে ওর ভালো লাগে না — যদিচ তাদের কেউ পক্ষীপুচ্ছ কোট পরে, কাঁধে অফিসারের প্রতীকচিহ্ন ধারণ করে অথবা লেসে রিবনে সুসজ্জিত হয়ে দেখা দেয়।

এই ভাবে নেখ্‌লিউদভের চতুর্থ পোর্টফোলিও ফুলে ফেঁপে উঠল এই পাঁচ শ্রেণীর কয়েদীদের প্রসঙ্গ নিয়ে — কেন তাদের কারাবন্দী করা হল অথচ তাদেরই মতো অন্য অনেকে মুক্ত ভাবে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে — এমন কি এই সব লোকেদের বিচারও করছে।

ওর আশা ছিল এই সব প্রসঙ্গের সদুত্তর হয়তো গ্রন্থে-পুস্তকে পাওয়া যাবে, তাই এ-বিষয়ে যাবতীয় বই ও কিনল। লোম্ব্রোশো, গারোফালো, ফের্‌রি, লিস্ট, মড্‌সলে, তার্দ*) প্রভৃতির লেখা বই কিনে ও সযত্নে পড়তে শুরু করে দিল, কিন্তু যতই পড়ে ততই যেন ওকে হতাশ হতে হয়। বিজ্ঞানে কোনো ভূমিকা গ্রহণের সংকল্প না নিয়ে, বিজ্ঞানের বই লেখা, বিজ্ঞান নিয়ে বিতর্ক করা বা বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করার উদ্দেশ্য না নিয়ে যারা বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয় সরাসরি প্রাত্যহিক জীবন-সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নের জবাব পেতে, সচরাচর তাদের যে দশা হয়, তারও দশা হল সেই রকম। অপরাধবিজ্ঞান বিষয়ক এই সব বই বহু সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় প্রশ্নের জবাব দিল কিন্তু ওর প্রশ্নের কোনো সমাধান মিলল না।

ওর প্রশ্নটি খুবই সহজ ও সরল: কী কারণে এবং কোন অধিকারে কিছু কিছু লোক অন্য কিছু লোককে কয়েদ করে, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দেয়, নির্বাসনে পাঠায়, বেত্রদণ্ড দেয় ও হত্যা করে, যদিচ তারা নিজেরাই এই সব লোকেদের মতো, যাদের তারা যন্ত্রণা দেয়, বেত্রদণ্ড দেয়, হত্যা করে? কিন্তু উত্তরে নেখ্‌লিউদভ অনেক সারগর্ভ আলোচনা পড়ল: যথা, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু আছে কি নেই; মাথার খুলি ফিতে দিয়ে মাপ করলে অপরাধপ্রবণতার কোনো হদিশ পাওয়া যায় কি না; বংশানুক্রমের সঙ্গে অপরাধের কোনো সম্পর্ক আছে কি না; অসৎ চরিত্র পুরুষানুক্রমিক কি না; নৈতিকতা কী, পাগলামি কী, অধঃপতন কাকে বলে, শারীরিক বা মানসিক ধাত বলতে কী বোঝায়; আবহাওয়া, আহার, অজ্ঞতা, অনুকরণ প্রবৃত্তি, সম্মোহন কিংবা দুরন্ত প্রবৃত্তি কী ভাবে অপরাধীকে প্রভাবিত করে; সমাজ কাকে বলে, সামাজিক কর্তব্য বলতে কী বোঝায় — ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সমস্ত আলোচনা পড়ে নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ে গেল স্কুলফেরতা একটি ছোট ছেলেকে একটা প্রশ্ন করে ও কীরকম জবাব পেয়েছিল।

নেখ্‌লিউদভ জানাতে চেয়েছিল ছেলেটি বানান করতে শিখেছে কি না।

'হ্যাঁ শিখেছি।' ছেলেটি বলল।

'আচ্ছা তাহলে বানান করো দেখি 'চরণ'।'

'কুকুরের পা না অন্য কোনো পা?' দুষ্টুমি করে ছেলেটি জবাব দিয়েছিল।

নেখ্‌লিউদভ তার একেবারে গোড়াঘেঁষা অনুসন্ধানের যে-সব জবাব অপরাধবিজ্ঞান-সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিতে পেল, সেগুলি ওই ছেলেটির জবাবের মতো — প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন।

বইগুলিতে বিজ্ঞজনোচিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষী বিষয়ের কোনো অভাব নেই, নেই কেবল নেখ্‌লিউদভের মুখ্য প্রশ্নের জবাব: কী অধিকারে এক শ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণীর মানুষকে শাস্তি দেয়?

এ-প্রশ্নের জবাব তো পাওয়া গেলই না, উলটে সকল রকম সম্ভাব্য যুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাখ্যা করা হল শাস্তি কী এবং শাস্তি ন্যায়সংগত কেন। সকল গ্রন্থই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরে নিয়েছে অপরাধের শাস্তিবিধান অবশ্য-প্রয়োজনীয়।

নেখ্‌লিউদভ প্রচুর পড়ল, কিন্তু টুকরো টুকরো ভাবে পড়েছিল বলে ভাবল ভাসা ভাসা পড়ার ফলে আপাতত ওর প্রশ্নের সদুত্তর মেলে নি, পরে হয়তো মিলবে। একটা যে জবাব ক্রমাগত ওর সামনে ভেসে উঠছিল তার সত্যতা ও তখনো মেনে নিতে চায় নি।

৩১

মাস্‌লভা যে-দণ্ডিত দলের অন্তর্ভুক্ত, তাদের সাইবেরিয়া রওনা হয়ে যাবার কথা জুলাই মাসের পাঁচ তারিখে। একই দিনে নেখ্‌লিউদভ রওনা হবার জন্য ব্যবস্থাদি করে রাখল।

তার আগের দিন নেখ্‌লিউদভের দিদি ও ভগ্নীপতি মস্কো এসে পৌঁছলেন ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

দিদি নাতালিয়া ইভানভ্‌না রাগোজিন্‌স্কায়া নেখ্‌লিউদভের চেয়ে দশ বছরের বড়ো। ভাই মানুষ হয়েছে খানিকটা এই দিদির প্রভাবে। ও যখন নিতান্ত বালক, দিদি ওকে খুবই ভালোবাসত। পরে ঠিক বিয়ের আগে

দ্‌'জনে পরস্পরের খ্‌ব কাছে আসে অনেকটা সমবয়সীর মতো, যদিচ নাতালিয়া তখন পঁচিশ বছর বয়সের তর্‌ণী এবং নেখ্‌লিউদভ পনেরো বছরের কিশোর। সে-সময়ে নাতালিয়া দ্‌মিত্রির বন্ধ্‌ নিকোলেংকা ইর্‌তেনেভের প্রেমে পড়ে। কিছ্‌ কাল পরেই নিকোলেংকা মারা যায়। দিদি ও ভাই দ্‌'জনেই ভালোবাসত নিকোলেংকাকে — নিকোলেংকার মধ্যে এবং ওদের নিজেদের মধ্যে ভালো গ্‌ণ যা ছিল, তা ওদের সবাইকে ঐক্যবন্ধনে বেঁধেছিল।

তারপরেই ওদের নৈতিক চরিত্রে কল্‌ষতা প্রবেশ করে। নেখ্‌লিউদভ তখন সেনাদলে যোগ দিয়ে পাপের জীবনযাত্রা শ্‌র্‌ করেছে আর নাতালিয়া কামাসক্তি বশত বিবাহ করেছে এমন একটি লোককে যার র্‌চি ছিল নিতান্তই স্থ্‌ল। নাতালিয়া ও দ্‌মিত্রি এককালে যা-কিছ্‌ শ্রেয়, প্রেয় বা পবিত্র জ্ঞান করত এ-লোকটির সে-সবের প্রতি অসীম অবজ্ঞা। এক কালে নাতালিয়ার জীবনের সবচেয়ে বড়ো আদর্শ ছিল নৈতিক উৎকর্ষ ও মান্‌ষের সেবা, ওর স্বামী ঐ-সবের অর্থ তো ব্‌ঝতই না বরঞ্চ মনে করত এগ্‌লি নিছক উচ্চাকাঙ্ক্ষাপ্রস্‌ত ভড়ংবিশেষ। ওর নিজের মধ্যে লোকদেখানো ভড়ং ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল প্‌রো মাত্রায়, তাই ও চাইত ওর স্ত্রীকেও একই পর্যায়ভুক্ত করে।

রাগোজিন্‌স্কির না ছিল বংশগৌরব না বিত্তগৌরব, কিন্তু পেশায় লোকটা ছিল বেশ ধ্‌রন্ধর ও কুশলী। উদারপন্থী ও রক্ষণশীল — এই দ্‌ই বিপরীত ধারার মধ্য দিয়ে ও নিজের জীবনতরী স্‌কৌশলে পরিচালনা করতে জানত, সময় ও স্‌যোগ ব্‌ঝে কোন্‌ স্রোতে তরী ভাসালে সবচেয়ে বেশি স্‌বিধা আদায় করতে পারবে সে বিষয়ে ওর ছিল টনটনে জ্ঞান, আর ছিল ওর এমন একটা গ্‌ণ যার ফলে স্ত্রীজাতি ওর প্রতি প্রসন্ন ছিল। এই সব কারণে, যোগ্যতার তুলনায় বিচারবিভাগীয় কাজে দ্র্‌ত উন্নতি লাভ করেছিল। প্রথম যৌবন অতিক্রান্ত হবার বেশ কিছ্‌ কাল পরে, রাশিয়ার বাইরে বেড়াতে গিয়ে নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে ওর পরিচয় ঘটে — এবং সেই স্‌ত্রে নাতালিয়ার সঙ্গে তার প্রণয়। নাতালিয়ারও তখন প্রথম যৌবন অতিক্রান্ত। ওদের এই বিবাহ নাতালিয়ার মা স্‌নজরে দেখেন নি, তাঁর মনে হয়েছিল এ বিবাহ mésalliance*।

---

* অসম (ফরাসী)।

নেখ্‌লিউদভ তার মনের বিরাগ চেপে রাখতে চাইত, সংগ্রামও করত নিজের সঙ্গে, কিন্তু ভগ্নীপতিকে ও ঘৃণা করত।

ওর এই বিরূপতার কারণ ছিল রাগোজিন্‌স্কির ইতরসুলভ মনোবৃত্তি ও আত্মসন্তুষ্ট সংকীর্ণতা। কিন্তু বিরূপতার প্রধান কারণটা ছিল নাতালিয়া-সম্পর্কিত। ওর খুবই খারাপ লাগত যে স্বামীর স্বভাবের ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও নাতালিয়ার প্রচণ্ড একটা আসক্তি ছিল স্বামীর প্রতি, ভীষণ একটা আত্মপরতা ও কামুকতা ছিল ওর এই ভালোবাসার মধ্যে। ওর নিজের মধ্যেকার যা-কিছু ভালো সব আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল এই দুরন্ত প্রেমে।

যখনি ভাবত রাগোজিন্‌স্কির মতো টেকোমাথা, রোমশ ও আত্মতৃপ্ত একটা লোকের স্ত্রী ওর দিদি, রাগে দুঃখে ও মাথা ঠিক রাখতে পারত না। এমন কি ওদের সন্তানদের প্রতি ও নিজের বিতৃষ্ণা দমন করত অতি কষ্টে। আর প্রতিবারই যখন শুনতে পেত দিদি মা হতে চলেছে, তখনই ওর মনে যে অনুভূতিটা হত তা অনেকটা সমবেদনা গোছের — ওর মনে হত যে আবার তাদের সকলের অচেনা অজানা একটা অসৎ লোকের বীজ সংক্রমিত হয়েছে ওর দিদির শরীরে।

রাগোজিন্‌স্কিরা কেবল স্বামী-স্ত্রী এ যাত্রা মস্কো এসেছে, সন্তানদুটিকে — একটি ছেলে, একটি মেয়ে — রেখে এসেছে বাড়িতে। শহরের সেরা হোটেলে ওরা উঠেছে, সেরা ঘর ভাড়া নিয়েছে। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে নাতালিয়া সোজা গিয়েছিল ওদের মায়ের সেই পুরনো বাড়িতে। সেঁখানে ভাইকে পেল না। আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌নার কাছ থেকে জানতে পেল যে ভাই দুটো ছোট ছোট কামরা ভাড়া নিয়ে একটা হোটেলে বসবাস করছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটিয়ে নাতালিয়া চলে গেল সেই হোটেলে। যে-বারান্দা দিয়ে নেখ্‌লিউদভের ঘরে যেতে হয় সেটা একটা সংকীর্ণ আলো-হাওয়াহীন জায়গা, দিনের বেলাতেও সেখনে আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। বারান্দায় ময়লা জামাকাপড় পরা একটি চাকরের সঙ্গে দেখা হল, সে নাতালিয়া ইভানভ্‌নাকে বলল যে প্রিন্স্‌ বেরিয়ে গেছেন।

নাতালিয়া ইভানভ্‌না বলল ঘরটা খুলে দিলে প্রিন্সের জন্যে ও একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে পারে। চাকরটা ওকে নিয়ে গেল ঘরে।

ঘরে ঢুকে নাতালিয়া ইভানভ্‌না ছোট্ট দুটি কামরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল — দুটো ঘরেই দেখা গেল নেখ্‌লিউদভের স্বভাব অনুযায়ী সমস্ত জিনিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে রাখা; যা দেখে সে আশ্চর্য হল তা এই যে ভাই তার জীবনযাত্রা খুবই সহজ সরল করে নিয়েছে। ওর

লেখবার টেবিলে কাঁসার তৈরি একটা কুকুরের আকার কাগজ-চাপা তার পরিচিত, টেবিলের ওপর বিভিন্ন পোর্টফোলিওগুলি, লেখার সব সরঞ্জাম সুন্দর গুছিয়ে রাখা, তার্দ-এর লেখা একটা ফরাসী বইয়ের যে-পাতাটা সদ্য পড়ে শেষ করেছে সেটা চিহ্নিত করার জন্য যে হাতির দাঁতের বাঁকানো কাগজকাটা ছুরিটা রাখা সেটাও তার জানা, আরো কিছু বই রয়েছে অপরাধতত্ত্ব-সম্পর্কিত এবং একটি হেনরী জর্জ লিখিত ইংরেজী বই।

টেবিলের ধারে বসে সে ভাইকে চিঠি লিখে জানাল যেন আজই অবশ্য আসে ওদের হোটেলে। সব কিছু দেখে আশ্চর্য হবার ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়াতে নাড়াতে সে ফিরে গেল ওর হোটেলে।

ভাইয়ের সম্পর্কে যে-দুটো প্রশ্ন নিয়ে নাতালিয়া ইভানভ্‌নার সমধিক আগ্রহ তার একটা হল কাতিউশার সঙ্গে ওর বিবাহ। খবরটা ওদের শহরেও পৌঁছেছে — সবার মুখে ওই একই কথা। আর দ্বিতীয়টা হল চাষী-প্রজাদের মধ্যে জমি-বিতরণ সম্পর্কে — সেটাও বেশ লোক জানাজানি হয়েছে, কেউ কেউ এমনও বলছে ব্যাপারটা কেমন যেন রাজনৈতিক এবং বিপজ্জনকও বটে। কাতিউশাকে বিয়ে করার ব্যাপারটা একদিক থেকে নাতালিয়া ইভানভ্‌নার ভালোই লেগেছিল। এই দৃঢ়সঙ্কল্পের তারিফ না করে সে পারল না। ওর মনে পড়ে যায় ওর নিজের বিবাহের আগের সেই সুখের দিনগুলিতে দুই ভাই-বোনের স্বভাবে এই রকমই কেমন একটা মিল ছিল। তবু ওরকম একটা ভয়ঙ্কর স্ত্রীলোককে ভাই বিয়ে করবে — ভাবতেও ওর আতঙ্ক হয়। দুয়ের মধ্যে এই শেষ উপলব্ধিটি ছিল প্রবলতর, তাই ও মনে মনে স্থির করেছে যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ভাইকে এই বিবাহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে — যদিও জানত কাজটা সহজ হবে না।

চাষী-প্রজাদের ভূমিদানের ব্যাপারটা নিয়ে ওর তেমন মাথাব্যথা ছিল না — যেমনটা ছিল ওর স্বামীর। খবরটা শুনে অবধি ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ ক্রুদ্ধ — ও চায় নাতালিয়া ইভানভ্‌না ভাইয়ের ওপর ওর সমস্ত প্রভাব খাটিয়ে যেন এটা ঠেকিয়ে রাখে।

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচের ধারণা নেখ্‌লিউদভের এই অসংগত অস্থিরচিত্ত খামখেয়ালিপনার পিছনে আছে একটা দুর্দান্ত অহমিকা, একটা লোকদেখানো ভড়ং, আর পাঁচজনকে দেখাতে চায় যে ও আর পাঁচজনের মতো নয়, নতুন কিছু একটা করে লোকের বাহবা কুড়োতে চায়। ও বলল:

'ভেবে দেখো, চাষী-প্রজারা খাজনায় জমি নিয়ে খাজনার টাকাটা নিজেরাই খরচ করবে — এই রকম শর্তে জমির বিলিব্যবস্থা করার কী

অর্থ হতে পারে? যদি হস্তান্তর করারই ওর ইচ্ছা ছিল, তা হলে তো অনায়াসে কৃষক ব্যাঙ্ক মারফত জমি বেচে দিতে পারত। সেরকম কিছু করলে তবু তার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যেত — কিন্তু এ তো পাগলামির সামিল!'

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ সত্যিই ভাবতে শুরু করেছিল নেখ্‌লিউদভের বিষয়সম্পত্তি পরিচালনার ভার আইনত কোনো অস্থির হাতে তুলে দেওয়া যায় কি না, স্ত্রীকে বেশ স্পষ্ট করে বলে দিল যেন ওর ভাইয়ের এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের বিষয়টা ভালো করে ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে দেখে।

৩২

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে টেবিলের ওপর দিদির চিঠিখানা দেখেই নেখ্‌লিউদভ বেরিয়ে গিয়েছিল ওদের সেই হোটেলে দিদির সঙ্গে দেখা করতে। মায়ের মৃত্যুর পর দু'জনের মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাত। নাতালিয়া ইভানভ্‌নাকে একাই দেখা গেল, ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ পাশের ঘরে বিশ্রামরত। নাতালিয়া ইভানভ্‌নার পরনে গায়ের সঙ্গে আঁটো হয়ে সাঁটা একটি কালো রেশমের পোশাক — সামনে একটি লাল 'বো' বাঁধা, কালো চুল কৃত্রিম উপায়ে ফাঁপানো, কেশ বিন্যাস অতি-আধুনিক ফ্যাশনের।

ওতে-স্বামীতে বয়সের তফাত নেই বলে নাতালিয়া ইভানভ্‌না সর্বক্ষণ চেষ্টা করে কী করে নিজেকে কম-বয়সী দেখানোর মতো প্রসাধন করতে পারে। ওকে দেখলেই সেই চেষ্টার চিহ্ন চোখে পড়ে।

ভাইকে দেখামাত্র সে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠল, রেশমের পোশাকে খসখসানি তুলে দ্রুত পায়ে গিয়ে ভাইকে জড়িয়ে ধরল। চুম্বন করার পর দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ, চোখের দৃষ্টিতে অনেক সময় যে সত্য ও অর্থব্যঞ্জনা থাকে তা মুখের কথায় ঠিক প্রকাশ পায় না। তারপর মুখে এল মুখের কথার কম-সত্য কথাগুলো। ভাই বলল:

'দিদি, তোমার গায়ে যেন কিঞ্চিৎ লেগেছে, কিন্তু বয়েসটা কম কম দেখাচ্ছে।'

খুশিতে ঠোঁটদুটো কুঁচকে নাতালিয়া ইভানভ্‌না বলল:

'তোকে রোগা দেখাচ্ছে।'

'আচ্ছা, ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচের কী খবর?'

'উনি একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন, কাল সারা রাত ঘুম হয় নি।'

অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু ভাষায় কিছু বলা গেল না; যা বলা দরকার অথচ বলা হল না তা প্রকাশ পেল চোখের কথাতে। নাতালিয়া ইভানভ্‌না বলল:

'তোর ওখানে গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, জানি। আমি বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি। বাড়িটা আমার পক্ষে খুবই বড়, একা-একা, একঘেয়ে লাগত আমার। ওসব কিছুই আমি চাই না, সুতরাং সব তুমিই নিয়ে নাও — আসবাবপত্র, জিনিস — সব।'

'হ্যাঁ, আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না আমায় বলছিল। আমি ও-বাড়ি হয়ে এসেছি। তোর কাছে আমি বড়ই কৃতজ্ঞ, কিন্তু...'

এই সময় হোটেলের ওয়েটার এল — ট্রের ওপর রুপোর চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে। ওয়েটার চায়ের টেবিলটা যতক্ষণ পাতল, কোনো কথা হল না। তারপর নাতালিয়া ইভানভ্‌না চায়ের টেবিলে বসে, চা তৈরি করতে লাগল — নিঃশব্দে। নেখ্‌লিউদভও চুপচাপ।

অবশেষে নাতাশা তার দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল:

'দ্যাখ্‌, দ্‌মিত্রি সমস্ত ব্যাপারটাই আমি জানি।'

'তা জানো, তাতে কী হয়েছে? আমি খুব খুশি যে তুমি জানো।'

'তুই কি আশা করিস অমন জীবন যে যাপন করে এসেছে তাকে তুই সংশোধন করতে পারবি?'

চায়ের টেবিলের ধারে কনুইয়ের ঠেস না দিয়ে একটি ছোট্ট চেয়ারে সোজা হয়ে বসে নেখ্‌লিউদভ মন দিয়ে দিদির কথা শুনতে লাগল, ভালো করে বুঝতে চাইল দিদির কথা এবং চেষ্টা করল সব কথার ভালোমতো জবাব দিতে। মাস্‌লভার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের পর ওর মনটা এখনো একটা শান্ত আনন্দে অভিষিক্ত হয়ে আছে, সকল লোকের প্রতিই এখন ওর সদিচ্ছা। বলল:

'আমি ওকে সংশোধন করতে চাই না, সংশোধন করতে চাই নিজেকে।'

নাতালিয়া ইভানভ্‌না দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'বিয়ে ছাড়া অন্য উপায়েও তো তা করা সম্ভব।'

'কিন্তু আমার মনে হয় এটাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাছাড়া এর ফলে আমি এমন একটা জগতে প্রবেশ করব যেখানে আমি সত্যি সত্যি কাজে লাগতে পারি।'

নাতালিয়া ইভানভ্‌না বলল:

'মনে হয় না এই বিয়ে করে তুই সুখী হবি।'

'আমার সুখী হওয়াটাই বড়ো কথা নয়।'

'তা অবশ্য, কিন্তু ওর যদি হৃদয় বলে কিছু থাকে ও তো সুখী হতে পারবে না, হয়তো চাইবেই না বিয়ে করতে।'

'ও তো চায় না।'

'বুঝলাম, কিন্তু জীবন...'

'হ্যাঁ, জীবনের কথা কী বলছিলে?'

'জীবনের দাবিটা ভিন্ন রকমের।'

নেখ্‌লিউদভ দিদির মুখের দিকে একটু তাকাল, মুখখানি এখনো সুন্দর যদিচ চোখের কোনে, ঠোঁটের কোনে দু-চারটে বয়সের রেখা দেখা দিয়েছে। নেখ্‌লিউদভ বলল:

'যা দরকার তা যেন আমরা করতে পারি — এছাড়া আর কিছুই দাবি নেই জীবনের।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাতালিয়া ইভানভ্‌না বলল:

'বুঝলাম না।'

নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ল বিয়ের আগে নাতাশা কেমন ছিল, শৈশবের অসংখ্য স্মৃতি ওর মনের মধ্যে ভিড় করে এসে ওর মনটাকে নরম করে তুলল ওর দিদির প্রতি, মনে মনে বলল:

'হায় হায়, দিদিটা কী করে এত বদলে গেল!'

ইত্যবসরে ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ প্রবেশ করল বসবার ঘরে — ওর অভ্যস্ত কায়দায় — বুক ফুলিয়ে, মাথাটা পিছন দিকে ঈষৎ ঠেলে দিয়ে, হালকা ভাবে পা ফেলে হাসিমুখে। ওর চশমাজোড়া, ওর মাথাভরা টাক এবং কালো দাড়ি চকচক করে উঠল উজ্জ্বল আলোয়। কুশলপ্রশ্নের উপর ইচ্ছে করে অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলল:

'কেমন আছেন? আছেন কেমন?'

(বিয়ের পর প্রথম প্রথম তারা 'তুমি' সম্পর্কে আসার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'আপনি'তেই থেকে যায়।)

করমর্দনের পর ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ আলগা ভাবে শরীরটাকে এলিয়ে দিল একটা ঈজি-চেয়ারে।

'আপনাদের কথাবার্তার মধ্যে বাধা দিলাম না তো?'

'না, আমি যা বলি অথবা করি, লোকের কাছ থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে রাখি না।'

ভগ্নীপতির মুখ দেখে, তার রোমশ হাতদুটো দেখে ও তার গলার স্বরে একটা আত্মতৃপ্ত পিঠচাপড়ানো সুর শুনে মুহূর্তে নেখ্‌লিউদভের মেজাজ বিগড়ে গেল।

নাতালিয়া ইভানভ্‌না বলল:

'হ্যাঁ আমাদের কথা হচ্ছিল ও কী করতে চায় তাই নিয়ে। ঢালব তোমাকে?' চায়ের কেটলি তুলে নিয়ে সে যোগ করল।

'ধন্যবাদ। তা বিশেষ অভিপ্রায়টা কি একবার শুনি?'

নেখ্‌লিউদভ জবাব দিল:

'অভিপ্রায়টা আর কিছু নয়, এক দল দণ্ডিত কয়েদীর সঙ্গে সাইবেরিয়া যাওয়া কারণ তাদের মধ্যে থাকবে একটি স্ত্রীলোক যার প্রতি এক কালে আমি অন্যায় করেছি বলে আমার ধারণা।'

'তবে যে শুনেছি তার সঙ্গে যাওয়ার চেয়েও বেশি কিছু...'

'হ্যাঁ, তাকে বিয়ে করা, অবশ্য যদি সে রাজি হয়।'

'বটে! যদি অপ্রীতিকর মনে না হয় তা হলে আপনার অভিপ্রায়টা আমায় একটু খুলে বলুন না। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'আমার অভিপ্রায় আর কিছু নয়... এই মেয়েটির অধঃপতনের পথে প্রথম পদক্ষেপের মূলে যেহেতু...'

নিজের ওপর রাগ হল নেখ্‌লিউদভের — ঠিক কথাটা ওর মুখে ঠিক সময়ে যোগাল না বলে। সংক্ষেপে বলল:

'দোষ আমার কিন্তু শাস্তি পাচ্ছে মেয়েটি।'

'শাস্তি যদি নির্ধারিত হয়ে থাকে, নিরপরাধ তো হতে পারে না।'

'ওর কোনো অপরাধ নেই।'

ফৌজদারী আদালতের সমস্ত ঘটনাটা নেখ্‌লিউদভ একটু যেন উত্তেজিত হয়েই বর্ণনা করল।

'হ্যাঁ, প্রধান বিচারপতির তরফ থেকে গাফিলতির ফলে জুরিরা ভালো করে ভেবেচিন্তে তাদের রায় দিতে পারে নি। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো সেনেট আছে।'

'সেনেট আপীল বাতিল করে দিয়েছে।'

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ আর পাঁচজনের মতোই এই মত পোষণ করে যে সত্য বিচারালয়ের অভিমত দিয়ে সৃষ্ট এক বস্তুবিশেষ। বলল:

'সেনেট যদি বাতিল করে থাকে তার অর্থ আপীলের পিছনে যথেষ্ট যুক্তি ছিল না। সেনেট তো মামলার সত্যাসত্য বিচার করতে পারে না। সত্যিকার ভ্রমপ্রমাদ ঘটে থাকলে তো স্বয়ং সম্রাটের কাছে আবেদন করা উচিত।'

'আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু সাফল্যের আশা কম। সম্রাটের দরবার থেকে আবেদন পাঠানো হবে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে, বিভাগ চাইবেন সেনেটের সঙ্গে পরামর্শ করতে, তখন সেনেট তাঁদের পূর্ব মত বহাল রাখতে চাইবেন। হরেদরে শেষ পর্যন্ত নিরপরাধ সাজা পাবে।'

একটা অনুগ্রহের হাসি হেসে ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ বলল:

'গোড়াতেই বলে রাখি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সেনেটের পরামর্শ চাইতে যাবেন না, তাঁরা আদেশ দেবেন ফৌজদারী আদালত যেন মূল নথীপত্র তাঁদের কাছে পাঠায়। যদি গলদ কিছু বের হয় তদনুসারে বিভাগ তাঁদের সিদ্ধান্ত নেবেন। দ্বিতীয়ত সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তি কখনো দণ্ডিত হয় না, যদি হয় তো সে একটা ব্যতিক্রম যা কদাচিৎ ঘটে। যারা অপরাধী তারাই দণ্ডিত হয়।'

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ কথাগুলো বলল যেন ওজন করে করে, কথার শেষে বেশ একটা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল।

নেখ্‌লিউদভ যেন ভগ্নীপতির প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়েই তিক্ত স্বরে বলল:

'আমি স্থির বুঝেছি উলটোটাই সত্যি, আইন যাদের প্রতি দণ্ডবিধান করে তাদের অধিকাংশই নিরপরাধ।'

'কী অর্থে?'

'কী অর্থে আবার? — একেবারে আক্ষরিক অর্থে। যেমন নিরপরাধ এই মেয়েটি যাকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে বিষপ্রয়োগের জন্য; যেমন নিরপরাধ আমার সম্প্রতি-পরিচিত একটি চাষী যে খুন করে নি অথচ খুনের দায়ে দণ্ডিত হয়েছে; যেমন নিরপরাধ এক মা ও ছেলে, যাদের বিরুদ্ধে বাড়ির মালিক নিজের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে অগ্নি প্রয়োগের অপরাধে নালিশ রুজু করেছে।'

'আহা, বিচারে ভুল অতীতে যেমন হয়েছে এখনো তেমনি নিশ্চয় হয়ে থাকে। মানুষে গড়া প্রতিষ্ঠান তো সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে পারে না।'

'তা ছাড়া এমন অনেকে আছে যারা এমন কাজের জন্য দণ্ডিত হয় যা তাদের নিজেদের সমাজে দণ্ডার্হ অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না।'

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ যখন ঠোঁট বুজে আত্মতৃপ্ত ভাবে একটা ঈষৎ

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, নেখ্‌লিউদভের সমস্ত শরীরটা যেন জ্বলে যায়। সেইরকম একটা হাসি হেসে সে বলল:

'মাপ করবেন, এরকমটা হতে পারে না। প্রত্যেক চোরই জানে চুরি করা পাপ। চুরি করতে নেই, কারণ তা নীতিবিরুদ্ধ।'

'না জানে না। লোকে যখন ওকে বলে — চুরি কোরো না — ও দেখে কারখানার মালিক ওকে কম মাইনে দিয়ে ওর মজুরী চুরি করে। সরকার ক্রমাগত এ-আমলা ও-আমলাকে দিয়ে ট্যাক্স বসিয়ে ওর ঘরের টাকা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।'

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ তার শ্যালকের কথার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলল:

'এ তো দেখছি নৈরাজ্যবাদীর মতো কথা।'

নেখ্‌লিউদভ বলে চলল:

'একে কী বলা যায় আমি জানি না, আমি শুধু জানি এই রকমটা ঘটে। লোকে জানে সরকার ওদের ঘরের টাকা চুরি করে, ওরা জানে আমরা জমিদারেরা বহুকাল ধরে ওদের হকের পাওনা থেকে ওদের বঞ্চিত করে রেখেছি; যে-জমি সর্বসাধারণের হওয়া উচিত ছিল তা নিজের কুক্ষিগত করে রেখেছি মালিকানা স্বত্বে। তারপর ওদের কাছ থেকে চুরি-করা জমি থেকে ওরা যদি কাঠটা কুটোটা তুলে নিয়ে যায় আগুন জ্বালাবার জন্য, আমরা জমির মালিকেরা ওদের জেলে পুরে ওদের বোঝাই ওরা চোর। ওরা কিন্তু ঠিকই জানে চোর ওরা নয়, চোর তারা যারা ওদের জমি চুরি করে নিয়ে মালিক সেজে বসেছে; যে-কোন রকমে হৃতসম্পত্তির restitution* তাই নিজেদের পরিবারের কাছে ওদের দায়িত্ব।'

'বুঝতে পারছি না, আর বুঝতে পারলেও একমত হতে পারছি না। জমি একজন কারো না কারো সম্পত্তি হতে বাধ্য। যদি আজ আপনি জমি ভাগ করে দেন...'

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ শান্ত ভাবে বলতে শুরু করল। ওর বদ্ধমূল ধারণা নেখ্‌লিউদভ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সমাজতন্ত্র বলে যে তাবৎ জমি সমান ভাবে ভাগবাঁটোয়ারা করে দেওয়া উচিত। তার ধারণা সম ভাবে ভাগ করাটা নিতান্তই বোকামি এবং সেটা ও অতি সহজে প্রমাণ করে দিতে পারে। নিজের কথার খেই ধরে বলল:

---

* ক্ষতিপূরণ (ফরাসী)।

'আজ যদি আপনি সম ভাবে জমি ভাগ করে দেন, কাল দেখবেন জমি চলে গেছে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী লোকেদের হাতে।'

নেখ্লিউদভ বলল:

'জমি সম ভাবে বণ্টন করে দেবার কথা তো কেউ বলছে না, জমি কারো ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকবে না, জমি যেন বেচা কেনার কিংবা খাজনায় দেবার-নেবার সামগ্রী না হয়।'

কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে ইগ্নাতি নিকিফরভিচ বলল:

'বিষয়সম্পত্তি অধিকার করার প্রবৃত্তি মানুষের জন্মগত, সেটা যদি কেড়ে নেওয়া হয় তা হলে জমিতে চাষ দেবার উৎসাহটাও মানুষের আর থাকবে না। বিষয়সম্পত্তিতে ন্যায়সম্মত অধিকার যদি ধ্বংস করা হয় তা হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বর্বর যুগে।'

অতঃপর অকাট্য যুক্তি হিসাবে সে যে-সব আপ্তবাক্যের অবতারণা করল তার মূল কথাটা হল এই যে, মানুষ যে জমি পেতে চায় তা থেকেই প্রমাণ হয় মানুষের জমি পাবার অধিকার; ওর মতে ব্যক্তিগত মালিকানায় ভূসম্পত্তি রাখার সপক্ষে এটাই মোক্ষম যুক্তি।

নেখ্লিউদভ বলল:

'বরঞ্চ জমি যখন ব্যক্তিগত মালিকানায় আর থাকবে না, এক খণ্ড জমিও অনাবাদী পড়ে থাকবে না। আজ কাল বহু জমি পতিত হয়ে পড়ে থাকে যে-হেতু জমিদার নিজে সে-জমিতে চাষ দিতে পারে না, অথচ যারা পারে তাদের চাষ দিতে দেয় না। এ যেন জাবের পাত্রে কুকুরের শুয়ে থাকার মতো।'

ইগ্নাতি নিকিফরভিচের মুখখানা ফেকাসে হয়ে গেল, গলার স্বর কাঁপতে লাগল, বোঝা গেল এই জমির প্রশ্নে ওর আঁতে ঘা লেগেছে। বলল:

'কিন্তু দ্মিত্রি ইভানভিচ, আপনি যা বলছেন তা স্রেফ পাগলামো! এ-যুগে কি জমির মালিকানা স্বত্ব তুলে দেওয়া সম্ভব? আমি জানি এটা আপনার অনেক দিনের dada*। যদি অনুমতি হয় তো আমি আপনাকে খোলাখুলি বলছি আপনার খেয়াল খুশি কার্যে পরিণত করার আগে সমস্ত ব্যাপারটা একবার ভালো করে ভেবে দেখবেন।'

'আপনি কি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের কথা বলতে চান?'

---

* শখ (ফরাসী)।

'হ্যাঁ। আমি মনে করি আমরা যে-বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশে জন্মগ্রহণ করি, আমাদের সকলেরই উচিত সেই বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ থেকে উদ্ভূত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ দায় দায়িত্ব সুবিহিত ভাবে পালন করা এবং আমাদের অবর্তমানে পরবর্তীদের হাতে তুলে দেওয়া।'

'আমি মনে করি আমার কর্তব্য...'

ইগ্নাতি নিকিফরভিচ দমবার পাত্র নয়, নেখ্লিউদভকে থামিয়ে দিয়ে বলল:

'মাপ করবেন, আমি আমার নিজের স্বার্থ অথবা আমার ছেলেমেয়েদের স্বার্থের কথা ভেবে বলছি না। আমার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত: আমি যা উপার্জন করি তা আমাদের সুখে ও আরামে থাকার পক্ষে যথেষ্ট এবং আমি আশা করি আমার ছেলেমেয়েরাও সুখে ও আরামে থাকবে। সুতরাং যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, কাজটা আপনি মোটেই ভেবেচিন্তে করেন নি — বুঝতেই পারছেন, আমি কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থে আপনাকে এসব কথা বলছি না, বলছি নীতির দিক থেকে, কারণ ওইখানেই আপনার সঙ্গে আমার মতে মিলছে না। আমি বলি কি, আপনি আবার একবার সমস্ত কথা ভালো করে ভেবে দেখুন, সেই সঙ্গে পড়ুন...'

নেখ্লিউদভের মুখটাও ফেকাসে হয়ে উঠল, বলল:

'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমায় নিজেকেই সামলাতে দিন অনুগ্রহ করে, কী পড়ব না পড়ব — সেটা আমাকেই বেছে নিতে দিন।'

ওর হাতদুটো কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে এল, নেখ্লিউদভ বুঝল ওর আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ও তাই চুপ করে চা পান করতে শুরু করল।

৩৩

একটু শান্ত হবার পর নেখ্লিউদভ দিদিকে জিজ্ঞেস করল:

'হ্যাঁ, এখন বলো তো ছেলেমেয়ে কেমন আছে?'

দিদি বলল ওদের রেখে এসেছে ঠাকুমার তত্ত্বাবধানে। স্বামীর সঙ্গে ভাইয়ের তর্কবিতর্কটা থেমে যাওয়ায় খুব খুশি হয়ে বলল ওরা পুতুল নিয়ে বেড়ানো-বেড়ানো খেলে, ছোটবেলায় নেখ্লিউদভও ঠিক এমনি এক

জোড়া ডল পুতুল নিয়ে খেলত — তাদের একটি ছিল কালো হাবশি আর অন্যটিকে সে বলত ফরাসী মহিলা।

নেখ্লিউদভ হাসতে হাসতে বলল:

'সত্যিই তোমার মনে আছে না কি?'

'মনে আছে বৈ কি! ভেবে দ্যাখ্, ওরাও ঠিক তেমনি ভাবে খেলে।'

অপ্রীতিকর আলাপ-আলোচনায় ছেদ পড়েছে বলে নাতাশার মন এখন একটু শান্ত, কিন্তু স্বামীর উপস্থিতিতে ওদের দু'জনের ছেলেবেলার প্রসঙ্গ তুলতে চাইল না, যেহেতু সেটা এক কেবল ওর ভাইয়েরই বোধগম্য হবে। সকলেই আলোচনা করতে পারবে মনে করে নাতাশা পাড়ল কামেন্স্কির মায়ের দুঃখের কথা — বেচারীর একমাত্র ছেলে ডুয়েল লড়তে গিয়ে প্রাণ হারাল! পিটার্সবুর্গ-এর সংবাদ তত দিনে মস্কোয় পৌঁছে গেছে।

ইগ্নাতি নিকিফরভিচের ঘোরতর আপত্তি যে ডুয়েল লড়তে গিয়ে প্রতিপক্ষকে খুন করাটা এখনো সাধারণ ফৌজদারী অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না।

ওর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে একটা প্রত্যুত্তর এল নেখ্লিউদভের তরফ থেকে — আবার একটা নতুন কলহের সূত্রপাত হল। স্বপক্ষে বিপক্ষে — কোনো পক্ষেই — যুক্তিবিচার পুরোপুরি বিশদ করা হল না, দু'জন প্রতিপক্ষের কেউই মন খুলে সব কথা বলল না, নিজে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে একে অপরকে দুষল।

ইগ্নাতি নিকিফরভিচের মনে হল নেখ্লিউদভ ওকে দোষ দেয়, তার সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি নেখ্লিউদভের একটা অবজ্ঞার ভাব আছে। সে তাই প্রমাণ করতে চাইছিল যে নেখ্লিউদভ তার প্রতি সুবিচার করছে না।

অপর পক্ষে তার নিজের জমিজমার ব্যাপারে ভগ্নীপতির মাথা গলানোয় নেখ্লিউদভ মনে মনে তার ওপর বিরক্ত তো হয়েইছে (অন্তরের অন্তস্তলে সে অনুভব করছিল ওর ওয়ারিশ হিসাবে ওর দিদি, ভগ্নীপতি ও তাদের ছেলেমেয়েদের আপত্তি জানাবার সংগত কারণ থাকতে পারে), পরন্তু নেখ্লিউদভ এখন যা নিঃসন্দেহে নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধ বলে মনে করছে, এই সংকীর্ণমনা লোকটি যে শান্ত নিশ্চিত প্রত্যয়ে সেটাকে ক্রমাগত ন্যায়সংগত ও আইনসংগত বলে জাহির করে যাচ্ছে সে কথা ভেবে নেখ্লিউদভের মনে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের উদ্রেক হল। এই আত্মবিশ্বাস তার কাছে খুবই বিরক্তিকর ঠেকল। ও জিজ্ঞেস করল:

'ডুয়েলের ব্যাপারে আইন কী করতে পারত?'

'দু'জনের মধ্যে একজনকে দণ্ড দিয়ে সাইবেরিয়া পাঠাতে পারে যে-কোনো খুনী আসামীর মতো খনিতে কাজ করতে।'

নেখ্‌লিউদভের হাতদুটো আবার শীতল হয়ে এল। মেজাজ গরম করে জিজ্ঞেস করল:

'তাতে কী লাভ হত?'

'সুবিচারসম্মত হত।'

'যেন আইনের এক মাত্র লক্ষ্য হল সুবিচার!'

'তা নয় তো কী?'

'শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ! আমার মতে আইন হল এমন একটা উপায় যা বর্তমান ব্যবস্থা কায়েম রাখে আমাদের শ্রেণীর স্বার্থে।'

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ একটু হেসে বলল:

'এ তো দেখছি একেবারে নূতন মত! সচরাচর বলা হয়ে থাকে আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একেবারে অন্য রকম।'

'তত্ত্ব হিসাবে তাই, কিন্তু আমি দেখেছি প্রয়োগের ক্ষেত্রে একেবারে আলাদা। আইনের একমাত্র লক্ষ্য চালু ব্যবস্থা কায়েম রাখা। তাই সমাজের সাধারণ স্তর থেকে উ'চুতে যাঁরা থাকেন সেই তথাকথিত রাজনীতিক অপরাধীরা যখন সমাজের উন্নতি করতে চান তাঁদের ওপর নির্যাতন করা হয়, প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটে সমাজের সাধারণ স্তর থেকে নীচুতে যারা থাকে — সেই সব তথাকথিত সমাজবিরোধী ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের বেলা।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আমি মানতে রাজি নই যে-সব অপরাধীকে রাজনীতিক বলে চিহ্নিত করা হয়, তারা সমাজের গড়পড়তার চেয়ে উ'চুতে আছে বলে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা সমাজের আবর্জনা বিশেষ, যে-সব অপরাধপ্রবণ লোককে আপনি সমাজের গড়পড়তার নীচু স্তরের লোক বলে মনে করেন, তাদের সঙ্গে ওই রাজনীতিক অপরাধীদের কোনো তফাত নেই — এরাও বিকৃতবুদ্ধি লোক — অবশ্য একটু ভিন্ন ধরনের।'

'কিন্তু আমি কিছু কিছু লোককে জানি যারা নৈতিক দিক থেকে তাদের বিচারকদের চেয়ে অনেক উ'চু স্তরের লোক। চার্চ্-বহির্ভূত ধর্মসম্প্রদায়ের সকলেই দৃঢ়মনের, নৈতিক দিক থেকে...'

কিন্তু ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ নিজে যখন কথা বলতে শুরু করে তখন কথার মাঝখানে বাধা পেতে অভ্যস্ত নয়। নেখ্‌লিউদভের কথা ওর কানে

প্রবেশ করল না, নেখ্‌লিউদভ কথা বলতে থাকলেও ও সমানে কথা বলে চলল এবং তাতে নেখ্‌লিউদভের বিরক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকল। সে বলে চলল:

'আর এ কথাটাও আমি মেনে নিতে পারি না যে আইনের লক্ষ্য হল বর্তমান ব্যবস্থাই কায়েম রাখা। আইনের লক্ষ্য হল সংস্কার সাধন...'

নেখ্‌লিউদভ মাঝ পথে বলল:

'চমৎকার সংস্কার সাধন হয় কারাগারে বন্দী করে!'

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ জেদ ধরে বলে চলল:

'অথবা অপসারণ। যে-সব বিপথগামী অথবা পাশবিক বর্বর সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক, তাদের অপসারণ।'

'সেইটাই ত কথা — এর কোনোটাই পারে না; সমাজের সে সঙ্গতিই নেই।'

অতি কষ্টে মুখে একটা হাসি টেনে ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ বলল:

'সেটা কী রকম? বুঝলাম না।'

'আমি বলতে চাই যে প্রাচীন কালে কেবল দুই ধরনের শাস্তি প্রচলিত ছিল — এক হল শারীরিক শাস্তিবিধান এবং অপরটি মৃত্যুদণ্ড। আমার মতে এই দু'ধরনের দণ্ড যুক্তিগ্রাহ্য ছিল বলেই প্রচলিত ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের রীতি ও প্রথায় কোমলতার আমদানী হওয়াতে এই দুই প্রকার দণ্ডের রেওয়াজ ক্রমেই যেন হ্রাস পেতে লেগেছে।'

'কথাটা নতুন বটে! আপনার মুখে শুনতে আমার খুবই আশ্চর্য লাগছে।'

'হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় অপরাধকারীর প্রতি শারীরিক যন্ত্রণা বিধান যুক্তিযুক্ত, তা হলে যে-অপরাধের জন্য তাকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া হয়েছে তেমন অপরাধ সে ভবিষ্যতে হয়তো করবে না। তেমনি কেউ যদি সমাজের ক্ষতিসাধন করে অথবা সমাজের ভয়ের কারণ হয়, তা হলে তার শিরচ্ছেদ করাটাও যুক্তিযুক্ত হতে পারে। এই ধরনের দণ্ডবিধানের একটা বোধগম্য অর্থ আছে। কিন্তু কাজের অভাবে অথবা সংসর্গদোষে যার স্বভাব বিকৃত হয়েছে তাকে কারাগারে বন্দী রেখে কী লাভ? সেখানে তো যথোচিত কায়িক পরিশ্রম না করেও সে খেতে পরতে পায়, সর্বক্ষণ থাকে হয়তো তার চেয়েও বিকৃতস্বভাব সব দুষ্কৃতকারীর সংসর্গে? সরকারের অর্থাৎ সর্বসাধারণের এক গাদা টাকা — মাথা পিছু পাঁচশো রুবলেরও বেশি লাগে — খরচ করে একজন কয়েদীকে তুলা থেকে ইর্কুত্‌স্ক্‌ অথবা কুস্ক্‌ থেকে...'

'কিন্তু তা হলেও সরকারী খরচে এই সব ভ্রমণকে লোকেরা ভয় পায়। এই সব ব্যবস্থা যদি না থাকত, জেলখানা যদি না থাকত, তা হলে আপনি আমি এই যে এখন বসে আছি তা আর সম্ভব হত না।'

'এই সব জেলখানা আমাদের নিরাপত্তা-বিধান করতে পারে না, কেননা ঐ সমস্ত লোক চিরকাল জেলখানায় বসে থাকে না, খালাস পেয়ে বেরিয়ে আসে। বরঞ্চ এই সব জেলখানাতে নানারকম পাপ ও অধঃপতনের নিকট সংসর্গে আসার পর এরা যখন বেরিয়ে আসে সমাজের বিপদ বহুগুণ বেড়ে যায়।'

'আপনি কি তা হলে বলতে চান যে কারাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা দরকার?'

'উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। উন্নত ধরনের কারাগার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যে-পরিমাণ খরচ হবে, তা নিশ্চয় শিক্ষার খাতের ব্যয়বরাদ্দ ছাড়িয়ে যাবে। জনসাধারণের ওপর তা নতুন বোঝা হয়ে চাপবে।'

শ্যালকের কথায় এবারেও কান না দিয়ে ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ তার বক্তব্য বলে চলল:

'কারাব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও আইন তো অসিদ্ধ হতে পারে না।'

নেখ্‌লিউদভ এবার গলা চড়িয়ে বলল:

'এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি সারাবার কোনো উপায় নেই।'

'তা হলে আপনি কী করতে বলেন? হত্যা করতে বলেন? অথবা, কোন এক রাজনীতিবিদ যেমন বলেছিলেন, চোখ উপড়ে ফেলতে হবে?'

এই বলে ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ বিজয়ীর হাসি হাসল।

'হ্যাঁ, তাই করা উচিত। কাজটা খুব নির্মম হবে, কিন্তু কার্যকর হবে ঠিকই। বর্তমানে যা করা হয় তা কিছু কম নির্মম নয় কিন্তু সেটা কার্যকর তো নয়ই পরন্তু এমনি নির্বুদ্ধিতা প্রসূত যে ভাবতে অবাক লাগে কেমন করে সুস্থমস্তিষ্ক লোকেরা ফৌজদারী আইনের মতো এত একটা অদ্ভুত ও নৃশংস ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকে।'

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল, বলল:

'আমি নিজেও যুক্ত আছি এর সঙ্গে।'

'সে আপনার ব্যাপার। কিন্তু আমার কাছে সবটাই দুর্বোধ্য।'

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচের গলাটা কেঁপে উঠল, বলল:

'আমার মনে হয় অনেক কিছুই আপনার কাছে দুর্বোধ্য।'

'আদালতে আমি দেখেছি, কী করে একজন সরকারী উকিল আপ্রাণ চেষ্টা করলেন একটি নিতান্ত দুর্ভাগা ছেলেকে অপরাধী প্রতিপন্ন করতে — অথচ যে-কোনো সুস্থমস্তিষ্কের লোক বেচারির প্রতি করুণাপরবশ না হয়ে পারেন না। আমি শুনেছি, কী করে আরেকজন পাবলিক প্রসিকিউটর গির্জাবিরোধী সম্প্রদায়ের একজন ধর্মভীরু লোককে কেবল প্রশ্নের প্যাঁচে ফেলে তাঁকে দিয়েই বলিয়ে নেন যে গির্জার বাইরে সুসমাচার লোকসমক্ষে পাঠ করা দণ্ডার্হ অপরাধ। সত্যি বলতে কী, আইন আদালতের সমস্ত ব্যাপারটাই এই রকম বুদ্ধিহীন হৃদয়হীন কাজ করা ছাড়া আর কিছু নয়।'

ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল:

'তা যদি আমার মনে হত আমি এ-কাজ করতে পারতাম না।'

নেখ্‌লিউদভ লক্ষ্য করল ভগ্নীপতির চশমার নিচে অদ্ভুত একটা চকচকে ভাব — ভাবল, 'চোখের জল নয় তো?' সত্যিই তা ছিল আহত অহমিকার অশ্রু। ইগ্‌নাতি নিকিফরভিচ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল পকেট থেকে রুমালটা বের করল, গলা খাঁকারি দিয়ে কাশতে কাশতে চশমাটা রুমাল দিয়ে ঘষতে লাগল, চোখদুটোও মুছল রুমাল দিয়ে।

তারপর ফিরে এসে সোফায় বসে একটি চুরুট ধরাল এবং আর একটা কথাও বলল না।

নেখ্‌লিউদভ ভাবতেও পারে নি দিদিকে, ভগ্নীপতিকে এ-রকম আঘাত ও দিতে পারে, ওর খুব লজ্জা ও বেদনা হল, বিশেষত এই মনে করে যে আগামী কালই ও চলে যাচ্ছে এবং আর হয়তো এদের সঙ্গে দেখা হবে না।

একটা লজ্জা ও বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ঠিকে গাড়ি ডেকে ফিরে গেল নিজের ডেরায়।

রাস্তা চলতে চলতে ও ভাবতে লাগল:

'আমি যা-কিছু বলেছি তা হয় তো সত্যি, অন্তত ও তো জবাব দিয়ে কিছু খণ্ডন করে নি। কিন্তু যেমন ভাবে বলা উচিত ছিল সে-ভাবে আমি বলতে পারি নি। বিদ্বেষবশে খেই সামলাতে না পেরে আমি যদি ওকে অপমান করে থাকি, বেচারি নাতাশার মনোকষ্টের কারণ ঘটাতে পারি, তবে তো আমার হৃদয় মনের খুবই সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে।'

সাইবেরিয়া-যাত্রী যে-দণ্ডিতের দলে মাস্‌লভা অন্তর্ভুক্ত — তাদের রেলযোগে মস্কো ছেড়ে যাবার কথা বিকেল তিনটায়। নেখ্‌লিউদভের ইচ্ছা, জেল থেকে দলের যাত্রার শুরুটা দেখে কয়েদীদের সঙ্গেই স্টেশন যাওয়া। ও তাই স্থির করেছিল বারোটার মধ্যেই জেলে গিয়ে পেঁছুবে।

আগের রাতে জিনিসপত্র ও কাগজপত্র গোছগাছ করতে গিয়ে ওর ডায়ারিটা নজরে পড়ে — শেষের দিকে ডায়ারিতে যা লিখেছিল তার কিছু কিছু অংশ ও পড়তে শুরু করল। শেষ লেখাটা পিটার্সবুর্গ রওনা হয়ে যাবার আগের রাতে — ও লিখেছিল:

‘কাতিউশা আমার ত্যাগ স্বীকার করে নিতে রাজি নয়; উলটে সে নিজেকেই বলি দিতে চায়। ওর জয় হয়েছে, আমারও। বিশ্বাস করতে আমার ভয় হয়. অথচ আশাও হয় যে ওর অন্তরে একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে — তাতে আমি খুব খুশি। বিশ্বাস করতে ভয় হলেও আমার মনে হয় ওর নব জন্মের সূত্রপাত হয়েছে।’

পরে আরো একটা জায়গায় লেখা:

‘খুব একটা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে আমায় চলতে হয়েছে — কঠিন হলেও তার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। শুনলাম হাসপাতালে ও খুবই খারাপ একটা আচরণ করেছে, শুনে হঠাৎ আমার এত গভীর একটা বেদনা হল — এমনটা হতে পারে আগে আমি ভাবতেও পারি নি। একটা দারুণ অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বললাম। তারপর হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল ও যে দোষে দোষী এবং যে জন্যে ওর প্রতি আমার এত গভীর ঘৃণা, তেমন দোষ তো আগে আমি কতবার করেছি — এখনো করে থাকি — অন্তত মনে মনে তো বটেই। এই কথাটা ভাবতে হঠাৎ একই সময় নিজেকে নিজের কাছে জঘন্য মনে হল, ওর প্রতি অনুকম্পায় ভরে গেল আমার মন — তাতে আবার খুশি হয়ে উঠল মনটা। আমাদের নিজেদের চোখে যে-কড়িকাট* আছে তা যদি আমরা সময় মতো দেখতে পাই তা হলে অপরের প্রতি দয়ায় ও ক্ষমায় আমাদের মন ভরপুর হয়ে থাকবে।’

---

* ‘আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে কড়িকাট আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না?’ — অনুঃ

আজকের তারিখে নেখ্‌লিউদভ লিখল:

'নাতাশার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলাম। একটা আত্মতৃপ্তির ভাব থেকে আমি দয়ামায়াহীন বিদ্বেষের ভাব নিয়ে কথা বলে এসেছি। মনটা তাই ভারাক্রান্ত। কিন্তু কী আর করা যাবে! কাল থেকে আমার নূতন জীবন। অতীতের প্রতি কাল আমার শেষ নমস্কার। অনেক নতুন ভাব মনের মধ্যে জমা হয়ে আছে, সেগুলোকে এখনো এক সূত্রে বাঁধতে পারি নি।'

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই প্রথম যে ভাবটা ওর মনে জাগল সেটা হল ভগ্নীপতি ও ওর সেই কথা কাটাকাটির ব্যাপার নিয়ে অনুশোচনা। ও ভাবল:

'না, ওদের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা মিটমাট না করে আমার চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

কিন্তু ঘড়িতে নজর করে ও বুঝতে পারল ওদের হোটেলে যাবার মতো সময় আর নেই। কয়েদীদের জেলখানা ছেড়ে স্টেশনের দিকে রওনা হবার সময় যদি ও উপস্থিত থাকতে চায় তা হলে ওকে কালবিলম্ব না করে বেরোতে হবে। তাড়াহুড়োয় সব কিছু গোছগাছ করে নিজের মালপত্র ও চাকরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল স্টেশনে, সেই সঙ্গে ফেদোসিয়ার স্বামী তারাসও গেল। ওরা দু'জন সাইবেরিয়ার পথে সহযাত্রী। অতঃপর প্রথম যে ঠিকে গাড়িটা নজরে পড়ল — তাই ছুটিয়ে চলে গেল জেলখানার দিকে।

দণ্ডিত কয়েদীদের ট্রেনটা নেখ্‌লিউদভের ট্রেনের মাত্র ঘণ্টা দুই আগে ছেড়ে যাবার কথা, সুতরাং নেখ্‌লিউদভ ওর বাসাবাড়ির পাওনা গণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মাসটা ছিল জুলাই — আবহাওয়ায় অসহ্য গুমোট গরম। শানবাঁধানো রাস্তা থেকে, রাস্তার দু'পাশে বাড়িঘরের দেওয়াল ও ছাদের লোহার পাত থেকে গত রাতের সঞ্চিত ভ্যাপ্‌সা গরমটা যেন নিশ্চল বাতাসটাকে আরো ভারী, আরো গরম করে তুলেছে। হঠাৎ কখনো যখন সামান্য হাওয়া ছাড়ছে, মনে হচ্ছে গরম দুর্গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে প্রচুর ধুলো ও জানালাদরজার তেলরঙের গন্ধ।

রাস্তায় পথচারী নেই বললেই হয়, সামান্য যে ক'জনকে দেখা যাচ্ছে তারা সবাই চলেছে যে-দিকে বাড়িঘরের ছায়া পড়েছে সেই দিক দিয়ে। কেবল রোদে-পোড়া কালো চেহারার একদল চাষী রাস্তা মেরামতীর কাজে মজুরী

খাটছে, পায়ে ছালবাকলের জুতো, রোদে বসে বসে তপ্ত বালুতে পাথরের চাপড়াগুলো হাতুড়ী দিয়ে ঠুকে ঠুকে বসাচ্ছে। ওলন্দাজী সাদা কোট-পরা কিছু গোমড়ামুখো পুলিশ মনমেজাজ খারাপ করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এ-পায়ে ও-পায়ে ভর দিয়ে, তাদের ডিউটি করে চলেছে, কোমরে তাদের হলুদরঙা কর্ডের সঙ্গে বাঁধা রিভলভার। রোদ ঝলমলে রাস্তা দিয়ে ট্রাম যাচ্ছে আসছে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, ঘোড়াগুলোর মাথায় সাদা কাপড়ের ঢাকা, কেবল কানদুটো বের করে রাখার জন্য বোরকায় দুটি করে ফুটো।

নেখ্লিউদভের ঠিকে গাড়িটা যখন জেলের কাছ বরাবর পৌঁছল তখনো কয়েদীর দল চত্বর থেকে বেরোয় নি। ভোর চারটা থেকে শুরু হয়েছে কয়েদীদের হস্তান্তর ও অধিগ্রহণের কাজ — এখনো তা শেষ হয় নি। কয়েদীদের দলে পুরুষ আছে ছ'শো তেইশ জন এবং স্ত্রীলোক চৌষট্টি। তাদের সবাইকে গণনা করে রেজিস্ট্রি তালিকার সঙ্গে মিলয়ে দেখতে হবে, অসুস্থ অশক্তদের আলাদা করতে হবে এবং পরিশেষে রক্ষীবাহিনীর হাতে সমর্পণ করতে হবে। নতুন ইন্স্পেক্টর তার দু'জন এসিস্ট্যান্ট্, ডাক্তার ও মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট্ এবং রক্ষীবাহিনীর অফিসার ও তাঁর কেরানী — সবাই জেলখানার চত্বরে একটা দেওয়ালের ছায়ায় কাগজপত্র ও লেখার সরঞ্জামাদি নিয়ে একটা টেবিলে বসে আছেন। এক এক করে কয়েদীদের ডাকা হচ্ছে, তাদের ডাক্তারী পরীক্ষা করে প্রশ্নজিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এবং প্রত্যেকের সম্বন্ধে নোট নেওয়া হচ্ছে।

ক্রমে টেবিলের অর্ধাংশ জুড়ে সূর্যের আলো এসে পড়ল — যেমন গরম তেমনি গুমোট, ধারে কাছে এতগুলি কয়েদী থাকায় তাদের নিশ্বাসে ও ঘামের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

রক্ষীবাহিনীর অফিসারটি মাথায় লম্বা, মোটাসোটা, মুখখানা লাল, কাঁধদুটো উঁচু, হাতদুটো খাটো, পুরু গোঁপের ওপর নাক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন:

'হা ভগবান! একি চলতেই থাকবে, শেষ হবে না?'

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার ইন্স্পেক্টরকে বললেন:

'মেরে ফেলবেন না কি মশাই? কোথা থেকে জোটালেন এতগুলো? আরো কি বাকি আছে?'

কেরানী তালিকা দেখে বলল:

'পুরুষ কয়েদী চব্বিশ জন এখনো বাকি আছে। তা ছাড়া আছে মেয়ে-কয়েদীরা।'

রোদ্দুর মাথায় করে তিন ঘণ্টা ধরে কয়েদীরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কখন তাদের পালা আসবে—সেই অপেক্ষায়। যারা এখনো ইন্‌স্পেক্‌শন পাশ করে নি, ডান দিকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একের পিছনে এক—তাদের দিকে তাকিয়ে রক্ষীবাহিনীর অফিসার খেঁকিয়ে উঠলেন:

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? এগিয়ে আসতে পারো না?'

জেলখানার চত্বরে যখন এই সব ব্যাপার চলছে, জেল-গেটের বাইরে রাইফেলধারী শান্ত্রীর পাশ বরাবর দাঁড়িয়ে আছে প্রায় বিশটা ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। এই সব গাড়ি কয়েদীদের মালপত্র নিয়ে যাবে স্টেশনে, অসুস্থ অশক্ত যারা হেঁটে যেতে পারবে না — তারাও গাড়িতেই যাবে। মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েদীদের আত্মীয়-বন্ধুর দল — তাদের ইচ্ছা জেল থেকে বেরোবার সময় যদি নিজেদের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যদি দু-চারটে কথা বলার সুযোগ মেলে — এমন কি দু-চারটে জিনিস যদি হাতে গুঁজে দেওয়া যায়।

নেখ্‌লিউদভ দাঁড়াল এই সব আত্মীয়স্বজনের দলে।

প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর ওর কানে এল শেকলের ঝন্‌ঝনা, পায়ের শব্দ, কর্তৃত্বব্যঞ্জক হুকুমদারী গলা, কাশির জন্য গলাখাঁকারি, এবং বৃহৎ জনতার মৃদু গলায় ফিসফাস।

পাঁচ মিনিট এই ভাবে চলল, সেই সময় কতিপয় ওয়ার্ডার গেটের বাইরে ভেতরে ছুটোছুটি করল। অবশেষে হুকুম দেওয়া হল।

প্রচণ্ড শব্দ করে গেট্‌-এর পাল্লা খুলে গেল, শেকলের ঝন্‌ঝনা তীব্রতর হল, এবং সাদা পোশাক পরা রাইফেল-হাতে রক্ষীবাহিনীর সৈন্যেরা বেরিয়ে এল রাস্তার ওপর, গেট্‌-এর সামনে তারা নিখুঁত প্রশস্ত বৃত্তাকারে দাঁড়াল। দেখে মনে হল এই কৌশলটা তাদের প্রায়ই মক্স করতে হয়। তারপর শোনা গেল আরো একটা হুকুম — এবার কয়েদীরা দু'জন দু'জন করে বেরিয়ে এল, ওদের অর্ধেক কামানো মাথার ওপর চাটুর আকার টুপি, কাঁধের ওপর একটি করে থলে। বেড়ি-পরা দুই পা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে, এক হাতে কাঁধের থলেটা ধরে খালি হাতটা নাড়াতে নাড়াতে ওরা বেরিয়ে আসে।

সর্বপ্রথম এল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত পুরুষ-আসামীরা, প্রত্যেকের একই রকম পোশাক — ধূসর পাৎলুন, ধূসর আলখাল্লা — পিঠে সাংকেতিক চিহ্ন। প্রত্যেকে তারা — যুবা বৃদ্ধ, রোগা মোটা, ফেকাসে,

লালচে রঙ, বাদামী রঙ, কারো দাড়ি কেউ বা শ্মশ্রুগুম্ফহীন, রুশী, তাতার, ইহুদি — সবাই পায়ের বেড়ি বাজাতে বাজাতে, চটপট হাত নাড়াতে নাড়াতে এমন ভাবে এল যে মনে হল ওরা যেন লম্বা পাড়ি হাঁটবে, কিন্তু দশ পাখানেক এগোবার পর, আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চারজন চারজন করে পরস্পরের পিছু পিছু দাঁড়িয়ে রইল। অব্যবহিত পরে অবিরাম স্রোতে গেট্-এর ভেতর দিয়ে পিলপিল করে বেরোতে থাকল আরো এক দল মাথা-কামানো আসামী, একই রকম পোশাক পরে, কেবল পায়ে বেড়ির পরিবর্তে এরা পরস্পরের সঙ্গে হাতকড়া দিয়ে বাঁধা। এদের পাঠানো হচ্ছে নির্বাসন দণ্ড দিয়ে। এরাও এল আগের দলের মতো দ্রুত পদক্ষেপে, এরাও দাঁড়াল এক এক সারিতে চারজন চারজন করে। তারপর এল সংঘকর্তৃক নির্বাসিত কিছু আসামী।

তারপর স্ত্রী-কয়েদীরা এল একই রকম পর্যায়ক্রমে — প্রথমে এল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতেরা, পরনে ধূসর আলখাল্লা ও ধূসর মাথার উড়নি; তারপর এল নির্বাসিতদের দল, সর্বশেষে এল যে-সব স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় তাদের নিজ নিজ স্বামীর সহগামিনী হতে চায়, পরনে তাদের নিজের নিজের পোশাক — কারো পোশাক গ্রাম্য ধরনের কারো বা শহুরে। কোনো কোনো স্ত্রী-কয়েদী তাদের ধূসর আলখাল্লার আঁচল জড়িয়ে বহন করছে নিজ নিজ শিশু সন্তানকে।

স্ত্রীলোকদের সঙ্গেই হেঁটে হেঁটে চলল শিশুরা — বালক-বালিকার দল — বড় বড় ঘোড়ার পালের শাবকদের মতো তারা চলল আসামীদের সারির মাঝখান দিয়ে জড়সড়ো হয়ে।

পুরুষেরা নিজ নিজ জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, দু-একজন কাশল, মাঝে মাঝে কেউ কেউ দু-চারটে মন্তব্য করল।

মেয়ের দল অনবরত কথা বলে চলেছে। নেখ্লিউদভের মনে হল মাস্লভাকে যেন দেখতে পেয়েছিল, স্ত্রী-কয়েদীরা যখন গেট্ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু বিশাল জনতার ভিড়ে পরে ওকে হারিয়ে ফেলল, চারিদিকে কেবল দেখতে পেল ধূসর-রঙা কতকগুলি প্রাণী — তারা যেন মনুষ্যত্ববিবর্জিত, বিশেষত নারীত্ব বিবর্জিত। সঙ্গে তাদের শিশুরা, একটি করে থলে। স্ত্রী-কয়েদীরা সার বেঁধে দাঁড়াল পুরুষ-কয়েদীদের পেছনে।

জেলখানার চার দেওয়ালের মাঝখানে সব কয়েদীকে গণনা করে দেখা হয়েছিল, তৎসত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী আবার একবার নতুন করে গণনা শুরু করল, তালিকার সঙ্গে নম্বর মিলিয়ে দেখতে লাগল। এই গোনাগুনতির

ব্যাপারটা সারতে সময় লাগল বেশ, বিশেষত এই কারণে যে কোনো কোনো কয়েদী নড়াচড়া করছিল, ঠাঁই-বদল করেছিল — ফলে হিসাবে গোলমাল হচ্ছিল।

রক্ষীবাহিনীর সৈন্যেরা বকাঝকা ঠেলাঠেলি করে কয়েদীদের পুনর্বিন্যাস করতে গেলে কয়েদীরা রেগে গেলেও তাদের আজ্ঞানুবর্তী হল। আবার একবার গোনা হল। গণনা শেষ হতে রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক কী যেন একটা হুকুম দিলেন — সঙ্গে সঙ্গে জনতার মধ্যে তুমুল একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হল — দুর্বল, অশক্ত ও অসুস্থ পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েরা একযোগে ছুটে গেল গাড়ির দিকে, গাড়িতে নিজেদের জিনিসপত্র রেখে নিজেরাও উঠে বসতে লাগল। ক্রন্দনরত দুধের শিশু কোলে মায়েরা উঠে বসল, হাসিখুশি ছেলেমেয়েদের একটা দঙ্গল ভিড় করে ঠেলাঠেলি করছে জায়গার জন্য, বিষণ্ণবদন কয়েকটি কয়েদীও উঠে বসল।

কতিপয় কয়েদী মাথার টুপি খুলে অফিসারের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে কী-যেন অনুরোধ জানাল। পরে নেখ্‌লিউদভ জানতে পারে ওরাও চেয়েছিল কোনো-না-কোনো অজুহাতে গাড়িতে স্থান পেতে। নেখ্‌লিউদভ দেখল অফিসার ওদের দিকে একবার তাকালেনও না, নীরবে সিগারেটে জুত করে একটা টান দিয়ে আচমকা ওর খাটো হাতটা বাড়িয়ে দিলেন সামনে দাঁড়ানো কয়েদীটার নাকের দিকে। কয়েদীটা পাছে ঘুষি খায় এই ভয়ে নিজের কামানো মাথাটা দুটো কাঁধের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে এক লাফে পিছিয়ে গেল। অফিসার চেঁচিয়ে উঠলেন:

'গাড়ি-চড়ার শখ হয়েছে! এমন চড়ান চড়াব — বহুকাল মনে থাকবে। পায়ে হেঁটে দিব্যি যেতে পারবি!'

কেবল একটি লোকের প্রার্থনা পূরণ হল — পায়ে শেকল পরা একটি ঢ্যাঙা বুড়ো মানুষ। লোকটা টলছিল। নেখ্‌লিউদভ লক্ষ্য করল লোকটা মাথার চাটু আকারের টুপি খুলে বুকের সামনে ক্রুশচিহ্ন এঁকে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারছিল না। পায়ে শেকল থাকায় শীর্ণ দুটি পা তুলতে পারছিল না। অবশেষে ওই গাড়িতে একটি যে মেয়ে-কয়েদী আগে থেকে বসে ছিল, বুড়োর হাত ধরে টেনে তুলল।

গাড়িগুলো থলেতে বোঝাই হবার পর, অনুমতিপ্রাপ্ত সকলে থলেগুলোর ওপর উঠে বসবার পর, অফিসার নিজের টুপিটা খুললেন, রুমাল দিয়ে কপাল, মাথার টাক ও সুপুষ্ট লালচে রঙের গর্দানের ঘাম মুছে তিনিও বুকের সামনে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন। তারপর হাঁক দিলেন:

'মার্চ্ !'

সৈন্যদের হাতের রাইফেলগুলো খটাখট শব্দ করে উঠল, কয়েদীরা মাথার টুপি খুলে বুকের কাছে ক্রুশচিহ্ন আঁকল, যারা বিদায় দিতে এসেছিল তারা চেঁচিয়ে কী-যেন সব বলল, কয়েদীরাও কী-সব যেন জবাব দিল চেঁচিয়ে, মেয়েদের মধ্যে আর্তনাদ উঠল, সাদা কোট-পরা রক্ষীবাহিনীর সৈন্যদের বেষ্টনীর মধ্যে দণ্ডিতের শেকলপরা দলটা পায়ে পায়ে পথের ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চলল। সামনে চলেছে সৈন্যদের দল, তারপর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা পায়ের শেকলের ঝন্‌ঝনা তুলে, একেক সারিতে চারজন করে, তারপর নির্বাসিতের দল, তারপর সংঘকর্তৃক দণ্ডিতদের দল জোড়ায় জোড়ায় হাতে কড়া লাগিয়ে, তারপরে মেয়ে-কয়েদীদের দল। সর্বশেষে থলে-ভরতি গাড়িতে অসুস্থ, দুর্বল, অশক্ত সব কয়েদীরা। একটা গাড়ির মাথায় সারা অঙ্গে কাপড় জড়িয়ে চলেছে একটি স্ত্রী-কয়েদী বুক-ফাটা কান্না কাঁদতে কাঁদতে।

৩৫

এমন লম্বা শোভাযাত্রা যে যে-সব গাড়ি মালপত্তর ও অশক্ত অসুস্থ কয়েদীদের নিয়ে সবার শেষে দাঁড়িয়েছিল, সেগুলো যখন চলতে শুরু করল, সামনের অংশে যারা ছিল তাদের আর দেখা গেল না। শেষ গাড়িটা রওনা হয়ে যাবার পর নেখ্‌লিউদভ ওর ঠিকে গাড়িটায় গিয়ে উঠল। ঠিকে গাড়িটা ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। গাড়োয়ানকে বলে দিল সামনের দলটা পেরিয়ে যেতে, যাতে ও নজর করে দেখতে পারে পুরুষ-কয়েদীদের মধ্যে ওর চেনাজানা কেউ আছে কি না। তা ছাড়া মেয়ে-কয়েদীদের মধ্যে মাস্‌লভাকে ও একবার খুঁজে পেলে ভালো, তা হলে জিজ্ঞেস করে জানতে পারবে ওকে যে-সব জিনিস পাঠিয়েছিল সেগুলো ঠিক মতো পেয়েছে কি না।

সাংঘাতিক গরম। বাতাস দিচ্ছে না। কয়েদীদের দল চলেছে রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে, জোর কদমে। হাজারো চলতি পায়ের আঘাত লেগে পথের ধুলো কয়েদীদের মাথার ওপর সর্বক্ষণের জন্য একটা আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। কয়েদীরা জোর কদমে চলেছে, এদিকে নেখ্‌লিউদভের ঠিকে

গাড়ির ঘোড়াটা তেমন দ্রুতগামী না হওয়ায় শোভাযাত্রার সামনের দিকটাতে পৌঁছুতে বেশ একটু সময় নিল। সারি সারি অচেনা, অজানা, অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর-দর্শন সমস্ত প্রাণী — কাউকে নেখ্লিউদভ চিনতে পারল না।

কয়েদীরা সব এগিয়ে চলেছে, সকলের একরকম পোশাক, একই ধরনের জুতো-পরা হাজারো পা ধুলো উড়িয়ে চলেছে, যে-হাতটাতে বাঁধন নেই সেই হাতটা জোরসে দুলিয়ে দুলিয়ে চলেছে — যেন মেজাজটা ঠিক রাখার জন্যে। ওরা সংখ্যায় অনেক, দেখতে সবাই যেন একই রকম, নেখ্লিউদভের এক একবার মনে হল এরা যেন মানুষ নয়, অদ্ভুত কোনো অন্য জগতের প্রাণী। অবশেষে সারি সারি কয়েদীদের মধ্যে যখন একটা দুটো চেনামুখ সনাক্ত করতে পারল ওর সেই আশ্চর্য ভাবটা কাটল। সামনে দণ্ডিতদের সারির মধ্যে চিনতে পারল সেই খুনী আসামী ফিওদরভকে, নির্বাসিতদের দলে সেই পরিহাসপটু ওখোতিনকে এবং আরো একজন ভবঘুরেকে — যে একবার ওর সাহায্য ভিক্ষা করেছিল। প্রায় প্রত্যেক কয়েদী একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছিল চলমান ঠিকে গাড়িটার দিকে এবং গাড়িতে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটির দিকে। ফিওদরভ মাথাটা ঝাঁকিয়ে ওপরে তুলে বুঝিয়ে দিল নেখ্লিউদভকে চিনতে পেরেছে, ওখোতিনও চোখ টিপল — কিন্তু দু'জনের কেউই সেলাম করল না পাছে সেপাই শান্ত্রীরা রাগ করে।

মেয়েদের সারির কাছাকাছি পৌঁছুতেই নেখ্লিউদভ মাস্লভাকে চিনে নিতে পারল। ও চলেছে মেয়েদের দ্বিতীয় সারিতে। দ্বিতীয় সারিতে প্রথমটি একটি বিকট-দর্শন মেয়ে — পাদুটো ছোট ছোট, কুচকুচে কালো চোখ, আলখাল্লার নিচের অংশটা তুলে কোমরবন্ধে গুঁজে নিয়েছে —এ হল সেই খরশাভ্কা। ওর পাশে চলেছে পাদুটো কষ্টে টানতে টানতে একটি পোয়াতি কয়েদী। তৃতীয় জনই মাস্লভা — থলেটা কাঁধে ঝুলিয়ে চলেছে সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে। মুখে একটা শান্ত স্থির সংকল্পের ভাব। ওদের সারির চতুর্থ মেয়েটি সুন্দরী তরুণী, চলেছে দ্রুতপদে, পরনে ছোট আকারের আলখাল্লা, ওড়নাটা থুৎনির নিচে বেঁধেছে চাষী মেয়েদের ধরনে। এই মেয়েটিই ফেদোসিয়া।

নেখ্লিউদভ গাড়ি থেকে নেমে চলমান মেয়ে-কয়েদীদের সারির দিকে এগিয়ে গেল — ওর ইচ্ছে মাস্লভাকে জিজ্ঞেস করা ওর পাঠানো জিনিসগুলো ঠিক মতো পেয়েছে কি না এবং কেমন সে বোধ করছে। কিন্তু দলের এপাশ দিয়ে রক্ষীবাহিনীর যে টহলদারী সার্জেন্টটি যাচ্ছিল ওকে দেখেই সে ছুটে এল, চেঁচিয়ে বলল:

'অমন করতে যাবেন না স্যর। দল যখন চলতি পথে তখন তাদের কাছে যাবার নিয়ম নেই।'

কাছে এসে নেখ্‌লিউদভকে চিনতে পেরে (জেলখানার সবাই ওকে চেনে) পাশে থমকে দাঁড়িয়ে সার্জেণ্ট তার টুপিতে আঙুল ঠেকিয়ে সেলাম করে বলল:

'এখন নয় স্যর। রেল স্টেশন পেঁাছানো পর্যন্ত সবুর করুন, এখানে কথা বলা বারণ।'

কয়েদীদের উদ্দেশ করে সার্জেণ্ট চেঁচিয়ে উঠল:

'পিছনে পড়ে কেন? জোর কদম — মার্চ্!'

তারপর একটা চটপটে ভাব দেখিয়ে এক দৌড়ে নিজের জায়গায় চলে গেল — পায়ে ওর নতুন একজোড়া কেতাদুরস্ত বুট, গরম আবহাওয়া — কিন্তু যেন ওকে কাবু করতে পারছে না।

নেখ্‌লিউদভ ফুটপাতে উঠে গেল, গাড়োয়ানকে বলে দিল যেন ওর পিছু পিছু আস্তে-আস্তে গাড়ি চালিয়ে আসে। দলটার ওপর ও নজর রাখতে লাগল। দলটা যে জায়গার ওপর দিয়েই যায়, পথের লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে — তাদের চোখে আতঙ্কমিশ্রিত করুণার ভাব। যারা গাড়ি চড়ে যাচ্ছে তারা ঝুঁকে মুখখানা বের করে যতক্ষণ পারা যায় চোখের দৃষ্টিতে বিদায় দিচ্ছে কয়েদীদের, পায়ে হেঁটে যারা চলেছে তারা থমকে দাঁড়িয়ে ভয়ে বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করে দেখছে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। কেউ কেউ এগিয়ে এল দু-চার কোপেক ভিক্ষা দিতে রক্ষীবাহিনী মারফত। কেউ কেউ যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেশ খানিকটা পথ দলটার পিছু পিছু চলে যাবার পর হঠাৎ থমকে গেল, মাথা নাড়াল, তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের দৃষ্টিতে বিদায় দিল ওদের। রাস্তার দু'ধারে বাড়িঘর দোকানের দরজা কিংবা গেট্ খুলে বহু লোক বেরিয়ে এল ফুটপাতের কাছাকাছি, কেউ বা প্রতিবেশীকে ডাক দিল বেরিয়ে আসতে, জানালায় জানালায় কত মুখ বেরিয়ে আছে, কত উৎসুক চোখ স্তব্ধ হয়ে নীরবে দেখছে এই ভয়ঙ্কর শোভাযাত্রা। একটা মোড়ের মাথায় বেশ জমকালো একখানা গাড়ি থেমে যেতে বাধ্য হল, কারণ দলটা ততক্ষণে এসে পড়েছে। কোচ্‌বাক্সের ওপর বসে আছে কোচ্‌ম্যান — পৃথুল পশ্চাদ্দেশ, চক্‌চকে মুখখানা, উর্দি পরেছে এমন যে পিঠের ওপর দু-সারি চক্‌চকে বোতাম। গাড়িতে পেছনের আসনে বসে আছে স্বামী-স্ত্রী — স্ত্রীটি রোগা মতন, পাণ্ডুর মুখ, মাথায় হালকা রঙের বনেট-পরা, হাতে একটা চকচকে ছাতা, স্বামী মাথায়

চাপিয়েছেন বিজিতি টপ-হ্যাট, গায়ে উত্তম কাটছাঁটের একটি হালকা রঙের কোট। সামনের আসনে তাদের মুখোমুখি বসে আছে তাদের ছেলে-মেয়ে — মেয়েটির পরনে সুন্দর জামাকাপড়, হালকা এলো চুল রিবণ দিয়ে বাঁধা, ছোট্ট মেয়েটি ফুলের মতো সুন্দর — তারও হাতে রঙচঙে একখানা ছাতা; পাশে বসে আছে আটবছরের ছেলে রোগা মতন, গলাটা যেমন সরু তেমন লম্বা, কণ্ঠার হাড় দেখা যাচ্ছে, মাথায় সেলর হ্যাট — লম্বা লম্বা রিবনে সাজানো।

ওদের বাবা রাগত হয়ে কোচ্‌ম্যানকে ধমকাচ্ছেন কেন সে দলটা এসে পড়বার আগেই সুযোগ বুঝে গাড়িটা চালিয়ে বেরিয়ে যায় নি, মা'টি বিরক্তি ভরে চোখ কুঁচকালেন, ভ্রূকুটি করলেন, পরে চোখদুটি অর্ধনিমীলিত করে, সিল্কের ছাতাখানা মুখের খুব কাছে এনে ধুলো ও রোদ্দুর থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

প্রভুর অন্যায় তিরস্কারে বিরক্ত হয়ে মোটা কোচ্‌ম্যান রাগত ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করল। এ-রাস্তাটা নেবার ওর ইচ্ছে ছিল না, কর্তার হুকুমেই আসতে হয়েছিল। আপাতত কালো কুচকুচে তেজী ঘোড়াদুটোকে লাগাম টেনে শান্ত করাটাই ওর পক্ষে শক্ত হয়ে উঠল। এই প্রখর গরমে জোর ছুটে এসে হঠাৎ থামতে হয়েছে বলে, গায়ের ঘাম ফেনা হয়ে জমছে সাজসরঞ্জামের তলায়, তাই ক্রমাগত পা ঠুকে জোর করছে এগিয়ে যাবার জন্য।

রাস্তার পুলিশম্যানের আন্তরিক ইচ্ছে ছিল চমৎকার ঘোড়াগাড়ির ধনাঢ্য মালিকের সেবায় লাগে — কয়েদীদের দলটাকে থামিয়ে দিয়ে তাকে যেতে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে হল এই শোভাযাত্রার মধ্যে এমন একটা কঠোর গাম্ভীর্য আছে যা ভাঙা চলে না, এমন কি ধনীর প্রসাদ লাভের খাতিরেও নয়। কেবল দুটো আঙুল টুপিতে ঠেকিয়ে ধনসম্পদের প্রতি সম্মান দেখাল, তারপর খুব কড়া চোখে তাকাতে থাকল কয়েদীদের দিকে — ভাবখানা এমন যে দরকার হলে ওই লোকগুলোর হাত থেকে গাড়ীর আরোহীদের রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত। সুতরাং শোভাযাত্রা পুরোটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত গাড়িটিকে অপেক্ষা করতে হল। ওদের সেই শেষ গাড়িটাতে স্তূপীকৃত থলের ঢঙে বসেছিল যে পাগলী মতন স্ত্রীলোকটি, এতক্ষণ সে চুপচাপ ছিল, কিন্তু জমকালো ঘোড়াগাড়ি দেখে ওর কী যে ভাবান্তর হল কে জানে — আবার সেই চীৎকার করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। শেষ গাড়িটা পেরিয়ে যেতে কোচম্যান লাগাম সামান্য টেনে ঢিলে দিতেই শানবাঁধানো রাস্তায় নালবাঁধানো খুরের খট্ খট্ শব্দ তুলে

রবারের বেড় দেওয়া চাকাগুলো নিঃশব্দে টেনে নিয়ে এগিয়ে চলল। স্বামী-স্ত্রী, মেয়েটি আর কণ্ঠা বার করা ঘাড় লিকলিকে এই ছেলেটি — এরা যাচ্ছে শহরের বাইরে এদের বাগানবাড়িতে আমোদফুর্তি করে কয়েকটি দিন কাটাতে।

বাবা-মায়ের দুজনের মধ্যে কেউই কিন্তু ছেলে বা মেয়েকে তারা যা দেখতে পেল সে-বিষয়ে একটি কথাও বললেন না। ফলে এ দৃশ্যের তাৎপর্য সম্পর্কে তাদের মনে যে প্রশ্ন জাগল তার সমাধান তাদের নিজেদেরই করতে হল।

মেয়েটি বাবা-মায়ের মুখের ভাব লক্ষ্য করে যে সমাধান বের করল তা এই যে ওই লোকগুলো তাদের বাবা-মা কিংবা চেনাপরিচিত লোকজনের মতো একেবারেই নয়, এরা বদলোক, তাই ওদের সঙ্গে এই রকমই ব্যবহার করা উচিত। মেয়েটির মনে তাই কেবল একটিমাত্র অনুভূতি জেগেছিল — সে-অনুভূতিটা ভয়ের। ওরা চোখের আড়াল হয়ে যেতে মেয়েটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কিন্তু শীর্ণ গ্রীবা কণ্ঠার হাড়-বের-করা ছেলেটি যতক্ষণ শোভাযাত্রা চলছিল একটি বারের জন্যে মুখ তুলে অন্য দিকে তাকায় নি, নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়ে তাকিয়ে ছিল কয়েদীদের দিকে। ও সমস্যাটার সমাধান করেছিল অন্য ভাবে। স্বয়ং ঈশ্বর যেন ওর কানে কানে বলে দিলেন ওই কয়েদীরা ঠিক ওরই মতো এবং আশেপাশের আরো পাঁচজনের মতো — মানুষ। ও দৃঢ় ভাবে এবং নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল অন্য মানুষেরা নিশ্চয় এদের প্রতি অন্যায় করেছে, তাই কয়েদীদের দেখে ওর খুব দুঃখ হল। কয়েদীদের মুণ্ডিত মস্তক ও শৃংখলিত পা দেখে প্রথম প্রথম ওর মনে যে-ভয় জেগেছিল, এখন সে-ভয়টা হতে লাগল তাদের কথা ভেবে যারা মানুষ হয়েও এই সব মানুষের মাথা মুড়িয়েছে, পায়ে শেকল পরিয়েছে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ওর ঠোঁট ফুলতে লাগল আর ও ক্রমাগত চেষ্টা করতে লাগল উদ্‌গত অশ্রু দমন করতে। ভাবল এ-রকম ব্যাপার নিয়ে কান্নাকাটি করা নিতান্ত লজ্জাজনক।

৩৬

কয়েদীদের দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রেখে নেখ্লিউদভ হাঁটতে লাগল। পরনে যদিচ হালকা ধরনের পোশাক, হালকা ওভারকোট তবু তার ভয়ঙ্কর

গরম লাগছিল, সবচেয়ে বড়ো কথা — গুমোট বাতাসটা তেতে উঠেছে, ধুলোয় এমন বাতাস ভারী যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

সিকি মাইলটাক পায়ে হাঁটার পর আবার ও গাড়িতে উঠে বসল, কিন্তু রাস্তার মাঝখান দিয়ে গাড়ি যখন চলতে শুরু করল গরমটা আরো যেন অসহ্য মনে হল। গতরাতে ভগ্নীপতির সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটির ব্যাপারটা মনে পড়ল, কিন্তু আজ সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর সেকথা ভেবে যতটা বিচলিত হয়েছিল, এখন আর ততটা হল না। দণ্ডিত কয়েদীদের এই যাত্রা, তাদের মিছিল নেখ্‌লিউদভের মনের ওপর গভীর ছাপ ফেলেছে, তার সমস্ত মনকে যেন জুড়ে বসেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা — গরমটা অসহ্য।

একটা বাড়ির বেড়ার কাছে গাছের ছায়ায় মাথার টুপি খুলে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন স্কুলের ছেলে, তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে আইসক্রিম বিক্রি করছে এক আইসক্রিমওয়ালা। ছেলেদের একজন শিঙের তৈরি চামচ দিয়ে এক খাবলা আইসক্রিম আরামে চুষে চুষে খাচ্ছে, অন্য ছেলেটি ঝুঁকে পড়ে অপেক্ষা করতে করতে দেখছে বরফওয়ালা কেমন করে আইসক্রিমের কাপ্‌-এর ওপরটা হলুদরঙা কী একটা জিনিস দিয়ে ভরতি করছে। ওদের দেখে নেখ্‌লিউদভের প্রচণ্ড ইচ্ছা হল ঠাণ্ডা একটা কিছু পান করে ক্লান্তি দূর করার। সে ওর গাড়ির গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করল:

'এখানে একটু ঠাণ্ডা কিছু পান করার মতো জায়গা কোথায়?'

'কাছেই একটা ভালো সরাই আছে।'

এই বলে গাড়োয়ান কোনা কেটে একটা গলিতে ঢুকে গিয়ে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, দরজার ওপরে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঝুলছে।

একটা কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শার্টের হাতের আস্তিন গুটিয়ে হৃষ্টপুষ্ট একজন মদ পরিবেশনকারী, ওয়েটররা এমন পোশাক পরেছে যা এক কালে সাদা ও ধোপদুরস্ত ছিল। ওরা সবাই টেবিলগুলোর ধারে বসে আছে কারণ খদ্দের বলতে কেউই এক রকম নেই। এ-পাড়ায় নেখ্‌লিউদভের মতো খদ্দের কদাচিৎ আসে, তাই ওকে দেখে সবাই কৌতূহলী হয়ে ফিরে তাকাল, তাকে সেবা করার জন্য উঠে দাঁড়াল। নেখ্‌লিউদভ এক বোতল সোডা ওয়াটারের অর্ডার দিয়ে বসল গিয়ে জানালা থেকে বেশ একটু দূরে — ময়লা কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা ছোট টেবিলে।

একটু দূরে অন্য একটা টেবিলের ধারে বসে ছিল দু'জন লোক, তাদের

সামনে চায়ের সরঞ্জাম ও একখানা সাদা বোতল, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দু'জনে অন্তরঙ্গ ভাবে কী একটা যেন হিসাবের ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে লাগল। ওদের একজনের গায়ের রঙ একটু ময়লা, টাক মাথার পেছন দিকে এক গুচ্ছ কালো চুল — ঠিক ইগ্নাতি নিকিফরভিচের মতো। লোকটাকে দেখে নেখ্লিউদভের আবার মনে পড়ে গেল গত রাতে ভগ্নীপতির সঙ্গে কথা কাটাকাটির ব্যাপারটা। খুব একটা ইচ্ছা হল যাবার আগে দিদি ও ভগ্নীপতির সঙ্গে একবার দেখা করে যাবার।

ভাবল, 'ট্রেন ছেড়ে যাবার আগে গিয়ে দেখা করে আসার মতো সময় পাব বলে মনে হয় না। তার চেয়ে বরঞ্চ একটা চিঠি লিখে পাঠাই।' বেয়ারার কাছ থেকে চিঠি লেখার কাগজ, খাম ও ডাকটিকিট চেয়ে নিল। ফেনিল, স্নিগ্ধ জল থেকে বুদ্বুদ উঠছিল। জলের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে নেখ্লিউদভ ভাবতে লাগল কী লেখা যায়। কিন্তু মনে ওর নানা চিন্তা, গুছিয়ে একটা চিঠি লেখার মতো ওর তখন মনের অবস্থা নয়।

চিঠি লেখা শুরু করল:

'প্রিয় নাতাশা, কাল ইগ্নাতি নিকিফরভিচের সঙ্গে যে-সব কথাবার্তা হল, তার কথা চিন্তা করে মন আমার ভারাক্রান্ত। এই রকম ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমার চলে যাওয়াটা...'

'শুরু তো করা গেল। কিন্তু তার পর? কাল আমি যা বলেছি সেজন্যে মার্জনা করতে বলব? কিন্তু আমার মনের কথাটাই তো মুখে বলেছি... মাপ চাইলে ও ভাববে আমার কথা আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। উপরন্তু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওর ওই নাক গলানো... না, আমি তা পারব না...' আবার নেখ্লিউদভের অন্তরে জেগে উঠল ওই দাম্ভিক, বিজাতীয় ব্যক্তিটার প্রতি বিদ্বেষ। নেখ্লিউদভকে সে বুঝতে পারে না, নেখ্লিউদভের কাছে সে পর। নেখ্লিউদভ অসম্পূর্ণ চিঠিটা মুড়ে পকেটে রেখে দিল। তারপর পানশালার পাওনা চুকিয়ে বেরিয়ে গিয়ে, আবার গাড়িতে উঠল দলটাকে ধরবার জন্য।

আবহাওয়াটা আরো একটু যেন উত্তপ্ত হয়েছে। শানবাঁধানো রাস্তা এবং দু'পাশের দেওয়াল যেন গরম বাতাসের নিশ্বাস ছাড়ছে, ফুটপাতে পা দিতে পায়ের তেলোটা যেন পুড়ে যায়, ঠিকে গাড়ির মাড্-গার্ডে হাতটা ছোঁয়াতেই মনে হল ছেঁকা লাগল।

ঘোড়াটা অবসন্ন হয়ে ঢিমে তেতালায় ছুটেছে এবড়োখেবড়ো রাস্তায় একঘেয়ে ক্লপ্ ক্লপ্ শব্দ করে, গাড়োয়ান ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ছে।

নেখ্‌লিউদভের মনটা একেবারে ফাঁকা, সে বসে ছিল সামনের দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টি মেলে।

একটা বড়ো বাড়ির গেটের সামনে, যেখানে রাস্তাটা নিচু হয়ে নেমেছে, এক দল লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, পাশেই রক্ষীবাহিনীর একজন দাঁড়িয়ে আছে রাইফেল হাতে।

নেখ্‌লিউদভ গাড়োয়ানকে থামতে বলে, একজন চৌকিদারকে ডেকে জিজ্ঞেস করল:

'এখানে কী হয়েছে?'

'একজন কয়েদীর কী-যেন হয়েছে।'

নেখ্‌লিউদভ গাড়ি থেকে নেমে ভিড়ের কাছাকাছি চলে গেল। শান-বাঁধানো নর্দমার একটি পাথরের ওপর মাথাটা রেখে, পাদুটো তখনো উঁচুতে রাস্তার ওপর, একজন চওড়া কাঁধ আধবয়সী কয়েদী, লালচে দাড়ি, থ্যাবড়া নাক, মুখখানা সিঁদুরের মতো লাল — পড়ে আছে। গায়ে ধূসর আলখাল্লা-পাজামা, চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, ছাতলাপড়া হাতদুটো উপুড় করা, রক্ত চক্ষু মেলে আছে আকাশের দিকে, অনেকক্ষণ বাদে বাদে ওর উঁচু ও প্রশস্ত বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে হাপরের মতো এবং মুখ থেকে বেরোচ্ছে একটা অস্পষ্ট গোঙানি। কয়েদীর পাশে ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরক্ত মুখে একজন পুলিশম্যান, একটি ফিরিওলা, একটি পিওন, একজন কেরানী, ছাতা-মাথায় এক প্রৌঢ়া এবং শূন্য ঝুড়ি-হাতে একটি ছেলে — মাথায় কদমছাঁট চুল।

নেখ্‌লিউদভ এগিয়ে আসায় কেরানী ওকে উদ্দেশ করে কাউকে যেন ধিক্কার দিয়েই বলল:

'এরা দুর্বল — জেলে তালাবন্ধ অবস্থায় বসে থাকার ফলে শরীরে আর শক্তি থাকে না। অথচ ওদের কিনা হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই প্রচণ্ড গরমে...'

কাঁদো কাঁদো গলায় ছাতা-মাথায় মহিলা বলল:

'হয় তো বাঁচবেই না।'

পিওন বলল:

'ওর কলারের ফাঁসটা ঢিলে করে দেওয়া দরকার।'

কয়েদীর রক্তবর্ণ শিরা-ওঠা ঘাড়টার সামনের দিকে জামার ঘরগুলো ফিতে দিয়ে বাঁধা। পুলিশম্যান আনাড়ির মতো মোটা মোটা আঙুলে ফিতের ফাঁসগুলো খুলতে লাগল — বেচারা খুবই বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত।

তবু একবার কর্তব্যপালনের খাতিরে ভিড়টাকে লক্ষ্য করে হে'কে উঠল:

'এখানে ভিড় জমানো কেন, শুনি? এমনিতেই গরম, তার ওপর হাওয়া আটকে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।'

কেরানী নেখ্লিউদভের কাছে সম্ভবত তার আইনের জ্ঞান জাহির করতে গিয়েই বলল:

'উচিত ছিল আগে ওদের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো, দুর্বলদের ধরে রাখা। তা তো নয়, মর-মর লোকটাকে ঠেলে পাঠানো।'

পুলিশম্যান জামার ফিতেগুলো খোলার পর উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল:

'আবার বলছি — সরে যান সবাই। এখানে আপনাদের কী দরকার? হাঁ করে দেখবার কী আছে এখানে?'

নেখ্লিউদভের দিকে তাকিয়ে দেখল যদি সায় পায়। কিন্তু নেখ্লিউদভের দৃষ্টিতে সমবেদনার কোনো লক্ষণ না দেখতে পেয়ে তাকাল রক্ষীবাহিনীর সৈন্যটির দিকে। সে-লোকটা এক পাশে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দেখতে লাগল নিজের ক্ষয়ে যাওয়া বুটটার গোড়ালির দিকে। পুলিশম্যানের মুশকিল আসান করার জন্য কোনো উৎসাহ দেখাল না।

জনতা থেকে কয়েকজন বলতে লাগল:

'যাদের কাজ তারা যদি কিছু করত... একটা মানুষকে এ ভাবে মরতে দেওয়া কি ঠিক? লোকটা না হয় কয়েদী, কিন্তু মানুষ তো বটে!'

নেখ্লিউদভ বলল:

'মাথাটা একটু উ'চুতে তুলে ওকে জল খাওয়ান।'

পুলিশম্যান বলল:

'জল আনবার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে।'

কয়েদীর দুই বগলের তলায় হাত চালিয়ে পুলিশম্যান অতি কষ্টে শরীরটা একটু উ'চুতে উঠিয়ে দিল।

'এখানে লোকের ভিড় জমেছে কেন?'

হঠাৎ শোনা গেল একটা দৃঢ় কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। আশ্চর্য পরিষ্কার চক্‌চকে একটা উর্দি পরে, পায়ে হাঁটু অবধি উ'চু ততোধিক চক্‌চকে বুট পরে, একজন পুলিশ অফিসার দ্রুত পায়ে অকুস্থলে এসে পড়লেন। জনতা কেন যে সমবেত হয়েছে সেটা জানবার আগেই চে'চিয়ে উঠলেন:

'সরে যান। এখানে ভিড় করবেন না।'

কাছে এসে যখন মুমূর্ষু কয়েদীটিকে দেখলেন, এমন ভাবে মাথাটা

নাড়ালেন যেন উনি জানতেন এ-রকম কিছু একটা ব্যাপার ঘটবে। পুলিশম্যানকে জিজ্ঞেস করলেন:

'কী ব্যাপার?'

পুলিশম্যান রিপোর্ট দিতে গিয়ে বলল যখন রাস্তা দিয়ে একদল কয়েদী যাচ্ছিল, তাদের একজন পড়ে যেতে, রক্ষীবাহিনীর অফিসার অর্ডার দিলেন যে পড়েছে পড়ে থাক, আর সবাই এগিয়ে যাবে।

'সে তো হল। এখন ওকে থানায় নিয়ে যেতে হয়। একটা গাড়ি ডাকো দেখি।'

পুলিশম্যান টুপিতে দুটো আঙুল ঠেকিয়ে বলল:

'একজন চৌকিদারকে পাঠিয়ে দিয়েছি গাড়ি আনতে।'

কেরানী লোকটি প্রচণ্ড গরম সম্পর্কে কী যেন বলতে চাইছিল। পুলিশ অফিসার তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন:

'এখানে তোমার কী কাজ হে? কেটে পড়।'

কেরানীর মুখে আর বাক্য সরল না।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'ওকে একটু জল খেতে দিলে ভালো হয়।'

নেখ্‌লিউদভের দিকেও অফিসার কটমট করে তাকালেন যদিচ মুখে কিছু বললেন না। চৌকিদার এল এক মগ ভরতি জল নিয়ে। অফিসার পুলিশম্যানকে বললেন কয়েদীকে একটু জল খেতে দিতে। কয়েদীর ঝুঁকে-পড়া মাথাটা একটু তুলে পুলিশম্যান ওর মুখে জল ঢেলে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু কয়েদী ঢোক গিলতে পারল না, জল গড়িয়ে পড়ল ওর দাড়িতে, দাড়ি থেকে ওর কোটে এবং ধুলোমাখা মোটা কামিজে।

'ওর মাথায় ঢালো।' অফিসার হুকুম করলেন।

পুলিশম্যান সেই চাটুর মতো টুপিটা তুলে নিয়ে, কয়েদীর লালচে রঙের কোঁকড়া চুলের ওপর, মাঝখানের টাকটার ওপর জল ঢেলে দিতে, কয়েদী যেন ভয়ে চোখদুটো বিস্ফারিত করে একবার তাকাল, কিন্তু অবস্থার কোনো হেরফের হল না। কয়েদীর মুখখানার ওপর পুরু হয়ে যে পথের ধুলো জমে ছিল, জল পেয়ে কাদার মতো গড়িয়ে গেল গালের ওপর দিয়ে। আগের মতোই খানিকক্ষণ পরে পরে মুখ হাঁ করে হাঁপ নিচ্ছিল, আর থেকে থেকে সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠছিল থর থর করে।

অফিসার নেখ্‌লিউদভের ঠিকে গাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে পুলিশম্যানকে বললেন:

'এই তো একটা গাড়ি আছে, এটাকেই নাও না কেন? এই, গাড়োয়ান, চলে এসো এদিকে।'

মুখখানা না তুলেই নীরস কণ্ঠে গাড়োয়ান বলল:

'আমার সওয়ার আছে।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আমার ঠিকে গাড়ি, নিতে পারেন নিশ্চয়।'

গাড়োয়ানকে উদ্দেশ করে নেখ্‌লিউদভ বলল:

'ভাড়া আমি সব মিটিয়ে দেব।'

অফিসার পুলিশম্যানকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'দাঁড়িয়ে আছো কেন? ধরে ওঠাও...'

পুলিশম্যান, সেই চৌকিদার এবং রক্ষীবাহিনীর সৈনিক এই তিনজন মিলে মুমূর্ষু লোকটাকে তুলে নিয়ে গাড়ির সীটে বসাবার চেষ্টা করল। কয়েদীর নিজের বসবার শক্তি নেই, মাথাটা ঝুলে পড়ল পিছন দিকে, সেই সঙ্গে সমস্ত শরীরটা হড়কে গেল সীট থেকে।

অফিসার হুকুম করলেন:

'ওকে শুইয়ে দাও তাহলে।'

পুলিশম্যানের গায়ে বেশ জোর, কয়েদীর বগলের তলা দিয়ে হাত চালিয়ে তাকে টেনে তুলল সীটে এবং তার পাশে বসে ডান হাত দিয়ে দেহখানা শক্ত করে ধরে রইল, পুলিশম্যান অফিসারকে বলল:

'কোনো চিন্তা করবেন না, মান্যবর। আমি এই ভাবেই একে নিয়ে যেতে পারব।'

কয়েদীর মোজাবিহীন পায়ে জেলখানার জুতো পরা। একটা পা গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল। রক্ষীবাহিনীর সৈনিক সেটা ধরে ভিতরে ঠেলে দিল।

অফিসার এবার চারিদিকে একবার দেখে নিলেন। চাটুর মতন টুপিটা রাস্তার ওপরে পড়ে আছে দেখে সেটা তুলে নিয়ে ভিজে মাথাটার ওপর বসিয়ে দিয়ে অর্ডার করলেন:

'যাও তবে।'

গাড়োয়ান বিরক্তির সঙ্গে পিছনের সওয়ারের দিকে তাকিয়ে একবার মাথাটা নেড়ে, গাড়ি ছেড়ে দিল। ওকে পিছন দিকে যেতে হবে — থানায়। কয়েদীর পাশে বসে পুলিশম্যান ক্রমাগত টানাটানি করছে যাতে দেহটা গড়িয়ে না যায়, কয়েদীর মাথাটা একবার এদিক একবার ওদিকে ক্রমাগত

হেলে পড়ছে। রক্ষীবাহিনীর সৈনিক গাড়ির পাশে হেঁটে হেঁটে চলেছে, কয়েদীর পাদুটো বেরিয়ে যাবার মতো হলেই ঠেলে দিচ্ছে ভিতর দিকে।

নেখ্লিউদভও চলল গাড়ির পিছু পিছু।

৩৭

প্রবেশপথে দণ্ডায়মান দমকল বাহিনীর শান্ত্রীর পাশ দিয়ে ঘোড়াগাড়িটা থানার অঙ্গনে প্রবেশ করে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

অঙ্গনে কতিপয় দমকলকর্মী তাদের জামার আস্তিন গুটিয়ে একটি গাড়ি ধুতে ধুতে পরস্পরের মধ্যে চেঁচিয়ে কথা বলছিল।

গাড়িটা দরজার কাছে থামতেই কয়েকজন পুলিশম্যান চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল, কয়েদীর প্রাণহীন দেহের বগলের নিচে হাত চালিয়ে, দুটো পা ধরে দেহটা গাড়ি থেকে নামিয়ে নিল। গাড়িটা ওদের ভারে ক্যাঁচ্‌কোঁচ করে উঠল।

যে-পুলিশম্যান দেহটা সঙ্গে করে এনেছিল, এবার সেও গাড়ি থেকে নামল, ঝিঁঝি ধরা হাতখানা নাড়িয়ে নিজের টুপিটা খুলে, বুকের কাছে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। দরজার ভিতর দিয়ে দেহটা নিয়ে পুলিশম্যান বাহকেরা একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। নেখ্লিউদভ গেল ওদের পিছু পিছু। একটা অপ্রশস্ত নোংরা কামরার ভেতরে মৃতদেহটা নিয়ে গেল ওরা, সেখানে চারটে বিছানা পাতা। দুটো বিছানায় দু'জন রুগী বসে আছে ড্রেসিং গাউন পরে, একজনের মুখখানা বাঁকা, গলায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, অপর রুগীটি যক্ষ্মারোগী। অন্য দুটো বিছানা খালি, তারি একটাতে দেহটা রাখা হল। একটি বেঁটে খাটো লোক, চোখদুটো চকচকে, ভ্রূদুটো ক্রমাগত নাচাচ্ছে, পরনে কেবল অন্তর্বাস, পায়ে মোজা — দ্রুত পদে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল, কয়েদীর দিকে একবার তাকিয়ে তারপর নেখ্লিউদভের ওপর দৃষ্টি রেখে হো হো করে হেসে উঠল। লোকটা বিকৃতমস্তিষ্ক, পুলিশ হাসপাতালের হেফাজতে আছে।

পাগল বলে উঠল:

'ওরা আমায় ভয় দেখাতে চায়, কিন্তু না, সেটি পারবে না।'

দেহটা বয়ে এনেছিল যে-সব পুলিশম্যান তারা সঙ্গে করে নিয়ে এল একজন পুলিশ অফিসার ও একজন মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট্‌কে।

মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট্ শায়িত দেহটার কাছে এসে মেছেতাপরা হাতটা তুলল, হাতটা তখনো নরম হলেও মৃত্যুর পাণ্ডুরতা তাতে স্পর্শ করেছে। কিছুক্ষণ হাতটা ধরে ছেড়ে দিতে প্রাণহীন হাতটা পড়ল শবের পেটের ওপর। মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট্ মাথা নেড়ে বলল:

'শেষ হয়ে গেছে।'

কিন্তু নেহাৎই নিয়মের খাতিরে কয়েদীর কোরা কাপড়ের ভিজে জামাটার গলা খুলে, নিজের কোঁকড়া চুল পিছন দিকে ঝাঁকিয়ে, কানটা পাতল হলুদরঙা, চওড়া, নিস্পন্দ বুকখানার ওপর। সবাই চুপ। মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট্ উঠে দাঁড়াল, মাথাটা নাড়াল, তারপর আঙুল দিয়ে একটি একটি করে চোখের পাতা খুলে দেখল নীল চোখের দৃষ্টি স্থির।

পাগল ক্রমাগত মেডিকেল এসিস্ট্যান্টের দিকে থুতু ফেলতে ফেলতে বলে চলল:

'আমি ভয় পাই না, আমি ভয় পাই না।'

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলেন:

'তা হলে?'

এসিস্ট্যান্ট্ তাঁর সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলল:

'তা হলে? ঠাণ্ডা ঘরে লাশটাকে নিয়ে যেতে হবে।'

পুলিশ অফিসার বললেন:

'ভালো করে দেখুন! ঠিক তো?'

লাশটার খোলা বুক কেন যেন ঢেকে দিতে দিতে মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট্ বলল:

'এদ্দিনেও যদি জানতে না পারি! আচ্ছা বেশ তো, মাত্‌ভেই ইভানভিচকে একবার ডেকে পাঠানো যাক, উনি দেখে যান। পেত্রোভ, একবার খবর দাও তো।'

মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট্ বিছানাটার কাছ থেকে সরে গেল।

পুলিশ অফিসার তাঁর লোকদের হুকুম দিলেন:

'একে নিয়ে যাও ঠাণ্ডা ঘরে।'

রক্ষীবাহিনীর সৈনিক এ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও কয়েদীর কাছছাড়া হয় নি, তাকে উদ্দেশ করে অফিসার বললেন:

'হ্যাঁ, তুমি একবার অপিসে এসো, কাগজপত্র সই করতে হবে।'

সৈনিক বলল:

'যো হুকুম, স্যার।'

পুলিশম্যান ক'জন লাশটা উঠিয়ে নিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। নেখ্লিউদভ পিছু ধরতে চেয়েছিল কিন্তু পাগল ওকে ধরে রাখল, বলল:

'আপনি তো এই চক্রান্তের মধ্যে নেই, তা হলে দিন আমায় একটা সিগারেট।'

নেখ্লিউদভ সিগারেট কেস বের করে ওকে একটা সিগারেট দিল। পাগলটা সারাক্ষণ ওর ভুরু নাচাতে নাচাতে খুব তড়বড় করে বলে চলল ওর মাথায় নানা রকম চিন্তা ঢুকিয়ে কী ভাবে ওকে যন্ত্রণা দেয়। বলল:

'সব ক'টা লোক আমার বিরুদ্ধে, ওরা আমায় খুব কষ্ট দেয় ওদের মিডিয়মের মধ্য দিয়ে।'

'আমায় মাপ করুন।'

নেখ্লিউদভ এই বলে পাগলের প্রলাপে আর কান না দিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল উঠোনে — কোথায় লাশটা রাখা হবে সেই জায়গাটা দেখতে।

ইতিমধ্যে পুলিশের দল ওদের বোঝাটুকু বয়ে উঠোন পেরিয়ে গেছে। ভূগর্ভস্থ ঠাণ্ডা ঘরে ওদের পিছু পিছু নেখ্লিউদভকে আসতে দেখে, অফিসার ওকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'কী চাই আপনার?'

'কিছু না।'

'কিছু না? তবে চলে যান।'

নেখ্লিউদভ অফিসারের কথা মেনে নিল। ফিরে এসে দেখল গাড়ির গাড়োয়ান ঝিমোচ্ছে। তাকে জাগিয়ে এবার চলতে লাগল রেল স্টেশনের দিকে।

গাড়িটা এক শো গজ মতন যেতে না যেতে দেখা গেল উলটো দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে — রাইফেল-কাঁধে একজন রক্ষীবাহিনী সৈনিকের পাহারায়। গাড়িতে শায়িত আছে আরো একজন কয়েদী — দেখেই বোঝা যাচ্ছে মৃত। দেহটা চিৎ করে রাখা, মুণ্ডিত মাথা থেকে সেই চাটুর মতন টুপিটা খসে গিয়ে নাকের ওপর নেমে এসেছে। কালো দাড়ি সমেত সেই মুণ্ডিত মাথাটা গাড়ির ঝাঁকুনি লেগে এদিক ওদিক করছে ক্রমাগত। ভারী বুট-পরা গাড়োয়ান ঘোড়ার লাগামটা ধরে গাড়ির পাশে

হে'টে চলেছে, একজন পুলিশও চলেছে গাড়ির পিছু পিছু। নেখ্লিউদভ ওর গাড়োয়ানের পিঠে একটা টোকা মারতে, গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে বলল:

'দেখছেন এদের কাণ্ডকারখানা?'

নেখ্লিউদভ গাড়ি থেকে নেমে এই দলটার পিছু পিছু আবার দমকলবাহিনীর শান্ত্রীর পাশ দিয়ে পুলিশ থানার আঙিনায় গিয়ে ঢুকল। ইতিমধ্যে দমকলকর্মীর দলটা গাড়ি ধোয়ার কাজ সেরে ফেলেছে। ওখানে দেখা গেল টুপিতে নীল ফিতে লাগানো টুপি-পরা দমকল বাহিনীর মেজরকে। লম্বা, হাড়-বার-করা লোকটা পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কড়া নজরে দেখছে একটা পুষ্ট গলা নাদুস-নাদুস তামাটে রঙের ঘোড়াকে। একজন দমকলকর্মী ঘোড়াটাকে তার সামনে সামনে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘোড়াটা সামনের একটা পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। পাশেই ঘোড়ার ডাক্তার দাঁড়িয়ে। মেজর রাগত ভাবে কী সব যেন বলছে তাকে।

সেই পুলিশ অফিসারটিও ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আরো একটা লাশ এসেছে দেখে উনি ঘোড়ার গাড়ীটার সামনে গিয়ে, অপছন্দের ভঙ্গীতে মাথাটা নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'এটিকে আবার কোত্থেকে তুলে আনলে?'

পুলিশম্যান বলল:

'গর্বাতভ্স্কায়া স্ট্রীট থেকে, স্যর!'

দমকল মেজর জিজ্ঞেস করলেন:

'কয়েদী?'

'হ্যাঁ।'

পুলিশ অফিসারটি বলল:

'এই নিয়ে দুটি হল।'

দমকল মেজর পুলিশ অফিসারকে বললেন:

'ব্যবস্থা বটে! অবশ্য গরমও যা পড়েছে!'

যে দমকল কর্মীটি খোঁড়া ঘোড়াটাকে পায়চারী করাচ্ছিল তার দিকে তাকিয়ে মেজর হাঁকলেন:

'আস্তাবলের কোনার স্টলটাতে রেখে দাও ওটাকে। কুত্তার বাচ্চা কোথাকার! জানো, ঘোড়াটার দাম তোমায় বেচলেও উঠবে না? ঘোড়াকে খোঁড়া করা, মজা পেয়েছো? মজাটা এবার টের পাবে!'

প্রথম লাশটা যে ভাবে গাড়ি থেকে নামিয়ে, সিঁড়ি অতিক্রম করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, দ্বিতীয় মৃতদেহের বেলাতেও অনুরূপ

ঘটল। নেখ্‌লিউদভ যেন সম্মোহিতের মতো প্‌লিশদের পিছ্‌ পিছ্‌ হাসপাতালে ঢুকল। একজন প্‌লিশ ওকে জিজ্ঞেস করল:

'কী চান এখানে?'

নেখ্‌লিউদভ কোনো জবাব না দিয়ে মৃতদেহটা ওরা যেখানে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেদিকে পা বাড়াল। পাগলটা একটা বিছানার ওপর বসে নেখ্‌লিউদভের দেওয়া সিগারেটটা পরম আগ্রহ ভরে টানছিল। ওকে ফিরে আসতে দেখে হাসতে হাসতে বলল:

'ফিরে এসেছেন, দেখছি।'

আবার একটা লাশ দেখে ম্‌খ বিকৃত করে পাগল বলতে লাগল:

'আবার? ভালো লাগে না বাপ্‌। আমি তো আর ছেলেমান্‌ষ নই। কী বলেন?'

হেসে জিজ্ঞাস্‌ দৃষ্টিতে তাকাল নেখ্‌লিউদভের দিকে, নেখ্‌লিউদভ তখন মৃত ব্যক্তির ম্‌খের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার ম্‌খের ওপর টুপির আড়াল ছিল, এখন টুপিটা সরিয়ে ফেলার পর প্‌রো ম্‌খটা চোখে পড়ল। আগের কয়েদীটি যেমন ছিল কদাকার, এটি তেমনি স্‌ন্দর — অসাধারণ স্‌ন্দর — যেমন ম্‌খশ্রী, তেমনি সর্বশরীর — একেবারে প্রস্ফুটিত যৌবন। অর্ধেক মাথা কামিয়ে দেবার দর্‌ন একটা বিকৃতি সত্ত্বেও, দেখা গেল ললাট উন্নত না হলেও স্‌গঠিত, প্রাণহীন দ্‌টো কালো চোখের ওপর দিয়ে ধন্‌কের মতো উঠেছে। সর্‌ কালো গোঁপের রেখার ওপর নাকটা বেশ উন্নত। ঠোঁটদ্‌টি নীল হতে শ্‌র্‌ করেছে, ম্‌খে একটা মৃদ্‌ হাসি, ছোট্ট একটা দাড়ি যেন স্‌গঠিত চোয়াল ও থ্‌তনির সীমারেখা, মাথার যে-দিকটা কামানো সেখানে দেখা গেল কানটিও বেশ স্‌গঠিত। ম্‌খের ভাবখানা শান্ত, গম্ভীর, দয়াল্‌।

ম্‌খ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল একটা উচ্চতর জীবনের সম্ভাবনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল এই লোকটার অকাল মৃত্যুতে। কিন্তু সে কথা বাদ দিলেও স্‌ন্দর, স্‌ঠাম শরীর, চমৎকার হাত-পায়ের গড়ন, স্‌সমঞ্জস সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সবল মাংসপেশী দেখে ব্‌ঝতে বাকি থাকে না কী অপ্‌র্ব, শক্তিশালী, ক্ষিপ্র ছিল এই মান্‌ষ প্রাণীটি! দমকলবাহিনীর মেজর যে ঘোড়াটার খোঁড়া হওয়া নিয়ে আক্ষেপ করছিলেন, এই প্রাণী তার তুলনায় ঢের বেশি প্‌র্ণ পরিণত। অথচ এই প্রাণীটিকে মেরে ফেলা হল। একটা মান্‌ষ যে মরে গেল, সে জন্যে তো কারো দ্‌ঃখ নেই-ই, এমন কি একটা শক্ত সমর্থ কর্মক্ষম জীব যে শেষ হয়ে গেল — তাতেও কারো দ্‌ঃখ নেই।

সকলের মধ্যেই কেমন একটা বিরক্তির ভাব, লাশটা পচে যাবার আগেই কী করে ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলা যায় — এটাই যেন একমাত্র চিন্তা।

থানার ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ও তাঁর সহকারী হাসপাতালে এলেন। ডাক্তারটি শক্তপোক্ত মানুষ, পরনে তসরের কোট ও ট্রাউজার, ট্রাউজারের পাদুটো পেশল উরু যেন চেপে ধরে আছে। ইন্‌স্পেক্টর লোকটি বেঁটে খাটো মোটা মানুষ, মুখখানা গোল একটা বলের মতো। ওর অভ্যাস রক্তাভ গালদুটো ফুলিয়ে একমুখ নিশ্বাস নিয়ে আস্তে আস্তে দম ছেড়ে দেওয়া, তার ফলে মুখটা আরো যেন গোলাকার দেখায়। বিছানায় শায়িত মৃতদেহটার পাশে ডাক্তার বসে ওর সেই এসিস্ট্যান্টের মতো হাতটা একবার তুললেন, বুকের ওপর কান রাখলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ট্রাউজারটা একটু টেনে ঠিকঠাক করে বললেন:

'মরে ভূত!'

ইন্‌স্পেক্টর একমুখ হাওয়া টেনে গালদুটো ফুলিয়ে আস্তে আস্তে দম ছাড়তে ছাড়তে রক্ষীবাহিনীর সৈনিককে জিজ্ঞেস করলেন:

'কোন্ জেলখানা থেকে?'

সৈনিক প্রশ্নের জবাব দিয়ে, মৃতব্যক্তির পায়ের শিকলের কথা মনে করিয়ে দিতে, ইন্‌স্পেক্টর বললেন:

'সে খুলতে বলব এখন। ভগবানকে ধন্যবাদ যে কামার আছে।'

আবার একবার গাল ফুলিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস ছাড়তে ছাড়তে ইন্‌স্পেক্টর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে, নেখ্‌লিউদভ ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল:

'কেন এমনটা হল বলতে পারেন?'

ডাক্তার চশমার ওপর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন:

'কী জন্যে কোন্‌টা ঘটেছে? সর্দিগর্মিতে লোক কেন মরে জানতে চান? শুনুন তবে বলি — সারাটা শীতকাল এই সব কয়েদীরা জেলে জবুথবু হয়ে বসে থাকে, হাতপা নাড়াচাড়া করতে পারে না, অন্ধকার কুঠুরীতে বন্ধ হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ যদি এই রকম একটা গুমোট দিনে ওদের ঝলমলে রোদে বের করে এক পাল কয়েদীর সঙ্গে মার্চ্ করতে পাঠানো হয়, ভিড়ের মধ্যে ভালো করে নিশ্বাস নিতে না পারে, তখন সর্দিগর্মি ঠেকায় কার সাধ্যি!'

'তা হলে এ ভাবে ওদের বের করা হয় কেন?'

'সেটা আপনি ওদের জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু জানতে পারি কি আপনি কে?'

'নিতান্তই পথচারী।'

'আচ্ছা, তা হলে নমস্কার। আমার হাতে সময় নেই মোটে।'

এই বলে বিরক্তি ভরে ট্রাউজার নিচের দিকে একটু টেনে দিয়ে অন্য রুগীদের দেখতে উঠে গেলেন ডাক্তার। সেই রক্তলেশহীন যে-রুগীটির ঘাড়ে ব্যাণ্ডেজ ও মুখখানা বাঁকা, তার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'হ্যাঁ, তারপর চলছে কেমন?'

পাগলাটা ইতিমধ্যে একটা খাটের ওপর উঠে বসেছে, সিগারেট টানা শেষ করে, ডাক্তারের দিকে ক্রমাগত থুঃ থুঃ করে চলেছে।

নেখ্‌লিউদভ সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনটা পেরিয়ে বেরিয়ে গেল গেট্‌ দিয়ে, দমকলবাহিনীর আস্তাবল পাশে রেখে, কয়েকটা মুরগীর মাঝখান দিয়ে, পেতলের হেলমেট্‌-পরা শান্ত্রীর সামনে দিয়ে। গাড়িতে উঠে গিয়ে দেখল গাড়োয়ান আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

৩৮

নেখ্‌লিউদভ যখন স্টেশনে গিয়ে পেঁছিল ততক্ষণে কয়েদীরা সবাই নিজ নিজ কামরায় বসে গেছে, প্রত্যেকটি কামরার জানালায় গরাদে-লাগানো। কয়েদীদের বিদায় দেবার জন্য মুষ্টিমেয় কিছু লোক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, তাদের কাউকে কামরার ধারে কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

রক্ষীবাহিনীর ওপর দিয়ে প্রচুর ঝঞ্চাট গেছে সেদিন, জেলখানা থেকে স্টেশনে যাবার পথে নেখ্‌লিউদভের দেখা সেই দু'জন কয়েদী ছাড়াও আরো তিনজন সর্দিগর্মিতে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেছে।* তাদের মধ্যে একজনকে আগের দু'জনের মতো কাছাকাছি পুলিশ-থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, বাকি দু'জন এখানে এই স্টেশনেই মুখ থুবড়ে পড়ে। রক্ষীবাহিনীর

---

* ৮০-র দশকের গোড়ার দিকে একই দিনে পাঁচ জন কয়েদী বুতির্‌স্কায়া জেলখানা থেকে নিজ্‌নি নোভ্‌গরদ স্টেশন যাবার পথে সর্দিগর্মিতে মারা যায়। (টীকা লেখকের।)

হেফাজতে থাকাকালে, পাঁচ পাঁচ জন মানুষ যারা বেঁচে থাকতে পারত তারা যে মারা পড়ল, এ নিয়ে রক্ষীবাহিনীর ততটা উদ্‌বেগ ছিল না, ওদের একমাত্র উদ্‌বেগ এমন ক্ষেত্রে আইন অনুসারে যা-কিছু করণীয় সে-সব ঠিক মতো করা হয়েছে কি না — তাই নিয়ে। লাশগুলো যথাস্থানে পাঠানো, মৃতব্যক্তিদের-সম্পর্কিত কাগজপত্র ও তাদের ব্যক্তিগত মাল যথাস্থানে জমা দেওয়া, নিজ্‌নি নোভ্‌গরদ-যাত্রী কয়েদীদের নামের তালিকা থেকে মৃতব্যক্তিদের নাম খারিজ করা — এ সমস্তই খুব ঝামেলার ব্যাপার, বিশেষত এই রকম একটা প্রচণ্ড গরমের দিনে।

রক্ষীবাহিনীর লোকেরা সবাই এই কাজটা সামলাবার জন্য উঠে পড়ে লাগল এবং যতক্ষণ কাজটা শেষ না হল ততক্ষণ নেখ্‌লিউদভ ও অন্যান্য যারা কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইছিল, কাউকেই অনুমতি দেওয়া হল না। নেখ্‌লিউদভ অবশ্য রক্ষীবাহিনীর একজন সার্জেণ্টকে ঘুষ দেবার ফলে তাড়াতাড়ি অনুমতি পেয়ে গেল; নেখ্‌লিউদভকে পথ ছেড়ে দিল বটে কিন্তু সার্জেণ্ট তাকে সাবধান করে বলে দিল যেন ওপরওয়ালা লক্ষ্য করার আগেই নেখ্‌লিউদভ ঝটপট আলাপ সেরে সরে পড়ে। গাড়িতে সবশুদ্ধ আঠারোটি কামরা — তার একটি ছিল অফিসারদের জন্য সংরক্ষিত, বাদ বাকি গাড়িতে ঠেসে ভরেছে কয়েদীদের। গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে চলতে চলতে নেখ্‌লিউদভ কান পেতে শুনতে লাগল ভেতরে কী হচ্ছে। প্রত্যেক কামরাতেই শৃংখল ঝংকার, তাড়াহুড়ো হট্টগোল ও গলা ছেড়ে গালাগালি, কিন্তু নেখ্‌লিউদভ যেমন আশা করেছিল তার কিছুই শুনতে পেল না — যে পাঁচজন সতীর্থ কয়েদী পথে মুখ থুবড়ে মারা গেল তাদের সম্বন্ধে টুঁ শব্দটাও শোনা গেল না। থলে, খাবার জল ও কে কোথায় বসবে — এই নিয়েই বেশির ভাগ কথাবার্তা।

একটা কামরার ভিতর দিকে দৃষ্টি চালিয়ে নেখ্‌লিউদভ লক্ষ্য করল কামরার মাঝখানে রক্ষীবাহিনীর সৈনিকরা কয়েদীদের কবজি থেকে হাতকড়া খুলে নিচ্ছে। কয়েদীরা হাত বাড়িয়ে বসে আছে, একজন সৈনিক চাবী ঘুরিয়ে হাতকড়াগুলো খুলে নিচ্ছে ও অপর জন সেগুলো একত্র জমা করছে।

পুরুষ-কয়েদীদের কামরাগুলো সব পার হয়ে নেখ্‌লিউদভ এল মেয়ে-কয়েদীদের কামরার সামনে — মেয়ে-কয়েদীদের দ্বিতীয় কামরা থেকে আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে: 'ওঃ মাগো, বাবা গো, হা ভগবান। ওঃ ওঃ!'

এই কামরাটা পেরিয়ে রক্ষীবাহিনীর একজন সেনার নির্দেশমতো

নেখ্লিউদভ গিয়ে দাঁড়াল তৃতীয় কামরাটার সামনে। জানালার কাছে মুখ রেখে কামরার ভিতরটা দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছে, ওর নাকে এসে ধক্ করে লাগল আগুনের হলকার মতো একটা হাওয়া, ঘামের গন্ধে ভারী। কানে এল মেয়েলী কণ্ঠের তীক্ষ্ন চীৎকার।

সবগুলো বেঞ্চ জুড়ে বসে আছে রক্তাভ মুখ, স্বেদসিক্ত দেহ ও উচ্চ কলরবমুখর মেয়ে-কয়েদীরা, পরনে সাদা ব্লাউজের ওপর জেলের আলখাল্লা। কলকণ্ঠে তারা কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে। জানালার গরাদের কাছে নেখ্লিউদভের মুখ দেখে ওরা কৌতূহলী হল, জানালার কাছে যারা বসেছিল তারা কথাবার্তা থামিয়ে এগিয়ে গেল ওর দিকে। মাথার ওড়না খোলা, সাদা ব্লাউজ গায়ে মাস্লভা বসেছিল উলটো দিকের জানালার কাছে। সুন্দরী হাস্যমুখী ফেদোসিয়া এদিক থেকে অনেকটা কাছাকাছি একটা বেঞ্চে বসেছিল, সে গিয়ে মাস্লভার গায়ে ঠেলা দিয়ে জানালার দিকে আঙুল দেখাল।

মাস্লভা ধড়মড় করে উঠে পড়ল, কালো চুল ঢেকে নিল ওড়নায়, চঞ্চল হয়ে উঠে লাল টকটকে ঘর্মাক্ত মুখে এক গাল হাসি নিয়ে জানালার কাছে এসে একটা গরাদে ধরে দাঁড়াল।

খুশি খুশি মুখে বলল:

'বেজায় গরম কিন্তু।'

'সব জিনিস পেয়েছেন কি?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

উনুনের সামনে মুখ রাখলে যেমন গরম লাগে তেমনি তেতে ওঠা কামরা থেকে একটা গরম হলকা নেখ্লিউদভের চোখেমুখে এসে লাগল। মাস্লভাকে জিজ্ঞেস করল:

'আর কিছু চাই?'

'না, কিছু না, ধন্যবাদ।'

ফেদোসিয়া বলল:

'একটু খাবার জল পেলে হত।'

মাস্লভাও সায় দিয়ে বলল,

'হ্যাঁ, একটু জল খেতে পারলে...'

'কেন, ওরা কামরায় খাবার জল দিয়ে যায় নি?'

'দিয়েছিল, কিন্তু সব শেষ...'

'আচ্ছা, এখুনি আমি রক্ষীবাহিনীর কাউকে বলে দিচ্ছি। নিজ্‌নি নোভ্‌গরদ না আসা পর্যন্ত আবার কিন্তু আমাদের মধ্যে দেখা হবে না।'

'আপনি যাচ্ছেন নাকি?'

মাস্‌লভা এমন ভাবে প্রশ্নটা করল যেন ও জানেই না। খুশি খুশি চোখে তাকিয়ে রইল নেখ্‌লিউদভের দিকে।

'আমি যাচ্ছি পরের ট্রেনে।'

মাস্‌লভা কিছু বলল না, কেবল কয়েক মুহূর্ত পরে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

একটি কঠোর দর্শন বয়স্থা মেয়ে-কয়েদী পুরুষালি গলায় প্রশ্ন করল:

'আচ্ছা কর্তা, শুনলাম বারোজন কয়েদীকে ওরা মেরে ফেলেছে — খবরটা কি সত্যি?'

আর কেউ নয় করাব্‌লিওভা।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'বারো জনের কথা আমি শুনি নি, স্বচক্ষে দেখেছি দু'জনকে।'

'লোকে বলেছে বারোজন। আচ্ছা, এ জন্যে ওদের কি কিছুই হবে না? শয়তান, কী শয়তান!'

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'মেয়েদের মধ্যে কারো শরীর খারাপ হয় নি তো?'

আরো একটি মেয়ে-কয়েদী ছোটখাটো দেখতে — হেসে হেসে বলল:

'মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশি শক্ত — কেবল একজন মেয়ের খেয়াল চেপেছে যে এই সময়েই বিয়োবে। শুনছেন না, আবার শুরু হয়েছে চীৎকার চেঁচামেচি?'

এই বলে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল সামনের কামরাটা যেখান থেকে একটা কাতরানির শব্দ আসছে দমকে দমকে।

মুখে ওর আনন্দের হাসিটুকু চেপে মাস্‌লভা বলল:

'আপনি বলছিলেন আমরা কিছু চাই কি না। ওই মেয়েটা যে এত কষ্ট পাচ্ছে, ওকে কি এখানে রেখে দেওয়া যায় না? কর্তাব্যক্তিদের কাউকে একটু বলে দেখুন না...'

'হ্যাঁ, বলব আমি।'

চোখের ইশারায় হাস্যমুখী ফেদোসিয়াকে দেখিয়ে মাস্‌লভা বলে চলল:

'আরো একটা কথা, ও কি ওর স্বামী তারাসের দেখা পেতে পারে না? সে তো আপনার সঙ্গেই যাচ্ছে।'

একজন রক্ষীবাহিনীর সার্জেন্ট এসে বাধা দিয়ে বলল:

'স্যর, কথা বলবেন না কয়েদীদের সঙ্গে। নিয়ম নেই।'

এ-সার্জেন্ট সে-সার্জেন্ট নয় যে ঘুষ নিয়ে নেখ্‌লিউদভকে ছেড়ে দিয়েছিল।

নেখ্‌লিউদভ সরে গিয়ে খোঁজ করতে চলে গেল রক্ষীবাহিনীর অফিসারের, দেখা পেলে বলবে আসন্নপ্রসবা মেয়েটির কথা, তারাসের কথা। কিন্তু অনেকক্ষণ খুঁজেও পেল না অফিসারের দেখা, এই দুটি প্রশ্নের জবাবও পেল না রক্ষীবাহিনীর আর কারো কাছ থেকে। ওরা সবাই ভীষণ ব্যস্ত। কেউ কোনো কয়েদীকে নিয়ে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে, কেউ নিজেদের রশদপত্র যোগাড় করা নিয়ে ব্যস্ত, কেউ বা ব্যস্ত অফিসারের সহযাত্রিণীর সুখসুবিধার ব্যবস্থা করতে। এরা অনিচ্ছা সহকারে নেখ্‌লিউদভের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল।

গাড়ি ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়বার পর নেখ্‌লিউদভ শেষ পর্যন্ত দেখা পেল সেই অফিসারের। তিনি তখন তাঁর বেঁটে হাতটা দিয়ে মুখের ওপর ঝুলে-পড়া গোঁপটাকে সাফসুতরো করছেন এবং কাঁধে ঝাঁকানি দিতে দিতে এক কর্‌পোরালকে কী-যেন কারণে ধমক দিচ্ছিলেন। নেখ্‌লিউদভকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন:

'হ্যাঁ, কী চাই আপনার?'

'আপনাদের কয়েদীর দলে একটি মেয়ের প্রসব-বেদনা উঠেছে, আমি ভাবছিলাম কি...'

'প্রসব হয় তো হবে। হলে দেখা যাবে।'

এই বলে অফিসার তাঁর বেঁটে দুটি হাত ঘন ঘন সঞ্চালন করতে করতে ছুটে গেলেন নিজের কামরাটার দিকে।

এই সময়ে গার্ড সায়েব হাতে হুইস্‌ল নিয়ে নেখ্‌লিউদভের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। শেষ ঘণ্টাটা বাজতেই প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এবং মেয়ে-কয়েদীদের কামরাগুলো থেকে, কান্নার রোল ও প্রার্থনার কথা ভেসে এল।

নেখ্‌লিউদভ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল তারাসের পাশে — দেখতে লাগল গরাদে দেওয়া জানালাগুলো একটার পর একটা চলে যাচ্ছে। প্রথমে গেল অনেকগুলো কামরা, মাথা কামানো কয়েদীদের বহন করে, তারপরে এল মেয়ে-কয়েদীদের প্রথম কামরাটা — জানালায় অনেকগুলো মাথা দেখা যাচ্ছে — কোনো মাথায় রুমাল বাঁধা, কোনো মাথা খালি; তারপর এল

দ্বিতীয় কামরার জানালা দিয়ে সেই প্রসব-বেদনার গোঙানী, সব শেষে এল মাস্‌লভাদের কামরাটা। আর কারো কারো সঙ্গে মাস্‌লভাও জানালায় দাঁড়িয়ে — নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকাল মুখে একটা করুণ হাসি হেসে।

৩৯

নেখ্‌লিউদভ যে-প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরবে সেটা ছাড়তে এখনো দু'ঘণ্টা বাকি। হাতে ওই সময়টা পেয়ে নেখ্‌লিউদভ প্রথমে ভেবেছিল দিদির সঙ্গে আবার একবার দেখা করে আসবে। কিন্তু সকালবেলার নানা অভিজ্ঞতার পর, নানা উত্তেজনার পর ওর গভীর একটা অবসাদ এল, ফার্স্ট্‌ক্লাস যাত্রীদের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে একটা সোফায় বসে থাকতে থাকতে অপ্রত্যাশিত ভাবে ওর এমন একটা তন্দ্রার ভাব এল যে এক পাশে কাত হয়ে বসে হাতের ওপর মাথাটা রেখে ও সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

ড্রেস-কোট পরা ন্যাপ্‌কিন হাতে একজন ওয়েটর এসে ওকে জাগাল, বলল:

'স্যর, আপনি কি প্রিন্স্‌ নেখ্‌লিউদভ? একজন লেডি আপনার খোঁজ করছেন।'

নেখ্‌লিউদভ চমকে উঠল, চোখ রগড়াতে রগড়াতে ওর মনে পড়ে গেল ও এখন কোথায় এবং আজ সকালে কী কী সব ঘটনা ঘটে গেছে।

কল্পনায় দেখতে পেল কয়েদীদের শোভাযাত্রা চলেছে, দেখল দুটি মৃতদেহ, গরাদে-দেওয়া রেলকামরায় সব মেয়ে-কয়েদী — তাদের একটি প্রসব-বেদনায় ছটফট করছে অথচ কাছে তার সাহায্য করার মতো কেউ নেই, আর অন্যটি করুণ হাসি হেসে গরাদের ভেতর দিয়ে ওর দিকে যেন তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

কিন্তু তার চোখের ওপর যে-বাস্তবটা ভেসে উঠল তা একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা: একটা টেবিলের ওপর একাধিক বোতল, ফুলদানী ও মোমবাতিদান, ছুরি কাঁটা চামচ ইত্যাদি সরঞ্জাম, ক্ষিপ্র পায়ে সুবেশ ওয়েটররা টেবিলের চার দিকে ঘোরাঘুরি করছে। হল্‌-ঘরের অনেকখানি ভেতরে আলমারীর সামনে, নানারকম ফলে সাজানো বাসন আর সারি সারি বোতলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একজন পরিবেশনকারী, যে-সব যাত্রী বার-এর সামনে এগিয়ে এসেছে তাদের পিঠ দেখা যাচ্ছে।

অর্ধশায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসার পর নেখ্‌লিউদভের সম্বিৎ যখন একটু একটু করে ফিরে আসছিল তখন সে লক্ষ্য করে দেখল ঘরের মধ্যে উপস্থিত সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে খোলা দরজাটার দিকে — কী যেন একটা ঘটনা ঘটছে সেখানে। ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে নেখ্‌লিউদভও দেখতে লাগল — দেখল একদল লোক শোভাযাত্রা করে একটা চেয়ারে বহন করে নিয়ে আসছে একজন লেডিকে — মাথার ওপর তাঁর ফিনফিনে ওড়না। নেখ্‌লিউদভের মনে হল যে-চাপরাসীটি চেয়ারের সামনের দিকের হাতলদুটি ধরে নিয়ে আনছে তাকে ও চেনে, পিছন দিকের হাতলদুটো ধরেছে সোনালী কর্ড লাগানো টুপি-পরা যে-দারোয়ান — সেও ওর পরিচিত। সামনে লেস-লাগানো এপ্‌রন পরে, পরিচ্ছন্ন পোশাকে একজন পরিচারিকা চেয়ারের পিছন পিছন চলেছে — তার হাতে একটা পুঁটলি, চামড়ার কেস্‌-এর মধ্যে গোলমতো কী একটা জিনিস আর কতকগুলি ছাতা। তারপর দেখা গেল প্রিন্স্‌ কর্‌চাগিনকে, পুরু ঠোঁট পুরু ঘাড়, মাথায় একটা ট্রাভেলিং টুপি, পিছন পিছন এল মিসি, মিসির সেই পিসতুতো ভাই মিশা এবং নেখ্‌লিউদভের সুপরিচিত কূটনীতিবিদ অস্টেন — লম্বা ঘাড়, কণ্ঠমণিটা বেরিয়ে আছে, মুখখানা সর্বদাই হাসিখুশি। অস্টেন বেশ একটু ঝোঁক দিয়ে কী-যেন সব কথা ঠাট্টার সুরে স্মিতমুখী মিসিকে শোনাচ্ছিল। সব শেষে এলেন ডাক্তার — রাগত মুখ, একটা সিগারেট টানতে টানতে।

মস্কো শহরের সন্নিহিত অঞ্চলে কর্‌চাগিনদের যে-জমিদারী আছে সেখান থেকে ওরা এখন নিজ্‌নি নোভ্‌গরদ রেলপথ যোগে যাচ্ছে প্রিন্সেস্‌-এর বোনের এস্টেটে বেড়াতে।

শোভাযাত্রার সেই দু'জন চেয়ার বাহক, পরিচারিকাটি এবং ডাক্তার গিয়ে ঢুকল লেডিজ ওয়েটিং রুমে — দর্শকদের সম্ভ্রম ও কৌতূহল উদ্রেক করে। বৃদ্ধ প্রিন্স কিন্তু টেবিলের ধারে বসে পড়ে তক্ষুনি ওয়েটরকে ডেকে খাদ্য ও পানীয়ের অর্ডার দিতে লাগলেন। মিসি ও অস্টেনও রিফ্রেশমেণ্ট রুমে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারাও বসবার উপক্রম করছিল, এমন সময় দরজার কাছে পরিচিত একজনের দেখা পেয়ে উঠে গেল তার সঙ্গে কথা বলতে। আগন্তুক নাতালিয়া ইভানভ্‌না।

নাতালিয়া ইভানভ্‌না রিফ্রেশমেণ্ট রুমে ঢুকল আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌নাকে সঙ্গে করে, ঢুকেই ওরা চারিদিকে দেখতে লাগল। প্রায় একই মুহূর্তে নজরে পড়ল যুগপৎ ওর ভাই ও মিসিকে, নেখ্‌লিউদভের দিকে একটু

শিরশ্চালন করে ও চলে গেল মিসির দিকে। কিন্তু মিসিকে চুমো দেবার পরেই ভাইয়ের দিকে ফিরে বলল:

'তোকে খুঁজে পেলাম শেষ পর্যন্ত!'

নেখ্লিউদভ উঠে দাঁড়াল। মিসি, মিশা ও অস্টেনকে সম্ভাষণ করে ওদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলল। মিসি ওকে বলল ওদের বাগানবাড়িতে আগুন লাগার ফলে ওরা এখন যাচ্ছে ওদের মাসির বাড়ি। অস্টেন ঘরে আগুন লাগার বিষয়ে কী যেন একটা হাসির গল্পের অবতারণা করতে চাইছিল, নেখ্লিউদভ ওর কথায় কান না দিয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে বলল:

'তুমি এসেছো বলে কী খুশিই না হয়েছি!'

নাতালিয়া ইভানভ্না বলল:

'এসেছি অনেকক্ষণ হল। আমার সঙ্গে এসেছে আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্না।'

সে দেখিয়ে দিল আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্নাকে। একটা ওয়াটার প্রুফ্ পরে মাথার ওপর বনেট চাপিয়ে আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্না এসেছে। দিদি ও ভাই থেকে একটু দূরত্ব রক্ষা করে একটু ঝুঁকে নেখ্লিউদভকে সম্বর্ধনা জানাল সসম্ভ্রমে, একটু যেন বিভ্রান্ত, যেন অনধিকার প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক। নাতালিয়া ইভানভ্না বলল:

'আমরা চারদিকে তোকে খুঁজে বেড়ালাম।'

'আর আমি এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

নেখ্লিউদভ আবার দিদিকে বলল:

'কী খুশি হয়েছিল তুমি এসেছো বলে! আমি তো তোমায় একটা চিঠি লিখতে শুরু করেছিলাম।'

নাতালিয়া ইভানভ্না সভয়ে বলল:

'তাই না কি? কী নিয়ে?'

মিসি ও তার সঙ্গী দু'জনই বুঝল দিদি ও ভাইয়ের মধ্যে হয়তো এবার অন্তরঙ্গ কিছু কথাবার্তা হতে পারে। তাই ভেবে ওরা সরে গেল। নেখ্লিউদভ দিদিকে নিয়ে জানালার কাছে একটা মখমলে মোড়া সোফাতে বসল — সোফার ওপর কোনো যাত্রী একটা কম্বল, ছোট একটা বাক্স ও টুকিটাকি কিছু জিনিস রেখে গেছে। নেখ্লিউদভ বলল:

'কাল তোমাদের ওখান থেকে চলে আসার পর, মনে হল ফিরে গিয়ে আমার অনুতাপ প্রকাশ করে আসি, কিন্তু জানতাম না তোমার স্বামী আমার কথাটা কী ভাবে নেবেন। আমি ওঁকে যা বলেছি সেটা বলা উচিত হয় নি, তাই আমার খুব খারাপ লাগছিল।'

দিদি বলল:

'আমি জানতাম, ঠিকই জানতাম মুখে যা-ই বলে থাকিস, তোর মনে কিছু ছিল না। তুই তো জানিসই...'

ওর চোখে জল এসে গেল, আর কিছু না বলতে পেরে ভাইয়ের হাতে হাতটা একটু রাখল।

দিদির মুখের কথাটা পরিষ্কার না হলেও, নেখ্‌লিউদভ ঠিকই বুঝেছিল দিদি কী বলতে চাইছে। সেই কথা ভেবে ওর মনটা আর্দ্র হয়ে উঠল। দিদি যা বলতে চাইছিল তার মানেটা আর কিছু নয় — ভাইকে ও বোঝাতে চাইছিল যদিচ তার সমস্ত সত্তা জুড়ে আছে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, তবু ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসাও ওর কাছে কোনো অংশে কম মূল্যবান নয়, সেই কারণেই ভুলবোঝাবুঝি হলে ওর মনে খুব ব্যথা লাগে।

নেখ্‌লিউদভ দিদির হাতে মৃদুচাপ দিয়ে বলল:

'জানি, জানি। তোমায় আর কিছু বলতে হবে না।'

হঠাৎ ওর চোখের ওপর ভেসে উঠল দ্বিতীয় সুদর্শন কয়েদীটির লাশ, বলে উঠল:

'আজ আমি যে কী দেখেছি, আমিই জানি। দু'জন কয়েদীকে ওরা মেরে ফেলেছে।'

'মেরে ফেলেছে? কেমন করে?'

'হ্যাঁ, মেরে ফেলা নয় তো কী? এই প্রচণ্ড গরমে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার ফলে দু'জন কয়েদী সর্দিগর্মি হয়ে মারা পড়ল।'

'অসম্ভব! কী বলছিস, আজকেই? এখুনি?'

'হ্যাঁ, এই তো একটু আগে। আমি মৃতদেহ দেখে এসেছি।'

'কিন্তু মেরে ফেলল কেন? কে মারল ওদের?'

নেখ্‌লিউদভ একটু বিরক্ত হল, ভাবল দিদি হয়তো ব্যাপারটা দেখবে তার স্বামীর দৃষ্টিতে। বলল:

'যারা জোর করে এই প্রচণ্ড রোদ্দুরে ওদের এতটা রাস্তা হাঁটিয়ে পাঠাল তারাই ওদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী।'

আগ্রাফিওনা পেত্রোভনা এগিয়ে এসেছিল নেখ্‌লিউদভের অনেকটা কাছাকাছি। সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'হা ভগবান!'

নেখ্‌লিউদভ বলে চলল:

'এই সব হতভাগ্যদের নিয়ে কী করা হয় না হয় সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। কিন্তু এটা জানা দরকার।'

এই বলে নেখ্‌লিউদভ তাকাল বৃদ্ধ কর্‌চাগিনের দিকে। তিনি তখন গলায় একটা ন্যাপ্‌কিন বেঁধে সামনে একটি বোতল নিয়ে বসেছেন। ঠিক এই সময়েই চোখ ফিরিয়ে উনি নেখ্‌লিউদভকে দেখতে পেলেন ও চেঁচিয়ে উঠলেন:

'নেখ্‌লিউদভ, শরীরটা জুড়োতে চান তো চলে আসুন। পথযাত্রার পক্ষে চমৎকার!'

নেখ্‌লিউদভ অসম্মতি প্রকাশ করে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

নাতালিয়া ইভানভ্‌না ওদের কথার খেই ধরে বলল:

'কিন্তু এতে তোর কি করবার আছে?'

'যতটুকু পারি করব। জানি না পারব কি না, কিন্তু মন বলছে একটা কিছু করতেই হবে। যথাসাধ্য করতে চেষ্টা করব।'

নাতালিয়া ইভানভ্‌না বলল:

'বুঝেছি তোর কথাটা।'

তার পর চোখের ইশারায় কর্‌চাগিনকে দেখিয়ে একটু হেসে জিজ্ঞেস করল:

'কিন্তু এঁদের ব্যাপারটা? সব কি চুকে গেল তাহলে?'

'সব চুকে গেছে -- এবং আমার মনে হয় তা নিয়ে দু'তরফের কোনো তরফেই আপশোষ নেই।'

'দুঃখের কথা। শুনে দুঃখ পেলাম। মেয়েটিকে আমার বেশ লাগে। আচ্ছা, যদি তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে কেন জড়াতে চাস... নিজেকে জড়াতে চাস কেন?'

সলজ্জ ভাবে আরো বলল:

'তা হলে চলে যাচ্ছিস কেন?'

শুষ্ক গলায় গম্ভীর ভাবে নেখ্‌লিউদভ জবাব দিল:

'আমি চলেছি — আমায় যেতে হবেই বলে।'

ওর ভাবখানা এমন যে ও যেন আর এ-প্রসঙ্গ টানতে চায় না; পরক্ষণেই ওর খারাপ লাগল দিদির প্রতি এমন নিস্পৃহতা দেখানোর জন্য। ভাবল, 'আমি যা মনে মনে ভাবছি ওকে সেই সমস্ত কথা বলার বাধাটাই বা কোথায়?' তারপর আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌নার দিকে তাকিয়ে দেখল, মনে মনে বলল, 'আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌নাও না হয় শুনুক!' আগ্রাফিওনা

পেত্রোভ্‌নার উপস্থিতিতেই দিদিকে ওর মনের কথা সব অকপটে বলার বাসনাটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। বলল:

'কাতিউশাকে আমার বিয়ে করার সঙ্কল্প সম্পর্কে তুমি জানতে চাও তো? দেখো, আমি তো মনস্থির করেই ছিলাম, কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হচ্ছে না, অসম্মতি জানিয়েছে দৃঢ় ভাবে।'

নেখ্‌লিউদভের গলাটা কেঁপে উঠল। বলে চলল:

'আমার ত্যাগস্বীকার ও চায় না। কিন্তু নিজে যে ত্যাগস্বীকার করছে তা ওর পক্ষে, ওর মতো অবস্থার মেয়ের কাছে খুবই বেশি। ও যদি নিছক ঝোঁকের মাথায় প্রত্যাখ্যান করে থাকে, তা হলে ওর এই ত্যাগটুকু আমিও স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে নিতে পারি না। তাই আমি চলেছি ওর সঙ্গে সঙ্গে, যেখানে ও যাবে আমিও যাব সেখানে, চেষ্টা করব ওর দুরদৃষ্টের বোঝাটা যতখানি হালকা করতে পারি।'

নাতালিয়া ইভানভ্‌না একটা কথাও বলল না। আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌না জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে মাথাটা নাড়াল। ঠিক সেই সময় মেয়েদের ওয়েটিং রুম থেকে সেই একই শোভাযাত্রা বেরিয়ে এল, ফিলিপ-নামধেয় সেই সুদর্শন চাপরাসী ও কর্‌চাগিন বাড়ির দারোয়ান প্রিন্সেস্‌কে চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে এল রিফ্রেশমেণ্ট রুমে। বাহক দু'জনকে থামিয়ে প্রিন্সেস্ মুখে একটা সকরুণ অবসাদের ভাব নিয়ে নেখ্‌লিউদভকে ইঙ্গিতে ওঁর কাছে আসতে বললেন, অঙ্গুরীয় শোভিত ধবধবে হাতখানা এমন ভাবে বাড়িয়ে দিলেন যেন মনে মনে ভয় নেখ্‌লিউদভের করমর্দনের চাপে পাছে ওঁর নিজের হাতে ব্যথা লাগে। গরম আবহাওয়া প্রসঙ্গে বললেন:

'Epouvantable !* অসহ্য! Ce climat me tue.'**

রাশিয়ার জলহাওয়া যে কী ভীষণ সাংঘাতিক সে-বিষয়ে দু-চার কথা বলে নেখ্‌লিউদভকে ওঁদের সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাহকদের ইঙ্গিত করলেন এগিয়ে যেতে।

লম্বাটে মুখখানা নেখ্‌লিউদভের দিকে ফিরিয়ে চেয়ারে বসে যেতে যেতে বললেন:

'অবশ্যই আসবেন কিন্তু।'

নেখ্‌লিউদভ প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল। প্রিন্সেস্‌কে বহন করে শোভাযাত্রাটা ডান দিকে মোড় নিল প্রথম শ্রেণী কামরাগুলোর দিকে। যে-

* কী সাংঘাতিক! (ফরাসী)

** এই আবহাওয়ায় আমি আর তিষ্ঠোতে পারছি না (ফরাসী)।

কুলিটি নেখ্‌লিউদভের মাল বহন করছিল তাকে ও তারাসকে সঙ্গে নিয়ে নেখ্‌লিউদভ বাঁক নিল বাঁ দিকে — তারাসের সঙ্গে আছে একটা থলে। দিদিকে তারাসের গল্প আগেই ওর বলা ছিল, এখন ওকে দেখিয়ে দিদিকে বলল:

'এই আমার সঙ্গী।'

নেখ্‌লিউদভ একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরার সামনে দাঁড়াতে তারাস মালবাহী কুলিকে নিয়ে ঢুকে গেল কামরার ভিতরে। নাতালিয়া ইভানভ্‌না বলল:

'সে কী! তুই থার্ড ক্লাসে যাচ্ছিস নাকি?'

'হ্যাঁ তাতেই আমার সুবিধে, আমি যাচ্ছি তারাসের সঙ্গে। হ্যাঁ, আরো একটি কথা, কুজ্‌মিন্‌স্কয়ের জমি আমি এখনো চাষী-প্রজাদের দান করি নি। সুতরাং আমি মারা গেলে তোমার ছেলেমেয়েরাই ওই জমিদারীর উত্তরাধিকারী হবে।'

'দ্‌মিত্রি, কেন এসব বলছিস?'

'আর যদি শেষ পর্যন্ত চাষী-প্রজাদের আমি দিয়েই ফেলি, তা হলে বাদবাকি যা-কিছু থাকবে সব ওদের হবে। আমার বিয়ে করার কোনো সম্ভাবনা নেই, আর বিয়ে যদিই বা করি আমার সন্তানাদি হবে না। সুতরাং...'

'দ্‌মিত্রি, এমন কথা বলিস না।'

নাতালিয়া ইভানভ্‌না আপত্তি জানাল বটে, কিন্তু নেখ্‌লিউদভ লক্ষ্য করল ভাইয়ের কথাটা শুনে ও ভেতরে ভেতরে খুশিই হয়েছে।

সামনের দিকে একটা ফার্স্টক্লাস কামরার ধারে এক দল লোক তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে যে-কামরাটায় প্রিন্সেস্‌ কর্‌চাগিনাকে তোলা হল — সেই কামরাটার দিকে। বেশির ভাগ যাত্রীই ইতিমধ্যে নিজ নিজ আসনে বসে গেছে। দেরি করে এসেছে যারা, তারা কাঠে-বাঁধানো প্ল্যাটফর্মের ওপর ক্ষিপ্র পায়ের শব্দ তুলে হন্তদন্ত হাঁটছে, কামরা-রক্ষীরা দরজা বন্ধ করার উদ্‌যোগ করছে, হাঁক দিচ্ছে যাত্রীদের ভিতরে এসে নিজ নিজ জায়গা অধিকার করতে, যারা বিদায় জানাতে এসেছে তাদের বলছে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে।

নেখ্‌লিউদভ ওর কামরায় ঢুকেই বেরিয়ে গেল কামরার পেছন দিকের এক ফালি দাঁড়াবার জায়গায় — কামরার ভেতরটায় ভ্যাপ্‌সা গরম ও ঘামের দুর্গন্ধ।

নাতালিয়া ইভানভ্‌নার মাথায় ফ্যাশনদুরস্ত বনেট, গায়ে ক্লোক -- তখনো আগ্রাফিওনা পেত্রোভ্‌নার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল। ভাইকে কিছু একটা বলবার ইচ্ছে তার ছিল, কিন্তু কোনো বিষয় খুঁজে পেল না।

এমন কি 'Ecrivez'* কথাটিও বলার উপায় ছিল না, কেননা কোনো লোক চলে যাবার সময় তার উদ্দেশে সচরাচর এই যে কথাটি বলা হত তা নিয়ে ছেলেবেলায় ওরা খুব হাসাহাসি করত। বিষয়সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে ওই যে সংক্ষিপ্ত কথাটি হল, তারই ফলে যেন ভাইবোনের সহজ স্নেহের সম্বন্ধের মধ্যে একটা ছেদ পড়ল, একটা ব্যবধান রচিত হল দু'জনের মধ্যে। ট্রেন যখন চলতে শুরু করল নাতালিয়া ইভানভ্‌না যেন একটু খুশিই হল, কারণ সেই সুযোগে মুখে স্নেহ মেশানো একটা বিষাদের ভাব টেনে এনে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে মুখ ফুটে বলতে পারল:

'বিদায় দ্‌মিত্রি, বিদায়!'

কিন্তু ট্রেনটা চলে যেতেই নাতালিয়া ইভানভ্‌নার মুখখানা গম্ভীর ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠল — তখন থেকেই ভাবতে শুরু করল ভাইয়ের সঙ্গে যে-কথাবার্তা হল সেটা কী ভাবে এবং কতখানি ভাঙবে ওর স্বামীর কাছে।

দিদির প্রতি নেখ্‌লিউদভের কম দরদ ছিল না, দিদির কাছে কোনো কথা গোপন সে করে নি, অকপটে সব বলেছে। কিন্তু এখন দিদির সান্নিধ্য ওর কাছে পীড়াদায়ক, অস্বস্তিকর ঠেকতে লাগল। অবশেষে ছাড়াছাড়ি যখন ঘটল ও যেন মনে মনে একটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ওর ক্রমাগত মনে হচ্ছিল যে-নাতাশা কোনো এক সময় ওর ঘনিষ্ঠ ছিল সে আর নেই, তার স্থান নিয়েছে একজন অচেনা অজানা অপ্রীতিকর রোমশ একটা পুরুষের সেবাদাসী। এটা ও পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল, কেননা নাতাশার চোখমুখ একমাত্র তখনই বিশেষ ভাবে সজীব হয়ে ওঠে যখন ও বলছিল জমিদারীর কথা, দিদির ছেলেমেয়েদের উত্তরাধিকার লাভের কথা। এই সব ব্যাপারে ওর স্বামীর মতোই ওর নিজেরও আগ্রহ।

নেখ্‌লিউদভের মনটা বিষাদে ভরে গেল।

---

* চিঠি লিখো (ফরাসী)।

৪০

থার্ডক্লাস কামরাটা যদিচ বেশ বড়ো, সারাদিন প্ল্যাটফর্মে প্রখর রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকার দরুন ভেতরটা তেতে গিয়ে একেবারে আগুনের চুল্লী। নেখ্লিউদভ কামরার ভেতরে না বসে কামরার পিছনের দিকে সেই এক ফালি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। সেখানেও নিশ্বাস নেবার উপায় নেই। দু'পাশের বাড়িঘর পেরিয়ে ট্রেনটা এগিয়ে যেতে যখন খোলা হাওয়া বইতে থাকল, তখনই কেবল নেখ্লিউদভ স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস টানতে পারল।

দিদিকে যা বলেছিল, সেদিনকার অভিজ্ঞতার বিষয়, সেই সব কথা নেখ্লিউদভের মনে পড়ছিল। নিজের মনেই বলল:

'হ্যাঁ মেরে ফেলা হয়েছে।'

সেদিনকার আর সব ঘটনা ছাপিয়ে ওর কল্পনার পটে আশ্চর্য পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠল সেই দ্বিতীয় লাশটির সুন্দর মুখখানা, ঠোঁটে মৃদু হাসি লেগে আছে, ভ্রূদুটো সামান্য কোঁচকানো, ছোট্ট সুগঠিত কানটা দেখা যাচ্ছে মোড়ানো মাথার নীলাভ খুলিটার তলায়।

নেখ্লিউদভ ভাবতে লাগল:

'সবচেয়ে শোচনীয় এই যে, যদিচ লোকটা খুন হল, কেউ জানে না কে তাকে খুন করল, অথচ খুন হয়েছে ঠিকই। অন্য সব কয়েদীর মতো একে এই প্রচণ্ড রোদ্দুরে বের করা হয়েছিল নিশ্চয় মাস্লেন্নিকভের হুকুম-মাফিক। প্রচলিত প্রথামতো মাস্লেন্নিকভ ছাপানো শিরোনাম-দেওয়া কাগজে নিশ্চয় হুকুমটা লিখে অভ্যাস অনুযায়ী নিজের নামটা দস্তখত করেছিল বদখত রকমের চিত্রবিচিত্র করে। মাস্লেন্নিকভ কিন্তু নিশ্চয় নিজেকে খুনের দায়ে দায়ী বলে মনে করবে না। কয়েদীদের বাইরে বের করার আগে জেলের যে ডাক্তার সবাইকে পরীক্ষা করে দেখেছিল সে নিশ্চয় নিজেকে আরও কম দায়ী বলে ভাববে। সে তার কর্তব্য নিখুঁত ভাবে সম্পাদন করেছিল — অসুস্থ কিংবা দুর্বল যারা তাদের আলাদা করে দিয়েছিল। ডাক্তার কী করে জানবে সে-দিনটাতে এমন প্রচণ্ড গরম পড়বে, কী করে জানবে এত দেরী করে, এমন একটা দঙ্গল পাকিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে? আর ইন্স্পেক্টর? সে তো কেবল হুকুম তামিল করেছে, তাকে বলা হয়েছিল অমুক দিন, অমুক সংখ্যক নির্বাসিত ও দণ্ডিত কয়েদী — পুরুষ ও স্ত্রীলোককে চালান করতে হবে সাইবেরিয়া।

রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক অফিসারকেও দোষ দেওয়া যায় না। তাকে বলা হয়েছিল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে এক জায়গা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য এক জায়গায় নামিয়ে দিতে হবে। প্রচলিত রেওয়াজ-মাফিক অফিসার নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু সে কেমন করে আগে থেকে বুঝবে যে তাদের মধ্যে দু'জন শক্তসমর্থ মানুষ রোদ্দুরে পথচলা সহ্য করতে পারবে না এবং মারা পড়বে! এদের কেউই দোষী নয় — কিন্তু লোকদুটি খুন হয়েছে, আর খুন হয়েছে এই লোকদেরই হাতে, যারা ওদের মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়।'

নেখ্লিউদভ ভাবতে লাগল:

'এরকমটা হয় যেহেতু এরা সবাই — গভর্নর, ইন্স্পেক্টর, পুলিশ অফিসার ও পুলিশম্যানেরা মনে করে যে অবস্থা বিশেষে মানুষের সঙ্গে মানুষিক সম্পর্ক না রাখলেও চলে। অথচ এই সমস্ত লোকেরাই — মাস্লেন্নিকভ থেকে আরম্ভ করে ইন্স্পেক্টর ও রক্ষীবাহিনীর অফিসার পর্যন্ত — এরা যদি গভর্নর ইন্স্পেক্টর অথবা অফিসার না হত, তা হলে হয়তো এমন বিরাট একটা দল এমন প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পাঠাবার আগে বিশ বার ভেবে দেখত, পথ-চলা কালে হয়তো বিশ বার থেমে থেমে যেত। যদি দেখত কেউ দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়েছে কিংবা ঠিকমতো দম নিতে পারছে না, তা হলে তাকে ছায়ায় নিয়ে গিয়ে বসাত, জল খাইয়ে বলত দু'দণ্ড বিশ্রাম করতে। তৎসত্ত্বেও যদি কোনো অঘটন ঘটত তা হলে নিশ্চয় দুঃখশোক প্রকাশ করত। কিন্তু এরা তো এ সব কিছু করেইনি, অন্যে কিছু করতে গেলে বাধা দিয়েছে। তার কারণ আর কিছু নয়, ওদের সামনে যারা ছিল তাদের ওরা মানুষ বলে গণ্য করে নি, মনে করে নি তাদের প্রতি নিজেদের কোনো কর্তব্য আছে, কেবল ভেবেছে নিজেদের পদাধিকারের কথা, পদাধিকারকে স্থান দিয়েছে মানবিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে।'

নেখ্লিউদভ ভেবে চলল:

'এই রকমটা হয়, হতে বাধ্য। একবার যদি কিছুক্ষণের জন্য, কোনো-ক্রমে আমরা ভাবতে পারি যে মানুষকে ভালোবাসার চেয়েও বড়ো কিছু আছে, তা হলে জগতে হেন পাপ কর্ম নেই যা আমরা অনায়াসে স্বচ্ছন্দচিত্তে না করতে পারি।'

নিজের চিন্তায় নেখ্লিউদভ এমনি বিভোর ছিল যে লক্ষ্যও করে নি আবহাওয়ায় একটা পরিবর্তন ঘটেছে ইতিমধ্যে, একটা ছেঁড়া মেঘ নীচু

হয়ে সূর্যের মুখটা ঢেকে দিয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে দ্রুত ধেয়ে আসছে একটা হালকা ধূসর গহন মেঘ এবং বহু দূরে মাঠের ও বনভূমির ওপর ঘন বর্ষণ যেন কশাঘাত হানছে। বাতাস ভরে গেল সজল আর্দ্রতায়। কখনো কখনো মেঘের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলক দেখা যাচ্ছে, গাড়ির ঘর্ঘর আওয়াজের সঙ্গে ঘন ঘন এসে মিশছে বজ্রগর্জন। ক্রমে বর্ষণরত মেঘটা আরো একটু কাছে এসে পড়ল, হাওয়ার তাড়া খেয়ে বৃষ্টি নেখ্‌লিউদভের সেই ফালি জায়গাটার ওপর এবং ওর কোটের ওপর তির্যক ধারায় পড়তে শুরু করল। ফালি জায়গাটার শুকনো দিকটাতে দাঁড়িয়ে নেখ্‌লিউদভ বুক ভরে ভিজে হাওয়ার সোঁদাল গন্ধ আঘ্রাণ করতে লাগল। সেই হাওয়ায় মিশে আছে বর্ষণ প্রতীক্ষারত মাটির ও শস্যের একটা যেন খুশির গন্ধ। কোনায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেখ্‌লিউদভ দেখতে লাগল রেলপথের পাশ দিয়ে দ্রুত পিছন পানে যেন ছুটে চলেছে — গৃহসংলগ্ন বাগান, বনভূমি, হলুদরঙা রাই শস্যের ক্ষেত, সবুজরঙা জইয়ের ক্ষেত, ঘন-সবুজ ছোট ছোট আলুর ক্ষেতের মাথায় ছোট ছোট সাদা ফুল। সব যেন উজ্জ্বল প্রলেপে ঢাকা — সবুজ হয়েছে ঘন সবুজ, হলুদ — গাঢ় হলুদ, কালো হয়েছে মসীকৃষ্ণ।

বৃষ্টির দাক্ষিণ্য লাভ করে সমস্ত ক্ষেত ও বাগান যেন নব জন্মে নবীন হয়ে উঠেছে। দেখে দেখে নেখ্‌লিউদভের হৃদয় যেন নেচে উঠল, অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল:

'আরো, আরো!'

ধারাবর্ষণ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, খানিকটা মেঘ বৃষ্টি হয়ে গলে পড়ল, খানিকটা উড়ে চলে গেল অন্যত্র, অচিরে শেষ বর্ষণের ঝিরঝিরে ফোঁটা সোজা হয়ে নামতে লাগল ভিজে মাটির ওপর। মেঘের ঘোমটা খুলে আবার সূর্যের মুখ দেখা দিল, সূর্যের আলোয় চারিদিক ঝিকমিক করে উঠল যেন, পুব দিকে দিগ্‌বলয়ের খুবই কাছে একটা ঝলমলে রামধনু উঠল — একদিকে তার প্রান্তভাগ সামান্য একটু ভাঙা, সাত রঙের মধ্যে বেগুনী রঙটারই প্রাধান্য বেশি।

প্রকৃতির এই লীলা খেলা সাঙ্গ হবার পর গাড়িটা যখন একটা রেলওয়ে কাটিং-এর ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করেছে, দুই ধারে খাড়া উঁচু পাঁচিল ঢালু হয়ে নেমেছে, নেখ্‌লিউদভ নিজেকেই জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, এতক্ষণ ধরে আমি কী ভাবছিলাম? হ্যাঁ ভাবছিলাম এই সব লোকেরা ইন্‌স্পেক্টর ও রক্ষীবাহিনীর লোকেরা, এই সরকারী কর্মচারীরা —

এদের অধিকাংশই ভদ্রলোক, ভালোমানুষ, কিন্তু নিষ্ঠুর হয়েছে কেবল চাকরীর খাতিরে।'

ওর মনে পড়ল যখন জেলখানার অত্যাচার অনাচার সম্বন্ধে মাস্‌লেন্নিকভকে অবহিত করতে চেয়েছিল, মাস্‌লেন্নিকভের মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা যায় নি, মনে পড়ল ইন্‌স্পেক্টরের কড়া নিয়মানুবর্তিতার কথা, আর মনে পড়ল রক্ষীবাহিনীর অফিসারটিকে — ওর কত নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল সেই যখন তিনি কতিপয় কয়েদীর নির্বন্ধ সত্ত্বেও তাদের গাড়িতে উঠতে দেন নি, আসন্নপ্রসবা সেই ট্রেনের মেয়ে-কয়েদীর প্রসবযন্ত্রণার কথা শুনেও কানে তোলেন নি। সরকারী কাজে নিযুক্ত আছে বলেই দয়ামায়া করুণার মতো মানবহৃদয়ের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি এরা ঠেকিয়ে রাখে, হৃদয়কে পাষাণ করে রাখে যাতে এই সব প্রবৃত্তি প্রবেশের পথ না পায়।' রেলওয়ে কাটিং-এর ঢালু অংশটুকু নানা রঙা পাথর দিয়ে শান বাঁধানো, বৃষ্টির জল তার ওপর দিয়ে অবিরত ধারায় বয়ে চলেছে, মাটিতে বসতে পারছে না। সেই দিকে তাকিয়ে নেখ্‌লিউদভের মনে হল, 'হয়তো কাটিং-এর ঢালু অংশটুকু পাথর দিয়ে বাঁধানো প্রয়োজন, কিন্তু উদ্ভিদবিহীন এই মাটি দেখলে দুঃখ হয়, দুঃখ হয় এই ভেবে যে কাটিং-এর উপরিভাগে যে মাটি দেখা যাচ্ছে তারই মতো এই মাটিও ফসল ফলাতে পারত, ঘাস লতাগুল্ম তৃণতরুর জন্ম দান করতে পারত। মানুষের বেলাতেও ঠিক তাই, হয়তো এই সব গভর্নর, ইন্‌স্পেক্টর, পুলিশম্যান প্রভৃতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু মানুষ যদি দয়ামায়া করুণার মতো মানবিক বৃত্তি খুইয়ে বসে, মানুষ যদি মানুষকে ভালোবাসতে না পারে তবে সে বড়ো সাংঘাতিক।'

ভেবে চলল নেখ্‌লিউদভ:

'মুশকিলটা হচ্ছে এই যে এরা যা আইন নয় তাকেই আইন বলে মনে করে, বিধি তাঁর যে-বিধান প্রত্যেক মানুষের অন্তরে লিখে দিয়েছেন, সেই শাশ্বত অমোঘ বিধির বিধানকে এরা স্বীকার করে না। সেই জন্যেই এই সব লোকের সংস্পর্শে যখন আসি গভীর বিষাদে আমার মন ভরে যায়। আমি এদের সত্যিই ভয় করি — এরা সত্যিই ভীষণ, দস্যুতস্করের চেয়েও ভীষণ, দস্যুতস্করেরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরদুঃখকাতর হতে পারে, কিন্তু এদের হৃদয়ে করুণা বলতে কিছু নেই, শানবাঁধানো জায়গায় যেমন ফসল ফলে না তেমনি এদের পাষাণ হৃদয়ে অনুকম্পার কোনো স্থান নেই। সেই জন্যেই তো এত ভয় করি এদের! বলা হয় পুগাচিওভ ও রাজিনের*) মতো

লোকেরা ত্রাসের সঞ্চার করত, আমি তো মনে করি তাদের তুলনায় এরা হাজার গুণ ভয়ংকর।'

নেখ্‌লিউদভ চিন্তা করে চলল:

'আজ যদি একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা উপস্থাপিত করে বলা হয় কী উপায়ে আমাদের যুগের খ্রীষ্টভক্ত, মানবিকতাবাদী দয়ালু লোকদের দিয়ে অতি জঘন্য পাপকর্ম করিয়ে নেওয়া যায় — তাদের মধ্যে অপরাধবোধের সঞ্চার না করে, তা হলে একটিমাত্র সমাধান উদ্‌ভাবন করা যায় — এবং তা হল যেমন চলছে তেমনি চলতে দেওয়া। কেবল একটি জিনিস প্রয়োজন — এই সব লোকদের গভর্ণর, ইন্‌স্পেক্টর কিংবা পুলিশম্যানের পদাধিকার দিতে হবে। তা হলে অনতিবিলম্বে তাদের দৃঢ় প্রতীতি হবে যে সরকারী চাকুরী নামে একটি যে-কারবার চলছে, তাতে যোগ দিলে মানুষকে মানুষ রূপে গণ্য না করে বস্তুসামগ্রীরূপে জ্ঞান করা যায় এবং তখন তার সঙ্গে মানবিক ও সৌভ্রাত্রসূচক সম্পর্ক না রাখলেও চলে। সরকারী চাকুরী নামক কারবারে যোগ দিয়েছে যারা, পদাধিকারে তাদের মধ্যে যত তারতম্য থাক না কেন, তারা এমনি একটা ঐক্যসূত্রে বাঁধা থাকে যে তাদের পাপকর্মের ফলাফলের জন্য তাদের মধ্যে থেকে কোনো একজন ব্যক্তিকে কখনো ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করা যায় না। এই সব শর্ত প্রতিপালিত হয়েছিল বলেই তো আজকের দিনে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব, যা আজ আমি প্রত্যক্ষ করলাম। আসল ব্যাপারটা হল এই যে লোকে মনে করে ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে প্রেমভাব বজায় না রাখলেও চলে। কিন্তু এ রকম ক্ষেত্র কখনো থাকতে পারে না। নির্জীব পদার্থ নিয়ে প্রেমভাব না রেখেও আমরা যদৃচ্ছ কাজ কারবার করতে পারি — গাছ কাটতে পারি, ইঁট তৈরি করতে পারি, হাতুড়ি দিয়ে লোহা পেটাতে পারি — কিন্তু মানুষের বেলায় সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় সাবধানতা অবলম্বন না করে মৌমাছিদের নিয়ে কাজ করা। এমনই হল মৌমাছিদের ধর্ম। মৌমাছির সঙ্গে অযত্নে অসাবধানে আচরণ করলে তাদের ক্ষতি তো হয়ই, উপরন্তু নিজেরও। মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই — অন্যরকম হতেই পারে না, কারণ পারস্পরিক প্রীতি হল মানব জীবনের মূলসূত্র। এটা অনস্বীকার্য, কোনো মানুষ কারো কাছ থেকে জোরজবরদস্তি করে প্রেম আদায় করতে পারে না, যেমন পারে জোরজবরদস্তি করে কাজ আদায় করে নিতে। কিন্তু তার মানে এই নয় মানুষ বিনা প্রেমে মানুষের সঙ্গে আচরণ করতে পারে — বিশেষত যদি কিছু পেতে চায়। প্রাণে যদি প্রেম না থাকে চুপ করে বসে থাকা বরং ভালো; বস্তুসামগ্রী নিয়ে

অথবা নিজেকে নিয়ে অথবা আর কোনো ভাবে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারো, কিন্তু সাবধান, মানুষের কাছে যেতে চেয়ো না। পেটে যখন খিদে থাকে তখন যদি আহার করা যায় তা হলে আহার্য বস্তু শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, তেমনি প্রাণে যখন প্রেম থাকে তখন যদি মানুষের সঙ্গ করা যায় তাতে ক্ষতি তো হয়ই না বরঞ্চ লাভ হয়। বিনা প্রেমে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ যদি করতে যাও — যেমনটা গত কাল রাত্রে আমার ভগ্নীপতির সঙ্গে আমি করেছিলাম — তা হলে মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার কোনো সীমা থাকে না — তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমি আজ পেয়েছি, তা হলে মানুষ নিজের মাথার ওপর যে-শাস্তি ও যন্ত্রণা নিজে বয়ে আনে তার আর সীমা থাকে না। আমার নিজের জীবনটাই তার প্রমাণ। হ্যাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, একেবারে সত্যি।'

বার বার বলতে লাগল, 'হ্যাঁ এই কথাটাই সত্যি, আমার জীবনটাই তার প্রমাণ।' প্রখর গরমের পর এক পশলা বৃষ্টি হলে প্রাণটা যেমন শীতল হয়, তেমনি বহুদিনের পুরাতন যে সব প্রশ্ন এত কাল ওকে বিব্রত করেছে, আজ তার পরিষ্কার সদুত্তর পেয়ে ওর মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

৪১

যে-কামরায় নেখ্লিউদভ জায়গা পেয়েছে, তার অর্ধেক অংশ অন্য যাত্রীরা অধিকার করেছে — তাদের মধ্যে রয়েছে চাকরবাকর, খেটে-খাওয়া মজুর, ফ্যাক্টরীর কারিগর, মাংস-বিক্রেতা, ইহুদি, দোকানদার, মজুরদের স্ত্রীরা, একজন সৈনিক, দু'জন মহিলা — একটি তরুণী আরেকজন বর্ষীয়সী — শেষোক্তের হাতে ব্রেসলেট, একজন গম্ভীরমুখ ভদ্রলোক — মাথায় কালো টুপিতে একটি তকমা। এরা সকলেই নিজ নিজ স্থান অধিকার করার পর এখন শান্ত হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ সূর্যমুখী ফুলের ভাজা বীচির খোলা ভেঙে মুখে দিচ্ছে, কেউ ধূমপান করছে, কেউ বা সহযাত্রীর সঙ্গে সোৎসাহে আলাপ করছে।

কামরার মাঝখান দিয়ে আসা যাওয়ার প্যাসেজ। তারাস প্যাসেজের ডান দিকে বসে আছে নেখ্লিউদভের জন্যে একটা খালি জায়গা রেখে। ওকে

বেশ খুশি দেখাচ্ছিল। ওর উলটো দিকে বসে আছে কাপড়ের কোট পরা একটি পেশল লোক। নেখ্লিউদভ পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল লোকটি পেশায় মালী — নতুন জায়গায় চাকরী পেয়ে চলেছে। তারাস তার সঙ্গে সোৎসাহে আলাপ জমিয়েছে। তারাসের ধারে কাছে পেঁছিবার আগে নেখ্লিউদভ কিছুক্ষণের জন্য প্যাসেজে দাঁড়িয়ে ছিল। এ পাশে বসে ছিলেন সম্ভ্রম উদ্রেককারী চেহারার এক বৃদ্ধ — ধবধবে সাদা দাড়ি, পরনে হলুদ-রঙা গলাবন্ধ চীনে কোট। তিনি তাঁর উলটো দিকে বসা, চাষীদের মতো পোশাকপরা একজন তরুণীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তরুণীর পাশে চাষী-মেয়েদের পোশাক পরে একটি সাত বছরের বালিকা বসে আছে, হালকা চুলের ওপর রুমাল বাঁধা, মেয়েটি সারাক্ষণ সূর্যমুখী ফুলের ভাজা বীচির খোলা ভেঙে টুপটাপ মুখে ফেলছে।

বৃদ্ধ মুখ ফিরিয়ে নেখ্লিউদভকে দেখে নিজের কোটের ঝুলটা সামলে পাশে একটা জায়গা করে দিয়ে দরদভরা কণ্ঠে বললেন:

'এই যে, এখানে বসতে পারেন।'

নেখ্লিউদভ বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিয়ে খালি জায়গাটাতে বসতেই চাষী-মেয়েটি বৃদ্ধের সঙ্গে তার আলাপের খেই ধরে কথা বলতে লাগল।

মেয়েটি তার গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে, বলছিল মস্কোতে স্বামী কী ভাবে স্টেশনে এসেছিল ওকে নিজের বাসায় নিয়ে যেতে। বলছিল:

'প্রথম গিয়েছিলাম শ্রোভ্‌টাইড্‌ পরবের সময়। তারপর ভগবানের দয়ায় আবার একবার ঘুরে এলাম। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তা হলে বড়দিনের সময় আবার একবার যাব।'

নেখ্লিউদভের দিকে একটু তাকিয়ে বৃদ্ধ বললেন:

'বেশ করেছো বাছা। সুবিধে পেলেই গিয়ে দেখে আসা ভালো। তা না হলে বড় শহরে থাকতে থাকতে অনেক ছেলেছোকরার মাথা বিগড়ে যায়।'

'না দাদু, আমার মানুষটি তেমন মানুষই নয় — আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না, ওসব ব্যাপারে একেবারে কুমারী মেয়ের মতো। পয়সা যা রোজগার করে তার শেষ কোপেকটা পর্যন্ত বাড়ি পাঠায়। আর এই যে আমাদের মেয়েটিকে দেখছেন, একে পেয়ে এর বাপ যে কী খুশিই হয়েছিল বলতে পারব না!'

বালিকাটি তখনো বীচির খোলা ভেঙে মুখে পুরছে, মায়ের কথা মন দিয়ে শুনছে। মায়ের কথাগুলো যে সত্যি কথা সেটা বুঝিয়ে দেবার

জন্য বুদ্ধিভরা শান্ত চোখে একবার তাকাল বৃদ্ধের দিকে, একবার নেখ্লিউদভের দিকে।

বৃদ্ধ বললেন:

'তোমার মানুষটি যদি এত বুদ্ধিমান হয় তবে তার চেয়ে বেশি ভালো আর কী হতে পারে? ওই রকম ব্যাপারে নেই তো?'

এই বলে বৃদ্ধ চোখের ঈশারায় কামরার ওদিকটাতে দেখালেন। সেখানে পাশাপাশি বসে আছে স্বামী-স্ত্রী; দেখেই মনে হল এরা কোনো কারখানায় কাজ করে। পিছন দিকে মাথাটা ঠেলে দিয়ে, স্বামী তার হাঁ-মুখখানা বড়ো করে একটা বোতল থেকে ভোদ্কা ঢালছে গলায়। স্ত্রী বসে বসে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, হাতে একখানা থলে, যার ভেতরে ওই বোতলটা ছিল।

বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপরত তরুণীটি আবার স্বামীর গুণগান করার সুযোগ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে বলল:

'না, আমার মানুষটি মদ খায় না বিড়ি-সিগারেটও খায় না। অমন মানুষ দুনিয়ায় কম।'

এবার নেখ্লিউদভের দিকে ফিরে মেয়েটি বলল:

'আমাদের উনি হলেন ওই রকম লোক!'

কারখানা-কর্মীর দিকে চোখ রেখে বৃদ্ধ বললেন:

'এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে?'

স্বামী এক ঢোক পান করার পর বোতলটা বাড়িয়ে দিল স্ত্রীর দিকে। সে হেসে হেসে একবার মাথাটা নাড়াল, তারপর বোতলে মুখ লাগিয়ে পান করতে লাগল। নেখ্লিউদভ ও বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে স্বামীটি তাদের উদ্দেশ করে বলল:

'কী দেখছেন কর্তা? আমরা মদ খাচ্ছি, তাই তো? কারখানায় আমাদের কী রকম গতর খাটাতে হয় সেটা তো কেউ দেখতে যায় না। সবাই দেখে কেমন আমরা ভোদ্কা খাই। নিজের রোজগারে খাই, স্ত্রীকেও খাওয়াই। ব্যস, এর ওপর কথা নেই!'

কী বলা যায় ভেবে না পেয়ে নেখ্লিউদভ কেবল বলল, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

'ঠিক বলেছি কিনা কর্তা? স্ত্রী আমার শক্ত মেয়েমানুষ। ওকে নিয়ে আমি খুব খুশি কারণ ও আমার কথা ভাবে। কেমন মাভ্রা, যা বলছি সত্যি কি না?'

‘ওই হল, ধরো আর আমি চাই না।’

স্বামীকে বোতলটা ফিরিয়ে দিয়ে মাভ্‌রা বলল:

‘কেন মিছিমিছি বক্‌বক্‌ করছো?’

‘ওই, দেখলেন তো, অমনিতে লক্ষ্মী! আবার হঠাৎ কখনো-সখনো জংধরা চাকার মতো এমন ক্যাঁচকোঁচ করে! কেমন মাভ্‌রা, যা বলছি সত্যি কি না?’

মাভ্‌রা হাসতে হাসতে নেশাগ্রস্তের মতো তার হাতটা নাড়াতে নাড়াতে বলল:

‘ওই, আবার শুরু করেছে!’

‘ওই, দেখলেন তো, অমনিতে লক্ষ্মী! কিন্তু একবার যদি কোনো কারণে বিগড়ে যায় তা হলে কী যে করবে তার ঠিক নেই... কেমন ঠিক বলছি কি না? আমায় মাপ করবেন কর্তা, পেটে কিছু পড়েছে তো! তা আর কী করা যায়?’

এই বলে কারখানা কর্মী ঘুমোবার উদ্‌যোগ করতে গিয়ে হাস্যমুখী স্ত্রীর কোলে তার মাথাটা রাখল।

নেখ্‌লিউদভ আরো কিছুক্ষণ বসে রইল বৃদ্ধের পাশে। বৃদ্ধ ওকে নিজের বিষয়ে সব কথা শোনালেন। গত তিপ্পান্ন বছর ধরে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে উনুন তৈরি করে বেড়ান, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কত যে উনুন তিনি বানিয়ে দিয়েছেন তার হিশেব করা শক্ত। এখন তিনি অবসর নিতে চান কিন্তু অবসর যে নেবেন তার সময় কোথায়? তিনি শহরে ছেলেদের কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছেন, এখন গ্রামে ফিরছেন সবাইকে দেখতে। বৃদ্ধের কাহিনী শোনবার পর নেখ্‌লিউদভ গেল তারাস যেখানে তার জন্যে জায়গা করে রেখেছিল।

তারাসের উলটো দিকে যে-মালী বসেছিল, সে মুখ তুলে নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল:

‘ঠিক আছে স্যর, আপনি বসে পড়ুন না কর্তা, থলেটা সরিয়ে দিচ্ছি।’

তারাস হাসতে হাসতে বলল:

‘একটু ঘেঁসাঘেঁসি হবে, তাতে কিছু এসে যায় না, তেঁতুলপাতায় ন’জন। সবাই আমরা বন্ধু মানুষ।’

তারাসের থলেটার ওজন হবে কমসে কম প্রায় এক মণ। তারাস সেটা অবলীলায় তুলে নিয়ে রেখে এল জানালার পাশে। তারাসের মুখখানা ভালোমানুষী মাখানো — সকলের প্রতি ওর সদ্ভাব। বলল:

'জায়গা রয়েছে প্রচুর। তা ছাড়া তেমন যদি ভিড় হয় কিছুক্ষণ তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া যায় অথবা বেঞ্চির তলায় সেঁধিয়ে যেতে পারি। সবাই তো আরামেই যাচ্ছি, ঝগড়া কাজিয়ার কী দরকার?'

তারাস নিজের সম্বন্ধে বলত যে পেটে ওর এক ফোঁটা না পড়লে মুখে ওর কথা জোগায় না, বলত পান করলে না কি লাগসই কথাগুলো ওর মুখে যেন আপনা থেকে এসে পড়ে, তখন আর কথার জন্য হাতড়াতে হয় না। আর সত্যিই নেখ্লিউদভ পরে লক্ষ্য করে দেখেছিল মাতাল না হলে তারাস চুপচাপ থাকাটাই পছন্দ করত। কিন্তু কালেভদ্রে অথবা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে যখন ও দু-এক পাত্র পান করত, ওর বাচালতা ভারি উপভোগ্য হত। তখন সে অনেক কথা বলত, তার কথাগুলোও হত ভারি সুন্দর, সত্যি কথা বলত ভারি সহজে — কারো মনে দুঃখ না দিয়ে, ওর অমায়িক নীল দুটি চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠত পৃথিবীসুদ্ধ লোকের প্রতি দয়ায় ক্ষমায়, মৈত্রী ভাবের হাসিটুকু সর্বদা লেগে থাকত ওর ঠোঁটে।

আজ তারাস ছিল এই রকম মেজাজে। নেখ্লিউদভের এসে পড়ায় আলাপে কিঞ্চিৎ বাধা পড়ল। কিন্তু মালটা জানালার ধারে রেখে আসার পর, তারাস নিজের আসনে ফিরে এল, পুষ্ট পেশল হাতদুটো কোলের ওপর রেখে, মালীর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে চলল ওর কাহিনী। এই সদ্য-পরিচিত সহযাত্রীটিকে তারাস বলছিল ওর স্ত্রীর কথা — একটা কথাও গোপন না করে, আনুপূর্বিক সব কথা বলে চলেছে — কেন ফেদোসিয়াকে সাইবেরিয়া পাঠানো হয়েছে, কেনই বা ও নিজে চলেছে তার পিছু পিছু।

ইতিপূর্বে নেখ্লিউদভ বিশদ ভাবে সমস্ত ঘটনাটার কথা শোনে নি সুতরাং সেও শুনতে লাগল সাগ্রহে। নেখ্লিউদভ এসে পড়বার আগেই কাহিনীর সূত্রপাত হয়ে গেছে। গল্পটা এখন যে-জায়গায় এসে পৌঁছেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা হয়ে গেছে এবং বাড়ির সবাই বুঝতে পেরেছে কাজটা ফেদোসিয়ার।

আন্তরিক সৌহার্দের সুরে তারাস নেখ্লিউদভকে বলল:

'আমার দুঃখের কাহিনী আমি বলছি। কপালক্রমে এই রকম একজন সহৃদয় সহযাত্রী পেয়েছি, কথায় কথায় ফেদোসিয়ার কথা এসে পড়তে আমি সব কথা এঁকে শোনাচ্ছি।'

নেখ্লিউদভ বলল:

'বুঝেছি।'

'তা হলে বুঝলে তো বন্ধু এই ভাবে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। তখন আমার মা সেই রুটিটা হাতে নিয়ে বললেন, 'চললাম পুলিশ অফিসারকে সব কথা বলতে।' বাবা আমার বুড়ো মানুষ, খাঁটি লোক, মাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'গিন্নী, মেয়েটা তো নিতান্ত ছেলেমানুষ, কী করল না করল তা সে নিজেই জানে না। ক্ষমাঘেন্না করে ব্যাপারটা ভুলে যাও। ও নিজেই হয়তো বুঝতে পারবে।' কিন্তু হায়, মা সে কথা শুনতে চাইলেন না, বললেন, 'ওকে যদি ঘরে রেখে দিই ও আমাদের সবাইকে আরশুলার মতো উৎখাত করবে।' মা তো চলে গেলেন পুলিশ অফিসারের খোঁজে। অফিসার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির, বললেন কি না সাক্ষী সাবুদ হাজির করতে হবে।'

মালী জিজ্ঞেস করল:

'তা, তখন তুমি কী করলে?'

'বন্ধু, তখন তো আমি পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছি। আর দমকে দমকে বমি করছি এমন, মনে হল যেন পেটের নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসবে। কথা বলি — তেমন অবস্থা ছিল না। তারপর বাবা গাড়িতে ঘোড়া জুতে ফেদোসিয়াকে নিয়ে চলে গেলেন থানায় এবং সেখান থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। আর ফেদোসিয়া? সে কী করল জানো বন্ধু, সেই প্রথম থেকে যেমন তেমনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও সোজাসুজি বলে দিল কোথা থেকে সেঁকো বিষ পেয়েছিল, কী করে ময়দার তালে বিষ মিশিয়ে রুটি বেলেছিল। 'কেন এমন করতে গেলে তুমি?' ম্যাজিস্ট্রেট শুধোলেন। ফেদোসিয়া জবাবে বলল, 'কেন? যেহেতু ওই লোকটাকে আমি ঘেন্না করি। ওর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে আমার সাইবেরিয়া যাওয়া অনেক ভালো।' 'ওই লোকটা' কে বুঝলে তো বন্ধু? আমি স্বয়ং।'

এই বলে তারাস একটু হাসল, তারপর বলে চলল:

'তা হলে বুঝলে তো, সব কথা ও স্বীকার করল। ফলে সঙ্গে সঙ্গে কারাবাস, বাবা একাই ফিরে এলেন। তখন ফসল কাটার সময়, বাড়িতে স্ত্রীলোক বলতে এক কেবল মা, তারও অবস্থা তেমন ভালো নয়। তাই আমরা ভাবতে লাগলাম কী করা যায়। ওকে কি জামিনে খালাস করে আনা যায় না? তাই বাবা গিয়ে একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা করলেন। কোনো ফল হল না। তারপর গেলেন আরেকজন অফিসারের কাছে — এমনি করে পাঁচ পাঁচজনের কাছে যাবার পরে আমরা ভাবলাম বৃথা চেষ্টা করে কী আর হবে? তারপর কেমন করে যেন একজন কেরানীর সঙ্গে আমাদের দেখা

হল — ওইরকম ধূর্তমানুষ দ্বিতীয় আর দেখা যায় না, বলল — পাঁচটা রুব্‌ল ফেলো, খালাস করিয়ে দিচ্ছি। দরদস্তুর করার পর তিন রুব্‌লেই রাজি হয়ে গেল লোকটা। তখন আমি কী করলাম জানো বন্ধু, ওরই বোনা পাটবস্ত্র এক খন্ড বন্ধক দিয়ে টাকাটা কেরানীকে দিয়ে দিলাম। তার পর যেই না লোকটা কাগজে কী-সব যেন লিখল — ব্যস্‌ (তারাস এমন ভাবে 'ব্যস্‌' কথাটা উচ্চারণ করল যেন সেটা বন্দুকের গুলি) কেল্লা ফতে! তদ্দিনে আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি, আমিই ফেদোসিয়াকে বাড়ি আনতে গেলাম।

'তারপর কী হল জানো বন্ধু? আমি তো গেলাম শহরে, ঘোড়া গাড়িটাকে একটা জায়গায় রেখে সেই কাগজখানা হাতে নিয়ে চলে গেলাম জেলখানায়। ওরা জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি?' আমি বললাম, 'আমি চাই আমার বৌকে — সে আছে তোমাদের এখানে।' বলল, 'কোনো কাগজপত্র এনেছো?' আমি কেরানীর লেখা কাগজটা দিলাম ওর হাতে। এক পলক দেখে নিল। বলল, 'সবুর করতে হবে।' তখন আমি গিয়ে বসে রইলাম একটা বেঞ্চিতে। সূর্য দেখে মনে হল তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। একজন অফিসার বেরিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমিই কি ভার্‌গুশভ?' আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বলল 'আচ্ছা, নিয়ে যাও তাহলে।' গেট্‌ খোলা হল, ওকে ওরা বের করে আনল, পরনে ওর নিজেরি জামাকাপড়। আমি বললাম 'চলো তাহলে।' ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি পায়ে হেঁটে এলে নাকি?' আমি বললাম, 'না ঘোড়াগাড়িতে এসেছি।' আমি তখন উঠোনে বেরিয়ে এসে ঘোড়া রাখার জন্য স্টলের লোকটাকে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ঘোড়া জুতলাম, খড় যা বেঁচেছিল বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর একটা চট পেতে দিলাম ওর বসবার জন্যে। গাড়িতে উঠে ও গরম চাদরটা জড়িয়ে নিল। তারপর আমরা রওনা হয়ে গেলাম। রাস্তায় ও-ও একটা কথা বলল না, আমিও না। বাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পড়েছি ও জিজ্ঞেস করল, 'মা কেমন আছেন? বেঁচে আছেন তো?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বেঁচে আছেন।' আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাবা? বেঁচে আছেন তো?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বেঁচে আছেন।' তখন আমায় বলল, 'আমায় মাপ করো, তারাস, আমি বোকামি করেছি। নিজেই জানতাম না কী করতে যাচ্ছি।' তখন আমি বললাম, 'বেশি কথা বলে আর কী কাজ? আমি অনেক আগেই তোমায় মাপ করেছি।' তারপর ও আর কিছু বলল না। আমরা বাড়ি পেঁৗছলাম, ও সোজা মায়ের পায়ে গিয়ে পড়ল। মা বললেন, 'ঈশ্বর তোমায় মার্জনা করবেন।' আর বাবা ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন

আছো তুমি?' তারপর বললেন, 'যা হয়ে গেছে তা চুকে গেছে। যতটা পারো ভালো হয়ে থাকো। এখন তো আর ওসব ভাববার সময় নেই। ফসল তুলতে হবে ঘরে। ঈশ্বরের দয়ায় সার দেওয়া জমিতে এবার শস্য যা হয়েছে কাস্তে দিয়ে তাকে কব্জা করা শক্ত হবে। শস্যের ভারে নুয়ে পড়ে ক্ষেতের ওপর জট পাকিয়ে গেছে। ঘোড়ায় টানা যন্ত্র দিয়ে ফসল কাটতে হবে এবার। কাল তারাসের সঙ্গে বরং ক্ষেতে গিয়ে দেখে এসো কী করলে ভালো ভাবে সমস্ত ফসল গোলায় তোলা যায়।' তারপর কী হল জানো বন্ধু? ও তো কাজে হাত লাগাল, আর কাজ যা করল সকলকে তাক লাগিয়ে দেবার মতো। সেবার আমরা বিশ বিঘে জমি নিয়েছিলাম খাজনায়, ঈশ্বরের দয়ায় যেমন ফলেছিল জই তেমনি রাই। আশ্চর্য ফলন হয়েছিল সে বছর। আমি ঘোড়ার সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে ফসল কাটি তো ও আঁটি বাঁধে। এক এক সময় দু'জনে একই সঙ্গে কাস্তে চালাই। চাষের কাজে আমি ভালো, পরিশ্রম করতে ভয় পাই না, কিন্তু ও আমার চেয়েও ভালো — তা যে কাজেই হাত দিক না কেন। ভারি চটপটে মেয়ে, অল্প বয়স, প্রাণশক্তিতে ভরপুর। আর কাজেকর্মে এমন আগ্রহ যে একবার শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত ছাড়ে না। অনেক সময় আমাকে ওর হাত চাপতে হয়েছে। আমরা দু'জনে বাড়ি ফিরে আসি, আঙুল ফুলে ঢোল, হাতদুটো টনটন করতে থাকে ব্যথায়। কিন্তু একটু যে জিরোবে ও তেমন পাত্রই নয়, ছুটে যায় গোলাঘরে, আঁটি বাঁধার জন্য দড়ি পাকায় একা একা। কী অদ্ভুত পরিবর্তন!'

মালী বলল:

'সে তো হল। কিন্তু তোমাকে পরে সোহাগ করত তো?'

'তা আর বলতে! আমায় জড়িয়ে জাপটে থাকত এমন করে, যেন দুই দেহে আমাদের এক প্রাণ। আমি কথা বলবার আগেই আমার মনের কথাটা বুঝে ফেলত। মায়ের মনে যতই রাগ থাক, মা পর্যন্ত না বলে পারেন নি, 'মনে হচ্ছে আমাদের ফেদোসিয়া একেবারে বদলে গেছে, এখন ওকে দেখে আর চেনা যায় না!' একবার আমরা দুটো গাড়িতে করে আঁটি তুলে আনব বলে ক্ষেতে যাচ্ছিলাম। আমি ও ফেদোসিয়া ছিলাম প্রথম গাড়িটাতে; চলতে চলতে ওকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে যে বিষ খাওয়াবার কথা ভাবতে পারলে, আমি সেই কথাটা ভাবি।' ফেদোসিয়া বলল, 'কী করে ভেবেছিলাম বলি। তোমার সঙ্গে সহবাস করতে আমার মন চায় নি। ভেবেছিলাম মরি যদি সেও ভালো, তবু এর সঙ্গে সহবাস করব না।' আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর এখন?' ও বলল, 'এখন? এখন তুমি রয়েছো

আমার হৃদয়ে।'' তারাস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, মুখে ওর আনন্দের হাসি, খুব আশ্চর্য হয়েছে এইরকম মুখচোখের ভাব করে মাথাটা একটু নাড়াল। তারপর বলে চলল, 'ফসল আমরা সদ্য তুলেছি ঘরে, আমি সেদিন গেছি শণ ভেজাতে, বাড়িতে যখন ফিরে এলাম' (কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কথা থামিয়ে) 'দেখি ওর নামে সমন এসেছে, ওকে যেতে হবে, আদালতে ওর বিচার হবে। তত দিনে আমরা ভুলেও গেছি কোন্ অপরাধে ওর বিচার হবার কথা।'

মালী বলল:

'এ সমস্তই বুঝলে বন্ধু, শয়তানের কারসাজি। মানুষ কি কখনো নিজে থেকে আর একজন মানুষের জীবনটা নষ্ট করে দেবার কথা ভাবতে পারে? আমাদের চেনাজানা একটি লোকের কী হয়েছিল, বলি...'

মালী একটা গল্প ফাঁদতে যাবে এমন সময় ট্রেনের গতি মন্থর হতে লাগল। মালী বলল:

'একটা স্টেশন আসছে বোধ হয়। যাই, এক ফোঁটা গলায় ঢেলে আসি।'

কথাবার্তায় ইতি পড়ল। নেখ্লিউদভও মালীর পিছু পিছু কামরা থেকে নেমে পা দিল বৃষ্টি ভেজা প্ল্যাটফর্মে।

৪২

নেখ্লিউদভ প্ল্যাটফর্মে পা দেবার আগেই লক্ষ্য করেছিল স্টেশনের হাতায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কতিপয় জমকালো ঘোড়াগাড়ি — কোনোটায় তিনটে কোনোটায় বা চারটে হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া জোতা, ঘোড়ার সাজের সঙ্গে ঠুন্‌ঠুন্ ঘণ্টি বাঁধা। প্ল্যাটফর্মটা কাঠের তক্তা দিয়ে মোড়া, বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে গিয়ে কালচে দেখাচ্ছে, প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে নেখ্লিউদভ দেখল ফার্স্ট ক্লাস কামরাটার সামনে এক দঙ্গল লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে সবার আগে চোখে পড়ে ওয়াটারপ্রুফ্ গায়ে একজন লম্বাচওড়া মহিলাকে — মাথার হ্যাটে বহুমূল্য সব পালক গোঁজা। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঢ্যাঙামতন এক যুবক, সাইকেল চড়ার পোশাক পরে, পাদুটো সরু সরু, যুবকটির হাতে একটা কুকুরের চেন্, প্রকাণ্ড নধরকান্তি কুকুরটা, গলার কলারটা বেশ দামী। এই দু'জনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একদল চাপরাসী,

হাতে তাদের চাদর, কম্বল ও ছাতা। পিছনে পিছনে একজন কোচোয়ানও এসেছে।

সেই মোটাসোটা মহিলা থেকে শুরু করে কোচোয়ান পর্যন্ত এই দলটাতে যারা এসে জমায়েত হয়েছে সকলের ওপরেই একটা যেন ঐশ্বর্যসম্পদ, আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। দাস্য ভাব ও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে অচিরেই একটা জনতা জমল দলটার চার দিকে — তাদের মধ্যে ছিল লালটুপি-পরা স্টেশন মাস্টার, একজন সশস্ত্র পুলিশ, রাশিয়ার জাতীয় পোশাকে সজ্জিত শীর্ণকায় একটি তরুণী — গলায় তার লহরে লহরে পুঁতির মালা — গ্রীষ্মের কয়েকটা মাস ইনি প্রত্যেকটি গাড়ি আসার সময় প্ল্যাটফর্মে হাজির থাকেন; এছাড়া ছিল টেলিগ্রাফ ক্লার্ক এবং পুরুষনারী নির্বিশেষে যাত্রীসাধারণ।

কুকুরের চেন্-হাতে সেই তরুণটিকে নেখ্লিউদভ এবার সনাক্ত করতে পারল — কর্চাগিনের ছেলে, উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্র। মোটাসোটা মহিলাটি প্রিন্সেসের ভগ্নী — তাঁরই এস্টেটে বেড়াতে যাচ্ছে কর্চাগিনেরা। গাড়ির প্রধান গার্ড্ — পোশাকে তার সোনালি কর্ড লাগানো, পায়ে চক্চকে পালিশ-করা উঁচু বুট্-জুতো, এসে ফার্স্ট ক্লাস কামরার দরজাটা খুলে সসম্ভ্রমে কপাট ধরে দাঁড়িয়ে রইল, লম্বাটে মুখ প্রিন্সেস্কে ফোল্ডিং চেয়ারে বসিয়ে ফিলিপ এবং সাদা এপ্রন পরা একজন কুলি সাবধানে ধরাধরি করে নামিয়ে নিল। দুই বোন পরস্পরকে সম্বর্ধনা করল, ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা চলতে লাগল — প্রিন্সেস্ কি বন্ধ গাড়িতে যাবেন না খোলা গাড়িতে? অবশেষে শোভাযাত্রাটা এগিয়ে গেল স্টেশন থেকে বেরোবার গেট্টার দিকে — সব শেষে চলল পরিচারিকা, মাথায় তার কোঁকড়া চুলের ঝুঁটি, এক হাতে তার চামড়ার কেস আর কয়েকটি ছাতা।

স্টেশনের দরজার কাছে পোঁছবার আগে নেখ্লিউদভ দাঁড়িয়ে পড়ল। যতক্ষণ না শোভাযাত্রাটা বেরিয়ে যায় ও নামতে চাইল না, পাছে পুনরায় পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা শুরু হয়।

প্রিন্সেস্, তাঁর ছেলে, মিসি, ডাক্তার ও পরিচারিকাটি প্রথম দলে বেরিয়ে গেলেন। বৃদ্ধ প্রিন্স্ ও তাঁর শ্যালিকা পরে বেরোলেন। নেখ্লিউদভ বেশ দূরে ছিল বলে দু'জনের ফরাসীতে কথাবার্তা কিছু অসম্বদ্ধ ভাবে ওর কানে আসছিল। অনেক সময় এই রকম দূর থেকে শোনা দুটো একটা কথা কোনো অজ্ঞাত কারণে মনের মধ্যে লেগে থাকে গলার স্বর ও কথা-বলার বিশেষ ভঙ্গী সমেত।

বৃদ্ধ প্রিন্স্ ও তাঁর শ্যালিকা অমায়িক গার্ড্ ও মালবাহী কুলি-পরিবৃত হয়ে স্টেশন ছেড়ে চলে যখন যাচ্ছেন, প্রিন্স্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ কণ্ঠে সবজান্তার ধরনে কার সম্পর্কে যেন ফরাসীতে বলছিলেন:

'Oh! il est du vrai grand monde, du vrai grand monde!'*

ঠিক সেই সময়ে স্টেশনের এক কোনা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল এক দল মজুর — পায়ে ছালবাকলের জুতো, কাঁধের ওপর ভেড়ার চামড়ার কোট ও থলে-ভর্তি নিজের নিজের মাল। হাতের কাছে যে-কামরাটা পেল, মৃদু চরণে স্থিরনিশ্চিত ভাবে যেই না তাতে উঠতে গেল, একজন গার্ড্ তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। সেখানে অনর্থক না দাঁড়িয়ে মজুরেরা হন্তদন্ত হয়ে পরস্পরের ওপর হুমড়ি খেতে খেতে চলে গেল পাশের কামরায়। মালভরা থলেগুলো দরজায় ক্রমাগত ঠোক্কর খাচ্ছে, একজন একজন করে ওরা উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় স্টেশনের একটা দরজা থেকে আর একজন গার্ড্ ওদের দেখে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, কড়া গালাগাল ও বকুনী দিল। মজুরেরা কামরার ভিতর থেকে আবার হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল, দৃঢ় ভাবে নরম পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেল পরের কামরাটার দিকে, যেখানে ছিল নেখ্লিউদভ। এখানেও গার্ড্ তাদের বাধা দিল, বাধা পেয়ে তারা থমকে গেল, আরেকটা কামরায় ওরা যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় নেখ্লিউদভ ওদের বলল কামরায় যথেষ্ট জায়গা আছে সুতরাং ওরা উঠতে পারে। নেখ্লিউদভের কথা মতো মজুরেরা একে একে উঠল, নেখ্লিউদভও উঠল ওদের পিছু-পিছু। মজুরেরা যখন বসবার উদ্‌যোগ করছে, টুপিতে তকমা সেই ভদ্রলোক এবং সেই দুই ভদ্রমহিলা, ওঁদের কামরায় মজুরদের এসে বসার উদ্‌যোগটাকে ব্যক্তিগত ভাবে ওঁদের অপমান বলে গণ্য করে ঘোরতর আপত্তি তুলে ওদের বের করে দিতে চাইলেন। মজুরেরা সবসুদ্ধ বিশজন মতন ছিল — ছোকরা বুড়ো সবাই মিলে, সবাই ক্লান্ত, অবসন্ন, রোদে পোড়া, চোখমুখ বসে গেছে। ধমক খেয়েই ওরা কামরার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল। ওদের মালবোঝাই বস্তাগুলো বেঞ্চি, দেওয়াল আর দরজার গায়ে ঠোক্কর খাচ্ছে। ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল দোষটা যেন ওদেরই, ওরা তো চলে যেতে রাজি, পৃথিবীর অপর প্রান্তে পাঠালে এমন কি পেরেকের ওপর বসতে দিলেও, ওরা মুখ ফুটে আপত্তি করবে না।

---

* ও, লোকটা কিন্তু সত্যিই সমাজের সবচেয়ে উঁচু স্তরের মানুষ, খুবই বড় ঘরের ছেলে! (ফরাসী)

প্যাসেজে ওরা ভিড় জমিয়েছে দেখে একজন গার্ড্ তেড়ে ফুঁড়ে বলে উঠল:

'আবার কোন্ চুলোয় যাওয়া হচ্ছে শুনি, হতভাগারা! নাও নাও, বসে পড়ো।'

মহিলাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যিনি অল্পবয়সী, নেখ্লিউদভের মনোযোগ আকর্ষণ করার ইচ্ছায় শুদ্ধ ফরাসীতে বলে উঠলেন:

'Voilà encore des nouvelles!'*

ব্রেসলেট-পরিহিতাটি নাক সিঁটকে মুখখানা বিকৃত করে চাষাভুসোর পাশে বসে তাদের ঘামের উগ্র দুর্গন্ধ উপভোগ করা নিয়ে ফরাসীতেই কী-যেন একটা টিপ্পনী কাটলেন।

একটা কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে লোকে যেমন নিরুদ্বেগ হয় মজুরদের মুখে তেমন একটা শান্ত ভাব ফুটে উঠল। চলতে চলতে ঝটকা মেরে কাঁধে ঝোলানো ভারী ভারী মালের থলেগুলো নামিয়ে নিয়ে বেঞ্চির তলায় গুঁজে দিতে লাগল, নিজেরাও জায়গা করে নিতে লাগল।

মালীটি তারাসের সঙ্গে আলাপ জমানোর উদ্দেশ্যে নিজের জায়গাটা ছেড়ে ওর উলটো দিকে বসেছিল, এখন মজুরদের ভিড় দেখে ফিরে গেল তার নিজের জায়গায়। তার ফলে তারাসের উলটো দিকে দুটি সীট এবং তারাসের পাশে নেখ্লিউদভের জায়গাটা খালি ছিল — তিনজন মজুর সেই তিনটি সীট দখল করে বসল। খানিকক্ষণ পরে ভদ্রবেশী নেখ্লিউদভ কাছে এসে দাঁড়াতেই তারা হকচকিয়ে উঠে চলে যেতে উদ্যত হল, নেখ্লিউদভ তাদের বারণ করে নিজে বসল প্যাসেজের পাশের সীটটার হাতলের ওপর।

দু'জন মজুরের মধ্যে যার বয়স পঞ্চাশ বছর মতো, ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে একবার তাকাল অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী তার সঙ্গীর দিকে। ওদের বকে ঝকে তাড়িয়ে দেওয়াটাই তো একজন ভদ্রলোকের পক্ষে স্বাভাবিক! তা না করে ইনি কিনা তাঁর নিজের জায়গাটাই ওদের জন্য ছেড়ে দিলেন! ওরা দস্তুর মতো অবাক ও বিভ্রান্ত — ওদের মনে ভয় পাছে এই ঘটনা থেকে আবার কি হাঙ্গামা বাধে!

যাই হোক, তারাসের সঙ্গে নেখ্লিউদভ যখন সহজ ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল ওরা একটু আশ্বস্ত হয়ে বুঝল নেখ্লিউদভ ওদের ফাঁদে

---

* এ আবার আরেক কাণ্ড দেখছি! (ফরাসী)

ফেলবেন না। ওরাও তখন একটু সহজ হল, ছোকরা মজুরটাকে তার মালের থলেটার ওপর বসতে বলে ওরা পীড়াপীড়ি করে নেখ্লিউদভকে বসাল তার আগের জায়গায়। প্রথম প্রথম সেই যে আধবয়সী লোকটা নেখ্লিউদভের উলটো দিকে বসে ছিল, জড়োসড়ো হয়ে তার ছালবাকলের জুতো পরা পাদুটো গুটিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল, পাছে ভদ্রলোকের গায়ে পা লাগে। কিন্তু পরে নেখ্লিউদভ ও তারাসের সঙ্গে গল্পে এমনই জমে গেল যে গল্পের বিশেষ কোনো অংশের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নেখ্লিউদভের হাঁটুতে দু-চার বার চাঁটিও লাগাল। পচা উদ্ভিজ্জ পদার্থের চাপড়ায় ঢাকা জলা মাটি এলাকায় এই সব মজুরেরা মুনিশ খাটে। আধবয়সী লোকটি নিজেদের অবস্থা এবং ওই এলাকায় ওদের কাজের কথা বলছিল। আড়াই মাস ধরে খাটাখাটুনির পর বাড়ি ফিরছে ওর মজুরী নিয়ে — বেশি নয়, দশ রুব্ল মাত্র কেননা মজুরীর একটা অংশ ওরা আগাম দিয়েছিল, ফুরন করার সময়। লোকটার কথা থেকে জানা গেল হাঁটু অবধি জলে ডুবিয়ে সেই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গাঁইতি কোদাল চালিয়ে তাদের কাজ করতে হত — মাঝে কেবল দু'ঘণ্টার বিরতি দুপুরের খাবারের। বলছিল:

'এ-কাজে যাদের অভ্যেস নেই, তাদের পক্ষে কাজটা খুবই শক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু একবার অভ্যেস হয়ে গেলে আর দেখতে হয় না! — কেবল খোরাকটা যদি ভালো জোটে। প্রথম প্রথম খারাপ খেতে দিত। পরে সবাই নালিশ করতে খোরাক ভালো দেওয়া হতে লাগল। কাজ করা সহজ হয়ে এল।'

তারপর বলে চলল এ-কাজ ও করছে গত আটাশ বছর ধরে। রোজগার সবটাই পাঠিয়ে দিত বাড়িতে — প্রথম প্রথম বাবার কাছে, তারপর বড়দার কাছে, আর এখন পাঠায় বড় ভাইপোর কাছে কারণ এখন সে-ই পরিবারের কর্তা। বছরে পঞ্চাশ-ষাট রুব্ল রোজগার, তা থেকে নিজের শখের জন্য রাখে দু-তিন রুব্ল — তামাক-দেশলাইয়ের জন্য। মুখখানা একটু কাচুমাচু করে বলল:

'তবে আমি যে দোষী মানুষ, খাটাখাটুনির পর কখনো-সখনো দুয়েক ফোঁটা ভোদ্কা গিলি না যে এমন নয়।'

তারপর বলে চলল ওদের গাঁয়ের বাড়িতে মেয়েরা কী ভাবে কাজকর্ম করে; ঠিকেদার কেমন আজ রওনা হয়ে চলে আসার আগে পুরুষদের জন্য আধ-বালতি ভোদ্কা বরাদ্দ করেছিলেন; কাজ চলতে থাকা কালে কেমন করে

ওদের একজন মারা যায়। একজন তো এখন অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরছে। যে অসুস্থ লোকটির কথা বলল সে বসে ছিল কোনায়, বস্তার ওপর। অল্পবয়সী ছোকরা, মুখখানা পাণ্ডুর, ঠোঁটদুটো নীলমতন — দেখেই মনে হচ্ছে সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগে কাবু। নেখ্লিউদভ উঠে এগিয়ে গেল ছেলেটির দিকে, কিন্তু ছেলেটির কাতর মুখে এবং কঠোর চোখের দৃষ্টি দেখে তাকে প্রশ্নজিজ্ঞাসা করে বিব্রত করতে চাইল না। বুড়োকে নেখ্লিউদভ বলল যেন ছেলেটিকে কুইনিন খাওয়ায়; ওষুধের নামটা লিখে দামটাও দিতে চাইল, কিন্তু বুড়ো বলল দামটা সে নিজেই দিয়ে দেবে।

বুড়ো আড়ালে তারাসকে বলল:

'অনেক তো ঘুরেছি ইদিক ওদিক, কিন্তু ভদ্দরলোকদের মধ্যে এরকম মানুষ এর আগে কখনো দেখি নি। কোথায় গলা ধাক্কা মেরে পথ দেখতে বলবে, তা না করে তোমায় নিজের জায়গাটা পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন! তাই বলি কি, সব ভদ্দরলোক এক রকমের হয় না।'

নেখ্লিউদভ দেখতে লাগল এই সব মুনিশদের — পাতলা ছিপছিপে শরীর, পেশল হাত-পা, বাড়ির তাঁতে বোনা মোটা কাপড়ের পোশাক পরনে, রোদে পড়া অবসন্ন মুখে ভালোমানুষী মাখানো। এই সব খেটে খাওয়া অন্য জগতের মানুষদের ভাবনাচিন্তা সুখ-দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে নেখ্লিউদভ আপন মনে বলল:

'হ্যাঁ, এরা সত্যিই এক নতুন জগতের, আলাদা জগতের মানুষ।'

তার মনে পড়ল প্রিন্স্ কর্চাগিনের সেই কথাটি: 'Le vrai grand monde' — হ্যাঁ বলতে গেলে এরাই আসলে সেই বৃহৎ জগতের মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে নেখ্লিউদভের চোখের ওপর ভেসে উঠল ক্ষুদ্রতা নীচতা-ভরা আলস্য-বিলাসী অভিজাত সমাজের জগত — কর্চাগিনেরা যে-জগতের অধিবাসী।

ওর মনে হল ও যেন একজন অভিযাত্রী — যেন সদ্য আবিষ্কার করেছে অজ্ঞাতপূর্ব আশ্চর্য সুন্দর এক অভিনব জগৎ!

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত

তৃতীয় পর্ব

১

মাস্‌লভা ফৌজদারী আদালতে দণ্ডিত যে-সব কয়েদীদের দলে ছিল, তারা রেলে স্টিমারে প্রায় তিন হাজার মাইল অতিক্রম করার পর পের্ম্‌ শহরে এসে পৌঁছল। ভেরা বগদুখোভ্‌স্কায়া ছিল রাজবন্দীদের দলে। নেখ্‌লিউদভকে সে বলেছিল মাস্‌লভা যাতে ওদের সহযাত্রী হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে। পের্ম্‌ শহরে আসার পর নেখ্‌লিউদভ সেই মর্মে একখানা পরোয়ানা সংগ্রহে সমর্থ হয়।

পের্ম্‌ শহর পেঁছনো অবধি সেই তিন হাজার মাইল পথ আসতে মাস্‌লভাকে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছিল বিস্তর। শারীরিক ক্লেশের কারণ ছিল লোকের ভিড়, নোংরা পরিবেশ এবং উকুন-ছারপোকা প্রভৃতির অবিশ্রাম অস্বস্তিকর দৌরাত্ম্য। মানসিক ক্লেশের কারণ ছিল এই সব পোকামাকড়ের মতোই বিরক্তিকর পুরুষের দল। ট্রেন, স্টিমার যে যে জায়গায় থামল, সেই সব জায়গায় দলগুলির অদলবদল হচ্ছিল যদিচ, দেখা গেল সকলেই সমান নাছোড়বান্দা — আঠার মতো লেগে থাকে, জ্বালাতনের একশেষ করে ছাড়ে। পুরুষ-কয়েদী, মেয়ে-কয়েদী, ওয়ার্ডার, রক্ষী সেনা — এদের সকলের মধ্যে একটা অপরিণামদর্শী লাম্পট্য এমন শক্ত একটা ভিৎ গেড়েছিল, যে ব্যভিচার এদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল এবং যে-সব মেয়ে-কয়েদী তাদের নারীত্ব বেচতে রাজি ছিল না তাদের সর্বদা সাবধানে সন্তর্পণে থাকতে হত। সবসময় ত্রাসে ভয়ে কিংবা ঝগড়া কাজিয়া করে দিন যাপন করা যে কত ক্লেশকর মাস্‌লভা তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল। ওর চেহারাটা আকর্ষণীয় এবং ওর অতীতটা সকলেই জানে বলে — ওর পিছনেই বেশি করে লাগত পুরুষের দল। এইসব

নাছোড়বান্দাদের মাস্‌লভা এমন দৃঢ় ভাবে প্রতিহত করত যে এরা মনে করত ও যেন ওদের লাঞ্ছনা অপমান করছে, ফলে ওর বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের ভাব ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠল। ওর অবস্থাটা খুবই খারাপ হতে পারত যদি ওর আশেপাশে ফেদোসিয়া ও তারাস না থাকত। ফেদোসিয়াকে ক্রমাগত উত্যক্ত করা হচ্ছে জানতে পেরে তারাস স্বেচ্ছায় নিজ্‌নি নোভ্‌গরদ পৌঁছবার পর নির্বাসন দণ্ড বরণ করে নেয় — যাতে স্ত্রীর নিরাপত্তা বিধান করতে পারে। এখন ও ফৌজদারী আদালতে দণ্ডিত কয়েদীদের একজন হয়ে তাদের সঙ্গেই চলেছে।

মাস্‌লভার অবস্থাটা সব দিক থেকে অনেক বেশি সহনীয় হল যখন ওকে রাজবন্দীদের দলে যোগ দেবার অনুমতি দেওয়া হল। রাজবন্দীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ভালো, ওদের প্রতি সেপাই শান্ত্রীদের আচরণও অপেক্ষাকৃত কম রূঢ়। পুরুষেরা আর ওকে উত্যক্ত করে না, ওর অতীতের নজির তুলে ধরে না বলে, মানসিক দিক থেকে ও এখন অনেকটা শান্ত ও আশ্বস্ত। ও তো গভীর ভাবে চায় ওর অতীতটাকে ভুলে যেতে। নতুন ব্যবস্থায় ওর সবচেয়ে সুবিধে হল এই যে রাজবন্দীদের মধ্যে থেকে ও এমন কয়েক জনের সংস্পর্শে এল, যারা ওর মনের ওপর স্পষ্ট ও গভীর একটা প্রভাব বিস্তার করল এবং সে প্রভাব ওর চরিত্র গঠনে খুবই শুভফলপ্রদায়ী হল।

যেখানে যেখানে বিরতি-শিবির, কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মাস্‌লভা রাজবন্দীদের দিকটাতে চলে যেতে পারত। কিন্তু যেহেতু মাস্‌লভার স্বাস্থ্য ভালো, হুকুম ছিল ওকে ফৌজদারী কয়েদীদের সঙ্গে পদব্রজে পথ চলতে হবে। এই ভাবে তোম্‌স্ক্‌ থেকে সারাটা রাস্তা ওকে হেঁটেই যেতে হয়েছিল। ফৌজদারী দলের সঙ্গে সঙ্গে দু'জন রাজবন্দী পায়ে হেঁটে চলছিল: তাদের মধ্যে একজন ছিল মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না শেচতিনিনা। জেলের রাজবন্দীদের অংশে নেখ্‌লিউদভ যখন একবার গিয়েছিল বগদুখোভ্‌সায়ার সাক্ষাতে, এই ডাগর চোখ সুন্দরীটিকে দেখে ওর খুব ভালো লেগেছিল। অন্যজন হল উসকোখুসকো চুল, বসা চোখ, ময়লারঙ এক যুবক, যার নাম সিমন্‌সন এবং যাকে নেখ্‌লিউদভ সেই বারেই জেলে দেখেছিল। সিমন্‌সনকে নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে ইয়াকুত্‌স্ক্‌ অঞ্চলে। মারিয়া পাভ্‌লভনার জন্য গাড়িতে যে জায়গাটা ছিল, সেটি সে দিয়ে দিয়েছে একজন ফৌজদারী মেয়ে-কয়েদীর অনুকূলে, কারণ সে মেয়েটি গর্ভবতী। সিমন্‌সন পায়ে হেঁটে চলেছে যেহেতু শ্রেণীভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে ওর আপত্তি। মাস্‌লভা, মারিয়া

পাভ্‌লভ্‌না ও সিমন্‌সন — তিনজনকে বেরোতে হবে ফৌজদারী কয়েদীদের সঙ্গে ভোর বেলায়। রাজবন্দীরা ঘোড়া গাড়িতে রওনা হবে বেশ খানিকটা বিলম্বে। এই ধরনের ব্যবস্থাক্রমে ওরা তিনজন কোনো একটা বড়ো শহরে এসে পৌঁছেছে, এখানে ফৌজদারী দলের ভার গ্রহণ করেছে এক নতুন কনভয় অফিসার।

বৃষ্টি ভেজা সেপ্টেম্বরের ভোর বেলা। দমকে দমকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি থামতেই বরফ পড়ছে। ফৌজদারী দলটাতে আছে প্রায় চার শো জন পুরুষ ও পঞ্চাশ জন মেয়ে-কয়েদী। বিরতি-শিবিরের উঠোনে তারা সবাই ইতিমধ্যে জমায়েত হয়েছে। ওদের মধ্যে কয়েক জন কনভয় অফিসারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, অফিসার বাছা বাছা কয়েকজন মনিটারের নাম ডেকে ডেকে তাদের হাতে দু'দিনের মতো ভাতা তুলে দিচ্ছেন — নিজ নিজ দলের মধ্যে ভাগ করে দেবার জন্য। উঠোনে পসারিণীদের ঢুকতে দেওয়া হয়েছে রসদপত্র বিক্রি করতে। কিছু কিছু কয়েদী তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বরাদ্দ ভাতার পয়সা গুনে গুনে দেখছে, কেউ বা রসদপত্র কিনছে। পসারিণীরা গলা ছেড়ে হাঁকাহাঁকি করছে।

হাঁটু অবধি উঁচু বুটজুতো পায়ে, লোমের কোট গায়ে, মাথায় শালের টুকরো বেঁধে কাতিউশা ও মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না কনভয় অফিসারের অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এল উঠোনে, পসারিণীদের কাছ থেকে দু'দিনের মতো রসদপত্র খরিদ করতে। উঠোনের উত্তরে একটা দেওয়াল, সেখানে বাতাসের জোর কম বলে সেইখানেই পসারিণীরা পসরা সাজিয়ে বসেছে। কে কত খদ্দের পাকড়াও করতে পারে, তাই নিয়ে ওদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে — পসরায় আছে সদ্য সেঁকা পাউরুটি, মাংসের বড়া, তাজা মাছ, সিমাই, জাউ, মেটে, মাংস, ডিম, দুধ — একজনের কাছে আস্ত একটা রোস্ট-করা শুয়োরছানা পর্যন্ত ছিল।

সিমন্‌সন নিরামিষাশী, নিহত পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি কোনো জিনিস ব্যবহার করে না, ওর গায়ে তাই রবারের কোট, পায়ে রবারের জুতো, গরমমোজা ফিতে দিয়ে বাঁধা। সেও এসেছে উঠোনে, অপেক্ষা করছে কখন দলের যাত্রা শুরু হবে। দাঁড়িয়েছে অপিস-ঘরের বারান্দায়, পকেট থেকে একটা খাতা বের করে ওর মনে যে-চিন্তার উদয় হয়েছিল, সেটা টুকে রাখছে। লিখল:

'একটা জীবাণু যদি মানুষের আঙুলের একটা নখ ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে পারত তা হলে হয়তো বলত নখ জিনিসটা অজৈব বস্তু। তেমনি

আমরাও এই পৃথিবীর উপরিভাগটুকু পরীক্ষা করে বলি পৃথিবী অজৈব বস্তু। এটা ভ্রমাত্মক ধারণা।'

ডিম, পাউরুটি, মাছ ও বিস্কুট কিনে মাস্লভা একটা থলেতে পুরে নিল, মারিয়া পাভ্লভ্না পসারিণীদের পাওনা মিটিয়ে দিল। এমন সময় কয়েদীদের ইতস্তত নড়তে-চড়তে দেখা গেল। সবাই চুপচাপ, সার বেঁধে দাঁড়াতে লাগল। কনভয় অফিসার বেরিয়ে এলেন ও যাত্রা আরম্ভ হবার আগে তাঁর চূড়ান্ত আদেশ-নির্দেশ শুনিয়ে দিলেন।

সব ব্যবস্থা যথাযথ করা হল — যেমনটা প্রত্যেক বার করা হয়ে থাকে। কয়েদীদের নাম ডাকা হল, গণনা করা হল, পায়ের বেড়ি পরীক্ষা করে দেখা হল, যে-সব কয়েদী জোড়ায় জোড়ায় যাবার কথা, তাদের হাতে হাতে কড়া লাগানো হল। এই সব প্রস্তুতির মধ্যে হঠাৎ শুনতে পাওয়া গেল অফিসার কী-যেন বলে চেঁচাচ্ছেন, একটা ঘুসি মারার শব্দ শোনা গেল এবং একটি শিশুর কান্না। দলের সবাই চুপ করে রইল কিছুক্ষণের জন্য, তার পর জনতার মধ্য থেকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। মাস্লভা ও মারিয়া পাভ্লভ্না দ্রুতপদে চলল যেদিক থেকে শিশুর কান্নার শব্দ আসছে — সেই দিকে।

২

ঘটনাস্থলে গিয়ে মারিয়া পাভ্লভ্না ও কাতিউশা দেখল শক্তসমর্থ কনভয় অফিসার, হালকারঙের গোঁপজোড়া, চোখ পাকিয়ে, অকথ্য ভাষায় অবিরাম গালাগাল বর্ষণ করতে করতে বাঁ হাত দিয়ে তার ডান হাতের তেলোটা ঘষছে। একজন কয়েদীর মুখের ওপর কষে চড় মারতে গিয়ে হাতে ওর চোট লেগেছে। অফিসারের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে একজন রোগা লম্বা ফৌজদারী কয়েদী, মাথার চুল অর্ধেকটা তার চাঁচা, পরনে আলখাল্লা পাটলুন দুটোই বেশ খাটো সাইজের, একটা হাত দিয়ে রক্তাক্ত মুখখানা মুছছে, অন্য হাতে ধরে আছে গরম শালের টুকরা দিয়ে জড়ানো একটি ছোট্ট মেয়ের হাত — মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে।

অফিসার অকথ্য সব গালাগাল দিতে দিতে চীৎকার করছে:

'এত বড়ো আস্পর্ধা! (অশ্লীল গালাগাল) মুখের ওপর কথা! (আবার

গালাগাল) মেয়েটাকে দিয়ে দিতে হবে মেয়ে-কয়েদীদের জিম্মায়... এই, ওর হাতে কড়া লাগাও দেখি।'

কয়েদীটিকে গ্রাম-পঞ্চায়েত বহিষ্কার করে নির্বাসনে পাঠিয়েছে, স্ত্রী ও মেয়েটি নির্বাসনে ওর সঙ্গী হয়ে আসছিল। তোম্‌স্ক্‌ পৌঁছবার পর ওর স্ত্রী টাইফয়েডে মারা যায়। তখন থেকে মা-মরা মেয়েটাকে বুকে করে বাপ সারাটা পথ হেঁটে হেঁটে তোম্‌স্ক্‌ থেকে এই নতুন শহরে এসে পৌঁছেছে। এখানে কনভয় বদল হবার পর নতুন কনভয়-অফিসার কয়েদীর হাতে হাতকড়া লাগাবার আদেশ দিতে, কয়েদীটি মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলেছিল হাতে হাতকড়া থাকলে মেয়েকে ও কোলে করতে পারবে না। অফিসারটির মেজাজ অমনিতেই খারাপ ছিল, কয়েদীর আপত্তিতে বিরক্ত হয়ে হুকুম অমান্য করার অপরাধে তিনি তাকে কষে মারধোর করেছেন।*

আহত কয়েদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন কনভয়-সেনা, তার সঙ্গে আছে কালো-দাড়িওলা আরেকজন কয়েদী — একহাতে হাতকড়া লাগানো। এই কয়েদী হবে অন্যটির জুটি। দাড়িওলা কয়েদী ভুরু কুঁচকে মুখখানা কালো করে একবার দেখছে অফিসারের দিকে, একবার সেই ছোট্ট মেয়েটির দিকে। কয়েদীদের মধ্যে গুঞ্জন ক্রমে যেন বাড়তে লাগল।

পিছন থেকে কে একজন ভাঙা গলায় বলে উঠল:

'তোম্‌স্ক্‌ থেকে সারাটা রাস্তা তো ওকে হাতকড়া পরানো হয় নি।'

'মেয়েটি তো শিশু, কুকুরছানা তো নয়।'

'ও এখন মেয়েকে নিয়ে কী করবে?'

একজন কে যেন বলল:

'কাজটা বে-আইনী।'

কেউ যেন ওর গায়ে হুল ফুটিয়েছে এমনি ভাব করে অফিসার তেড়ে এল ভিড়টার দিকে, চেঁচিয়ে বলল:

'কে বলল কথাটা? আইন কাকে বলে শিখিয়ে দেব তাকে! কে বলছিল? তুমি? তুমি?'

বেঁটে খাটো চ্যাপটামুখো একজন কয়েদী বলল:

'সবাই তো বলছে, কারণ...'

---

* দ. আ. লিনিওভ এ-রকম একটি ঘটনার কথা বলেছেন তাঁর লেখা 'নির্বাসন' নামক বইয়ে*)। (টীকা লেখকের)

মুখের কথাটা শেষ হবার আগেই অফিসার দু'হাতে ওর মুখে ঘুষি চালাল, উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলল:

'বটে, বিদ্রোহ! বিদ্রোহ করা দেখাচ্ছি তোমাদের! সবকটাকে গুলি করব কুকুরের মতো, উপরওয়ালারা একটা কথাও বলবেন না, বরঞ্চ খুশি হবেন। নিয়ে যাও মেয়েটাকে।'

জনতা চুপ। একজন কনভয়-সেনা মেয়েটিকে জোর করে টেনে নিল, সে-বেচারী ককিয়ে কেঁদে উঠল। আর একজন সেনা বাপকে তার জুটির সঙ্গে হাতকড়া লাগিয়ে কুলুপ দিল, বাপ এবার আপত্তি না করে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

তলোয়ার-ঝোলানোর বেল্‌টটা ঠিকমতো আঁটতে আঁটতে অফিসার হুকুম করল:

'নিয়ে যাও ওটাকে মেয়ে-কয়েদীদের কাছে।'

ছোট্ট মেয়েটির মুখখানা কাঁদতে কাঁদতে লাল হয়ে গেছে। চোখ মোছবার জন্য ও ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছে গায়ে জড়ানো শালের টুকরোটা থেকে ডানহাতটা বের করতে। যত পারছে না তত ডুকরে কেঁদে উঠছে। ভিড়ের মধ্য থেকে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বেরিয়ে এসে অফিসারের সামনে দাঁড়াল, বলল:

'এই ছোট মেয়েটিকে আমায় নিয়ে যেতে দেবেন?'

অফিসার জিজ্ঞেস করল:

'কে তুমি?'

'একজন রাজবন্দী।'

কনভয় বদল ও হস্তান্তরের সময় অফিসার মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকে লক্ষ্য করেছিল — সুদর্শনা, চোখদুটি চোখে পড়ার মতো — দেখে ওর ভালো লেগেছিল। ওর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন বিবেচনা করে বলল:

'আমার আপত্তি নেই, নিয়ে যেতে চান তো নিতে পারেন। আপনাদের আর কী? — মায়াদয়া দেখিয়ে তো খালাস। কিন্তু লোকটা যদি পালাত, দায়ী হত কে?'

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল:

'মেয়ে-কোলে পালাবে কেমন করে?'

'অত কথা বলবার মতো সময় আমার নেই। নিতে চান তো নিয়ে যেতে পারেন।'

কনভয়-সেনা জিজ্ঞেস করল:

'তবে কি দিতে বলছেন?'

'হ্যাঁ, দিয়ে দাও।'

মিষ্টি কথায় মেয়েটিকে ভোলাবার চেষ্টায় মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ওর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল:

'চলে এসো আমার কাছে।'

কিন্তু কনভয়-সেনার কোল থেকে মেয়েটি আকুল হয়ে তার বাপের দিকে হাত বাড়িয়ে চীৎকার করে কেঁদে চলল, মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার কাছে সে কিছুতেই যাবে না।

মাস্‌লভা থলে থেকে একটা বিস্কুট বের করে বলল:

'একটু সবুর করুন মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না, আমার কাছে ঠিক আসবে।'

মেয়েটি মাস্‌লভাকে চেনে। ওর মুখখানা দেখে এবং ওর হাতের বিস্কুটটা দেখে, মাস্‌লভার কোলে যেতে রাজি হল।

তারপর সব শান্ত। গেট্ খোলা হল, কয়েদীদের দল গেট্ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে যথারীতি সার বেঁধে দাঁড়াল। কনভয়ের সেনারা আবার একবার গণনা করে দেখে নিল। মালসুদ্ধ থলেগুলো ঘোড়াগাড়িতে তুলে দেওয়া হল, অসুস্থ কিংবা দুর্বল কয়েদীদের বসতে দেওয়া হল থলেগুলোর ওপরে। মেয়েটিকে কোলে করে মাস্‌লভা তার নির্দিষ্ট জায়গায় ফেদোসিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সিমন্‌সন এতক্ষণ ধরে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। অফিসার আদেশ-নির্দেশ দিয়ে যখন তার গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে, সিমন্‌সন তার লম্বা লম্বা পা দৃঢ় ভাবে ফেলতে ফেলতে অফিসারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বলল:

'কাজটা আপনি ভালো করলেন না কিন্তু।'

'চলে যান নিজের জায়গায়। কে বলেছে মাথা গলাতে?'

'আমার কাজ আপনাকে বলা, তাই বললাম কাজটা ভালো করেন নি।'

এই বলে সিমন্‌সন ভুরুদুটো কুঁচকিয়ে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অফিসারের মুখের দিকে।

সিমন্‌সনের কথায় কান না দিয়ে চালকের কাঁধে হাত রেখে অফিসার লাফিয়ে উঠল গাড়িতে। গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে হাঁক দিল:

'রেডি? মার্চ্!'

দলের যাত্রা শুরু হল। বড় রাস্তায় পৌঁছে দলটাকে একটু ছড়িয়ে চলতে হল, রাস্তায় কাদা জমেছে, দু'দিকেই নালা, রাস্তাটা চলেছে একটা গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে।

৩

শহরে ছ'বছর ধরে কাতিউশা ব্যাভিচারী জাঁকজমকপূর্ণ ও ভোগবিলাস বহুল জীবন যাপন করেছে এবং তারপর দুটো মাস কাটিয়েছে জেলখানায় ফৌজদারী কয়েদীদের মধ্যে। কিন্তু এখন সমস্ত রকম কঠিন অবস্থা সত্ত্বেও, পূর্ব-অভিজ্ঞতার পর রাজবন্দীদের সঙ্গে থাকতে তার বেশ ভালোই লাগছিল। প্রতি দিন পনেরো-কুড়ি মাইল হাঁটা, ভালো খাওয়াদাওয়া, প্রতি দু'দিন অন্তর একদিনের বিশ্রামের ফলে ওর শরীর সবল হয়ে উঠল। উপরন্তু নতুন সহচরদের সাহচর্যের ফলে ওর সামনে জীবনের এমন সমস্ত আকর্ষণ দেখা দিল যা ও স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। এখন ও যাদের সান্নিধ্য পায় সেইরকম 'সব আশ্চর্য মানুষ' — এটা কাতিউশার নিজেরই উক্তি — ও আগে কখনো দেখে নি, এমন কি ধারণায়ও আনতে পারত না। ও আপন মনে বলে:

'আমাকে দণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে আমি কি না কাঁদছিলাম! ঈশ্বরের কাছে আমার চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এর ফলে অনেক কিছু আমি বুঝতে শিখেছি যা সারা জীবনেও আমার অজানা থেকে যেত।'

খুবই সহজে ও অনায়াসে কাতিউশা বুঝতে পারল কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই মানুষগুলি পরিচালিত। নিজে সে জনগণের একজন বলে ওদের প্রতি ওর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ও বুঝেছিল এই মানুষগুলি প্রভুশ্রেণীর বিরুদ্ধে, জনগণের স্বার্থে সংগ্রামে নেমেছে। এরা নিজেরাই এক দিন ওই উঁচু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু জনগণের স্বার্থে এরা নিজেদের সুখসুবিধা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এমন কি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছে। এইজন্যেই কাতিউশা ওদের এত মূল্য দেয়, ওদের প্রতি এত মুগ্ধ সে।

নতুন সঙ্গীসাথীদের সকলকেই ওর ভালো লাগত, তবে বিশেষ ভালো লাগত মারিয়া পাভ্লভ্নাকে। কেবল যে ভালো লাগত তা নয়, কাতিউশা তাকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, ভক্তিও করত। ওর খুবই আশ্চর্য লাগত যে এই সুন্দরী মেয়েটি, তিনটি ভাষায় যে অনর্গল কথা বলতে পারে, যার বাবা বিত্তশালী সেনাপতি, অনায়াসে বিলিয়ে দেয় যা-কিছু ওর বড়লোক দাদা ওকে পাঠায় এবং নিজে থাকে অত্যন্ত সাধারণ খেটে-খাওয়া মেয়ের মতো, পোশাক পরে গরীবদের ও নিজের সাজগোজ প্রসাধনের প্রতি কখনো কোনো নজরই দেয় না। এই বৈশিষ্ট্যটি — ছলাকলার সম্পূর্ণ অভাব — মাস্লভার খুবই আশ্চর্য ঠেকত বলেই যেন ওকে আকর্ষণ করত বেশি।

মাস্‌লভা লক্ষ্য করত মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ভালো করেই জানে এবং জেনে খুশিও যে ও দেখতে ভালো, কিন্তু ওর এই ভালো চেহারা পুরুষদের মনে যে-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত, তা ওর কাছে আদৌ প্রীতিকর ছিল না — এমন কি তা নিয়ে ওর মনে শঙ্কাও ছিল যথেষ্ট। সবাই যে ওর প্রেমে পড়তে চায় — এতে ওর নিদারুণ বিরক্তি ও ভয়। রাজবন্দীরা এ-কথাটা জানত বলে কিছুতে ওর প্রেমে পড়তে চাইত না আর প্রেমে পড়লেও তা গোপন করত এবং ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যেন ও পুরুষদেরই একজন। কিন্তু যারা ওকে চিনত না, তারা অনেক সময় ওকে উত্যক্ত করতে উদ্যত হলে ও তাদের প্রতিহত করত নিতান্তই গায়ের জোরে — নিজের দৈহিক শক্তিতে ওর আস্থা ছিল প্রচুর। একদিন একথা ও নিজেই হাসতে হাসতে কাতিউশাকে বলেছিল:

'একবার হল কি, একটি লোক রাস্তায় আমার পিছু নিল, কিছুতে আমার সঙ্গ ছাড়ে না। আমি তখন বাছাধনকে ধরে এমন ঝাঁকানি দিলাম যে সে পালাবার আর পথ পায় না।'

ওর নিজের কথামত, মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিল এক প্রকার ছেলেবয়স থেকে — তখন থেকেই সমৃদ্ধ পরিবারে জীবনযাপন ওর অসহ্য মনে হত, ও ভালোবাসত সাধারণ লোকেদের সহজ জীবনযাত্রা। কোথায় জেনারেলের মেয়ে বৈঠকখানায় বসে অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করবে, তা না করে ওর বেশির ভাগ সময় কাটত দাসীদের সঙ্গে, কিম্বা রান্নাঘরে অথবা আস্তাবলে। তা নিয়ে সারাক্ষণ ওকে বকুনি খেতে হত। ও বলত:

'কিন্তু আমার সত্যিই মজা লাগত দাসী রাঁধুনি কিংবা কোচোয়ানদের সঙ্গে সময় কাটাতে। ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাদের সঙ্গ আমার ভারি নীরস ঠেকত। তারপর যখন বুঝতে শুরু করলাম তখন দেখতে পেলাম আমাদের জীবনযাত্রাটা দুর্নীতিগ্রস্ত। মা ছিলেন না, বাবাকে কোনোদিনই আমার খুব বেশি ভালো লাগে নি, তাই আমার যখন উনিশ বছর বয়স আমি এক বান্ধবীর সঙ্গে কারখানায় কাজ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।'

কারখানার কাজটা ছেড়ে দেবার পর কিছুকাল বাস করেছিল পল্লী অঞ্চলে। তারপর আবার শহরে ফিরে এসে উঠল একটা ফ্ল্যাটে যেখানে ওদের গোপন ছাপাখানা ছিল। সেখানেই ওকে গ্রেপ্তার করা হয়, বিচারে ওর সশ্রম কারাদণ্ড হল। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না এ-ব্যাপার নিয়ে ওকে কিছু না বললেও কাতিউশা অন্যদের মুখে শুনেছে যে খানাতল্লাসির সময়

বিপ্লবীদের কেউ একজন অন্ধকারে একটা গুলি ছোঁড়ে। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না সে-অপরাধটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল বলেই আজ ওর এই শাস্তি।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হবার পর থেকেই কাতিউশা লক্ষ্য করেছিল মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না যেখানে, যেমন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, নিজের কথা চিন্তামাত্র করত না, ওর একমাত্র আগ্রহ ছিল কী করে অন্যদের সেবা করবে, কী করে ছোট হোক বড়ো হোক সকল ব্যাপারে কাউকে সাহায্য করবে। ওর বর্তমান সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে একজন, নভদ্‌ভোরভ তার নাম, ঠাট্টা করে বলত মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না নাকি লোকহিতের খেলায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে। শিকারী যেমন শিকার খুঁজে বেড়ায় তেমনি ওর জীবনের একমাত্র সাধনা হল কার কি উপকার করতে পারে তার সুযোগ-সুবিধা খুঁজে পেতে দেখা। এ-খেলা ওর একপ্রকার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে, এ যেন ওর জীবনের জীবিকা। লোকহিতের কাজটা ও এমন সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে করে থাকে যে যারা ওকে চেনে তারা এর জন্যে ওকে আর মূল্য দিত না, ওর কাছে দাবি নিয়েই আসত।

মাস্‌লভা প্রথম যখন ওদের মধ্যে এসে পড়ে, ওর উপস্থিতিটুকু মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার বিরক্তিকর ও অরুচিকর ঠেকেছিল। কাতিউশা সেটা লক্ষ্য করেছিল, পরে এটাও লক্ষ্য করেছিল যে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না তার সেই প্রাথমিক বিরক্তিটুকু দমন করতে গিয়ে কী ভাবে ওর প্রতি বিশেষ দরদ ও স্নেহ প্রীতি দেখাতে থাকে। এই অনন্যসাধারণ মেয়েটির স্নেহমমতায় মাস্‌লভা এমন গভীর ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকে ওর সমস্ত হৃদয়টুকু সমর্পণ করেছিল অনায়াসে, নিজের অজ্ঞাতেই মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার ভাবধারা এমন ভাবে আত্মসাৎ করেছিল যে সব কাজে তাকে অনুকরণ করাটা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। কাতিউশার এই গভীর অনুরাগ মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার হৃদয় স্পর্শ না করে পারে নি। সেও কাতিউশাকে ভালোবেসে ফেলে।

ওদের ঘনিষ্ঠতার আরো একটি যোগসূত্র ছিল যৌন প্রেমের প্রতি উভয়ের একান্ত বিতৃষ্ণা। তফাতটুকু ছিল এই: একজন যৌন প্রেমের সমস্ত বীভৎসতার মধ্য দিয়ে চলে আসার পর সেই প্রেমকে ঘৃণা করতে শিখেছে; অন্য জন সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আদৌ না গিয়েও মনে করে যৌন প্রেমের ব্যাপারটা কেবল যে দুর্জ্ঞেয় এমন নয়, পরন্তু মানবিক মর্যাদার প্রতিকূল একটা হীন জঘন্য পাশব প্রবৃত্তি।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ছিল এমন একজন যার প্রভাব মাস্‌লভা স্বীকার করে নিয়েছিল। এই আত্মসমর্পণ ঘটেছিল যেহেতু মাস্‌লভা মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকে ভালোবাসত। ওর জীবনে আরো একজনের প্রভাব পড়েছিল, সে হল সিমন্‌সন। এই প্রভাবের উৎপত্তি হয়েছিল মাস্‌লভার প্রতি সিমন্‌সনের প্রেম থেকে।

প্রত্যেক মানুষ তার জীবনচর্যা ও কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করে নিজের প্রবণতা অনুসারে খানিকটা এবং খানিকটা অন্যদের প্রভাবে। প্রত্যেক মানুষের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে কী পরিমাণে সে আত্মনির্ভরশীল এবং কতটা সে পরনির্ভর — তার ওপর। কারো কারো ক্ষেত্রে চিন্তা এক ধরনের মনের খেলা: অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের যুক্তিবিচারকে চাকার মতো চালায়, কিন্তু সে-চাকার সঙ্গে চামড়ার ফিতের সংযোগ না থাকায়, নিজেদের কাজকর্ম করতে গিয়ে তারা চালিত হয় পরমতের দ্বারা অর্থাৎ প্রচলিত প্রথা, ঐতিহ্যগত সংস্কার কিংবা সরকারনির্দিষ্ট বিধি নিয়মের দ্বারা। কেউ কেউ আবার মনে করে তাদের সকল কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করবে তাদের নিজস্ব মতামত, আত্মশক্তিই হবে তাদের প্রধান ক্রিয়াশক্তি, তারা চলতে চায় নিজেদের বুদ্ধি বিচার অনুসারে, কদাচিৎ যদিই বা তারা পরমত স্বীকার করে নেয় — তাও করে নিজের বুদ্ধি বিচারের মানদণ্ডে ওজন করে। সিমন্‌সন ছিল এই শেষোক্ত পর্যায়ের মানুষ। সে নিজের যুক্তিবিচারের মাপকাঠিতে সমস্ত কিছু যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিত, আর যা সিদ্ধান্ত করত সেই অনুযায়ী কাজ করত।

যখন সিমন্‌সন স্কুলের ছাত্র, তার ধারণা হয় সরকারী দফতরের বেতন প্রদানকারীরূপে তার বাবার যেটা উপরি আয় হত সেটা তার অসাধু উপায়ে উপার্জন বলে তা জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া উচিত। বাবাকে সে কথা বলায় বাবা ছেলের কথায় কান না দিয়ে তাকে আচ্ছা করে ধমকধামক দেন। ফলে, অসাধু উপায়ে অর্জিত বাবার টাকায় গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারবে না বলে সিমন্‌সন গৃহত্যাগী হয়। ওর ধারণা হয় যাবতীয় দুষ্কৃতি ও অন্যায়ের মূলে আছে মানুষের অজ্ঞানতা। তাই ইউনিভার্সিটির পাঠ শেষ করেই ও যোগ দেয় নারোদ্‌নিকদের দলে*)। স্কুলমাস্টারের কাজ নিয়ে চলে যায় গ্রামদেশে। সেখানে দুঃসাহসে ভর দিয়ে একেবারে খোলাখুলি

ভাবে ওর ছাত্রদের ও কৃষকদের এমন ভাবে শিক্ষা দিত যাতে সমাজ ব্যবস্থার ন্যায় অন্যায় বিষয়ে ওদের পরিষ্কার ধারণা জন্মাতে পারে।

ওকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য চালান করা হয়।

মামলা চালু থাকাকালে সিমন্‌সনের ধারণা হয় বিচারকদের কারো অধিকার নেই ওকে বিচার করার এবং সে কথাটা ও স্পষ্টাস্পষ্টি বিচারকদের মুখের ওপর বলে দেয়। ওর কথায় কান না দিয়ে বিচারকেরা যখন মামলা চালিয়ে যেতে লাগল, সিমন্‌সন মনস্থ করল ওদের একটা কথারও কোনো জবাব দেবে না, তদনুসারে জেরা যখন চলতে লাগল আসামী কোনো জবাব দিল না।

তাকে আর্খান্‌গেল্‌স্ক প্রদেশে নির্বাসনে পাঠনো হয়।

সেখানে ধর্মশিক্ষার একটি নতুন পদ্ধতি ও রচনা করে ও তদনুসারে নিজের সকল কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। ওর ধর্মতত্ত্বের মূল কথাটা হল সমগ্র বিশ্ববস্তু প্রাণিত, এমন কিছু নেই যাকে জড় অথবা মৃত জ্ঞান করা যেতে পারে। যে-সব বস্তুকে আমরা মৃত বা অজৈব বলে মনে করি তারা আসলে একটি বিরাট জৈব দেহের অন্তর্গত অংশবিশেষ, মানুষ যার নাগাল পায় না, তাই মানুষের উচিত সেই বৃহৎ জৈব দেহের অতি ক্ষুদ্রাংশরূপে ওই জৈব দেহ ও তার সমস্ত জীবন্ত অংশকে পোষণ করা। সেই জন্যেই সিমন্‌সনের বিশ্বাস প্রাণ হরণ করা পাপ, সেই জন্যেই সে যুদ্ধবিরোধী, প্রাণদণ্ডের বিপক্ষে, কেবল নরহত্যার নয়, সকল প্রকার প্রাণীহত্যার বিপক্ষে। বিবাহ সম্বন্ধেও তার নিজস্ব ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ছিল; সে মনে করত সন্তান উৎপাদন মানুষের নিম্নস্তরের ক্রিয়াকলাপের অন্তর্গত। যে প্রাণ ইতিমধ্যেই আছে উচ্চস্তরে মানুষের কর্তব্য হল তার সেবা করা। ওর এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে ও বলত মানবদেহের রক্তস্রোতে যেমন শ্বেতকণিকা থাকে রোগজীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করে দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে, তেমনি সমাজ দেহের রুগ্ন ও দুর্বল অংশগুলিকে রক্ষা করার জন্য কিছু চিরকুমার থাকা দরকার — তাদের ব্রতই হবে প্রাণময় বিশ্বসত্তার দুর্বল, অসুস্থ অংশগুলিকে সাহায্য করা। এই সিদ্ধান্তে পেঁছনোর পর থেকে ও সেই অনুযায়ীই জীবনযাত্রা করছে যদিচ অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে ও ব্যভিচার করেছে। ও মনে করত ও নিজে এবং মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না সমাজদেহের মানবিক শ্বেত কণিকা।

কাতিউশার প্রতি ওর যে প্রেম তা ওর এই ধারণাকে কোনো ভাবে ব্যাহত করতে পারে নি কারণ ওর প্রেম নিষ্কাম। ও মনে করত মানবিক

শ্বেতকণিকারূপে দুর্বলদের সেবার যে ব্রত ও গ্রহণ করেছে ওর এই প্রেম তার প্রতিবন্ধক তো হবেই না বরঞ্চ ওকে আরও প্রেরণা যোগাবে।

কেবল নীতিগত প্রশ্ন নিয়ে নয়, প্রাত্যহিক জীবনের নানা ব্যবহারিক প্রশ্ন নিয়েও ও নিজের মতো করে সমাধান সন্ধান করত। কত ঘণ্টা পরিশ্রম করা উচিত, কত ঘণ্টা বিশ্রাম করা দরকার, কীরকম খাদ্য আহার করা উচিত, কী প্রকার পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করা বাঞ্ছনীয়, কী ভাবে বাড়িঘরে আলো ও তাপের ব্যবস্থা করা ভালো — এইসব সকল ব্যাপারে ওর কতকগুলি বাঁধা নিয়ম ছিল।

এ সমস্ত সত্ত্বেও আসলে সিমন্‌সন মানুষটা ছিল নিতান্তই লাজুক ও বিনয়ী। কিন্তু একবার যদি কোনো ব্যাপারে ও মনস্থির করে থাকে — তা থেকে ওকে কোনো মতেই এক চুল টলানো যেত না।

এই মানুষটিই তার প্রেমের মধ্য দিয়ে মাস্‌লভাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করল। স্ত্রীজাতির সহজাত প্রবৃত্তির বশে অনতিবিলম্বেই মাস্‌লভা এটা বুঝতে পারল। এই রকম একজন অসাধারণ লোকের হৃদয়ে ও যে ভালোবাসা জাগাতে পারে এই ভেবে মাস্‌লভার নিজের কাছে নিজের মূল্য বহুগুণে বেড়ে গেল। নেখ্‌লিউদভ ওকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল নিজের মহানুভবতাবশত, এবং অতীতে যা ঘটেছিল তার জন্যে। কিন্তু সিমন্‌সন ভালোবাসে আজকের দিনের মাস্‌লভাকে, আর কোনো কারণে নয় — ভালো লাগে বলেই ভালোবাসে। তাছাড়া মাস্‌লভা বুঝতে পারত সিমন্‌সনের চোখে ও অসাধারণ নারী আর সব নারীর থেকে আলাদা, বিশেষ ধরনের, উঁচু নৈতিক গুণের অধিকারিণী। সিমন্‌সন যে ওর মধ্যে কোন কোন গুণ আরোপ করেছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু না জানা সত্ত্বেও, মাস্‌লভা সদাসতর্ক থাকত যেন ওকে নিয়ে সিমন্‌সনের আশাভঙ্গ না হয়, আপ্রাণ চেষ্টা করত যাতে ওর ধারণায় যে-সব গুণ সর্বোৎকৃষ্ট সেগুলি ও যেন নিজের মধ্যে বিকশিত করে তুলতে পারে।

এর সূত্রপাত হয়েছিল সেই জেলখানায় থাকতে। সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট একটা সাক্ষাতের দিনে মাস্‌লভা লক্ষ্য করে কপাল থেকে এক জোড়া ভুরু বেরিয়ে আছে, আর সেই ভুরুর নিচে দিয়ে গভীর মমতাভরা নিষ্পাপ দুটি ঘন-নীল চোখ ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। তখনি ওর মনে হয়েছিল আশ্চর্য অদ্ভুত মানুষটি এবং ওর দিকে তাকিয়ে আছে আশ্চর্য অদ্ভুত দৃষ্টিতে। উশকোখুশকো চুল ও কুঞ্চিত ভুরু দেখে প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল স্বভাবটা হয়তো কঠোর হবে, অথচ মুখেচোখে একটা সহজ সরল

ছেলেমানুষি ভাব। এই কঠোরে কোমলে একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ মাস্‌লভার কাছে খুবই আকর্ষণীয় ঠেকেছিল। তারপর যখন তোম্‌স্ক্‌ শহরে মাস্‌লভা রাজবন্দীদের শিবিরে সামিল হয়, আবার উভয়ের মধ্যে দেখা — পরস্পরের মধ্যে যদিচ একটিও বাক্য-বিনিময় হয় নি, দৃষ্টি-বিনিময় থেকে স্পষ্ট হয়েছিল ওরা পরস্পরকে দেখামাত্র চিনেছে এবং ওরা পরস্পরকে মূল্য দেয়। তার পরেও দু'জনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা কিছু হয় নি — যদিচ মাস্‌লভার বুঝতে বাকি ছিল না যে ওর উপস্থিতিতে সিমন্‌সন যখন আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, তখন মাস্‌লভাকেই উদ্দেশ করে যেন বলত, যেন ওরই জন্যে কথা বলছে — নিজের বক্তব্য পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে ওরই খাতিরে। অতঃপর সিমন্‌সন যখন ফৌজদারী কয়েদীদের পদযাত্রার সঙ্গী হল তখনই উভয়ে যেন উভয়ের খুব কাছাকাছি হতে পারল।

৫

নিজ্‌নি নোভ্‌গরদ থেকে পের্মের মধ্যে নেখ্‌লিউদভের পক্ষে কেবল দু'বার কাতিউশার সাক্ষাতলাভ সম্ভব হয়েছিল — একবার নিজ্‌নি নোভ্‌গরদে যখন কয়েদীদের তারের বেড়ায় ঘেরা প্রকাণ্ড একটা বজরায় তুলে জলপথে পাঠানো হয় পরবর্তী বিরতি-শিবিরে; দ্বিতীয় বার দেখা হয় পের্মের জেলখানা-দপ্তরে। দু'বারই কাতিউশাকে দেখে মনে হল অপ্রসন্ন, সে যেন কিছু একটা গোপন করছে। যখন নেখ্‌লিউদভ জানতে চাইল ওর কিছু চাই কি না, ওর কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য হচ্ছে কি না, কাতিউশা এড়িয়ে যাবার মতো করে, সলজ্জ ভাবে ওর প্রশ্নের জবাব দিয়েছে — নেখ্‌লিউদভ লক্ষ্য করেছে ওর প্রতি কাতিউশার আচরণে একটা চাপা ভর্ৎসনা ও বিরূপতার ভাব, যেমনটি এর আগেও দেখা গিয়েছিল। ওর মুখের যে বিষাদকরুণ ভাবখানা নেখ্‌লিউদভকে বিশেষ ব্যথিত করল, আসলে তার কারণটা হল পথে আসতে পুরুষ পথসঙ্গীদের বিরক্তিকর অত্যাচার। নেখ্‌লিউদভের অবশ্য ভয় ছিল যাত্রাপথে ওকে যে-কঠিন ও জঘন্য পরিবেশের মধ্যে কাল কাটাতে হচ্ছে তার প্রভাবে হয়তো ওর মনে আবার সেই আত্মগ্লানির সঞ্চার হবে — যার ফলে ইতিপূর্বে নেখ্‌লিউদভের প্রতি ওর বিরক্তির ভাব

বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং যেটা ভুলে থাকার জন্য ও মদ খেতে ও ধূমপান করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কয়েদীদের যাত্রা পথের এই পর্বে নেখ্লিউদভ কোনো ভাবেই ওকে সাহায্য করতে পারে নি, যেহেতু ওর সঙ্গে দেখা করার উপায়ই তার ছিল না। কেবল রাজবন্দীদের শিবিরে কাতিউশা সামিল হবার পরই নেখ্লিউদভ বুঝতে পারে ওর আশঙ্কাটা একেবারেই ভিত্তিহীন। শুধু তা-ই নয়, প্রত্যেক বার সাক্ষাতকারের সময় নেখ্লিউদভের উপলব্ধি হত কাতিউশার অন্তরে যেন একটা পরিবর্তন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। আর এটাই নেখ্লিউদভ আন্তরিক ভাবে দেখতে চেয়েছিল ওর মধ্যে। তোম্স্কে প্রথম সাক্ষাতের সময় ওকে দেখা গেল আবার সেই আগেকার মতো — মস্কো ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে যেমন ছিল। নেখ্লিউদভকে দেখে সে ভ্রূকুটি করল না, বিভ্রান্ত হল না, বরঞ্চ সোজা সহজ ভাবে খুশি মুখে সামনে এসে দাঁড়াল, ওর জন্য এপর্যন্ত নেখ্লিউদভ যা-কিছু করেছে সেজন্য এবং বিশেষ করে রাজবন্দীদের সঙ্গে ওর একত্র বসবাসের সুযোগ করে দেবার জন্য প্রচুর ধন্যবাদ দিল।

গত দুমাস ধরে কয়েদীদের সঙ্গে পদযাত্রার ফলে ওর অন্তরে যে-পরিবর্তন ঘটেছে বাইরের চেহারায়ও তা প্রকট। মুখখানা একটু যেন রোদে পোড়া, যেন একটু শীর্ণ, বয়সের একটা ছাপও যেন পড়েছে চেহারার ওপর; কপাল ও মুখের চারিদিকে বলি-রেখা দেখা দিয়েছে। কপালের ওপর সেই আগেকার চূর্ণ কুন্তল আজকাল আর চোখে পড়ে না কারণ রুমাল দিয়ে সমস্ত মাথাটা ঢাকা। শুধু তা-ই নয়, ওর পোশাকে-আশাকে, কেশবিন্যাসে, আচরণেও আগেকার সেই মেয়েলি ছলাকলার চিহ্নমাত্র নেই। ওর মধ্যেই এই যে একটা অদলবদল ঘটেছে এবং নিরন্তরই ঘটে চলেছে, এটা দেখে নেখ্লিউদভ খুবই খুশি।

ওর প্রতি নেখ্লিউদভের এখন যে মনোভাব তেমন সে আগে কখনও উপলব্ধি করে নি। নেখ্লিউদভের এই উপলব্ধির সঙ্গে তার সেই প্রথম অনুরাগের কাব্যিক উচ্ছ্বাসের কোনো মিল ছিল না; পরের ধাপে যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ প্রেম এসেছিল তার সঙ্গে এর মিল ছিল আরো কম, এমন কি বিচারের পর কর্তব্য সমাপনের সন্তোষ ও সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘার বশে নেখ্লিউদভ যে কাতিউশাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে-উপলব্ধির সঙ্গেও এটা মেলে না। এটা ছিল নেহাৎই করুণা ও স্নেহপূর্ণ দরদের ভাব। প্রথম বার যখন নেখ্লিউদভ কাতিউশার সাক্ষাতলাভের জন্য জেলখানায় যায়, সে সময় এই ভাবটাই ছিল ওর মনে। আবার যখন সেই মেডিকেল এসিস্ট্যান্টের সঙ্গে

ব্যাপার (ব্যাপারটা যে একান্তই কল্পিত তা পরে ও জানতে পেরেছে) নিয়ে ওর হৃদয়ের উদ্গত জুগুপ্সা জয় করে ও কাতিউশাকে মার্জনা করে, তখন এই ভাবটাই নতুন শক্তিতে সে উপলব্ধি করে। সেই একই ভাব — তফাতটা কেবল এই যে তখন যা ছিল ক্ষণিকের, এখন সেটা হল চিরস্থায়ী। ওর সকল কাজে, সকল চিন্তায় এই স্নেহপূর্ণ দরদের ভাবটা প্রকাশ পেতে লাগল — কেবল কাতিউশার প্রতি নয়, সকলের প্রতি।

ভালোবাসা এত কাল নেখ্লিউদভের হৃদয়ে অবরুদ্ধ ছিল, বের হবার পথ পায় নি, এবার ওর সেই নিরুদ্ধ ভালোবাসা যেন বাঁধ ভেঙে মুক্তধারার মতো প্রবাহিত হল — যেখানে যারই সঙ্গে তার দেখা হয় তার প্রতি, সকলের প্রতি।

ওর সেই পথে চলার সূত্রে ও যাদেরই সংস্পর্শে এল, ভালোবাসার আবেগে ও সকলের প্রতি আচরণ করল সৌজন্যপূর্ণ সুবিবেচনার সঙ্গে। ওর সেই স্বতঃ-উৎসারিত সহৃদয়তা থেকে কেউ বঞ্চিত হল না, গাড়ির গাড়োয়ান ও কনভয়-সেনা থেকে শুরু করে, জেল-ইন্স্পেক্টর ও গভর্নর অবধি যাদের সঙ্গেই ওর কাজের সংযোগ — সকলের প্রতিই ওর সমব্যবহার।

মাস্লভা এখন রাজবন্দীদের মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ায়, তাদের অনেকের সঙ্গেই নেখ্লিউদভের এখন পরিচয় ঘটল। প্রথমে তাদের সঙ্গে ওর দেখা হয় ইয়েকাতেরিন্বুর্গে — সেখানে সকলকে রাখা হয়েছিল একটি বৃহদায়তন বন্দী-নিবাসে, মেলামেশার বেশ স্বাধীনতা ছিল সেখানে। তার পরেও পথে চলতে চলতে পরিচয় হয় পাঁচ জন পুরুষ ও চারজন মেয়ে রাজবন্দীদের সঙ্গে — মাস্লভা ছিল সেই দলের অন্তর্ভুক্ত। নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এই রাজবন্দীদের নিকট সংস্পর্শে আসার পর থেকে তাদের সম্পর্কে নেখ্লিউদভের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটল।

রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই এবং বিশেষ করে পহেলা মার্চ তারিখে দ্বিতীয় আলেকজান্দারের প্রাণনাশের পর থেকে, নেখ্লিউদভ বিপ্লবীদের প্রতি একটা বিরূপতা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করে এসেছে। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে বিপ্লবীরা যে গোপনীয়তা ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিত, বিশেষ করে খুনখারাবির ব্যাপারে, তা ওর খুবই জঘন্য মনে হত। তা ছাড়া বিপ্লবীদের প্রচণ্ড অহমিকার ভাব ওর কিছুতেই বরদাস্ত হত না। কিন্তু ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশার পর এবং সরকারের হাতে ওরা কী ভাবে বিনা দোষে লাঞ্ছিত নিগৃহীত হয়েছে —

এসব শোনার পর, নেখ্‌লিউদভ বুঝেছে বিপ্লবীদের আর অন্য বিকল্প ছিল না, ঘটনাচক্রে তাদের যেমন হবার তারা তাই হয়েছে।

তথাকথিত ফৌজদারী বন্দীদের যে-যন্ত্রণা সইতে হয় তা অনেক সময় অর্থহীন ও ভয়ংকর হলেও, তাদের প্রতি দণ্ডাদেশ দেবার আগে ও পরেও বাহ্যত অন্তত পক্ষে একটা বিচারের প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাজবন্দীদের ক্ষেত্রে এই লোক-দেখানো বিচার ব্যবস্থারও বালাই ছিল না, যেমন নেখ্‌লিউদভ লক্ষ্য করেছে শুস্তভার বেলায় এবং পরে ওর নব-পরিচিত রাজবন্দীদের আরো অনেকের বেলায়। জালে যখন মাছ পড়ে, জেলে জাল টেনে তোলে ডাঙায়, বড় বড় মাছ বেছে বেছে আলাদা রাখে আর চুনো পুঁটিগুলো ডাঙায় খাবি খেতে খেতে মরে — সেদিকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না। রাজবন্দীদের বেলা ঠিক তেমনি হয়, পুলিশ তাদের ধরপাকড় করে শ'য়ে শ'য়ে। তাদের অনেকেই নির্দোষ, এমন কি সরকারের পক্ষে নিরাপদ হলেও সরকার তাদের জেলখানায় পুরে রেখে দেয় বছরের পর বছর — সেখানে কেউ কেউ ক্ষয়রোগে মারা পড়ে, কেউ পাগল হয়ে যায়, কেউ কেউ আত্মহত্যা করে। জেলে ফেলে রাখে একমাত্র এই জন্যে যে তাদের খালাস করার মতো কোনো অজুহাত পাওয়া যায় না, বরঞ্চ হাতের কাছে, জেলের ভেতরে থাকলে জেরা জবরদস্তি করে হয়তো প্রয়োজনীয় খোঁজখবর দোহন করা যেতে পারে। যাদের এ ভাবে জেলে ফেলে রাখে তাদের অনেকে সরকারের চোখেও সম্পূর্ণ নির্দোষ, কিন্তু এদের মুক্তি লাভ অনেক সময় নির্ভর করে কোনো পুলিশ অফিসার অথবা গোয়েন্দা, কোনো পাবলিক প্রসিকিউটর অথবা ম্যাজিস্ট্রেট, কোনো গভর্নর অথবা মিনিস্টরের মন মেজাজ, খেয়ালখুশি অথবা ছুটি ছাটার ওপর। এদের মধ্যে কারো যদি একঘেয়ে লাগে অথবা কেউ যদি নাম কিনতে চায়, তাহলে হয়তো ধরপাকড় করে, কিছু লোক জেলে পোরে অথবা খালাস করে দেয়, নিজেদের কিম্বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের খামখেয়াল চরিতার্থ করার জন্য। উচ্চতর কর্তৃপক্ষও অনুরূপ কারণে কিংবা কোনো মন্ত্রীর সঙ্গে তার কী সম্পর্ক সেটা বিবেচনা করে কাউকে নির্বাসনে পাঠায় পৃথিবীর অন্য প্রান্তে, কাউকে রাখে নির্জন কারাবাসে, কাউকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে সাইবেরিয়ায় পাঠায়, কাউকে দেয় ফাঁসিকাঠে লটকে, কাউকে আবার খালাস করে দেয় কোনো মহিলার অনুরোধক্রমে।

সরকার বিপ্লবীদের প্রতিহত করতে চাইল যুদ্ধের ভিত্তিতে, তাই স্বাভাবিক ভাবে ওরাও চাইল প্রতিপক্ষের হাতিয়ার দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল

করতে। সামরিক বাহিনীর লোকজন জনমতের এমন একটা পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করে যার ফলে তাদের নিজেদের দুষ্কর্ম তাদের চোখেই পড়ে না,. শুধু তাই-ই নয়, তাদের ঐ সমস্ত কার্য কীর্তি রূপে উপস্থাপিত হয়। রাজনীতিক অপরাধীদের বেলাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। যে-হেতু এরাও দলের লোকজনের গড়া একটা মতের পরিমণ্ডলের .মধ্যে বাস করত সেই হেতু তারা যখন নিজেদের স্বাধীনতা ও জীবন বিপন্ন করে, মানুষের যা কিছু প্রিয়, সে-সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, সমূহ বিপদের মুখোমুখি হয়ে কেবল মতবাদের খাতিরে নৃশংস কোনো কাজ করত, তাদের কৃতকর্ম যতই বীভৎস হোক না কেন, তাদের নিজেদের কাছে কিন্তু দুষ্কর্ম না হয়ে গৌরবজনক বলেই মনে হত। নেখ্লিউদভ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল রাজবন্দীদের মধ্যে নিরীহ কোমল স্বভাবের কিছু লোক আছে, যারা প্রাণীমাত্রের দুঃখকষ্ট পর্যন্ত দেখে সহ্য করতে পারে না — তাদের উপর আঘাত হানা তো দূরের কথা, অথচ তারাই কিন্তু শান্ত ভাবে নর হত্যায় প্রবৃত্ত হতে প্রস্তুত। তাদের প্রায় সকলেই মনে করে আত্মরক্ষার জন্য এবং বিপ্লবী মতবাদের চরম লক্ষ্য অর্থাৎ সর্বসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য, নরহত্যা কেবল আইনসিদ্ধ নয় — ন্যায়সংগত। এখন ওর মনে হল দলমত একটা যে আবহ সৃষ্টি করে তারই ফলে এই রকম মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়। সরকার বিপ্লবীদের কার্যকলাপের ওপর যে-গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং যতখানি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাদের প্রতি শাস্তি বিধান করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই বিপ্লবীরা তাদের কার্যকলাপের প্রতি ও তাদের নিজেদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। নিজেদের সম্বন্ধে একটা অতি উচ্চ ধারণা না থাকলে সরকার তাদের প্রতি যত রকম শাস্তির বিধান করেছে তা বহন করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হত।

কাছে থেকে ওদের জানতে পেরে নেখ্লিউদভ দৃঢ় নিশ্চিত হল লোকে তাদের যে নিছক দুষ্কৃতকারী বলে মনে করে — সেটা যেমন ভুল, তেমনি তারা যে সম্পূর্ণ আদর্শ পুরুষ সেটাও ভুল। এরা সকলেই সাধারণ মানুষ — যাদের মধ্যে কিছু লোক ভালো, কিছু মাঝারি এবং কিছু লোক মন্দ।

এদের মধ্যে কিছু লোক বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছে যেহেতু তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সমাজে যে অন্যায় অবিচার আছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তাদের কর্তব্য। আবার কিছু লোক বিপ্লবী হয়েছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি কিংবা উচ্চাশা চরিতার্থ করতে। কিন্তু এদের গরিষ্ঠসংখ্যক লোক

বিপ্লবী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে যেহেতু তারা বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়, ঝুঁকি নিতে চায়, প্রাণ নিয়ে খেলা করতে চায়। সেনা দলে থাকাকালে নেখ্লিউদভ স্বয়ং দেখেছে তরুণ বয়সে, প্রাণের প্রাচুর্যবশত নিতান্ত সাধারণ মানুষও দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে চায় — এটা তরুণ বয়সের ধর্ম, অনন্যসাধারণ কিছু নয়। কিন্তু সাধারণ আর পাঁচজনের সঙ্গে একটা জায়গায় তাদের মস্ত একটা তফাত আছে — এই সব বিপ্লবী তরুণদের নৈতিক আদর্শ খুবই উঁচু। কেবল যে আত্মসংযম, কৃচ্ছ্রসাধন, সত্যবাদিতা ও নিঃস্বার্থপরতা তারা নিজেদের জীবনচর্যার অঙ্গাঙ্গী করে নিত এমন নয়, দলের আদর্শের খাতিরে তারা তাদের সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করত না। সুতরাং তাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যারা, তারা নৈতিক আদর্শের এমন একটি শিখরে গিয়ে পৌঁছত যেখানে খুব কম লোকই পৌঁছতে পারে। আবার তাদের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ যারা, তারা ছিল সাধারণ মানুষেরও অনেক নীচু স্তরের মানুষ — তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী অথচ আত্মবিশ্বাসী ও গর্বোদ্ধত। সুতরাং নেখ্লিউদভ তার নব-পরিচিতদের কাউকে কাউকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করতে এমন কি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেও শিখতে লাগল, বাদবাকিদের প্রতি তার যে মনোভাব, সেটাকে ঔদাসীন্য বললেও কম বলা হয়।

৬

নেখ্লিউদভের বিশেষ ভাবে ভালো লেগেছিল যক্ষ্মারোগগ্রস্ত একজন যুবককে — নাম তার ক্রিল্‌ৎসভ। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এই রাজবন্দীটি ছিল মাস্‌লভার সমদলভুক্ত। ইয়েকাতেরিন্‌বুর্গেই ওর সঙ্গে নেখ্লিউদভের প্রথম পরিচয়, তারপর বেশ কয়েকবার রাস্তা চলতে চলতে ওর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। গ্রীষ্মকালে একটা বিরতি-শিবিরে ওদের একটা প্রায় পুরো দিন কাটে একসঙ্গে। ক্রিল্‌ৎসভই আলাপটা শুরু করে নিজের কথা বলতে গিয়ে, কেমন করে ও বিপ্লবী দলে যোগ দেয় সেই কথাটা নেখ্লিউদভকে বোঝাতে গিয়ে। জেলে যাবার আগে পর্যন্ত তার জীবনের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। যখন ও নেহাৎই শিশু ওর বাবা মারা যান, বাবা ছিলেন দক্ষিণ রাশিয়ার এক

বিস্তীর্ণ জমিদারীর মালিক এবং ও ছিল তাঁর একমাত্র ছেলে। মা ওকে মানুষ করেন। স্কুলে ইউনিভার্সিটিতে ও ভালো ছাত্র ছিল, পাঠ্যবস্তু অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারত। ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষায় গণিতের ছাত্রদের মধ্যে ও সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। ইউনিভার্সিটি ওকে বৃত্তি দিয়ে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্যে পাঠাতে চেয়েছিল। ও নিজেই মনস্থির করতে গিয়ে একটু দেরি করে ফেলে। তখন ও প্রেমে পড়েছে, বিয়ের কথা ভাবছে, আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদে যোগ দেবে কি না ভাবছে। সব কিছুতেই ও হাত লাগাতে চায় বলে, ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না কোন্ পথটা ও বেছে নেবে। ইত্যবসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সতীর্থদের কয়েক জন ওকে ধরে বসে একটা কোনো জনহিতকর কাজে মোটা চাঁদা দেবার জন্যে। ও ঠিকই বুঝেছিল যে টাকাটা ওরা চেয়েছিল বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য। তখন যদিচ সে-ব্যাপারে ওর লেশমাত্র আগ্রহ ছিল না, খানিকটা বন্ধুত্বের খাতিরে এবং পাছে বন্ধুরা ওকে ভীরু মনে করে — খানিকটা এই অহমিকাবশত প্রার্থিত চাঁদাটা ও দিয়ে দেয়। টাকাটা যারা নিয়েছিল তারা যখন ধরা পড়ল, কাগজপত্র দৃষ্টে পুলিশ অকাট্য প্রমাণ পেল টাকাটা দিয়েছিল ক্রিল্ৎসভ। গ্রেফতার করে প্রথম ওকে থানায় নিয়ে যায় এবং তার পর জেলে।

ক্রিল্ৎসভ ছিল ওর উঁচু তক্তা বিছানাটাতে বসে, দুই হাঁটুর ওপর দুই কনুই রেখে। বুকখানা ওর বসে গেছে, ওর সুন্দর দুটি চোখ এমন জ্বল্‌জ্বল্ করছে, দেখলে মনে হয় ওর শরীরে হয়তো জ্বরের তাপ আছে। নেখ্লিউদভকে উদ্দেশ করে বলছিল:

'যে জেলটাতে আমাদের রেখেছিল সেখানে অত কড়াকড়ি ব্যবস্থা ছিল না বলে দেওয়ালে টোকা দেওয়া ছাড়া অন্য উপায়েও আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারতাম। করিডরে হাঁটা চলার বারণ ছিল না বলে নিজেদের মধ্যে খাবার জিনিস ও তামাকও দেওয়া-নেওয়া হত, এমন কি সন্ধেবেলা আমরা এক যোগে সমবেত গানও গাইতাম। আমার গানের গলাটা ভালো ছিল। হ্যাঁ, মায়ের কথা ভেবে দুঃখ হত বৈকি, কারণ আমার জেল হওয়াতে মা খুব কষ্টে থাকতেন। তা না হলে কিছু খারাপ তো লাগতই না, বরঞ্চ বলা যায় খুশিতেই ছিলাম। সেখানেই প্রখ্যাত পেত্রোভের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, পরে তিনি পিটার্সবুর্গের দুর্গ-কারাগারে কাচের টুকরো দিয়ে ধমনী কেটে আত্মহত্যা করেছিলেন। আরো কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তখনো আমি অবশ্য বিপ্লবীদের দলে নাম লেখাই নি।

আমার কারা-কুঠুরীতে যে-দু'জন প্রতিবেশী ছিল তাদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। একই ব্যাপারের সূত্রে উভয়ে ধরা পড়েছিল, গ্রেফতারের সময় ওদের পকেটে পাওয়া গিয়েছিল পোলিশ জাতির স্বাতন্ত্র্য-সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র। রেল স্টেশনে যাবার পথে কনভয় থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল বলে ওদের বিচার হয়। ওদের মধ্যে একজন ছিল পোল — নাম লোজিন্স্কি, আর অন্যজন ছিল ইহুদি — নাম রজোভ্স্কি। এই রজোভ্স্কি ছিল নিতান্তই বালক — বলত ওর সতেরো বছর বয়স, দেখাত যেন পনেরো। রোগা, ছোটখাটো, ছটফটে ও কাজে পটু, জ্বল্জ্বল্ করত কালো দুটি চোখ, আর অধিকাংশ ইহুদির মতো সঙ্গীতপ্রবণ ছিল। তখন ওর স্বরভঙ্গের বয়স, তবুও গাইত চমৎকার। হ্যাঁ আমার সামনেই সকালবেলা ওদের দু'জনকে বিচারের জন্যে আদালতে নিয়ে গেল। সন্ধেবেলা ফিরে এসে বলল ওরা, ওদের ওপর প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল হয়েছে। কেউ ভাবে নি এমনটা হতে পারে। ওদের মামলার কী-ই বা গুরুত্ব? — কনভয় ছেড়ে পালাতে চেয়েছিল, এইমাত্র। কাউকে আঘাত পর্যন্ত করে নি। তা ছাড়া রজোভ্স্কির মতো নিতান্ত বালককে ফাঁসি দেওয়া — সে তো খুবই অস্বাভাবিক হবে। তাই আমরা যারা জেলে ছিলাম আলাপ-আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে আদালত নিশ্চয় ওদের ভয় দেখিয়েছে। দণ্ডাজ্ঞা নিশ্চয় পাকাপাকি ভাবে স্বীকৃত হবে না। প্রথমে বেশ চাঞ্চল্য হয়েছিল, পরে আমরা নিজেদের প্রবোধ দিলাম। জীবনযাত্রা যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

'হ্যাঁ, তারপর একদিন সন্ধেবেলা প্রহরী এসে দাঁড়াল আমার দরজার কাছে, খুব যেন রহস্য করে বলল, ছুতোর মিস্ত্রিরা এসে ফাঁসিকাঠ তৈরি করতে লেগেছে। প্রথমটা আমি বুঝতে পারি নি। কী ব্যাপার? ফাঁসিকাঠ কেন? কিন্তু বৃদ্ধ প্রহরী এত উত্তেজিত ছিল যে তার দিকে তাকিয়ে আমার বুঝতে বাকি রইল না, তৈরি হচ্ছে আমাদের এই দুটির জন্যে। আমি দেওয়ালে টোকা দিয়ে আর আর সবাইকে খবরটা দিতে গিয়ে থমকে থেমে গেলাম। ভয় হল ওরা যদি শুনতে পায়! জেলের সঙ্গীরাও সব চুপচাপ। বুঝলাম খবরটা সকলের জানাজানি হয়ে গেছে। সেদিন সন্ধেবেলা করিডরে, কারা-কুঠুরীতে মৃত্যুর স্তব্ধতা। দেওয়ালে টোকা নেই, গলায় গান নেই। রাত দশটায় প্রহরী আবার একবার এসে বলে গেল, মস্কো থেকে জল্লাদ এসে গেছে। খবরটা দিয়ে সে সরে গেল। আমি ওকে ফেরার জন্য ডাকতে লাগলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম করিডরের অপর দিক থেকে রজোভ্স্কি চেঁচিয়ে আমাকে বলছে:

'কী ব্যাপার? ওকে ডাকছেন কেন?'

প্রহরীর সিগারেট পাকাবার তামাক আনার কথা ছিল — এইরকম কী একটা যেন আমি জবাব দিলাম। কিন্তু ও যেন বুঝতে পেরেছে, আবার আমায় জিজ্ঞেস করল:

'আজ রাতে কেন গান গাইলাম না আমরা? কেন দেওয়ালে টোকা দিল না কেউ?'

আমি কী যে জবাব দিয়েছিলাম, এখন আমার আর মনে নেই, মনে আছে দু-চার পা পিছু হটে গিয়েছিলাম যাতে ওর সঙ্গে কথা আর না বলতে হয়। হ্যাঁ, সে এক নিদারুণ রাত। প্রত্যেকটি শব্দ শোনবার জন্যে আমি কান পেতে রইলাম। হঠাৎ ভোরের দিকে করিডরের দরজাগুলো খোলার শব্দ কানে এল। তারপর পায়ের শব্দ, একজনের নয়, একাধিক লোকের পায়ের শব্দ। আমার দরজার ঘুলঘুলিটাতে চোখ রাখলাম। করিডরে একটা বাতি জ্বলছে। সর্বপ্রথম যেতে দেখলাম জেল-ইন্‌স্পেক্টরকে। মোটাসোটা মানুষ, হাবভাব দেখে মনে হত সংকল্পে দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ী অফিসার। কিন্তু এখন তাঁকে দেখে চেনা যায় না — মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে, মাথাটা নীচু করে যেন ভয়ে ভয়ে চলেছেন। তার পর এল তাঁর এসিস্ট্যাণ্ট্ — মুখখানা মলিন কিন্তু ঠোঁটে দৃঢ়সংকল্প; এবং সব শেষে এল ভারী বুটের শব্দ করে, একসঙ্গে পা ফেলে কয়েকজন সৈনিক। ওরা আমার দরজাটা পেরিয়ে গিয়ে পরের দরজাটার সামনে দাঁড়াল। এসিস্ট্যাণ্ট্ অদ্ভুত গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'লোজিন্‌স্কি, উঠে পড়ো। পরিষ্কার কাপড় পরে নাও।'

তারপর দরজা খোলার শব্দ হল। ওরা কারাকক্ষে ঢুকল। তারপর লোজিন্‌স্কির পায়ের শব্দ শোনা গেল — করিডরের অপর দিকে চলেছে। ঘুলঘুলি দিয়ে আমি কেবল দেখতে পাচ্ছিলাম ইন্‌স্পেক্টরের মুখখানা। বিবর্ণ হয়ে গেছে মুখখানা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোটের বোতাম একবার খুলছেন, একবার লাগাচ্ছেন, ক্রমাগত ঘাড়টা ঝাঁকানি দিচ্ছেন। হ্যাঁ, তারপর কী কারণে যেন ভয় পেয়ে দু-এক পা সরে গেলেন। পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল লোজিন্‌স্কি, এসে আমার দরজার সামনে দাঁড়াল। ভারি সুদর্শন যুবক, আপনি তো জানেন সদ্বংশীয় পোলিশ যুবকেরা যেমন হয় — সোজা চওড়া কপাল, একমাথা হালকা রঙের কোঁকড়া চুল যেন টুপির মতো বসানো, আর সুন্দর একজোড়া নীল চোখ। প্রস্ফুটিত ফুলের মতো তাজা ও স্বাস্থ্যবান। আমার ঘুলঘুলিটার সামনে দাঁড়াতে ওর পুরো মুখের আদলটা

আমি দেখতে পেলাম। ভয়ঙ্কর শুকনো বিবর্ণ হয়ে গেছে ওর মুখখানা, বলল:

'ফ্রিল্‌ৎসভ, সিগারেট আছে?'

কয়েকটা সিগারেট আমি ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে ওকে দিতে চাইলাম, কিন্তু এসিস্ট্যাণ্ট্ যেন পাছে দেরি হয়ে যায় এই আশঙ্কায় নিজের সিগারেট-কেসটা বের করে ওর হাতে দিলেন। ও একটি সিগারেট মুখে নিতে, এসিস্ট্যাণ্ট্ দেশলাই ধরিয়ে ওর মুখের সামনে ধরলেন। সিগারেট ধরিয়ে কী যেন সব ভাবল কিছুক্ষণ, তার পর হঠাৎ কথাটা যেন ওর মনে পড়ে গেছে এমনি ভাব করে বলল:

'এটা খুবই নিষ্ঠুর, খুবই অন্যায়। আমি কোনো অপরাধ করি নি, আমি...'

আমি দেখলাম ওর সাদা ধবধবে সুঠাম গলার ভিতর কী যেন একটা কাঁপতে লাগল। আমি একদৃষ্টে দেখতে লাগলাম, চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলাম না। ও চুপ করে রইল। ঠিক সেই মুহূর্তে রজোভ্‌স্কির চীৎকার শুনলাম, ইহুদিদের স্বভাব-অনুযায়ী গলার পর্দা চড়িয়ে কী যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে। লোজিন্‌স্কি পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আমার দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। আমার ঘুলঘুলিতে দেখা গেল রজোভ্‌স্কির মুখখানা। ওর শিশুসুলভ সরল মুখ, স্বচ্ছ দুটি কালো চোখ — রাঙা টুকটুকে মুখখানা চোখের জলে ভিজে গেছে। ওর পরনেও পরিষ্কার এক প্রস্থ পোশাক — পাজামাটা একটু বেশি চওড়া বলে ক্রমাগত সেটা ওপরে টেনে টেনে কোমরে গুঁজছে ও থরথর করে কাঁপছে। ওর সেই করুণ মুখখানি আমার দরজার ঘুলঘুলির সামনে এনে রজোভ্‌স্কি বলল:

'আনাতোলি পেত্রোভিচ, আপনি তো জানেন আমার শরীরটা ভালো নয়। ডাক্তার আমায় একটা কফ মিক্‌শ্চার খেতে বলেছেন, নয় কী? আমি ওই মিকশ্চার আরো একটু খেতে চাই।'

কেউ কিছু বলল না। একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, তারপর ইন্‌স্পেক্টরের দিকে। ও যে কী আমায় বলতে চেয়েছিল আজো আমি বুঝে উঠতে পারি নি। হ্যাঁ। হঠাৎ এসিস্ট্যাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর তাঁর মুখের ভাবটা কঠিন করে কেমন যেন নাকি সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'এসব কী তামাশা? এবার এগিয়ে যেতে হয়।'

মনে হল ওর জন্যে কী যে অপেক্ষা করে আছে সেটুকু রজোভ্‌স্কির বোঝবার ক্ষমতা নেই। করিডরে দ্রুত পা ফেলে, এক প্রকার দৌড়তে

দৌড়তে, ও সবার আগে এগিয়ে চলল। কিন্তু তারপর ও পিছিয়ে আসতে চেয়েছিল। আমি শ্নতে পাচ্ছিলাম ওর তীক্ষ্ম চীৎকার ও কান্না। তারপর অনেকগ্নলো পায়ের শব্দ ও একটা হট্টগোল, রজোভ্স্কি তখনো চীৎকারের ফাঁকে ফাঁকে ফ্ঁপিয়ে ফ্ঁপিয়ে কাঁদছে। ক্রমে সব শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল, অবশেষে ঝন্ঝন্ শব্দে লোহার ফাটক বন্ধ হয়ে গেল। তারপর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ...হ্যাঁ, ওদের ফাঁসি দেওয়া হয়, গলায় দড়ি দিয়ে শ্বাসরোধ করে মারা হয়। আর একজন প্রহরী সব ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছিল, সে এসে আমায় জানিয়েছিল লোজিন্স্কি বাধা দেয় নি, কিন্তু রজোভ্স্কি লড়াই করেছিল অনেকক্ষণ ধরে, শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগে তাকে ফাঁসির মঞ্চে চড়ানো হয় ও জোর করে মাথাটা ঢোকাতে হয় ফাঁসের মধ্যে। হ্যাঁ। এই প্রহরীটির ব্দ্ধিটা একটু কম, সে আমায় বলেছিল:

'ওরা বলেছিল ফাঁসি দেখাটা খ্ব ভয়ের। কিন্তু আমি তো কর্তা ভয়ের কিছ্ন দেখলাম না। ঝুলছে যখন দ্'বার মাত্র কাঁধদ্টো এই ভাবে ঝাঁকাল (ও নিজেই দেখাল কী ভাবে ম্ত্যুর আক্ষেপে কাঁধদ্টো ওঠা নামা করে) তারপর জল্লাদ ফাঁসটাকে শক্ত করার জন্য একটু টান দিতেই সব খতম, নড়াচড়া সব বন্ধ হয়ে গেল।'

প্রহরীর সেই 'ভয়ের কিছ্ন দেখলাম না' কথাটা প্নরাব্‌ত্তি করে ক্রিল্ৎসভ একটু হাসবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হাসতে গিয়ে ফ্ঁপিয়ে ফ্ঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর অনেকক্ষণ ও চুপ করে রইল, ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস নিতে লাগল, ওর উদ্গত কান্নাটা দমন করার জন্য ঢোক গিলল।

একটু শান্ত হবার পর বলল:

'সেই তখন থেকে আমি বিপ্লবী হলাম। হ্যাঁ...'

তারপরে ওর কী ঘটল খ্ব সংক্ষেপেই বলল।

যোগ দিয়েছিল, 'নারোদ্নায়া ভোলিয়া' পার্টিতে, সরকারের শাসন-ব্যবস্থা বানচাল করার জন্য, দেশময় বিশ্ংখলা স্ষ্টির দায়িত্ব ছিল যে-দলটার ওপর, ক্রিল্ৎসভ ছিল তার দলপতি। ওদের কাজ ছিল সরকারী কর্মচারীদের মনে এমন একটা সন্ত্রাস সঞ্চার করা, যাতে সরকার নিজে থেকে জনগণের হাতে তাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওকে ঘ্রে বেড়াতে হত — কখনো পিটার্সব্র্গে, কখনো কিয়েভে, কখনো বা ওদেসাতে — এমন কি বিদেশেও; সর্বত্রই ও সাফল্য অর্জন করে। যার প্রতি ওর প্র্ণ আস্থা ছিল সেইরকম একজন পার্টির লোক ওকে ধরিয়ে

দেয়। গ্রেফতার হবার পর ওর বিচার হয়, তারপর জেলে দুটো বছর কেটে যাবার পরে ওর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়, পরে সে আদেশ মকুব করে ওকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে সাইবেরিয়া পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

জেলে থাকতেই ওকে যক্ষ্মারোগে ধরে। বর্তমানে ও যেমন পরিবেশে ও যে-অবস্থায় আছে তাতে মনে হয় আর কয়েক মাস মাত্র ওর আয়ু। ও নিজেও সেকথা জানে, কিন্তু তা নিয়ে ওর কোনো দুঃখ নেই; ও বলে আবার যদি একটা জীবন পায় সে-জীবন ও এই একই কাজে লাগাবে, অর্থাৎ যে-সমাজ ব্যবস্থায় এত শত অন্যায় অবিচার সম্ভব সেই সমাজব্যবস্থা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে।

এই লোকটির আত্মকাহিনী শুনে ও তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পেরে নেখ্‌লিউদভ অনেক কথা বুঝতে পারল যা ইতিপূর্বে ও জানতেও পারে নি।

৭

বিরতি-শিবিরে যেদিন সেই শিশুটিকে নিয়ে কনভয়-অফিসারের সঙ্গে কয়েদীদের বচসা হয়, সেদিন নেখ্‌লিউদভের ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। আগের রাতটা ও কাটিয়েছিল গ্রামের সরাইখানায়। ঘুম থেকে উঠে একাধিক চিঠি লিখতে ওকে বেশ একটু সময় দিতে হয়, পরবর্তী প্রদেশের সদরে চিঠিগুলো ডাকে রওনা করিয়ে দিতে হবে। সরাইখানা থেকে বেরোতে ওর দেরি হয়ে যাবার ফলে অন্য বারের মতো পদযাত্রী দলটাকে রাস্তায় ধরে ফেলা ওর সম্ভবপর হয় নি। পরবর্তী বিরতি-শিবিরটা যে-গ্রামে বসাবার কথা, সে গ্রামে পৌঁছতে ওর প্রায় সন্ধে হয়ে গেল।

নতুন গ্রামের সরাইখানার মালিকানী এক বিধবা বয়স্কা মহিলা, তার সাদা ধবধবে ঘাড়খানা চোখে পড়ার মতো মেদবহুল। সরাইয়ে এসেই নেখ্‌লিউদভ শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা-হাত-পা মুছে নিল, তারপর অনেক বিগ্রহ ও ছাপা ছবি দিয়ে শোভিত একটি পরিষ্কার কামরায় বসে চা পান করল। তারপর কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়ল, অফিসারকে বলে কয়ে যদি বিরতি-শিবিরে কাতিউশার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলা যায়।

ইতিপূর্বে যে-কয়টি বিরতি-শিবির পেরিয়ে এসেছে তার একটাতেও নেখ্‌লিউদভ সাক্ষাতের অনুমতি পায় নি। যদিচ শিবিরে শিবিরে অফিসার ও কনভয় বদল হয়েছে, অফিসারই নেখ্‌লিউদভকে অনুমতি দেয় নি। ফলে এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গেল কাতিউশার সঙ্গে ওর দেখাই হয় নি। এত কড়াকড়ি করার কারণটা পরে জানা গেল: একজন জেল-বিভাগের বড়কর্তা বুঝি সে-সময় ওই অঞ্চলে সফররত। তিনি কিন্তু কয়েদীদের দল না দেখেই সফর সেরে ফিরে গেছেন তাঁর হেড কোয়াটার্সে। তাই নেখ্‌লিউদভের খুবই আশা, আজ প্রাতে যে-অফিসার কয়েদীদের দলের ভার গ্রহণ করেছেন, তিনি নিশ্চয় অন্য অফিসারদের মতো সাক্ষাতের অনুমতি দেবেন।

সরাইখানার মালিকানী নেখ্‌লিউদভকে তাঁর ঘোড়-গাড়িটা দিতে চেয়েছিলেন কারণ বিরতি-শিবিরটা গ্রামের একেবারে অপর প্রান্তে। কিন্তু নেখ্‌লিউদভের পায় হেঁটে চলাটাই পছন্দ। হাঁটু অবধি উঁচু বুট পরা, চওড়া কাঁধ, তরুণ মহারথীর মতো চেহারা, এক দিনমজুর নেখ্‌লিউদভকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। লোকটার উঁচু বুটজোড়া চকচকে ঝকঝকে করেছে কিছুক্ষণ আগে তরল আলকাতরা লাগিয়ে, এখনো তীব্র গন্ধ ছাড়ছে।

সারা আকাশ ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন, রাস্তাটা এমনি অন্ধকার যে যদিও পথপ্রদর্শক মাত্র তিন পা এগিয়ে চলেছে, তবু নেখ্‌লিউদভ তার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে অবশ্য রাস্তার দু'ধারের বাড়িঘরের জানালা থেকে কদাচিৎ সামান্য আলো ঠিকরে পড়ছে রাস্তায়। রাস্তা বলতে তো বৃষ্টিতে ভিজে কাদা হয়ে যাওয়া এঁটেল মাটি — কোথাও কোথাও বেশ গভীর। সেই কাদায় পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বুটজোড়া যে ক্যাঁচকোঁচ করছিল তারি শব্দ অনুসরণ করে নেখ্‌লিউদভ চলতে লাগল।

গির্জার সামনের খোলা জায়গাটা পেরিয়ে ওরা এবার পা দিল বড় রাস্তায়। এখানে রাস্তার দু'পাশে সারি সারি আলো-ঝলমলে জানালা, কিন্তু কয়েক পা এগোতেই ওরা পৌঁছল গ্রামের প্রান্তে। সে জায়গাটা মিশমিশে কালো। রাস্তা চলতে চলতে অন্ধকারটা অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর দেখা গেল, কুয়াশার অন্ধকার ভেদ করে লালচে রঙের আলোর বিন্দু যেন অল্পে অল্পে ফুটে উঠছে। এ-সব আলো বন্দী শিবিরের বাতি থেকে আসছে। আরো কাছে আসতে বাতিগুলো নজরে পড়ল, তারপর সূচিমুখ গোঁজ-লাগানো কাঠের খুঁটির বেড়া, রাইফেল হাতে টহলদার শান্ত্রী, সাদা-কালো ডোরা দিয়ে রঙ করা একটা স্তম্ভ, শান্ত্রীর ঘর ইত্যাদি...।

শান্ত্রী তার অভ্যাস মতো হাঁক ছাড়ল:

'হ্কুমদার!'

অচেনা অজানা মুখ দেখে খুব কড়াক্কড়ি করতে লাগল, খুঁটোর বেড়ার সামনে দাঁড়াতে দিতেও চায় না। কিন্তু নেখ্‌লিউদভের সঙ্গীটি হ্মকিতে ভড়কে যাবার পাত্র নয়, বলল:

'আহা বাছাধন, অত চটছো কেন? ভেতরে গিয়ে তোমার মুনিবকে একটু ঠেলে তোলো। ততক্ষণ আমরা না হয় এখানে দাঁড়িয়ে থাকব।'

শান্ত্রী কোনো জবাব না দিয়ে, ভিতরের গেট্‌টার দিকে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলল, তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সেই চওড়া কাঁধ শা-জোয়ান লোকটা বাতির আলোয় একটা কাঠের টুকরো দিয়ে নেখ্‌লিউদভের বুট থেকে এঁটেল মাটির কাদা চেঁচে পরিষ্কার করতে লেগেছে। খুঁটোর বেড়ার ওদিক থেকে পুরুষ ও মেয়েদের গলার একটা মিশ্রিত গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। মিনিট তিনেকের মধ্যে হুড়কো থেকে একটা শেকল খোলার শব্দ এল, কাঁধে একটা গ্রেট কোট চাপিয়ে অন্ধকার থেকে বাতির আলোর কাছে বেরিয়ে এল একজন সার্জেণ্ট, জিজ্ঞেস করল কী চাই।

সার্জেণ্ট শান্ত্রীর মতন কড়া মেজাজের লোক না, কিন্তু খুবই ওর কৌতূহল। জানতে চাইল নেখ্‌লিউদভ ঠিক কী কারণে অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চায়, ওর নিজের কী পরিচয়। যেন গন্ধে গন্ধে টের পেয়েছে একটা বকশিস হাতানোর সম্ভাবনা আছে, তাই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায় না। নেখ্‌লিউদভ বলল অফিসারের সঙ্গে ওর একটা বিশেষ কাজ আছে এবং সার্জেণ্ট যদি ওর একটা চিরকুট নিয়ে গিয়ে অফিসারকে দেয়, তা হলে ওকে খুশি করে দেবে। সার্জেণ্ট চিরকুটটা নিয়ে, মাথাটা একটু নাড়িয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর আবার শেকল খোলার শব্দ শোনা গেল। একদল পসারিনী বেরিয়ে এল — ঝুড়ি, বাক্স, জগ, থলে প্রভৃতি বহন করে, পরস্পরের মধ্যে ওদের সাইবেরীয় টানে আলাপ করতে করতে। কেউ তারা চাষী-মেয়েদের পোশাকে আসে নি, সুসজ্জিত হয়ে এসেছে শহুরে পোশাক-আশাকে, গায়ে ওভারকোট, পশুলোমের কোট। ঘাগরাগুলো উঁচু করে কোমরে গোঁজা, মাথায় শালের টুকরো জড়ানো। বাতির আলোয় ওরা খুবই কৌতূহলী হয়ে নেখ্‌লিউদভ ও তার সঙ্গীটিকে নজর করতে লাগল। একজনের হাবভাব দেখে মনে হল চওড়া কাঁধওয়ালা জোয়ানটাকে দেখে

বেশ খুশি হয়েছে, আদর করে একচোট সাইবেরীয় গালাগালও দিল। বলল:

'ওরে বুনো ভূত। এখানে এয়েছিস কেন? শয়তানের খপ্পরে পড়তে সাধ হয়েছে বুঝি?'

যুবকটি জবাব দিল:

'আমি ভদ্রলোককে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলাম। তা তুমি এখানে কী নিয়ে এসেছিলে?'

'দুধের জিনিস। কাল সকালে আরো কিছু জোগান দিতে হবে।'

'রাত কাটানোর জন্যে ধরে রেখে দিল না?'

ছোকরা রগড় করে বলল।

মেয়েটি হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বলল:

'পোড়ারমুখো। মিথ্যুক কোথাকার! কিন্তু চলে এসো না কেন আমাদের সঙ্গে, গাঁ অবধি এগিয়ে দেবে?'

উত্তরে পথপ্রদর্শক কী যেন একটা কথা বলল যা শুনে কেবল পসারিনীরা নয়, শান্ত্রীও খুব হাসতে লাগল। নেখ্লিউদভের দিকে ফিরে পথপ্রদর্শক বলল:

'একা একা পথ চিনে ফিরতে পারবেন তো? হারিয়ে যাবেন না যেন।'

'পারব, পারব।'

'গির্জে পেরিয়ে যাবার পর দোতলা বাড়ি থেকে দ্বিতীয় বাড়িটাই সরাইখানা। ও হ্যাঁ, আমার এই লাঠিটা নিন।'

লাঠিটা পথপ্রদর্শকের মাথা থেকেও এক মাথা উঁচু। নেখ্লিউদভের হাতে লাঠিটা দিয়ে, মস্ত মস্ত ভারী ভারী বুট-জুতো দিয়ে কাদা ছপ ছপ করতে করতে সে পসারিনীর দলের সঙ্গে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কুয়াশার অন্ধকার ভেদ করে লোকটার ও তার সঙ্গিনীদের গলা ভেসে আসতে লাগল। আবার গেটের শেকলটা ঝন্ঝন্ করে উঠল, সার্জেণ্ট এসে ওকে সসম্ভ্রমে ডেকে নিয়ে গেল অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে।

৮

সাইবেরিয়া যাবার রাস্তায় কয়েদীদের রাত কাটাবার জন্য যতগুলি বিরতি-শিবির আছে, সবগুলিই একই ধাঁচে তৈরি। প্রত্যেক শিবিরের সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা বা প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ কাঠের খুঁটোর বেড়া দিয়ে

ঘেরা — খুঁটির সঙ্গে সূচিমুখ গোঁজ লাগানো। শিবিরে তিনটি বাড়ি — মাঝখানের বাড়িটাই সব চেয়ে বড়ো, এর প্রত্যেক জানালাতেই গরাদে লাগানো, এই বাড়ির বিভিন্ন অংশে থাকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কয়েদী। পাশের একটা বাড়ি কনভয়-সেনাদের জন্য নির্দিষ্ট — তারই উলটো দিকের অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়িটাতে থাকে শিবিরের অফিস ও কনভয়-অফিসার। প্রত্যেক বাড়ির জানালার শার্সিগুলি আলোকিত, বাইরে থেকে দেখলে এমন একটা ভুল ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে বাড়ির ভিতরটাতে কিছু আরামের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বাড়ির বারান্দায় বাতি জ্বলছে। ভিতরকার চত্বরটিও আলোকিত, কারণ চত্বরের দেওয়ালে পাঁচটি বাতি ঝুলছে। সার্জেণ্ট একটা পাতা তক্তার ওপর দিয়ে চত্বর অতিক্রম করে নেখ্লিউদভকে নিয়ে এল সবচেয়ে ছোট বাড়িটার বারান্দায়। তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় উঠে সার্জেণ্ট নেখ্লিউদভকে বসবার ঘরের প্রবেশ-পথে এগিয়ে যেতে বলল। সেখানেও একটি ছোট বাতি জ্বলছে — ধোঁয়ায় ভর্তি ঘরটা। নেখ্লিউদভ ঢুকে দেখল স্টোভের পাশে একজন কনভয়-সেনা দাঁড়িয়ে, পরনে মোটা শার্ট, গলায় টাই বাঁধা, কালো ট্রাউজার, একখানা হাই-বুট পরে অন্য বুটটাকে হাপরের মতো ব্যবহার করছে ঝুঁকে পড়ে সামোভারের আগুন উশ্কে দেবার জন্য। নেখ্লিউদভকে দেখে সেনাটি সামোভার রেখে এগিয়ে এসে ওর চামড়ার কোট খুলতে সাহায্য করল। তারপর চলে গেল ভিতরের কামরায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল:

'তিনি এসেছেন, স্যর।'

একটা রাগত গলায় হুকুম এল:

'ওঁকে আসতে বলো।'

সেনাটি এসে নেখ্লিউদভকে বলল:

'ওই দরজাটা দিয়ে ঢুকে পড়ুন।'

তারপর আবার সামোভারের জল গরম করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ঘরটাতে ঢুকে নেখ্লিউদভ দেখল ছাদ থেকে একটা বাতি ঝুলছে একটা চাদর পাতা খাবার টেবিলের ওপর। টেবিলের পাশে বসে আছেন কনভয়-অফিসার — লাল মুখ, গোঁপজোড়া হালকা রঙের, চওড়া বুকের ছাতি ও চওড়া কাঁধে আঁটো হয়ে বসা একখানা অস্ট্রিয়ান জ্যাকেট পরনে। টেবিলের ওপর তাঁর ডিনারের ভুক্তাবশেষ এবং দুটি বোতল। ঘরখানা বেশ গরম, হাওয়াতে কড়া তামাকের ও উগ্র কোনো শস্তা দামের এসেন্সের গন্ধ। নেখ্লিউদভকে দেখে অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং চোখে

একটি শ্লেষ ও সন্দেহের ভাব নিয়ে যেন নবাগতকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

'কী চান?' প্রশ্ন করে, জবাবের অপেক্ষা না করেই খোলা দরজা লক্ষ্য করে হাঁক দিলেন:

'বের্নোভ! সামোভার কখন্ তৈরি হবে শুনি?'

'এখ্খুনি!'

'তোমার 'এখ্খুনির' নিকুচি করেছে! এমন মজা দেখাব, সহজে ভুলবে না।'

অফিসার চোখ পাকিয়ে চেঁচালেন।

সেনাটিও চেঁচিয়ে বলল:

'আসছি স্যর!'

এই বলে সামোভার নিয়ে ঢুকল।

সেনাটি টেবিলে সামোভার না রাখা পর্যন্ত নেখ্লিউদভ অপেক্ষা করে রইল। অফিসার তাঁর কুটিল দুটি কুতকুতে চোখ দিয়ে প্রস্থানরত সেনাটিকে যেন অনুসরণ করলেন, যেন মনে হল ভাবছেন শরীরের ঠিক কোন অংশে পদাঘাত করলে লোকটা জব্দ হয়। সামোভার রাখা হলে অফিসার চা ভেজালেন, ট্রাভেলিং কেস থেকে ব্র্যান্ডি ভরতি একটা চৌকোনো ডিকাণ্টার ও এক প্যাকেট অ্যালবার্ট বিস্কুট বের করলেন। এই সব কিছু টেবিলের চাদরের ওপর সাজিয়ে আবার নেখ্লিউদভের দিকে ফিরে বললেন:

'হ্যাঁ, বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?'

আসন গ্রহণ না করেই নেখ্লিউদভ বলল:

'আমি একজন কয়েদীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাই।'

অফিসার বললেন:

'রাজবন্দী? আইনে নিষেধ আছে।'

নেখ্লিউদভ বলল:

'আমি যে-মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে চাই সে রাজবন্দী নয়।'

অফিসার বললেন:

'তা বেশ তো। বসুন।'

নেখ্লিউদভ এতক্ষণে বসল। বলল:

'সে রাজবন্দী না হলেও আমার অনুরোধে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তাকে রাজবন্দীদের সঙ্গেই থাকতে অনুমতি দিয়েছেন...'

অফিসার বাধা দিয়ে বললেন:

'ও বুঝেছি — কালো চুল, ছোটখাটো। হ্যাঁ, তা সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করা যাবে। সিগারেট খাবেন?'

এক প্যাকেট সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে অফিসার বেশ সতর্ক হয়ে দু'গ্লাস চা ঢাললেন, একটি নেখ্‌লিউদভের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন:

'নিন, একটু চা ইচ্ছা করুন।'

'ধন্যবাদ, আমি কিন্তু সাক্ষাত করতে...'

'রাত শেষ হতে এখন অনেক দেরি। দেখা করার সময় অনেক পাবেন। আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য আমি অর্ডার দিয়ে দেব।'

'কিন্তু তাকে ডেকে না পাঠিয়ে সে যেখানে আছে আমাকে সেখানে যেতে দিলেই তো পারেন?'

'রাজবন্দীদের ওখানে? সে হয় না, আইনে বারণ।'

'ইতিপূর্বে বেশ কয়েক বার ওদের মধ্যে গিয়ে আমায় দেখা করতে দেওয়া হয়েছে। আমি ওদের হাতে কিছু যদি চালান করতে চাই, অনায়াসে ওর হাত দিয়েই তো পাঠাতে পারি।'

অফিসার অপ্রীতিকর ভাবে হাসতে হাসতে বলল:

'সে হতে পারবে না, ওকে খানাতল্লাশ করা হবে।'

'তা আমাকেই খানাতল্লাশ করে দেখুন না?'

'যাক গে, সে না করলেও চলবে।'

এই বলে সেই চৌকোনা ডিকেণ্টারের মুখটা খুলে নেখ্‌লিউদভের চায়ের গেলাসের দিকে এগিয়ে নিয়ে এসে বললেন:

'দেব ঢেলে একটু? না? তা আপনার যেমন অভিরুচি। সাইবেরিয়ার মতো জায়গায় কাউকে যদি বসবাস করতে হয়, শিক্ষিত লোকের সঙ্গ লাভ করাটা খুবই আনন্দের বিষয়। আপনি তো বুঝতেই পারেন আমাদের কাজটা ভালো-লাগার মতো কাজ নয়, যারা ভালো জীবন যাপনে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে খুবই কঠিন। লোকের ধারণা কনভয়-অফিসাররা সবাই অশিক্ষিত বর্বর, কিন্তু লোকে একবার ভেবেও দেখে না আমরা হয়তো একেবারেই ভিন্ন কাজের জন্য জন্মেছি।'

এই অফিসারটির লাল মুখ, এর গায়ের এসেন্সের গন্ধ, আঙুলে আঙটি এবং বিশেষ করে বিশ্রী ধরনের হাসি — সবটা মিলে নেখ্‌লিউদভের কাছে লোকটাকে অপ্রীতিকর করে তুলেছিল। কিন্তু যাত্রার সমস্তটা পর্ব জুড়ে যেমন, তেমনি আজও নেখ্‌লিউদভের মনটা এমন একটা উচ্চগ্রামে বাঁধা আছে যে আজ ওর পক্ষে কাউকে অবজ্ঞা করা বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা

আর সম্ভবপর নয়। আজ খণ্ড ভাবে না দেখে সকল মানুষকে ও 'সমগ্র ভাবে' দেখতে চায় ও সেই ভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করতে চায়। অফিসারের কথাবার্তা শুনে ওর ধারণা হল লোকটা ওর অধিকারে ও দায়িত্বে যে-সব কয়েদীরা আছে তাদের দুঃখযন্ত্রণা দিতে কষ্ট পায়।

নেখ্‌লিউদভ তাই বেশ গম্ভীর ভাবেই বলল:

'আমার তো মনে হয় আপনি যে পদাধিকারে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেখানে থেকেও আপনি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন এই সব হতভাগ্যদের দুঃখ যন্ত্রণা লাঘব করে।'

'এদের দুঃখ যন্ত্রণা? আপনার নিশ্চয় ধারণা নেই এরা সব কী-ধরনের লোক।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'এরা তো কোনো বিশেষ শ্রেণীর জীব নয়। আর পাঁচজনের মতোই মানুষ — এবং এদের মধ্যে কিছু নির্দোষ লোকও আছে।'

'হ্যাঁ, সে তো ঠিক। সবাই এরা এক রকম নয়। এদের প্রতি অনুকম্পা বোধ করা তো খুবই স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে নিয়মশৃংখলায় বিন্দুমাত্র ঢিল দিতে চায় না, কিন্তু আমি চেষ্টা করি যদি এদের দুঃখযন্ত্রণা কিঞ্চিৎ লাঘব করতে পারি। মনে মনে বলি, আমি না হয় কিছু দুঃখযন্ত্রণা সইব এদের রেহাই দিতে গিয়ে। আর সবাই এত কঠোর নিয়মতান্ত্রিক যে গুলি করে মারতেও ইতস্তত করে না। কিন্তু আমার একটু মায়া হয়...'

কথা বলতে বলতে অফিসার আরো এক গেলাস চা ঢেলে নেখ্‌লিউদভকে বললেন:

'আসুন, আরো এক গ্লাস। আচ্ছা, আপনি যে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে চান, তার ব্যাপারটা ঠিক কী?..'

নেখ্‌লিউদভ জবাব দিল:

'দুর্ভাগিনী মেয়েটি গণিকালয়ে গিয়ে পড়েছিল। গণিকালয়ে থাকতে ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এনে প্রমাণ করা হয় যে বিষপ্রয়োগে ও একজন মক্কেলকে হত্যা করেছে। কিন্তু আসলে মেয়েটি খুবই ভালো।'

অফিসার মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন:

'হ্যাঁ, অনেক সময় এ-রকম হয়। এম্মা নামে একজনের বিষয়ে আপনাকে বলতে পারি, কাজানে থাকত। হাঙ্গেরীর মেয়ে কিন্তু চোখদুটো ছিল একেবারে ইরানীদের মতো।'

এম্মার কথা স্মরণ করে মৃদু হাসি চেপে রাখতে পারলেন না তিনি, বলে চললেন:

'ওর এমনই সহবৎ ছিল যে মনে হত যেন কাউণ্টেস্...'

নেখ্লিউদভ বাধা দিয়ে পুরাতন প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলল:

'আপনার হেফাজতে যারা রয়েছে তাদের দুঃখযন্ত্রণার উপশম আপনি অবশ্যই ঘটাতে পারেন, এবং তা যদি করতে পারেন নিশ্চয় আপনি প্রচুর আত্মপ্রসাদ অনুভব করবেন।'

নেখ্লিউদভ কথাগুলো এমন স্পষ্ট উচ্চারণে বলল যেন কোনো বিদেশাগত কিংবা বালকের সঙ্গে কথা বলছে।

অফিসার নেখ্লিউদভের দিকে তাকিয়ে আছেন উজ্জ্বল চোখে, অধীর ভাবে অপেক্ষা করে আছেন নেখ্লিউদভ কখন তার কথাটা শেষ করবে, কারণ সেই ইরানীনয়না হাঙ্গেরীয় মেয়েটির ছবি ওঁর কল্পনার চোখে এমনি সমুজ্জ্বল, এবং ওঁর মনটাকে সে এমনি অধিকার করে আছে, যে এম্মা কাহিনীর জের টানবার জন্য অফিসার সবিশেষ উৎসুক। বললেন:

'হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। খুবই ঠিক কথা। সত্যি ওদের আমি করুণাও করে থাকি। কিন্তু ওই যে এম্মার কথাটা বলছিলাম, সে কী করেছিল জানেন...'

নেখ্লিউদভ বলল:

'ও-ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। খোলাখুলি ভাবেই বলছি আপনাকে, যদিচ এক কালে আমি একেবারে অন্য রকম ছিলাম, আজকাল মেয়েদের সঙ্গে ওই রকম সম্পর্ক স্থাপন আমার ঘৃণা মনে হয়।'

অফিসার এবার নেখ্লিউদভের দিকে তাকালেন একটু যেন ভয়ের দৃষ্টিতে, বললেন:

'আর একটু চা খাবেন না?'

'না, ধন্যবাদ।'

অফিসার এবার হাঁক দিলেন:

'বের্নোভ! ভদ্রলোককে নিয়ে যাও ভাকুলভের ওখানে। বলে দাও ওঁকে যেন রাজনীতিকদের আলাদা ঘরটাতে নিয়ে যায়, ইন্স্পেক্শনের আগে পর্যন্ত উনি সেখানে থাকতে পারবেন।'

৯

আর্দালির সঙ্গে নেখ্‌লিউদভ ফের নেমে এল অন্ধকার চত্বরে। এখান ওখান থেকে বাতির ক্ষীণ লাল আলো এসে পড়েছে চত্বরে।

একজন টহলদার কনভয়-সেনা আর্দালিকে জিজ্ঞেস করল:

'কোথায়?'

'সেই আলাদা পাঁচ নম্বরে।'

'এদিক দিয়ে যেতে পারবে না, তালা লাগানো আছে। ওদিক দিয়ে ঘুরে যেতে হবে।'

'তা কেন?'

'কত্তা গেছেন গ্রামের ভেতর, চাবিটা নিয়ে গেছেন।'

'আচ্ছা, তা হলে আসুন এই দিকে।'

সৈন্যটা নেখ্‌লিউদভকে নিয়ে গেল অন্য দেউড়িতে, কতকগুলো তক্তার ওপরে পা ফেলে এগিয়ে গেল অন্য প্রবেশ পথের দিকে। চত্বরে থাকতেই নেখ্‌লিউদভের কানে এসেছিল বাড়িটার ভিতর হৈচৈ চেঁচামেচির শব্দ — যেন মৌমাছিরা একটা বড় চাকের মধ্যে ঝাঁক বেঁধে গুঞ্জন করছে। কিন্তু বাড়িটার কাছাকাছি আসার পর দরজাটা যখন খোলা হল, হট্টগোলটা তীব্র হয়ে কানে এসে লাগল — চীৎকার, চেঁচামেচি, গালাগাল, অট্টহাসি। সেই সঙ্গে শোনা গেল বেড়ি-শিকলের ঝনঝনা, নাকে এল সেই বহু পরিচিত ঘাম ও মলমূত্রের মিশ্রিত একটা দুর্গন্ধ।

প্রতি বারই এই কানফাটা হট্টগোল, শেকলের ঝনঝনা ও দুর্গন্ধ একসঙ্গে মিলে নেখ্‌লিউদভের মধ্যে একটা নিদারুণ যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, ওর শরীর মন ঘুলিয়ে গিয়ে একটা অদ্ভুত বমি-বমি ভাব প্রবল হয়ে ওঠে।

ঘরে ঢুকেই সর্বপ্রথম ওর নজরে পড়ল দুর্গন্ধযুক্ত একটা প্রকাণ্ড কাঠের টব। তারই কানার ওপর একটি মেয়ে-কয়েদী ঘাগরা তুলে বসে আছে, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কামানো মাথার ওপর একদিকে কাত করে পরা চাটু-আকারের টুপিধারী একজন পুরুষ-কয়েদী। তারা কী যেন বিষয়ে কথা বলছিল। পুরুষটি নেখ্‌লিউদভের দিকে কটাক্ষ করে বলল:

'স্বয়ং জারের সাধ্যি কি চেপে রাখেন!'

কিন্তু মেয়েটি লজ্জা পেয়ে ঘাগরাটা একটু নামিয়ে দিল।

বার বারান্দা থেকেই চলে গেছে একটা করিডর — দু'ধারে একাধিক

দরজা। প্রথম কামরাটা সপরিবার কয়েদীদের জন্য, দ্বিতীয়টাতে থাকতে দেওয়া হয়েছে একক কয়েদীদের। করিডরের শেষ প্রান্তে দ্বটি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে রাজবন্দীদের জন্য।

শিবিরটা তৈরি হয়েছিল দেড়শো জন কয়েদীর জন্যে। এখন চারশো পঞ্চাশ জন এসে পড়ায় খ্বই ঠেসাঠেসি-গাদাগাদি। অনেকেই কামরার জায়গা না পেয়ে করিডরেই আশ্রয় নিয়েছে। কেউ কেউ মেঝেতে শ্বয়ে বসে আছে, কেউ খালি, কেউ বা ফুটন্ত জলে ভরতি চায়ের কেটলি নিয়ে এদিক ওদিক ঘ্বরছে। এদের দলে ছিল তারাস। দৌড়ে গিয়ে তারাস নেখ্লিউদভকে ধরে ফেলল ও খ্ব খ্শি হয়ে ওকে অভ্যর্থনা জানাল। তারাসের ভালোমান্ষ ম্খখানায় কালশিটের দাগ নাকের ওপর, চোখের তলায়। বিকৃত ম্খটা দেখে নেখ্লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'কী হয়েছে তোমার?'

তারাস একটু হেসে বলল:

'ওই, একটা কিছ্ হয়েছে।'

কনভয়-সেনাটি অবজ্ঞা ভরে বলল:

'ওরা সারাক্ষণই মারামারি করে।'

ওদের পিছ্ পিছ্ যে-কয়েদীটি যাচ্ছিল, সে একটু বিশদ করে বলল:

'মেয়ে-মান্ষের ব্যাপার আর কি। ফেদ্কার সঙ্গে ওর এক হাত হয়ে গেছে।'

'ফেদোসিয়া কেমন আছে?'

'ভালোই। আমি ওর চায়ের জন্যে গরম জল নিয়ে যাচ্ছি।'

এই বলে তারাস সেই সপরিবার কামরাটায় ঢুকে পড়ল।

নেখ্লিউদভ একবার ঘরের ভেতরটা নজর করে দেখল। কামরাটায় নারী-প্রুষ গিজগিজ করছে — কেউ কেউ তক্তা-বিছানায়, কেউ আবার তক্তা-বিছানার নিচে। ঘরের ভেতর দড়িতে ঝুলিয়ে সারি সারি ভিজে কাপড় শ্কোচ্ছে বলে, বাতাসটা ভাপে গরম। মেয়ে-কয়েদীদের কলকলানি চলছে অনর্গল। পাশের ঘরটা একক প্রুষদের জন্যে বরাদ্দ। এখানে আরো বেশি ভিড়, দরজার কাছে এবং সামনের করিডরে ভিজে অন্তর্বাস-পরা হট্টগোলরত একদল কয়েদী কী যেন একটা ব্যাপারের নিষ্পত্তি করছে। কনভয়-সেনা নেখ্লিউদভকে সমস্ত ব্যাপারটা ব্ঝিয়ে বলল, তিন তাসের খেলায় যারা হেরেছে অথবা যারা আগে থেকে জেলের ভেতরে চোরকারবারীর কাছ থেকে টাকা ধার করে কিছ্ কিনেছে তাদের তাস কেটে তৈরি ছোট

ছোট টিকিট দেওয়া হয়েছিল, এখন ওই টিকিটের ভিত্তিতে সর্দার-কয়েদী তাদের খাই-খরচের বরাদ্দ থেকে টাকা কেটে নিয়ে ধার শুধছে। ওরা কনভয়-সেনার সঙ্গে একজন ভদ্রলোককে আসতে দেখে চুপ করে গেল, কট্‌মট্‌ করে তাকাল আগন্তুকদের দিকে। নেখ্‌লিউদভ দেখল ওদের মধ্যে সেই খুনী আসামী ফিওদরভও রয়েছে আর আছে ওর নিত্যসঙ্গী দু'জন সাঙাৎ — তাদের মধ্যে একজন হল নিতান্ত অবজ্ঞার যোগ্য একটি ছোকরা, ফোলা ফোলা মুখ, ভুরুদুটো উ'চু, আর একজন হল একটা ভ্যাগাবন্ড্‌ — মুখে বসন্তের দাগ, নাক বলতে কিছু নেই, সকলের বিরক্তিভাজন। কয়েদীদের মধ্যে লোকটার খুব দুর্নাম — লোকটা না কি পুলিশের হাত থেকে পালাতে গিয়ে তাইগার বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে ক্ষুধার তাড়নায় সঙ্গীকে খুন করে তার মাংস খেয়ে বে'চে ছিল। ভ্যাগাবন্ড্‌ লোকটা তখন করিডরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে, কাঁধের ওপর ভিজে আলখাল্লা, নেখ্‌লিউদভের দিকে বিদ্রুপের হাসি হেসে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল, পথ ছেড়ে দিল না। নেখ্‌লিউদভকে এগোতে হল ওর পাশ কাটিয়ে।

এইরকম দৃশ্য নেখ্‌লিউদভের গা-সহা হয়ে যাবার কথা, গত তিন মাস ধরে এই চারশো ফৌজদারী কয়েদীকেও নানা পরিস্থিতিতে বার বার দেখেছে; দেখেছে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় পা টেনে টেনে চলতে গিয়ে, ভ্যাপ্‌সা গরমের দিনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ওরা চলেছে; দেখেছে ধুলিধূসর অবস্থায় ধু'কতে ধু'কতে পথের পাশে একদণ্ড জিরোতে; দেখেছে বন্দী-শিবিরে রাত কাটাতে; দেখেছে গরম দিনের দুপুরে শিবির-প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে অতি বীভৎস ব্যাভিচারে লিপ্ত হতে। তবু নেখ্‌লিউদভ যখনি ওদের মধ্যে এসেছে, যখনি লক্ষ্য করেছে ওদের দৃষ্টি ওকে চারিদিক থেকে যেন বি'ধছে — যেমনটা আজ এখুনি ঘটল — একটা গভীর গ্লানিতে ওর মন ভরে যায়, ওর মনে হয় ওদের বিরুদ্ধে ও কী যেন একটা পাপ করেছে যার কোনো ক্ষমা নেই। এই লজ্জা ও পাপ বোধের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে মিশে থাকে একটা দুর্জয় ঘৃণা ও আতঙ্ক। নেখ্‌লিউদভ বুঝতে পারে যে এই সব লোকে যে-পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে জন্মেছে, বড় হয়েছে এবং এখনো যে-নরকে ওদের থাকতে হয় — তাতে ওরা যেমনটা হয়েছে তেমন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তবু এখনো ওর ঘৃণা জয় করতে পারে নি নেখ্‌লিউদভ।

রাজবন্দীদের অংশে ও যখন ঢুকতে যাচ্ছে, পিছন থেকে ভাঙা গলায় একটা টিট্‌কিরি ভেসে এল:

'এ-সব অকর্মার ধাড়িদের আবার ভাবনা কী; খায়-দায় ফ্যুর্তি লোটে!'

তারপর কী-সব যেন অকথ্য গালিগালাজ করতে লাগল, শোনা গেল আক্রোশ-বিদ্বেষে মেশা ঠাট্টামশকরা, অট্টহাসি।

১০

ওরা একক কয়েদীদের বারান্দাটা পেরোতেই, যে সার্জেণ্টটি নেখ্‌লিউদভকে পৌঁছে দিতে এসেছিল, সে বিদায় নিয়ে চলে গেল, বলে গেল ইন্‌স্পেক্‌শন শুরু হবার আগেই ফিরে আসবে ওকে নিয়ে যেতে। সার্জেণ্ট চলে যেতেই একজন কয়েদী পায়ের শিকলটা উঁচু করে ধরে দ্রুত চলে এল নেখ্‌লিউদভের সামনে খালি পায়ে। গায়ে ঘামের উগ্র গন্ধ, খুব যেন একটা রহস্য করে নেখ্‌লিউদভের কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

'মামলাটা এবার আপনার হাতে তুলে নিন, কর্তা। ওরা ছেলেটাকে স্রেফ আহাম্মক বানিয়ে রেখেছে, কষে মদ গিলিয়েছে, আজই ইন্‌স্পেক্‌শনের সময় নিজের পরিচয় দিয়েছে কার্মানভ বলে। এটা ঘটতে দেবেন না কর্তা! আমাদের সাহস নেই, জানতে পারলে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।'

ত্রস্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে লোকটা ফিরে গেল।

ঘটনাটা এই রকম:

কার্মানভ খুনী আসামী, তাকে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে পাঠানো হচ্ছে সাইবেরিয়ার খনিতে কাজ করতে। একজন তরুণ কয়েদীর সঙ্গে কার্মানভের মুখের আদল মেলে। তার ছিল নির্বাসন-দণ্ড। কার্মানভ ছোকরাকে বলে কয়ে মদ খাইয়ে রাজি করেছে যে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে বলবে ওর নাম কার্মানভ। তা হলে নাম-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডাদেশও বিনিময় হয়ে যাবে — কার্মানভকে খনিতে খেটে মরতে হবে না, কিছু দিন নির্বাসনে কাটিয়ে খালাস হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।

নেখ্‌লিউদভ এই নাম-বদলের ব্যাপারটা জানত — আজ যে-কয়েদী ওর কানে ফিস্‌ফিস্‌ করল, হপ্তাখানেক আগে সে-ই নেখ্‌লিউদভকে জানিয়েছিল। ফিসফিসানি শুনে নেখ্‌লিউদভ মুখে কিছু না বলে মাথাটা হেলাল মাত্র, বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা ও বুঝে নিয়েছে ও যথাকর্তব্য করবে, তারপর চারিদিকে দৃক্‌পাত না করেই এগিয়ে গেল।

নেখ্‌লিউদভ এই কয়েদীটিকে চিনত এবং উপযাচক হয়ে ওকে খবরটা দেওয়ায় একটু বিস্মিতও বোধ করেছিল। ইয়েকাতেরিন্‌বুর্গে এই কয়েদীটিই নেখ্‌লিউদভকে অনুরোধ করেছিল যাতে ওর স্ত্রী ওর সঙ্গে যাবার অনুমতি পায়। নিতান্ত সাধারণ চাষাভুষো শ্রেণীর মানুষ, মাঝারি চেহারা, বয়স প্রায় ত্রিশ বছর, লুঠতরাজ খুন করার চেষ্টা করার অপরাধে ওকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ওর নাম মাকার দেভ্‌কিন। অপরাধটা একটু অদ্ভুত ধরনের। নেখ্‌লিউদভকে ওর অপরাধের বিবরণ দিতে গিয়ে মাকার বলেছিল ওর কোনো দোষ নেই, ওকে দিয়ে কাজটা করিয়েছিল শয়তান। একজন পথ-চলতি পথিক এসেছিল ওর বাবার বাড়ি। বরফে তখন রাস্তাঘাট ঢাকা। পথিক ওর বাবার কাছ থেকে একটা স্লেজগাড়ি ভাড়া করেছিল — ছাব্বিশ মাইল দূরে ওকে যেতে হবে। বাবা মাকারকে বলেছিলেন পথিককে স্লেজগাড়িতে চাপিয়ে পৌঁছে দিতে। মাকার ঘোড়া জুতে, যাবার মতো সাজ পোশাক করে তৈরি হয়ে নিল। রওনা হবার আগে পথিকের সঙ্গে বসে গরম গরম চা খেতে খেতে দু'জনের মধ্যে গল্প-গাছা হল। পথিক মাকারকে বলল, ও যাচ্ছে বিয়ে করতে এবং মস্কো থেকে ওর উপার্জনের পাঁচ শো রুব্‌ল সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। কথাটা শুনে মাকার উঠোন থেকে একটা কুড়ুল তুলে নিয়ে স্লেজে খড়ের গাদার নিচে রেখে দিল।

মাকার বলে চলল:

'আমি নিজেই জানি না কুড়ুলটা কেন নিতে গেলাম। শয়তান যেন কানে কানে বলল, 'কুড়ুলটা নাও' — আর আমি নিলাম। তারপর দু'জনে স্লেজে চড়ে রওনা দিলাম। দিব্যি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছি। কুড়ুলের কথাটা আমার তখন মনেও নেই। প্রায় সেই গ্রামটার কাছে চলে এসেছি — আর মাইল চারেক বাকী। মোড়ের রাস্তা থেকে গ্রামে যাবার রাস্তাটা উঠে গেছে একটা টিলার ওপর দিয়ে। পিছন দিক থেকে ঠেলা লাগাবার জন্য আমি স্লেজ থেকে নামলাম, শয়তান আমার কানে কানে বলল, 'কী ভাবছো তুমি? টিলার ওপরে পৌঁছলেই রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হবে। তারপরেই আসবে গ্রাম। টাকাটা যেমন এনেছে, তেমনি নিয়ে যাবে। কিছু যদি করতে চাও তো এই বেলা।' আমি স্লেজের পিছন দিকে ঝুঁকে পড়ে খড়ের আঁটি গুছিয়ে রাখার অছিলা করছি, কুড়ুলটা যেন একটা লাফ দিয়ে আমার হাতে উঠে এল। লোকটা পিছন দিকে মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী করছো তুমি?' আমি কুড়ুলটা তুলে এক ঘায়ে ওকে ধরাশায়ী করতে যাব,

এমন সময় ও এক লাফে নেমে আমার হাতদুটো শক্ত করে ধরে বলল, 'কী করতে চাস, বদমাশ!' তারপর আমায় ঠেলে ফেলে দিল বরফের ওপর। আমি আর লড়তে গেলাম না, সঙ্গে সঙ্গে হার মেনে নিলাম। লোকটা ওর কোমরবন্ধ দিয়ে আমার হাতদুটো বেঁধে, ঘাড় ধরে আমায় ঠেলে ফেলল স্লেজগাড়ির ওপর, সোজা নিয়ে গেল থানায়। কিছু দিন কয়েদ থাকার পর আমার বিচার হল। গ্রামের পঞ্চায়েত রিপোর্ট দিল আমার স্বভাবচরিত্র ভালো, আমি মানুষটাও ভালো, বেআদবী ইতিপূর্বে কখনো করি নি। যে-মুনিবের বাড়িতে আমি মুনিশ খাটতাম তিনিও আমার বিষয়ে ভালো ভালো কথা বললেন। কিন্তু উকিল লাগাবার মতো আমাদের পয়সা ছিল না বলে আমার সাজা হয় চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।'

এই লোকটিই তার একজন চাষী ভাইকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে নেখ্লিউদভের কাছে কয়েদীদের একটা গোপন কথা ফাঁস করতে ইতস্তত করল না — যদিচ ও ঠিকই জানে যে যদি জানাজানি হয় মাকার মারফত কথাটা কর্তৃপক্ষের কানে পেঁাছেছে, তা হলে অন্য কয়েদীরা ওকে আর আস্ত রাখবে না, ছিঁড়ে খাবে।

১১

করিডরে একটা পার্টিশন লাগিয়ে রাজবন্দীদের দুটি ছোট ঘর অন্য কয়েদীদের অংশ থেকে পৃথক করা। এদিককার করিডরে ঢুকেই প্রথম নেখ্লিউদভের চোখে পড়ল সিমন্সনকে। রবারের জ্যাকেট পরে, হাতে একটা পাইন কাঠের গুঁড়ি নিয়ে উবু হয়ে বসে আছে স্টোভের সামনে — স্টোভের লোহার দরজাটা, ভিতরে আগুনের তাপ বৃদ্ধি পাবার ফলে থরথর করে কাঁপছে।

নেখ্লিউদভকে আসতে দেখে, সিমন্সন ওর উঁচু কপালটার তলা দিয়ে তাকাল একবার নেখ্লিউদভের দিকে। উঠে দাঁড়াল না, উবু হয়ে বসা অবস্থাতেই হাতটা বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য। নেখ্লিউদভের চোখের দিকে একটা অর্থপূর্ণ সোজা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সিমন্সন বলল:

'আপনি এসেছেন বলে খুশি হলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া আমার দরকার ছিল।'

নেখ্লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'হ্যাঁ, কী কথা বলুন।'

'পরেই হবে' খন। এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি।'

অতঃপর সিমন্‌সন আবার মনোযোগ দিল স্টোভটার প্রতি। সর্বাধিক পরিমাণে তাপ সংরক্ষণ করে কী ভাবে স্টোভ ধরাতে হয়, সে বিষয়ে ওর একটা নিজস্ব থিওরি আছে। তদনুসারে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে।

নেখ্‌লিউদভ প্রথম দরজাটা দিয়ে প্রবেশ করতে যাবে এমন সময় দ্বিতীয় দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এল মাস্‌লভা — একটা হাতলবিহীন বার্চ-এর ঝাঁটার ওপর ঝুঁকে পড়ে এক গাদা ধুলো ও জঞ্জাল ও ঝেঁটিয়ে আনছে স্টোভটার দিকে। ওর পরনে একটা সাদা জ্যাকেট, ঘাগরাটা কোমরের কাছে গুঁজে একটু ওপরে তোলা, একেবারে ভুরু অবধি টান করে বেঁধেছে মাথার রুমালটা যাতে ধুলো থেকে চুলটা বাঁচে। নেখ্‌লিউদভকে দেখে ও সোজা হয়ে দাঁড়াল, উদ্দীপ্ত মুখখানা রক্তিমাভ হয়ে উঠল, ঝাড়ুটা ফেলে দিয়ে, ঘাগরার কানায় হাতদুটো মুছে নিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল নেখ্‌লিউদভের মুখোমুখি।

নেখ্‌লিউদভ করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'ঘরদোর সাফসুতরো করতে লেগে গেছেন দেখছি।'

মাস্‌লভা হেসে বলল:

'হ্যাঁ, আমার সেই সাবেকী কাজ। কিন্তু কী পরিমাণ ধুলো কল্পনা করতে পারবেন না। ঝাড়ু দিচ্ছি তো দিচ্ছিই।'

সিমন্‌সনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল:

'কী হল? কম্বলটা শুকিয়েছে?'

মাস্‌লভার দিকে একটা কেমন যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সিমন্‌সন জবাব দিল:

'প্রায়।'

সিমন্‌সনের দৃষ্টিটা নেখ্‌লিউদভের চোখ এড়াল না।

মাস্‌লভা বলল:

'আচ্ছা, আমি তা হলে একটু বাদে আসব'খন। তখন ভিজে ওভারকোট-গুলোও আনব শুকোবার জন্যে।'

প্রথম দরজাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে মাস্‌লভা নেখ্‌লিউদভকে বলল:

'আমাদের দলের সবাই আছে ওই ঘরটাতে।'

নিজে সে ঢুকে গেল দূরের দরজা দিয়ে।

নেখ্লিউদভ দরজাটা খুলে ছোট ঘরটাতে ঢুকল। ঘরের মধ্যে একটা টিনের বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। দেওয়ালের গায়ে শোবার জন্য লাগানো তক্তার সঙ্গে নিচু করে বাতিটা রাখা হয়েছে। ঘরটাতে বেশ ঠাণ্ডা, ঘরের ধূলো তখনও থিতিয়ে যায় নি, বাতাসে ধূলোর গন্ধের সঙ্গে মিশে আছে একটা ভিজে সেঁতসেঁতে গন্ধ আর সিগারেটের গন্ধ। ছোট টিনের বাতিটার কাছে যারা বসে আছে তাদের মুখগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিছানাগুলো পড়ে গেছে ছায়ার মধ্যে, আর দেওয়ালে ইতস্তত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে ছায়া।

যে-দু'জনকে আজ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার ভার দেওয়া হয়েছে তারা চায়ের জন্য ফুটন্ত জল আর রসদ আনতে চলে গেছে, সেই দু'জন ছাড়া রাজবন্দীদের সবাই এই ঘরে জমায়েত। এখানেই আছে নেখ্লিউদভের পূর্ব-পরিচিতা ভেরা ইয়েফ্রেমভ্না — আরো একটু যেন রোগা ও ফ্যাকাশে হয়েছে, বড় বড় চোখদুটো ভয়ে ভরা, মাথার চুল খাটো করে ছাঁটা, কপালের কাছে একটা শিরা ফুলে আছে। গায়ে ওর ধূসর রঙা জ্যাকেট — সামনে খবরকাগজ বিছিয়ে হাতদুটো ঝাঁকিয়ে সিগারেট পেপারে তামাক ভরে সিগারেট পাকাচ্ছে।

এমিলিয়া রান্‌ৎসেভাও এখানে — রাজবন্দীদের মধ্যে মধুরতম স্বভাবের একজন নারী বলে নেখ্লিউদভ তাকে মনে করত। ওর ওপর ভার ছিল ঘরকন্না দেখাশোনা — পরিবেশ যত কঠোরই হোক না কেন, তার মধ্যে রমণীয় ঘরোয়া ভাব ও আকর্ষণীয়তা সঞ্চার করতে সে পারত। বাতিটার কাছাকাছি বসে, জামার আস্তিন গুটিয়ে, রোদে পোড়া সুঠাম হাতের ক্ষিপ্র আঙুলে সে চায়ের কাপ ও মগগুলো একখণ্ড কাপড় দিয়ে মুছে মুছে গুছিয়ে রাখছিল বিছানা শেল্‌ফের ওপর বিছানো একটা সাদা চাদরের ওপর। রান্‌ৎসেভার বয়স কম, তাকে আদৌ সুন্দরী এমনিতে বলা চলে না, মুখের ভাবটা কোমল অথচ বুদ্ধির ছাপ রয়েছে। হাসে যখন মুখখানা ভারি মিষ্টি মতন দেখতে হয়, সেইরকম মিষ্টি হাসি হেসে সে নেখ্লিউদভকে অভ্যর্থনা করে বলল:

'আরে, আমরা তো ভেবেছিলাম আপনি রাশিয়া ফিরে গেছেন!'

ওই ঘরেরই অন্ধকার একটা কোণে বসে মারিয়া পাভ্‌লভ্না একটি ছোট্ট মেয়ের দেখাশোনায় ব্যস্ত। মেয়েটির মাথায় হালকা রঙের চুল, মিষ্টি কলকাকলীতে অনর্গল কী-সব যেন বকে যাচ্ছে।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না নেখ্‌লিউদভকে বলল:

'খুব ভালো যে আপনি এসেছেন। কাতিয়ার দেখা পেয়েছেন? আমাদের এখানে একজন নতুন অতিথি এসেছে।'

এই বলে সে বালিকাটিকে দেখাল।

এইখানেই দূরের একটা কোনায় পশমী বুট পায়ে দুই পা ভাঁজ করে বসেছিল আনাতোলি ক্রিল্‌ৎসভ, শীতে হি-হি করে কাঁপছে, হাতদুটো লোমের কোটের আস্তিনে গুঁজে রেখেছে, জ্বরের তাপে চোখদুটো যেন জ্বলছে। জ্বলজ্বলে চোখে সে নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকাচ্ছিল। নেখ্‌লিউদভের ইচ্ছে ছিল সোজা ক্রিল্‌ৎসভের কাছে যায়। কিন্তু দরজাটার ডান পাশেই বসে আছে চশমাধারী একটি লোক, মাথায় কোঁকড়া লাল চুল, পরনে রবারের জ্যাকেট। বসে বসে থলের মধ্যে কী যেন হাতড়াতে হাতড়াতে গল্প করছে সুন্দরী, হাস্যমুখী গ্রাবেৎস্‌-এর সঙ্গে। এই লোকটিই স্বনামখ্যাত বিপ্লবী নভদ্‌ভোরভ। নেখ্‌লিউদভ ব্যস্ত ভাবে এগিয়ে গেল নভদ্‌ভোরভের করমর্দন করতে। রাজবন্দীদের মধ্যে এই লোকটিকেই কেবল নেখ্‌লিউদভের ঘোরতর অপছন্দ এবং সেই জন্যেই যেন অতি মাত্রায় সে ব্যস্ত ওর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে। চশমার ভিতর দিয়ে নভদ্‌ভোরভ তার নীল চোখ দিয়ে তীক্ষ্ন ভাবে নেখ্‌লিউদভের দিকে তাকিয়ে তার সরু হাতটা বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। স্পষ্ট শ্লেষাত্মক ভাবে নেখ্‌লিউদভকে জিজ্ঞেস করল:

'কেমন, বেশ আরামেই ভ্রমণ করছেন তো?'

নেখ্‌লিউদভ শ্লেষটা গায়ে না মেখে এমন ভাব দেখাল যেন নভদ্‌ভোরভের প্রশ্নটা নিতান্তই শিষ্টাচারসম্মত। জবাবে বলল:

'হ্যাঁ, অনেক কিছু দেখছি, খুবই মনোজ্ঞ।'

জবাবটা দিয়েই এগিয়ে গেল ক্রিল্‌ৎসভের দিকে।

নভদ্‌ভোরভের বক্রোক্তিটা নেখ্‌লিউদভ গায়ে মাখে নি দেখালেও, আসলে ওর কিন্তু আঁতে ঘা লেগেছিল। ওর প্রতি রাজবন্দীদের মনে যে সম্প্রীতির ভাব ছিল তার মধ্যে যেন একটা অপ্রীতিকর বেসুর আমদানী করল নভদ্‌ভোরভ। নেখ্‌লিউদভ খুবই বিষাদগ্রস্ত বোধ করল।

ক্রিল্‌ৎসভের হাতটা ঠাণ্ডা, থরথর করে কাঁপছে। নেখ্‌লিউদভ করমর্দন করে তাকে জিজ্ঞেস করল:

'কেমন আছেন আপনি?'

'মন্দ নয়, কেবল গাটা কিছুতেই গরম হচ্ছে না। জোর ভিজে গেছি।'

ক্রিল্‌ৎসভ জবাবটা দিয়েই হাতদ্বটো গ্বটিয়ে নিল ওর আলখাল্লার আস্তিনে। বলল, 'এ-জায়গাটাও বেজায় ঠাণ্ডা। ওই তো দেখ্বন না, জানালার শার্সিগ্বলো সব ভাঙা।'

লোহার গরাদের পেছনে জানালায় একটাও শার্সি আস্ত নেই।

'তারপর আপনি আছেন কেমন? দর্শন পাই নি কেন এত দিন?'

'অন্বমতি মেলে নি। এদ্দিন কর্তৃপক্ষ খ্বব কড়া ছিলেন। কেবল এবারের অফিসারের মেজাজটা দেখলাম নরম।'

ক্রিল্‌ৎসভ বলল:

'হ্যাঁ, নরম বৈকি! একবার মাশাকে জিজ্ঞেস করে দেখ্বন সকালে কী কাণ্ডটা করেছিল।'

সকালবেলা প্ববর্ববর্তী বিরতি-শিবির ছেড়ে চলে আসার সময়, ওই ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে কী ঘটেছিল, মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না তার কোণটায় বসে বসেই সব বলল।

ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌না একটা দ্বঢ়সংকল্পের ভাব নিয়ে অথচ একবার এর ম্বখের দিকে একবার ওর ম্বখের দিকে তাকিয়ে, সভয়ে অপ্রস্তুতমতো হয়ে বলল:

'আমার মনে হয় একটা সাম্বহিক প্রতিবাদ অতি অবশ্য করা দরকার। ভ্লাদিমির প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কিন্তু একার কথায় কাজ হবে না।'

ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌না সহজ সরল ভাবে কথা বলতে পারে না, কেমন যেন কৃত্রিম ঢঙে কথা বলে, কথা বলতে গিয়ে ঘাবড়ে যায় — এটা ক্রিল্‌ৎসভের বরদাস্ত হয় না। ওর কথা শ্বনে ও অনেকক্ষণ ধরেই একটা বিরক্তি বোধ করছিল, আর বিরক্তি চাপতে না পেরে খিটখিটে গলায় বলল:

'কী রকম প্রতিবাদ?'

তারপর নেখ্‌লিউদভের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল:

'কাতিয়াকে খ্বঁজছেন ব্বঝি? সব সময় কাজে ব্যস্ত। এই প্বর্বষদের কামরাটা ঝেঁটিয়ে সাফ করে গেছে। এখন গেছে মেয়েদের ঘরটা সাফ করতে। ধ্বলো যদি বা সাফ করা যায় পোকামাকড় সাফ করবে কে? কুরে কুরে খায়। মাশা কী করছে ওখানে?'

মারিয়া যে-কোনাটায় বসে সেদিকে মাথা হেলিয়ে প্রশ্ন করল ক্রিল্‌ৎসভ।

রান্‌ৎসেভা জবাব দিল:

'ও ওর পালিত মেয়ের চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।'

'উকুনগুলো সব আমাদের দিকে চালন করতে চায় বুঝি?' ক্রিল্‌ৎসভ জিজ্ঞেস করল।

'না না, আমি সেদিকে খুবই সতর্ক। এখন ও একেবারে সাফসুতরো।'

এবার রান্‌ৎসেভার দিকে ফিরে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল:

'তুমি যদি ওকে একটু রাখতে পারো আমি গিয়ে কাতিয়াকে সাহায্য করতে পারি। ওর কম্বলটাও এনে দিতে পারি তাহলে।'

রান্‌ৎসেভা ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল, ওর গোলগাল নরম দুটো হাত বুকে চেপে ধরল মায়ের মতো গভীর স্নেহে। এক টুকরো চিনির ডেলা এনে খেতে দিল মেয়েটিকে।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সেই দু'জন রসদ সংগ্রহকারী ঢুকল কেটলিভরতি গরম জল ও খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে নিয়ে।

১২

দু'জন নবাগতের মধ্যে একজন বেঁটে রোগামতন, যুবা বয়স, পরনে একটা কোট—ভেতরটা তার ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি, পায়ে হাঁটুপ্রমাণ বুট। হালকা দ্রুত পায়ে প্রবেশ করল, দু'হাতে দুটো ধূমায়মান বড় বড় জলের কেটলি আর বগলের নিচে কাপড়ে মোড়া একটা বড় সাইজের পাঁউরুটি। গরমজলের কেটলিদুটো কাপ ও মগগুলোর পাশে রেখে পাঁউরুটিটা রান্‌ৎসেভার হাতে দিয়ে বলল:

'বাঃ আমাদের প্রিন্স্‌ দেখছি আবার আমাদের মধ্যে উদয় হয়েছেন!'

ভেড়ার লোমের ভারি কোটটা খুলে বাতির চারদিকে যারা বসেছিল তাদের মাথার ওপর দিয়ে তাক করে ছুঁড়ে ফেলে দিল তক্তা-বিছানার ওপর। খুব খুশি খুশি গলায় বলল:

'আজ আমরা আশ্চর্য সব জিনিস কিনে এনেছি, মার্কেল দুধ আর ডিম এনেছে। আজ রাতে আমাদের রীতিমতো নাচঘরের ভোজ। এই তো টেবিল-কাপড়ের ওপর কিরিল্‌লভ্‌না কেমন মার্জিত রুচির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এখন চা তৈরি করলেই হল।'

এই বলে যুবাটি হাসিমুখে একবার রান্‌ৎসেভার দিকে তাকাল।

এই লোকটির উপস্থিতি, চলাফেরা, কণ্ঠস্বর ও চেহারার মধ্যে কী একটা

যেন আছে — প্রাণশক্তির প্রফুল্লতা চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার মতো। অপর নবাগতটি ঠিক ওর উলটো, মুখে সারাক্ষণ মনমরা বিষাদের ভাব। খাটো মতন অস্থিসার দেহ, গণ্ডের হাড় যেন বেরিয়ে আছে, গায়ের রঙ পাণ্ডুর, পাতলা দুটি ঠোঁট, সুন্দর একজোড়া সবুজ চোখ, দু'চোখের মধ্যে বেশ ব্যবধান। পরনে পুরনো একটা তুলোভরা কোট, লম্বা বুটের ওপর রবারের গ্যালশ। ওর হাতে ছিল দুধে ভরা দুটি হাঁড়ি এবং বার্চ-এর ছাল দিয়ে তৈরি দুটি গোল বাক্স — এই সমস্ত রসদ ও নামিয়ে রাখল রান্‌ৎসেভার সামনে, মাথাটা ঈষৎ নামিয়ে নেখ্‌লিউদভকে সম্বর্ধনা জানিয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। তারপর যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ঘর্মাক্ত হাতটা বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য। এবার ধীরে ধীরে ঝুড়ি থেকে রসদ বের করে সাজিয়ে রাখতে লাগল।

এই দু'জন রাজবন্দীই জনসাধারণ থেকে এসেছে — প্রথমটির নাম নাবাতভ — কৃষক বংশের ছেলে, দ্বিতীয়টির নাম মার্কেল কন্দ্রাতিয়েভ — সে ছিল কারখানার শ্রমিক। মার্কেল বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসে বেশ বেশি বয়সে — তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ; নাবাতভের বয়স ছিল আঠারো। পড়াশুনোয় ভালো ছিল বলে নাবাতভ গ্রামের স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে হাই স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পায়। হাই স্কুলে থাকতে ও আহার ও বাসস্থানের খরচা মেটাত ছেলে পড়িয়ে। হাই স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে ও সোনার মেডেল পায়। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি সে হল না, কেননা হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে থাকতেই সে মনস্থির করেছিল, যে জনসাধারণের মাঝখান থেকে সে এসেছে সেখানেই ফিরে যাবে, অবহেলিত ভাইদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করবে। একটা বড় গ্রামে সরকারী কেরানীর পদ নিয়ে ও কাজটা শুরু করে। কিন্তু চাষী ভাইদের ও বই পড়ে শোনাত বলে, এবং ওদের দিয়ে ক্রেতা ও উৎপাদন সমিতি গড়ে তোলার অপরাধে, ওকে অচিরেই গ্রেপ্তার করা হয়। কর্তৃপক্ষ ওকে আট মাস জেলে রাখার পর খালাস করে দেয়, কিন্তু ওকে পুলিশের নজরবন্দী থাকতে হয়। খালাস হয়েই সে চলে যায় অন্য এক জেলার আরেকটা গ্রামে স্কুলমাস্টারের কাজ নিয়ে, এখানেও সে ওই একই কাজ করতে থাকে। আবার গ্রেপ্তার, এবার চোদ্দ মাসের জেল হল, জেলে থাকতে ওর রাজনীতিক মতামত আরো সুদৃঢ় হতে থাকল।

দ্বিতীয়বার জেল থেকে বেরোবার পর ওকে নির্বাসনে পাঠানো হয় পের্ম্‌ প্রদেশে। সেখান থেকে পালিয়ে যাবার অপরাধে ওকে সাত মাস

জেলে রাখার পর আর্খান্‌গেল্‌স্কে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে নতুন জারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করায় ওকে পাঠানো হয় ইয়াকুত্‌স্ক্‌ অঞ্চলে। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর থেকে ওর অর্ধেক জীবনটাই কেটেছে জেলে ও নির্বাসনে। এই সব সংকট-বিপদ সত্ত্বেও ওর মনোভঙ্গ হয় নি, মনে তিক্ততার সঞ্চার হয় নি, ওর শরীরমনের শক্তি হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। খুবই প্রাণবন্ত যুবক, অসাধারণ হজম করার শক্তি, সকল সময় হাসিখুশি, কর্মঠ ও তেজস্বী। ওর মনে লেশমাত্র অনুতাপ নেই, আবার সুদূর ভবিষ্যতের দিকেও ও তাকায় না; ওর সমস্ত কাজ কারবার, বুদ্ধি, শক্তিমত্তা ও কর্মদক্ষতা কেবল বর্তমানকে নিয়ে। জেল কিংবা নির্বাসন থেকে যখনি ছাড়া পেয়েছে, নিজের লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হয়েছে — খেটে-খাওয়া লোকেদের মধ্যে ও বিশেষ করে গ্রামীণ শ্রমিকদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার করে তাদের মধ্যে ঐক্য সাধন ছিল ওর জীবনের আদর্শ। জেলে থাকতেও ও নিজের সমস্ত শক্তি ও পটুতা প্রয়োগ করত জেলের বাইরের জগতটার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যতদূর সম্ভব নিজের ও দলের স্বাচ্ছন্দ্য করতে। সর্বোপরি ও ছিল সামাজিক জীব — দশজনের একজন। মনে হত নিজের জন্যে ও কিছু চায় না, নিতান্ত অল্পেই ও সন্তুষ্ট, কিন্তু সতীর্থ-দলটার জন্যে ওর দাবির অন্ত ছিল না, দৈহিক ও মানসিক — সমস্ত রকম শ্রমেই ওর অভ্যাস ছিল, না খেয়ে না ঘুমিয়ে রাতদিন কাজ করতে পারত। চাষীর ছেলে বলে কাজে ওর অধ্যবসায় ছিল, পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল, সকল কাজে সহজ পটুতা ছিল। আত্মসংযম, বিনয়নম্রতা, পরমতসহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি ছিল ওর সহজাত গুণ। ওর বিধবা মা জীবিত। সে ছিল নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কৃষক-বাড়ির বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। নাবাতভ তার মাকে সাহায্য করত, যখনি খালাস পেত মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেত, মায়ের সব আগ্রহের বিষয়ে আগ্রহ নিত, মায়ের সমস্ত কাজে সাহায্য করত। গ্রামে ওর ছেলেবেলার সঙ্গীসাথী চাষী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করত ওদেরই একজন হয়ে, শস্তা সিগারেট খেত ওদের সঙ্গে, কুস্তি ঘুসোঘুসি খেলাধুলো করত ওদের সঙ্গে সমান হয়ে — ওদের বোঝাত কোথায় কী ভাবে ওরা সবাই পদে পদে ঠকছে এবং যে বঞ্চনার মধ্যে তারা আছে কী ভাবে সেই বেড়াজাল থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে। নাবাতভ যখনি বিপ্লবের কথা চিন্তা করত অথবা বিপ্লব জনসাধারণকে কী দিতে পারে সে কথা বলত, ওর কল্পনার চোখে ভেসে উঠত ওর সেই জনসাধারণ যাদের ভেতর থেকে নিজে বেরিয়ে

এসেছে, অনেকটা সেই একই পরিবেশে সে ওদের দেখতে পেত, তফাতটা কেবল এই যে তাদের জমি থাকবে, এবং জমিদার-আমলারা কেউ থাকবে না। নভদ্‌ভোরভ ও তার অনুগামী মার্কেল কন্দ্রাতিয়েভের সঙ্গে তার মতের অমিল ছিল এখানেই যে তার ধারণায় বিপ্লব জন-জীবনের মূল ভিত্তিটাকে নাড়া দেবে না, সমাজব্যবস্থার ইমারত ভাঙচুর করবে না; যে সুন্দর, মজবুত, বিশাল, পুরনো ইমারতটাকে সে এত ভালোবাসে সেটার ভিতরকার দেওয়ালগুলোর অল্পবিস্তর অদলবদল ঘটাবে মাত্র।

ধর্মীয় বিষয়ে ওর ধারণাটা ছিল সম্পূর্ণ কৃষক-জনোচিত। সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে দার্শনিক কলহ, আরম্ভের আরম্ভ কিংবা পরলোক নিয়ে নাবাতভের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না, আরাগোর মতো ঈশ্বর ওর কাছে নিতান্তই এমন একটি প্রকল্পিত বস্তু*) যার প্রয়োজন এখনো ও অনুভব করে নি। পৃথিবীর কী ভাবে সৃষ্টি হল, জীবজগতের কী ভাবে সূত্রপাত হল এবং তা নিয়ে মুশা কিংবা ডারউইন কী বলেছেন ও দুজনের মধ্যে কার তত্ত্বটা গ্রহণীয় — এসব ওর কাছে অবান্তর। ওর সঙ্গীসাথীরা ডারউইনের বিবর্তনবাদকে এত যে গুরুত্ব দেয় — ওর কাছে সেটা ছয় দিনে বিশ্বসৃষ্টির মতো হাস্যকর মানসিক ছেলেখেলা বলে মনে হয়।

বিশ্বসৃষ্টি বা প্রাণের উদ্‌ভব নিয়ে ও খুব একটা ঔৎসুক্য বোধ করে না কারণ ইহজগতে ভালো করে প্রাণধারণের সমস্যাটাই সর্বদা ওর সামনে। পরলোক নিয়েও ও মাথা ঘামায় না। মাটি যারা চাষ করে পিতৃপিতামহের উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের মনের গভীরে একটি প্রত্যয়ের বীজ উপ্ত হয় — সে-বিশ্বাস যেমন দৃঢ় তেমনি স্থির: সেটি হল এই যে উদ্ভিদের জগতে যেমন তেমনি প্রাণীদের জগতেও, বিকাশ বলতে কিছু নেই — অস্তিত্ব কখনো শেষ হয় না, তার রূপান্তর হয় মাত্র। সার থেকে শস্য হয়, শস্য থেকে মুরগী, বেঙাচি থেকে বেঙ, গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি, আঁটি থেকে গাছ। তেমনি মৃত্যুতে মানুষের বিনাশ হয় না কেবল তার রূপ বদলায়। নাবাতভ এই কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বলে মৃত্যুর মুখোমুখি সোজা দাঁড়াতে ওর একটুও দ্বিধা নেই, দুঃখদুর্দশার সঙ্গে তাই ও অকুতোভয়ে মোকাবেলা করতে পারে। অথচ এ নিয়ে ওর একটুও বড়াই নেই, জানেই না জন্ম মৃত্যু দুঃখ বেদনার কথা কী ভাবে বলতে হয়। ও কাজ ভালোবাসে এবং ব্যবহারিক কাজকর্মেই সর্বদা ব্যস্ত থাকে, অন্যদেরও ব্যবহারিক কাজে প্রবর্তনা দিতে পারে।

অপর রাজবন্দী মার্কেল কন্দ্রাতিয়েভেরও জন্ম হয়েছে জনসাধারণের

সমাজে, কিন্তু নাবাতভের সঙ্গে ওর পার্থক্য বিস্তর। পনেরো বছর বয়সেই ওকে জীবিকার জন্য রোজগারপাতি করতে হয়। মনের অস্পষ্ট ক্ষোভকে ঢাকতে গিয়ে ওই অল্প বয়সেই সিগারেট ও মদ ধরেছিল। বঞ্চিত বোধ করার প্রথম অভিজ্ঞতাটা ওর হয় ফ্যাক্টরি মালিকের স্ত্রী যখন বড়দিনের একটা পার্টিতে ওকে ও ফ্যাক্টরিতে কর্মরত কতিপয় বালক-বালিকাকে মালিকের বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন। ক্রিস্‌মাস ট্রির এই পার্টিতে মার্কেল ও তার বন্ধুরা উপহার পায় এক পয়সার একটা বাঁশি, একটা আপেল, রাঙতামোড়া একটা আখরোট ও একটি মিষ্টি ডুমুর। মালিকের ছেলেমেয়েরা যে উপহার পায় সেগুলো দেখে মনে হল যেন এসেছে রূপকথার রাজ্য থেকে। পরে শুনেছিল ওদের প্রত্যেকের প্যাকেটে যে উপহার ছিল তার দাম কমসে কম পঞ্চাশ রুবল। মার্কেলের যখন বিশ বছর বয়স, ওদের ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে এলেন একজন মহিলা — ইনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী। কন্দ্রাতিয়েভের কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করে মহিলাটি লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে বই ও পুস্তিকাদি সরবরাহ করতে লাগলেন এবং সুবিধা পেলেই ওর সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা করে বুঝিয়ে দিতেন সমাজে ওর কোথায় স্থান এবং কেন আর কী করে ওর দুরবস্থার প্রতিবিধান করা যায়। এই অবিচার ও অত্যাচার থেকে কী ভাবে নিজেকে ও অপর পাঁচজনকে রক্ষা করা যেতে পারে — এই সম্ভাবনাটা ওর মনে একবার পরিষ্কার যখন হয়ে গেল, বর্তমান ব্যবস্থার অন্যায়-অবিচার তার কাছে আগের চেয়েও নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল। ওর মনে তখন একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগল কেবল মুক্তি পাবার জন্য নয়, উপরন্তু যারা এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের ধারক বাহক পোষক তাদের সকলকে শাস্তি দিতে। ওকে বোঝানো হল যে জ্ঞানার্জনের দ্বারাই এটা সম্ভব। কন্দ্রাতিয়েভ তখন থেকে মনের সমস্ত আবেগ প্রয়োগ করে জ্ঞানসাধনায় ব্রতী হল। প্রথমটা ও পরিষ্কার বুঝতে পারে নি জ্ঞানান্বেষণের ফলে কী ভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়িত করা চলতে পারে। কিন্তু ওর এই বিশ্বাস ছিল যে বই পড়ে ও যদি শিখতে পেরে থাকে ওর জীবন যাত্রার মধ্যে অন্যায়-অবিচারটা ঠিক কোথায়, তা হলে ওর এই জ্ঞানই একদিন সে-অবিচারকে শুধরে দেবে। তা ছাড়া ওর মতে জ্ঞান অর্জন করতে পারলে অন্যদের চাইতে ও উঁচুতে উঠতে পারবে। সুতরাং ও ধূমপান মদ্যপান পরিহার করল; গুদামে বদলি হবার ফলে হাতে প্রচুর অবসর থাকায় উদ্‌বৃত্ত সময় অতিবাহিত করতে লাগল পড়াশোনায়।

বিপ্লবী মহিলা ওকে পড়া দিতেন। যে কোন জ্ঞান অর্জনে ওর প্রবল তৃষ্ণা ও অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে উনি আশ্চর্য হতেন। দুই বছরের মধ্যে সে বীজগণিত, জ্যামিতি ও ইতিহাসে পারঙ্গম হয়ে উঠল; ইতিহাসে অবশ্য ওর আগ্রহ ছিল সমধিক। উপরন্তু কাব্য, উপন্যাস ও সমালোচনা সাহিত্যের সঙ্গে এবং বিশেষত সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যের সঙ্গে ওর পরিচয় ক্রমেই নিবিড়তর হতে লাগল।

বিপ্লবী মহিলা গ্রেপ্তার হলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কন্দ্রাতিয়েভও, যেহেতু ওর ঘর থেকে পুলিশ নিষিদ্ধ পুস্তকাদি উদ্ধার করে। কিছু দিন কারাবাসে রাখার পর দু'জনকেই নির্বাসনে পাঠানো হয় ভোলগ্দা প্রদেশে। সেইখানেই নভদ্ভোরভের সঙ্গে কন্দ্রাতিয়েভের পরিচয় ঘটে। সেই পরিচয়ের সূত্রে বিপ্লবাত্মক বহু পুস্তকপুস্তিকা পাঠ করে ও মনে রাখে, — এই ভাবে ওর সমাজতান্ত্রিক মতামত দৃঢ়তর হয়। নির্বাসন থেকে মুক্তি লাভের পর সে শ্রমিকদের একটি বিরাট ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেয়, এই ধর্মঘটের ফলে ফ্যাকটরি ধ্বংস হয় ও ফ্যাকটরি-ম্যানেজার খুন হয়। আবার গ্রেপ্তার করে ওকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান অর্থব্যবস্থায় ওর যেমন আস্থা নেই একেবারে, ধর্ম সম্পর্কেও তাই। যে-ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ছেলেবেলা থেকে ও মানুষ, তার অযৌক্তিকতা বুঝতে পারার পর ওকে যথেষ্ট আয়াস করতে হয়েছে তা থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে। নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে প্রথম প্রথম ওর মনে যেমন ভয় জেগেছিল, এখন তেমনি জাগে উল্লাস। ওর পূর্বপুরুষদের এবং ওকেও এতকাল যে প্রতারণা করা হয়েছে সে কথা স্মরণ করলে ও এমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় যে যাজক পুরোহিত ও ধর্মীয় মতবাদকে সুবিধে পেলেই বিষাক্ত ভাষায় বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না।

কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ওর স্বভাবগত, অল্পেই ওর সন্তোষ। ছেলেবেলা থেকেই কায়িক পরিশ্রমে যাদের অভ্যাস, তাদের সকলের মতো ওরও মাংসপেশীর সুন্দর বিকাশ ঘটেছে। শ্রমসাধ্য কাজ ও অনায়াসপটুতায় সুসম্পন্ন করতে পারে অল্প সময়ে। কিন্তু জেলখানায় যেমন, বিরতি-শিবিরেও তেমনি, কাজকর্ম শেষ করার পর যে-অবসরটুকু ওর মেলে তা ওর কাছে খুবই মূল্যবান, কারণ সেই অবসরে ও ওর পড়াশুনোর কাজটা চালিয়ে যেতে পারে। এখন ও অধ্যয়ন করছে মার্ক্স-এর প্রথম খণ্ড। সযত্নে অমূল্য সম্পদের মতো বইখানা লুকিয়ে রাখে ওর থলের মধ্যে। সতীর্থ কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়, ব্যবহারে-আচরণে ও সব সময় একটা গাম্ভীর্যরক্ষা

করে চলে, তাদের সম্বন্ধে ও উদাসীনও বটে। তবে ব্যতিক্রম হয় নভদ্‌ভোরভের বেলা — ও তার একজন অনুরাগী ভক্ত, বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত ওর কাছে বেদবাক্য।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ওর অসীম অবজ্ঞা, ও মনে করে কাজের মতো কাজে মেয়েরা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে কিন্তু মাস্‌লভার প্রতি ওর গভীর অনুকম্পা, খুবই অমায়িক আচরণ; ও মনে করে অভিজাত শ্রেণীর লোক বিত্তহীন শ্রেণীকে কী ভাবে শোষণ করে মাস্‌লভা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ঠিক এই কারণেই নেখ্‌লিউদভকে ওর ঘোরতর অপছন্দ, পারতপক্ষে তার সঙ্গে কথা বলে না এবং নিজে থেকে কখনো তার করমর্দন করে না, নেখ্‌লিউদভ নিজে থেকে ওকে সম্বর্ধনা করলে তার প্রসারিত হাতের দিকে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দেয় মাত্র।

১৩

আগুনটা বেশ ধরেছে, স্টোভটা গরম হয়ে উঠেছে। চা তৈরি হল, কাপে-মগে ঢালা হল, দুধ মেশানো হল। বিস্কুট, জাঁতাপেষা গমে তৈরি টাটকা পাঁউরুটি, মাখন, সেদ্ধ ডিম, বাছুরের মাথা ও পায়ের মাংস টেবিল-কাপড়ের ওপর রাখা হল। সবাই এসে জড়ো হল তক্তা-বিছানাটার সামনে, আজকের ভোজে সেটাই টেবিল। খেতে খেতে গল্পগাছা শুরু হল, রান্‌ৎসেভা একটা বাক্সের ওপর বসে চা ঢালতে লাগল, আর সবাই ওকে ঘিরে বসেছে, এক কেবল ক্রিল্‌ৎসভ ছাড়া। সে তার ভিজে কোটটা ছেড়ে, শুকনো কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিজের তক্তা-বিছানাটাতে গা এলিয়ে গল্প করতে লাগল নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে।

ঠাণ্ডা ভিজে সেঁতসেঁতে আবহাওয়ার মধ্যে মার্চ করে আসার পর এখানে এসে একটা নোংরা ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে সকলকে পড়তে হয়। এসেই ওদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে হাত লাগাতে হয়েছে। এত সব পরিশ্রমের শেষে খাদ্য ও গরম গরম চা পেটে পড়ার পর সকলেরই মেজাজ খুশি।

দেওয়ালের ওদিক থেকে অনেক পায়ের পদধ্বনি, ফৌজদারী আসামীদের হৈচৈ, হট্টগোল, গালিগালাজের শব্দ আসছে দেওয়াল ভেদ করে — যেন

ওদের ক্রমাগত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে নিজেদের পরিবেশের কথা। কিন্তু তাতে ওদের আরামের ভাবটা বরঞ্চ আরো একটু নিবিড়ই হচ্ছে। সমুদ্রের মাঝখানে ওরা যেন একটি ছোট্ট দ্বীপ; অবমাননা ও দুঃখদুর্দশার যে প্লাবন তাদের চারধার দিয়ে বয়ে চলেছে অন্তত ক্ষণকালের জন্যও যেন এই মানুষগুলিকে তা স্পর্শ করছে না। আর তারই ফলে ওরা এখন উৎফুল্ল, উল্লসিত। ওরা আলোচনা করছিল সব বিষয় নিয়েই — কেবল ওদের বর্তমান পরিস্থিতি ও অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা ছাড়া। সচরাচর ওদের মতো তরুণ বয়সের নারী-পুরুষ যখন ঘটনাচক্রে এ ভাবে একত্র থাকতে বাধ্য হয়, ওদের মধ্যে নানা রকম বোঝাপড়া, ভুল বোঝাবুঝি, আকর্ষণ-বিকর্ষণের সূত্রপাত হয়ে থাকে। ওদের বেলাও তার অন্যথা হয় নি। ওদের মধ্যে প্রায় সকলেই কারো না কারো প্রেমে পড়েছে। নভদ্ভোরভ পড়েছে সুন্দরী হাস্যমুখী গ্রাবেৎসের প্রেমে। গ্রাবেৎসের বয়স কম, চিন্তার গভীরতা বলতে কিছু নেই, কী-একটা পাঠক্রমের ছাত্রী, বিপ্লবের ব্যাপার নিয়ে ওর মাথাব্যথা ছিল না বিন্দুমাত্র, সাময়িক উত্তেজনার প্রভাবে কী-একটা ব্যাপারের সঙ্গে অসতর্ক ভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলে নির্বাসিত হয়। ছাত্রী অবস্থায়, কিংবা জেরার সময়, অথবা জেলে থাকতে এবং বর্তমানে নির্বাসনে যাবার পথেও, ওর জীবনের একটিমাত্র আগ্রহের বিষয় হল পুরুষদের হৃদয় জয় করা। এখন চলার পথে সে নিজের মনকে প্রবোধ দিত এই বলে যে নভদ্ভোরভের ওকে মনে ধরেছে এবং ও নিজেও পড়েছে ওর প্রেমে। ভেরা ইয়েফ্রেমভ্নার যে-পরিমাণ প্রেমে পড়ার প্রবণতা ছিল ঠিক সেই পরিমাণে অপর পক্ষের প্রেম জাগাতে পারত না, অথচ পারস্পরিক প্রেম দেওয়া নেওয়ায় ওর আশা ও আগ্রহ ছিল অপরিসীম; ও একবার আকৃষ্ট হত নাবাতভের প্রতি, একবার নভদ্ভোরভের প্রতি। মারিয়া পাভ্লভ্নার প্রতি ক্রিল্ৎসভের ছিল একধরনের প্রেমভাব — নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম। কিন্তু ওই ধরনের প্রেমে মারিয়া পাভ্লভ্নার আন্তরিক অনীহা আছে জেনে ক্রিল্ৎসভ কায়দা করে ওর প্রেমভাব লুকিয়ে রাখত বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতার আড়ালে — অবশ্য মারিয়া পাভ্লভ্না যেমন বিশেষ স্নেহ ও দরদের সঙ্গে ওর সেবাযত্ন করত সেজন্য ওর প্রতি ক্রিল্ৎসভের কৃতজ্ঞতা ছিল আন্তরিক। নাবাতভ ও রান্ৎসেভা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল জটিল প্রেমবন্ধনে। কুমারীরূপে মারিয়া পাভ্লভ্নার যে-শুচিতা, বিবাহিতা স্ত্রীরূপে রান্ৎসেভার সতীত্ব তার তুলনীয় — সে ছিল তার আপন স্বামীর পতিব্রতা পত্নী।

রান্‌ৎসেভের প্রেমে ও পড়ে ষোলো বছর বয়সে, তখনও স্কুলপড়ুয়া ছাত্রী। রান্‌ৎসেভ তখন পিটার্সবুর্গ ইউনিভার্সিটির ছাত্র — ইউনিভার্সিটিতে থাকতেই ওদের বিয়ে হয় — তখন রান্‌ৎসেভার বয়স উনিশ। রান্‌ৎসেভ যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, কোনো একটা ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে কী ভাবে যেন জড়িয়ে পড়ে, ফলে পিটার্সবুর্গ থেকে ওকে বহিষ্কার করা হয় এবং ও বিপ্লবী দলে যোগ দেয়। রান্‌ৎসেভা তখন তার মেডিকেল কলেজের পাঠ অসমাপ্ত রেখে স্বামীর সহগামিনী হয়ে নিজেও বিপ্লবী দলে নাম লেখায়। রান্‌ৎসেভা যদি না মনে করত যে পৃথিবীতে তার স্বামীর মতো ভালো ও বুদ্ধিমান আর কেউ নেই, তা হলে কখনো ওর প্রেমে পড়ত না, আর প্রেমে না পড়লে বিয়েও করত না। কিন্তু ওর জ্ঞানবিশ্বাসমতে যার মতো ভালো ও বুদ্ধিমান মানুষ এই পৃথিবীতে আর হয় না, প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করার পর সে স্বাভাবিক ভাবেই বুঝতে শিখল জীবনকে, জীবনের আদর্শকে, ঠিক যেমন বুঝেছিল তার সেই মানুষটি যার চেয়ে ভালো ও বুদ্ধিমান এই পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। প্রথমে স্বামী বলেছিল, অধ্যয়ন হল জীবনের আদর্শ — রান্‌ৎসেভাও সেটা তথাস্তু বলে মেনে নিয়েছিল। তারপর স্বামী হল বিপ্লবী, সঙ্গে সঙ্গে সেও তাই হল। রান্‌ৎসেভা খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারত যে বর্তমান সমাজব্যবস্থা অচল হয়ে আসছে, সুতরাং সকলের উচিত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এমন একটা রাজনীতিক ও আর্থনীতিক পরিবেশ গড়ে তোলা, যেখানে ব্যক্তি তার স্বাধীন বিকাশলাভের সুযোগ পাবে, ইত্যাদি। রান্‌ৎসেভা কল্পনা করত যে এসব মতামত যেন ওর নিজেরই চিন্তা ও অনুভূতিপ্রসূত। আসলে ও একমাত্র এটাই মনে করত যে ওর স্বামী যা চিন্তা করে সেটাই ধ্রুব সত্য, তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল একটাই — স্বামীর সত্তার মধ্যে নিজের সত্তা সম্পূর্ণ ভাবে বিলীন করে দেওয়া। স্বামীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই ওর মনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি।

স্বামী ও সন্তানের বিচ্ছেদ — শিশুটির ভার গ্রহণ করেন ওর মা — বহন করাটা ওর পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক মনে হলেও ও সেটা বহন করেছিল খুবই শক্ত হয়ে — ধীর ভাবে। ও ভেবেছিল এটা ও করছে স্বামীর জন্য এবং এমন একটা কাজের জন্য যা নিঃসন্দেহে মহৎ, যেহেতু তার স্বামী তাতে ব্রতী হয়েছেন। সে নিরন্তর স্বামীর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে বলে আগে যেমন স্বামী ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসত না, তেমনি এখনও আর কাউকে ভালোবাসতে পারে না। কিন্তু নাবাতভের পবিত্র প্রেমের মধ্যে

একটা যে আত্মনিবেদনের ভাব আছে, তা ওর হৃদয় স্পর্শ করে ও মনে দোলা দেয়। নাবাতভ সচ্চরিত্র ও শক্ত মানুষ, ওর স্বামীর বন্ধু, নাবাতভ চায় ওকে ভগ্নী ভাবে দেখতে। কিন্তু কখনো কখনো এমন আচরণ করে যেন ভগ্নীর চেয়েও আরো বেশি কিছু। অতর্কিতে যখন এই ভাবটা এসে যায় দু'জনেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে — অথচ এটা যেন ওদের পথচলতি একঘেয়ে কষ্টের জীবনে একটু যেন রঙ একটু যেন মাধুর্যের সঞ্চার করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এই গোষ্ঠীটার মধ্যে একমাত্র মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ও কন্দ্রাতিয়েভই প্রেম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

১৪

ইতিপূর্বে যেমন ঘটেছে তেমনি ভাবে হয় তো চায়ের পর্ব শেষ হবার পর কাতিউশার সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু কথা বলার সুযোগ মিলতে পারে — এই আশায় নেখ্‌লিউদভ ক্রিল্‌ৎসভের পাশে বসে তার সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটাতে লাগল। অন্যান্য সব কথার মধ্যে নেখ্‌লিউদভ ক্রিল্‌ৎসভকে মাকারের অপরাধের গল্পটা শোনাল এবং মুখে মাকার ওকে কী অনুরোধ জানিয়েছিল তাও বলল। ক্রিল্‌ৎসভ ওর চকচকে চোখে একদৃষ্টে নেখ্‌লিউদভের মুখের দিকে তাকিয়ে মন দিয়ে সমস্ত কাহিনী শুনল।

হঠাৎ ক্রিল্‌ৎসভ বলে উঠল:

'হ্যাঁ, আমি প্রায়ই ভাবি আমরা একই পথের পথিক হয়ে এই যে ওদের পাশাপাশি চলেছি — ওরা কারা? ওরা তো সেই সব লোক যাদের জন্যেই আমাদের এই পথে চলা, অথচ আমরা কেবল যে ওদের জানি না এমন নয়, জানবার ইচ্ছাও করি না। তার চেয়েও যেটা খারাপ সে হল ওরা আমাদের ঘৃণা করে, মনে করে আমরা ওদের শত্রু। এটা খুব সাংঘাতিক ব্যাপার।'

নভদ্‌ভোরভ কান পেতে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। ক্রিল্‌ৎসভের প্রশ্ন শুনে সে তার ভাঙা ভাঙা গলায় বলল:

'এর মধ্যে সাংঘাতিক কিছু নেই। জনতা চিরকালই শক্তের ভক্ত। আজ সরকারের হাতে ক্ষমতা আছে বলে ওরা সরকারকে সমীহ করে ও আমাদের

ঘৃণা করে। কাল যদি ক্ষমতা আমাদের হাতে আসে ওরাই আবার আমাদের পুজো করবে।'

সেই মুহূর্তে দেওয়ালের ওদিক থেকে ফেটে পড়ল গালিগালাজের আওয়াজ, শোনা গেল দেয়ালের গায়ে কিসের যেন একটা ধাক্কাধাক্কি, পায়ের বেড়ির ঝনঝনা, চীৎকার, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি। কাউকে যেন মারধোর করা হচ্ছে আর কে যেন তারস্বরে চেঁচাচ্ছে:

'বাঁচাও বাঁচাও!'

নভদ্‌ভোরভ অনুত্তেজিত গলায় বলল:

'জানোয়ার আর কাকে বলে! কী করে ওদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হতে পারে?'

ক্রিল্‌ৎসভ বিরক্ত হয়ে বলল:

'তুমি ওদের বলছ জানোয়ার! তবে শোনো, এখুনি নেখ্‌লিউদভ আমায় বলছিল এই রকমই এক আচরণের কথা।'

এই বলে ক্রিল্‌ৎসভ শোনাল কী করে মাকার নিজের জীবন বিপন্ন করছে স্বগ্রামবাসীকে রক্ষা করার জন্য। 'এটা পাশবিক আচরণ নয় — একে বলে বীরের কীর্তি।'

নভদ্‌ভোরভ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল:

'স্রেফ ভাবের উচ্ছ্বাস! এরা কী ভেবে যে কোন্ কাজ করতে চায় তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তুমি মাকারের ঔদার্য দেখছ, হতে পারে এটা সেই সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কয়েদীর বিরুদ্ধে ওর নিতান্তই ঈর্ষা।'

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল:

'কেন তুমি কিছুতেই অপরের মধ্যে ভালো কিছু দেখতে চাও না?' (সকলের সঙ্গেই মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার 'তুমি' সম্পর্ক)।

'যা নেই তা দেখব কেমন করে?'

'মানুষ যখন ভয়ংকর মৃত্যুর ঝুঁকি নিচ্ছে, তখন নেই বলি কী করে?'

নভদ্‌ভোরভ লেকচার দেবার ভঙ্গিতে বলতে লাগল:

'আমার মনে হয় আমরা যদি কিছু একটা করতে চাই তা হলে প্রথমেই (কন্দ্রাতিয়েভ বাতির আলোয় একটা বই পড়ছিল, সেটা নামিয়ে রেখে সবিশেষ মনোযোগে গুরুবাক্য অবধান করতে লাগল) ঠিক করে নিতে হবে যে আমরা উদ্‌ভট কল্পনা দ্বারা চালিত হব না, বস্তুকে দেখব তার যথার্থ রূপে। জনগণের জন্যে আমাদের যথাশক্তি কাজ করে যেতে হবে — কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদানের আশা না রেখে। যদিচ আমরা কাজ

করে যাব জনগণের স্বার্থে, যতদিন তারা নিজেদের বুদ্ধির জড়তা না কাটিয়ে উঠছে, ততদিন সহকর্মীর মতো তাদের হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। সুতরাং বিকাশের যে প্রক্রিয়ার জন্য আমরা ওদের তৈরি করতে চলেছি সেই প্রক্রিয়া যতদিন না সংঘটিত হচ্ছে, ততদিন তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যের প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র।'

ক্রিল্‌ৎসভের মুখখানা রক্তাভ হয়ে উঠল, সে বলল:

'কোন্‌ বিকাশের প্রক্রিয়া? আমরা বলে থাকি আমরা স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। অথচ এটাই কি সবচেয়ে সাংঘাতিক স্বেচ্ছাচার নয়?'

নভদ্‌ভোরভ শান্ত কণ্ঠে বলল:

'এর মধ্যে কোনো স্বেচ্ছাচারিতা নেই। আমি কেবল বলতে চাই, কোন্‌ পথে জনতার যাওয়া উচিত আমার জানা আছে এবং আমি তাদের সে-পথ দেখিয়ে দিতে পারি।'

'কিন্তু কী করে নিশ্চিত তুমি বলতে পারো যে তোমার দেখানো পথটাই সঠিক পথ? এটাকেই কি বলে না স্বেচ্ছাচারিতা, যা থেকে আসে ধর্মের নামে অবিচার-অত্যাচার আর মৃত্যুদণ্ড — যেমনটা ঘটেছিল ফরাসী বিপ্লবের সময়? তারাও বিজ্ঞানের সাহায্যে একমাত্র সত্য পথ জেনেছিল।'

'তারা ভুল করেছিল বলে একথা প্রমাণিত হয় না যে আমিও ভুল করছি। তা ছাড়া, অবাস্তব আদর্শবাদীদের প্রলাপ বাক্য এবং অর্থবিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তব সত্যের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত।'

নভদ্‌ভোরভের কণ্ঠস্বরে গোটা ঘরটা গমগম করতে লাগল। সে একা কথা বলে চলেছে, আর সবাই চুপচাপ।

মুহূর্তেক বিরতির সুযোগ নিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলে উঠল:

'সারাক্ষণ তর্ক করে ওরা।'

নেখ্‌লিউদভ মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা আপনি নিজে এবিষয়ে কী মনে করেন?'

'আমার মনে হয় আনাতোলি ঠিক কথাটাই বলেছে — জনগণের ওপর আমাদের নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেওয়াটা উচিত নয়।'

'আর আপনি কাতিউশা, আপনি কী বলেন?'

নেখ্‌লিউদভ হাসতে হাসতে প্রশ্নটা করল বটে, কিন্তু মনে মনে ওর ভয় কাতিউশা যদি আবার কোনো গোলমেলে জবাব দেয়।

ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠল, বলল:

'আমার মনে হয় জনসাধারণের প্রতি অন্যায় করা হয় — ঘোরতর অন্যায়।'

নাবাতভ সোৎসাহে বলল:

'ঠিক বলেছ মিখাইলভ্‌না, খুব ঠিক কথা! ঘোরতর অন্যায় করা হয় জনগণের প্রতি। সে অন্যায় চলতে দেওয়া উচিত নয়। এই অন্যায় প্রতিহত করাটাই হল আমাদের এক মাত্র কাজ।'

'বিপ্লবের লক্ষ্য-বিষয়ে এ এক ভারী অদ্ভুত অভিমত।'

বিরক্ত ভাবে এই মন্তব্য করে নভদ্‌ভোরভ নীরবে ধূমপান করতে লাগল।

ক্রিল্‌ৎসভ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

'ওর সঙ্গে কথা বলা যায় না, আমি তো পারি না।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'না বলাই ভালো।'

১৫

বিপ্লবী দলের সকলেই নভদ্‌ভোরভকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত, সে ছিল খুবই পণ্ডিত, সকলেই তাকে বিজ্ঞ বলে মনে করত। কিন্তু নেখ্‌লিউদভ মনে করত নভদ্‌ভোরভের নৈতিক মান সাধারণ মানুষের চেয়েও নীচু বলে বিপ্লবীদের মধ্যে ও নিকৃষ্ট। ওর বুদ্ধিবৃত্তি যদি ভগ্নাংকের লব বলে ধরা হয়, সে-অঙ্কটা কিছু কম ছিল না, কিন্তু ওর বিভাজক — নিজের সম্পর্কে ওর ধারণাটা ছিল অসাধারণ বেশি এবং তা বহুকাল হল তার বুদ্ধিবৃত্তিকে ছাড়িয়ে গেছে।

স্বভাবে ও ছিল সিমন্‌সনের সম্পূর্ণ বিপরীত। সিমন্‌সন মুখ্যত পুরুষালি চরিত্রের মানুষ, ও কী করবে না করবে, কেমন করে করবে, সমস্তটাই নির্ভর করত ওর নিজের যুক্তিবিচারের ওপর। অপরপক্ষে নভদ্‌ভোরভের চরিত্রটা ছিল মুখ্যত মেয়েলী ধাঁচের, অংশত আবেগ-অনুভূতির দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের দিকে, অংশত আবেগ-অনুভূতি উদ্রিক্ত আচরণ সমর্থনের দিকে ওর চিন্তাপ্রসূত কার্যকলাপের গতি।

নভদ্‌ভোরভ স্বয়ং নিজের সমগ্র বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সাফাই হয়তো গাইতে পারত ওজস্বী ভাষায়, প্রত্যয় উৎপাদন হয়তো করতে পারত সকলের মনে। কিন্তু নেখ্‌লিউদভের মনে হত এই সব কিছুর পিছনে ছিল একমাত্র নভদ্‌ভোরভের অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সকলের শীর্ষে স্থান পাবার লোভ। অন্যদের চিন্তাভাবনা আত্মস্থ করে সেগুলো নির্ভুল ভাবে পরিবেশনের একটা ক্ষমতা ওর ছিল। উচ্চবিদ্যালয়ে কিংবা ইউনিভার্সিটিতে এই ধরনের ক্ষমতা বিশেষ আদৃত হত বলে সতীর্থদের মধ্যে ও শিক্ষক অধ্যাপকদের মধ্যে ওর দস্তুরমতো কদর ছিল। সেখানে ওর স্থান ছিল সর্বোচ্চ, আর এতে ও খুশিও ছিল। নভদ্‌ভরোভকে ক্রিল্‌ৎসভ পছন্দ করত না — নেখ্‌লিউদভকে সে-ই বলেছে যে ইউনিভার্সিটির পাঠক্রম শেষ করে স্নাতকোত্তর অভিজ্ঞান লাভের পর, সর্বাগ্রগণ্যতার সম্মানের পালা শেষ হতেই, নতুন কোনো ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন লাভের আশায় নভদ্‌ভোরভ রাতারাতি তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পালটে ফেলে উদারনীতিক মধ্যপন্থী থেকে বনে যায় উগ্রপন্থী, 'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়ার' দলভুক্ত।

সুনীতি সুরুচির বালাই ওর ছিল না বলে নভদ্‌ভোরভের কোনো ব্যাপারে দ্বিধাসংশয়ও ছিল না, ফলে উচ্চাশা পূরণে ওকে কোনো বেগ পেতে হয় নি, অচিরেই বিপ্লবী জগতে সম্মান প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও তৃপ্ত হয় — ও পার্টির অন্যতম নেতারূপে স্বীকৃত হয়। একবার একটা লক্ষ্য স্থির করার পর ও সেই লক্ষ্যসাধনের জন্য এগিয়ে যেত বিনা দ্বিধায়, বিনা সংশয়ে, সেইজন্য ও ধ্রুবনিশ্চিত ছিল যে ভুলত্রুটি করা ওর স্বভাবেই নেই। ওর চোখে সবই ছিল সহজ, পরিষ্কার, স্পষ্ট ও নিশ্চিত। আর সত্যিই ওর সংকীর্ণ মনের একপেশে দৃষ্টিতে সব কিছুই যেন সহজ ও স্পষ্ট বলে প্রতিভাত হত, ওর কথায়, কেবল যুক্তিসম্মত হলেই হল। ওর আত্মপ্রত্যয় ছিল এমনই প্রবল যার ফলে লোকে হয় তার প্রতি বিরূপ হত, নয়ত তার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হত। ওর কার্যকলাপ ছিল অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সীদের নিয়ে, এবং যেহেতু তারা ওর সীমাহীন আত্মপ্রত্যয়কে ওর প্রগাঢ় চিন্তাশক্তি ও প্রাজ্ঞতা বলে ধরে নিত, সেই হেতু অধিকাংশ লোকেই ছিল ওর অনুগত, আর তাই বিপ্লবী সমাজেও ওর সাফল্য ছিল বিরাট। ওর কার্যকলাপের লক্ষ্য ছিল এমন একটা অভ্যুত্থান গড়ে তোলা যার ফলে ও ক্ষমতা দখল করে সমাবেশ ডাকতে পারে। ওরই রচিত একটি খসড়া কর্মসূচী পেশ করা হবে ওই সভায়। ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না

যে ওর কর্মসূচী যাবতীয় সমস্যার সমাধান ঘটাবে, তাই সেই অনুযায়ী কাজ না করে কোনো উপায় নেই।

ওর সাথীরা নভদ্‌ভোরভকে শ্রদ্ধা করত ওর সাহসের জন্য, সংকল্পের দৃঢ়তার জন্য — কিন্তু ওকে ভালোবাসত না। ও নিজেও কাউকে ভালোবাসত না, নামজাদা লোকদের সকলকেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করত — হনুমানের দলে পালের গোদা পালের জোয়ান মরদদের ওপর যেমন করে, পারলে ও তাই করত ওদের নিয়ে। পারলে সে অন্যদের সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি, সকল ক্ষমতা উপড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিত, যাতে ওর নিজের ক্ষমতা ও অবাধে জাহির করার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা না করতে পারে। যারা ওর পদানত থাকত কেবল তাদের সঙ্গেই ও ভালো ব্যবহার করত। এখনও এই যাত্রাপথে ও ভালো ব্যবহার করেছে ওর প্রচারকার্যের দ্বারা প্রভাবিত শ্রমিক কন্দ্রাতিয়েভের সঙ্গে এবং ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌না ও রূপসী গ্রাবেৎসের সঙ্গে — যেহেতু এরা দু'জনেই আবার ওর প্রেমে পড়েছে। নীতিগত ভাবে নারী-আন্দোলনের সমর্থক হলেও নভদ্‌ভোরভ আসলে মনে করে মেয়ে মাত্রই নির্বোধ ও অকিঞ্চিৎকর। অবশ্য ব্যতিক্রম করে একমাত্র তাদের ক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে প্রায়শই ওর ভাবপ্রবণ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে — যেমন এখন গড়ে উঠেছে গ্রাবেৎসের সঙ্গে। এদের সে মনে করে অসাধারণ নারী, যাদের গুণের সমঝদার ও ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

যৌনসম্পর্কের সমস্যাটাও তার কাছে আর সব সমস্যার মতোই অতি সহজ পরিষ্কার, স্বাধীন প্রেমের স্বীকৃতি দিলেই এ সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হতে পারে।

ওর একটি জাল স্ত্রী আছে। আসল স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, যেদিন থেকে বুঝতে পেরেছে ওদের মধ্যে সত্যকার প্রেম নেই। সম্প্রতি ও চিন্তা করতে লেগেছে গ্রাবেৎসের সঙ্গে স্বাধীন মিলনের একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে কি না।

নেখ্‌লিউদভের প্রতি নভদ্‌ভোরভের অবজ্ঞার কারণ — ওর নিজের কথায় — মাস্‌লভার ব্যাপারে লোকটার 'ঢং' দেখে। তাছাড়া সে যে বর্তমান শাসনব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে, এমন কি সেসব ত্রুটি শোধরানোর উপায় সম্পর্কে হুবহু নভদ্‌ভোরভের মতন করে না ভেবে বরঞ্চ নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্পর্ধা রাখে, সেখানেই ওর আপত্তি। নভদ্‌-ভোরভের মতে লোকটার ঐ নিজস্ব ধরণটা আসলে 'প্রিন্স্‌' জনোচিত অর্থাৎ মূর্খামি। নেখ্‌লিউদভ তার প্রতি নভদ্‌ভোরভের মনোভাব জানে এবং

এই ভেবে কিঞ্চিৎ দ্ঃখও অন্ভব করে যে এই যাত্রার সময় সাধারণ ভাবে সকলের সঙ্গে সে সদ্ভাব বজায় রাখলেও এই লোকটার কাছ থেকে সে ঢিল খেয়ে পাটকেলটি মারতে কস্র করছে না। তার প্রতি নিজের প্রবল বির্পতা নেখ্লিউদভ আর কিছ্তেই ঢেকে রাখতে পারছে না।

১৬

পাশের কামরায় কনভয়-অফিসারদের গলা শোনা যাচ্ছে। টুঁ শব্দটি নেই। দ্'জন কনভয়-সেনা সহ একজন সার্জেণ্ট এসে ঢুকল। এখন ইন্স্পেক্শনের সময়। সার্জেণ্ট প্রত্যেকের দিকে আঙ্ল উঁচিয়ে উঁচিয়ে সবাইকে গণনা করল। যখন নেখ্লিউদভের পালা এল, বেশ নরম ভাবে অন্তরঙ্গতার স্রে বলল:

'এখন ইন্স্পেক্শন শেষ হবার পর আপনার এখানে থাকাটা ঠিক হয় না, প্রিন্স্। এবার আপনাকে যেতে হয়।'

নেখ্লিউদভ জানে এই কথাটার অর্থ কী। আগে থেকেই তিন র্ব্ল সে ঠিক করে রেখেছিল। সার্জেণ্টের কাছে গিয়ে তার হাতে তিন র্ব্লের নোটটা গ্রুজে দিল।

'আঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না। আচ্ছা, আরো কিছ্ক্ষণ না হয় বস্ন।'

সার্জেণ্ট বেরোবার উদযোগ করছে এমন সময় আর একজন সার্জেণ্ট এসে ঢুকল একজন ফৌজদারী কয়েদী সহ — রোগাপাতলা লোক, থ্তনীতে হালকা দাড়ি, চোখের নিচে কালশিটে পড়েছে।

কয়েদীটি বলল:

'মেয়েটার খোঁজে এলাম।'

হঠাৎ শোনা গেল মেয়েটির রিনরিনে গলা:

'এই যে বাবা এসেছে!'

রান্ৎসেভার পিছন দিক থেকে মেয়েটির ফেকাসে চুল মাথা উঁকি মারল।

সার্জেণ্ট প্রবেশ করার ঠিক আগে রান্ৎসেভা ওর নিজের একটি পেটিকোট কেটে, মারিয়া পাভ্লভ্না ও কাতিউশার সাহায্যে বাচ্চাটির জন্যে একটি নতুন জামা বানাচ্ছিল।

কয়েদী বুজোভ্কিন স্নেহমাখা সুরে বলল:

'হাঁ গো মেয়ে আমি, এই তো আমি।'

বুজোভ্কিনের কালশিটে পড়া মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মারিয়া পাভ্লভ্না বলল:

'ও আমাদের এখানে বেশ আছে। থাকুক না কেন।'

মেয়েটি রান্‌ৎসেভার সূচীকর্মের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল:

'মাসিরা আমার জন্যে নতুন জামা বানাচ্ছে — সুন্দর মিষ্টি জামা।'

মেয়েটিকে আদর করে রান্‌ৎসেভা জিজ্ঞেস করল:

'রাতে আমাদের সঙ্গে থাকতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ চাই তো। বাবাও যদি থাকে।'

রান্‌ৎসেভার মুখটা মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল:

'না, বাবা তো এখানে থাকতে পারবে না।'

বুজোভ্কিনের দিকে ফিরে বলল:

'তা হলে ও থাকুক আমাদের কাছে।'

প্রথম সার্জেণ্ট ভেতরে দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল:

'হ্যাঁ, তা হলে থাকুক এ-রাতটা।'

এই বলে সে দ্বিতীয় সার্জেণ্টের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। কনভয়-দল বেরিয়ে যেতেই নাবাতভ বুজোভ্কিনের কাছে গিয়ে, তার কাঁধ সামান্য স্পর্শ করে বলল:

'আচ্ছা, এ-সব কী যেন শুনছি? সত্যিই কি কার্মানভ নাম ভাঁড়াতে চায়?'

বুজোভ্কিনের ভালোমানুষি মাখা দরদী মুখখানা বিষাদে ভরে গেল, চোখের ওপর হঠাৎ যেন একটা পর্দা নেমে এল। বলল:

'কই, আমরা তো এসব কিছু শুনি নি।'

তার চোখের সামনে তখনও সেই ঝাপসা পর্দা। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল:

'তা হলে আক্সিউৎকা, মাসিদের কাছে বেশ ভালোই থাকবি — কী বলিস?'

এই বলেই বুজোভ্কিন দ্রুত বেরিয়ে গেল।

নাবাতভ বলল:

'সবই জানে। নাম ভাঁড়াবার ব্যাপারটা সত্যিই। তা হলে এখন কী করবেন আপনি?'

নেখ্‌লিউদভ জবাবে বলল:

'এরপর যে শহরে গিয়ে পেঁছুব সেখানে কর্তাব্যক্তিদের জানাব। আমি দু'জন কয়েদীরই মুখ চিনি।'

ঘরে সবাই চুপ, ওদের ভয় আবার বুঝি সেই ঝগড়াটা বাধে।

সিমন্‌সন এতক্ষণ এক কোনায় সটান শুয়ে ছিল হাতদুটো মাথার তলায় রেখে, একটা কথাও বলে নি। এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে সোজা পা ফেলে সন্তর্পণে উপবিষ্টদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল নেখ্‌লিউদভের কাছে — ওর মুখে একটা দৃঢ় সংকল্পের ভাব। নেখ্‌লিউদভকে বলল:

'এবার কি আমার কথাটা শুনতে পারবেন?'

'নিশ্চয়।'

নেখ্‌লিউদভও উঠে দাঁড়িয়ে সিমন্‌সনের পিছু পিছু চলল।

কাতিউশা মুখ তুলে তাকাল। নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠল, কেমন যেন বিভ্রান্ত ভাবে মাথাটা নাড়াল।

করিডরে পা দিয়ে সিমন্‌সন বলতে শুরু করল:

'আপনাকে যে-কথাটা আমি বলতে চাই তা হল এই...'

করিডরে কয়েদীদের হৈ-হল্লায় কান পাতা দায়। নেখ্‌লিউদভের মুখে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল, সিমন্‌সন কিন্তু নির্বিকার। অকপট দুটি চোখে সোজা নেখ্‌লিউদভের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলতে লাগল:

'কাতেরিনা মিখাইলভ্‌নার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা জানি বলেই, আমার মনে হয় আমার কর্তব্য...'

একেবারে দরজার কাছে দুটি কলহপরায়ণ গলার চেঁচামেচিতে ওকে বাধ্য হয়ে থামতে হল। একজন চেঁচিয়ে বলছে:

'তুই একটা নিরেট বোকা, তোকে আমি বার বার বলছি ওগুলো আমার জিনিস নয়...'

আরেক জন ততোধিক চেঁচিয়ে বলছে:

'হতভাগা শয়তান, তোর দমবন্ধ হয়ে মরণ হয় না কেন?'

সেই মুহূর্তে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না করিডরে বেরিয়ে এসে বলল:

'এখানে কি কথা বলা যায়? ওইখানে চলে যান, কেবল ভেরা আছে ওখানে।'

এই বলে ওদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না দ্বিতীয় দরজা দিয়ে একটি ছোট্ট কুঠুরীতে ঢুকল — নিশ্চয় নির্জন কারাবাসের কুঠুরী,

আপাতত রাজবন্দী মেয়েদের জন্যে দেওয়া হয়েছে। ভেরা ইয়েফ্রেমভ্না আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। মারিয়া পাভ্লভ্না বলল:

'ওর মাথা ধরেছে বলে ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, সুতরাং ও আপনাদের কথাবার্তা শুনতে পারবে না। আমি চলে যাচ্ছি।'

সিমন্সন বাধা দিয়ে বলল:

'চলে যাবে কেন? আমার কোনো গোপন কথা নেই। তোমার কাছে তো নেইই। থাকো এখানে।'

মারিয়া পাভ্লভ্না বলল:

'বেশ তো, বসছি তাহলে।'

ছোট ছেলেমেয়েদের মতো শরীরটাকে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে ডান দিক বাঁ দিক করে, তক্তা-বিছানার একেবারে শেষ প্রান্তে মারিয়া গিয়ে বসল ওদের কথা শুনতে। ওর সুন্দর বাদামী রঙের চোখদুটি মেলে ধরল যেন কোন সুদূরে।

সিমন্সন পুনরুক্তি করে বলল:

'হ্যাঁ আপনাকে আমি যে কথাটা বলতে চাই তা হল এই যে কাতেরিনা মিখাইলভ্নার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা জানি বলেই, আমার মনে হয় আমার কর্তব্য তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা আপনাকে বিশদ করে জানানো।'

সিমন্সন যেমন সহজে অকপটে বক্তব্যের সূত্রপাত করছে নেখ্লিউদভ তার তারিফ না করে পারল না। জিজ্ঞেস করল:

'তার মানে?'

'মানেটা এই যে আমি কাতেরিনা মিখাইলভ্নাকে বিয়ে করতে চাই।'

মারিয়া পাভ্লভ্না সিমন্সনের ওপর দৃষ্টি রেখে বলল:

'আশ্চর্য!'

সিমন্সন ওর পূর্বকথার খেই ধরে বলল:

'সেইজন্য আমি মনস্থির করেছি ওকে বলব আমার স্ত্রী হতে।'

নেখ্লিউদভ বলল:

'এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি? এটা তো নির্ভর করছে ওর ওপর।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে বাদ দিয়ে ও এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারবে না।'

'তা কেন?'

'কারণ আপনার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা যতক্ষণ না মিটে যায় ও মন স্থির করতে পারবে না।'

'আমার নিজের দিক থেকে সমস্যার চূড়ান্ত ভাবে নিষ্পত্তি হয়েই আছে। যা আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি তা আমি পালন করে যেতে চাই, ওর দুর্ভাগ্যের বোঝাটা যথাসম্ভব হালকা করে যেতে চাই। কিন্তু কোনো ভাবেই ওর অসুবিধার কারণ আমি হতে চাই না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ও আপনার স্বার্থত্যাগ চায় না।'

'এতে স্বার্থত্যাগের কোনো প্রশ্নই নেই।'

'এবং আমি এটাও জানি ওর এই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়।'

'তাই যদি হয় তা হলে আমার সঙ্গে কথা বলে কী লাভ?'

'ও চায় আপনিও যেন এটাই মেনে নেন।'

'আমি আমার করণীয় বলে যা মনে করি তা আমি করব না — সে আমি কেমন করে মেনে নিই? আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি আমি মুক্ত নই, কিন্তু ও মুক্ত।'

সিমন্‌সন চুপ করে গেল, কিছুক্ষণ ধরে ভাববার পর বলল:

'বেশ, তা হলে ওকে তাই বলব। মনে করবেন না আমি ওর প্রেমে পড়েছি। আমি ওকে ভালোবাসি এক আশ্চর্য চমৎকার অনন্য মানুষরূপে এবং বহু দুঃখবেদনা ওকে সহ্য করতে হয়েছে বলে। আমি ওর কাছ থেকে কিছু চাই না। আমার কেবল একটা গভীর আকুতি আছে ওর দুঃখবেদনার বোঝাটুকু যদি একটু হালকা করতে...'

বলতে বলতে সিমন্‌সনের গলাটা একটু কেঁপে উঠল বলে নেখ্‌লিউদভ আশ্চর্য বোধ করল।

সিমন্‌সন বলে চলল:

'...যদি একটু হালকা করতে পারি। যদি আপনার সহায়তা ও স্বীকার করে নিতে না চায়, আমারটা স্বীকার করুক। ও যদি রাজী থাকে তা হলে যেখানে ওকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে, আমি বলব সেখানেই আমায় পাঠাতে। চারটে বছর তো অনন্ত কাল নয়। আমি ওর কাছাকাছি থাকব এবং হয়তো ওর দুরদৃষ্ট কিছুটা লাঘব করতে পারব...'

আবার আবেগের বশে সিমন্‌সন আর কিছু বলতে পারল না।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আমি কী আর বলতে পারি? আমি খুবই খুশি আপনার মতো একজন রক্ষক সে পেয়েছে...'

সিমন্‌সন বলে চলল:

'এটা তো আমার জানার দরকার ছিল, আমি জানতে চেয়েছিলাম, যেহেতু আপনি ওকে ভালোবাসেন এবং ওর মঙ্গল চান, আপনি কি মনে করেন ওর পক্ষে আমার বিয়ে করাটা মঙ্গলজনক হবে?'

নেখ্‌লিউদভ দৃঢ় স্বরে বলল:

'হ্যাঁ, তা হবে নিশ্চয়।'

'এখন সবটাই নির্ভর করছে ওর ওপর। আমি চাই কেবল এত শত দুঃখবেদনার পর বেচারা যেন একটু শান্তি পায়।'

সিমন্‌সন কথাটা বলল এমন শিশুসুলভ মমতার সুরে, যে ওরকম স্বভাববিষণ্ণ মানুষের মুখ থেকে এমন কথা যে বেরোতে পারে, কেউ তা প্রত্যাশাও করতে পারত না।

সিমন্‌সন উঠে দাঁড়াল, নেখ্‌লিউদভের হাত ধরে তার দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল, সলজ্জ ভাবে হেসে ওর গালে চুম্বন দিল।

'তা হলে আমি ওকে তাই বলব।'

এই বলে সিমন্‌সন বেরিয়ে গেল।

১৭

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল:

'কী মনে হচ্ছে আপনার? ঘোর প্রেমে পড়েছে! এমনটা যে কখনো হতে পারে, ভ্লাদিমির সিমন্‌সন যে কখনো একেবারে একটা হাঁদা ছেলের মতো প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে এ আমি কখনো কল্পনাও করি নি। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার এবং সত্যি কথা বলতে কি দুঃখের ব্যাপারও বটে।'

এই বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'কিন্তু ও — কাতিউশা? কাতিউশা কী ভাবে ব্যাপারটা দেখছে বলে আপনার মনে হয়?'

'সে?'

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না একটু থামল, মনে হল ও একটা যথাসম্ভব যথাযথ জবাব দিতে চায়, বলল:

'সে? অতীতে ওর যা-কিছু ঘটে থাক, ওর স্বভাবটা খুবই সৎ,

অনুভূতিও সুক্ষ্ম। সে আপনাকে ভালোবাসে, সত্যিই ভালোবাসে, আপনার নঙর্থক উপকারও যদি করতে পারে সে খুশি হয়, সেইজন্যে চায় না আপনাকে ওর ব্যাপারে জড়াতে দিতে। আপনার সঙ্গে বিয়ে হলে ও নিজের কাছে এতটা নেমে যাবে যে নিজের অধঃপতিত জীবনেও ততটা নীচে ও কখনো নামে নি। সুতরাং তাতে ও কখনো রাজি হবে না — যদিচ আপনার উপস্থিতি এখনো ওর মনে দোলা দেয়।'

'তা হলে আমি কী করি? আমাকে কি অদৃশ্য হয়ে যেতে বলেন?'

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ওর সেই শিশুসুলভ মধুর হাসি হেসে বলল:

'হ্যাঁ, আংশিক ভাবে।'

'আংশিক ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কী করে সম্ভব?'

'আমি বাজে বকছিলাম। ওর কথাই তো আমি বলতে চেয়েছিলাম; বলতে চেয়েছিলাম যে ভ্লাদিমির সিমন্‌সনের উচ্ছ্বসিত প্রেমের নির্বুদ্ধিতাটুকু হয়তো ও লক্ষ্য করে থাকবে (কেননা সে এখনো ওর সঙ্গে কোনো কথাই বলে নি), হয়তো তাতে ও খুশি হয় আবার ভয়ও পায়। আপনি তো জানেন এ সব ব্যাপার বিচার করতে পারি আমার তেমন যোগ্যতা নেই, কিন্তু আমার মনে হয় ওর প্রেমভাব নিতান্ত সাধারণ পুরুষ-মানুষের প্রেমভাব থেকে তফাত নয় — যদিও একটা মুখোশে ঢাকা। ও বলে এই প্রেম ওকে শক্তি দেয়, ওর প্রেম নিষ্কাম প্রেম, কিন্তু আমি জানি ওর প্রেম যত অসাধারণ হোক না কেন তলায় তলায় অন্য সকল প্রেমের মতোই পঙ্কিল ও নোংরা ... ঠিক ওই নভদ্‌ভোরভ — ল্যুবার প্রেমের মতো।'

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না তার প্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে মূল প্রসঙ্গ ছেড়ে চলে যাবার উদ্‌যোগ করছিল। নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'তা হলে আমি এখন কী করি?'

'আমার মনে হয় ওকে আপনার সব কথা বলা উচিত। সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া সব সময়ই ভালো। ওর সঙ্গে কথা বলুন। আমি ডেকে দিতে পারি। ডাকব?'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'হ্যাঁ, যদি অনুগ্রহ করে একবার ডেকে দেন।'

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না কুঠুরী থেকে বেরিয়ে গেল।

নেখ্‌লিউদভ শুনতে পেল ভেরা ইযেফ্রেমভ্‌না মৃদু নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে মাঝে মাঝে কাতরাচ্ছে, দুটো দরজার ব্যবধানে কয়েদীর দল

অনবরত গণ্ডগোল করে চলেছে — ছোট্ট কুঠুরীতে একা একা নেখ্‌লিউদভের মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগল। ভাবতে লাগল সিমন্‌সন তাকে যা বলে গেল তার পরিণামে নিজের ওপর যে কর্তব্যের বোঝা সে চাপিয়েছিল তা থেকে সে মুক্ত হচ্ছে। দুর্বল মুহূর্তে এই বোঝা কখনো কখনো কঠিন মনে হয়েছে, অদ্ভুত মনে হয়েছে। তা সত্ত্বেও তার এখনকার অনুভূতিটা কেমন যেন অপ্রীতিকর, শুধু তা-ই নয় বেদনাদায়কও। তার মনে হতে লাগল সিমন্‌সনের এই প্রস্তাব তার নিজের আত্মত্যাগের অনন্যতাটুকু একেবারেই নষ্ট করে দিতে চলেছে, ফলে তার নিজের কাছে তো বটেই অপরের কাছেও তার সেই ত্যাগের মূল্য হ্রাস পেতে বাধ্য। সিমন্‌সনের মতো ভালো একটি লোক, ওর প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতার বন্ধন না থাকা সত্ত্বেও যদি নিজের ভাগ্য জড়াতে চায় ওর ভাগ্যের সঙ্গে তা হলে নেখ্‌লিউদভের আত্মত্যাগের কী-ই বা মূল্য থাকতে পারে! এই সব চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে একটু যে ঈর্ষার উদয় না হচ্ছিল এমন নয়। ওর প্রেমে সে এমনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে আর কাউকে যে ও ভালোবাসতে পারে সেই কথাটা সে মেনে নিতে পারছিল না।

তা ছাড়া নেখ্‌লিউদভ যে মমে মমে ঠিক করেছিল ওর কারাদণ্ডের মেয়াদ যদ্দিন না শেষ হয় ওর কাছাকাছি থাকবে — সে পরিকল্পনাটাও ভেস্তে যায়। যদি ও সিমন্‌সনকে বিয়ে করে তা হলে তার উপস্থিতির কোনো মূল্য থাকছে না, তখন তাকে নতুন করে নিজের ভবিষ্যৎপন্থা ঠিক করে নিতে হবে।

নিজের মনোভাব আরো বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারার আগে, কয়েদীদের কলরব আরো যেন উচ্চ হয়ে উঠল (আজ ওদের ওখানে বিশেষ কিছু একটা ঘটে থাকবে), দরজা খুলে প্রবেশ করল কাতিউশা। দ্রুত পা ফেলে নেখ্‌লিউদভের কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে বলল:

'মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না আমায় পাঠিয়ে দিল।'

'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে কথা বলা আমার দরকার। বসুন। ভ্লাদিমির ইভানভিচ আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন।'

ও দুটি হাত কোলের ওপর জড়ো করে বসেছে। শান্ত মুখখানা, কিন্তু নেখ্‌লিউদভের মুখে সিমন্‌সনের নামটা শুনেই ওর সমস্ত মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল:

'কী বললেন উনি?'

'উনি আমায় বললেন আপনাকে বিয়ে করতে চান।'

হঠাৎ কী-একটা বেদনায় ওর সমস্ত মুখখানা কুঁচকে গেল। মুখে কিছু বলল না, চোখদুটি নত করল মাত্র।

'উনি আমার সম্মতি চাইছিলেন — অথবা আমার পরামর্শ। আমি ওঁকে বলেছি সমস্তটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার ওপর। আপনি যা স্থির করবেন তাই হবে।'

'এ-সবের মানে কী? কেন?'

অস্ফুট স্বরে প্রশ্নটা করে, নেখ্‌লিউদভের চোখের ওপর ওর সেই টেরা চোখের চাহনি তুলে তাকাল। ওর এই দৃষ্টি নেখ্‌লিউদভের মনের ওপর সর্বদা একটা অদ্ভুত প্রভাব ফেলে। কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের চোখের ওপর চোখ রেখে ওরা বসে রইল। চোখের ভাষায় উভয়ে উভয়কে অনেক কিছু বলল।

নেখ্‌লিউদভ পুনরুক্তি করে বলল:

'আপনাকেই স্থির করতে হবে।'

'আমি আবার কী স্থির করতে যাব? সব তো বহুকাল আগেই স্থির হয়ে আছে।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'না, আপনাকে স্থির করতে হবে ভ্লাদিমির ইভানভিচের প্রস্তাব আপনি গ্রহণ করছেন কি না।'

'আমি একজন দাগী আসামী — কী ধরনের স্ত্রী হতে পারি আমি? ভ্লাদিমির ইভানভিচের জীবনটাও আবার নষ্ট করা কেন?' ভ্রূকুটি করে ও বলল।

'মনে করুন দণ্ড যদি রহিত হয়?'

'আঃ আমায় ছেড়ে দিন তো! আমার আর কিছু বলার নেই।'

এই বলে ও উঠে দাঁড়িয়ে কুঠুরী থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

১৮

কাতিউশার পিছু পিছু পুরুষদের কামরায় ফিরে এসে নেখ্‌লিউদভ দেখতে পেল সকলের মধ্যে প্রবল একটা উত্তেজনা। নাবাতভ বিরতি-শিবিরের সর্বত্র যায়, সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক আছে, সব কিছু লক্ষ্য করে। নাবাতভ সদ্য যে-খবরটা এনেছে তা শুনে সকলে স্তম্ভিত। খবরটা এই:

বিরতি-শিবিরের একটি দেওয়ালে ও খুঁজে পেয়েছে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবী পেৎলিনের লেখা একটি নোট। সকলের ধারণা ছিল পেৎলিন অনেক আগেই কারা-অঞ্চলে*) পেঁছে গিয়ে থাকবেন। এখন দেখা গেল অত্যন্ত সম্প্রতি এই পথ দিয়েই পেৎলিন গেছেন একদল ফৌজদারী কয়েদীর সঙ্গে। নোটটাতে লেখা ছিল:

'১৭ই অগস্ট তারিখে একা আমাকে পাঠানো হয় কয়েদীদের সঙ্গে। নেভেরভ ছিলেন আমার সঙ্গে, কিন্তু তিনি কাজানের উন্মাদ আশ্রমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। আমি ভালো আছি, মনটাও ভালো আছে, আশা করছি সব কিছু ভালো ভাবে কেটে যাবে।'

সকলে আলোচনা করতে লাগল পেৎলিনের অবস্থা ও নেভেরভের আত্মহত্যার কারণ নিয়ে। একমাত্র ক্রিল্‌ৎসভ কোনো কথা না বলে চিন্তাকুল ভাবে জ্বলজ্বল চোখে সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

রান্‌ৎসেভা বলল:

'পিটার-পল্ দুর্গে থাকতেই নেভেরভ এক ছায়ামূর্তি দেখেছিলেন বলে আমার স্বামীর কাছে শুনেছি।'

নভদ্‌ভোরভ বলল:

'হ্যাঁ, নেভেরভ ছিলেন কবি ও কল্পনাবিলাসী, এই ধরনের লোক নির্জন কারাবাস সইতে পারে না। আমি যখন নির্জন কারাবাসে ছিলাম কখনো আমার কল্পনাকে রাশ ছেড়ে দিতাম না, নিয়ম করে আমার সমস্ত দিনকৃত্য স্থির করে নিতাম, ফলে নির্জন কারাবাস সহ্য করা আমার পক্ষে শক্ত হয় নি।'

ঘরের আবহাওয়ায় বিষাদের ভাবটা উড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে নাবাতভ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল:

'সহ্য না করতে পারার কী আছে? আমায় যখন ওরা জেলে পুরে রাখত আমি তো খুব খুশি হতাম। অমনিতে কত ভয় — এই বুঝি গ্রেপ্তার করে, এই বুঝি অন্যদের জড়িয়ে ফাঁসিয়ে ফেললাম, এই বুঝি গোটা ব্যাপারটাই পণ্ড করে ফেললাম... তারপর যেই না জেলে পুরল — দায়দায়িত্ব চুকে গেল, এবারে বিশ্রাম করা যেতে পারে। আপন মনে বসে বসে আরামে সিগারেট টান।'

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না খুবই উদ্‌বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করছিল ক্রিল্‌ৎসভের মুখের ভাবে দ্রুত পরিবর্তন — তার মুখখানা শুকিয়ে গেছে, জিজ্ঞেস করল:

'তুমি বুঝি নেভেরভকে বেশ ভালো চিনতে?'

অনেকক্ষণ ধরে চেঁচালে কিংবা গান গাইলে যেমন হাঁপ ধরে, তেমনি ভাবে দম নেবার জন্য হাঁপাতে হাঁপাতে হঠাৎ ক্রিল্‌ৎসভ বলে উঠল:

'নেভেরভ কল্পনাবিলাসী মাত্র? কখনোই না। আমাদের বাড়ির দারোয়ান ওর সম্বন্ধে বলত 'পৃথিবীতে ওর মতন মানুষ খুবই কম জন্মগ্রহণ করে'। নেভেরভ ছিল একেবারে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ — এফোঁড় ওফোঁড় সব দেখা যেত ওর। মিথ্যেকথা বলা তো দূরের কথা, কোনো রকম ভান সে করতে পারত না। কেবল স্পর্শকাতরই বা বলি কেন, মনে হত ওর গায়ের ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেবার ফলে ওর সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র যেন অনাবৃত। হ্যাঁ... ওর চরিত্রটা ছিল জটিল, ঐশ্বর্যে ভরপুর, এমন নয় যে... কিন্তু যাক গে, ওসব বলে আর কী হবে?'

খানিকক্ষণ থামবার পর রাগত ভাবে চোখ পাকিয়ে সে বলে চলল:

'আমরা তর্ক করি কোন্‌টা ভালো — আগে জনশিক্ষা ও পরে সমাজ-সংস্কার, না আগে সংস্কার পরে শিক্ষা। এছাড়াও প্রশ্ন আছে — কী ভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে — শান্তিপূর্ণ প্রচারকার্যের মাধ্যমে না সন্ত্রাস সৃষ্টি করে? আমরা তর্কবিতর্ক করে মরি। কিন্তু ওরা তা করে না, ওরা ঠিক জানে ওদের কী করতে হবে এবং তাই করতে গিয়ে দশ, বিশ, শ'য়ে শ'য়ে মানুষ ধ্বংস হোক না হোক, তাতে ওদের কী আসে যায়? আর কী রকম সব মানুষই না প্রাণ হারাচ্ছে! ওরা তো তাই চায়! সেরা সেরা মানুষ যাতে ধ্বংস হয় এটাই তো ওদের দরকার। গের্‌ৎসেন বলেছিলেন ডিসেম্বর বিদ্রোহীদের যখন সরিয়ে দেওয়া হল, সমাজের সামগ্রিক স্তরে অবনতি দেখা গিয়েছিল।*) অবনতি হবে না তো কী! তারপর স্বয়ং গের্‌ৎসেন এবং তার অনুগামীদেরও সরিয়ে দেওয়া হল — এখন নেভেরভদের পালা...।'

নাবাতভ ওর স্বভাব-প্রফুল্ল গলায় বলল:

'সবাইকে সরাবে ওরা কী করে? সর্বদা যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ অবশিষ্ট থাকবে প্রজাতির ধারাটুকু বজায় রাখতে।'

মাঝপথে নাবাতভের বাধা দেওয়াটা ক্রিল্‌ৎসভের মনঃপূত হয় নি, গলাটা বেশ একটু চড়িয়ে বলল:

'না, অবশিষ্ট কেউ থাকবে না — ওদের প্রতি যদি আমরা মায়াদয়া দেখাই... দাও, আমায় একটা সিগারেট দাও।'

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বাধা দিতে চাইল, বলল:

'ও আনাতোলি, ধূমপান তোমার পক্ষে ভালো নয়, দয়া করে ধূমপান কোরো না!'

ক্রিল্‌ৎসভ রাগত ভাবে বলল:

'আঃ, রাখো তো দেখি!'

সিগারেট ধরাতেই খক্‌খক্‌ কাশতে কাশতে ওর যেন বমির উদ্রেক হল, একদলা গয়ের বেরোতেই ও বলে চলল:

'এত দিন ধরে আমরা যা করে চলেছি — সব ভুল করেছি, সব ভুল। যুক্তিতর্ক আর নয়, এবার সবাইকে একতাবদ্ধ হতে হবে... ওদের ধ্বংস করতে হবে। হ্যাঁ যা বলছি তাই।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'কিন্তু ওরাও তো মানুষ।'

'না, ওরা মানুষ নয়, ওরা যা করছে যে-সব মানুষ তা করতে পারে... নাঃ মানুষ ওরা নয়। শুনছি কী ধরনের যেন বোমা আর বেলুন আবিষ্কৃত হয়েছে। বেলুনে চড়ে, ওপরে উঠে বোমার পর বোমা বর্ষণ করে ওদের সব ক'টাকে ছারপোকার মতো ধ্বংস করতে হয়... হ্যাঁ, কারণ...।'

আরও কী যেন বলতে চাইছিল ও, কিন্তু ওর মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল, হঠাৎ আরও জোরে জোরে কাশতে লাগল, আর কাশির সঙ্গে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

নাবাতভ দৌড়ে বেরিয়ে গেল কিছু বরফ নিয়ে আসতে। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না কয়েক ফোঁটা ভালেরিয়ান ঢেলে ওকে দিতে গেল। কিন্তু অতি কষ্টে দ্রুত নিশ্বাস নিতে নিতে, ক্রিল্‌ৎসভ ওর সরু সাদা হাতটা দিয়ে মারিয়ার হাতটা সরিয়ে দিয়ে, চোখ বুজে চুপ করে পড়ে রইল। বরফ আর ঠাণ্ডা জল দিয়ে শুশ্রূষার পর ওর যেন একটু আরাম হল। তখন ওকে শুইয়ে দেওয়া হল রাতের মতন। সার্জেণ্ট অনেকক্ষণ হল নেখ্‌লিউদভকে নিতে এসে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। নেখ্‌লিউদভ এবার সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে।

ফৌজদারীরা সবাই এখন চুপচাপ, অধিকাংশই ঘুমোচ্ছে। তক্তা-বিছানার ওপরে, তলায়, দুটো তক্তা-বিছানার মাঝখানে — যেখানে যতটুকু জায়গা পাওয়া গেছে তার মধ্যে গাদাগাদি করে শুলেও, ঘরের মধ্যে সবাইকে কুলোয় নি, বেশ কয়েকজনকে করিডরের মেঝেতে শায়িত দেখা গেল, নিজেদের জিনিসপত্রে ভরা থলেগুলোকে মাথার নীচে রেখে, স্যাঁতসেঁতে আলখাল্লা দিয়ে শরীর ঢেকে রেখেছে।

নাকডাকা, কাতরানো, ঘুমজড়ানো গলায় ভুল বকার একটা সংমিশ্রিত শব্দ আসছে ঘর থেকে, করিডর থেকে। সর্বত্র জেল-আলখাল্লা জড়ানো গাদা গাদা ঠাসা ঠাসা মানুষের স্তূপ। কেবল একক পুরুষদের অংশে কয়েকজন কয়েদী একখণ্ড মোমবাতির আলোর চারদিকে বসে কী যেন করছিল, সার্জেণ্টকে দেখামাত্র ওরা ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। আর একটি বুড়ো কয়েদী জেগে আছে তখনো — করিডরের বাতির নিচে বিবস্ত্র হয়ে বসে আছে — অন্তর্বাসের কামিজ থেকে উকুন বাছছে। রাজবন্দীদের অংশে হাওয়াটা দূষিত ছিল সত্যি, কিন্তু ফৌজদারী অংশে দুর্গন্ধে হাওয়াটা এমন ভারী যে সে তুলনায় ওখানকার হাওয়া নির্মলই বলতে হয়। বাতিটা ধোঁয়াকালি ছাড়ছে, মনে হচ্ছে যেন কুয়াশা ভেদ করে চোখে পড়ছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। করিডর দিয়ে চলতে গিয়ে খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়, পদে পদে ভয়, ঘুমন্ত কারো গায়ে হয়তো পা পড়ে যাবে, পা বেধে যাবে। প্রথমে ভালোমতো লক্ষ্য করে খালি জায়গা খুঁজে বার করে সেখানে পা ফেলে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য জায়গা খুঁজতে হয়। তিনজন লোক, যারা করিডরেও জায়গা করতে পারে নি, এসে শুয়েছে বার-বারান্দায়, মলমূত্রের পূতিগন্ধযুক্ত সেই ফুটো টবটার পাশে। তাদের মধ্যে একজন জড়বুদ্ধি বুড়োকে নেখ্‌লিউদভ বহুবার দেখেছে ফৌজদারী দলের পদযাত্রার সময়। আর আছে একটি বালক — দশ বছর মতো বয়স — অপর দু'জন কয়েদীর মাঝখানে শুয়ে আছে, একজন কয়েদীর পায়ের ওপর ওর মাথাটা রেখে।

গেট্ থেকে বেরিয়ে এসে নেখ্‌লিউদভ দাঁড়িয়ে পড়ল, বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিল — হিমেল হাওয়া টেনে টেনে অনেকক্ষণ ধরে নিশ্বাস নিল।

১৯

আকাশে তারা দেখা দিয়েছে।

কয়েকটা জায়গা ছাড়া রাস্তার কাদা এখন বরফের সঙ্গে জমাট বেঁধেছে। নেখ্‌লিউদভ সরাইখানায় ফিরে এসে অন্ধকার একটা জানালায় টোকা দিল। সেই বৃষস্কন্ধ মজুর খালি পা ফেলে সরাইখানার দরজাটা খুলে নেখ্‌লিউদভকে বার-বারান্দায় ঢুকতে দিল। ডান দিকের একটা দরজা চলে গেছে সরাইখানার পিছন দিকের অংশে। সেখানে বেশ নাক ডাকিয়ে

ঘুমোচ্ছে কয়েকজন ঘোড়াগাড়ির গাড়োয়ান। পিছনের উঠোনে বেশ কয়েকটা ঘোড়া জই চিবোচ্ছে শব্দ করে। বাঁ দিকের দরজাটা চলে গেছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বৈঠকখানা ঘরে। বৈঠকখানা ঘরে, বিগ্রহের কুলুঙ্গীর সামনে লাল কাচের আধারে একটা বাতি জ্বলছে, ঘরে সোমলতা ও উগ্র ঘামের গন্ধ, একটা পার্টিশনের পেছনে এমন কেউ সমান তালে দমকে দমকে নাক ডাকছে যার ছাতিটা খুবই চওড়া হবে নিশ্চয়। নেখ্‌লিউদভ বাইরের কাপড়জামা খুলে অয়েল ক্লথে মোড়া সোফাটার ওপর কম্বল বিছিয়ে নিজের চামড়ার বালিশটা পেতে তার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, শুয়ে শুয়ে সেদিন যা-কিছু দেখেছে অথবা শুনেছে — সেই সমস্ত কথা মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগল। সেদিন ও যা-কিছু দেখেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বীভৎস ওর মনে হল সেই দৃশ্যটা: কয়েদীর পায়ের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে রয়েছে দশ বছরের ছেলেটা, তার ঘুমন্ত শরীরের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে ফুটো টব থেকে দুর্গন্ধপূর্ণ মলমূত্রের ধারা।

আজ সন্ধ্যাবেলা সিমন্‌সন ও কাতিউশার সঙ্গে ওর কথাবার্তাটা অপ্রত্যাশিত ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও ঘটনাটা নিয়ে এই মুহূর্তে ও খুব বেশি মাথা ঘামাতে চাইল না। ঘটনাটার সঙ্গে ওর নিজস্ব সম্পর্ক এমনই জটিল ও অনির্দিষ্ট যে সে সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা ও মন থেকে দূর করতে চাইল। কিন্তু ঘুরে ফিরে ওর কেবলি মনে পড়তে লাগল হতভাগ্য সেই সব লোকজনের কথা, ওদের সেই দুর্গন্ধময় দম আটকানো পরিবেশ, সেই পূতিগন্ধময় টব থেকে চুঁইয়ে পড়া তরল পদার্থের মধ্যে রাত্রিযাপন, বিশেষত স্মৃতিতে ভেসে এল সেই ছেলেটির সরল মুখখানা, যে ঘুমিয়ে ছিল সশ্রম কারাদণ্ডভোগী এক কয়েদীর পায়ের ওপর মাথাটা রেখে।

কোথায় কোন্ দূর দেশে এক দল মানুষ আরেক দল মানুষকে যতরকমের অধঃপতন, অশেষ লাঞ্ছনা ও দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলে যন্ত্রণা দেয় সেসব জানা এক কথা এবং একদল মানুষের উপর আরেক দল মানুষের নোংরামি ও উৎপীড়ন তিন মাস ধরে এক নাগাড়ে প্রত্যক্ষ করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। নেখ্‌লিউদভ এটা উপলব্ধি করল। গত তিন মাস ধরে ও ক্রমাগত নিজেকে প্রশ্ন করেছে:

'আমি কি পাগল যে অন্যেরা যা নজর করে না ঠিক সেইগুলো আমার চোখে পড়ছে, না কি ওরাই পাগল যারা এমন সব কাজ করে যা আমার চোখে পড়ছে?'

কিন্তু ওই সব লোক (তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়), যাদের কাজ

নেখ্‌লিউদভের কাছে বিস্ময়কর অথবা বীভৎস মনে হচ্ছে, এমন নিশ্চিত দৃঢ় বিশ্বাসে তাদের কাজ করে যাচ্ছে যেন তারা যা করছে তা পরম গুরুত্বপূর্ণ, কাজের কাজ। এ সব দেখেশুনে ওদের সকলকে পাগল বলে জ্ঞান করা কঠিন। কিন্তু নেখ্‌লিউদভ নিজেকেও পাগল বলে মনে করতে পারে না, যেহেতু নিজের চিন্তার স্বচ্ছতা সম্পর্কে সে সচেতন। এই কারণে নিয়তই সে বিহ্বল বোধ করে।

গত তিন মাস ধরে নেখ্‌লিউদভ যা দেখেছে তার ফলে ওর মনে ধারণা হয়েছে এই: যে-সব মানুষ স্বাধীন ভাবে ঘুরে ফিরে বেড়ায় তাদের মধ্যে থেকে বিচার বিভাগ ও প্রশাসনিক আদেশের জোরে এমন কিছু লোককে বেছে বেছে ধরা হয়েছে যারা সবার চেয়ে রগচটা ও উত্তেজনাপ্রবণ, যাদের আবেগ-উচ্ছ্বাস অন্যদের চেয়ে বেশি, সব চেয়ে বেশি যাদের সহজাত প্রতিভা, সবার চেয়ে শক্তিমান যারা, অথচ যারা অন্যদের তুলনায় চতুর বা সাবধানী নয়। বাদ বাকি যারা বাইরে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে সমাজের পক্ষে এরা তাদের চেয়ে কিছুমাত্র বেশি বিপজ্জনক না হলে কি হয়, এদেরকেই বন্দী করে রাখা হয় কারাগারে, বিরতি-শিবিরে, নির্বাসনে পাঠানো হয় সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে। সেখানে এদের রাখা হয় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। কোনো কাজ করতে দেওয়া হয় না, প্রকৃতি থেকে, নিজেদের গৃহপরিবার থেকে, কাজের কাজ থেকে অথবা সৎ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের মানবিক পরিবেশ থেকে, এদেরে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করা হয়। এটা হল প্রথম কথা।

দ্বিতীয়ত, এই সব কারা প্রতিষ্ঠানে এদেরকে নানা ভাবে এবং অনাবশ্যক ভাবে অপমান করা হয় — শিকল পরিয়ে, মাথা মুড়িয়ে, লজ্জাজনক পোশাক পরিয়ে। অর্থাৎ দুর্বলচিত্ত মানুষদের সৎ ভাবে জীবন যাপনের যে-সব মুখ্য প্রেরণা — জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা, একটা লজ্জা সংকোচের ভাব, মানবিক মর্যাদা বোধ — সব কিছু থেকে এদের বঞ্চিত করা হয়।

তৃতীয়ত, সর্দিগর্মি, জলডুবি ও অগ্নিকাণ্ডের বিশেষ বিশেষ ঘটনার কথা বাদ দিলেও এই সমস্ত লোকের জীবন নিয়তই সংকটের মধ্যে কাটে — যে-সব জায়গায় তাদের কয়েদ করে রাখা হয় সেখানকার সাধারণ সংক্রামক ব্যাধি, নিদারুণ শাস্তি, প্রহার — এ সবের ফলে এদের সর্বদা এমন এক অবস্থার মধ্যে থাকতে হয় যা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে অনেক ভালো কিংবা সৎ লোকও পরস্পরের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে অথবা অপরের কৃত এমন আচরণ মার্জনা করতে পারে।

চতুর্থত, এইসব লোককে বাধ্য হয়ে আসতে হয় কলুষিত জীবনের সংস্পর্শে — ভ্রষ্ট লম্পট, খুনী, ইতর দুর্বৃত্তদের সংস্পর্শে (যাদের অধঃপতনের জন্য আবার এই সব কারা প্রতিষ্ঠানই বিশেষ ভাবে দায়ী); যারা পাপের পথে ইতিপূর্বে পা দেয় নি, এরা তাদের প্রভাবিত করে, যেমন ময়দার তালে করে খমির।

পঞ্চমত, শেষ কথা হল, সরকার যখন ছেলেবুড়ো স্ত্রীলোক নির্বিশেষে শাস্তি দেন, যন্ত্রণা দেন, বেত কিংবা চাবুক দিয়ে আঘাত করেন, পলায়নপর ব্যক্তিকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন; স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে এমন ব্যবস্থা করে থাকেন যাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রী অপর স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে পারে, উপরন্তু গুলি করে মারেন, ফাঁসিতে লটকান, তখন যে-সমস্ত মানুষ এর আওতায় পড়েছে তাদের সকলের মনে এই স্পষ্ট ধারণাই জন্মায় যে উপস্থিত কার্যসিদ্ধির খাতিরে দেশের সরকার নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী সকল প্রকার নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, বর্বরোচিত নির্মমতা কেবল যে চোখ বুজে বরদাস্ত করেন এমন নয়, পরন্তু সক্রিয় ভাবে মঞ্জুরও করে থাকেন; ফলে যাদের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে অথবা যারা দুঃখে অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, তাদেরও ঐ ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হবার অধিকার আছে।

এ ধরনের পাপ ও নৈতিক কলুষতা যতদূর সম্ভব ঘন করে উৎপাদনের জন্য যেন ইচ্ছে করেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভেবে বার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল যেন পরে ঐ সমস্ত ঘনীভূত পাপ ও কলুষতা সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে অতি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দেওয়া। এই প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোনো অবস্থায়ই উক্ত কার্যসিদ্ধি সম্ভব নয়।

জেলখানার পর জেলখানায়, বিরতি-শিবিরের পর বিরতি-শিবিরের ব্যবস্থাদি নিতান্ত কাছ থেকে লক্ষ্য করে নেখ্লিউদভের মনে হতে লাগল:

'সামনে যেন একটা সমস্যা উপস্থিত করা হয়েছে — কী উপায়ে, সবচেয়ে কার্যকর ভাবে যত দূর সম্ভব বেশি লোকের চিত্ত কলুষিত করা যেতে পারে?' প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের চরিত্র চরম কলুষিত করা হয় এবং যখন তারা অধঃপতনের গভীরতম স্তরে গিয়ে নামে, ঠিক সেই সময় তাদের খালাস করে দেওয়া হয় যাতে জেলে থাকতে যে-নৈতিক ব্যাধিতে তারা আক্রান্ত হয়েছে, তার ছোঁয়াচটা দেশের সর্বত্র সংক্রমিত করতে পারে।

তিউমেন, ইয়েকাতেরিন্বুর্গ ও তোম্স্কের জেলে জেলে এবং একটার পর একটা বিরতি-শিবিরে দেখেশুনে নেখ্লিউদভের মনে হয়েছে সমাজ

যেন নিজের সামনে এই লক্ষ্যটাকে তুলে ধরেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে সে লক্ষ্য অর্জনও করছে। রুশ কৃষকসুলভ, খ্রীষ্টধর্ম ও সামাজিক নীতিবোধ আশ্রিত সাধারণ, সরল মানুষেরা তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণাকে বিসর্জন দিয়ে আয়ত্ত করছে কারাশাসনের নতুন নতুন নীতি, যার মূল কথা হল মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে যে কোনো ভাবে অবমাননা করা যেতে পারে, যে-কোনো ভাবে তার ধ্বংসসাধন করা যেতে পারে যদি তা থেকে কিছু লোকের লাভ হয়। কিছু কাল জেলে কাটাবার পর কয়েদীরা তাদের নিজেদের ওপর যা ঘটেছে তা থেকে সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করতে শুরু করে যে গির্জা ও ন্যায়নীতির প্রবক্তারা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ ও সহানুভূতি প্রদর্শন সম্পর্কে যে-সমস্ত নীতিবাক্য প্রচার করে থাকেন, বাস্তব জীবনে তার কোনো স্থান নেই, আর সেই কারণেই তাদেরও সেগুলি আঁকড়ে ধরে রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নেখ্লিউদভ যে-সব ফৌজদারী কয়েদীদের চিনত তাদের সকলের উপর এই প্রভাব লক্ষ্য করেছিল। ফিওদরভ, মাকার — এমন কি তারাস পর্যন্ত এ থেকে মুক্ত ছিল না; কয়েদীদের মধ্যে দু'মাস কাটানোর ফলে তারাসের যুক্তিতর্কে নীতি নিয়মের অভাব দেখে নেখ্লিউদভ বিস্ময় বোধ করেছিল। পথে নেখ্লিউদভ এমনও শুনেছিল যে কয়েদীদের মধ্যে ভবঘুরে জাতীয় কিছু লোক সঙ্গী-সাথীদের ফুসলিয়ে জলা বিলে পালিয়ে গিয়েছিল এবং খুন করে তাদের মাংস ভক্ষণ করেছিল। নেখ্লিউদভ জলজ্যান্ত এইরকম একটা লোককে দেখেও ছিল; তার বিরুদ্ধে নরমাংস ভক্ষণের অভিযোগ আনা হলে সে অপরাধ স্বীকার করে। সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার এই যে এই নরখাদকতার ব্যাপারটা কেবল এক বারই ঘটেছিল এমন নয়, ক্রমাগতই চলতে থাকে।

এই সব কারা-প্রতিষ্ঠানে যেমন হয়ে থাকে, পাপের একমাত্র সেইরকম বিশেষ অনুশীলনের দ্বারাই একজন রুশীকে ওই ভবঘুরে পর্যায়ে নিয়ে আসা যায়; তখন সে যেন হয়ে পড়ে নীট্শের আধুনিকতম মতবাদের অগ্রদূত, যাতে বলা হয়েছে সবই সম্ভব, কোনো কিছুই নিষিদ্ধ হতে পারে না। এই নীতি প্রথমে সে প্রচার করে সতীর্থ-কয়েদীদের মধ্যে, পরে সর্বসাধারণের মধ্যে।

যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তার স্বপক্ষে একমাত্র ব্যাখ্যা হল এই যে এর দ্বারা অপরাধ নিবারণ করা যায়, অপরাধপ্রবণ লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করা যায়, অপরাধী ব্যক্তিকে শোধরানো যায় — অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনত 'সমুচিত প্রতিশোধ' নেওয়া যায় যেমন লিখিত আছে গ্রন্থাদিতে। কিন্তু

বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধরনের ঈপ্সিত ফলাফলের অনুরূপ কোনো কিছু ঘটে না। দুষ্কৃতির নিবারণ তো হয়ই নি, বরঞ্চ বহুবিস্তার ঘটেছে। ত্রাস সঞ্চারের বদলে এর দ্বারা অপরাধীদের উৎসাহিতই করা হয়েছে; অপরাধীদের মধ্যে অনেকে আবার ভবঘুরে বৃত্তি অবলম্বন করে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছে। শোধরানোর বদলে দেখা গেছে নিয়মিত ভাবে যেন সর্বত্র সকল রকম পাপের বীজ সঞ্চারিত হচ্ছে। আর 'সমুচিত প্রতিশোধের' আবশ্যকতা সরকার প্রবর্তিত শাস্তিবিধানের ফলে উপশমিত হওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ জনগণের মধ্যে জেগে উঠেছে — অথচ আগে এটা ছিল জনগণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

নেখ্লিউদভ নিজেকেই জিজ্ঞেস করত:

'তা হলে ওরা এটা করে কেন?'

কোনো জবাব খুঁজে পেত না।

ওর সবচেয়ে আশ্চর্য ঠেকল যে এই সমস্ত ব্যাপার আকস্মিক ভাবে ঘটছে না, ভ্রম-প্রমাদের জন্যে ঘটছে এমনও নয়, কেবল যে একবার ঘটছে — তাও নয়। ঘটছে অনবরত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে — তফাতটা কেবল এই যে অতীতে অপরাধীর নাক কান কেটে সাজা দেওয়া হত; তারপর একটা সময় এল যখন গরম লোহা ছেঁকা দিয়ে অপরাধীকে দাগী বলে চিহ্নিত করা হত, লোহার গরাদের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত। আজকাল তাদের হাতে কড়া পরিয়ে নির্বাসনে পাঠানো হয়, ঘোড়া গাড়িতে করে নয় — বাষ্পীয় পোতে ও রেলগাড়িতে করে।

নেখ্লিউদভ যে বিক্ষুব্ধ সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সরকারী চাকুরীতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা বলেছেন যে তার কারণ কারাগারগুলির ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা এবং নতুন ধরনে আধুনিক কেতায় কারাগার নির্মিত হলে সেসব ত্রুটি শোধরানো শক্ত হবে না। এ-সব যুক্তি নেখ্লিউদভের কাছে অবান্তর, কারণ ও বেশ বুঝতে পারছিল কারাব্যবস্থার উন্নতি অবনতি ওর বিক্ষোভের কারণ নয়। উন্নত জেলখানার বিবরণ ও পড়েছে — সেখানে ইলেকট্রিক রেল-এর ব্যবস্থা আছে, ইলেকট্রিক বোতাম টিপে প্রাণদণ্ডের সুপারিশও তার্দ্ তাঁর গ্রন্থে করেছেন। কিন্তু পরিমার্জিত পদ্ধতিতে নির্যাতনের কথা ভেবে ওর মন আরও বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

যে-জিনিসটা প্রধানত ওর বিক্ষোভ উদ্রেক করে তা হল এই যে আইন-আদালতে কিংবা মন্ত্রণালয়ে করদাতাদের টাকায় মোটা মাইনের চাকরীতে এমন সমস্ত লোক অধিষ্ঠিত থাকেন যাঁদের একমাত্র কাজ হল এঁদেরই মতো

রাজকর্মচারীরা, এঁদেরই মতন মতিগতি নিয়ে, যে-সব বিধি নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, সেইসব বিধানতন্ত্র ঘেঁটে ঘেঁটে কোন্ অপরাধে দণ্ডবিধির কোন্ ধারা প্রয়োগ হবে স্থির করে দেওয়া এবং দণ্ডিত ব্যক্তিদের তাঁদের দৃষ্টি পথের বাইরে এমন সব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া যেখানে তাদের দন্ডমুণ্ডের কর্তা হয় নির্মম নিষ্ঠুর ইন্স্পেক্টর, ওয়ার্ডার ও কনভয়-সেনাদের দল, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের শরীর মন তিলে তিলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে।

অত্যন্ত নিকট থেকে কারাব্যবস্থাদি প্রত্যক্ষ দেখার ফলে নেখ্লিউদভের মনে হয়েছে কারাবাস কালে কয়েদীদের মধ্যে যে-সব পাপ অভ্যাস ছড়িয়ে যায় — যথা মদ্যপান, জুয়াখেলা, নিষ্ঠুর দুষ্কৃতি, এমন কি নরখাদকতা — সেগুলি মোটেই আকস্মিক নয়, অধঃপতনও নয়, অপরাধপ্রবণ মানসিকতা ও বিকৃতির ফলে যে এসব ঘটে তাও নয়, যদিচ সরকারী প্রশ্রয়পুষ্ট কোনো কোনো জড়বুদ্ধি বিজ্ঞানী ব্যাপারটা এই ভাবেই ব্যাখ্যা করে থাকেন। আসলে মানুষ যে অন্যদের শাস্তিবিধান করতে পারে এই মর্মে যে অসম্ভব মোহ তার মনে আছে এ সমস্তই হল তার অনিবার্য ফল। নেখ্লিউদভের মনে হল নরখাদকতার সূত্রপাত জলা বিলে ঘটে না, ঘটে মন্ত্রকে মন্ত্রকে, সমিতিতে সমিতিতে, বিভিন্ন শাসন বিভাগে। এ সব জায়গায় যেটার সূচনা তারই পরিণতি হয় জলা বিলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেবল ওর নিজের ভগ্নীপতি নয় পরন্তু সকল উকিল, আদালতের নকিব থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্যন্ত কেউই বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না সুবিচার হল কি না হল, জনসাধারণের মঙ্গল হল কি না হল। এসব নিয়ে মুখে তারা যত কথাই বলুক না কেন, তাদের একমাত্র চিন্তা হল রুব্ল, যে রুব্ল তাদের দেওয়া হয় মানুষকে যন্ত্রণা ও অধঃপতনের পথে ঠেলে দিতে সর্বতোপ্রকারে সাহায্য করার জন্য। এ-ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার। নেখ্লিউদভ চিন্তা করতে লাগল:

'তবে কি এ-সমস্তই ঘটে ভুল বোঝাবুঝির ফলে? এমন একটা কোনো ব্যবস্থা কি করা যায় না, যাতে এই সমস্ত বেতনভোগীরা তাদের বেতন পেয়ে যান এবং তদুপরি একটা অতিরিক্ত ভাতা, যাতে তারা এখন যে-সব অকাজ করছেন, তা থেকে বিরত থাকেন?'

এই চিন্তাটা ওর মনে যখন উদয় হল ঠিক সেই সময় মোরগেরা ডেকে উঠল দ্বিতীয় বার। নড়াচড়া করার সঙ্গে সঙ্গে পিশুগুলো ওর চারধারে ফোয়ারার মতো ছিটকে পড়ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নেখ্লিউদভ শেষ পর্যন্ত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

২০

ঘোড়াগাড়ির গাড়োয়ানেরা নেখ্‌লিউদভ ঘুম থেকে ওঠার অনেক আগেই সরাইখানা ছেড়ে চলে গেছে। বাড়ীউলি আকণ্ঠ চা পান করার পর তোয়ালে দিয়ে মোটা ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে নেখ্‌লিউদভের কাছে এসে বলল বিরতি-শিবির থেকে একজন কনভয়-সেনা এসেছে একটা চিঠি নিয়ে। চিঠি লিখেছে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না, জানিয়েছে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ক্রিল্‌ৎসভের এবার যে আক্রমণ হয়েছিল, সেটা ওরা যেমন ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সংকটজনক:

'প্রথম প্রথম আমরা চেয়েছিলাম ওকে যাতে এখানেই রাখা হয় ও ওর সঙ্গেই এখানে থেকে যাবার অনুমতি আমরা কেউ কেউ পাই। কিন্তু সে-অনুমতি পাওয়া যায় নি বলে আমরা ওকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চলব, যদিচ আমাদের ভয় তার ফল একেবারেই ভালো হবে না। এমন ব্যবস্থা করুন যাতে পরবর্তী শহরে ওকে রেখে দেওয়া যায় এবং ওর সেবার জন্য আমরা কেউ একজন সঙ্গে থাকি। সে-অনুমতি পেতে হলে যদি ওকে আমার বিবাহ করতে হয়, আমি অবশ্যই রাজি।'

নেখ্‌লিউদভ সেই তরুণ মজুরটিকে ঘোড়াগাড়ির আড্ডায় পাঠিয়ে দিল একটা ঘোড়াগাড়ি ভাড়া করে আনতে। নিজের জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে লাগল। নেখ্‌লিউদভ তার দ্বিতীয় গেলাস চা পান শেষ করার আগেই সদর রাস্তা দিয়ে দেউড়ির দিকে এগিয়ে এল তিনঘোড়ায় টানা একটা ডাকের গাড়ি। ঘোড়ার গলার ঘণ্টি বেজে উঠল, শীতে জমাট-বাঁধা কাদার ওপর চাকার ঘর্ঘর শুনে মনে হল শান-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে ঘোড়াগাড়ি ছুটে এসেছে। নেখ্‌লিউদভ মোটা ঘাড়ওয়ালা বাড়িউলির পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ে বলল যেন জলদি ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া হয় — যাতে সত্বর কয়েদীদের কনভয়টা ধরে ফেলা যায়। সর্বসাধারণের জন্য বরাদ্দ গোচারণের মাঠের গেট্‌টার কাছে নেখ্‌লিউদভের গাড়ি বাস্তবিকই ধরে ফেলল থলিবস্তা আর অসুস্থ লোকজনে গাদাগাদি করা ঘোড়াগাড়িগুলোর শেষ প্রান্তটা। রাস্তার জমাট-বাঁধা কাদার তাল গুঁড়িয়ে সমান হয়ে যেতে থাকায় চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ উঠছে। কনভয়-অফিসার ছিলেন না, তিনি আগেই চলে গেছেন। কনভয়-সেনারা হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করতে করতে পিছন দিকে রাস্তার দু'পাশ দিয়ে চলেছে।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা ঈষৎ পানোন্মত্ত। গাড়ি অনেকগুলো। সামনেরগুলোতে গাদাগাদি বসে চলেছে জনা ছয়েক করে অসুস্থ ফৌজদারী কয়েদী, শেষের তিনটির একেকটিতে তিনজন করে রাজবন্দী: একেবারে শেষেরটাতে চলেছে নভদ্‌ভোরভ, গ্রাবেৎস ও কন্দ্রাতিয়েভ, দ্বিতীয়টাতে রান্‌ৎসেভা, নাবাতভ এবং সেই দুর্বল বাতব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকটি, যার অনুকূলে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না নিজের জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছে। তৃতীয় গাড়িটাতে এক গাদা খড়ের ওপর মাথার তলায় বালিশ দিয়ে শুয়ে আছে ক্রিল্‌ৎসোভ, ওরই পাশে গাড়িটার কানা ঘেঁষে বসে আছে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না। নেখ্‌লিউদভ ওর গাড়োয়ানকে থামতে বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল ক্রিল্‌ৎসোভকে দেখতে। একজন ঈষৎ পানোন্মত্ত কনভয়-সেনা হাত নাড়িয়ে ওকে বারণ করল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই নেখ্‌লিউদভ চলে গেল ক্রিল্‌ৎসোভের গাড়ির দিকে, গাড়িটার একপাশে হাত রেখে চলতে লাগল। ক্রিল্‌ৎসোভের পরনে ভেড়ার লোমে তৈরি ওভারকোট, মাথায় লোমের টুপি, মুখে একটা রুমাল বাঁধা। মনে হল সে যেন আরো একটু পাণ্ডুর, আরো একটু শীর্ণ, সুন্দর দুটি চোখ আরো একটু যেন বড়ো, জ্বলজ্বল করছে দীপ্তিতে। গাড়ির ঝাঁকানিতে শরীরটা দুর্বল ভাবে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে দুলছে, শুয়ে শুয়ে এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল নেখ্‌লিউদভের দিকে। কিন্তু শরীর কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে দুটো চোখ বন্ধ করে রাগত ভাবে মাথাটা নাড়াল। মনে হল এই মুহূর্তে ওর সমস্ত শক্তি ক্ষয় হচ্ছে গাড়ির হরদম ঝাঁকুনির ধাক্কাটা সামলাবার জন্যে। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বসে ছিল অন্য দিকটাতে — সে কেবল একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে বুঝিয়ে দিল অবস্থা কত খারাপ এবং ওর উদ্‌বেগ কত গভীর। পরক্ষণেই খুশি খুশি হয়ে চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ ছাপিয়ে নেখ্‌লিউদভ যাতে শুনতে পায় সেই উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'কনভয়-অফিসার খুব সম্ভব লজ্জাই পেয়ে থাকবে। বুজোভ্‌কিনের হাতকড়া খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন ও নিজেই মেয়েকে কোলে করে চলেছে। ওর সঙ্গে আছে কাতিউশা ও সিমন্‌সন, আর ভেরাও আছে — আমার জায়গায়।'

ক্রিল্‌ৎসোভ মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকে দেখিয়ে কী একটা যেন বলল, চাকার ঘড়ঘড়ানিতে কিছু শোনা গেল না। একটা কফের দমক দমন করার জন্যে চোখ পাকিয়ে মাথাটা ঝাঁকাল। নেখ্‌লিউদভ ভালো করে শোনার জন্য

কানটা বাড়িয়ে দিল ওর মুখের কাছে, মুখ থেকে রুমালটা সরিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

'এখন অনেকটা ভালো। ঠাণ্ডা না লাগলে হয়।'

নেখ্‌লিউদভ সম্মতিসূচক ভাবে মাথাটা একবার নাড়াল, দৃষ্টি বিনিময় করল মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার সঙ্গে।

বহু চেষ্টা করে হেসে ক্রিল্‌ৎসোভ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল:

'সেই তিন গ্রহের সমস্যাটার কী হল? সমাধান শক্ত?'

নেখ্‌লিউদভ ওর কথাটার মানে বুঝতে পারল না, মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ব্যাখ্যা করে বলল যে ক্রিল্‌ৎসোভ ঠাট্টা করে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী — এই তিন গ্রহের সম্পর্ক নির্ধারণ সংক্রান্ত বিখ্যাত গাণিতিক সমস্যার উল্লেখ করছে। নেখ্‌লিউদভ, কাতিউশা ও সিমন্‌সনের সম্পর্কের এই তুলনা সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে। ক্রিল্‌ৎসোভ মাথাটা নেড়ে বুঝিয়ে দিল মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ওর ঠাট্টাটা ঠিক ব্যাখ্যা করেছে।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'সমাধান আমার হাতে নেই।'

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না জিজ্ঞেস করল:

'আমার চিরকুটটা পেয়েছিলেন? কাজটা করবেন?'

নেখ্‌লিউদভ জবাব দিল:

'নিশ্চয়।'

ক্রিল্‌ৎসোভের মুখের ওপর একটা অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে নেখ্‌লিউদভ সেখান থেকে সরে নিজের গাড়িতে ফিরে গেল। গাড়িটা এবড়োখেবড়ো রাস্তার খানাখন্দের ওপর দিয়ে কনভয়ের নাগাল ধরার উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগতে থাকায়, নেখ্‌লিউদভ গাড়ির দু'পাশে দুটো হাত রাখল শক্ত করে ধরে। প্রায় তিন পোয়াটাক মাইল জুড়ে সারি সারি ফৌজদারীরা চলেছে — সকলের পরনে ধূসর রঙের আলখাল্লা, ভেড়ার লোমের কোট, পায়ে বেড়ি, জোড়ায় জোড়ায় হাতে হাতকড়া। রাস্তার উলটো দিকে নেখ্‌লিউদভ দেখতে পেল কাতিউশার মাথায় নীল রুমাল, ভেরা ইয়েফ্রেমভ্‌নার পরনে কালো পশমী ওভারকোট, সিমন্‌সনের কোর্তা, হাতে বোনা টুপি, সাদা পশমের মোজার ওপর ফিতে দিয়ে চটির মতন কী যেন একটা বাঁধা। মেয়েদের মাঝখানে চলতে চলতে ও উত্তেজিত গলায় কী যেন বলছিল।

নেখ্‌লিউদভকে গাড়িতে দেখে মেয়েরা মাথা নোয়াল, সিমন্‌সন সাড়ম্বরে টুপিটা একটু তুলল। ওদের সঙ্গে কথা কিছু না থাকায় নেখ্‌লিউদভ গাড়োয়ানকে আর থামতে না বলে ওদের ছাড়িয়ে চলে গেল। অপেক্ষাকৃত মসৃণ রাস্তা পেয়ে গাড়োয়ান আরো জোরে গাড়ি ছোটাল, কিন্তু রাস্তার দু'দিক থেকেই সারি বেঁধে গাড়ি ছুটতে থাকায় পাশ কাটানোর জন্য গাড়োয়ানকে বারবার পাকা রাস্তা ছেড়ে নামতে হচ্ছিল।

রাস্তাটা আগাগোড়া চাকার গভীর দাগে ক্ষতবিক্ষত, চলে গেছে পাইন ফার গাছের গভীর বনের ভেতর দিয়ে, দু'পাশে শোভাবর্ধন করছে বার্চ ও লার্চ গাছ — তাদের উজ্জ্বল হলুদ পাতা এখনো ঝরে পড়ে নি। অর্ধেক পথ পার হতে বনভূমি শেষ হয়ে গেল। অতঃপর রাস্তার দু'ধারে মাঠ, দূরে দেখা যাচ্ছে কোনো মঠের চূড়া ও ক্রুশ। মেঘ কেটে গিয়ে আবহাওয়া এখন পরিষ্কার; সূর্য বনভূমির মাথার ওপরে উঠে গেছে, গাছের ভিজে পাতা, রাস্তার জায়গায় জায়গায় জমা জলের ছোট ছোট গর্ত, গির্জার মাথার ওপরকার ক্রুশ, গম্বুজ, সূর্যের আলোয় যেন ঝলমল করে উঠল। সামনে, একটু ডানদিক ঘেঁষে, নীলাভ রঙের অনেকখানি দূরত্ব পেরিয়ে ঝকঝক করছে শুভ্র পর্বতমালা। গাড়িটা প্রবেশ করল শহরের উপকণ্ঠস্থ একটা বড় পল্লীর ভিতর। রাস্তায় লোক গিজগিজ করছে — তাদের কেউ বা রুশী কেউ বা অন্য জাতির মানুষ — পরনে অদ্ভুত ধরনের টুপি ও আলখাল্লা। স্ত্রী-পুরুষের দল — তাদের কেউ বা মাতাল, কেউ বা প্রকৃতিস্থ — দোকান, সরাইখানা, পানশালা অথবা ঘোড়াগাড়ির আড্ডার সামনে এসে ভিড় জমিয়েছে, হৈ-হল্লা করছে। সব কিছু দেখে শহর যে কাছেই, এটা বোঝা যাচ্ছিল।

লাগাম একটু টেনে গাড়োয়ান ডান দিকের ঘোড়াটার পিঠে এক ঘা চাবুক কষাল। তারপর কোচবাক্সের ডানদিকের কানায় গিয়ে বসল, লাগামগুলো ঝুলিয়ে দিয়ে — সম্ভবত নিজের এলেমটা দেখানোর উদ্দেশ্যে। গাড়িটা বড় রাস্তার ওপর দিয়ে গড়গড়িয়ে চলে গেল নদীর ঘাটের দিকে — নদী পেরোতে হবে ফেরী যোগে। ফেরীর নৌকো তখনো খরস্রোতা নদীর মাঝপথে, এগিয়ে আসছে ও পার থেকে। এ পারে জড়ো হয়েছে প্রায় বিশটা গাড়ি। নেখ্‌লিউদভকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, স্রোতের বিরুদ্ধে উজান ঠেলে ওপরে উঠে গিয়ে দ্রুত জলের তাড়নায় ফেরীর নৌকোটা দেখতে দেখতে ঘাটায় এসে লাগল।

ফেরী নৌকোর মাঝিরা মাথায় বেশ লম্বা, কথা বলে কম, কাঁধ বেশ

চওড়া, পুষ্ট পেশল শরীর, সকলের পরনে ভেড়ার লোমের কোট। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কাছি ছুঁড়ে ঘাটের খুঁটির সঙ্গে নৌকো ওরা বাঁধল অবলীলায়, তারপর ও পার থেকে আনা গাড়িগুলো খালাস করে এ পারের গাড়ি একে একে তুলে নিল। নৌকোর প্রশস্ত পাটাতন ভরে গেল গাড়িতে গাড়িতে, জল দেখে ঘোড়াগুলো উসখুস করতে লাগল। প্রশস্ত নদী, স্রোতের ধার বেশ, ঢেউগুলো ফেরী নৌকোর গায়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছিল, ঘাটে বাঁধা কাছিগুলোতে স্রোতের মুখে টান পড়ছিল। প্রায় যখন ভর্তি হবার মতো, নেখ্‌লিউদভের গাড়ির ঘোড়াগুলো খুলে গাড়োয়ান পাটাতনের অন্যত্র নিয়ে গেল। মাঝিমাল্লারা গাড়িটা ঠেলে তুলল অন্য সব গাড়ির পাশে। এবার ফেরী নৌকোর প্রবেশপথ মাঝিমাল্লারা বন্ধ করে দিল, ঘাটে যারা পড়ে ছিল তাদের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে, নোঙর থেকে কাছি খুলে নৌকো ছেড়ে দিল।

নৌকোয় সব শান্ত, কেবল শোনা যাচ্ছে মাঝিমাল্লাদের বুটজুতোর শব্দ আর তক্তার ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দ, এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তারা এ-পা ও-পা করছে।

২১

নেখ্‌লিউদভ দাঁড়িয়ে ছিল নৌকোর ধার ঘেঁষে; দেখছিল প্রশস্ত খরস্রোতা নদীটার দিকে। দুটো ছবি তখনো ওর চোখের ওপর ভাসছে— একটি হল ঝাঁকুনি খেয়ে মুমূর্ষু ক্রিল্‌ৎসোভের ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ানো, আর অন্যটি হল কাতিউশার চেহারা — সিমন্‌সনের পাশে পাশে উৎফুল্ল মেজাজে পথের এক প্রান্ত দিয়ে চলেছে। এই দুটোর মধ্যে একটা দৃশ্য মনকে ভারাক্রান্ত ও ব্যথিত করে তোলে — মরবার জন্য প্রস্তুত না হয়েই মরতে চলেছে ক্রিল্‌ৎসোভ; অন্যটি — সিমন্‌সনের মতো মানুষের প্রেম অর্জন করে দৃঢ়নিশ্চিত ও যথার্থ মঙ্গলের পথে পদক্ষেপের ফলে কাতিউশার উৎফুল্ল ভাব। এ-অভিজ্ঞতাটা নেখ্‌লিউদভের পক্ষে সুখকর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই ছবিটাও ওর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল, কিছুতেই মনের ভার ও দূর করতে পারল না।

বিশাল কাঁসার ঘণ্টার অনুনাদ ও কাঁপা কাঁপা আওয়াজ শহর থেকে নদীর বুকের ওপর ভেসে আসছে। নেখ্লিউদভের গাড়োয়ান ও অন্যান্য যাত্রীরা, যারা নেখ্লিউদভের ধারেকাছে দাঁড়িয়ে ছিল সবাই তারা টুপি খুলে বুকের কাছে ক্রুশচিহ্ন আঁকল — কেবল একটি বেঁটেখাটো উসকোখুসকো চেহারার বুড়ো ছাড়া। এ লোকটিও রেলিঙের ধারে সকলের চেয়ে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু এতক্ষণ নেখ্লিউদভ একে লক্ষ্য করে নি। বুড়ো মুখ তুলে তাকিয়ে রইল নেখ্লিউদভের দিকে, ওর পরনে চাষীদের তালিমারা লম্বা কোর্তা, বনাতের প্যাণ্ট এবং পুরনো ক্ষয়ে-যাওয়া তালিমারা এক জোড়া জুতো। ওর পিঠে একটা ছোট থলে, মাথায় উঁচু দেখতে একটি জীর্ণ পুরাতন লোমের টুপি।

নেখ্লিউদভের গাড়োয়ান টুপিটা মাথায় পরে, ঠিক করতে করতে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল:

'প্রার্থনা করো না কেন, বুড়ো, তোমার বুঝি দীক্ষা হয় নি?'

ছেঁড়াখোড়া জামাকাপড় পরা বুড়োটি চট করে ঝগড়ুটে সুরে দৃঢ় ভাবে প্রত্যেকটি কথা পৃথক ভাবে উচ্চারণ করে, প্রশ্ন করল:

'প্রার্থনা জানাব কাকে?'

'কাকে আবার? ভগবানকে,' বিদ্রুপের সুরে গাড়োয়ান বলল।

'একটি বার দেখিয়ে দাও দিকি — কোথায় আছেন তোমার এই ভগবান।'

বুড়োর চোখেমুখে এমন একটা দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের ছাপ ছিল যে গাড়োয়ানের বুঝতে বেগ পেতে হল না ও শক্ত মানুষের পাল্লায় পড়েছে। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে, কিন্তু ভাবটা চেপেই রাখল, যে-সমস্ত লোক ওদের কথাবার্তা শুনছিল তাদের সামনে মাথা কাটা যাচ্ছে ভেবে চুপচাপ থাকাটাও সমীচীন বোধ করল না। তাই ঝট্পট্ জবাব দিল:

'কোথায় থাকেন আবার? স্বর্গে।'

'তুমি ওখানে গিয়েছিলে নাকি?'

'যাই আর না যাই, সবাই জানে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়।'

বুড়োও কঠিন ভ্রূকুটি করে আগের মতোই দ্রুতোচ্চারণে বলল:

'কেউই ভগবানকে কোথাও দেখে নি। ভগবান থেকে জাত তাঁর একমাত্র সন্তান, যিনি তাঁর পিতার অন্তরঙ্গ, একমাত্র তিনিই তাঁর পিতার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন।'

গাড়োয়ান তার চাবুকের হাতলটা কোমরবন্ধে গুঁজতে গুঁজতে, একটি ঘোড়ার সাজ ঠিক করতে করতে বলল:

'বেশ বোঝা যাচ্ছে তুমি খ্রীষ্টান নও, তুমি হলে ছিদ্র পূজারী, শূন্য ফুটোর কাছে প্রার্থনা জানাও।'

কে একজন হেসে উঠল।

একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি তার গাড়িটার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, বুড়োর কাছাকাছি। সে বুড়োকে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা দাদু, কী তাহলে তোমার ধর্মবিশ্বাস?'

আগেকার মতো নির্দ্বিধায় ত্বরিতে বুড়ো জবাব দিল:

'আমার কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই, কারণ আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না — এক নিজেকে ছাড়া।'

নেখ্লিউদভও বুড়োর সঙ্গে আলাপে যোগ দিতে গিয়ে বলল:

'নিজেকে বিশ্বাস করা যায় কী করে? ভুলও তো হতে পারে।'

বৃদ্ধ মাথাটা নাড়িয়ে নিশ্চিত প্রত্যয়ে জবাব দিল:

'ভুল আমি জীবনে কখনো করি নি।'

নেখ্লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'তা হলে এতগুলি ধর্মমত আছে কেন?'

'বিভিন্ন ধর্মমত আছে যেহেতু মানুষ নিজেকে বিশ্বাস না করে অন্যদের বিশ্বাস করে। আমিও এক কালে অন্যদের বিশ্বাস করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম যেভাবে মানুষ হারিয়ে যায় জলাভূমিতে — এমনভাবে হারিয়ে গিয়েছিলাম যে কোনো দিন বেরোবার রাস্তা খুঁজে পাব বলে আশা করি নি। পুরাতন-বিধানী ও নূতন-বিধানী, শনিবারে যারা ধর্মোপাসনা করে সেই ইহুদি সম্প্রদায় ও খ্লিস্তি, অস্ট্রীয় আর্চবিশপের মতাবলম্বী, মোলোকান*) — এরা সবাই কেবল যার যার সম্প্রদায়ের গুণগান করে। ফলে, সদ্যোজাত চোখ-না-ফোটা কুকুর ছানাদের মতো এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে মায়ের দুধে মুখ লাগাতে চায়। ধর্মমত অনেক, কিন্তু আত্মা একটিই। সে আত্মা যেমন আমার মধ্যে আছে, তেমনি আপনার মধ্যে, তেমনি আর সকলের মধ্যে আছে। সুতরাং নিজের আত্মার প্রতি যদি বিশ্বাস রাখা যায় তা হলে সকলের মধ্যে ঐক্য আসে, অনেকের মধ্যে এককে পাওয়া যায়, এবং একের মধ্যে অনেককে।'

বৃদ্ধ তার বক্তব্য বলল গলা ছেড়ে, চারিদিকে তাকাতে তাকাতে, মনে হল তার মনোগত ইচ্ছা সবাই তার কথা অবধান করে।

নেখ্লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'আপনি কি বহুকাল যাবৎ এই বিশ্বাস পোষণ করে আসছেন?'

'আমার কথা বলছেন? তা হ্যাঁ, বহুকাল বৈকি। আমায় ওরা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে গত তেইশ বছর ধরে।'

'তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কী রকম?'

'খ্রীষ্টকে যেমন করত, আমাকেও তেমনি করে। ওরা আমায় ধরে বেঁধে নিয়ে যায় বিচারালয়ে, নিয়ে যায় পুরোহিতদের কাছে, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ও আচার্যের কাছে। পাগলা গারদেও পুরেছিল। কিন্তু আমার ক্ষতি কী করে করবে? — আমি স্বাধীন। ওরা জিজ্ঞেস করে, 'কী তোমার নাম?' ভাবে আমি বুঝি নিজের ওপর কোনো নাম আরোপ করব। আমি নিজেকে কোনো নামই দিই নি। আমি সব ছেড়েছি: আমার নাম নেই, ধাম নেই, দেশ নেই, কিছুই নেই। আমি কেবল আমি। 'কী নাম?' 'মানুষ।' 'কত তোমার বয়স?' আমি বলি, 'বছর দিয়ে গুনি না, গুনতে পারিও না, কারণ আমি চিরকাল ছিলাম, চিরকাল থাকব।' 'কারা তোমার বাবা মা?' আমি বলি, 'আমার পিতামাতা নেই — আছেন কেবল ঈশ্বর আর বসুন্ধরা। ঈশ্বর — পিতা, বসুন্ধরা — জননী।' 'আচ্ছা, জার? জারকে তুমি মানো তো?' আমি বলি, 'মানব না কেন? উনি ওঁর নিজের জার, আর আমি আমার নিজের।' ওরা বলে, 'নাঃ, তোমার সঙ্গে কথা বলার কোনো মানেই হয় না।' আমি বলি, 'আমি তো বলি নি আমার সঙ্গে কথা বলতে।' এই ভাবে ওরা আমায় ক্রমাগত নির্যাতন করে।'

নেখ্‌লিউদভ জিজ্ঞেস করল:

'এখন আপনি চলেছেন কোথায়?'

'ভগবান যেখানে নিয়ে যাবেন। কাজ যখন পাই কাজ করি, যখন পাই না ভিক্ষা করি।'

ফেরী নৌকো এবার ওদিককার ঘাটে গিয়ে লাগছে দেখে বৃদ্ধ কথা শেষ করল, বিজয় দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাকাল শ্রোতাদের সকলের দিকে।

ফেরী নৌকো ঘাটায় এসে ভিড়তে নেখ্‌লিউদভ পকেট থেকে মনিব্যাগটা বের করে কিছু টাকা দিতে চাইল বৃদ্ধকে। কিন্তু টাকা প্রত্যাখ্যান করে বৃদ্ধ বলল:

'আমি টাকাপয়সা নিই না, কেবল রুটি নিই।'

'আমায় মাপ করবেন তাহলে।'

'মাপ করার কিছু নেই, তুমি আমায় অপমান কর নি, তাছাড়া আমায় অপমান করা সম্ভবও নয়।'

এই বলে বৃদ্ধ তার থলেটা আবার পিঠের উপর তুলে নিল।

ইতিমধ্যে ডাকের গাড়িখানা ডাঙায় নামানো হয়েছে, তিনটে ঘোড়াগুলোও জোতা হয়ে গেছে।

শক্ত পেশল মাঝিমাল্লাদের বকশিস দেবার পর নেখ্‌লিউদভ যখন গাড়িতে আবার চেপে বসল, গাড়োয়ান তাকে বলল:

'কর্তা, আপনার সাধও হল কথা বলার! লোকটা নেহাৎই একটা অপদার্থ ভবঘুরে।'

২২

ঘাটের ওপর ডাকের গাড়ি ওঠবার পর গাড়োয়ান একবার পিছন ফিরে নেখ্‌লিউদভকে জিজ্ঞেস করল:

'কোন্ হোটেলে নিয়ে যাব?'

'এখানে সবচেয়ে ভালো কোন্‌টা?'

''সাইবেরিয়ান'-এর চাইতে ভালো কোনোটা নয়, তবে দিউকভেরটাও বেশ ভালো।'

'দুটোর যেখানে খুশি, নিয়ে চলো।'

গাড়োয়ান আবার সেইরকম কায়দা করে কোচবাক্সের পাশ ঘেঁষে বসে জোরসে গাড়ি চালাল। এ-শহরটা আর সব শহরের মতো, এক ছাঁচে ঢালা। প্রত্যেক বাড়ির কার্নিশের নিচে জানালা, ছাদের ওপর সবুজ রঙ, একই রকম দেখতে ক্যাথিড্রাল, বড় রাস্তার দু'পাশে দোকান পাট, এমন কি টহলদারী পুলিশেরাও একই রকম সাজপোশাক পরা। কেবল অধিকাংশ বাড়িই কাঠের তৈরি এবং রাস্তাগুলো শাণ দিয়ে বাঁধানো নয়। অপেক্ষাকৃত কর্মব্যস্ত একটা রাস্তায় গাড়োয়ান এক হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল, কিন্তু সেখানে ঘর খালি না থাকায় যেতে হল অন্য হোটেলে। এটাতে ঘর খালি ছিল। দু'মাসের পর নেখ্‌লিউদভ এই প্রথম আবার যেন তার অভ্যস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আরামের পরিবেশে ফিরে এল। কামরাটার আসবাবপত্র ব্যবস্থাদি নিতান্তই শাদামাটা, তবু দুটো মাস ডাকের গাড়ি, গ্রামের সরাই ও বিরতি-শিবিরের অভিজ্ঞতার পর নেখ্‌লিউদভ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ওর সর্ব প্রথম কাজটা হল উকুনের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া, বিরতি-শিবিরে

ঘ্রে ঘ্রে সেই যে উকুন সংগ্রহ করেছে তা থেকে এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। বাক্স থেকে কাপড়চোপড় বের করে রাখার পর ও সর্বপ্রথমেই চলে গেল রুশী হামামে সাফসুতরো হতে। সেখান থেকে ফিরে ও শহুরে পোশাকপরিচ্ছদ পরে নিল — কড়া ইস্ত্রি দেওয়া কলপ-করা শার্ট, এখানে ওখানে সামান্য কুঁচকে যাওয়া ট্রাউজার, ফ্রক কোটের ওপর ওভারকোট চাপিয়ে ও এ অঞ্চলের গভর্নর বাহাদুরের সঙ্গে মোলাকাত করার জন্য প্রস্তুত হল। হোটেলের দারোয়ান ওর জন্য একটা ফীটন্ আনিয়ে দিল, দানাপানি খাওয়া সুপুষ্ট কিরগিজ ঘোড়ায় টানা গাড়িটা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করতে করতে অনতিকাল পরে সওয়ার পেঁছে দিল সেপাই শান্ত্রী পরিবেষ্টিত একটা সুরম্য অট্টালিকার সামনে। বাড়িটার সামনে পিছনে বাগান, সেখানে আসপেন ও বার্চ গাছের পাতাঝরা শুকনো ডালের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে পাইন ও ফার গাছের গাঢ় শ্যামলিমা।

জেনারেলের শরীর অসুস্থ থাকায় আজ তিনি কারো সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান না। নেখ্লিউদভ তৎসত্ত্বেও আর্দালিকে বলল ওর ভিজিটিং কার্ডটা জেনারেলের হাতে পেঁছে দিতে — আর্দালি ফিরে এল অনুকূল জবাব নিয়ে, বলল:

‘অনুগ্রহ করে আসবেন ভিতরে?’

সামনের হল্-ঘর, চাপরাসী, আর্দালি, সিঁড়ি, ঝকঝকে পালিশ করা মেঝে নাচঘর — সবই পিটার্সবুর্গের মতন — কেবল আকারে বৃহৎ ও কেমন একটু যেন ময়লা।

নেখ্লিউদভকে জেনারেলের কর্মকক্ষে নিয়ে যাওয়া হল।

সেখানে একটা টেবিলের ধারে বসে আছেন জেনারেল — স্ফীতকায়, আশাবাদী মানুষ, নাকখানা আলুর মতো, কপাল ডুমো ডুমো আর চোখের নীচটা ফোলা ফোলা, মাথায় একগাছা চুল নেই, গায়ে একটা রেশমের তাতার ড্রেসিং গাউন জড়ানো, ধূমপান করছেন এবং একটা রৌপ্যদানে বসানো গেলাস থেকে চা খাচ্ছেন।

পুষ্ট ঘাড়ের পেছনটা বলিরেখাঙ্কিত। তার ওপর ড্রেসিং গাউনের ভাঁজগুলো টেনে জড়ো করতে করতে জেনারেল বললেন:

‘কী খবর বলুন। ড্রেসিং গাউন পরে দেখা করছি বলে কিছু মনে করবেন না — একেবারে সাক্ষাত না করার চেয়ে বরং মন্দের ভালো। শরীরটা মোটেই ভালো নেই, কোথাও বেরোই না। তা আমাদের এই সুদূর প্রান্তে কী উপলক্ষে আপনার আসা?’

নেখ্‌লিউদভ বলল,

'আমি আসছি একদল কয়েদীর সঙ্গে, তাদের একজনের সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্ক। মান্যবরের সঙ্গে দেখা করতে আসা অংশত এই ব্যক্তির ব্যাপারে, অংশত অন্য একটা কাজে।'

জেনারেল সিগারেটে একটা টান দিয়ে এক ঢোক চা খেলেন, তারপর সিগারেটটা সবুজরঙা একটা পাথরের ছাইদানে নিভিয়ে রেখে, ফোলা ফোলা গালের ভিতর থেকে উজ্জ্বল কুতকুতে দুটি চোখে নেখ্‌লিউদভের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে শুনতে লাগলেন ওর কথা — একবার কেবল বাধা পড়ল যখন অতিথিকে জিজ্ঞেস করলেন সিগারেট খাবেন কিনা।

সামরিক বাহিনীতে কিছু সংস্কৃতিবান লোক আছেন যাঁরা মনে করেন তাঁদের পেশার সঙ্গে মানবিক ও উদারনীতিক ভাবধারার সংগতি সাধন করা যায়। জেনারেল ছিলেন সেই শ্রেণীর লোক। তাঁর স্বভাবটাই ছিল সহৃদয়, বুদ্ধিটাও কিছু কম ছিল না — সুতরাং অচিরেই তিনি বুঝতে পারলেন ওইরকম সংগতি সাধন অসম্ভব। অতঃপর মনের মধ্যেকার অন্তর্বিবাদ থেকে রেহাই পাবার জন্যে তিনি মদ্যপান ধরলেন। সামরিক বাহিনীতে এমনিতেই মদ্যপানের রেওয়াজ আছে, জেনারেল অল্পে অল্পে মদ্যপানে এমনি অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন যে ডাক্তারেরা যাকে বলে পানাসক্ত, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সেনাবাহিনীতে কাটাবার পর, এখন তিনি তা-ই হয়েছেন, তাঁর সমস্ত দেহযন্ত্র মদে চুর হবার ফলে, যে-কোনো তরলদ্রব্য পেটে পড়লেই তিনি মাতাল হয়ে যান। মদ্যপান তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল, মদ ছাড়া তাঁর চলে না, সুতরাং প্রতি সন্ধ্যায় তিনি মাতাল হন — অথচ বহুকালের অভ্যাসের ফলে পাদুটো তাঁর টলোমলো করে না, খুব একটা আজেবাজে কিছু তিনি বকেনও না। আর নিতান্তই যদি বলেনও, ওঁর উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারের খাতিরে লোকে ওঁর মুখের আজেবাজে বুকনিগুলোকে বিজ্ঞজনোচিত কথা বলে গ্রহণ করে থাকে। কেবল সকালবেলার এই সময়টাতে, অর্থাৎ নেখ্‌লিউদভ যখন ওঁর সাক্ষাতে এসেছে, ঠিক তখনই তিনি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মতন থাকতেন, অন্যদের কথাবার্তা শুনে ঠিক বুঝতে পারতেন এবং কম বেশি পরিমাণে সাফল্যের সঙ্গে প্রমাণ করতে পারতেন 'পানোন্মত্ত বিজ্ঞ হলে, প্রাপ্তি দ্বিগুণ তাহার ফলে,' এই প্রবাদবাক্যের সার্থকতা। প্রবাদবাক্যটি জেনারেল নিজেও প্রায়ই আউড়ে থাকেন।

উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ঠিকই জানতেন জেনারেল মদ্যপ। কিন্তু অন্যদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি শিক্ষিত — যদিচ পানাসক্তি যখন তাঁকে পেয়ে বসে তখন থেকেই লেখাপড়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চুকে গেছে — তা ছাড়া তিনি ছিলেন সপ্রতিভ, দক্ষ ও কুশলী। চেহারাটাও জমকালো, মদের ঝোঁকেও পরের মন বুঝে চলতে পারেন। এই সব কারণে গভর্নরের মতো একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাঁকে নিযুক্ত করে এত কাল তাঁকে সেই উচ্চপদে বহাল রাখা হয়েছে।

নেখ্‌লিউদভ গভর্নরকে জানাল যে-ব্যক্তিটির ব্যাপারে ওর আগ্রহ তিনি একজন স্ত্রীলোক। অন্যায় করে তাঁর প্রতি দণ্ড বিধান করা হয়েছে বলে তাঁর হয়ে একটা দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে স্বয়ং সম্রাটের দরবারে।

জেনারেল বললেন:

'আচ্ছা, তারপর?'

'পিটার্সবুর্গে ওঁরা আমায় কথা দিয়েছিলেন ওই স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে সম্রাট কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার খবর এই মাসের মধ্যেই আপনার ঠিকানায় আমায় তাঁরা জানিয়ে দেবেন।'

জেনারেল তার ফোলা ফোলা হাতটার মোটা মোটা আঙুল টেবিলের দিকে বাড়িয়ে একটা ঘণ্টা টিপলেন। তখনো তিনি তাকিয়ে রয়েছেন নেখ্‌লিউদভের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, ঘনঘন সিগারেট ফুঁকছেন ও সশব্দে কাশছেন।

'তাই আমি বলতে চাই পিটার্সবুর্গ থেকে খবর না আসা পর্যন্ত, সম্ভব হলে যেন এই স্ত্রীলোকটিকে এখানে থেকে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়।'

ঘণ্টা শুনে আর্দালি ছুটে এল। আর্দালির পরনে সামরিক পোশাক। জেনারেল আর্দালিকে বললেন:

'আন্না ভাসিলিয়েভ্‌না উঠেছেন কি না খোঁজ নাও দেখি। আর, আরো খানিকটা চা নিয়ে এসো।'

তারপর নেখ্‌লিউদভের দিকে ফিরে জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন:

'আচ্ছা, আরো কি কিছু বলবার আছে?'

'আমার অন্য অনুরোধটা একজন রাজবন্দীর ব্যাপারে। তিনিও একই দলে আছেন।'

জেনারেল অর্থপূর্ণ ভাবে মাথাটা নাড়িয়ে বললেন:

'বটে?'

'ইনি গুরুতর ভাবে অসুস্থ — মরণাপন্ন — হয়তো এখানকার হাসপাতালে ওঁকে রেখে দেওয়া হবে। রাজবন্দীদের মধ্যে থেকে একজন স্ত্রীলোক ওঁর দেখাশোনা করার জন্যে থেকে যেতে চান।'

'তিনি কি অসুস্থ ব্যক্তির আত্মীয়া?'

'না। তবে যদি বিবাহ করলে তাঁকে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়, তা হলে বিবাহ করতে রাজি।'

জেনারেল তার জ্বলজ্বলে চোখে একদৃষ্টে নেখ্‌লিউদভের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন মনে হল উনি ওকে অপ্রস্তুত করতে চান, একটি কথাও বললেন না, কেবল সিগারেট টানতে লাগলেন।

নেখ্‌লিউদভের কথা শেষ হতে জেনারেল টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিলেন, আঙুলে থুথু লাগিয়ে চট্‌পট্‌ পাতা উলটিয়ে বিবাহসংক্রান্ত আইনের অংশটুকু বের করে পড়ে নিলেন। তারপর বই থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন:

'স্ত্রীলোকটিকে কী ধরনের দণ্ড দেওয়া হয়েছে?'

'তাঁকে? সশ্রম কারাদণ্ড।'

'তা যদি হয় অর্থাৎ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত যদি হয়ে থাকে, তা হলে বিবাহ করেও ওঁর অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটবে না।'

'হ্যাঁ। কিন্তু...'

'মাপ করবেন। ওঁকে যদি মুক্ত কোনো লোকও বিবাহ করেন, কারাদণ্ডের মেয়াদটা ওঁকে পূর্ণ করতেই হবে। এই রকম ক্ষেত্রে যে-প্রশ্নটা ওঠে তা হলে এই — দু'জনের মধ্যে কার দণ্ডটা কঠিনতর পুরুষের না স্ত্রীলোকের?'

'দু'জনই সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।'

জেনারেল হেসে বললেন:

'আচ্ছা, তা হলে তো কাটাকাটি হয়ে গেল। এর আর ওর — দু'জনের একই সাজা। কিন্তু যেহেতু পুরুষটি অসুস্থ তাঁকে হয়তো এখানকার হাসপাতালে রেখে দেওয়া যেতে পারে, আর তাঁর স্বাস্থ্যবিধানের জন্যে যতটুকু যা ব্যবস্থা করা যায় — করা হবে নিশ্চয়। কিন্তু মেয়েটি যদি তাঁকে বিয়েও করে, এখানে তাঁকে থাকতে দেবে না...'

চাপরাসী এসে জানাল:

'মাননীয়া এখন কফি খাচ্ছেন।'

জেনারেল মাথাটা নাড়িয়ে বলে চললেন:

'তবু আমি আরও একবার ভেবে দেখব। কী তাঁদের নাম? এই এখানে একটু লিখে দিন।'

নেখ্‌লিউদভ নামগুলো লিখে দিল।

এবার নেখ্‌লিউদভ যখন রোগীর সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি চাইল জেনারেল বললেন:

'সেটাও আমি পারি না দিতে। আপনাকে অবশ্যই আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু আপনি ওঁর ব্যাপারে এবং অন্য কয়েদীদের ব্যাপারেও আগ্রহী, এবং আপনার টাকা আছে, এবং আমাদের এখানে টাকা ফেললে সব কাজ সম্ভব করে তোলা যায়। ওরা আমায় বলে: 'ঘুষ নেওয়া বন্ধ করো।' কিন্তু সকলেই যদি ঘুষখোর হয় তা হলে ঘুষ আমি বন্ধ করি কী উপায়ে? যত নিচের তলার চাকুরেদের কাছে যাবেন ততই বেশি ঘুষখোর। তিন হাজার মাইল দূরে থেকে কী করে নজর রাখা যায় বলুন? ওখানে যে-কোনো অফিসার একজন ছোটখাটো জার — এই আমি যেমন এইখানে...'

হাসতে হাসতে বললেন:

'আপনি হয়তো রাজবন্দীদের সাক্ষাতে গিয়েছিলেন, হয়তো আপনি টাকা দিয়েছিলেন, আর তাইতে অনুমতিও পেয়েছিলেন? কেমন কি না?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

'আমি বুঝতে পারি আপনার পক্ষে এ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কোনো রাজবন্দীর প্রতি আপনার মায়া মমতা আছে, সুতরাং আপনি তার দেখা পেতে ইচ্ছা করেন। ইন্‌স্পেক্টর কিংবা কনভয়-সেনা আপনার দেওয়া টাকাটা নেয়, কারণ তার ঘরসংসার আছে, দিনে চল্লিশ কোপেকে তার কী করে চলে, তাই বাধ্য হয়েই ঘুষ তাকে নিতে হয়। আমি যদি আপনার কিংবা তার জায়গায় থাকতাম, আমি ঠিক আপনাদের মতোই করতাম। কিন্তু যতক্ষণ আমি এই কাজে প্রতিষ্ঠিত আছি আমি আইনের একটি কথারও নড়চড় করতে দিই না নিজেকে, কারণ আমিও মানুষ, আমিও মায়াদয়ার প্রভাবে পড়ে যেতে পারি। আমি সরকারের কার্যনির্বাহকদের মধ্যে একজন, সরকার আমায় বিশ্বাস করে এই পদে বসিয়েছেন কতকগুলি শর্তে... সেই সব শর্ত আমার পালন না করলেই নয়। ... আচ্ছা, তা হলে কাজের ব্যাপারটা চুকেবুকে গেল — এবার বলুন শুনি রাজধানীর হালচাল কেমন।'

জেনারেল নানা প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গের

উল্লেখ করে যেতে লাগলেন তা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে খবর জানা ছাড়া নিজের গুরুত্ব ও মানবতাবোধ সম্পর্কেও অবহিত করা তাঁর উদ্দেশ্য।

২৩

নেখ্‌লিউদভকে বিদায় দেবার সময় জেনারেল তাকে জিজ্ঞেস করলেন: 'কোথায় আপনি উঠেছেন? দিউকভদের ওখানে? কিছু কম জঘন্য নয় হোটেলটা। আসুন না পাঁচটার সময় আমাদের এখানে — ডিনারে! ইংরেজী জানেন?'

'তা জানি।'

'তা হলে ত খুবই ভালো। একজন ইংরেজ পরিব্রাজক সদ্য এখানে এসেছেন। তিনি সাইবেরিয়ার নির্বাসন ও জেলব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি আজ আমাদের এখানে ডিনারে আসছেন, আপনিও আসুন না। ডিনার বিকেল পাঁচটায়, আমার স্ত্রী কিন্তু সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে খুবই পিটপিটে। তখনই না হয় সেই স্ত্রীলোকটি ও অসুস্থ রাজবন্দীর ব্যাপারে আপনার প্রশ্নের একটা জবাব দেওয়া যাবে। রোগীর সঙ্গে কেউ যাতে থাকে সেরকম একটা ব্যবস্থাও হয়তো করা যাবে।'

জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেখ্‌লিউদভ ফীটন্ চেপে চলে গেল পোস্ট-অফিসে। জেনারেলের কাছ থেকে ভরসা পেয়ে ও এখন বেশ উৎসাহিত।

নিচু খিলানাকার একটা ঘরে পোস্ট-অফিস। ঘরে লোক গিজগিজ করছে। কাউণ্টারের পিছনে কতিপয় আমলা বসে বসে কাজকর্ম করছে। একজন কর্মচারী তার মাথাটা একদিকে হেলিয়ে খামের তাড়া থেকে কৌশলে একটি একটি করে খাম সরিয়ে সরিয়ে অবিরাম খটাখট শব্দে একের পর এক খামের ওপর ছাপ মেরে চলছিল। নেখ্‌লিউদভকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, নামটা বলতেই তাকে ওর নামে যা-কিছু জমা ছিল, কর্মচারী ওকে সমর্পণ করল। বেশ কিছু ডাকে এসেছে — একাধিক চিঠিপত্র, টাকা, বই এবং 'ওতেচেস্ত্‌ভেন্নিয়ে জাপিস্‌কি' পত্রিকার শেষ সংখ্যাটা। চিঠিপত্র পেয়ে নেখ্‌লিউদভ গিয়ে বসল একটা কাঠের বেঞ্চির

ওপর, একজন সৈনিকের পাশে — সৈনিক কী-একটা কাজের জন্য অপেক্ষা করছে ও সময় কাটাবার জন্যে বই পড়ছে। সেখানে বসে নেখ্‌লিউদভ ডাকে পাওয়া চিঠিপত্র ভালো করে দেখতে লাগল — একটি রেজিস্ট্রি চিঠি এসেছে বেশ ভালো একটা খামে, তার পিঠে একটা উজ্জ্বল লাল গালার সীলমোহরের সুস্পষ্ট ছাপ। সীল ভেঙে লেফাফাটা খুলে দেখল চিঠি এসেছে সেলেনিনের কাছ থেকে, চিঠির সঙ্গে সংলগ্ন একটা সরকারী দলিলের মতো কাগজ। নেখ্‌লিউদভ অনুভব করল তার মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হয়ে উঠেছে, বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেল কিছুক্ষণের জন্য। কাগজটা কাতিউশার সেই আবেদনের জবাব — কে জানে কী লেখা আছে জবাবে— প্রত্যাখ্যান? প্রথমে চিঠিখানায় তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিল, দৃঢ় হস্তাক্ষরে, ক্ষুদে ক্ষুদে সর্পিল আকারে লেখা — পড়তে পারা শক্ত। চিঠি পড়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল — জবাবটা অনুকূল। সেলেনিন লিখেছে:

'প্রিয় বন্ধু, শেষ তোমার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় তা আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। মাস্‌লভা সম্বন্ধে তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে। আমি মামলার কাগজপত্র ভালো করে পড়ার পর দেখলাম ওর প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়েছে। সেটা নিরাকরণ করতে পারে একমাত্র আবেদন-পত্র-বিচার করার কমিটি — যাদের কাছে তুমি আবেদন পেশ করে গিয়েছিলে। এই মামলা পরীক্ষা করে দেখার সময় আমি সাহায্য করতে পেরেছিলাম। এই সঙ্গে দণ্ডাদেশ হালকা করা বিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্তের নকল পাঠালাম। তোমার মাসি কাউন্টেস্‌ ইয়েকাতেরিনা ইভানভ্‌না আমায় যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সেই ঠিকানায় এটা আমি পাঠাচ্ছি। মূল দলিলটা পাঠানো হচ্ছে মামলা রুজু হবার আগে মাস্‌লভা যে জেলে ছিল, সেই জেলে। মনে হয় সেখান থেকে সোজা কালবিলম্ব না করেই চলে যাবে সাইবেরিয়ার প্রধান সরকারী অপিসে। তাড়াহুড়ো করে তোমায় এই সুখবর দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে তোমার করমর্দন করি। — তোমার সেলেনিন।'

দলিলটার বয়ান ছিল এইরকম:

'মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের নামে উদ্দিষ্ট আবেদন-পত্র যাহা মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের আবেদন গ্রহণ দফতরে অমুক তারিখে গৃহীত হইয়াছে — তৎ সম্পর্কে — মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের আবেদন গ্রহণ দফতরের মাননীয় প্রধানের আদেশক্রমে নগরবাসিনী স্ত্রীলোক ইয়েকাতেরিনা মাস্‌লভাকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে তাহার গভীর আনুগত্যের পরিচায়ক আবেদন-পত্রে উধৃত অনুরোধ বিবেচনা করত: মহামান্য সম্রাট বাহাদুর

কৃপাপরবশ হইয়া আদেশ দিতেছেন যে উক্ত স্ত্রীলোকের প্রতি যে-সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল এক্ষণে তাহা পরিবর্তিত হইয়া সাইবেরিয়ার সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী কোনো অঞ্চলে নির্বাসন দণ্ডরূপে পরিগণিত হইবে।'

এটি একটি আনন্দের ও গুরুত্বপূর্ণ খবর। নেখ্‌লিউদভ কাতিউশা ও নিজের হয়ে যতটুকু আশা করতে পারত, এর দ্বারা তা যেন পূর্ণ হল। অবশ্য পরিস্থিতির এই পরিবর্তনের ফলে কাতিউশার সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন করে জটিলতারও উদ্ভব হবে। কাতিউশা যখন ফৌজদারী কয়েদী ছিল তার সঙ্গে বিবাহটা হত নামেমাত্র, বিবাহের একমাত্র অর্থ হত তার দুরবস্থার কিঞ্চিৎ উপশম কিন্তু এই নূতন পরিস্থিতিতে ওদের একত্র বসবাস করার আর কোনো বাধা থাকল না। নেখ্‌লিউদভ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তা ছাড়া সিমন্‌সনের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কী হবে? কাল ও যে কথাগুলো বলেছিল তার প্রকৃত অর্থটা কী? ও যদি সিমন্‌সনের সঙ্গে মিলিত হতে সম্মত হয়, সেটা ভালো হবে না মন্দ হবে? এই সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যার জট খুলতে পারা নেখ্‌লিউদভের পক্ষে সম্ভব নয় — আপাতত এই সব নিয়ে চিন্তা করতেও মন চাইল না। ভাবল:

'পরে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপাতত দরকার হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর সঙ্গে দেখা করে সুখবরটা ওকে জানানো এবং ওর মুক্তি ত্বরান্বিত করা।'

নেখ্‌লিউদভ ভেবেছিল দলিলের যে-কপিটা ওর হাতে আছে কার্যোদ্ধারের পক্ষে তাই যথেষ্ট হবে, তাই পোস্ট-অফিস থেকে বেরিয়ে ও ফীটন্ গাড়ির কোচোয়ানকে বলল ওকে জেলখানার গেট্ অবধি নিয়ে যেতে।

আজ সকালে জেলখানায় ঢোকবার অনুমতি যদিও গভর্নরের কাছ থেকে পায় নি, ওর পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নেখ্‌লিউদভ ভাবল উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যেটা পাওয়া যায় না তা অধস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকে অতি সহজেই মেলে। স্থির করল এখন ও চেষ্টা করবে জেলখানায় ঢুকে কাতিউশাকে সুখবরটা দেবে এবং পারলে ওকে খালাস করবে, সেই সঙ্গে ক্রিল্‌ৎসোভের খোঁজ খবর করবে এবং ওকে ও মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকে জানাবে জেনারেলের সঙ্গে ওদের বিষয়ে কী কী কথা হয়েছে।

জেল ইন্‌স্পেক্টরের বেশ লম্বা দশাসই চেহারা — চোখে পড়ার মতো, গোঁফ ও গালপাট্টা আঁচড়ে ঠোঁটের দু'দিকে নামানো। নেখ্‌লিউদভকে তিনি

অভ্যর্থনা করলেন খুবই শুষ্ক ভাবে, সোজাসুজি বলে দিলেন উপরওলার বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে বহিরাগত কাউকে তিনি কয়েদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করার অনুমতি দিতে পারেন না। নেখ্‌লিউদভ যখন বলল যে বড় বড় শহরে ও রাজধানীতে তাকে এইরকম সাক্ষাতকার করতে দেওয়া হয়েছে ইতিপূর্বে, তিনি জবাব দিলেন:

'তা হতে পারে, কিন্তু আমার এখানে আমি অনুমতি দিই না।'

কথার ভাবে নেখ্‌লিউদভকে তিনি যেন বুঝিয়ে দিতে চাইলেন:

'আপনারা রাজধানীবাসী ভদ্রলোকেরা মনে করেন আমাদের তাক লাগিয়ে দেবেন, হতবুদ্ধি করে দেবেন, কিন্তু পূর্ব সাইবেরিয়ায় আমরাও জানি আইনশৃঙ্খলা কাকে বলে, এমন কি তা আপনাদের শিখিয়ে দিতেও পারি।'

সম্রাটের খাস দপ্তর থেকে সোজা যে-দলিলের নকল এসেছে, সেটা দেখিয়েও জেল ইন্‌স্পেক্টরকে টলানো গেল না। নেখ্‌লিউদভকে জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেবার প্রস্তাব তিনি সোজাসুজি নাকচ করে দিলেন। নেখ্‌লিউদভ যে সরল মনে ভেবেছিল মাস্‌লভাকে খালাস করার ব্যাপারে রাজকীয় দলিলের কপিটাই যথেষ্ট হবে—তিনি কেবল তাচ্ছিল্যভরে মৃদু হেসে সে-সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে বললেন ওঁর নিজের ওপরওয়ালার কাছ থেকে যতক্ষণ না সরাসরি আদেশ আসছে, ততক্ষণ কাউকে মুক্তি দেবার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেবল দুটো কাজ করতে তিনি রাজি হলেন: এক, মাস্‌লভাকে জানিয়ে দেবেন যে তার দণ্ডাদেশ লঘুকরণের একটা খবর এসেছে, এবং দুই, তাঁর ওপরওয়ালার হুকুম যদি এসে পড়ে মাস্‌লভাকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খালাস করে দেবেন।

ক্রিল্‌ৎসোভের কোনো খবর তিনি দিতে চাইলেন না, বললেন ওঁর পক্ষে জানানোও সম্ভব নয় ওই নামে কোনো কয়েদী এসেছে কি না। সুতরাং একপ্রকার বিফল মনোরথ হয়েই নেখ্‌লিউদভ তার ফীটন্ চড়ে হোটেলে ফিরে চলল।

জেল-ইন্‌স্পেক্টরের কড়া হবার অন্যতম কারণ হল জেলে যত সংখ্যক কয়েদী থাকার কথা, তার চেয়ে দ্বিগুণ বেশি লোক এসে পড়ার ফলে সংক্রামক টাইফাস রোগে প্রচুর লোক মরছে। ফীটনের কোচোয়ান তাকে পথে বলল:

'জেলে বহু লোক মরছে। কী একটা মারীতে সবাই ঘায়েল। দৈনিক বিশ জনের কবরে মাটি দিতে হচ্ছে।'

২৪

জেল থেকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরলেও নেখ্‌লিউদভের উৎসাহে ও কাজ করার মেজাজে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি। জেল থেকে সোজা চলে গেল গভর্নরের অফিসে খোঁজ নিতে মাস্‌লভা-সংক্রান্ত মূল দলিলটা এসে পেঁৗছেছে কি না। আসে নি শুনে সোজা ফিরে গেল হোটেলে এবং বৃথা কালক্ষেপ না করে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখল সেলেনিন ও ফানারিনের কাছে। চিঠি লেখা শেষ হলে পর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল জেনারেলের ওখানে ডিনারে যাবার সময় আগতপ্রায়।

এবারেও যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল দণ্ডাদেশ হালকা হবার খবরটা কাতিউশা কী ভাবে গ্রহণ করবে। কোথায় ওকে বসবাস করতে বলা হবে? কী ভাবে সে নিজে ওর সঙ্গে বসবাস করবে? সিমন্‌সনের কী হবে? কাতিউশার সঙ্গে সিমন্‌সনের সম্পর্কটা কী? মনে পড়ল কাতিউশার মধ্যে কী গভীর পরিবর্তন ঘটেছে, সেই সঙ্গে ওর অতীতও মনে পড়ল। নেখ্‌লিউদভ ভাবল:

'আপাতত ভুলে থাকাটাই ভালো।'

চাইল চট করে ওর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে, আপন মনে বলল:

'সময় এলে দেখা যাবে।'

অতঃপর জেনারেলকে কী বলা যায় সেই কথাটুকু ভাবতে লাগল।

জেনারেলের বাড়িতে ডিনারের সাজসজ্জা আয়োজন যেমন ছিল সেটাতে নেখ্‌লিউদভ অভ্যস্ত — বিত্তবান লোক কিংবা উচ্চ রাজকর্মচারীরা এই ধরনেই ডিনারের ব্যবস্থা করে থাকে। বিলাস ব্যসন তো দূরের কথা, এত দিন নেখ্‌লিউদভ অতি সাধারণ আরাম থেকেও বঞ্চিত ছিল বলে ডিনারটা ওর খুবই উপভোগ্য মনে হল।

গৃহকর্ত্রী ছিলেন সাবেক কালের পিটার্সবুর্গের grand dame*, প্রথম নিকোলাইয়ের রাজ দরবারে রাজকুমারীর সহচরী। ফরাসী ভাষাটা বলেন অকৃত্রিম, কিন্তু রুশ ভাষাটা কৃত্রিম। বেশ ঋজু সাবলীল তাঁর ভঙ্গী, হাতদুটো নাড়ানোর সময় কোমর থেকে তাঁর হাতের কনুই বিচ্ছিন্ন হয় না। স্বামীর প্রতি তাঁর আচরণে খানিকটা যেন বিষাদকরুণ ও সংযত সম্ভ্রমের

---

* অভিজাত সমাজের বিশিষ্ট মহিলা (ফরাসী)।

ভাব চোখে পড়ে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের প্রতিও তিনি খুবই সহৃদয় ব্যবহার করে থাকেন, যদিচ তাঁর অন্তরঙ্গতায় কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ লক্ষণীয়। নেখ্লিউদভকে তিনি অভ্যর্থনা করলেন যেন সে তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত; অনতিগোচর সূক্ষ্ম স্তাবকতায় তার সঙ্গে এমন আচরণ করলেন যে নেখ্লিউদভের আত্মশ্লাঘা পুনরায় জাগ্রত হল, সে খুশি হয়ে উঠল। গৃহকর্ত্রী তাকে যেন বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর ধারণায় নেখ্লিউদভ অনন্যসাধারণ এবং তিনি জানেন নেখ্লিউদভ সৎ লোক ও অসাধারণ লোক না হলে সুদূর সাইবেরিয়ায় আসত না। গৃহকর্ত্রীর এই প্রচ্ছন্ন স্তাবকতা, গৃহের ঐশ্বর্যবিলাস, উপাদেয় আহার্য ও পানীয়, শিক্ষিত সমশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার স্বাচ্ছন্দ্য নেখ্লিউদভের এমনই উপভোগ্য হল যে গত কয়েক মাসের পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা ওর মনে হতে লাগল দুঃস্বপ্নবিশেষ, যেন স্বপ্ন থেকে ও সদ্য জাগ্রত হল বাস্তবে।

ডিনারে বসেছিলেন বাড়ির সকলে — জেনারেলের কন্যা, জামাতা ও একজন এডিকং, উপরন্তু ছিলেন ইংরেজ পরিব্রাজক, স্বর্ণখনির মালিক একজন সওদাগর, এবং দূর সাইবেরিয়ার একটি শহরের গভর্নর। এ'দের সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে নেখ্লিউদভ বেশ খুশি।

ইংরেজ ভদ্রলোকটির স্বাস্থ্য ভালো, দুধে আলতায় গায়ের রঙ, ফরাসীটা মোটেই ভালো বলতে পারেন না, কিন্তু নিজের ভাষার ওপর আশ্চর্য দখল, বক্তৃতার ভঙ্গীতে কথা বলেন যখন চমৎকার শোনায়। বহু দেশ ঘুরেছেন, অনেক কিছু দেখেছেন, আমেরিকা, ভারত, জাপান ও সাইবেরিয়া সম্পর্কে অনেক চিত্তাকর্ষী তথ্যসমৃদ্ধ কথা বললেন।

স্বর্ণখনির মালিক তরুণ সওদাগরটি জন্মেছেন চাষীর ঘরে। ডিনারে এসেছেন লণ্ডনে তৈরি সান্ধ্য পোশাক পরে, শার্টে হীরের বোতাম। বাড়িতে ওঁর বড় একটি লাইব্রেরি আছে, জনহিতকর কাজে প্রচুর দানধ্যান করেন, রাষ্ট্রচিন্তায় উদারপন্থী ইউরোপিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি। এ'র সঙ্গে আলাপ করে নেখ্লিউদভ খুব খুশি হল — ওর মনে হল স্বাস্থ্যবান, অমার্জিত, কৃষকসমাজের সঙ্গে যদি সুসভ্য, সুমার্জিত ইউরোপীয় সংস্কৃতির জোড়কলম বাঁধা হয়, তা হলে বেশ একটি ভালো নতুন জাতের মানুষ তৈরি হতে পারে — তরুণ শিল্পপতিটি এই সংমিশ্রণের একটি সুন্দর নিদর্শন।

সুদূর সাইবেরীয় শহরের গভর্নরটি অপর কেউ নয়, পিটার্সবুর্গে থাকতে নেখ্লিউদভ সরকারের কোনো একটি বিভাগের ডিরেক্টর সম্বন্ধে যে প্রচুর কথা শুনেছিল, ইনিই সেই ব্যক্তি। গোলগাল চেহারাটা, মাথার

কয়েক গাছা কোঁকড়া চুল, নীল চোখের দৃষ্টি কোমল, সাদা ধবধবে দুটো হাত সযত্নে ঘষামাজা, আঙুলে আঙুলে আঙটি, হাসিটি খুব মিষ্টি। ঊর্ধ্বভাগের তুলনায় দেহের অধোভাগ সুপুষ্ট। গৃহকর্তা জেনারেল এই গভর্নরটিকে বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন, যেহেতু চারি দিকে উৎকোচ গ্রহণকারী থাকলেও, ইনি একমাত্র পদস্থ ব্যক্তি যিনি ঘুষ নেন না। গৃহকর্ত্রী সংগীত খুবই ভালোবাসেন, নিজে পিয়ানো বাজান ভালো। তিনি গভর্নরকে পছন্দ করেন, যেহেতু ইনি সংগীতজ্ঞ এবং ওঁর সঙ্গে যুগলে পিয়ানো বাজানো যায়। নেখ্‌লিউদভের মনমেজাজ এখন এমনি ভালো যে এই লোকটিকে ওর আর অপ্রীতিকর লাগল না।

এডিকংটি ভারি চটপটে ও ফুর্তিবাজ, থুতনিটা তার নীলাভ। সর্বদা নজর রাখছে কার কী দরকার, এ লোকটিরও মিষ্ট ব্যবহারে নেখ্‌লিউদভ প্রীত।

কিন্তু ওর সব চাইতে বেশি ভালো লেগেছে জেনারেলের মেয়ে জামাইকে — ভারি চমৎকার একটি তরুণ-তরুণী দম্পতি। জেনারেলের কন্যা — অল্পবয়স্কা এই স্ত্রীলোকটিকে দেখতে সুন্দরী বলা যায় না; মনটা তার খুব সরল, দুটি সন্তানকে নিয়ে একেবারে মশগুল। বিয়ে সে করে প্রেমে পড়ে। বিয়ের মত আদায়ের জন্য মা-বাবার বিরুদ্ধে তাকে দীর্ঘকাল যুঝতে হয়। স্বামী তখন মস্কো ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগে চাকরী করছেন। তিনি বিনয়ী ও বুদ্ধিমান, মতাদর্শে উদারপন্থী, আপাতত কাজ করছেন আদিবাসী অধিজাতিদের নিয়ে। তাদের সম্বন্ধে তিনি পড়াশুনো করেন, তাদের ভালোও বাসেন এবং এরা যাতে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় সেজন্য তিনি চেষ্টা করে থাকেন।

এঁরা সকলে নেখ্‌লিউদভকে যে কেবল খাতির-যত্ন করলেন এমন নয়, বেশ বোঝা গেল তার মতো একজন নবাগত ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে সবাই খুব খুশি। জেনারেল ডিনার-টেবিলে এলেন, ওঁর পরনে সামরিক ইউনিফর্ম, গলায় ঝুলছে সাদা ক্রস্। নেখ্‌লিউদভকে সম্বর্ধনা করলেন পুরনো পরিচিতের মতো। তৎক্ষণাৎ সবাইকে আমন্ত্রণ করলেন পাশের টেবিলে এসে ভোদ্‌কা ও আনুষঙ্গিক আহার্য গ্রহণ করতে। নেখ্‌লিউদভকে জিজ্ঞেস করলেন ওঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার পর কী কী করেছেন। সেই সুযোগে নেখ্‌লিউদভ জানাল পোস্ট-অপিসে গিয়ে ও চিঠিতে খবর পেয়েছে যে যে-মেয়েটির বিষয়ে আজ সকালে এসে জেনারেলের

সঙ্গে কথা বলে গেছে তার দণ্ডাদেশ হালকা করা হয়েছে। আবার একবার নেখ্‌লিউদভ অনুরোধ জানাল যদি ওকে জেলখানায় গিয়ে সাক্ষাতকারের অনুমতি দেওয়া হয়।

ডিনার পার্টিতে এসে কাজের কথা পাড়াটা জেনারেলের আদৌ পছন্দ হল না, তিনি চোখ পাকিয়ে চুপ করে রইলেন।

ইতিমধ্যে ইংরেজ ভদ্রলোক টেবিলের কাছে এসে পড়াতে জেনারেল ফরাসীতে তাঁকে বললেন:

'ভোদ্‌কা পান করবেন?'

ইংরেজ ভদ্রলোক ভোদ্‌কাটুকু পান করে বললেন, আজ সকালে তিনি গিয়েছিলেন ক্যাথিড্রাল ও কারখানা দেখতে। তবে নির্বাসন দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত যাত্রীদের বড় জেলখানাটা একবার দেখে আসতে পারলে খুশি হতেন।

নেখ্‌লিউদভকে উদ্দেশ করে জেনারেল বললেন:

'এই তো চমৎকার হল দু'জনে একসঙ্গে যেতে পারবেন।'

এডিকংকে বললেন:

'এদের দু'জনের নামে পাস্‌ দিয়ে দিন।'

নেখ্‌লিউদভ ইংরেজ ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল:

'কখন আপনার যাবার ইচ্ছে?'

ইংরেজ ভদ্রলোক বললেন:

'জেলখানা দেখবার জন্যে সন্ধেবেলাটাই আমার পছন্দ। সবাই তখন যে যার জায়গায় থাকে, আগে থেকে কোনো আয়োজন করা থাকে না বলে যে যার মতো আছে তেমনি ভাবে দেখা যায়।'

জেনারেল বললেন:

'আচ্ছা! উনি জেলখানা দেখতে চান তার আপন গৌরবে। তা বেশ, দেখুন না। আমি বহুবার লিখেছি — ওঁরা কোনো নজরই দেন না। এবার বিদেশের খবরের কাগজ থেকে জানুক।'

এই বলে জেনারেল এগিয়ে গেলেন ডিনার টেবিলের দিকে। গৃহকর্ত্রী তখন অতিথিদের বলছেন কার জন্যে কোন্‌ আসন স্থির করা হয়েছে।

নেখ্‌লিউদভ বসল গৃহকর্ত্রী ও ইংরেজ ভদ্রলোকের মাঝখানে। ওর উলটো দিকে বসেছেন জেনারেল-দুহিতা ও সেই সরকারী বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর ভদ্রলোক। ডিনার টেবিলে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল একটু এলোমেলো ভাবে। ইংরেজ ভদ্রলোক ভারতের বিষয়ে কী সব যেন বললেন, তারপরেই জেনারেল বললেন টংকিং অভিযানের* ব্যাপারটা কেন তিনি আদৌ

অনুমোদন করতে পারেন না, অতঃপর সারা সাইবেরিয়া অঞ্চলে ঘুষ ও পাপের রাজত্ব কী রকম অপ্রতিহত ভাবে চলছে সে বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হল। এই সমস্ত আলোচনায় নেখ্‌লিউদভের আগ্রহ খুবই ক্ষীণ।

কিন্তু ডিনার শেষ হবার পর কফি-পানের পর্বে নেখ্‌লিউদভ, ইংরেজ ভদ্রলোক ও গৃহকর্ত্রী গ্লাড্‌স্টোনের*) বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনার সূত্রপাত করলেন। নেখ্‌লিউদভের ধারণা হল এবার ও যে-সব প্রসঙ্গ তুলল, সকলেই মন দিয়ে অনুধাবন করলেন। একটা ভালো ডিনারের পর, উৎকৃষ্ট মদ্য পান করার শেষে, অমায়িক সজ্জনদের মাঝখানে আরাম-কেদারায় বসে, কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে, কথা বলতে নেখ্‌লিউদভের ক্রমেই যেন আরও বেশী করে ভালো লাগছিল। অতঃপর ইংরেজ ভদ্রলোকের অনুরোধে গৃহকর্ত্রী ও সেই প্রাক্তন ডিরেক্টর চলে গেলেন গ্র্যান্ড পিয়ানোটার কাছে, দু'জনে যুগ্ম ভাবে বাজাতে লাগলেন বেথোফেনের ফিফ্‌থ সিম্‌ফোনি — ওঁদের অনুশীলনটা যে খুবই ভালো বাজানোর ধরন শুনে তা বুঝতে বাকি রইল না। বাজনা শুনতে শুনতে নেখ্‌লিউদভ এমন একটা পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে তেমন উপলব্ধি ওর বহুকাল হয় নি। ওর মনে হল যেন এখনই জানতে পারল মানুষটা ও কত ভালোই না ছিল।

গ্র্যান্ড পিয়ানোটি ছিল চমৎকার যন্ত্র। সিম্‌ফোনিটা বাজানোও হল চমৎকার — অন্তত নেখ্‌লিউদভের তা-ই মনে হল। এই সিম্‌ফোনি ওর বহু পরিচিত, শুনতে ভালো লাগে, মধুর ঢিমে লয়টা শুনতে শুনতে ওর নাকটা যেন সুড়সুড় করে উঠল — মনটা এমনই গলে গেল নিজের কথা ভেবে, নিজের সদ্‌গুণের কথা মনে করে।

নেখ্‌লিউদভ গৃহকর্ত্রীকে প্রভূত ধন্যবাদ জানিয়ে বলল এমন আনন্দ থেকে সে অনেক দিন বঞ্চিত ছিল। বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাবে এমন সময় মুখে একটা দৃঢ়সংকল্পের ভাব নিয়ে বাড়ির কন্যা এসে দাঁড়াল ওর সামনে, আর লজ্জায় আরক্ত হয়ে বলল:

'আপনি আমার ছেলেমেয়ের কথা বলছিলেন, একবার কি আসবেন ওদের দেখতে?'

মেয়ের অত্যধিক সরলতা দেখে মা হাসতে হাসতে বললেন:

'ওর ধারণা সবাই ওর ছেলেমেয়ে দেখতে উৎসুক। প্রিন্সের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই কাচ্চাবাচ্চা দেখতে।'

'ঠিক তার উলটো, বেশ আগ্রহ আছে, খুবই আগ্রহ আছে।'

মেয়েটির মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাস নেখ্‌লিউদভকে স্পর্শ করল, সে বলল:

'দেখান না।'

'বোঝো কাণ্ড! প্রিন্স্‌কে নিয়ে চলল ওর কাচ্চাবাচ্চা দেখাতে!'

জেনারেল তাস খেলার টেবিলে বসে হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন নেখ্‌লিউদভকে:

'যান, যান, সেলাম ঠুকে আসুন।'

জেনারেল, তাঁর জামাই, সোনার খনির মালিক ও তাঁর এডিকংকে নিয়ে তাস খেলতে বসেছেন।

তরুণী মা'টিকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ উত্তেজিত — প্রিন্স্‌ তাঁর ছেলেমেয়ে দেখে কেমন লাগল বলবেন এই ভেবে। উত্তেজিত হয়ে দ্রুত পা ফেলে তিনি অন্দর মহলের দিকে চললেন, নেখ্‌লিউদভও চলল তাঁর পিছু পিছু। তৃতীয় কামরাটিতে ঢুকে দেখা গেল উঁচু ছাদওয়ালা ঘরের দেওয়াল মুড়ে দেওয়া হয়েছে সাদা ওয়াল-পেপারে, ঢাকা পরানো একটা বাতির মৃদু আলোয় দেখা যাচ্ছে ছোট্ট দুটি খাট, খাটদুটোর মাঝখানে বসে আছে একজন আয়া, কাঁধের ওপর একটা হাতাবিহীন সাদা কোট, তার গালের উঁচু হাড় দেখলেই বোঝা যায় আয়াটি সাইবেরীয়, মুখে মমতা মাখানো। ওদের ঢুকতে দেখে আয়া উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নোয়াল। প্রথম খাটটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন মা, দু'বছরের শিশু কন্যা গভীর শান্তিতে ঘুমোচ্ছে, ছোট্ট মুখখানা একটু খোলা, লম্বা কোঁকড়া চুল বালিশের ওপর ছড়ানো।

নীল ডোরাকাটা পশমের বোনা কম্বলখানা গায়ের ওপর ঠিক করে দিলেন — একটা ছোট্ট সাদা পায়ের গোড়ালি বেরিয়ে ছিল। মা বললেন:

'এই হল কাতিয়া। সুন্দর, তাই না? মাত্র দু'বছর বয়স কিন্তু ওর।'

'খুবই মিষ্টি দেখতে!'

'আর এ হল ভাসিউক. ওর দাদুর দেওয়া নাম। একেবারে অন্য ধরনের সাইবেরীয় — না?'

'ভারী চমৎকার ছেলেটি!'

নেখ্‌লিউদভ দেখল নাদুসনদুস খোকাটি উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে।

'যা বলেছেন।'

মা গভীর অর্থব্যঞ্জক মৃদু হাসি হেসে বললেন।

হঠাৎ নেখ্‌লিউদভের কল্পনায় ভেসে উঠল শৃঙ্খল, কামানো মাথা, ঝগড়াঝাঁটি, নোংরামি, মরণাপন্ন ক্রিল্‌ৎসোভ, কাতিউশা, কাতিউশার অতীতের

সমস্ত ঘটনা...। ওর ঈর্ষা হতে লাগল; এখানে ও যে সুখ দেখল তা ওর কাছে পরিপাটি ও অকলঙ্ক বলে মনে হল, ওর প্রবল ইচ্ছা জাগল মনে যদি এমন একটা সুখের জীবন হত ওর!

নেখ্‌লিউদভ বেশ কয়েক বার ছেলেমেয়ের প্রশংসা শুনিয়ে তাদের মাকে অন্তত বেশ খানিকটা তৃপ্ত করল, তিনি প্রশংসা শুনে গলে গেলেন। তারপর তাঁর পিছু পিছু নেখ্‌লিউদভ ফিরে এল বৈঠকখানা ঘরে। সেখানে ইংরেজ ভদ্রলোক নেখ্‌লিউদভের অপেক্ষায় বসে আছেন একত্র জেলখানা পরিদর্শনে যাবেন বলে। বাড়ির সকল লোকেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু'জনে গিয়ে দাঁড়ালেন দেউড়িতে।

আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে ইতিমধ্যে। পুরু হয়ে বরফ পড়ছে বেশ বড় বড় ফলকে। রাস্তা, বাড়ির ছাদ, বাগানের গাছপালা, বারান্দার সিঁড়ি, গাড়ির মাথা, ঘোড়ার পিঠ — সব বরফে ঢেকে গেছে।

ইংরেজ ভদ্রলোকের নিজের ভাড়া গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। তিনি সেটায় উঠলে পর নেখ্‌লিউদভ গাড়োয়ানকে বলে দিল জেলখানার দিকে যেতে হবে। নেখ্‌লিউদভ নিজের ফীটনে একাই বসে চলল, মনটা কেমন একটু ভারাক্রান্ত, ভাবতে লাগল একটা অপ্রীতিকর কর্তব্য ওকে সারতে হবে। ফীটন্ চলল অন্য গাড়িটার পিছু পিছু, নরম তুষারের ভিতর দিয়ে চলতে গিয়ে চাকাগুলো কষ্টে ঘুরতে লাগল।

২৫

নিরালোক নিরানন্দ জেলখানার দালানটা — গেটের নীচে বাতি জ্বলছে, টহলদার শান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। জেলকুঠুরীগুলির সারি সারি জানালার শার্সিতেও আলো দেখা যাচ্ছে, পরিষ্কার পেঁজা তুলোর মতো তুষারে সব কিছু ঢাকা — বারান্দা, ছাদ দেওয়াল সব কিছু — তবু সব কিছু মিলে কেমন যেন গুমোট নিরানন্দ — সকালে দেখে যেমন মনে হয়েছিল তার চেয়েও দৃষ্টিকটু।

সেই কর্তৃত্বব্যঞ্জক ইন্‌স্পেক্টর গেট্-এর কাছে বেরিয়ে এলেন, বাতির আলোয় যখন পড়ে দেখলেন যে পাস্‌টা নেখ্‌লিউদভ ও ইংরেজ ভদ্রলোকের নামে দেওয়া হয়েছে তখন বিমূঢ় হয়ে বিশাল কাঁধজোড়া ঝাঁকালেন। কিন্তু

হ্কুম মেনে নিয়ে আগন্তুকদের বললেন ওঁর পিছ্ পিছ্ আসতে। দেওয়াল-ঘেরা উঠোন পেরিয়ে ডান দিকের দরজার ভেতর দিয়ে সোজা সি'ড়ি বেয়ে উঠে ওদের নিয়ে গেলেন অপিসে। অতিথিদের বসবার ব্যবস্থা করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কী করতে পারেন তাঁদের জন্য। নেখ্লিউদভ এখনই মাস্লভার সাক্ষাত পেতে ইচ্ছ্ক জেনে, একজন কারারক্ষীকে পাঠিয়ে দিলেন মাস্লভাকে ডেকে আনার জন্য। তারপর তিনি তৈরি হতে লাগলেন ইংরেজ ভদ্রলোকের নানা প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য, নেখ্লিউদভ দোভাষীর কাজ করতে লাগল।

ইংরেজ ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করতে লাগলেন:

'কত জন কয়েদীর জন্য এই জেলখানাটা তৈরি?'

'এখন জেলখানায় কত জন কয়েদী আছে?'

'কত জন প্র্ষ?'

'কত জন স্ত্রীলোক?'

'আর শিশ্ই বা কত জন?'

'কত জন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত?'

'নির্বাসিত হতে চলেছে ক'জন?'

'তাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় চলেছে কত জন?'

'অস্স্থ কয়েদীদের সংখ্যা কত?'

নেখ্লিউদভ ইংরেজ ভদ্রলোক ও ইন্স্পেক্টরের কথাগ্লো অন্বাদ করে যাচ্ছিল অর্থ ও তাৎপর্য বিবেচনা না করেই। আসন্ন সাক্ষাতকার নিয়ে মনে মনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল। এমনটা হবে বলে ও আগে আদৌ ভাবে নি। কাতিউশা কারারক্ষীর পিছ্ পিছ্ যখন অপিস-ঘরে প্রবেশ করল, নেখ্লিউদভ ইংরেজ ভদ্রলোকের একটি প্রশ্ন তখন অন্বাদ করার মাঝ পথে। এমন সময় সে শ্নতে পেল সামনে এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ, তারপর দরজা খ্লে গেল — ইতিপ্র্বে বহ্বার যেমন ঘটেছে এবারেও তেমনি প্রথমে কারারক্ষী এসে ঢুকল, তার পেছন পেছন কাতিউশা। কাতিউশার মাথায় র্মাল বাঁধা, গায়ে জেলখানার কোট। ওকে দেখে নেখ্লিউদভের মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

দ্রত পা ফেলে আনত চোখে কাতিউশা যখন প্রবেশ করছে, একটা বিদ্যুৎ ঝলকের মতো নেখ্লিউদভের মাথায় খেলে গেল এই কথাগ্লো:

'আমি বাঁচতে চাই। আমি চাই ঘর-সংসার, সন্তান। চাই মান্ষের মতো বাঁচতে।'

আসন ছেড়ে নেখ্‌লিউদভ কয়েক পা এগিয়ে গেল ওর দিকে — ওর মুখখানা নেখ্‌লিউদভের কাছে কঠিন ও বিরাগভরা মনে হল। সেই যখন ওকে একবার ভর্ৎসনা করেছিল এবারেও যেন সেই রকম। নেখ্‌লিউদভকে দেখে ও আরক্ত হয়ে উঠল, তারপর ফেকাসে হয়ে গেল, আঙুলগুলো চঞ্চল হয়ে খেলা করতে লাগল ওর কোটের কানাটার সঙ্গে। নেখ্‌লিউদভের দিকে একবার মুখ তুলে আবার চোখদুটো নামিয়ে নিল।

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, দণ্ডাদেশ হালকা করার হুকুম এসেছে?'

'হ্যাঁ, ওয়ার্ডারের কাছে শুনেছি।'

'এখন তা হলে মূল দলিলটা এসে পড়লেই, এখান থেকে বেরিয়ে এসে ঠিক করতে পারবেন কোথায় থাকা যায়। আমরা তখন ভেবে দেখতে পারি...'

তাড়াতাড়ি নেখ্‌লিউদভের কথার মুখে বাধা দিয়ে ও বলল:

'আমার আবার ভাববার কী আছে? ভ্লাদিমির ইভানভিচ যেখানে যাবেন আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই যাব।'

খুবই বিচলিত বোধ করলেও ও চোখ তুলে তাকাল নেখ্‌লিউদভের দিকে, কথাগুলো দ্রুত বলল বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি কথাই পরিষ্কার — যেন কী বলবে তার জন্য আগে থেকেই তৈরী হয়ে এসেছে।

'আচ্ছা, এই কথা!'

'দেখুন দ্মিত্রি ইভানভিচ, উনি চান আমি ওঁর সঙ্গে বসবাস করি...' মাঝপথে থেমে গেল কথাটা, ভয় ভয় মুখ করে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল:

'উনি চান আমি ওঁর কাছাকাছি থাকি। এর চেয়ে বেশি কী আর আমি চাইতে পারি? এটাকে আমার সুখ বলেই ধরে নিতে হবে। এ-ছাড়া কী-ই বা আছে আমার?..'

নেখ্‌লিউদভ ভাবতে লাগল:

'দুটোর একটা ঘটে থাকবে। হয় ও সিমন্‌সনের প্রেমে পড়েছে এবং আমি ওর জন্য যে আত্মত্যাগ করতে যাচ্ছি বলে মনে মনে কল্পনা করেছিলাম তাতে ওর একেবারেই প্রয়োজন নেই, অথবা, এখনো ও আমায় ভালোবাসে এবং আমার নিজের ভালোর জন্যেই ও আমায় পরিহার করতে চাইছে, সিমন্‌সনের সঙ্গে ওর ভাগ্যের গ্রন্থিবন্ধন করে ও যেন চাইছে তরীখানা চিরতরে ভস্মীভূত করতে।'

এই বিকল্পের কথাটা ভেবে নেখ্‌লিউদভ লজ্জা পেল। অনুভব করল যে তার মুখটা যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে। সে বলল:

'আপনি যদি ওঁকে ভালোবাসেন...'

'ভালোবাসা না বাসার কী আছে? সেসব তো অতীতের কথা। তা ছাড়া ভ্লাদিমির ইভানভিচ সত্যিই খুব অসাধারণ লোক।'

নেখ্‌লিউদভ বলতে শুরু করল:

'হ্যাঁ, তা সত্যি। খুবই চমৎকার মানুষ, আর আমার মনে হয়...'

আবার ও নেখ্‌লিউদভকে কথার মাঝপথে বাধা দিল। ভাবখানা দেখে মনে হল ও হয়তো ভয় পেয়েছে নেখ্‌লিউদভ বাড়তি কিছু বলবে, অথবা ওর নিজের যতটুকু বলার তা বলতে পারবে না। নেখ্‌লিউদভের দিকে ওর টেরা চোখে, রহস্যময় দৃষ্টিতে একবার তাকাল, বলল:

'না, না, দমিত্রি ইভানভিচ, আপনি যা চান তা যদি আমি না করি, আপনি আমায় মার্জনা করবেন। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমি যেমন বললাম আমায় তেমনিই করতে হবে। আপনাকেও তো বাঁচতে হবে...।'

একটু আগে নেখ্‌লিউদভ নিজেকে যে-সব কথা বলছিল, ও ঠিক সেই কথাই বলছে। কিন্তু এখন আর সে ও কথা ভাবছিল না, তার ভাবনা ও উপলব্ধি এরই মধ্যে সম্পূর্ণ বদলে গেল। ভিতরে ভিতরে কেবল যে গ্লানি অনুভব করতে লাগল এমন নয়, গভীর বেদনা হতে লাগল এই ভেবে যে কাতিউশাকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছুই খোয়াতে হচ্ছে তাকে। বলল:

'এমনটা হতে পারে আমি ভাবি নি।'

'কেন আপনি এখানে থেকে অনর্থক কষ্ট ভোগ করছেন? যথেষ্ট তো কষ্ট ভোগ করেছেন এমনিতেই।'

এই বলে ও অদ্ভুত ভাবে হাসল।

'কষ্ট আমার কিছু হয় নি। এতে বরঞ্চ আমার ভালোই হয়েছে। পারতাম যদি, তা হলে আপনার আরো কোনো কাজে লাগতে পারলে খুশিই হতাম।'

'আমাদের,' 'আমাদের' কথাটা বলেই একবার ও তাকাল নেখ্‌লিউদভের দিকে, 'কিছুই দরকার নেই। এমনিতেই তো আপনি আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন। আপনি না থাকলে...' আরও কিছু বলার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠল।

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'আপনার অবশ্য কোনো কারণই থাকতে পারে না আমায় ধন্যবাদ দেবার।'

'হিসেব নিকেশ করে কী হবে? ভগবান করবেন।'

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর কালো চোখ চক্‌চক্ করে উঠল চোখের জলে।'

নেখ্‌লিউদভ বলল:

'কী ভালোই না মহিলা আপনি!'

'আমি, ভালো?' কাঁদতে কাঁদতে ও বলল — মুখ ওর করুণ হাসিতে দীপ্ত।

এমন সময় ইংরেজ ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন:

'Are you ready?'

'Directly,' নেখ্‌লিউদভ জবাব দিয়ে, কাতিউশাকে জিজ্ঞেস করল ক্রিল্‌ৎসোভের কথা।

আবেগ প্রশমিত করে শান্ত ভাবে কাতিউশা যতটুকু ক্রিল্‌ৎসোভ সম্বন্ধে জানতে পেরেছে সব বলল। ক্রিল্‌ৎসোভ পথযাত্রায় খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, ওকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না খুবই উদ্‌বেগে আছে, নার্স হয়ে হাসপাতালে ঢুকতে চেয়েছিল, কিন্তু ওকে অনুমতি দেওয়া হয় নি।

ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে অপেক্ষা করতে দেখে কাতিউশা জিজ্ঞেস করল:

'তা হলে আমি যেতে পারি কি?'

'বিদায় আমি বলব না, আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে,' নেখ্‌লিউদভ বলল।

'আমায় মাপ করবেন।'

কথাটা এমন অস্ফুট স্বরে বলল যে নেখ্‌লিউদভের প্রায় কানেই গেল না, ওদের চার চোখের মিলন হল, ওর টেরা চোখের অদ্ভুত চাহনি এবং মুখের করুণ হাসিটুকু দেখে নেখ্‌লিউদভের বুঝতে বাকি রইল না যে ওর সিদ্ধান্তের দুটি বিকল্প কারণের মধ্যে দ্বিতীয়টাই সত্যিকার কারণ। নেখ্‌লিউদভকে ও ভালোবাসে, ভালোবাসে বলেই ওর ধারণা যে ও যদি নিজেকে নেখ্‌লিউদভের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে, তা হলে তার জীবনটাই মাটি করে দেবে। কিন্তু সিমন্‌সনের সঙ্গে যদি চলে যায়, তা হলে ওর ধারণা নেখ্‌লিউদভকে ও মুক্তি দিতে পারবে। এখন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পেরে ও তৃপ্ত — কিন্তু তবু নেখ্‌লিউদভ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ওর পক্ষে পরম বেদনার।

নেখ্‌লিউদভের সঙ্গে করমর্দন করে ও দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নেখ্‌লিউদভ এখন ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু সে চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেল উনি কী সব যেন টুকে নিচ্ছেন তাঁর নোটবইয়ে। তাঁর কাজে বিঘ্ন না ঘটিয়ে, দেওয়াল ঘেঁষে একটা যে কাঠের বেঞ্চি ছিল, সেইখানে বসে পড়ল। হঠাৎ একটা দারুণ অবসাদ এসে ওর সারা দেহ যেন জড়িয়ে ধরল। রাতটা বিনিদ্র কেটেছে, পথ ভাঙতে বেশ ধকল গেছে, নানা রকম উত্তেজনার মধ্যে ওর দিনটা কেটেছে। এ-সব কারণে যে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এমন নয়, এ যেন ওর জীবন ধারণের ক্লান্তি। বেঞ্চিতে ঠেস দিয়ে ও চোখদুটো একটু বুজল, মুহূর্তের মধ্যে ও আচ্ছন্ন হয়ে গেল গভীর সুষুপ্তিতে।

ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞেস করলেন:

'আচ্ছা, এখন কি তাহলে কারাকুঠুরীগুলো দেখতে বেরোবেন?'

নেখ্‌লিউদভ ধড়মড়িয়ে উঠে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল এ কোথায় ও এসে পড়েছে। ইংরেজ ভদ্রলোকের নোট লেখা শেষ হয়ে গেছে, এবার তিনি কারাকুঠুরীগুলো দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

শ্রান্ত ক্লান্ত নির্লিপ্ত নেখ্‌লিউদভ চলল আগন্তুকের পিছু পিছু।

২৬

জেলখানার ফার্স্ট ওয়ার্ড — সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা থাকে এই ওয়ার্ডে। ইংরেজ ভদ্রলোক, নেখ্‌লিউদভ ও ইন্‌স্পেক্টর — সঙ্গে কয়েকজন কারারক্ষী — বার-বারান্দা পেরিয়ে ঢুকলেন এই ওয়ার্ডের করিডরে। দুর্গন্ধে গা ঘুলিয়ে আসে, ঢুকেই তারা দেখে অবাক হয়ে গেল যে দু'জন কয়েদী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করিডরের মেঝের ওপর প্রস্রাব করছে। ওয়ার্ডের মাঝখানে তক্তা-বিছানা। আগন্তুকেরা যখন ঢুকল অধিকাংশ কয়েদীই তখন শুয়ে পড়েছে — প্রায় সত্তরজন শুয়ে আছে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে, পাশে পাশ ঠেকিয়ে। ওরা ঢুকতেই সকল কয়েদী লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল শিকলের ঝনঝনা তুলে নিজ নিজ বিছানার পাশে। চক্‌চক্‌ করতে লাগল তাদের সদ্য অর্ধেক কামানো মাথা। উঠল না কেবল দু'জন — একজন যুবক, লাল টসটস করছে — সম্ভবত জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে এবং এক বুড়ো — ক্রমাগত কাতরাচ্ছে।

ইংরেজ জিজ্ঞেস করলেন যুবকটি বেশ কিছু দিন ধরে অসুস্থ কিনা। ইন্‌স্পেক্টর জবাব দিলেন আজ সকাল থেকে, কিন্তু বুড়োর পেটে ব্যথাটা চলছে বেশ কিছু দিন ধরে, হাসপাতালে স্থানাভাব বলে স্থানান্তর করা যায় নি। ইংরেজ অখুশি হয়ে মাথাটা নাড়িয়ে বললেন উনি এদের দু-চারটা কথা বলতে চান, নেখ্‌লিউদভকে বললেন দোভাষীর কাজ করতে। জানা গেল সাইবেরিয়ার জেল ও নির্বাসন ব্যবস্থা নিয়ে লেখা ছাড়াও ইংরেজ ভদ্রলোকের ভ্রমণের আরো একটি উদ্দেশ্য আছে — প্রচারক হিসাবে উনি কয়েদীদের বলে থাকেন কী ভাবে পাপীতাপী ভগবৎ-বিশ্বাস ও প্রায়শ্চিত্তের সাহায্য উদ্ধার লাভ করতে পারে।

উনি নেখ্‌লিউদভকে বললেন:

'এদের বলুন খৃষ্ট এদের প্রতি করুণা করতেন, এদের সবাইকে ভালোবাসতেন, এদের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছেন এরা যদি এটা বিশ্বাস করে তাহলে উদ্ধার পাবে।'

উনি যখন বলছেন কয়েদীরা সব চুপ করে এটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল। উনি বলে চললেন:

'এদের বলুন এই বইয়ে সব কিছু লেখা আছে। এদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে পড়তে পারে?'

দেখা গেল বিশ জনের বেশি লোক পড়তে পারে।

ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর ঝোলা থেকে একাধিক বাঁধানো নিউ টেস্টামেণ্ট বের করলেন। অনেকগুলো হাত বেরিয়ে এল মোটা মোটা শার্টের আস্তিন থেকে, শক্ত শক্ত হাত, নখগুলো কালো কালো ও ময়লা। ঠেলাঠেলি লেগে গেল — উনি এখানে কেবল দুটি সুসমাচার গ্রন্থ দিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় ওয়ার্ডেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার ঘটল। সেখানেও একই রকম পুতিগন্ধ, গুমোট হাওয়া, দুই জানালার মাঝখানে, সামনের দিকে সেখানেও ঝুলছে বিগ্রহ, দরজা দিয়ে ঢুকতেই বাঁদিকে সেই মলমূত্রের টব। এখানেও সবাই পাশাপাশি শুয়ে, ঘেঁষাঘেঁষি তক্তা-বিছানায়। এরাও সবাই বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে টান টান হয়ে দাঁড়াল — কেবল তিনজন ছাড়া, দু'জন তাদের মধ্যে তবু উঠে বসল কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিটি যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়েই রইল, চোখ মেলে একবার তাকালও না নবাগতদের দিকে। এই তিনজনও অসুস্থ। ইংরেজ ভদ্রলোক এখানেও একই বক্তৃতা দিয়ে দু'খণ্ড সুসমাচার গ্রন্থ উপহার দিয়ে গেলেন।

তৃতীয় ওয়ার্ড থেকে গণ্ডগোল চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে এল।

ইন্‌স্পেক্টর কপাটে টোকা দিয়ে হাঁক দিলেন 'চুপ করো!' দরজা খুলতে দেখা গেল এখানেও কয়েদীরা সব সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে কেবল অসুস্থ শয্যাগত কয়েকজন ছাড়া এবং আর যে-দু'জন এতক্ষণ মারামারি করছিল তারা ছাড়া। এই দু'জনের মুখ রাগে বিকৃত — একজন ধরেছে অপরজনের মাথার চুল, অন্য জন টানছে প্রতিপক্ষের দাড়ি। ইন্‌স্পেক্টর দৌড়ে ওদের কাছাকাছি যেতে ওরা ক্ষান্ত দিল। ওদের একজনের নাকে ঘুষি লাগার ফলে, নাকমুখ থেকে রক্তের সঙ্গে সঙ্গে কফ ও থুতু বেরোচ্ছে, আলখাল্লার ঢোলা হাতাটা দিয়ে সে ক্রমাগত তা মুছছে। অপর জন তুলছে তার গুচ্ছ গুচ্ছ দাড়ির চুল।

ইন্‌স্পেক্টর কঠোর গলায় হাঁক দিলেন:

'সর্দার!'

শক্ত সমর্থ সুদর্শন একটি লোক এক পা এগিয়ে এসে বলল:

'ওদের কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না, হুজুর।'

সর্দারের চোখের কোণে একটা ঝিলিক খেলে গেল।

চোখ পাকিয়ে ইন্‌স্পেক্টর শাসালেন:

'দেখাচ্ছি আমি মজাখানা!'

ইংরেজ ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন:

'What did they fight for?'

নেখ্‌লিউদভ সর্দারকে জিজ্ঞেস করল মারামারির কারণটা কী। সর্দারের মুখে তখনো মৃদু হাসি। সে জবাব দিল:

'একজন অপর জনের ছেঁড়া নেকড়া চুরি করেছিল বলে প্রথম জন দ্বিতীয় জনের নাকে ঘুষি বসায়। তখন দ্বিতীয় জনও শোধ তোলে।'

ইংরেজটি ইন্‌স্পেক্টরকে বললেন:

'আমি ওদের দু-চারটে কথা বলতে চাই।'

নেখ্‌লিউদভ অনুবাদ করে দিতে ইন্‌স্পেক্টর বললেন:

'বলুন না।'

ভদ্রলোক তাঁর ঝোলা থেকে চামড়ায় বাঁধানো একটি সুসমাচার গ্রন্থ হাতে নিয়ে নেখ্‌লিউদভকে বললেন:

'এই যে দয়া করে এটা অনুবাদ করে দিন: তোমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটির ফলে তোমরা মারপিট করেছ। কিন্তু খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের কল্যাণের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কলহ মিটনোর অন্য এক উপায় বলে গেছেন।'

এবার নেখ্‌লিউদভকে বললেন:

'জিজ্ঞেস করে দেখুন তো এরা জানে কিনা খ্রীষ্টের উপদেশ অনুসারে অন্যায়কারীর সঙ্গে কী-প্রকার আচরণ করা উচিত?'

নেখ্‌লিউদভ অনুবাদ করে দিতে ওদের মধ্যে একজন অপাঙ্গে ইন্‌স্পেক্টরের দশাসই চেহারার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের সুরে বলল:

'কর্তাব্যক্তির কাছে নালিশ জানালে তিনি মীমাংসা করে দেবেন — এই তো?'

দ্বিতীয় জন বলল:

'একখানা বসিয়ে দিলেই হল, তা হলে আর লাগতে আসবে না।'

বেশ কয়েকজন লোকটাকে হেসে সায় দিল।

নেখ্‌লিউদভ কয়েদীদের উক্তি অনুবাদ করে ইংরেজ ভদ্রলোককে শুনিয়ে দিতে তিনি বললেন:

'এদের বলুন, খ্রীষ্টের উপদেশ অনুসারে এদের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে আচরণ করতে হবে। এক গালে চড় খেলে অন্য গালটা পেতে দিতে হবে।'

এই বলে নিজেই গাল পেতে দেখিয়ে দিলেন।

নেখ্‌লিউদভ অনুবাদ করল।

কে একজন বলল:

'উনি নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখুন না।'

অসুস্থ কয়েদীদের একজন বলে উঠল:

'আর অন্য গালে যখন চড় মারবে তখন কী পাতবেন?'

'যদি আগাপাশতলা পিটোয়?'

পেছন থেকে কে একজন অট্টহাসি হেসে বলল:

'দেখুন না উনি নিজেই একবার চেষ্টা করেন!' সারা ওয়ার্ড হাসিতে ফেটে পড়ল — এমন কি রক্তাক্ত নাক কয়েদী ও সেই দু'জন অসুস্থ কয়েদীও সেই হাসিতে যোগ দিল।

ইংরেজ ভদ্রলোক একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে নেখ্‌লিউদভকে বললেন এদের বুঝিয়ে দিতে যে সত্যি যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকে, তা হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আর বললেন:

'একবার জিজ্ঞেস করুন তো এরা মদ খায় কিনা।'

কে একজন বলল:

'খায় না আবার!'

আবার একবার নাকি সুরে চাঁহিহি ও হাসির হুল্লোড়।

এই ওয়ার্ডে ছিল চারজন অসুস্থ। ইংরেজ ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন অসুস্থদের সবাইকে একটা আলাদা ওয়ার্ডে একত্র কেন রাখা হয় না। জবাবে ইন্‌স্পেক্টর জানালেন ওরা নিজেরাই সেটা চায় না, তা ছাড়া কারো তো ছোঁয়াচে অসুখ নয়, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট্ নিত্য এসে এদের দেখে যান, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে থাকেন।

কে একজন বলল:

'দু'হপ্তা হয়ে গেল তাঁর টিকিটিও দেখা যায় নি।'

ইন্‌স্পেক্টর কোনো জবাব না দিয়ে দল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন পরবর্তী ওয়ার্ডে। আবার কপাটের কুলুপ খোলা হল, আবার কয়েদীরা দাঁড়াল নিঃশব্দে, আবার ইংরেজ ভদ্রলোক সুসমাচার বিতরণ করলেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ওয়ার্ডে, ডাইনে বাঁয়ে আর যে-সব ওয়ার্ড ছিল — সর্বত্র একই ব্যাপার ঘটল।

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের অংশ থেকে ওঁরা গেলেন নির্বাসিতদের ওয়ার্ডে, নির্বাসিতদের ওখান থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের ওখানে, তারপর গেলেন স্বেচ্ছা-অনুগামীদের দেখতে। সর্বত্র শীতার্ত, ক্ষুধার্ত, কর্মহীন, রোগগ্রস্ত অধঃপতিত, অবরুদ্ধ মানুষ — দেখানো হল চিড়িয়াখানার বন্য প্রাণীদের মতো।

ইংরেজ ভদ্রলোক নির্দিষ্ট সংখ্যক সুসমাচার বিতরণ করার পর বই দেওয়া বন্ধ করলেন, বক্তৃতাও আর দিলেন না। প্রত্যেক ওয়ার্ডে বিষাদের দৃশ্য, দমবন্ধ হবার মতো আবহাওয়ায় তাঁর উৎসাহও যেন নির্বাপিতপ্রায়। তিনি একটি কারাকক্ষ থেকে অন্য কারাকক্ষে গিয়ে প্রত্যেকটির কয়েদীদের বিষয়ে ইন্‌স্পেক্টরের রিপোর্ট শুনে কেবল বলে গেলেন 'All right!' নেখ্‌লিউদভ তাঁর পিছু পিছু চলল স্বপ্নচালিতের মতো, এগিয়ে যেতে আপত্তিও করতে পারল না, পালাতেও পারল না, ওর মনটা যদিচ ক্লান্তিতে হতাশায় ভরে রয়েছে।

২৭

নির্বাসিতদের একটা ওয়ার্ডে নেখ্‌লিউদভ খুবই আশ্চর্য হল একটি চেনা মুখ দেখে — আজ সকালবেলা নদী পার হবার সময় যে-অদ্ভুত বৃদ্ধটিকে দেখেছিল, দেখল সে এখানে তক্তা-বিছানার পাশে মেঝেতে বসে

আছে — সেই ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়জামা পরা, বলি-কুঞ্চিত মুখ, খালি পা, গায়ে কেবল একটি ছাইরঙা ময়লা শার্ট, তাও কাঁধের কাছটা ছেঁড়া এবং সেইরকম এক জোড়া পাৎলুন। কঠোর দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসু চোখে বুড়ো একবার তাকাল নবাগতদের দিকে। ময়লা শার্টের ফুটো দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওর হাড়জিরজিরে দেহখানা, খুবই দুর্বল দেখতে, কিন্তু ওর মুখের ভাবে এমন একটা গাম্ভীর্য ও উদ্দীপনা পুঞ্জীভূত, যেটা নদীপারাপার করার সময়েও নেখ্লিউদভের লক্ষ্যগোচর হয় নি। অন্য সব ওয়ার্ডের মতো এখানেও জেল কর্তৃপক্ষের আগমনে সকল কয়েদী লাফিয়ে উঠে সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ কিন্তু বসেই রইল — ওর চোখদুটো যেন জ্বলছে, ও রাগত ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করল।

ইন্স্পেক্টর ওকে হাঁক দিয়ে বললেন:

'উঠে দাঁড়াও!'

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল না, কেবল একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

'তোমার যারা নফরচাকর তারা তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে — আমি তোমার চাকর নই। তোমার কপালে আমি খ্রীষ্টদ্রোহীর ছাপ দেখতে পাচ্ছি...'

বৃদ্ধ আঙুল দেখাল ইন্স্পেক্টরের কপালের দিকে।

ইন্স্পেক্টর ভয় দেখানোর ভাব করে এক পা এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'কী-ই-ই?'

নেখ্লিউদভ তাড়াহুড়ো করে বলল:

'আমি লোকটিকে চিনি। ওকে কয়েদ করা হয়েছে কেন?'

ইন্স্পেক্টর তাঁর চোখের কোনা দিয়ে রাগত ভাবে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'পুলিশ ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে ওর পাসপোর্ট নেই বলে। পুলিশকে বলে বলে হয়রান যে এ-রকম যাকে তাকে ধরে যেন না পাঠায়, কিন্তু কে কার কথা শোনে!'

বৃদ্ধ নেখ্লিউদভকে বলল:

'তাহলে দেখছি তুমিও খ্রীষ্টের বিপক্ষে লড়াই করিয়েদের একজন?'

নেখ্লিউদভ বলল:

'না, আমি কেবল দর্শনার্থী।'

'কী দেখতে এসেছ এখানে — খ্রীষ্টবিরোধীরা কী ভাবে মানুষকে

যন্ত্রণা দেয় তাই দেখতে? দেখে নাও এখানে কেমন এক দঙ্গল মানুষকে খাঁচায় পুরে কুলুপ দিয়ে রেখেছে। কোথায় মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার রুটি খাবে, তা না করে এদের নিষ্কর্মা বন্দী করে রেখেছে, খেতে দেয় যেমন খোঁয়াড়ে খেতে দেয় শুয়োরকে, যাতে মানুষ পশু হয়ে যায়।'

ইংরেজ ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন:

'লোকটা বলছে কী?'

নেখ্লিউদভ জবাবে বলল মানুষকে কয়েদে পুরে রাখার জন্যে বৃদ্ধ দোষ দিচ্ছে ইন্‌স্পেক্টরকে।

'ওকে একবার জিজ্ঞেস করুন, যারা আইন অমান্য করে, ওর মতে তাদের নিয়ে কী করা উচিত।' ইংরেজটি বললেন।

নেখ্লিউদভ প্রশ্নটা তর্জমা করে শুনিয়ে দিতে বৃদ্ধ তার সুবিন্যস্ত দাঁতের পাটি বার করে অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠল। তাচ্ছিল্য ভরে পুনরুক্তি করে বলল:

'আইন? প্রথমেই সকলের সর্বস্ব অপহরণ করে, মানুষের কাছ থেকে সমগ্র পৃথিবী, সকল অধিকার কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করে, বিরোধিতা যারা করেছিল তাদের সকলকে হত্যা করে। তারপর সে আইন প্রণয়ন করে বলে — চুরি কোরো না, হত্যা কোরো না। উচিত ছিল আদিতেই এই সব আইন প্রণয়ন করার।'

নেখ্লিউদভের তর্জমা শুনে ইংরেজটি মৃদু হেসে বললেন:

'তা হলেও, ওকে জিজ্ঞেস করুন এখন চোর ও খুনীদের নিয়ে কী করা উচিত।'

নেখ্লিউদভ প্রশ্নটা তর্জমা করে দিতে বৃদ্ধ কঠোর ভ্রূকুটি করে বলল:

'ওকে বলো, ওর কপালে যে খ্রীষ্টবিরোধীর ছাপ আছে, আগে ও যেন তা মুছে ফেলে, তা হলে কোথাও চোর কিংবা খুনীর আর দেখা পাবে না। বলো ওকে এই কথাটা।'

ইংরেজ ভদ্রলোক নেখ্লিউদভের তর্জমা শুনে বললেন, 'He is crazy'।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কারাকুঠুরী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ বলে চলল:

'নিজের চরকায় তেল দাও, অন্যদের ঘাঁটাতে যেয়ো না। প্রত্যেকে যেন

প্রত্যেকের কাজ করে। ভগবান জানেন কাকে মারতে হবে, কাকে রাখতে হবে, আমরা জানি না। নিজেই নিজের কর্তা যদি হতে পারো, কাউকে কর্তৃত্ব করার জন্যে বলতে হবে না। যাও যাও — বেরিয়ে যাও!'

নেখ্‌লিউদভ তখনও কামরার ভেতরে আছে দেখে রাগত ভ্রূকুটি করে তার দিকে জ্বলজ্বলে চোখ মেলে তাকিয়ে বলল:

'খ্রীষ্টবিরোধীর চাকরবাকররা কী ভাবে মানুষের রক্তে উকুন পোষে, সে আর কতক্ষণ দেখবে? যাও, যাও — বেরোও!'

নেখ্‌লিউদভ ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখল ইংরেজ ভদ্রলোক ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে একটা খালি কারাকুঠুরীর খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছেন ওটা কী জন্য। ইন্‌স্পেক্টর বললেন যে ওটা লাশ-রাখা ঘর। নেখ্‌লিউদভ তর্জমা করে দিতে, 'ও, তাই নাকি?' বলে ইংরেজ ওখানে একবার ঢুকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

লাশ-রাখা ঘরটা সাধারণ কারাকুঠুরীর মতো — বেশি বড়ো নয়। দেওয়ালে ছোট একটা বাতি ঝুলছে। তার ক্ষীণ আলোয় দেখা যাচ্ছে ঘরের এক কোনায় কয়েকটা কাঠের গুঁড়ি ও বস্তা গাদা করে রাখা। ডান দিকের তক্তা-বিছানায় চারটি লাশ শুইয়ে রাখা। প্রথম লাশটির পরনে একটি মোটা শার্ট ও জাঙিয়া — লোকটি মাথায় লম্বা ছিল, ছোট ছুঁচালো দাড়িটা, মাথার অর্ধেক অংশ কামানো। লাশটা ইতিমধ্যে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে শোয়াবার সময় হাতদুটো বুকের ওপর জড়ো করা ছিল, এখন নীল হাতদুটো আলাদা হয়ে গেছে, পাদুটোও তাই, খালি দুটো পা ছড়িয়ে আছে, পায়ের তলি দু'পাশে আলাদা আলাদা হয়ে দু'দিকে উঁচিয়ে আছে। এই লাশটির পাশাপাশি একটি খালি পা খালি মাথা বুড়ীর শব, পরনে সাদা পেটিকোট ও জ্যাকেট, পাতলা চুল বিনুনী করা, চিমসে-হলুদ রঙা মুখখানা, নাক বেশ উঁচু। বুড়ীটির ওদিকে আরো একজন পুরুষের লাশ — তার বেগুনী রঙের জামাটা দেখে নেখ্‌লিউদভের কী যেন একটা মনে পড়ল।

নেখ্‌লিউদভ আরো একটু কাছে এসে লাশটা দেখতে লাগল।

ছোট্ট সুচ্যগ্র দাড়ি, থুৎনীটা ঈষৎ ওপর দিকে তোলা, দৃঢ় সুগঠিত নাকটা, ধবধবে সাদা উন্নত ললাট, মাথায় কোঁকড়া পাতলা চুল — সুপরিচিত মুখের সমগ্র আদলটা; কিন্তু নেখ্‌লিউদভ নিজের চোখদুটোকে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। এই তো গত কালই দেখেছে এই মুখখানা —

রাগে, উত্তেজনায়, বেদনায় ভরা — আজ সব কিছু যেন শান্ত, নিশ্চল, ভীষণ ও সুন্দর।

হ্যাঁ, ক্রিল্‌ৎসোভই বটে — অথবা তার মরদেহের অবশেষ।

'কেন এত দুঃখবেদনা ভোগ করল? কী ছিল ওর জীবনের উদ্দেশ্য? এখন কি ও সেটা বুঝতে পেরেছে?'

নেখ্‌লিউদভ ভাবল, কিন্তু ওর মনে হল এর কোনো জবাব নেই, মনে হল মৃত্যু ছাড়া আর কোনো জবাব নেই। একথা মনে হতেই ওর মাথাটা হঠাৎ যেন ঘুরতে লাগল।

ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই নেখ্‌লিউদভ ইন্‌স্পেক্টরকে বলল যেন ওকে প্রবেশ প্রাঙ্গণ অবধি পৌঁছে দেন। ওর মনে হল এখন ওর কিছুক্ষণ একা থাকাটা নিতান্তই প্রয়োজন। এই একটা সন্ধেতে কত কী যে ঘটে গেল — সব কিছু একা বসে এখন একবার ভেবে দেখা ওর দরকার। নেখ্‌লিউদভ হোটেলে চলে গেল।

২৮

নেখ্‌লিউদভের চোখে ঘুম নেই। বিছানায় না গিয়ে সে হোটেল-কামরাটার এদিক থেকে ওদিকে ক্রমাগত পায়চারী করতে লাগল — অনেকক্ষণ ধরে। কাতিউশার সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটা চুকে গেছে। কাতিউশা তাকে চায় না একথা ভেবে সে বিষণ্ন ও লজ্জিত। কিন্তু তাকে এখন যা পীড়িত করছে সেটা এই ঘটনা নয়। তার আরও একটি কাজ শেষ তো হয়ই নি, বরং আরও তীব্র যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে, তার কাছ থেকে সক্রিয়তা দাবি করছে।

সম্প্রতি, বিশেষত আজ এই ভয়াবহ কারাগারের মধ্যে যে পাপ ও বীভৎসতাকে ও দেখেছে, জেনেছে তা থেকে ও স্পষ্ট বুঝতে পারল ক্রিল্‌ৎসোভের মতো প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটাল যে-পাপ, তা এখনো অপ্রতিহত শক্তিতে সগৌরবে সারা দেশ শাসন করছে। একে আদৌ জয় করা সম্ভবপর কি না এবং কী উপায়ে জয় করা যেতে পারে, তা ওর জানা নেই।

ওর কল্পনায় ভেসে উঠল হাজার হাজার অধঃপতিত মানুষকে পূতিগন্ধময় কারাগারে বন্দী করে রেখেছে হৃদয়হীন জেনারেল ও

ইন্‌স্পেক্টরের দল; মনে পড়ল সেই অদ্ভুত, স্বাধীনচেতা বৃদ্ধটিকে, তীব্রভাষায় এই সব উচ্চ রাজকর্মচারীকে অভিযুক্ত করার অপরাধে যাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে; মনে পড়ল এই দুঃশাসন ব্যবস্থার ওপর রাগ করেই যে-লোকটি মৃত্যু বরণ করল সেই ক্রিল্‌ৎসোভের মোমের মতো সুন্দর মুখখানি। নতুন করে আবার ওর সামনে প্রশ্ন জাগল ও নিজে পাগল, না যারা নিজেদের সুস্থমস্তিষ্ক জ্ঞান করে এই সব দুষ্কৃতি করে চলেছে তারাই উন্মাদ। এই প্রশ্ন নিরন্তর দাবি করছে ওর কাছ থেকে একটা জবাব — সেই জবাবটা ওকে খুঁজে পেতেই হবে।

এদিক ওদিক ক্রমাগত পায়চারী করে ও চিন্তার ভারে ক্লান্ত হয়ে ও বসে পড়ল আলোর সামনে একটি সোফায়। যন্ত্রচালিতের মতো ও সেই ইংরেজ ভদ্রলোকের দেওয়া স্মারক-চিহ্নস্বরূপ সুসমাচার গ্রন্থটি হাতে নিয়ে খুলল। হোটেলে ফিরে পকেট খালি করার সময় এটি ও টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে রেখেছিল।

'লোকে বলে এখানে নাকি সকল প্রশ্নের সমাধান আছে।'

এই কথা ভাবতে ভাবতে সুসমাচারের যে-পৃষ্ঠা নেখ্‌লিউদভ খুলল, সেটি মথি-লিখিত সুসমাচারের অষ্টাদশ অধ্যায়, নেখ্‌লিউদভ পড়তে লাগল:

'১। সেই দণ্ডে শিষ্যেরা যীশুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, তবে স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

'২। যীশু একটি শিশুকে আপনার নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে দাঁড় করাইলেন,

'৩। এবং কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যদি না ফির ও শিশুদিগের ন্যায় না হইয়া উঠ, তবে কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

'৪। অতএব যে কেহ আপনাকে এই শিশুর মত খর্ব হইতে পারে, সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ।'

নেখ্‌লিউদভ আপন মনে বলল:

'ঠিক, এ খুবই সত্যি কথা।'

ওর মনে পড়ল জীবনে ও পরমা শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ তখনই লাভ করেছে যখন নিজেকে খর্ব করতে পেরেছে।

'৫। আর যে-কেহ ইহার মত একটি শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে;

'৬। কিন্তু যে ক্ষুদ্র গণ আমাতে বিশ্বাস করে, যে-কেহ তাহাদের মধ্যে

এক জনকেও প্রলুব্ধ করে, তাহার গলায় বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবাইয়া দেওয়া বরং ভাল।'

'যীশু কেন এ কথা বললেন 'যে-কেহ গ্রহণ করে'? গ্রহণ করে কোথায়? আর 'আমার নামে' কথাটারই বা কী অর্থ?' নেখ্‌লিউদভের মনে হল এই কথাগুলোর অর্থ ওর কাছে পরিষ্কার হল না। 'আর কেনই বা তার 'গলায় বৃহৎ যাঁতা' বাঁধা হবে? সমুদ্রের অগাধ জলেই বা ফেলা হবে কেন? না, এটাতে যীশুর কথা যথাযথ বলা হয় নি, পরিষ্কার হয় নি কথাটা।'

নেখ্‌লিউদভের মনে পড়ল জীবনে একাধিকবার ও যখন সুসমাচারগুলি পড়বার উপক্রম করেছে, এই সব অংশে এসে ও হোঁচট খেয়েছে, প্রাঞ্জলতার অভাব ওর মনকে প্রতিহত করেছে। সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকগুলিতেও নানারকম 'প্রলোভনের' কথা বলা হয়েছে, এবং 'অগ্নিময় নরকে' নিক্ষেপ করে মানুষকে শাস্তিদানের কথা যেমন আছে, তেমনি আবার আছে সেই সব দেবদূতের কথা, যাঁরা সতত স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন। নেখ্‌লিউদভ মনে মনে ভাবল, 'খুবই দুঃখের কথা, এই সব অংশগুলি এই রকম অসংলগ্ন, অথচ বেশ বোঝা যায় এই সব সুসমাচারের মধ্যে সত্যিই ভালো কিছু আছে।'

নেখ্‌লিউদভ পড়ে চলল:

'১১। কারণ যাহা হারাইয়া ছিল, তাহার পরিত্রাণ ও উদ্ধার করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।

'১২। তোমাদের কেমন বোধ হয়? কোন ব্যক্তির যদি এক শত মেষ থাকে, আর তাহাদের মধ্যে একটী হারাইয়া যায়, তবে সে কি অন্য নিরানব্বইটা ছাড়িয়া পর্ব্বতে গিয়া ঐ হারান মেষটীর অন্বেষণ করে না?

'১৩। আর যদি সে কোনক্রমে সেটী পায়, তবে আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি যে-নিরানব্বইটা হারাইয়া যায় নাই, তাহাদের অপেক্ষা সেইটীর নিমিত্ত সে অধিক আনন্দ করে।

'১৪। সেইরূপ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনও যে বিনষ্ট হয়, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার এমন ইচ্ছা নয়।'

নেখ্‌লিউদভ ভাবতে লাগল:

'হ্যাঁ, পিতার ইচ্ছা নয় যে তারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু এখানে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে — হাজারে, হাজারে এবং তাদের কাউকে রক্ষা করার কোনো উপায় নেই।'

অতঃপর আরো একটু এগিয়ে গিয়ে পড়তে লাগল:

'২১। তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কত বার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্য্যন্ত কি?

'২২। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমাকে বলিতেছি না, সাত বার পর্য্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্য্যন্ত।

'২৩। এজন্য স্বর্গরাজ্য এমন একজন রাজার তুল্য যিনি আপন দাসগণের কাছে হিসাব লইতে চাহিলেন।

'২৪। তিনি হিসাব আরম্ভ করিলে, একজন তাঁহার নিকটে আনীত হইল, যে তাঁহার দশ সহস্র তালন্ত ধারিত।

'২৫। কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে তাহার প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে আজ্ঞা করিলেন।

'২৬। তাহাতে সে দাস তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিল, হে প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করিব।

'২৭। তখন সে দাসের প্রভু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন ও তাহার ঋণ ক্ষমা করিলেন।

'২৮। কিন্তু সেই দাস বাহিরে গিয়া তাহার সহদাসদিগের মধ্যে একজনকে দেখিতে পাইল, যে তাহার এক শত সিকি ধারিত; সে তাহাকে ধরিয়া গলাটিপি দিয়া কহিল, তুই যাহা ধারিস্, তাহা পরিশোধ কর্।

'২৯। তখন তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া বিনতিপূর্ব্বক কহিল, আমার প্রতি ধৈর্য ধর, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব।

'৩০। তথাপি সে সম্মত হইল না, কিন্তু গিয়া তাহাকে কারাগারে ফেলিয়া রাখিল যে পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে।

'৩১। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহদাসেরা বড়ই দুঃখিত হইল, আর আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল।

'৩২। তখন তাহার প্রভু তাহাকে কাছে ডাকাইয়া কহিলেন, দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম।

'৩৩। আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি দয়া করা কি তোমারও উচিত ছিল না?'

এই কথাগুলো পড়ে নেখ্লিউদভ সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল: 'ব্যস, এইটুকু মাত্র!'

ওর সমগ্র সত্তার অন্তরতর বাণী বলল:

'হ্যাঁ, এই হল সার কথা।'

আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত যারা, তাদের বেলা প্রায়ই যেমন ঘটে থাকে নেখ্‌লিউদভের ক্ষেত্রেও তেমনি হল। যে-ধারণাটা প্রথম প্রথম উদ্‌ভট, প্রচলিত মতবিরোধী, এমন কি উপহসনীয় বলে মনে হয়েছিল, বার বার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেটি দৃঢ়তর ভাবে প্রতিপন্ন হবার ফলে, হঠাৎ যেন সেই ধারণাটাই ওর কাছে সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে নিশ্চিত ও ধ্রুব সত্য বলে প্রতিভাত হল। ও পরিষ্কার বুঝতে পারল যে-ভীষণ পাপে সমগ্র মনুষ্যসমাজ বিপর্যস্ত, তা থেকে নিশ্চিত নিস্তার লাভের এক মাত্র উপায় হল মানুষের স্বীকার করে নেওয়া যে সে ভগবানের চোখে অপরাধী সুতরাং অন্যদের প্রতি শাস্তি বিধান করতে সে পারে না, অন্যদের সংশোধন করতে পারে না। ও এখন পরিষ্কার বুঝতে পারল প্রত্যেকটি কারাগারে ও যে ভয়ংকর পাপের লীলা প্রত্যক্ষ করেছে এবং পাপে রত ব্যক্তিদের স্থির আত্মনিশ্চিতি লক্ষ্য করেছে, তার মূলে আছে অসম্ভবকে সম্ভব করার একটা দুরন্ত প্রয়াস: পাপীরা পাপের সংশোধন করতে পারে না। অসৎ লোকেরা চাইছে অন্যান্য অসৎ লোককে শোধরাতে এবং ভাবছে সেটা সম্ভব করে তুলবে যান্ত্রিক উপায়ে। ফলে কী হচ্ছে? টাকা যাদের দরকার, টাকায় যাদের লোভ, তারা অন্যদের শাস্তি সংশোধনের এই ভণ্ডামিটাকে পেশায় পরিণত করে নিজেরা দূষিত-কলুষিত তো হয়ই, যাদের যন্ত্রণা দেয় তাদেরকেও দূষিত-কলুষিত করে নিরন্তর। এখন যেন নেখ্‌লিউদভ পরিষ্কার বুঝতে পারল যে-সব বীভৎসতা ও এতদিন ধরে দেখে এসেছে কোথায় তার উদ্‌ভব এবং তা একেবারে শেষ করে দিতে হলে কী করা দরকার। ওর প্রশ্নের যে-জবাবটা এত দিন ও সন্ধান করে পায় নি সেটি আর কিছু নয় — পিতরের প্রশ্নের উত্তরে যীশু যে উত্তর দিয়েছিলেন সেইটাই। সে হল সর্বদা সকলকে ক্ষমা করা, কেবল একবার নয় দু'বার নয় অসংখ্য বার ধরে, কারণ কেউ নিষ্পাপ নিরপরাধ নয়, অতএব অপরকে শাস্তিদান বা সংশোধনের অধিকার কারো নেই।

নেখ্‌লিউদভের মনে একটা চিন্তার উদয় হল:

'কিন্তু এত সহজ সমাধান কি সম্ভব?'

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা যত আশ্চর্যই মনে হয়ে থাক, যত চিন্তা করতে লাগল, ততই যেন নিশ্চিত উপলব্ধি হতে লাগল, কেবল তত্ত্বগত ভাবে নয় পরন্তু প্রযুক্তিগত ভাবেও এটি হল ওর প্রশ্নের সম্যক সমাধান। সচরাচর

আপত্তি ওঠে, দুষ্কৃতকারীদের নিয়ে তা হলে কী করা হবে? তা হলে কি বিনা শাস্তিতে অব্যাহতি দেওয়া হবে? কিন্তু এ-আপত্তি আর ওর মনে কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারল না। এ-আপত্তি তোলার একটা অর্থ হত, যদি প্রমাণ করা সম্ভব হত যে শাস্তি বিধানের ফলে অপরাধ হ্রাস পায় অথবা অপরাধীর সংশোধন হয়। কিন্তু যদি বিপরীতটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়, যদি স্পষ্টত দেখা যায় একের অন্যকে সংশোধন করার ক্ষমতা নেই, তা হলে একমাত্র যুক্তিসংগত কাজ হবে, যা কার্যকর না হয়ে বরঞ্চ ক্ষতিকর এবং উপরন্তু নীতিবিগর্হিত ও নিষ্ঠুর, সে রকম কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত হওয়া।

নেখ্‌লিউদভও ভাবতে লাগল:

'শত শত বৎসর ধরে যাদের অপরাধী জ্ঞান করা হয়েছে তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার ফলে কি অপরাধীরা নির্মূল হয়েছে? নির্মূল হওয়া দূরে থাক, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের মধ্যে সামিল হয়েছে, উপর্যুপরি শাস্তিভোগ করার ফলে কলুষিত কলংকিত দাগী অপরাধী ছাড়াও, জজ, প্রসিকিউটর, ম্যাজিস্ট্রেট, জেলারদের মতো আইনসিদ্ধ অপরাধীরা, যারা মানুষ হয়ে মানুষকে বিচার করার স্পর্ধা রাখে, মানুষ হয়ে মানুষকে দণ্ড দেয়।'

নেখ্‌লিউদভ এত দিনে বুঝতে পারল যে আইনসম্মত অপরাধীরা বিচারে বসে অপর সাধারণের প্রতি দণ্ডবিধান করছে বলে যে সমাজ শৃংখলা টিকে আছে এমন নয়, টিকে আছে এদের কলুষিত প্রভাব সত্ত্বেও মানুষ এখনো মানুষের দুঃখে কাতর হয় বলে, মানুষ মানুষকে ভালোবাসে বলে।

সুসমাচারে ওর এই ধারণার সমর্থন মিলতে পারে মনে করে নেখ্‌লিউদভ গোড়া থেকে পড়তে শুরু করল মথি-লিখিত সুসমাচার। 'প্রভু যীশুর পর্ব্বতে দত্ত উপদেশ' অংশটি সর্বদাই ওর অন্তরস্পর্শী বলে মনে হত। এই অংশ পড়তে গিয়ে আজ ও সর্বপ্রথম আবিষ্কার করল এই উপদেশগুলি অসম্ভব ও অতিরঞ্জিত দাবি সম্বলিত শ্রুতিমধুর ও অবাস্তব ভাবের উচ্ছ্বাস নয়, পরন্তু এগুলি সরল, স্পষ্ট ও কার্যকর জীবন-নীতি। জীবন যাপনের বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতিগুলি যদি প্রয়োগ করা যায় (প্রয়োগ করা মোটেই অসম্ভব নয়), তা হলে সমাজে একটা আশ্চর্য অভিনব পরিবেশের সৃষ্টি হবে। যে-হিংসা বিদ্বেষের নগ্ন প্রকাশ দেখে নেখ্‌লিউদভ এতদিন ক্ষুব্ধ পীড়িত বোধ করে এসেছে এই নূতন পরিবেশে তা আপনা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কেবল তাই নয়, মানবজাতির পরম প্রাপ্তি ঘটবে, এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্গরাজ্য।

এই জীবন-নীতিগুলি মূলত পাঁচটি।

প্রথম নীতি (মথি ৫, ২১-২৬) বলে, মানুষ কেবল যে নরহত্যা করবে না এমন নয়, মানুষ মানুষের প্রতি ক্রোধ পর্যন্ত করবে না, কাউকে মূঢ় কিংবা নির্বোধ জ্ঞান করবে না, কারো সঙ্গে যদি তার বিবাদবিসম্বাদ থাকে আগে সেটা মিটমাট করে তবে যেন ভগবানের কাছে সে তার নৈবেদ্য রাখে, অর্থাৎ প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয় নীতি (মথি ৫, ২৭-৩২) বলে, মানুষ যেন ব্যভিচার না করে, সুন্দরী স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাতও না করে, একবার কোনো স্ত্রীলোকে উপগত হলে যেন তার বিশ্বাস লঙ্ঘন না করে।

তৃতীয় নীতি (মথি ৫, ৩৩-৩৭) বলে, মানুষ যেন কখনো কোনো দিব্য দিয়ে নিজেকে না বন্ধন করে।

চতুর্থ নীতি (মথি ৫, ৩৮-৪২) বলে, মানুষ যেন চোখের পরিশোধে চোখ না দাবি করে পরন্তু এক গালে চড় খেলে যেন অন্য গাল পেতে দেয়, কেউ যদি ক্ষতি করে তা যেন মার্জনা করে ও নম্র ভাবে সহ্য করে, কেউ যদি কিছু যাচ্ঞা করে তাকে কখনও যেন বিমুখ না করে।

পঞ্চম নীতি (মথি ৫, ৪৩-৪৮) বলে, মানুষ যেন আপন শত্রুগণকে দ্বেষ না করে, তাড়না না করে, পরন্তু তাদের প্রতি প্রেম করে, সহায়তা করে ও সেবা করে।

নেখ্লিউদভ বাতিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, ওর বুকের স্পন্দন যেন থেমে রইল কিছুক্ষণ। যে-বিরাট বিভ্রান্তির মধ্যে মানুষ জীবন যাপন করে, সেই কথাটা ভাবতে ভাবতে ও পরিষ্কার বুঝতে পারল মানুষকে এই সব নীতি মেনে চলবার শিক্ষা যদি দেওয়া হয় তা হলে তাদের জীবনের চেহারাটাই কেমন পালটে যেতে পারে। এই কথা ভেবে পুলকিত হয়ে উঠল ওর হৃদয়, এমন আনন্দের উল্লাস বহুদিন ও অনুভব করে নি। যেন বহুদিনের শ্রান্তি-ক্লান্তি, দুঃখ-বেদনার পর হঠাৎ সান্ত্বনা ও মুক্তির আস্বাদ লাভ করল।

সারা রাত ওর ঘুম হল না। আরো অনেকে যাঁরা কোনো সংশয়ের নিরসনে গভীর অভিনিবেশে সুসমাচার অবধান করেন, তাঁদের মতো নেখ্লিউদভও জীবনে এই প্রথম বার সুসমাচারের কথাগুলোর সমগ্র তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করতে পারল। আগে বহুবার পড়ে থাকলেও অর্থ-

তাৎপর্যের দিকে কোনো নজরও করে নি। স্পঞ্জ যেমন জল শুষে নেয় তেমনি ভাবে আজ ওর তৃষিত চিত্ত অঞ্জলি ভরে পান করল এমন সব বিস্ময়কর তথ্য যা কেবল মানুষের প্রয়োজন সাধন করে না আনন্দও বিধান করে। যা-কিছু পড়ল সবই ওর পূর্বপরিচিত ও সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু এখন মনে হল অনেক আগে থেকে জানা সত্ত্বেও যা সে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি, বিশ্বাস করতে পারে নি তা যেন দৃঢ় প্রত্যয়ের রূপ নিচ্ছে, তাকে সচেতন করে তুলছে। এখন সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে, বিশ্বাস করতে পারছে। শুধু তা-ই নয় সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে, বিশ্বাস করতে পারছে যে মানুষ এই নীতিগুলি মেনে চলতে পারলে তার পরম কল্যাণ, এগুলি মেনে চলা মানুষের একমাত্র কর্তব্য এবং মেনে চলাতেই মানুষের জীবনের একমাত্র সার্থকতা। এই সব নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়াটা ভুল, সে-ভুলের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি পেতে হবে — সমগ্র শিক্ষা থেকে এটাই বেরিয়ে আসে, বিশেষ করে সবচেয়ে স্পষ্ট ভাষায় তা বলা হয়েছে দ্রাক্ষাক্ষেত্রবিষয়ক রূপক কাহিনীতে।

দ্রাক্ষাক্ষেত্রে চাষীদের পাঠানো হয়েছিল মালিকের বাগানে কাজ করতে। চাষীরা মনে করল দ্রাক্ষাক্ষেত্রটা তাদেরই, দ্রাক্ষাক্ষেত্রের যা কিছু সবই বুঝি তাদের জন্য, তাদের একমাত্র কাজ হল জীবনটা উপভোগ করা। মালিককে তারা ভুলে গেল। যারা ওদের মালিকের কথা এবং মালিকের প্রতি ওদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিল তাদের সকলকেই ওরা বধ করল।

নেখ্লিউদভ ভাবতে লাগল:

'আমরাও ঠিক তা-ই করছি। আমরা নিজেরাই যেন আমাদের জীবনের মালিক এবং জীবনটা যেন আমাদের উপভোগের জন্য দেওয়া হয়েছে এই রকম একটা অদ্ভুত দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমরা জীবনধারণ করি। কিন্তু সেটা তো অসম্ভব, অযৌক্তিক। আমাদের যদি এখানে পাঠানোই হয়ে থাকে সেটা নিশ্চয় কারো ইচ্ছাক্রমে, কোনো একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমরা যদি এখন নিজেরাই স্থির করে নিই আমোদপ্রমোদ উপভোগ করার জন্যই আমাদের এখানে আসা, তা হলে মালিকের হুকুম অমান্য করলে চাষীর যেমন দুরবস্থা হয় আমাদেরও তেমনি হবে। মালিকের ইচ্ছাটা যে কী, সেটা ব্যক্ত হয়েছে এই পঞ্চনীতিতে। মানুষ যদি এই সব নীতি অনুসরণ করে তা হলে এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে, মানুষের নাগালের মধ্যে যে-পরম মঙ্গল আছে মানুষ তখন তার সন্ধান পাবে।

'সুসমাচারে বলা হয়েছে:

''তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ওই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।' কিন্তু আমরা 'ওই সকল দ্রব্যেই' আগ্রহী বলেই সেগুলি পাই না।

'তা হলে এই তো হল আমার জীবনের ব্যাপার। একটা কর্তব্য শেষ করতে না করতেই আর একটি কর্তব্য শুরু হল।'

সেই রাত থেকে নেখ্লিউদভের পক্ষে শুরু হল সম্পূর্ণ এক নূতন জীবন; কারণ সে যে-জীবনের কোনো নতুন পরিবেশে প্রবেশ করেছিল এমন নয়, কিন্তু ওই সময় থেকে ওর জীবনে যা যা ঘটেছিল সবই সে দেখল নতুন আলোকে, নতুন অর্থে, নতুন তাৎপর্যে।

ওর জীবনের এই নতুন পর্বটা কী ভাবে সমাপ্ত হবে তা প্রমাণ করবে ভাবীকাল।

সমাপ্ত

‘পুনরুজ্জীবন’ প্রসঙ্গে

‘পুনরুজ্জীবন’-এ রুশ সমাজ জীবনের যে-সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে সেগুলির তীক্ষ্ণতার বিচারে, যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তার প্রবল শক্তির বিচারে রুশ সাহিত্যে, তথা সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে তলস্তয়ের এ উপন্যাসের কোন তুলনা নেই।

দশ বছরেরও বেশি (১৮৮৯-১৮৯৯) সময় ধরে ‘পুনরুজ্জীবন’ রচনার কাজ চলে। অবশ্য মাঝে মাঝে বেশ কিছু বিরতি ছিল।

১৮৭৭ সালের জুন মাসে বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও সমাজকর্মী আনাতোলি কোনি লেভ তলস্তয়ের বাসস্থান ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় এলে তিনি মামলা বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি কাহিনী লেখককে বলেন। চৌর্যবৃত্তির অপরাধে আদালতে রোজালিয়া ওনি নামে এক স্ত্রীলোক সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মামলা চলাকালে জুরি-মণ্ডলীর জনৈক সদস্য রোজালিয়াকে চিনতে পারেন। স্ত্রীলোকটি তাঁরই পিসি ভূম্যধিকারিণীর কাছে মানুষ হয়। এই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি এক কালে তাকে ফুসলে তার সতীত্ব নাশ করেন। রোজালিয়া অন্তঃসত্ত্বা হলে পিসি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। বিবেকের দংশনে পীড়িত হয়ে স্ত্রীলোকটির দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী এই ভদ্রলোকটি তাঁর নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাকে বিবাহ করার অনুমতি আদায়ের জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকটি এই বিবাহে রাজীও হয়। কিন্তু বিবাহ শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে পারে নি — সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের জন্যে স্থানান্তরিত করার আগে পিটার্সবুর্গের জেলখানাতেই রোজালিয়ার মৃত্যু হয়।

তলস্তয় এই বিষয়ের উপর কোনিকে একটি গল্প লেখার পরামর্শ দেন।

কোনি রাজী হলেও প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে কালবিলম্ব করতে থাকেন। এক বছর বাদে তিনি তলস্তয়ের অনুরোধে প্লটটা তাঁকে ছেড়ে দেন।

উপন্যাসটির পরিকল্পনা-সম্পর্কিত প্রাথমিক ভাবনাচিন্তার প্রক্রিয়া বেশ দীর্ঘকাল চলে — কেবল ১৮৮৯ সালের শেষ দিকে গ্রন্থ রচনার কাজ সক্রিয় চরিত্র অর্জন করে। সমগ্র উপন্যাসটি ৮০-৯০ দশকের রুশ বাস্তবধর্মী ঘটনা ও নির্দিষ্ট তথ্যমূলক উপাদানের ভিত্তিতে লিখিত। কারাদণ্ডভোগী এবং নির্বাসনদণ্ড ভোগের জন্যে স্থানান্তরে প্রেরিত লোকজনের জীবনযাত্রা এবং সশ্রম কারাদণ্ডভোগীদের আচার-ব্যবহার বর্ণনা করার জন্য তলস্তয় বিশেষ ধরনের রচনাদি পাঠ করেন। বহু খুঁটিনাটি বিষয় তিনি আহরণ করেন মার্কিন গবেষক জর্জ কেন্নান-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাইবেরিয়া ও নির্বাসন' থেকে। এছাড়া উক্ত গ্রন্থের লেখক ১৮৮৬ সালের জুন মাসে যখন ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় আসেন তখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেও তলস্তয় বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। উপন্যাসে রূপায়িত বহু ঘটনার মূলে আছে তলস্তয়ের নিজের চোখে দেখা বিচার দৃশ্য ও মামলা চলাকালীন তদন্ত; এছাড়া আছে মস্কো ও তুলা শহরে তলস্তয়ের কারাগার পরিদর্শন এবং জেলের ওয়ার্ডার, ইন্স্পেক্টর ও বন্দীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার ফলে লব্ধ অভিজ্ঞতা। উপন্যাসে, বিশেষত উপন্যাসের শেষ পর্বে এমন সমস্ত নির্দিষ্ট ঘটনা ও তথ্যের সরাসরি প্রতিধ্বনি মেলে যেগুলির সঙ্গে ঔপন্যাসিকের সদ্য পরিচয় ঘটেছিল। যেমন, তৃতীয় পর্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লোজিন্স্কি ও রজোভ্স্কির মৃত্যুদণ্ডের যে বিবরণ ক্রিল্ৎসোভ দিয়েছে তা জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত সাক্ষ্যের পরিশীলিত রূপ। ১৮৮০ সালে উক্ত দুই বিপ্লবীকে কিয়েভে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। উৎপীড়িত ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকদের জন্যে নেখ্লিউদভকে যে বিশেষ সক্রিয় হতে দেখা যায় তার মধ্যে দুখবোর ধর্মসম্প্রদায়ের* দুর্ভাগ্যের বোঝা লাঘবের জন্য লেখকের নিজের চেষ্টার প্রতিফলন ঘটেছে। পিটার-পল্

---

* দুখবোর ধর্মসম্প্রদায় — খ্রীষ্টধর্মবিশ্বাসীদের একটি শাখা। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ায় এর উদ্ভব ঘটে। এই ধর্মসম্প্রদায় গ্রীক অর্থডক্স চার্চের যাবতীয় আচারানুষ্ঠান ও ধর্মীয় সংস্কারাদিকে, যাজক ও সন্ন্যাসীদের অস্বীকার করে। তারা তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের আদর্শজ্ঞানে উপাসনা করে। শাসন কর্তৃপক্ষের বশ্যতা স্বীকারে রাজী না হওয়ায় এবং সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করায় জার সরকার তাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এরা কানাডায় গিয়ে আশ্রয় নেয়।

দুর্গের কম্যাণ্ডাণ্ট বলে যে ব্যারন ক্রিগস্মুট-এর চিত্র উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে তার মূলে আছে লেখকের উক্ত কারাদুর্গ পরিদর্শন এবং দুর্গের প্রকৃত কম্যাণ্ডাণ্ট ব্যারন ফন মাইডেল-এর সঙ্গে তাঁর আলাপের অভিজ্ঞতা। উপন্যাসে এই সমস্ত ঘটনার এবং সমসাময়িক আরও বহু ঘটনার যে শিল্পসম্মত রূপ দান করা হয়েছে তার মূলে উদ্দেশ্য ছিল জীবনের বাস্তবতা ও নগ্ন সত্যের প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

১৮৯৯ সালে লেওনিদ পাস্তেরনাকের আঁকা চিত্রে শোভিত হয়ে 'নিভা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'পুনরুজ্জীবন' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ। লেওনিদ পাস্তেরনাকের আঁকা ছবিগুলি তলস্তয়ের উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে। সেন্সর ব্যবস্থার কবলে পড়ে উপন্যাসের বয়ান বহুলাংশে (পাঁচশ'রও বেশি জায়গায়) বিকৃত হয়।

একই সময় ঐ একই গ্যালি-প্রুফের ভিত্তিতে উপন্যাসটি তলস্তয়ের বন্ধু ভ্লাদিমির চের্তকভের ইংলণ্ডস্থ 'মুক্তবাণী' প্রকাশনালয়ে প্রকাশের জন্য কম্পোজ করা হতে থাকে। ১৮৯৯ সালে সেন্সরমুক্ত এই উপন্যাসের অবিকল সংস্করণটি সেখান থেকে প্রকাশিত হয়। রাশিয়ায় পৃথক গ্রন্থাকারে 'পুনরুজ্জীবন' প্রকাশিত হয় কেবল তার পরের বছর।

আর কোন রচনা 'পুনরুজ্জীবন'-এর মতো এত দ্রুত বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে কিনা সন্দেহ। ১৮৯৯-১৯০০ সালের মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি এবং আরও বহু দেশে উপন্যাসটির অসংখ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কোন এক সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে জানা যায় একমাত্র জার্মানিতেই ১৯০০ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি ''পুনরুজ্জীবন'-এর অনুবাদের সংখ্যা ৬০ ছাড়িয়ে যায় — এর মধ্যে অবশ্য পৃথক পৃথক সংস্করণ ছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অনুবাদও আছে।'

রুশ পাঠকমহলের উপর 'পুনরুজ্জীবন'-এর গভীর প্রভাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে ১৮৯৯ সালের ১৪ জুন তারিখে তলস্তয়ের কাছে বিখ্যাত সমালোচক ভ্লাদিমির স্তাসভের লিখিত একটি পত্র, যাতে তিনি লিখেছেন: 'ওঃ, কী আশ্চর্য সৃষ্টি আপনার এই 'পুনরুজ্জীবন'! মনে হয় যেন কেবল এরই মধ্যে এখন সমগ্র রাশিয়ার জীবন ও পুষ্টি।' তলস্তয়ের সমসাময়িকরা লেখকের শেষ উপন্যাসটির বিপুল সামাজিক তাৎপর্যের ওপর বিশেষ জোর দেন।

অতি সঙ্গত কারণেই প্রলেতারীয় লেখক মাক্সিম গোর্কি স্বয়ং তলস্তয়ের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নেখ্লিউদভ-চরিত্রকে একাত্ম করে দেখেছেন:

'প্রিন্স্ নেখ্লিউদভ ৬০ বছর ধরে রাশিয়ার বুকে ঘুরে বেড়িয়েছে।... ৬০ বছর ধরে ধ্বনিত হয়েছে সুকঠোর ন্যায়ের কণ্ঠস্বর, উদ্ঘাটন করেছে সকলের এবং সব কিছুর স্বরূপ। আমাদের বাদবাকি সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টি মিলে রুশ জীবনের যতটা বর্ণনা করেছে প্রায় ততটাই বর্ণিত হয়েছে এতে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে রুশ সমাজজীবন যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তলস্তয়ের রচনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য আজ তার সামগ্রিক ফলরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাঁর রচনাবলী যুগ যুগ ধরে এক মহাপ্রতিভাধরের নিরলস শ্রমের স্মারক হয়ে থাকবে। উনবিংশ শতাব্দীতে এক ব্যক্তিত্ব, এক প্রবল ব্যক্তিপুরুষ রাশিয়ার ইতিহাসে নিজের স্থান ও লক্ষ্য খুঁজে বার করতে গিয়ে যা যা করেছেন তাঁর গ্রন্থাদি সে সমস্ত অন্বেষার প্রামাণ্য বিবরণ।'

'স্থান ও লক্ষ্যের' অন্বেষা — এই হল 'পুনরুজ্জীবন' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে আছে এক পুনরুজ্জীবনের প্রতীক্ষা — কোন ব্যক্তিবিশেষের পুনরুজ্জীবন নয়, কেবল নেখ্লিউদভ ও কাতিউশার পুনরুজ্জীবন নয় — এ পুনরুজ্জীবন গোটা সমাজের, গোটা দেশের; এ হল বসন্তের প্রতীক্ষা, নবজীবনের প্রতীক্ষা।

টীকা-টিপ্পনী

পৃষ্ঠা ২৯

... **সদ্য প্রকাশিত পত্রিকা** *Revue des deux Mondes*—ফরাসী শিল্প-সাহিত্য ও সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত পত্রিকা। ১৮২৯ সাল থেকে প্যারিসে প্রকাশিত হত। রুশ অভিজাত বুদ্ধিজীবীমহলে পত্রিকাটির প্রভূত জনপ্রিয়তা ছিল।

পৃষ্ঠা ৩২

জেম্‌স্তভো — আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদ — ১৮৬৪ সালে রাশিয়ায় প্রবর্তিত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা।

পৃষ্ঠা ৩৪

হার্বার্ট স্পেন্সরের উৎসাহী সমর্থক... — ইংলণ্ডের বুর্জোয়া সমাজবিদ ও প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সর (১৮২০-১৯০৩)। Social Statics — স্পেন্সরের গোড়ার দিকে লেখা (১৮৬০) এবং সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রচনাগুলির একটি। একদল লোককে জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আরেক দল লোকের ভূসম্পত্তির অধিকার ভোগ যে কত দূর অন্যায় এই রচনায় লেখক তা-ই প্রমাণ করেছেন।

পৃষ্ঠা ৩৫

হেনরী জর্জের লেখায়... — মার্কিন পেটি-বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মী হেনরী জর্জ (১৮৩৯-১৮৯৭)। স্পেন্সর তাঁর Social Statics-এ জমির মালিকানা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে গেছেন 'জমিসংক্রান্ত প্রশ্ন', 'বিপুল সমাজ সংস্কার' ইত্যাদি নানা রচনায় হেনরী জর্জ তারই

বিকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি জমির ওপর সম হারে সরকারী কর প্রবর্তনের দ্বারা জমি জাতীয়করণের তত্ত্ব উত্থাপন করেন। তলস্তয় ছিলেন হেনরী জর্জের এই সমবণ্টন তত্ত্বের প্রবল সমর্থক। উক্ত তত্ত্বের ব্যাপক প্রচারও তিনি করেন। তাঁর মতে, এর ফলে রাশিয়ার ভূমিসমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হবে।

পৃষ্ঠা ৫৩

সাধারণ ফৌজদারী প্রথা... — ১৮৬৪ সালে প্রবর্তিত বিচার সংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উক্ত বিচার সংস্কারের ফলে ফৌজদারী আদালতের বিচার প্রকাশ্য ঘোষিত হয় এবং তাতে জুরীপ্রথার প্রচলন ঘটে।

পৃষ্ঠা ৮৪

তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক পরেই — ১৮৭৭-১৮৭৮ সালে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তার কথা বলা হয়েছে।

পৃষ্ঠা ১১৭

'সার্ভিট্যুড' — আইনের পরিভাষা। এর অর্থ হল অন্যের সম্পত্তি নির্দিষ্ট পরিমাণে ভোগের অধিকার।

পৃষ্ঠা ১১৮

লোম্ব্রোশো ও তার্দ-এর মতামত... শার্কো... — চেজারে লোম্ব্রোশো (১৮৩৬-১৯০৯) — ইতালীয় অপরাধবিজ্ঞানী। ইতালীয় অপরাধবিজ্ঞানের যে ধারা তিনি প্রবর্তন করেন তাতে অপরাধের সামাজিক কারণকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাঁর বিবেচনায় অপরাধ হল মানুষের জন্মগত, বংশানুক্রমিক ধর্মবিশেষ — এক বিশেষ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও দৈহিক গঠনের অধিকারী মানুষের সহজাত ধর্ম। তাই লোম্ব্রোশো মনে করেন, ঐ ধরনের লোকজন অপরাধ করুক আর না-ই করুক তাদের বিচ্ছিন্ন করা এবং বিনাশ করা উচিত। গাব্রিয়েল তার্দ (১৮৪৩-১৯০৪) — ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ ও অপরাধবিজ্ঞানী। জাঁ শার্কো (১৮২৫-১৮৯৩)—ফরাসী স্নায়ুবিকারতত্ত্ববিদ, সম্মোহনবিদ্যার উপর রচনার লেখক।

পৃষ্ঠা ১১৯

সাদ্‌কো — নোভ্‌গোরদ-পর্যায়ভুক্ত একটি লোকগাথার নায়ক, জনৈক ধনী সওদাগর।

পৃষ্ঠা ১৪৫

স্লাভোফিল্‌ — উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অন্যতম রুশ সমাজচিন্তাধারার প্রবক্তা। এই চিন্তাধারার প্রবক্তারা রুশদেশের নিজস্ব রীতিনীতিকে উর্ধ্বে তুলে ধরে তার ভিত্তিতে দেশের এক আদর্শ পথ নির্দেশ করেন। তাঁরা প্রাচীন রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা, কৃষক পঞ্চায়েত ও গ্রীক অর্থডক্স ধর্মকে আদর্শায়িত করেন।

পৃষ্ঠা ২৪১

তুর্গেনেভ-এর ভাষায় বলতে পারি... — ইভান তুর্গেনেভের (১৮১৮-১৮৮৩) 'একটি অতিরিক্ত মানুষের দিনলিপি' নামে গল্প থেকে উদ্ধৃতি।

পৃষ্ঠা ২৪২

...সেই কোন একজন লেখক যেমন বলেছেন... — সম্ভবত কোন একজন লেখকের জবানীতে তলস্তয় নিজের চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। বিখ্যাত সুরকার আলেক্সান্দর গোল্‌ডেনভাইজারের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তলস্তয় একবার এই উক্তিটি করেছিলেন।

পৃষ্ঠা ২৪৬

গার্শিন — ভ্‌সেভলোদ গার্শিন (১৮৫৫-১৮৮৮) — বিখ্যাত রুশ লেখক। মানুষের দুঃখকষ্টের অভিব্যক্তির জন্যে তাঁর লিখিত গল্পগুলি পাঠকমহলে বিশেষ সমাদৃত।

পৃষ্ঠা ২৭০

ক্লেমেন্তির গিট্‌কিরির ব্যায়াম... — ইতালীয় পিয়ানোবাদক ও সুরকার মুৎসিও ক্লেমেন্তি (১৭৫২-১৮৩২)। পিয়ানোবাদকদের পাঠক্রমে এখনও তাঁর গিটকিরি অবশ্য শিক্ষণীয়।

পৃষ্ঠা ২৮৪

'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' বা গণমুক্তি — রাশিয়ার নারোদ্‌নিকপন্থী বিপ্লবী সংগঠন। ১৮৭৯ সালে এর প্রতিষ্ঠা। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতি হিশেবে এই দলের সদস্যরা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সংগঠন, তার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কলাকৌশল ও সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম পদ্ধতি যে কত দূর অসার ইতিহাস তা প্রমাণ করেছে।

পৃষ্ঠা ৩১৩

দেসিয়াতিনা — মেট্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে রাশিয়ায় জমি পরিমাপের একক। এক দেসিয়াতিনা ১·০৯২ হেক্টরের সমান।

পৃষ্ঠা ৩২৯

ক্‌ভাস্‌ — খামির দিয়ে গাঁজানো এক ধরনের পানীয়।

পৃষ্ঠা ৩৮৩

জন হাওয়ার্ড (১৭২৬-১৭৯০)—ইংরেজ লোকহিতৈষী। ইনি কারাদণ্ড লঘু করার পক্ষে প্রচার চালান।

পৃষ্ঠা ৩৮৭

'পয়লা মার্চে যা হয়ে গেল...' — ১৮৮১ সালের পয়লা মার্চ সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্সান্দর সন্ত্রাসবাদী 'নারোদনায়া ভোলিয়া' দলের সদস্যদের হাতে নিহত হন।

পৃষ্ঠা ৪১১

ডিসেম্ব্রিস্ট — অভিজাত সমাজভুক্ত বিপ্লবীবৃন্দ (এ'দের মধ্যে বহু কবি, লেখক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন)। ১৮২৫ সালে এ'রা সচেতনভাবে সংগঠিত হয়ে স্বৈরতন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটান। ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে অভ্যুত্থান ঘটে বলে এ'রা ডিসেম্ব্রিস্ট নামে পরিচিত।

পৃষ্ঠা ৪৩৫

...ভল্‌তেয়র, শোপেনহাওয়ের, হার্বার্ট স্পেন্সর কিংবা কোঁৎ-এর শরণাপন্ন না হয়ে সমর্থন খুঁজতে গেল হেগেলের দর্শনে এবং ভিনে ও খোমিয়াকভ-

এর ধর্মীয় ব্যাখ্যানে — এক দিকে সুবিখ্যাত ফরাসী জ্ঞানবাদী ফ্রাঁসোয়া-মারি আরুয়ে ভল্‌তেয়র (১৬৯৪-১৭৭৮), জার্মান ভাববাদী দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ের (১৭৮৮-১৮৬০), স্পেন্সর (৩৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ) ও ফরাসী প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক অগুস্ত কোঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) এবং অন্যদিকে চিরায়ত জার্মান দর্শনের মহত্তম প্রতিভূ গেওর্গ ভিল্‌হেল্‌ম ফ্রিডরিখ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১), সুইস ধর্মতত্ত্ববিদ আলেক্সান্দর ভিনে (১৭৯৭-১৮৪৭) এবং রুশ স্লাভভক্ত ও লেখক আলেক্সেই খোমিয়াকভ (১৮০৪-১৮৬০) — এই চিন্তানায়কদের কারও সঙ্গেই কারও তেমন কোন মিল না থাকলেও এখানে তাঁদের এই ভাবে উল্লেখ করার কারণ একটিই — প্রথমোক্তরা কোন-না-কোন ভাবে গির্জা ও গির্জাপ্রভাবিত খ্রীষ্টধর্মের বিরূপ সমালোচনা করেছেন অথবা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; অপর পক্ষে, শেষোক্তরা কোন-না-কোন দৃষ্টিকোণ থেকে গির্জার মতান্ধতা ও আচারানুষ্ঠানকে স্বীকার করেছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন।

পৃষ্ঠা ৪৫৭

...পশ্চিম রাশিয়ায় যে-সমস্ত ইউনিয়েট্‌দের ওপর জোর করে গ্রীক অর্থডক্স ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে... — ১৫৯৬ সালে পোল্যান্ড রেচ্‌ পস্পলিতা (প্রজাতন্ত্র) রুশ ভূখণ্ডের পশ্চিম উপকণ্ঠসমূহ অধিকার করে নিলে সেখানে ক্যাথলিক ও গ্রীক অর্থডক্স চার্চের ঐক্য (ইউনিও) সাধিত হয়। ১৮৩৯ সালে পোল্যান্ড বিভক্ত হওয়ার পর ইউক্রেন ও বেলোরুশিয়া এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে রাশিয়ায় চলে এলে গ্রীক অর্থডক্স ধর্ম পুনরায় প্রভুত্ব কায়েম করে; ইউনিয়েট্‌দের ওপর উক্ত ধর্মবিশ্বাস জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

পৃষ্ঠা ৪৬৭

হেনরি থোরো (১৮১৭-১৮৬২)—মার্কিন লেখক। দাসপ্রথা ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। ১৮৪৯ সালে 'আইন অমান্য আন্দোলন প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে থোরো লেখেন: 'যে-রাষ্ট্রে মানুষকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করে রাখা হয় সেখানে ন্যায়পরায়ণ মানুষের প্রকৃত স্থান হল কারাগার।'

পৃষ্ঠা ৪৭৯

লোম্ব্রোশো, গারোফালো, ফেরুরি, লিস্ট, মড্‌সলে, তার্দ — লোম্ব্রোশো (১১৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ)। রাফাএলে গারোফালো (জন্ম ১৮৫২) ও এন্‌রিকো

ফের্‌রি (১৮৫৬-১৯২৯) — ইতালীয় অপরাধবিজ্ঞানী। এ'রা ইতালীয় অপরাধবিজ্ঞান ধারার (১১৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ) প্রবর্তক ও অনুসারী। ফ্রিড্‌রিখ লিস্ট (১৭৮৯-১৮৪৬) — জার্মান অর্থনীতিবিদ। মড্‌সলে (১৮৩৫-১৯১৮) — ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিদ। গাব্রিয়েল তার্দ (১১৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ) — ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানী।

পৃষ্ঠা ৫৩৬

পুগাচিওভ ও রাজিন — এ'রা দু'জন ছিলেন রাশিয়ায় কৃষক-বিদ্রোহের নেতা; রাজিন সপ্তদশ শতকে, পুগাচিওভ অষ্টাদশে।

পৃষ্ঠা ৫৫৯

দ. আ. লিনিওভ এ-রকম একটি ঘটনার কথা বলেছেন তাঁর লেখা 'নির্বাসন' নামক বইয়ে — দ্‌মিত্রি লিনিওভ (ছদ্মনাম দালিন, ১৮৫৩-১৯২০) — রম্যরচনা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত রচনাদির লেখক। কারাগারে কয়েদীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর অসংখ্য প্রবন্ধ ও গল্প লিখেছেন। 'নির্বাসন' নামে প্রবন্ধটি ১৮৮৬ সালে পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এক বিরতি-শিবির থেকে অপর বিরতি-শিবিরে স্থানান্তরের সময়, নির্বাসনস্থলে যাত্রাপথে অথবা তদন্ত চলাকালে কয়েদীদের প্রতি জেলকর্তৃপক্ষ ও কনভয় যে অমানুষিক আচরণ করে থাকে বইটিতে তারই বর্ণনা আছে। তলস্তয় এখানে যে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তা লিনিওভের গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ থেকে গৃহীত।

পৃষ্ঠা ৫৬৫

নারোদ্‌নিকরা — ঊনবিংশ শতাব্দীর ৬০ থেকে ৭০-এর দশকের সন্ধিক্ষণে উদ্ভূত কল্পস্বর্গবাদী সমাজতন্ত্রীদের আন্দোলনের একটি ধারা। প্রধানত অভিজাত সমাজ বহির্ভূত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পুঁজিবাদকে পাশ কাটিয়ে, কৃষক-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়া সম্ভব বলে নারোদ্‌নিকদের বিশ্বাস ছিল। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক-সম্প্রদায়কে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী যুব-সম্প্রদায় গ্রামে 'নারোদ' অর্থাৎ জনগণের মধ্যে গিয়ে সামিল হতে থাকে।

পৃষ্ঠা ৬০১

আরাগোর মতো ঈশ্বর ওর কাছে নিতান্তই এমন একটি প্রকল্পিত

বন্ধু... — দোমিনিক আরাগো (১৭৮৬-১৮৫৩) — ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর লিখিত 'সর্বজনবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান' বইটি এককালে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে, রুশ ভাষায়ও অনুদিত হয়।

পৃষ্ঠা ৬২২

কারা — ট্রান্স-বৈকালের পূর্বাংশে অবস্থিত নদী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত রাজবন্দীরা এখানকার স্বর্ণখনিগুলিতে কাজ করতেন।

পৃষ্ঠা ৬২৩

গেরৎসেন বলেছিলেন ডিসেম্বর বিদ্রোহীদের যখন সরিয়ে দেওয়া হল, সমাজের সামগ্রিক স্তরে অবনতি দেখা গিয়েছিল। — সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের কাছে লিখিত পত্রে (ব্যারন কর্ফ্-এর গ্রন্থ প্রসঙ্গে) গেরৎসেন বলেছেন: 'এই সমস্ত লোকজনকে নির্বাসন দণ্ড দানের পর আমাদের শিক্ষাদীক্ষার তাপমাত্রার অবনতি ঘটল, ফলে বুদ্ধিবৃত্তির ঘাটতি দেখা দিল, সমাজ আরও নীচে নেমে গেল, তার আত্মমর্যাদাবোধ হারাল।'

গেরৎসেন আলেক্সান্দর (১৮১২-১৮৭০) — বিপ্লবী, লেখক।

পৃষ্ঠা ৬৩৮

শনিবারে যারা ধর্মোপাসনা করে সেই ইহুদি ধর্মসম্প্রদায়... — ইহুদি ধর্মের মূলনীতিতে আস্থাশীল ও শনিবারে ধর্মোপাসনাকারী ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্য।

অস্ত্রীয় আর্চবিশপের মতাবলম্বী — এরা হল প্রাচীন আচারানুষ্ঠানপন্থী — অস্ট্রিয়ার আর্চবিশপ পরিচালিত গির্জাকে স্বীকার করে।

মোলোকান — রুশ দেশের অন্যতম খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়।

পৃষ্ঠা ৬৫৩

টংকিং অভিযান — ইন্দোচীনের টংকিং প্রদেশে ১৮৮২-১৮৯৮ সালে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক যুদ্ধ।

পৃষ্ঠা ৬৫৪

গ্লাড্স্টোন — ইংরেজ রাজনীতিবিদ উইলিয়ম গ্লাড্স্টোন (১৮০৯-১৮৯৮)।